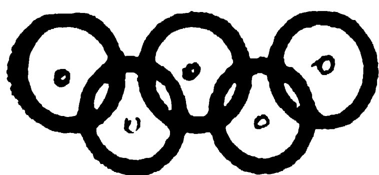
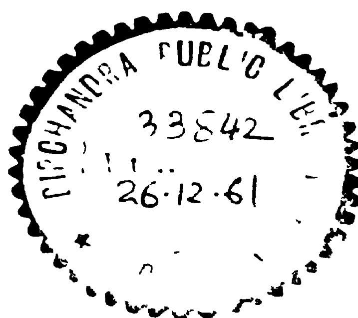


অলিম্পিকের
ইতিকথা

অলিম্পিকের ইতিকথা

শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত




বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯

॥ প্রথম প্রকাশ ॥
নভেম্বর ১৯৬০

॥ প্রচ্ছদ ॥
সত্যসেবক মুখোপাধ্যায়

মূল্য : পঁচিশ টাকা

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও জ্ঞানোদয় প্রেস (১৭ হায়াৎ খাঁ লেন, কলিকাতা ৯) হইতে শ্রীঅমৃতলাল কুণ্ডু কর্তৃক মুদ্রিত॥

জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সঙ্ঘের সভাপতি
শ্রীঅশোককুমার সরকার, সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দ
ও ভারতের যুবসমাজের উদ্দেশে

FOREWORD

Shri Santi Ranjan Sengupta has done a Yeoman's service to the youth of India and indeed to the youth of the World too in compiling this great work on Olympic games. It is a great History of Sport and Games.

The compilation of this task undertaken by him as a service of joy took him some eight years to complete. The impressive long list of books and works of reference he has had to 'dig into' to extract from them all the wonderful substance and matter he has put together in this book, is evidence enough of this young author's sense of sincerity and purposefulness to be of real service and to the youth, in the matter of promoting interest in Sport and Games in the truly Olympic way. The successful completion of this Himalayan task is indeed a worthy tribute to the ability and the spirit of application of the author. Every young Indian, boy and girl. MUST read this book to be inspired to place India's name in the 'Olympic Records' much higher than it is today.

I wish I could read Bengali but alas I cannot. With eager I look forward to read the English edition of this book which I am told will be published some time. I hope in due course this book will be published in many other languages. I know of no other book of this kind in any other language. I hope one day this OLYMPIKER ITIKATHA will be an International book of reference for Olympic Games and everything connected with them. I have written this foreword on the description given me of the contents of this book, written in Bengali, by the author himself and by another responsible person.

May the spirit of the Olympic Games of promoting human harmony by holding physical contests competed for in a spirit of healthy rivalry by peoples of some ninety countries, spread throughout the World to provide for an eternal 'Festival of Peace' for mankind to enjoy.

"Roshnara" .
Mercara. Coorg.
29 September 1960

(K. M. CARIAPPA)

ভূমিকা

প্রায় আট বৎসর পূর্বের কথা, জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের কাজে মাঝে মাঝে আমাকে বাঙলা দেশের গ্রামাঞ্চলে যাইতে হইত। তখন হেলসিঙ্কিতে পঞ্চদশ অলিম্পিক আরম্ভ হইয়াছে। অনেকেই আমাকে এ সময় অলিম্পিক সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেন। সেই সকল প্রশ্নের কথা স্মরণে রাখিয়া অধুনালুপ্ত 'খেলাধূলো' ও 'সংযম' পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখি। প্রবন্ধগুলি পড়িয়া আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম সহঃ সম্পাদক, আমার অগ্রজতুল্য শ্রীভূপেশ গোবিন্দ মজুমদার মহাশয় আরও বিশদভাবে আমার বক্তব্য একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহাতে সন্নিবেশিত করিতে পরামর্শ দেন। ইহাই 'অলিম্পিকের ইতিকথা'র সূচনা।

প্রাচীন ও আধুনিক অলিম্পিকের অনুষ্ঠান এক বিরাট ব্যাপার। ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে প্রায় দুই হাজার বৎসরের ইতিহাস। অলিম্পিকের যাবতীয় তথ্য মাত্র একখানি গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা অসম্ভব, তথাপি গত আট বৎসরের প্রচেষ্টায় আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যাহা যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা পাঠক-সাধারণের নিকট উপস্থিত করিলাম। বিভিন্ন ভাষার পুস্তক হইতে সঠিক অনুবাদ ও নামেব ক্ষেত্রে বিদেশী উচ্চারণ অবিকৃত রাখিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিযাছি. পুস্তকখানিকে নির্ভুল করিবারও চেষ্টার ত্রুটি করি নাই, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কিছু কিছু ত্রুটি রহিযা গিযাছে। আশা করি প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে পাঠকগণ এই ভুল-ত্রুটি মার্জনা করিবেন।

আমাদের দেশে এ ধবনের পুস্তকের অত্যন্ত অভাব। আশা রাখি অলিম্পিক আন্দোলন সম্পর্কে আগামী দিনে আরও নূতন নূতন তথ্য পরিবেশিত হইবে। আধুনিক অলিম্পিকের স্রষ্টা মনীষী ব্যারন পিয়ারে দ্য কুবার্তা উপলব্ধি কবিযাছিলেন যে অলিম্পিক আন্দোলনের মধ্য দিয়াই বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাঁহার স্বপ্ন যে বিফল হয নাই তাহার পরিচয় আমরা পাই পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর একই পতাকার নীচে মিলিত হইয়া অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদানেব মধ্য দিয়া। রাজনীতিবিদেরা যাহা সম্ভব করিতে পাবেন নাই. অলিম্পিক অঙ্গনে তাহাই সম্ভব হইয়াছে।

বইটি লিখিতে আরম্ভ করিবার পব তথ্য ও উপকরণের বিশেষ অভাব অনুভব করি। এই সময় ভাগ্যচক্রে বার্লিনে অনুষ্ঠিত একাদশ অলিম্পিকের প্রস্তুতি কমিটির সম্পাদক ও ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক ইনস্টিটিউটের ডাইরেক্টর ডাঃ কার্ল ডায়েমের সহিত সংযোগ স্থাপনে সমর্থ হই। ডাঃ কার্ল ডায়েম আমাকে সর্বতোভাবে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন। ডাঃ কার্ল ডায়েম তাঁহার সেই প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছেন। নানা প্রকার পত্র-পত্রিকা, পুস্তকাদি, চিত্র. মিউজিয়মে রক্ষিত অলিম্পিক সম্বন্ধীয় নিদর্শনের ফটো. মাইক্রোফিল্ম ইত্যাদি সরবরাহ করিয়া আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার এই অকৃত্রিম সহাযতার জন্য তাঁহার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।

বইটি লিখিবার সময় আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির চ্যান্সলার মঃ অটো মায়ারকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাইতেছি। বইটি পড়িলেই

পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন কিভাবে তিনি আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। যখনই বিভিন্ন পুস্তকে রেকর্ডের অথবা ঘটনার কোন বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছি, কোন তথ্যের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছি, মঃ অটো মায়ারকে পত্র দিয়াছি। এক সপ্তাহের মধ্যেই মঃ অটো মায়ার আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির রেকর্ড হইতে প্রকৃত তথ্য উদ্ধার করিয়া আমাকে জানাইয়াছেন। ইহা ছাড়াও তিনি বিনামূল্যে বহু পুস্তক উপহার হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়াছেন। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির পূর্ণ সহযোগিতা না পাইলে 'অলিম্পিকের ইতিকথা' লিখিবার সাধ আমার অপূর্ণই থাকিয়া যাইত।

এই গ্রন্থখানি সংকলনে ক্রীড়াজগতের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তাহাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। FIFA (Federation Internationale de Football Association), FINA (Federation Internationale de Natation Amateur), IAAF (International Amateur Athletic Federation), Federation Internationale d'escrime, Federation Internationale de Lutte Amateur ইত্যাদির ন্যায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে যে সকল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় সে সম্পর্কে যাহাতে নির্ভুল তথ্য প্রকাশিত হয় সেইজন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ, প্রয়োজনীয় পুস্তক, চিত্র, দলিল, রেকর্ড ও বিবরণী প্রেরণ করিয়া তাঁহারা এই গ্রন্থখানিকে তথ্যনিষ্ঠ হইতে সাহায্য করিয়াছেন। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীতও বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের জাতীয় অলিম্পিক কমিটিসমূহ পুস্তকটিকে নির্ভুল করিবার জন্য যথাযথ নির্দেশ প্রেরণ করিয়াছেন ও সাহায্য করিয়াছেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন যে যে সমস্ত বিশেষজ্ঞ আমাকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আছেন সর্বশ্রী এডগার ফ্রায়েড, ফিলিপ উইন্টার (অস্ট্রিয়া), এডগার ট্যানার (ষোড়শ অলিম্পিকের প্রস্তুতি কমিটির সম্পাদক) শার্লি স্ট্রিকল্যান্ড [ডি লা হান্টি], এ এফ ক্রেভার (অস্ট্রেলিয়া), আশা বুসনেল, বিল হেনরী, এফ রুবিয়েন বব ম্যাথিয়াস, বব রিচার্ডস, জে. সি ওয়েন্স (আমেরিকা), মার্কেলো গ্যাবোনি [সপ্তদশ অলিম্পিকের প্রস্তুতি কমিটির সম্পাদক, (ইটালী)], ডঃ এইচ. পিরনাহাদ (ইরান), মামুদ মুক্তিয়ার এ. ডি টোনি (ইজিপ্ট), কে. এস. ডানকান (গ্রেট ব্রিটেন), সিটির রাইবার (চেকোশ্লোভাক স্পোর্টসের সম্পাদক), এম. ভিলসারিয়া (অরবিস), ডঃ ফ্রাঙ্ক কোটিল, এমিল জেটোপেক (চেকোশ্লোভাকিয়া), হুলাতার রিশটার, ফ্রানজ মিলার (জার্মানী), ইরা জে. এমরি (দক্ষিণ আফ্রিকা), ডঃ জাঁ কার্ল, আল্যে মিমো ও কাচা, মিশলিন অশ্টারমেয়ার (ফ্রান্স); জে. ক্রাহি (বেলজিয়াম), ডাঃ ফেরেঙ্ক মেজো, জে. মলনার, জর্জি জেপাসি, লেজলো লুকাস, জোলতান ডাকস্টেইন (হাঙ্গেরী); ডঃ জে. এন. ডেন হোটেন, ডঃ জে. এল. হোম্যান, জেনারেল পাহুদ দ্য মর্টাঙ্গেস, মিসেস ফ্যানি ব্ল্যাংকার্স-কোয়েন, ডঃ ফন জিল (হল্যান্ড); টরমোড নরম্যান, পি. এন্ডারসন (নরওয়ে), জুলিয়াস ওয়্যাগনার (সুইজারল্যান্ড), এরিখ পিটারসন (সুইডেন), জি. ডি. সোন্ধী, অশ্বিনী কুমার, পঙ্কজ গুপ্ত, সোরাব ভুত (ভারতবর্ষ)। এই সকল বিশিষ্ট ক্রীড়াবিশেষজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠানের সাহায্য না পাইলে এই পুস্তকে যে সকল তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহার অতি সামান্যও সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিতাম না।

পুস্তকটি প্রণয়নের সময় অনেকেই আমাকে নানাভাবে সহায়তা করিয়াছেন। এই পুস্তক প্রকাশের সমস্ত গৌরব তাঁহাদেরই প্রাপ্য। যাঁহাদের সাহায্য না

পাইলে এই পুস্তক প্রকাশ করা কখনও সম্ভব হইত না তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আনন্দবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষ ও শ্রীবিনোদবিহারী বসু, অমর সেন, ব্রজরঞ্জন রায়, মুকুল দত্ত, নগেন্দ্রনাথ দত্ত, অজয় বসু (যুগান্তর), শ্রীশম্ভুনাথ মল্লিক, ইন্দ্রনাথ মজুমদার, বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের ভূপেন দত্ত, আন্তর্জাতিক সুইমিং ফেডারেশনের ভারতীয় সভ্য শ্রীপান্না আহির, আন্তর্জাতিক মল্লযুদ্ধ ফেডারেশনের ভারতীয় সভ্য শ্রী বি. বি. রায়, মেজর অমল কর, তুলসী নন্দী, অশোক সিংহ, অনিমা রায়চৌধুরী, অনিমা রায় (বর্ধমান), মানিকদাস রায়, প্রোঃ গীতা ব্যানার্জি, দীপ্তি সেনগুপ্ত, আরতি দত্ত, লতিকা দাস প্রভৃতির নাম। ইহা ব্যতীত জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের সেনানীবৃন্দ বইটিকে সংঘের সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করিয়া সর্বাঙ্গসুন্দর করিতে নিরলসভাবে প্রচেষ্টা করিয়াছেন। জাতীয় গ্রন্থাগার, আনন্দবাজার পত্রিকা গ্রন্থাগার, 'ইউসিস' (U.S.I.S.) গ্রন্থাগার, "ফ্রান্স কালচারাল সেন্টার অফ ক্যালকাটা", অস্ট্রেলিয়ার হাই কমিশন: ফিনল্যান্ড, সোভিয়েট রাশিয়া, নেদারল্যান্ড, জনগণতান্ত্রিক চীন, ইটালী, ফরাসী, ইরান, ইজিপ্ট প্রভৃতি দূতাবাস; কলিকাতাস্থ চেকোশ্লোভাক বাণিজ্য দূতাবাস, 'সোভিয়েট দেশ' পত্রিকার কর্তৃপক্ষ, ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিস প্রভৃতির গ্রন্থাগারিক এবং অধ্যক্ষও রেফারেন্স পুস্তকাদি দিয়া যথাসাধ্য সহায়তা করিয়াছেন।

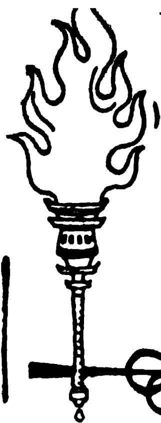
বিভিন্ন ভাষার অনুবাদ করিয়া ও প্রয়োজনীয় উপদেশ দানে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের সম্পাদক শ্রীসুধাংশু বসু, সহঃ সম্পাদক ভবেশচন্দ্র নাগ, আনন্দবাজার পত্রিকার বার্তা সম্পাদক শ্রীসন্তোষ ঘোষ, খগেন দে সরকার, অরুণ রায় প্রভৃতি সদাসর্বদা সহায়তা করিয়াছেন। উপরোক্ত শুভাকাঙ্ক্ষগণ এবং আমার অন্যান্য বন্ধুগণ, স্থানাভাবে যাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতে পারিলাম না, তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

বাংলা ভাষায় এই অতিকায় গ্রন্থখানির প্রকাশনা বস্তুতই এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। নিছক অর্থকরী মনোবৃত্তির দ্বারা প্রণোদিত কোনও প্রকাশক এই প্রচেষ্টায় অগ্রসর হইতেন কিনা সন্দেহ। অত্যন্ত আনন্দের কথা যে, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেডের কর্ণধার বন্ধুবর শ্রীদীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলাদেশে এই ধরনের পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া সাহসের সঙ্গে এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি মুদ্রণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। নূতন লেখক সত্ত্বেও এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানির মুদ্রণ বাংলাদেশে এই ধরনের পুস্তক প্রচলনের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক অনুরাগেরই পরিচয় দেয়। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেডের প্রুফরিডার বন্ধুবর শ্রীসত্য চক্রবর্তীকেও এই প্রসঙ্গে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। কেবল যে প্রুফ দেখিয়াই তিনি বইটি নির্ভুল করিবার প্রচেষ্টায় সহায়তা করিয়াছেন, তাহাই নহে, প্রয়োজনবোধে যোগ্যতার সহিত সম্পাদনাও করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে জ্ঞানোদয় প্রেসের কর্মিবৃন্দের সহযোগিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

পরিশেষে ভারতের স্থল বাহিনীর প্রাক্তন সর্বাধিনায়ক জেনারেল কে. এম. কারিয়াপ্পাকে পুস্তকটির মুখবন্ধ লিখিয়া দিবার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতা
৭ই কার্তিক
১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত



বিষয় নির্দেশ

॥ অলিম্পিয়ার প্রান্তরে ॥

॥ পুনরুজ্জীবন ॥

॥ নবজন্ম ॥

॥ নবযুগ ॥

॥ পরিশিষ্ট [ক] ॥

চিত্রসূচী

দৃশ্য ॥ [৩৬] ওলগা গ্যারমার্টি ॥ ওলগা ফিকোটোভা (কনোলী) ॥ লিনা রাদকে বাট-শাউর ॥ [৩৭] নিনা রোমাসকোভো ॥ হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ৪×১০০ মিটার রিলে রেসের একটি দৃশ্য ॥ [৩৮] জেমস্ মেরিডিথ ও চার্লস প্যাডক ॥ আলফ্রেড ওর্টার ॥ তামারা প্রেস ॥ [৩৯] মেলবোর্ন অলিম্পিকে নৌবাহন প্রতিযোগিতার ফাইনালের একটি দৃশ্য ॥ [৪০] এ. ভোরোবায়েভ ॥ ডি. শেফার্ড ॥ দিবাফ ॥ মেলবোর্ন অলিম্পিকের বাস্কেটবল খেলার একটি দৃশ্য ॥ [৪১] ভিক্টর চুখারিন ॥ ল্যারিসা ল্যাটেনিনা, সোফিয়া মুরাটোভা ও এগনেস ক্যালেটি ॥ [৪২] বরিশ চাখালিন ॥ [৪৩] অলিম্পিয়ার পবিত্র অগ্নিশিখা প্রজ্বলনের একটি দৃশ্য ॥ শেষ মশালবাহী প্যাভো নুরমি ॥ [৪৪] অলিম্পিক বৎসরের ডাকটিকিট ॥ রাইখস্ স্পোর্টসফিয়েল্ট ॥ [৪৫] সোভিয়েট রাশিয়ার তিনজন মহিলা এ্যাথলেট ॥ ইভা জেকেলী ও ডেসজো ॥ [৪৬] জাঁ বোয়াতো ও তাঁহার পিতা ॥ জেটোপেক দম্পতি ॥ [৪৭] জর্জ মেইজ ॥ জন ডেভিস ॥ এ্যাগনেস ক্যালেটি ॥ [৪৮] সোফিয়া মুরাটোভা ॥ প্যাট্রিসিয়া ম্যাক্‌কর্মিক ॥ [৪৯] আয়ান ক্রুমিনশ ॥ মার্লার মালিভোয়াব ॥ জো দ্য পি'য়াত্রো ॥ [৫০] নীলিমা সিংহ ॥ স্যার ডোরাবজি টাটা ॥ মেরি ডি'সুজা ॥

অলিম্পিয়ার প্রান্তরে

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

অলিম্পিয়ার প্রান্তরে

অলিম্পিক কথাটি আজ প্রায় সকলেরই পরিচিত। চার বৎসর ব্যবধানে অনুষ্ঠিত এই আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সমগ্র ক্রীড়া-জগতকে এমন ভাবে আলোড়িত করিয়া তোলে যে পৃথিবীর এক প্রান্তঃসীমা হইতে অন্য প্রান্তঃ-সীমার সমস্ত ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদীরা আকুল আগ্রহে ছুটিয়া আসে অলিম্পিকের সুবিস্তীর্ণ ক্রীড়াঙ্গনে। বস্তুত শরীরচর্চার প্রতি সমগ্র জগতের আজিকার উৎসাহ ও প্রচেষ্টার মূলে রহিয়াছে অলিম্পিকের অবিস্মরণীয় ও অপরিমেয় অবদান।

এই অলিম্পিকের ইতিহাস মানবেতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ইহার সহিত জড়াইয়া রহিয়াছে সুস্থ, সবল, কর্মক্ষম বিশ্বপৃথিবীজয়ী একটি জাতির কর্মকুশলতা, শৌর্য, বীর্য ও রণকৌশলের এক সুগোপন ইতিহাস। আজও পৃথিবীর বলী, মহাবলী ও ক্রীড়া প্রতিযোগীদের শরীরচর্চার একমাত্র প্রেরণা পৌরাণিক যুগে অলিম্পিক-খ্যাত প্রতিযোগী, আজও শারীরিক সৌন্দর্য ও প্রেরণার একমাত্র উৎস, অলিম্পিকের জিউসদেবের পবিত্র বেদীর শারীরিক কলা-কৌশলের বিভিন্ন ভঙ্গিমার প্রতিমূর্তি।

অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ইতিহাস এতই বিরাট যে দুই একটি প্রবন্ধের মধ্যে ইহাকে নিবদ্ধ রাখা সম্ভব নহে। ইহার সূচনা প্রাগৈতিহাসিক যুগের হোমারের মহাকাব্যে, রূপকথায় ও চারণদের সুমধুর গানে, শক্তিমানদের কীর্তিগাথায়, পৃথিবীর প্রাচীনতম ও মহাশক্তিশালী এক জাতির ইতিহাসের পাতায়।

সঠিক কোন্ তারিখে অলিম্পিয়ার প্রান্তরে ইহার উৎপত্তি তাহা ঐতি-হাসিকদের গবেষণার বস্তু, কিন্তু যে সময় হইতে ইতিহাসের পাতায় ইহার উল্লেখ রহিয়াছে সে সময় হইতে দীর্ঘ বারশত বৎসরব্যাপী একাদিক্রমে অলিম্পিয়ার প্রান্তরে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা চলিয়া আসিয়াছে। যুদ্ধবিগ্রহ, রাষ্ট্রবিপ্লব, মন্বন্তর প্রভৃতি বাধা অক্লেশে অতিক্রম করিয়া দুর্বার গতিতে ইহার অভিযান সময়ের সহিত পাল্লা দিয়া অগ্রসর হইয়াছে।

লিউনিডাসের সৈন্যবাহিনী যেদিন প্রবল পরাক্রান্ত পারস্য সম্রাট জারেক-সাসের সৈন্যবাহিনীকে থার্মোপলির গিরিপথে বাধা প্রদান করিয়া একে একে মৃত্যুবরণ করিতেছিলেন সেইদিনই অলিম্পিয়ার প্রান্তরে স্পার্টান এ্যাথলেটেরা এই মহাদুর্বিপাকের সম্মুখীন হইয়াও অবিচলিত চিত্তে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিতেছিলেন। প্রতিযোগিতা শেষে সেই এ্যাথলেটেরাই জেভেলিন হস্তে স্পার্টান অশ্বারোহীদের সহিত যোগদান করিয়া অজেয় পারসিক বাহিনীর সম্মুখীন হন। ইহা হইতেই অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গ্রীকদের জাতীয় জীবনে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা বোধগম্য হইবে।

দীর্ঘ বারশত বৎসর কোন রাষ্ট্র-ব্যবস্থাই সচল থাকিতে পারে নাই, কোন সামাজিক ব্যবস্থা একাধিপত্য করিতে পারে নাই, কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানেরও টিকিয়া থাকিবার সৌভাগ্য হয় নাই। সার্গন, হামুরাবি, আসেরিয়ান, গ্রীসীয়, রোমক, পারসিক, মুসলিম সাম্রাজ্য পৃথিবীর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় একে একে স্থান লাভ করিয়াছে আবার ইতিহাসের পৃষ্ঠাতেই বিলীন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অলিম্পিকের ইতিহাস আজও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আপন দ্যুতিতে ভাস্বর।

অলিম্পিকের উৎপত্তির সঠিক ইতিহাস আজও অন্ধকারের পর্দায় ঢাকা রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত। প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিকষ কালো অন্ধকার যখন ঐতিহাসিক যুগ-প্রভাতে ক্রমশঃ বিলীন হইতেছিল তখন মহাকাব্যে, চারণদের গানে ও উপকথায় ইহার অস্তিত্বের আভাস পাওয়া যায়। হিংস্র শ্বাপদসমাকীর্ণ পর্বত অরণ্যের যাযাবর অধিবাসীদের প্রতি পদক্ষেপ বিপদসংকুল হওয়ায় শারীরিক শক্তির চর্চা ব্যতীত জীবনসংগ্রামে জয়লাভের কোন উপায়ই ছিল না। প্রধানতঃ আত্মরক্ষার প্রয়োজনে দৌড়, লম্ফন ও প্রস্তর নিক্ষেপের কলাকৌশল আদিম মানবসমাজে প্রচলিত ছিল। উৎকর্ষ সাধনের প্রয়োজনে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে এজন্য স্বাভাবিকভাবেই শারীরিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা প্রবর্তিত হইয়াছিল।

ঐতিহাসিক যুগপ্রারম্ভে আর্যজাতি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়াইয়া পড়ে ও নানা স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে। বিবাহ, দেবপূজা, বিভিন্ন পর্বোপলক্ষে অথবা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে নিকটবর্তী এলাকার আর্য যুবকেরা একত্র হইত ও বিভিন্ন শারীরিক কলাকৌশল ও অস্ত্র পরীক্ষা ইত্যাদির প্রদর্শনী হইত।

আর্য সভ্যতা যেখানেই বিস্তৃত হইয়াছিল সেখানেই বিবাহ, দেবপূজা প্রভৃতি ব্যতীত বিভিন্ন পর্বে ও ছুটির দিনে বিচিত্র আনন্দ অনুষ্ঠান হইত। শারীরিক ক্রীড়া ও অস্ত্র পরীক্ষা এই সমস্ত অনুষ্ঠানের প্রধানতম অংগ ছিল। [আমাদের দেশের পৌরাণিক কাহিনী ও মহাকাব্যে বীরাষ্টমী, দ্রোপদীর স্বয়ংবর, হস্তিনার রাজকুমারদের লক্ষ্যভেদ পরীক্ষা ইত্যাদিতে ইহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়।]

সে যুগের চারণ কবিদের গীতিমালায এইরূপ বহু ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিবরণ পাওয়া যায়। স্কাইরোজের রাজকুমারী আটলাণ্টার স্বয়ম্বরের জন্য প্রতিযোগিতা, এপোলো ও হায়্যাসিনথ্যাসের কোয়েট প্রতিযোগিতা প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই গ্রীসে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সাক্ষ্য দেয়।

কিন্তু ঐতিহাসিক যুগপ্রারম্ভে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রমাণ পাওয়া যায়.

খৃষ্ট পূর্বাব্দ দুই হাজার বৎসর পূর্বে ক্রীটের মাইনোসের রাজপ্রাসাদের দেওয়ালে অঙ্কিত চিত্রসমূহে। এইরূপ একটি চিত্রে এক অসমসাহসিক ক্রীড়ার পরিচয় পাওয়া যায়। কয়েকজন দোহারা চেহারার সবল কুশলী ক্রীড়াবিদ একটি আক্রমণরত বৃষের সহিত ক্রীড়ায় রত। একজন ক্রীড়াবিদ বৃষের শিং ধরিয়া সুকৌশলে তাহার পিঠের উপর দিয়া ডিগবাজী খাইয়া ভূমিস্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডায়মান এক সঙ্গিনীর আলিঙ্গনাবদ্ধ হইতেছে।* অপর একটি চিত্রে দেখা যায়, মহিলারাই এইরূপ ক্রীড়ায় রত ও অন্যান্য মহিলারা উহা দর্শন করিতেছে।† ইহা ব্যতীত ব্যায়ামের পোশাকে সজ্জিত অবস্থায় ও রাজপুরুষ ও সৈনিকদের চিত্র, বৃষের পিঠের উপর দিয়া লম্ফনরত মহিলার কাষ্ঠনির্মিত মূর্তি ও রথ প্রতিযোগিতার বহু দৃশ্যও সে যুগের বিভিন্ন ভাস্কর্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ক্রীটের ক্যাণ্ডিয়া মিউজিয়ামে রক্ষিত পাত্রবাহী নামে খ্যাত একটি মূর্তির হস্তে একটি পাত্র দেখিতে পাওয়া যায়।§ এই পাত্রটিতে বিভিন্ন প্রকার ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দৃশ্য অঙ্কিত আছে। "ডাইপ্লোন" নামে খ্যাত মৃতের দেহাবশিষ্ট রাখিবার জন্য সে যুগে ব্যবহৃত মৃৎপাত্রসমূহে উৎকীর্ণ রথ প্রতিযোগিতার দৃশ্যও চার হাজার বৎসর পূর্বে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সাক্ষ্য দেয়।

এই ঐতিহাসিক পটভূমিকায় গ্রীক সভ্যতা অন্যতম প্রাচীন আর্য সভ্যতা বলিয়া পৃথিবীতে খ্যাত। খৃষ্ট পূর্ব সহস্র বৎসর পূর্বেও গ্রীক জাতি শৌর্যে, বীর্যে, কঠোর সহনশীলতা ও নিয়মানুবর্তিতায় খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।

তিনদিকে সমুদ্রবেষ্টিত সমগ্র গ্রীস পাহাড়-পর্বতে সমাকীর্ণ। ভূমির উর্বরা শক্তি অত্যন্ত কম হওয়ায় ও চতুর্দিকে পাহাড় এবং বিস্তীর্ণ এলাকা বনে-জঙ্গলে পরিব্যাপ্ত থাকায় জীবনসংগ্রামের জন্য গ্রীকদের অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। পর্বত ও অরণ্যভূমিতে হিংস্র শ্বাপদের সহিত লড়াই করিয়াই গ্রীকদের জীবনধারণ করিতে হইত। সেখানে দুর্বলের স্থান ছিল না। বাল্যকাল হইতেই গ্রীক বালক-বালিকারা শরীরচর্চায় মনোনিবেশ করিত। স্পার্টার ইতিহাসে উল্লেখিত আছে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার অব্যবহিত পরেই পিতা নবজাতককে লইয়া সরকারী পরীক্ষাগার "লেচে"তে আসিতেন। এই পরীক্ষাগারে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়োজিত একদল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নবজাতককে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিতেন। বলিষ্ঠ পিতামাতার সন্তান স্বভাবতই বলিষ্ঠ হইত। কিন্তু কোন জাতক চিকিৎসকগণ কর্তৃক দুর্বল অথবা বিকলাঙ্গ বলিয়া ঘোষিত হইলে তাহাকে হিংস্র শ্বাপদের ভক্ষ্য হিসাবে নিকটবর্তী পর্বত টাইগেট্যাসের ঘন অরণ্য পরিবেষ্টিত বিশাল গহ্বরে ফেলিয়া আসা হইত। হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল এই গহ্বর "এপিথিটে" নামে বিখ্যাত।

* The skill performer slim and agile, meeting the bull in the arena, grasping its horns, leaping into the air, somersaulting over its back, and landing feet first on the ground in the arms of a female companion, who lends grace to the scene. —Sir Arthur Evans: *The Palace of Minos*, Ch. iii, p. 213.

† Joseph Pijoan: *An Outline History of Art*, p. 175.

§ G. Glotz: *Aegean Civilization*, p. 294-96 & p. 312-13.

শৈশব হইতেই নাগরিক জীবন কঠোর নিয়মশৃংখলার মধ্যে গড়িয়া উঠিত। নির্দিষ্ট বয়সে সকল শিশু পিতামাতার নিকট হইতে ভিন্ন ভিন্ন শিবিরে প্রেরিত হইত। "প্রত্যেক নাগরিক রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত" এই নীতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রত্যেকটি শিবির রাষ্ট্র কর্তৃক কঠোর সামরিক নিয়মশৃংখলার সহিত পরিচালিত হইত। শিবিরে প্রত্যেকের জন্য একই ধরনের খাদ্য সরবরাহ করা হইত, বিলাস-ব্যসন সম্পূর্ণ বর্জনীয় ছিল। শৈশব, কৈশোর ও যৌবনে প্রত্যেকের পক্ষে ব্যায়াম বাধ্যতামূলক গণ্য হইত।* এইভাবে প্রয়োজনানুরূপ শরীর গড়িয়া উঠিলে প্রত্যেককেই শারীরিক চর্চা, এ্যাথলেটিক ও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইত।

সারা দেশে শিবির ছাড়াও অসংখ্য জিমন্যাসিয়াম নির্মিত হইয়াছিল। প্রত্যেকদিন অন্ততঃপক্ষে একবার এই সমস্ত জিমন্যাসিয়ামে আসিয়া ব্যায়াম করা প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল। ব্যায়াম করিবার পূর্বে প্রত্যেকে বিবস্ত্র হইয়া সারা শরীরে তৈল নিষিক্ত করিত এবং তাহার পর মাটি ইত্যাদি লাগাইয়া লইত। অতঃপর সমস্ত মাটি পরিষ্কার করিবার পর বিভিন্ন বয়সের নাগরিকেরা জিমন্যাসিয়ামের পেশাদারী অভিজ্ঞ শিক্ষকের অধীনে বয়সোপযোগী ব্যায়াম করিত।† কিন্তু এই শিক্ষা কেবলমাত্র এ্যাথলেটিক্সের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না। প্রত্যেক এ্যাথলেটের এ্যাথলেটিক্স ব্যতীতও শরীর সংস্থান, চিকিৎসা-বিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষাও বাধ্যতামূলক ছিল। ইহা ব্যতীতও প্রত্যেককে কণ্ঠ-সংগীত, যন্ত্র-সংগীত, হোমারের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ হইতে আবৃত্তিও শিক্ষা দেওয়া হইত।

এইভাবে ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ে গ্রীক জাতি এক বলিষ্ঠ জাতিরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল।

প্যানেগ্যারিশ

আর্য জাতির বিভিন্ন শাখার ন্যায় গ্রীক জাতিও বিভিন্ন পর্বোপলক্ষে ও ছুটির দিনে একত্রে মিলিত হইত। গ্রীক ভাষায় এই সব আনন্দমেলার নাম প্যানেগ্যারিশ।§ বিভিন্ন সহর, প্রদেশ অথবা রাষ্ট্রের প্রখ্যাত নাগরিকদের মৃত্যু-তিথিতেও এইরূপ প্যানেগ্যারিশের অনুষ্ঠান হইত।

হোমারের ইলিয়ডের ত্রয়োবিংশতম খণ্ডে পেট্রোক্লিশের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে এইরূপ একটি প্যানেগ্যারিশের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১১০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে

* Private luxury was forbidden, weakling children were exposed even the girls were submitted to gymnastic exercises. —H. A. L. Fisher : *A History of Europe*, p. 21.

† Once at least every day a man would go to the Gymnasium, strip himself, rub himself all over with oil, sprinkle dust or powder on the oil and remove the whole with strigil......Then would come the exercises. —Percy Gardner : *Atheletics*.

§ Paneygyris—<Pas—সকলের জন্য, *Agyris*—জনপ্রিয় সম্মিলনী।>

অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় রথচালনা প্রতিযোগিতা, মুষ্টিযুদ্ধ, ভারী প্রস্তর নিক্ষেপ ও কুস্তি ক্রীড়াসূচীর অন্যতম ছিল।

ওডেসিতে রাজা আলসিন্যাসের উদ্যোগে আর একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উল্লেখ আছে। পূর্বোক্ত ক্রীড়ানুষ্ঠানের ন্যায় ইহাও খৃষ্টপূর্ব ১১০০ শতাব্দীতে অনুষ্ঠিত হয়। ট্রোজান যুদ্ধখ্যাত আজাকস্, ইউলিসিস, এণ্টিলোকাস প্রভৃতি এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছিলেন।

এইরূপে প্যানেগ্যারিশ জনপ্রিয় হইতে থাকায় ক্রমশঃ তিন চারিটি প্যানেগ্যারিশ লইয়া এক একটি বৃহত্তর প্যানেগ্যারিশ সৃষ্টি হইতে থাকে। প্যানেগ্যারিশে যোগদানে সুযোগ গ্রহণের জন্য শরীরচর্চা জাতির অন্যতম অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়। পিন্ডার হেসিয়ড, হেরোডোটাস, পসেনিয়াস প্রভৃতি এইরূপ বহু বৃহত্তর প্যানেগ্যারিশের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে অলিম্পিয়ার জিউসদেবের মহাপূজা উপলক্ষে অলিম্পিয়া উৎসব, এপোলোদেবের পাইথন হত্যা উপলক্ষে পাইথিয়ান উৎসব, হারকিউলিসের 'নেম্যান সিংহ' হত্যা উপলক্ষে নেম্যান উৎসব, হারকিউলিসের 'ক্রীটের উন্মত্ত বৃষ' হত্যা উপলক্ষে কোরিন্থ যোজকে ইসথমিয়ান উৎসব, হায়্যাসিনথ্যাসের মৃত্যু উপলক্ষে হায়্যাসিনথ্যাস উৎসব, এথেন্সের থারগেলিয়া ও এথেনা দেবীর সম্মানে অনুষ্ঠিত প্যানএথেনিয়া উৎসব, নবান্ন উপলক্ষে মেটাগেটানিয়া উৎসব, মাইকেলের প্যানআয়োনিয়া উৎসব, ডেল্লোসের এপোলোদের উৎসব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে নিবদ্ধ এই প্রথা কালক্রমে সমগ্র গ্রীসদেশে ছড়াইয়া পড়ে ও জাতীয় উৎসবের রূপ ধারণ করে। এইরূপে স্থানীয় প্যানেগ্যারিশ হইতেই জাতীয় "হেলেনিক ন্যাশনাল গেমস্"-এর সৃষ্টি হয়। অলিম্পিয়ার বিখ্যাত ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও এইরূপ হেলেনিক ন্যাশনাল গেমস্-এর অন্যতম।

হেলেনিক ন্যাশনাল গেমস্

গ্রীক জাতির বিশ্বাস ছিল তাহারা হেল্লেন নামক এক মহাপুরুষের বংশধর। এজন্য তাহারা নিজেদের দেশকে "হেল্লাস" ও নিজেদের "হেল্লেনস্"* (মতান্তরে হেলোনস্) নামে অভিহিত করিত। রোমানরা হেল্লেনস্‌দের গ্রীক বলিয়া অভিহিত করিত। ইহা হইতেই হেল্লেনস্ গ্রীক জাতি ও "হেল্লাস" গ্রীস দেশ বলিয়া পৃথিবীতে খ্যাত।

* (i) In the Homeric poems Greek tribes speak one common language and a common tradition upheld by the epic poems keeps them together in a loose unity ; they call their various tribes by a common name Hellens. —H. G. Wells : *The Outline of History*, Ch. 20.

(ii) They derived their whole stock from an eponymous ancestor, Hellen, who lived in Thessaly. ... Hellen was variously represented as the son of Zeus. —J. B. Bury : *A History of Greece*, Ch. I, p. 81.

হেল্লেনস্‌দের চারিটি হেলেনিক ন্যাশনাল গেমস্‌-এর প্রচলন ছিলঃ অলিম্পিয়ার জিউসদেবের সম্মানে "অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা", কোরিন্থ য়োজকে পসিডনদেবের সম্মানে অনুষ্ঠিত "ইসথ্‌মিয়ান ক্রীড়া প্রতিযোগিতা", ডেলফির এপোলোদেবের সম্মানে "পাইথিয়ান ক্রীড়া প্রতিযোগিতা" ও আর্গেলিসের নেম্যান জিউসদেবের সম্মানে "নেম্যান ক্রীড়া প্রতিযোগিতা"।

চারিটি "হেলেনিক ন্যাশনাল গেমস্‌"-এর মধ্যে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাই প্রাচীনতম। ডেলফির পাইথিয়ান উৎসব স্মরণাতীত কাল হইতে আরম্ভ হইলেও ৫৮২ খৃষ্ট পূর্বাব্দের পূর্বে প্রধানতঃ কবিতা পাঠ, ভাস্কর্য, চিত্রাঙ্কন, বক্তৃতা, কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত প্রভৃতি চারুশিল্পকলার মধ্যেই নিবন্ধ থাকিত। ৫৮২ খৃষ্ট পূর্বাব্দ হইতে এ্যামফিক্‌টিয়োনিক লীগ পাইথিয়ান ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ভার গ্রহণ করে ও সুষ্ঠু সংগঠনের মধ্য দিয়া পাইথিয়ান ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে। এই সময় হইতে ক্রীড়া প্রতিযোগিতাই পাইথিয়ান উৎসবে প্রাধান্য লাভ করে। অবশ্য চারুশিল্পকলার প্রতিযোগিতাও সংগে সংগে চলিতে থাকে। অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার যাহাতে কোন অসুবিধা না হয়, তাহার জন্য প্রতি অলিম্পিয়াডের তৃতীয় বৎসরের আগষ্ট মাসে পাইথিয়ান ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সময় নির্দিষ্ট হয়।

ইসথ্‌মিয়ান উৎসবও ৫৮২ খৃষ্ট পূর্বাব্দ হইতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে থাকে। পাইথিয়ানের ন্যায় প্রথম প্রথম চারুশিল্পকলা প্রধান স্থান গ্রহণ করিলেও, ৫৮২ খৃষ্ট পূর্বাব্দ হইতে ক্রীড়া প্রতিযোগিতাই ইহার প্রধান অংশ হইয়া দাঁড়ায় ও "ইসথ্‌মিয়ান ক্রীড়া প্রতিযোগিতা" এই নামকরণ হয়। প্রতি অলিম্পিয়াডের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বৎসরে গ্রীষ্ম ও বসন্ত ঋতুতে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান নিয়মিতরূপে চলিতে থাকে।

নেম্যান উৎসবও ইসথমিয়ান উৎসবের ন্যায় ৫৭৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দ হইতে ক্লেয়োনির প্রান্তরে নেম্যান ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়। ইসথ্‌মিয়ানের ন্যায় নেম্যান উৎসবও যাহাতে অলিম্পিক ও পাইথিয়ান ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রতি অলিম্পিয়াডের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বৎসরে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। এইরূপে প্রতি অলিম্পিয়াডে দুইটি করিয়া ইসথ্‌মিয়ান ও নেম্যান প্রতিযোগিতা ও একটি পাইথিয়ান প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। এই তিনটি প্রতিযোগিতার সর্বশ্রেষ্ঠ এ্যাথলেটগণ অলিম্পিয়ার ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদানের নিমিত্ত দলে দলে আসিয়া সমবেত হইতেন। ইহা ছাড়া সমস্ত গ্রীস দেশ, সিসিলি ও ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপসমূহ, এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন গ্রীক উপনিবেশ হইতে দলে দলে হেল্লেনস্‌ বংশোদ্ভব বিভিন্ন গোষ্ঠীর গ্রীক এ্যাথলেট ক্রীড়ামোদী ও রাজপ্রতিনিধি সহস্রে সহস্রে যোগদান করিতেন।

ধীরে ধীরে অলিম্পিয়ার ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ব্যতীত অপর তিনটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার গৌরব ম্লান হইতে থাকে ও অলিম্পিয়ার ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আপন গৌরবে প্রতিষ্ঠা ও বৈশিষ্টতা অর্জন করে। অলিম্পিয়ার এই হেলেনিক ন্যাশনাল গেমস্‌ই অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত।

প্রাচীন গ্রীসের উপকথায় আছে অলিম্পিয়া পর্বতশ্রেণী দেবতাগণের আবাসভূমি। "অলিম্পিয়া" শব্দটির উৎপত্তি অলিম্পাস হইতে। ইহার অর্থ

স্বর্গ অথবা দেবতাগণের আবাসভূমি। গ্রীসের দক্ষিণভাগের পেলোপনিসের থেসেলী ও মেসিডোনিয়ার মধ্যবর্তী এলাকায় কয়েকটি ছোট ছোট বিস্তৃত পাহাড় লইয়া এই অলিম্পিয়া পর্বতমালা গঠিত।

অন্যান্য আর্যবংশোদ্ভব জাতির ন্যায় গ্রীক জাতি এ সময় পৌত্তলিক ছিল ও ভারতবাসীদের ন্যায় বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করিত। অলিম্পিয়া পর্বত-মালার অন্তর্গত অলিম্পাস পাহাড় দেবতা-অধ্যুষিত ও তাঁহাদের ক্রীড়াভূমি বলিয়া গ্রীকদের বিশ্বাস ছিল।

হোমারের মহাকাব্যে অলিম্পিয়া পর্বতমালার বর্ণনায় জানা যায়, দেবতা-গণের বাসভূমি অলিম্পাস পর্বতের শিখরে অবস্থিত ছিল। জিউসদেবের আদেশে মেঘমালা সর্বদাই অলিম্পিয়া পর্বতমালা আবৃত রাখিত। এজন্য মর্তের অধি-বাসিগণের দেবতাদের প্রাসাদ দৃষ্টিগোচর হইত না।

কিন্তু অলিম্পাস পর্বতশিখরে দেবতামাত্রেরই বসবাসের অধিকার ছিল না, মাত্র প্রধান বারজন এই অলিম্পাস পর্বতশিখরে বসবাসের অধিকারী ছিলেন। দেবাদিদেব জিউস, হেরা, এথেনা, এপোলো, হারমেজ, হেপিষ্টাস, হেষ্টিয়া, পসিডন, রিহা এবং ডায়োনিসাস, এ্যাসকোলাপিউস ও হেরাক্লেশ (বিখ্যাত বলী হারকিউলিস) এই পর্বতমালায় বাস করিতেন।

হোমারের মহাকাব্য হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় পৌরাণিক যুগে গ্রীকগণ আপন ভাগ্যের সহিত দেবদেবীর অদৃশ্য গোপন হস্ত কল্পনা করিয়া তাঁহাদের সন্তুষ্টির জন্য পূজা করি । এই সব পূজার অংগ হিসাবে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক কলাকৌশল ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইত।

হোমারের সমসাময়িক অন্যান্য কবিগাথায় জানা যায়, এই সময় অলিম্পিয়া প্রান্তরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দৌড় ও রথের প্রতিযোগিতা, মুষ্টিযুদ্ধ ও কুস্তি, ভারী প্রস্তর খন্ড, কোয়েট (ডিসকাস) ও জেভেলিন নিক্ষেপ ও জেভেলিন হস্তে বিভিন্ন কৃত্রিম বাধা অতিক্রমণ, সংগীত ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক বিষয় কার্যসূচীর অন্তর্গত ছি । হেসিয়ড একটি প্রতিযোগিতায় সংগীতের জন্য পুরস্কার পাইয়াছিলেন বলিয়া চারণদের গানে উল্লেখ আছে।



॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

প্রারম্ভিক ইতিহাস

পূর্বেই বলিয়াছি অলিম্পিয়ার ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সঠিক বিবরণ আজও প্রাগৈতিহাসিক যুগের অন্ধকারে আবৃত। চারণদের গানে ও বলী মহাবলীদের কীর্তিগাথার সহিত সংযুক্ত বিভিন্ন বিবরণী আজও কোন প্রামাণ্য ইতিহাস রচনায় সাহায্য করে নাই। তৎকালীন শূরদের বীরত্বব্যঞ্জক কার্যকলাপের স্মৃতি হিসাবে বিভিন্ন উপকথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হইলঃ

প্রথমটি দেবাদিদেব জিউসের সহিত ক্রোনানের যুদ্ধ ও জিউসদেবের বিজয় উপলক্ষে ও দ্বিতীয়টি দেবাদিদেব জিউসের টিটিয়ানদের সহিত যুদ্ধের বিজয়ের স্মরণি হিসাবে প্রচলিত। হারকিউলিস অলিম্পিয়ার স্টেডিয়াম সকলের চেয়ে অল্প সময়ে অতিক্রম করিতে পারিতেন। চারণদের হেরাক্লেশ বীরগাথার এই কাহিনী প্রমাণ করে হারকিউলিস যে সময়ে জীবিত ছিলেন সে সময়ে অলিম্পিয়ার প্রান্তরে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইত।

তৃতীয় উপকথাটি হারকিউলিসের নিজের সম্পর্কে। কোন অপরাধে এপোলো হারকিউলিসকে শাস্তি দিবার জন্য আক্রমণ করেন। হারকিউলিস অপরাধ স্বীকার না করিয়া এপোলোদেবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। দেবাদিদেব যুধ্যমান উভয়ের মধ্যে একটি বজ্র ফেলিয়া যুদ্ধ বন্ধ করেন ও ডেলফির ভবিষ্যৎ বক্তার মাধ্যমে অপরাধের জন্য ইয়ুরেস্থিয়াসের আদেশে কার্য করিতে হারকিউলিসকে বাধ্য করেন। ইয়ুরেস্থিয়াসের আদেশে হারকিউলিসকে বারটি কঠিন কর্তব্য সম্পাদন করিতে হয়। এই বারটি কঠিন কর্তব্যই এথ্লো নামে খ্যাত।*

* The twelve labors of Hercules accomplished on the orders of Eurystheus.........are known in Greek as Athloi (Contests, prizes).—*Dictionary of Folklore, Mythology & Legend : —Edited by* Maria Leach. Vol. III.

এথ্লো কথা হইতেই এ্যাথলেট ও এ্যাথলেটিক কথার উৎপত্তি [<Gr Athletes< Athlon—prizes]।

মতান্তরে হেরা দেবীর প্ররোচনায় হারকিউলিস নিজের পুত্রদের হত্যা করেন এবং ডেলফির ভবিষ্যৎবক্তার আদেশে নিজের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে পেলোপ্সের দৌহিত্র ইউরেস্থিয়াসের নিকট হাজির হন। ইউরেস্থিয়াসের আদেশে তিনি বার বৎসরে বারটি এথ্লো পালন করেন। —Will Durrant : *Life of Greece*, Ch. III, p. 41.

এলিসের রাজা আগিয়াসের সুবৃহৎ পশুশালা একদিনের মধ্যে পরিষ্কার করা বারটি কর্তব্যের মধ্যে একটি।

রাজার অগণিত গৃহপালিত পশু ছিল। ইয়ুরেস্থিয়াসের আদেশ ছিল হারকিউলিসকে বৎসরের পর বৎসর সঞ্চিত সমস্ত আবর্জনা কাহারও সহায়তা না লইয়া একদিনের মধ্যে পরিষ্কার করিতে হইবে। রাজাও একাজ অসম্ভব মনে করিয়া আবর্জনা কথামত পরিষ্কৃত হইলে হারকিউলিসকে পশুশালার এক-দশমাংশ পশু দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

হারকিউলিস আলফিউস ও পিনেশ নদীর গতিপথ পরিবর্তন করিয়া পশুশালার মধ্য দিয়া চালিত করেন ও আদেশ অনুযায়ী সমগ্র আবর্জনা এক-দিনের মধ্যেই পরিষ্কার করিয়া ফেলেন। প্রতিশ্রুত পুরস্কার দাবী করিলে রাজা আগিয়াস জানান যে, হারকিউলিস ইউরেস্থিয়াসের আদেশ মাত্র পালন করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রতিশ্রুতির কথা অস্বীকার করেন। হারকিউলিস রাজা আগিয়াসের সহিত যুদ্ধের জন্য একদল সৈন্য সংগ্রহ করেন ও যুদ্ধে রাজা আগিয়াস ও তাঁহার পুত্রগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও নিহত করিয়া এলিস রাজ্য দখল করেন।*

হারকিউলিস এই বিজয়ে তাঁহার পিতা দেবাদিদেব জিউসকে ধন্যবাদ প্রদানের জন্য আলফিউস নদীর তীরবর্তী প্রান্তরে একটি আনন্দ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। এই অনুষ্ঠানের প্রধানতম অঙ্গ হিসাবে ক্রীড়া প্রতি-যোগিতা প্রচলন করা হইয়াছিল। প্রতি বৎসর এই স্মরণীয় দিনে দেবাদিদেবকে ধন্যবাদ প্রদানের জন্য আলফিউসের তীরে যে আনন্দ অনুষ্ঠান ও ক্রীড়া প্রতি-যোগিতা হইত তাহাই অলিম্পিকের সূচনা বলিয়া তৃতীয় মত প্রচলিত।*

অলিম্পিয়ার জিউসদেবের মন্দিরের প্রাঙ্গণে হারকিউলিস কর্তৃক রোপিত "ক্যালিষ্টোফানোস"† [পবিত্র অলিভ বৃক্ষ—ইহা হইতেই পত্র চয়ন করিয়া অলিম্পিক বিজয়ীর মস্তকের মাল্য নির্মিত হইত] সম্পর্কে পিণ্ডারের ইতি-গাথা এই পুরাণের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

উপকথার চতুর্থ বিবরণী পেলোপ্‌স ও ওয়েনোমাসের বিখ্যাত রথ প্রতি-যোগিতা হইতে উদ্ভূত। পিসার রাজা ওয়েনোমাস তাঁহার পরমা সুন্দরী কন্যা হিপ্পোডামিয়ার বিবাহের জন্য এক অদ্ভুত প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব অনুযায়ী যে রথ পরিচালক রথের প্রতিযোগিতায় ওয়েনোমাসকে পরাজিত করিবেন তাঁহারই সহিত হিপ্পোডামিয়ার বিবাহ দিতে তিনি প্রতিশ্রুত হন।

প্রতিযোগিতায় বিবাহেচ্ছু প্রতিযোগীকে হিপ্পোডামিয়াকে রথে বসাইয়া রথ চালনা করিতে হইত। ওয়েনোমাস অল্পক্ষণ পরেই জেভেলিন হস্তে

* King Augis—1222 B. C.

† Pindar : *Olympic*, Vol. II.

*(i) ......Hercules one of Idœan Sactyls, founded the Olympic Games. —*Dictionary of Folklore, Mythology & Legend : Edited by* Maria Leach, Vol. I, p. 492.

(ii) ......and paused long enough in Elis to establish Olympic Games—Will Durrant : *Life of Greece*, Ch. III, p. 41

তাঁহার নিজস্ব রথে প্রতিযোগীর পশ্চাদ্ধাবন করিতেন ও প্রতিযোগীদের সম্মুখীন হইলেই জেভেলিন নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের হত্যা করিতেন।*

এইরূপে হিপ্পোডামিয়ার পাণিপ্রার্থী তেরটা† হতভাগ্য গ্রীক যুবক ওয়েনোমাসের তীক্ষ্ণ জেভেলিনে নিহত হইবার পর পেলোপ্‌স এই প্রতিযোগিতায় বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিত হইবার জন্য ওয়েনোমাসের রথের সারথী মার্টিলাসকে উৎকোচের লোভ প্রদর্শন করেন। স্থির হয়, মার্টিলাস ওয়েনোমাসের রথের চক্রসংযুক্ত কীলক অপসারণ করিয়া রাখিবে ও প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হইলে পেলোপ্‌স মার্টিলাসকে পিসা রাজ্যের অর্ধেক প্রদান করিবেন।

প্রতিযোগিতার পূর্বাহ্নে মার্টিলাস রথচক্র-সংযুক্ত কীলক অপসারণ করিয়া সে স্থানে মোমের কীলক প্রবিষ্ট করিয়া রাখে। পেলোপ্‌সকে পশ্চাদ্ধাবন করিবার পথে ওয়েনোমাসের উভয় রথচক্রই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় ও দ্রুতগতিতে ধাবমান রথ হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া ওয়েনোমাস মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই প্রতিযোগিতার বিজয়কে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার এবং পিতামহ জিউসদেবকে কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য পেলোপ্‌স অলিম্পিয়ার প্রান্তরে যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আরম্ভ করেন তাহাই অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সূচনা বলিয়া চতুর্থ মত প্রচলিত হইয়াছে। অলিম্পিয়ার জিউসদেবের মন্দিরের প্রবেশদ্বারের পূর্ব পার্শ্বস্থ বেদীতে প্রতিযোগিতার স্মরণ-চিহ্ন হিসাবে যে বৃহৎ মূর্তিসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা আজও এই রথ প্রতিযোগিতার সাক্ষ্য দেয়।

প্রাগৈতিহাসিক এই সব কাহিনীর মধ্যে একটি বিষয় উপলব্ধি করা সম্ভব, তাহা হইল খৃষ্টের জন্মের সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব হইতেই অলিম্পিয়ার প্রান্তরে জিউসদেবকে বিশেষ কোন ঘটনা উপলক্ষে কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হইত। ইতিহাসের প্রারম্ভ যেমন ভূগর্ভে প্রোথিত বিভিন্ন জীবজন্তুর ফসিল, আদিম মানবজাতির প্রস্তর নির্মিত অস্ত্রশস্ত্র, নিত্য ব্যবহার্য মৃত্তিকা নির্মিত তৈজসপত্রাদি, পর্বতকন্দরের চিত্রাঙ্কন এবং কিছুটা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে তেমনি অলিম্পিকের ইতিহাসও অলিম্পিয়াতে ভূগর্ভে প্রোথিত মন্দির, স্টেডিয়াম, প্যালয়েস্টারার ভগ্নাবশেষ, বিভিন্ন মন্দিরের ভাস্কর্য, মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ চিত্রাদি এবং মানত হিসাবে প্রদত্ত মৃৎপাত্র, অস্ত্রশস্ত্রাদি, বিজয়ী এ্যাথলেটদের প্রতিমূর্তি ও সর্বোপরি উপকথা, বীরগাথা ও চারণদের গানের উপর নির্ভর করিয়াই রচিত হইয়াছে।

জিউসদেবের প্রাঙ্গণ

অলিম্পিয়ার প্রান্তরে ক্লডিয়াস ও আলফিউস নদীর সঙ্গমস্থলে চতুর্দিকে সুদৃঢ় প্রাচীরবেষ্টিত একটি চতুষ্কোণ এলাকার মধ্যে জিউসদেবের মন্দিরের প্রাঙ্গণ নির্মিত হইয়াছিল। চিরসবুজ প্রান্তরে এবং অলিভ গাছের নিবিড়

* Pindar : *Olympic*, Vol. II.

† "অশুভ ত্রয়োদশ" (Unlucky Thirteen) : শেষ নিহত যুবক সংখ্যা গণনায় ত্রয়োদশ হওয়ায় অশুভ ত্রয়োদশ দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক বলিয়া অতঃপর জনসমাজে প্রচলিত হয়।

ছায়ার মনোরম এই স্থানটিতে প্রবেশ করিলেই মন এক অনাস্বাদিত আনন্দে ভরিয়া উঠিত।

জিউসদেবের মন্দিরের পুরোহিত এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিগণ এই পুণ্যস্থানে বাস করিবার অধিকারী ছিলেন। উত্তরদিকের প্রাচীর ক্রোনোস পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। নদীর সঙ্গমস্থল হইতে একটি পথ আলফিউস নদীর দক্ষিণ তীর ঘেঁষিয়া হেরাক্লেয়াতে এলিস যাইবার রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছিল। এই রাস্তা হইতেই মন্দিরের দক্ষিণ দ্বারসংলগ্ন রাস্তা নির্মিত হইয়াছিল। প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বে মহাবলী হারকিউলিস কর্তৃক সংগৃহীত ও রোপিত ক্যালিস্টোফানোস বৃক্ষটি অবস্থিত ছিল।

অলিম্পিয়া উপত্যকায় সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম মন্দির হেরায়াম। খৃষ্টপূর্ব ১১০০ হইতে ১০০০ শতকের মধ্যে ইহা নির্মিত হয়। অতঃপর একই চত্বরে জিউসদেবের মন্দিরও নির্মিত হয়।

সঠিক কোন প্রমাণ পাওয়া না গেলেও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ন্যায় মন্দির দুইটিও গ্রীসদেশের প্রাচীনতম ঐতিহ্যের অন্যতম নিদর্শন। তখনও গ্রীসদেশে শ্বেতমর্মরের অপূর্ব ভাস্কর্যের উৎকর্ষ সাধন না হওয়ায় প্রস্তর, কাষ্ঠ ও রৌদ্রে পোড়ানো ইটে তৈয়ারী হইয়াছিল। পসেনিয়াসের বর্ণনানুযায়ী পসেনিয়াস যে সময় অলিম্পিয়ায় আসিয়াছিলেন সে সময়ও মন্দিরের কয়েকটি স্তম্ভ কাষ্ঠ-নির্মিত ছিল।*

পারসিক বাহিনীর প্রচণ্ড ধ্বংসলীলার প্রভাব অলিম্পিয়ার উপরও আসিয়া পড়িয়াছিল। জিউসদেব ও হেরা মন্দির তাহাদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়। কোন-রকমে মন্দিরের সংস্কার সাধন করিয়া অনেকদিন পর্যন্ত সেইখানেই জিউস-দেবের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানানো হইত। অবশেষে এথেন্সের অভিজাত আলক-মায়োনিড্‌স্ পরিবারের অর্থানুকূল্যে দ্বিতীয় বার অলিম্পিয়ায় জিউসদেবের অপরূপ বিগ্রহ ও মন্দির নির্মিত হয়।†

জিউসদেবের মন্দিরের চত্বরের মধ্যে তিন প্রকারের গৃহ ছিল। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নিমিত্ত প্রধান মন্দিরসমূহ, জিউসদেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য অথবা ব্রত পালনার্থে উৎসর্গীকৃত ও মানসিক হিসাবে প্রদত্ত গৃহসমূহ, মন্দিরের পুরোহিত ইত্যাদির জন্য বাসস্থান অথবা অতিথি-অভ্যাগত ও মন্দির ও ক্রীড়া-পরিচালকদের জন্য অতিথিশালা ও বাসগৃহ। বাম দিকে বেদীর উত্তর-পশ্চিম কোণে পেলোপিয়াম্§ নির্মিত হইয়াছিল। পেলোপিয়ামের ডান পার্শ্বে হেরায়াম, মেট্রোয়াম ও জিউসদেবের মন্দির লইয়া "অলিম্পিয়ান জিউসের বিশাল প্রাঙ্গণ" নির্মিত হইয়াছিল।

* We learn from Pausanias that the temple of Hera, the oldest in Olympia, originally had wooden columns ; and one of them still in place when this writer visited the sanctuary. —Joseph Pijoan : *An Outline History of Art*, p. 212.

† The temple (of Zeus)...... was destroyed by the Parsians ; and...it was rebuilt with the money provided by the Alcmœonids, a family of Athens. —*Ibid*, p. 216.

§ পেলোপসের মন্দির।

৪৬৮ খৃষ্ট পূর্বাব্দে জিউসদেবের মন্দির নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয় এবং সমাপ্ত হয় ১২ বৎসর পরে—৪৫৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দে। গ্রীসদেশে নির্মিত বৃহত্তম মন্দিরসমূহের মধ্যে ইহা অন্যতম এবং গ্রীক ভাস্কর্যের অপরূপ নিদর্শন হিসাবে ইহা পৃথিবীতে বিখ্যাত।

পূর্ব-পশ্চিমে ছয়টি করিয়া বারটি এবং উত্তর-দক্ষিণে তেরটি করিয়া ছাব্বিশটি স্তম্ভের উপর ডোরিক স্থাপত্যের আদর্শানুযায়ী অপরূপ সৌন্দর্য-মণ্ডিত এই মন্দিরটি সেই যুগের বিখ্যাত ভাস্কর ফিডিয়াস কর্তৃক শ্বেত মর্মরে নির্মিত হইয়াছিল। মন্দিরের পশ্চিম দিকে স্বর্ণ ও হস্তিদন্ত নির্মিত সুবৃহৎ, ৬০ ফুট উচ্চ অলিম্পিয়ান জিউসদেবের বিগ্রহ একটি স্বর্ণনির্মিত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল।* ফিডিয়াসের ভ্রাতা প্যানানাস এই বিগ্রহের সিংহাসন ও মন্দিরগাত্র বিচিত্র বর্ণসুষমা ও চিত্রাঙ্কনে সুসজ্জিত করেন। বিগ্রহের হস্তে বজ্র এবং বাম পার্শ্বে নরকের দ্বাররক্ষক ত্রিমস্তক-বিশিষ্ট সারমেয়† ও দক্ষিণ পার্শ্বে অলিম্পিয়ান ঈগলের মূর্তি। বিগ্রহের নিম্নে "চারমেডিসের পুত্র, এথেন্সের নাগরিক ফিডিয়াস কর্তৃক আমার বিগ্রহ নির্মিত হইয়াছে"—এই কথা কয়টি উৎকীর্ণ ছিল।

পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম বলিয়া এই বিগ্রহ সে যুগে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। গ্রীসদেশ ব্যতীতও ইউরোপের অন্যান্য দেশ, আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের ভ্রমণকারী ও তীর্থযাত্রিগণের পক্ষে এই মন্দির ও বিগ্রহ পরম পুণ্য স্থান বলিয়া বিখ্যাত ছিল এবং প্রতি বৎসরই দলে দলে তীর্থযাত্রী সাক্ষাৎ দেবতারূপী এই বিগ্রহ দেখিবার জন্য সমবেত হইতেন। গ্রীস বিজয়ী রোম্যান সম্রাট এমিলিয়াস প্যালাস এই বিরাট বিগ্রহ দর্শনে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন।§

পরবর্তী যুগের গ্রীক ও রোমান লেখকগণ অত্যুন্নত বিগ্রহকে অপরূপ সৌন্দর্য ও ঐশী-মহিমার অপরূপ সংমিশ্রণে লোকধর্মের প্রতীক বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। মন্দিরে প্রবেশের পর আধো-অন্ধকারে বিরাটাকায় এই বিগ্রহ দেখিয়া দর্শকের মনে আপনা হইতেই সশ্রদ্ধ ভীতির ভাব উদয় হইত। একবার বিগ্রহ দর্শন করিলে ভগবানকে অন্যভাবে কল্পনা করাই সম্ভব ছিল না।‡ পৌত্তলিকতা বিরোধীদের প্রচার সত্ত্বেও যেসব খৃষ্টীয় ধর্মযাজক বিগ্রহ দর্শন

* Pheidias...made his seated Zeus sixty feet high. —Will Durrant : *The Life of Greece*, Ch. XIV, p 325.

† উপকথায় উল্লিখিত আছে আমফ্রিট্রায়োন পুত্র হারকিউলিস ইহাকে পরাস্ত করিয়া মর্ত্যে লইয়া আসে ও জিউসদেবকে অর্পণ করে।

§ Aemilius Paullus, the Roman who conquered Greece was struck with awe on seeing the Colossus.—Will Durrant : *The Life of Greece*, Ch. XIV

‡ That having once seen it, one could not imagine God otherwise. —*Encyclopedia of Modern Knowledge ; Ed.* Sir John Hammerton, Vol. IV, p. 2072.

করিয়াছেন তাঁহাদের সপ্রশংস উক্তি পৌত্তলিক মহান ঐতিহ্যের শক্তি সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয়।*

বিগ্রহের সম্মুখে বিজয়ী এ্যাথলেটদের জন্য নির্মিত ক্যালিস্টোফানোসের মালা রাখিবার বেদী বর্ণ-বৈচিত্র্য ও অপরূপ সুষমায় দর্শকদের মুগ্ধ করিত। অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত মন্দিরের শ্বেত মর্মরে সূর্যালোক প্রতিফলিত হইয়া চতুর্দিক আলোকিত করিত। প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেই অনাস্বাদিতপূর্ব পুলক ও নিবিড় প্রশান্তিতে সকল জাগতিক দুঃখকষ্ট ভুলিয়া যাইত ও জিউসদেবের অসীম ক্ষমতা ও অপার মহিমার কথা চিন্তা করিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁহার করুণা প্রার্থনা করিত।

অপরূপ এই বিগ্রহ নির্মাণের পুরস্কার হিসাবে ফিডিয়াস ও তাঁহার আত্মীয়বর্গ অলিম্পিয়াতে অবস্থানের সম্মান প্রাপ্ত হন। তাঁহার আত্মীয়বর্গের অধিকাংশই এই পুণ্যস্থানে বিভিন্ন কর্মের ভার প্রাপ্ত হন এবং তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন ভাগ্যবান বিগ্রহের প্রহরার বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হন।†

মন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বের ত্রিকোণাকার প্রান্তভাগে একটি শ্মশ্রুমণ্ডিত অর্ধ-অশ্ব ও অর্ধ-মানব ক্যান্টর কর্তৃক বিবাহ-বাসর হইতে কুমারী কন্যাকে হরণের দৃশ্য খোদিত ছিল। অপূর্ব ভাস্কর্যের নিদর্শন হিসাবে আজও ইহা অতুলনীয়। পূর্ব পার্শ্বের ত্রিকোণাকার প্রান্তে পেলোপস ও ওয়েনোমাসের রথ প্রতিযোগিতার দৃশ্য ও "মেটোপে" হারকিউলিস কর্তৃক এ্যাটলাসের নিকট হইতে পৃথিবী ধারণের দৃশ্য উৎকীর্ণ ছিল। এই দৃশ্যের এক পার্শ্বে এ্যাটলাস দাঁড়াইয়া আছে ও অপর পার্শ্বে এ্যাটলাসের অপূর্ব সুন্দরী কন্যা মহাবলী হারকিউলিসকে পৃথিবী ধারণে সহায়তা করিতেছে। পুরোভাগে "নেম্যান সিংহ" ও "ক্রীটের উন্মত্ত বৃষ বধ" প্রভৃতি এগারটি এ্যাথ্লোর ভাস্কর্য চিত্র ছিল। ছাদের সম্মুখভাগে স্তম্ভোপরি ত্রিকোণাকার গাঁথুনিতে জিউসদেব কর্তৃক এ্যাটলাসকে পরাস্ত করিবার দৃশ্য, হেরা, এপোলো, এথেনা, হার্মেজ (মার্কারী) প্রভৃতি দেবদেবীর বিভিন্ন কার্যকলাপের দৃশ্য ফুটাইয়া তোলা হইয়াছিল। আজও মন্দিরগাত্রের বলী-মহাবলীদের বিভিন্ন ভঙ্গিমা শারীরিক সৌন্দর্যের প্রতীক হিসাবে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগিগণ কর্তৃক প্রদর্শিত হয়।§

মহাপূজার প্রারম্ভে মন্দিরের পুরোহিতগণ কর্তৃক জিউসদেবের প্রশস্তি ও আবাহন সংগীত গীত হইবার পর জিউসদেবের উদ্দেশে একটি শূকরছানা ও পেলোপসের উদ্দেশে একটি কৃষ্ণবর্ণ মেষ উৎসর্গ করিয়া বলি দেওয়া হইত।

* Even the Chu. .-fathers speak of it with an admiration which attests the power of pagan tradition.—Joseph Pijoan : *An Outline History of Art*, p. 253.

† Some of his (Phedias) relatives remained in Olympia and were entrusted with the important office of guarding the great statue. —*Ibid*, p. 244.

§ এটলাস, মার্কারী ইত্যাদি দেহ-ভঙ্গিমা।

জিউসদেবের প্রসন্নতার জন্য পূর্বে যে নরবলিদানের রীতি প্রচলিত ছিল, তাহা ধীরে ধীরে এই পশুবলিতে পরিণত হয়।

জিউসদেবের মন্দিরের সম্মুখেই বিজয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী "নাইকের" পক্ষসংযুক্ত প্রতিমূর্তি একটি স্তম্ভের উপর অধিষ্ঠিত ছিল।

প্রাচীরের উত্তর পার্শ্বে বারটি ধনরত্নাগার নির্মিত হইয়াছিল। অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ের জন্য জিউসদেবের নিকট মানত অথবা জয়লাভের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সিরাকিউজ, গেলা, সিকিয়ন ইত্যাদি বারটি শহর রাষ্ট্র কর্তৃক এই ধনরত্নাগার নির্মিত হইয়াছিল। নির্দিষ্ট রাষ্ট্র কর্তৃক জিউসদেবকে প্রদত্ত ধনরত্নাদি, তৈজসপত্র এবং মানতের অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী এই সকল ধনরত্নাগারে রক্ষিত হইত।

পরবর্তী যুগে খননের সময় মাটির নীচে বিভিন্ন স্তরে নানা প্রকার মানতের দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছে। সূচারু কারু ও দারুশিল্প, মৃৎপাত্রাদি এবং বিভিন্ন প্রকার অস্ত্রশস্ত্রাদি এই সকল মানত দ্রব্যের অন্যতম। ধনরত্নাগারে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় স্টেডিয়ামের চতুষ্পার্শ্ববর্তী উচ্চস্থানেও এই সকল মানত দ্রব্যাদি স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হইয়াছিল। স্টেডিয়ামের চতুষ্পার্শ্ববর্তী এলাকাই পরে জিউসদেবের দ্বিতীয় ধনরত্নাগাররূপে ব্যবহৃত হইত।*

৩৩৮ খৃষ্ট পূর্বাব্দে ম্যাসিডনের রাজা দিগ্বিজয়ী ফিলিপ্স্-এর সম্মানে (আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট) 'ফিলিপিয়াম' এবং গ্রীস রোমক সাম্রাজ্যের পদানত হইবার পর রোমক সম্রাট নিরোর সম্মানে 'নিরোয়াম' নামক দুইটি ছোট মন্দির অলিম্পিয়াতে নির্মিত হইয়াছিল।

অলিম্পিয়ার হেরা দেবীর মন্দির দ্বিতীয় বার নির্মিত হয় খৃষ্ট পূর্ব ৬৪০ অব্দে। এই সময় মন্দিরের নীচের অংশে কেবল পাথরে ও অবশিষ্টাংশ কাঁচা মাটি পোড়াইয়া নির্মিত হইয়াছিল এবং ইহার ছাদ ছিল কাঠের। ক্রমশঃ মন্দিরের সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের চল্লিশটি স্তম্ভই মর্মরে নির্মিত হয়। "মেট্রোয়াম"† অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ছিল।

জিউসদেবের মন্দিরের চত্বরের উপর ৬০ কদমের মত এবং ২০ ফুট উচ্চতা-বিশিষ্ট একটি বেদী ছিল। ভবিষ্যৎ-বক্তাদের মতে—যদি কোন ব্যক্তি তাহার কোন কর্মের জন্য জিউসদেবের ক্রোধের কারণ হইত তাহা হইলে তাহাকে এই ডিম্বাকৃতি বেদীর আগুনে পোড়াইয়া মারা হইত।

পশ্চিমদিকের প্রাচীরে আর একটি উচ্চ বেদীতে,—জিউসদেবের প্রতিনিধি হিসাবে যে সমস্ত ভাগ্যবানের এই উৎসব দর্শনের অধিকার ছিল, তাঁহারা উপবেশন করিতেন।

* ...particularly withdrawing the visible surfaces, one finds, layer by layer, valuable works of art and splendid weapons, once preserved in temples and then, as the space did not accomodate, on the ramparts of the stadium, deposited and heaped, as if a second treasury of God.—Dr. Carl Diem : *Spatlese Am Rhein*, p. 62 (মূল জার্মান ভাষা হইতে অনূদিত).

† দেবতাদের মাতা রিহাদেবীর মন্দির।

করেন। কিন্তু ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সুসম্বন্ধ ও ধারাবাহিক ইতিহাস আরম্ভ হয় ৭৭৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দ হইতে।* এরিষ্টটল হেরাদেবীর মন্দিরে একটি ব্রোঞ্জ-নির্মিত কোয়েট দেখিয়াছিলেন। কোয়েটটিতে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা হিসাবে স্পার্টার লাইকারগ্যাস ও এলিসের রাজা ইফিটাসের নাম এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী উৎকীর্ণ ছিল। পিসার ক্লোরোস্থেনেসও উদ্যোক্তাদের অন্যতম ছিলেন।

২২শে জুলাই এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। করিব্বাস নামক পিসা গোষ্ঠীভুক্ত এক যুবক ৬০০ পোডেরা† (এক স্টেড) দৌড় প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া সাফল্যলাভ করেন। অন্যান্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ন্যায় এই প্রতিযোগিতাতেও নিশ্চয়ই বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় নাই।

এই অলিম্পিক অনুষ্ঠান হইতে গ্রীসে অলিম্পিয়াড হইতে বর্ষ গণনা আরম্ভ হয়। করিব্বাসের সম্মানে এই অলিম্পিয়াডকে করিব্বাসের অলিম্পিয়াড বলিয়া অভিহিত করা হয়।§ বাস্তবপক্ষে গ্রীসের ইতিহাস ৭৭৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দে এই প্রথম অলিম্পিয়াড হইতেই আরম্ভ হয়।** অলিম্পিক বিজয়ী এ্যাথলেট ও বলী-মহাবলীদের মর্মর মূর্তি "অলিম্পিয়োনিকোতে"‡ রাখিবার রীতিও এই অলিম্পিয়াড হইতেই প্রচলিত হয়।

স্পার্টা অলিম্পিক অনুষ্ঠানে যোগদান করার পর অলিম্পিক ধীরে ধীরে সমগ্র পেলোপনিসসের সাধারণ ধর্মানুষ্ঠানে পরিণত হয়। পিসাটানস গোষ্ঠীভুক্ত গ্রীকগণ এই সময় অলিম্পিক অনুষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত ছিল। তাহাদের সাফল্য চূড়ান্তভাবে বিকশিত হয় অষ্টবিংশ অলিম্পিয়াডে। এই অলিম্পিকে আর্গাসের "ফেডন" অলিম্পিক অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন।

চারি বৎসর অন্তর এই প্রতিযোগিতা নিয়মিতভাবে চলিতে থাকে ও একটি অলিম্পিক হইতে অন্য অলিম্পিক—এই চারি বৎসরকাল সময় অলিম্পিয়াড

* From the year 776 B. C. onward these games were held regularly for over a thousand years.—H. G. Wells : *The Outline of History*, Book IV, Ch. 20, p. 181.

† "পোড" গ্রীক ভাষায় দূরত্বের পরিমাপ। ইহাকে গ্রীসীয় ফুট বলা যাইতে পারে। ৬০০ পোডে ১ স্টেড=১৭৭·৪ মিটার বা ১৯৪ গজ। ৯·১৪ স্টেডে ১ মাইল। স্টেড হইতেই স্টেডিয়াম কথাটির উদ্ভব।

§ First recorded Olympiad dates from 21st or 22nd of July, 776 B. C. and is frequently referred as the Olympiad of Corœbus.—*Chambers Encyclopedia*, Vol. X, p, 199.

** Greecian Society came for the first time under historical observation about the first Olympiad (776 B. C.) — Lewis Henry Morgan : *Ancient Society*, Ch. VII.

‡ অলিম্পিয়ার জিউসদেবের মন্দিরের প্রাঙ্গণে বিজয়ী এ্যাথলেট, বলী ও মহাবলীদের সর্বশ্রেষ্ঠ ভঙ্গিমায় খোদিত মর্মরমূর্তি স্থাপনের জন্য নির্মিত বেদী।

বলিয়া অভিহিত হইতে থাকে। গ্রীকদের বৎসর গণনার রীতি এইভাবে অলিম্পিয়াড হিসাবে আরম্ভ হয়।

স্পার্টানদের যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে পিসাটানসদের ক্ষমতা ক্রমশঃই খর্ব হইতে থাকে। অলিম্পিকে ক্ষমতা লইয়া অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ পায়। স্পার্টানরা এলিয়ানসদের সহিত যোগ দিয়া অলিম্পিক অনুষ্ঠানের ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে ও আক্রোশবশতঃ পিসাটানসরা স্পার্টানদের যোগদানের অধিকার হইতে বঞ্চিত করে। পরে অবশ্য স্পার্টানরা ক্ষমতা অধিকার করিয়া অলিম্পিক রেজিষ্ট্রার হইতে এই প্রতিযোগিতাটি বাদ দিয়া দেয়।

পিসার বিরুদ্ধে স্পার্টান ও এলিয়ানসদের সম্মিলিত আক্রমণ (খৃঃ পূঃ ৫৭২) ও উহার ধ্বংসের পর অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা লইয়া অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। পিসাটিস ও ট্রাইফেলিয়া এলিস রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এইভাবে অলিম্পিক অনুষ্ঠানে এলিয়ানসদের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

সে যুগে পাঁচদিনব্যাপী মহাপূজা ও ক্রীড়া অনুষ্ঠান চলিত। প্রথম দিন পূর্বাহ্নে প্রতিযোগী, ব্যবস্থাপক ও বিচারকগণ জিউসদেবের মন্দির-প্রাঙ্গণের নিকটস্থ বিশেষভাবে নির্মিত একটি দ্বারের ভিতর দিয়া অংগনে প্রবেশ করিত।

সকলে সমবেত হইয়া জিউসদেবের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাইবার পর বলিবেদীতে অগণিত পশু বলি হইত। মন্দিরের পবিত্র অগ্নিকুণ্ডে পুরোহিত জিউসদেবের উদ্দেশে আহুতি প্রদান করিতেন। এই অগ্নি কখনও নির্বাপিত হইত না—সর্বদাই প্রজ্জ্বলিত থাকিত। আমাদের দেশের যজ্ঞের সহিত এই আহুতি প্রদানের সাদৃশ্য ছিল।

কার্যসূচীর দ্বিতীয় বিষয় ছিল জিউসদেবের সম্মানে কুচকাওয়াজ। দিবসের অবশিষ্টাংশ প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় অতিবাহিত হইত। অকৃতকার্য প্রতি-যোগীদের নাম বাদ দিয়া চূড়ান্ত প্রতিযোগী-তালিকা রচিত হইত। সকল প্রতিযোগিগণ "অমরতোরণ" নামে খ্যাত একটি প্রবেশপথের ভিতর দিয়া বেদীতে উপস্থিত হইত ও শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইত। ['অমরতোরণ' অতিক্রম করিবার অধিকার পাইলে অমরত্ব লাভ করা যায় বলিয়া গ্রীকদের বিশ্বাস ছিল]। জিউসদেবের অসীম করুণায় অমরতোরণ অতিক্রমণের সুযোগ পাইয়া তাহারা জিউসদেবের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিত ও অকুণ্ঠচিত্তে শপথ গ্রহণ করিত যে, প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য তাহারা গত দশ মাস নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলন করিয়াছে এবং জয়লাভের জন্য কোন অসৎ উপায় গ্রহণ করিবে না। প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী প্রত্যেক হেল্লেনস্ তাহার ভাই, প্রত্যেক প্রতিযোগীর সহিতই তাহারা ভাইএর ন্যায় আচরণ করিবে। গ্রীসদেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে তাহার জন্ম হইয়াছে এবং জীবনে কোনদিন দেশ অথবা জাতির

বিরুদ্ধে অপরাধ করে নাই। দেবতাদের বিরুদ্ধেও তাহারা কোন অসম্মান-জনক কাজ করে নাই। প্রতিজ্ঞার শেষাংশ ছিল, "আমি যেন সর্বশ্রেষ্ঠ এ্যাথ-লেট হই এবং আমার যদি যোগ্যতা থাকে তবেই যেন আমি প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করি।"

মনোনীত বিচারকগণ (হেল্লেনোডিকো) অতঃপর জিউসদেবের নিকট তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে তাঁহাদের উপর যে গুরুদায়িত্ব ও সম্মান ন্যস্ত হইয়াছে তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন ও প্রতিজ্ঞা করিতেন যে, স্বয়ং জিউস-দেবের প্রতিনিধি হিসাবে সম্পূর্ণ ন্যায়নিষ্ঠভাবে প্রতিযোগিতার বিচার করিবেন ও বিচারের ফলাফলের জন্য জিউসদেবের নিকট দায়ী থাকিবেন।



॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

মহাপূজা উপলক্ষে প্রদর্শনী

প্রতি চতুর্থ বৎসরে জিউসদেবের মহাপূজা উপলক্ষে অলিম্পিয়ার প্রান্তরে একটি সুবৃহৎ প্রদর্শনী হইত। সমগ্র হেরোমনিয়া মাস ধরিয়া এই মেলা চলিত।

গ্রীসদেশের বিভিন্ন শহর ও প্রদেশ, গ্রীকঅধ্যুষিত ভূমধ্যসাগরের দ্বীপ-সমূহ এবং এশিয়া, আফ্রিকা, সিসিলি ও ইটালীর বিভিন্ন উপনিবেশ হইতে হেল্লাস যুবকগণ দলে দলে আসিয়া অলিম্পিয়াতে উপনীত হইত।

জুলাই মাসের প্রখর গ্রীষ্মতাপ হইতে আত্মরক্ষার জন্য অলিম্পিয়ার বিস্তীর্ণ প্রান্তরে অগণিত তাঁবু খাটানো হইত। অভিজাত সম্প্রদায়ের জন্য চমৎকার কাজ-করা দামী রেশমী তাঁবু ও প্রদর্শনীর জন্য ছাউনী পড়িত। বিভিন্ন শহর, প্রদেশ ও উপনিবেশের প্রতিযোগিদল, তাহাদের সাহায্যকারী ও ক্রীতদাস ইত্যাদি সকলের জন্য নানা রঙের সুসজ্জিত তাঁবু থাকিত। তাহার উপরে নানা রঙের পতাকা, সবল অশ্ববাহিত সুদৃশ্য রথ, সর্বোপরি অলিম্পিয়ার প্রান্তরের অপরূপ রূপসজ্জা, উজ্জ্বল সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়া রামধনুর বিচিত্র বর্ণ-সুষমায় দর্শকবৃন্দের মনোহরণ করিত।

একমাসব্যাপী একটি মেলা অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল। নানা রুচির খাদ্যসম্ভার, পোশাকপরিচ্ছদ, সুস্বাদু ফলমূল, ফুলের চারুশোভা, অমৃতময় দ্রাক্ষারস, অস্ত্রশস্ত্র ও বর্মচর্মাদি, অপরূপ বৈচিত্র্যময় রথ—সব লইয়া কি জমজমাট মেলা। পশু বিক্রেতারা নিজেদের সুবিধামত জায়গা বাছিয়া লইত। সেখানে ছাগ, মেষ ও গবাদি পশু ছাড়া মানতপূজার জন্য হৃষ্টপুষ্ট ও নিখুঁত পশু বিক্রয় হইত।

মেলায় পেশাদার ঐন্দ্রজালিকেরও অভাব ছিল না, কোথাও তাঁবু খাটাইয়া ঐন্দ্রজালিকেরা তাহাদের খেলা দেখাইতেছে, কোথাও বিভিন্ন ধরনের শারীরিক কসরতের প্রদর্শনী চলিতেছে আবার কোথাও বা হঠযোগীরা আস্ত একখানা ধারালো তলোয়ার মুখগহ্বর দিয়া একেবারে পেটের মধ্যে চালাইয়া দিয়া কিংবা জ্বলন্ত আগুন ও জীবন্ত বিষধর সর্প খাওয়ার কৌশল দেখাইয়া দর্শকবৃন্দের বাহবা পাইতেছে, আর সেই সঙ্গে দর্শনীর অংকটাও বাড়াইয়া তুলিতেছে। চারিদিকেই এই দৃশ্য।

সন্ধ্যা সমাগমে আরক্তিম আকাশের বুকে দু-একটি তারা ফুটিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে আলফিউস ও ক্লাডিউস নদীতে নোঙর-করা অগণিত জলযানে একটি একটি করিয়া দীপ জ্বলিয়া উঠিত। মৃদু সমীরণে জিউসদেবের স্তোত্রগানের গম্ভীর ও সুমধুর সুরের রেশ ভাসিয়া আসিত। লক্ষবাতির কণ্ঠহার পরিয়া অলিম্পিয়া প্রান্তর ঝলমল করিয়া উঠিত। জিউসদেবের অগণিত ভক্ত জিউস-দেবের মন্দিরে সমবেত হইতেন শ্রদ্ধার অর্ঘ্য লইয়া।

মন্দিরে বীণার মধুর নিক্কণের সহিত জিউসদেবের মহিমাসংগীত মিশিয়া গিয়া এক অনির্বচনীয় ভাবপরিবেশ সৃষ্টি করিত। জিউসদেবের মন্দিরের অলিন্দ হইতে বিখ্যাত বক্তা ও দার্শনিকগণ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন। গর্জিয়াসের বক্তৃতা হিপ্পিয়াসের ও হেরোডোটাসের বীরগাথা শ্রোতাদের নিকট অত্যন্ত প্রিয় ছিল বলিয়া ইতিহাসে উল্লিখিত আছে। কখনও কখনও চারণ-কবিগণ বিখ্যাত ট্রোজান বীরদের, শ্রেষ্ঠ বলী হারকিউলিসের এবং জনপ্রিয় এ্যাথলেটগণের কীর্তি ও জিউসদেবের কৃপালাভের কাহিনী শুনাইতেন। লিসিয়াস আইসোক্রিটিস ও দার্শনিক সক্রেটিশও অলিম্পিয়ায় বক্তৃতা করিয়া-ছিলেন বলিয়া ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায়। অতঃপর জিউসদেবের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইবার পর জনসাধারণ মন্দির-প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিত।

মেলা গভীর রাত্রি পর্যন্ত চলিত। পৃথিবীর সমস্ত স্থান হইতেই বণিক-গণ বাণিজ্যতরী ভাসাইয়া পণ্যদ্রব্যের পসরা লইয়া মেলায় উপস্থিত হইতেন। মেলায় এই সব বিদেশী পণ্য, বিলাস সামগ্রী, খাদ্য ও মদ্যের চাহিদা ছিল সব-চেয়ে বেশী।

বিভিন্ন শহর, রাষ্ট্র ও উপনিবেশ হইতে জিউসদেবের মহাপূজায় অংশ গ্রহণের জন্য সরকারীভাবে আসিতেন রাজপ্রতিনিধিবৃন্দ। তাঁহাদের সহিত ধর্মপ্রাণ বহু নরনারী মনোবাঞ্ছা পূরণের আশায় আসিতেন। আর আসিতেন বহু গ্রীক নাগরিক, ক্রীড়ামোদী ও দর্শক। ক্রীড়ামোদী, এ্যাথলেট, ভক্ত, মানত-কারী, বণিক, সহচর ও ক্রীতদাসবৃন্দের এই বিরাট দলের নিয়ন্ত্রক ছিলেন রাজ-প্রতিনিধি।

রাজপ্রতিনিধি নিজের দেশের রাজপতাকা বহন করিতেন। তাঁহার শিবিরের চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া এ্যাথলেট ও তাহাদের সহচরবৃন্দের তাঁবু খাটানো হইত। এই বেষ্টনীর চারপাশে স্থান গ্রহণ করিতেন জিউসদেবের নিকট মানসপূজার জন্য আগত গ্রীক নাগরিকবৃন্দ, ধর্মপ্রাণ ভক্ত ও তাহাদের সহচরবৃন্দ। দর্শক ও বণিকগণের তাঁবু পূর্বোক্ত ধার্মিক গ্রীক নাগরিকবৃন্দের বস্ত্রাবাসের চতুর্দিকে স্থাপিত হইত। শেষ বেষ্টনীতে ক্রীতদাস ও মানতপূজার জন্য আনীত পশু-রক্ষকেরা বাস করিত। ইহা ছাড়া প্রয়োজনমত পশুশালা, অশ্বশালা, রথশালাও থাকিত। বণিকগণকে তাহাদের বাণিজ্যপোতে ও বিক্রয়কেন্দ্রে বাস করিবার অনুমতি দেওয়া হইত।

বিভিন্ন স্থান হইতে আগত হেল্লেনস্ বংশধরগণের এই সমস্ত উপনিবেশ তাহাদের মাতৃভূমির নামেই গড়িয়া উঠিত। এজন্য জিউসদেবের মহাপূজার সময় হেল্লেনসের যতগুলি শাখাপ্রশাখা, নগরী, প্রদেশ ও উপনিবেশ ছিল তত-গুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ উপনগরী গড়িয়া উঠিত। অলিম্পিয়াতে উপস্থিত হইলেই সমগ্র গ্রীকজাতির রীতিনীতি, জাতিগত বৈশিষ্ট্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরি-পূর্ণ রূপ ফুটিয়া উঠিত। এজন্যই পসেনিয়াস বলিয়াছিলেন, "অলিম্পিয়াতে উপস্থিত হইলেই সমগ্র গ্রীকজাতি ও গ্রীসকে বুঝিতে পারা যায়।"

এই সমস্ত উপনগরীর মধ্যে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার জন্য সর্ব-প্রযত্নে চেষ্টা করা হইত। রাজপ্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য সর্বদাই অভিজাত ও বিত্তশালী শ্রেণীর মধ্য হইতেই প্রতিনিধি নির্বাচিত হইতেন। প্রতিনিধিত্বের জন্য যে বিরাট দল প্রেরিত হইত তাহাদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ স্ব স্ব রাষ্ট্র কর্তৃক বহন করা হইত। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিযোগিতায় যাহাতে নিজস্ব

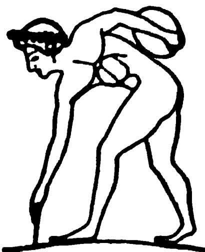
স্বকীয়তা পরিস্ফুট হয় এজন্য রাষ্ট্র অকাতরে অর্থ ব্যয় করিত। প্রয়োজন হইলে রাজপ্রতিনিধিও যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

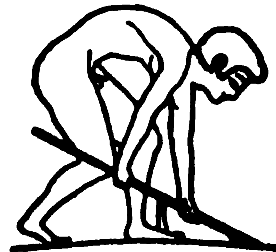
মহাপূজা সম্পন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার পরের মহাপূজায় অংশ গ্রহণের প্রস্তুতি চলিতে থাকিত। প্রস্তুতিতে দেশের জনসাধারণ সমানভাবে অংশ গ্রহণ করিতেন। রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা কুশলী তাঁবু নির্মেতাবৃন্দ অর্থ অপেক্ষা নিজের রাষ্ট্রের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সুন্দর সুন্দর বিচিত্র বর্ণ-রঞ্জিত তাঁবু এবং রথ নির্মাতাগণ স্বর্ণ ও হস্তীদন্তখচিত উৎকৃষ্ট কাঠের রথ নির্মাণে ব্যাপৃত থাকিতেন। ব্যবসায়িগণ তাঁহাদের সর্বোৎকৃষ্ট বস্ত্র ও তৈজস-পত্র অলিম্পিকের জন্য মনোনীত দলকে উপহার দিতেন। রাষ্ট্রের সর্বোৎকৃষ্ট অশ্বসমূহ রথ টানিবার জন্য সংগৃহীত হইত ও নিপুণ অশ্বচালকগণ নিয়োজিত হইত। রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য যে বলি মানত করা হইত তাহা বহু পূর্বেই বাছাই ও সংগ্রহ করা হইত। কেননা এই সবের উপর রাষ্ট্রের মর্যাদা নির্ভর করিত।

পরবর্তী যুগে ক্রীড়া প্রতিযোগীদের জন্য অলিম্পিক জিমন্যাসিয়ামে স্থান নির্দিষ্ট হয়। প্রতিযোগিতার এগার মাস পূর্বেই তাঁহারা অলিম্পিয়াতে অংশ গ্রহণের জন্য নিয়মিত অনুশীলন আরম্ভ করিতেন।

মহাপূজা ও উহার আনুষ্ঠানিক উৎসব ও প্রদর্শনীতে যোগদানের জন্য ক্রমশঃ অধিকসংখ্যক লোক সমাগম হইতে থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচুর সম্ভাবনা থাকায় পৃথিবীর দূরতম প্রান্তের বণিকগণেরও দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়। বিদেশী বণিকেরা তাহাদের নোঙর-করা জলযানগুলি বাসস্থান হিসাবে ব্যবহার করিত।

গ্রীকদেশের মূল ভূখণ্ডে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যাদির সংস্থান না থাকায় বহু দুঃসাহসী গ্রীক যুবক ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন দ্বীপে, এশিয়া ও আফ্রিকায় বহু উপনিবেশ স্থাপন করে। পরবর্তী যুগে দিগ্বিজয়ে অংশগ্রহণকারী বহু গ্রীক যুবক এশিয়া ও আফ্রিকার বিজিত রাজ্যসমূহেও বসবাস আরম্ভ করে। স্বদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাস করাতে স্বভাবতঃই তাহারা বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সহিত মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষায় মহাপূজার সময় অলিম্পিয়ায় আসিয়া সমবেত হইত। স্বদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কীর্তিমান, জ্ঞানী, গুণী, সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের সহিত মিলিত হইবার জন্য জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরাও দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। এইরূপে অলিম্পিয়া গ্রীক জাতির চতুর্থ বার্ষিক মিলনস্থান হিসাবে হেল্লাস বংশধরগণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা পূত জ্ঞান-গরিমায় গরীয়ান দিকপাল এ্যাথলেট ও শক্তিধরগণের কীর্তি মহিমার শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান হিসাবে খ্যাতিলাভ করে।





॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

৭৭৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দে প্রথম অলিম্পিয়াড হইতে ড্রোমোস* অথবা স্টেডের দৌড় অলিম্পিকের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়। এই অলিম্পিকেই ডিসকাস নিক্ষেপণ প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। হেরা দেবীর মন্দিরে আবিষ্কৃত ৭৭৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দে অলিম্পিক অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা হিসাবে ইফিটাস ও লাইকারগ্যাসের নাম খোদিত কোয়েট (ডিসকাস) প্রমাণ করে যে, ডিসকাস নিক্ষেপণও কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ক্রমে দীর্ঘ লম্ফন, ত্রি-স্তর লম্ফন ও লাঠির সাহায্যে লম্ফনও অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রবর্তিত হয়। ত্রি-স্তর লম্ফন ও লাঠির সাহায্যে লম্ফন হইতেই বর্তমান যুগের "হপস্টেপ জাম্প" ও "পোলভল্টের" উৎপত্তি বলিয়া অনেকের ধারণা।

দীর্ঘ লম্ফনে প্রথম একটি শ্বেত মর্মর বেদী হইতে লাফানো হইত। ক্রমে দণ্ডায়মান অবস্থা হইতে দৌড়াইয়া লাফ দেওয়ার রেওয়াজ হয়।

লাঠির সাহায্যে লম্ফনে প্রথমে জেভেলিনের সহায়তায় দণ্ডায়মান কোন কোন ঘোড়ার উপর দিয়া লাফাইতে হইত। ক্রমে জেভেলিনের স্থলে বর্তমান যুগের ন্যায় লাঠির উপর ভর দিয়া লাফানো শুরু হয়।

চতুর্দশ অলিম্পিক প্রতিযোগিতা হইতে ডিয়ালোস অথবা দুই স্টেডের দৌড় কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয় ও ক্রমশঃ অন্যান্য দৌড় প্রতিযোগিতা, ১২ স্টেড ও ডোলিকোস অথবা ২৪ স্টেডের দূরপাল্লার দৌড় ও বর্মচর্মসহ দৌড় প্রতিযোগিতা ক্রীড়াসূচীতে স্থান লাভ করে। শেষোক্ত প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীকে শিরস্ত্রাণ, বর্ম, হস্ত ও পদ রক্ষাকায়ের জন্য ব্যবহৃত ধাতুনির্মিত আচ্ছাদন ও ঢাল লইয়া দৌড়াইতে হইত।

দৌড় প্রতিযোগিতা

সমবেত এ্যাথলেটগণকে প্রাথমিক প্রতিযোগিতার জন্য বাছাই করিয়া লইবার পর মূল প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইত। প্রথমেই ঘোষক প্রত্যেক এ্যাথলেটের নাম, তাঁহার পিতার নাম ও দেশের নাম ঘোষণা করিতেন ও এ্যাথলেটগণ একে একে নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া সমবেত হইতেন।

প্রতিযোগিবৃন্দ সমবেত হইলে ভারপ্রাপ্ত পাইডোট্রিব আদেশ দিতেন "দৌড় আরম্ভ করিবার জন্য নির্দিষ্ট সংকেত-রেখায় স্থান গ্রহণ করুন" ও এ্যাথলেটবৃন্দ নিজের নিজের নির্দিষ্ট সীমারেখায় স্থান গ্রহণ করিতেন। ঘোষক অতঃপর

* Dromos—প্রায় ১৯২ গজ।

সমবেত দর্শকমণ্ডলীর নিকট জানিতে চাহিতেন যে, যে এ্যাথলেটগণ দৌড়াইবার জন্য স্থান গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ ধর্ম অথবা জাতির বিরুদ্ধে কোন অপরাধে অপরাধী কি না ?* যদি কোন এ্যাথলেট উপরোক্ত কারণে অপরাধী বলিয়া অভিযুক্ত না হইতেন তাহা হইলে ভারপ্রাপ্ত পাইডোট্রিব হেল্লেনোডিকোকে "এ্যাথলেটগণ দৌড়াইবার জন্য প্রস্তুত আছে" এই সংকেত করিতেন। হেল্লেনো-ডিকোগণ শেষ সীমান্তে স্থান গ্রহণ করিলে তূর্যবাদকের সংকেতধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে দৌড় আরম্ভ হইত।

করিব্বাস ব্যতীত অন্য যে সমস্ত প্রতিযোগী দৌড়ে অলিম্পিকের ইতিহাসে তাঁহাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে জাম্থোসের হের্মো-জেনেসের নাম সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। পর পর তিনটি অলিম্পিকে তিনি আটটি দৌড়ে বিজয়লাভ করার পর "হিপ্পোস"** নামে খ্যাত হন। দীর্ঘ দৌড়ে আর্গিয়াসের নামও স্মরণীয়। অলিম্পিকে বিজয়লাভ করিবার পর তাঁহার প্রণয়িনীকে এই সুখবর জানাইবার জন্য অলিম্পিয়া হইতে আর্গোস দীর্ঘ ৩৪ মাইল পথ দৌড়াইয়া অতিক্রম করিয়াছিলেন। আর্গোসের অপর আর একজন প্রতিযোগী ডাণ্ডেস ও স্পার্টার ল্যাডাসের নামও দীর্ঘ দৌড়বীর হিসাবে বিখ্যাত। ল্যাডাসের শোচনীয় মৃত্যুর পর হইতে ইটালীর ক্রোটোনের দৌড়-বীরগণ একাদিক্রমে অলিম্পিকে আধিপত্য করেন।

ল্যাডাসের শোচনীয় মৃত্যুর কথা এইখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। একাদি-ক্রমে কয়েকটি অলিম্পিকে সাফল্যলাভ করিবার পর সমগ্র স্পার্টায় ল্যাডাসের নাম ছড়াইয়া পড়ে ও স্পার্টার শ্রেষ্ঠ এ্যাথলেটের সম্মান তিনি লাভ করেন। কিন্তু পরের অলিম্পিকে দীর্ঘ দৌড়ে বিজয়লাভ করিবার পর তিনি শ্রান্তিতে লুটাইয়া পড়েন ও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মৃত্যু হয়। এথেন্সের জাতীয় মিউজিয়মে ভাস্কর্যে আর একজন অজ্ঞাতপরিচয় এ্যাথলেটের মৃত্যুর দৃশ্য উৎকীর্ণ আছে। এই এ্যাথলেটও ২৪ স্টেডের দৌড়ের পর ক্লান্তিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন।†

এক স্টেডের দৌড়কে সে সময় সর্বাপেক্ষা গৌরবজনক মনে করা হইত ও এক স্টেডের কুশলী বিজেতাগণ সে সময় সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের প্রতীক মস্তকের চতুষ্পার্শ্বে বন্ধনী ব্যবহার করিতেন। কেবলমাত্র অলিম্পিয়ায় ১০০ স্টেডের দৌড়ের বিজেতা ও জাতীয় বীররূপে সম্মানিত ভাগ্যবানদেরই এই সম্মানসূচক বন্ধনী পরিধানের অধিকার ছিল।§ সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্করগণ সম্মানসূচক বন্ধনীসহ

* A Herald proclaimed "Let the runners put their feet to the line" and called on the spectators to challenge any disqualification by blood or character. —*Encyclopedia Britanica*, Vol. X, p. 8.

** *Hippos*—Race horse.

† *Universal History of the World, edited by* J. A. Hammerton. Ch. 42, p. 1322.

§ ···athletes could be raised to the level of heroes and be protrayed in sculpture only if they were winners of hundred-yard dash at Olympia,… —Joseph Pijoan : *An Outline History of Art*, p. .98.

তাঁহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ভংগিমা মর্মরে অথবা ব্রোঞ্জে রূপায়িত করিবার জন্য আহূত হইতেন।

এই বন্ধনীকে ক্যালিস্টোফানোসের মাল্যের প্রতীক হিসাবেই ব্যবহার করা হইত।* অলিম্পিয়োনিকোতে বন্ধনীসহ এ্যাথলেটদের মর্মরমূর্তি শোভা পাইত। এই সব ভাস্কর্য ডায়োডুমেনাস নামে খ্যাত ছিল। সে যুগের বিখ্যাত ভাস্কর পলিক্লেটাস কর্তৃক নির্মিত ডায়োডুমেনাস আজও ভাস্কর্যের অতুলনীয় নিদর্শন হিসাবে গণ্য হয়। নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অফ আর্টে একটি ডায়োডুমেনাসের মূর্তি ও বৃটিশ মিউজিয়মে ও নেপলস্-এর মিউজো ন্যাশনালে মর্মরে নির্মিত ডায়োডুমেনাসের দুইটি প্রতীক আজও অলিম্পিয়ার ১০০ স্টেডের বিজয়ী জাতীয় বীরের সম্মানপ্রাপ্ত এ্যাথলেটের মূক সাক্ষ্য হিসাবে বিরাজমান।

মুষ্টিযুদ্ধ

মুষ্টিযুদ্ধ অলিম্পিকের ইতিহাসে চতুর্দশ অলিম্পিয়াড হইতে স্থান লাভ করে। ৯০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে রাজা এগিয়াসের পুত্র থেসিউস শান্তির সময়ও তাঁহার মানবরক্তের প্রতি লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য তাঁহার সৈন্যদের মধ্যে মুষ্টিযুদ্ধের প্রচলন করেন।† তাঁহার প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রতিযোগীদের দুই হাতই কনুই হইতে আংগুল পর্যন্ত চামড়ার ফিতায় বাঁধা থাকিত, পাশাপাশি স্থাপিত দুইটি প্রস্তরখণ্ডের উপর প্রতিযোগিদ্বয় নাকে নাক লাগাইয়া থাকিত। সংকেতমাত্র মুষ্টিযুদ্ধ আরম্ভ হইত ও একজনের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলিতে থাকিত। মৃত্যু না হইলে প্রতিযোগী পরাজিত হইত না এবং এজন্য প্রতিযোগী অজ্ঞান হইয়া পড়িলেও অপর প্রতিযোগী বিজয় লাভের জন্য মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত মুষ্ট্যাঘাত করিয়াই যাইতেন।

কিন্তু এই মুষ্টিযুদ্ধে প্রচুর সময় লাগিত ও সব সময় যথেষ্ট রক্তপাত হইত না এজন্য থেসিউস চামড়ার বন্ধনীর সহিত হাতে তীক্ষ্ম শলাকাসহ ধাতুনির্মিত দস্তানার প্রবর্তন করিলেন।‡ কুশলী মুষ্টিযোদ্ধার প্রথম আঘাতেই প্রতিযোগীর মুখমণ্ডল চূর্ণ বিচূর্ণ ও ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যাইত ও প্রতিযোগীকে নিহত করিয়া বিজয় লাভের জন্য আর কয়েকটি মুষ্ট্যাঘাতই যথেষ্ট ছিল।

অলিম্পিকের নিয়মানুযায়ী সাধারণভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় সুযোগ-

* These... are now known to have same meaning as the olive wreath. Only heroes, or winners of the hundred-yard dash, could crown themselves with the fillet... —Joseph Pijoan : *An Outline History of Art*, p. 201.

† In about 900 B. C., the most brutal feautures of Pugilism was sponsored by Theseus...a Greek monarch to provide battles which satisfied his craving for blood and death.—F. G. Menke : *The Encyclopedia of Sports*, p. 232-33.

‡ Therefore, Thesus had the throngs studed with metal, which resulted in quicker finishes. —*Ibid*, p. 233.

মত মস্তকের যে কোন স্থানে আঘাত করা চলিত কিন্তু প্রতিযোগী ভূমিতে পতিত হইলে শরীরের যে কোন স্থানেই আঘাত করা চলিত। বর্তমান-কালের ন্যায় কোন রাউন্ড অথবা বিশ্রামের কোন স্থান ছিল না; একজনের মৃত্যু অথবা পরাজয় স্বীকার না করা পর্যন্ত লড়াই চলিতেই থাকিত। প্রতিযোগী-দের ওজন করিবার কোন রীতিও প্রচলিত ছিল না এবং যে কোন প্রতিযোগী অন্য যে কোন প্রতিযোগীর সহিত লড়িতে পারিতেন। অধিকাংশ প্রতিযোগীর নাক অপেক্ষা কানের পার্শ্বে ভগ্নাস্থি দেখিয়া ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে মস্তকের যে স্থানই সম্মুখে পড়িত সে স্থানেই মুষ্ট্যাঘাত করা হইত।

পরবর্তী যুগে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় চামড়ার বন্ধনী (ক্যাস্টাস) সহ মুষ্টিযুদ্ধের প্রচলন হয়। এই সময় কোন প্রতিযোগী পরাজয় স্বীকার করিলেই মুষ্টিযুদ্ধ বন্ধ করা হইত। পরাজয় স্বীকারেচ্ছু প্রতিযোগী তাহার মুষ্টিবদ্ধ হাত উপরে তুলিয়া ধরিতেন এবং অতঃপর ঐ ভাবেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিতেন।

উভয় প্রতিযোগীই অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলে অথবা চূড়ান্ত ফলাফল নির্ণীত না হইলে লটারী করা হইত এবং ভাগ্যবান মুষ্টিযোদ্ধা প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিজের ইচ্ছামত শরীরের যে কোন অংশে একটি ঘুষি মারিতে সক্ষম হইতেন; অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাগ্যবান মুষ্টিযোদ্ধাই বিজয়লাভ করিতেন।

চতুর্দশ অলিম্পিয়াড হইতে বিচ্ছিন্নভাবে এই প্রতিযোগিতা ক্রীড়াসূচীভুক্ত হইলেও সুপরিকল্পিতভাবে ইহা অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় স্থান লাভ করে ত্রয়োবিংশ অলিম্পিয়াড (৬৮৮ খৃঃ পূঃ) হইতে। এই অলিম্পিয়াডে বিজয়ী মুষ্টিযোদ্ধা ওনোমেস্টাসই অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মুষ্টিযুদ্ধের স্থায়ী নিয়মাবলীর প্রচলন করেন। একচত্বারিংশ (৬১৬ খৃঃ পূঃ) হইতে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বালকদের জন্যও মুষ্টিযুদ্ধের প্রচলন হয়।

পৃথিবীর ইতিহাসে থেসোসের টিমোস্থেনেসের পুত্র এবং হেরাক্লেসের মন্দিরের পুরোহিত থেয়াগেনেসের নাম সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে বিখ্যাত। বাল্যকাল হইতেই তিনি অসাধারণ শক্তির অধিকারী ছিলেন। থেসোসে তাঁহাদের বাড়ীর নিকটবর্তী পার্কে ব্রোঞ্জনির্মিত সুন্দর একটি অতিকায় মূর্তি ছিল। মূর্তিটি বালক থেয়াগেনেসের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। প্রত্যহ সময় পাইলেই থেয়াগেনেস মূর্তিটির পাদদেশে যাইয়া বসিয়া থাকিতেন। একদিন বালসুলভ চপলতাবশত তিনি মূর্তিটি পাদপীঠ হইতে উঠাইয়া কাঁধে করিয়া বাড়ীতে লইয়া আসেন। তাঁহার বয়স তখন মাত্র নয় বৎসর। ধরা পড়িবার পর তিনি অম্লানবদনে জানান যে খেলিবার জন্যই তিনি মূর্তিটিকে বাড়ীতে লইয়া আসিয়াছেন। মাত্র নয় বৎসরের বালকের পক্ষে একাজ অসম্ভব মনে করিয়া নগরপিতাগণ শাস্তির পরিবর্তে মূর্তিটিকে পাদপীঠে ফিরাইয়া আনিতে আদেশ দেন। অক্লেশে নয় বৎসরের বালক অতিকায় মূর্তিটিকে পুনরায় পাদ-পীঠে স্থাপন করিয়া ভবিষ্যতে তিনি যে অসীম শক্তিধর পুরুষরূপে জগদ্বিখ্যাত হইবেন, তাহা নিঃসংশয়াতীতভাবে প্রমাণ করিলেন।

অল্প বয়স হইতেই তিনি মুষ্টিযুদ্ধ আরম্ভ করেন ও অনুশীলনের মধ্য দিয়া কুশলী মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। অতঃপর অত্যন্ত কুশলী ও অমিতবলী এই মুষ্টিযোদ্ধা সর্বশ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধার সম্মানলাভের জন্য তদানীন্তন গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধার সহিত

মুষ্টিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন ও প্রথম আঘাতেই তাহাকে নিহত করিয়া "গ্রীস বিজয়ী" আখ্যা লাভ করেন। এই মুষ্টিযুদ্ধের পর তিনি ১৪২৫টি মুষ্টিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং প্রায় প্রতেকটি ক্ষেত্রেই তিনি তাঁহার প্রতিযোগীকে নিহত করিয়া তাঁহার গ্রীস বিজয়ী আখ্যা অক্ষুণ্ন রাখেন*।

পঞ্চসপ্ততিতম মুষ্টিযুদ্ধে বিজয়লাভ করিলেও অলিম্পিকের অনুশাসন অনুযায়ী ষষ্ঠসপ্ততিতম অলিম্পিয়াডে তিনি প্রতিযোগিতা হইতে নাম প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন। সপ্তসপ্ততিতম অলিম্পিয়াডে তিনি মুষ্টিযুদ্ধ ও প্যানক্রেশনে উভয় বিষয়েই বিজয়লাভ করিয়া সে যুগের গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ বলী হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। ইহার পর হইতেই তাঁহার বিজয়ের পালা চলিতে থাকে।

থেয়াগেনেসের অপূর্ব সাফল্যের পর তাঁহার সম্বন্ধে বিভিন্ন কীর্তিগাথা প্রচারিত হইতে থাকে। একবার একজন পরাজিত মুষ্টিযোদ্ধা আক্রোশবশত অলিম্পিয়োনিকোতে স্থাপিত তাঁহার ব্রোঞ্জ মূর্তি অপসারণের চেষ্টা করে। কিন্তু বেদী হইতে উত্তোলিত মূর্তি চাপা পড়িয়া ঘটনাস্থলেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ফলে অন্ধবিশ্বাসবশত জনসাধারণের ধারণা জন্মিয়া যায় থেয়াগেনেস হারকিউলিসের কৃপায় এমন শক্তির অধিকারী যে নিজে উপস্থিত না থাকিলেও ঐশী শক্তিবলে তাঁহার বিরাগভাজনকে তিনি ধ্বংস করিতে পারেন। মৃত্যুর পর বহুদিন পর্যন্ত এ্যাথলেটগণ দেবতাজ্ঞানে তাঁহাকে পূজা করিত।

থেয়াগেনেসের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম ইউথিমোস্। তিনি চতুর্সপ্ততিতম অলিম্পিয়াডে বিজয়লাভ করেন। পঞ্চসপ্ততিতম অলিম্পিয়াডের পূর্বে তিনি আরও বহু মুষ্টিযুদ্ধে যোগদান করেন ও প্রত্যেকটিতেই বিজয়লাভ করেন। কিন্তু পঞ্চসপ্ততিতম অলিম্পিয়াডে থেয়াগেনেসের নিকট মুষ্টিযুদ্ধে তাঁহাকে পরাজয় বরণ করিতে হয়। তিনি থেয়াগেনেসকে এমনভাবে জখম করেন যে প্যানক্রেশনের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় যোগদানের যোগ্যতা অর্জন করা সত্ত্বেও থেয়াগেনেসকে বাধ্য হইয়া অবসর গ্রহণ করিতে হয়।

কিন্তু মুষ্টিযুদ্ধে বিজয়ী বলিয়া ঘোষিত হইলেও প্যানক্রেশনে নাম দিয়া যোগ না দেওয়ায় উহার অঙ্গহানি করিবার অভিযোগে থেয়াগেনেস বিচারকগণ কর্তৃক অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। স্থির হয়, দণ্ডিত অর্থের কিয়দংশ জিউসদেবের নামে এবং অপরাংশ ইউথিমোস্‌কে প্রদান করিতে হইবে। থেয়াগেনেস জিউস-দেবের প্রাপ্য অংশ জিউসদেবের নামে জমা দেন কিন্তু ইউথিমোসের সহিত এই মর্মে চুক্তি করেন যে ইউথিমোস্‌কে অর্থ প্রদানের বদলে তিনি ষষ্ঠসপ্ততিতম অলিম্পিকে ইউথিমোসের অনুকূলে নাম প্রত্যাহার করিবেন। ফলে সপ্তষষ্ঠিতম অলিম্পিয়াডে ইউথিমোস্ সহজেই বিজয়লাভ করেন। অবশ্য পরবর্তী অলিম্পিয়াডে থেয়াগেনেসের নিকট তাঁহাকে পরাজয় বরণ করিতে হয়।

থেয়াগেনেসের ন্যায় আর্থেন্সের গ্লেউকাসের নামও অলিম্পিকের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে বিখ্যাত। থেয়াগেনেসের ন্যায় তাঁহার অসাধারণ

* Historians...grant the title of all time Champoion to Theagenes of Thasos,...After winning the championship... Theagenes is credited with obliterating his next 1,425 opponents.— F. G. Menke : *The Encyclopedia of Sports,* p. 233.

শক্তি সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনীতে উল্লেখ পাওয়া যায়। বাল্যকালে একদা মাঠে কাজ করিতে করিতে এই কৃষক বালকের লাঙ্গলের ফলা খুলিয়া যায়। হাতের কাছে অন্য কিছু না থাকায় তিনি তাঁহার হাতই হাতুড়ির বদলে ব্যবহার করিয়া লোহকীলক লাঙ্গলে প্রোথিত করেন। তাঁহার পিতা এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া তাঁহার শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হন এবং পরের অলিম্পিয়াডেই তাঁহার নাম মুষ্টি-যুদ্ধ প্রতিযোগিতায় প্রেরণ করেন। মুষ্টিযুদ্ধ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকিলেও কেবল দৈহিক শক্তির জোরে প্রতিযোগিতার প্রাথমিক স্তরে তিনি বিজয়লাভ করেন। কিন্তু চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় প্রতিপক্ষের প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে সর্বাঙ্গ রক্তাপ্লুত এই অনভিজ্ঞ মুষ্টিযোদ্ধার পরাজয় নিশ্চিত জানিয়া দর্শকমাত্রেরই মন সহানুভূতিতে পূর্ণ হইয়া যায়। নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে তাঁহার পিতা শেষ চেষ্টা হিসাবে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠেন "লাঙ্গলের ফলার কথা স্মরণ রাখিও"। সামান্য কয়েকটি কথায় তাঁহার দেহে যেন নূতন উদ্যমের সৃষ্টি হয় এবং তিনি প্রতিপক্ষকে নিকটে পাইয়া এত জোরে আঘাত করেন যে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞান হারাইয়া রক্তাক্ত দেহে ভূতলে লুটাইয়া পড়েন।

গ্লেউকাস অতঃপর মুষ্টিযুদ্ধের কলাকৌশল সম্বন্ধে অনুশীলন আরম্ভ করেন এবং অসীম শক্তিধর ও কুশলী মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে সমগ্র গ্রীসে খ্যাতি লাভ করেন। ইহার পর হইতে তিনি ধারাবাহিকভাবে সমগ্র গ্রীসে মুষ্টিযুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে থাকেন এবং অগণিত বেসরকারী মুষ্টিযুদ্ধে বিজয়লাভ ছাড়াও পর পর কয়েকটি অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন। এতদ্ব্যতীত তিনি দুইটি পাইথিয়ান, আটটি নেমিয়ান ও আটটি ইসথ্মিয়ান গেমসে বিজয়লাভ করিয়াছিলেন।

পরবর্তী যুগে (৪০৮ খৃঃ পূঃ—৩৮০ খৃঃ পূঃ) আর একজন খ্যাতিমান মুষ্টিযোদ্ধার নামও অলিম্পিকের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত আছে। সাড়ে তিন মণেরও অধিক ছয় ফুট আট ইঞ্চি লম্বা এই মুষ্টিযোদ্ধা পলিডেমাস সে যুগে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। অসীম শক্তিধর পলিডেমাস তিন অশ্ববাহিত রথকে পশ্চাদ্দিক হইতে টানিয়া গতিরোধ করিতে সক্ষম হইতেন। একটি প্রদর্শনীতে তিনি একটি ষাঁড়ের পা ধরিয়া দুই হাতে এত জোরে আকর্ষণ করেন যে উহা শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসে। খালি হাতে একটি সিংহের সহিত লড়াই করিয়া সিংহটিকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়াও কাহিনীতে উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি পর পর কয়েকটি অলিম্পিক, নেমিয়ান পাইথিয়ান ও ইসথ্মিয়ান প্রতিযোগিতায় বিজয়লাভ করিয়াছিলেন।

কিন্তু নিজের শক্তি সম্বন্ধে অতিবিশ্বাসী এই বলী একদা কয়েকজন বন্ধুর সহিত পর্বত ভ্রমণের সময় বিশ্রামের জন্য গুহায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। হঠাৎ সেই সময় গুহাটি ধসিয়া পড়িতে আরম্ভ করে। অন্যান্য বন্ধুরা গুহা পরিত্যাগ করে ও তাঁহাকে তাহাদের সঙ্গে আসিতে আহ্বান করে, কিন্তু তিনি গুহা পরিত্যাগ না করিয়া দুই হাতে গুহার ছাদ ধরিয়া রাখিতে প্রয়াস পান। দুঃখের বিষয়, গুহার ছাদ তাঁহার উপর ধসিয়া পড়িয়া অকালে তাঁহার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়। এইভাবে অকালমৃত্যু না হইলে থেয়াগেনেস ও গ্লেউকাসের ন্যায় তাঁহার নামও গ্রীসের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা ও প্যানক্রিয়াটিস্ট হিসাবে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিত।

ক্লেটোমেকাসও অসাধারণ কুশলী মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে অলিম্পিকের ইতিহাসে বিখ্যাত। মুষ্টিযুদ্ধ ও প্যানক্রেশনের বিজয়ী বলী হিসাবে থেয়াগেনেসের পরই তাঁহার নাম করিতে হয়। থেয়াগেনেস ব্যতীত তিনিই একমাত্র মুষ্টিযোদ্ধা যিনি একচত্বারিংশতাধিকশততম (১৪১) অলিম্পিয়াডে (২১৬ খৃঃ পূঃ) মুষ্টিযুদ্ধ ও প্যানক্রেশন উভয় বিষয়েই বিজয়লাভ করেন। দ্বিচত্বারিংশতাধিকশততম অলিম্পিয়াডে তিনি মুষ্টিযুদ্ধের বিজয়মাল্যে ভূষিত হইলেও প্যানক্রেশনের বিখ্যাত বলী ও কুস্তিগীর ক্যাপরাসের নিকট পরাজিত হন। পলিডেমাসের ন্যায় তিনিও অলিম্পিক প্রতিযোগিতা ছাড়া নেম্যান, পাইথিয়ান ও ইসথ্মিয়ান প্রতিযোগিতা এবং বহু বেসরকারী প্রতিযোগিতায়ও বিজয়লাভ করিয়াছিলেন।

টিসান্দার নামক আর একজন মুষ্টিযোদ্ধা দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ অলিম্পিকের বিজয়মাল্য লাভ করেন। পর পর তিনটি অলিম্পিকে বিজয়লাভ করিয়া তিনিও বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। ক্লেউগাস নামক অন্য একজন মুষ্টিযোদ্ধাও দীর্ঘকাল অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায়।

পেন্টাথ্লন

সপ্তদশ অলিম্পিয়াডে (৭১২ খৃঃ পূঃ) স্পার্টা অলিম্পিক প্রস্তুতি কমিটিকে জানায় যে অলিম্পিকে কুশলী সৈন্য গড়িবার জন্য এমন একটি প্রতিযোগিতা প্রবর্তন করা প্রয়োজন, যাহাতে আত্মরক্ষামূলক প্রয়াসের সহিত আক্রমণের কলাকৌশল থাকিবে। অন্যান্য গ্রীক রাষ্ট্রও সানন্দে এই প্রস্তাবের পক্ষে মত প্রকাশ করে এবং তাহারই পরিণতি হিসাবে অষ্টাদশ অলিম্পিক হইতে পেন্টাথ্লন প্রতিযোগিতার ক্রীড়াসূচীতে স্থানলাভ করে। গ্রীক ভাষায় 'পেন্টা' শব্দের অর্থ পাঁচ। দৌড়, দীর্ঘলম্ফন, মুষ্টিযুদ্ধ, জেভেলিন নিক্ষেপ এবং কুস্তি—এই পাঁচটি 'এথেলোর' সমন্বয়ে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইত। দীর্ঘলম্ফনে প্রতিযোগীবৃন্দ হাতে ডাম্বেল অথবা অন্য কোন ভারী দ্রব্য লইয়া লাফাইতেন। একস্থানে দাঁড়াইয়া বা কয়েক পা দৌড়াইয়া আসিয়া উভয় উপায়েই লাফানো যাইত। বিফলকাম প্রতিযোগীদিগকে প্রতিযোগিতার বিভিন্ন স্তরে বাদ দেওয়া হইত ও অন্ততঃপক্ষে তিনটি বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী বিজয়ী বলিয়া ঘোষিত হইতেন।*

কুস্তি

প্রাগৈতিহাসিক যুগে মধ্য ইজিপ্টের বেনী হাসানের গুহাদির দেওয়ালে অংকিত মল্লযুদ্ধের বিভিন্ন চিত্র আবিষ্কৃত হইলেও (আনুমানিক ৩০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ) গ্রীকজাতি বিশ্বাস করিত মল্লযুদ্ধ-বিজ্ঞান পৌরাণিক যুগখ্যাত বলী ও জাতীয় বীর হিসাবে সম্মানিত থেসিউস কর্তৃক আবিষ্কৃত ও স্বয়ং এথেনা

* In Pentathlon the winner must defeat his competitors in three events out of five. — *Universal History of the World : Ed. by* J. A. Hammerton, Vol. II, Ch. 42, p. 1323.

দেবী কর্তৃক নিয়মাবলী রচিত।* সমগ্র গ্রীসে একই নিয়ম প্রচলিত ছিল এবং তিনবার কোন প্রতিযোগী ভূমি স্পর্শ করিলেই পরাজিত বলিয়া ঘোষিত হইত।**

অষ্টাদশ অলিম্পিক হইতে কুস্তি ধারাবাহিকরূপে প্রতিযোগিতার ক্রীড়া-সূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়। বিচ্ছিন্নভাবে ইহার পূর্বে কুস্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইলেও মাঝে মাঝে সময়াভাবে ক্রীড়াসূচী হইতে উহা বাদ দেওয়া হইত। কুস্তি প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীদ্বয় উত্তমরূপে নিজেদের শরীর তৈলনিষিক্ত করিয়া লইত। তাহার পর নিজের এলাকার (যেখানে দণ্ডায়মান থাকিত) কিছু মাটি সারা গায়ে ছড়াইয়া লইত। এই মাটি অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া গণ্য হইত। অতঃপর বিচারকের সংকেতানুযায়ী পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিত।

কুস্তিতে গ্রীসের যে প্রতিযোগীর নাম অলিম্পিকের ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তিনি ক্রোটনের বিখ্যাত বলী "মাইলো"। অমিত পরাক্রমশালী মাইলো হারকিউলিসের ন্যায় পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ বলী বলিয়া বিখ্যাত। সে-যুগে তাঁহার ন্যায় কুশলী ও শক্তিশালী প্রতিযোগী আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি সাতবার অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ও ছয়বার ইসথ্‌মিয়ান ক্রীড়া প্রতি-যোগিতায় বিজয়ীর সম্মান লাভ করেন। ইহার পর কোন প্রতিযোগিতায় তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী যোগদান করিতে সাহস না করায় তিনি "প্যানক্রেশন" প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন এবং সেখানেও অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ করেন।

কুস্তিগীর হিসাবে বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক প্লেটোও সাফল্যলাভ করিয়া-ছিলেন। যৌবনে তিনি কয়েকবার পাইথিয়ান ও ইসথ্‌মিয়ান প্রতিযোগিতায় বিজয়লাভ করিয়াছিলেন।

অশ্বারোহণ কলাকৌশল এবং অশ্ব ও রথের গতি প্রতিযোগিতা

পৌরাণিক যুগ হইতে আরম্ভ হইলেও অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অশ্বারোহণের কলাকৌশল ও অশ্বের গতি প্রতিযোগিতার উল্লেখ পাওয়া যায় সপ্তদশ অলিম্পিয়াড (৬৮০ খৃঃ পূঃ) হইতে। হোমার সোফোক্লেস, পিণ্ডার পসেনিয়াসের কাহিনীতে অশ্বারোহণের কলাকৌশল ও অশ্ব ও রথের গতি প্রতিযোগিতার বহু বর্ণনা পাওয়া যায়। হিপ্পোড্রোমে† অনুষ্ঠিত এই প্রতি-যোগিতার প্রথম বিজয়ীর নাম প্যাগোন্ডাস। তাঁহার বিশেষত্ব এই যে তিনি অন্যান্য প্রতিযোগীর ন্যায় কুশলী রথচালকের সহায়তা গ্রহণ করেন নাই। তিনি নিজের রথ ও অশ্ব ব্যবহার করিতেন ও অলিম্পিক প্রতিযোগিতা ব্যতীত নেম্যান, পাইথিয়ান ও ইসথ্‌মিয়ান প্রতিযোগিতাতেও বিজয়লাভ করিয়াছিলেন।

রথ প্রতিযোগিতায় পিণ্ডারের গীতিকাব্যের প্রধান নায়ক ছিলেন সিরা-

* Wrestling) a science..., invented by the National hero Theseus, its rules drawn up by Athena herself.—*Encyclopedia of Modern Knowledge : Edited by* Sir John Hammerton, Ch. IV, p. 1943.

** *Universal History of the World, Edited by* J. A. Hammerton, Vol. II, Ch. 42, p. 1322.

† *Hippos*—Race horse, *dromos*—Course.

কুজের রাজা হেরন বা হেরো। তাঁহার বিজয় উপলক্ষে রচিত "প্রথম অলিম্পিয়ান" কবিতাটিই পিণ্ডারের বিখ্যাত গীতিকাব্যের প্রথম কবিতা।*

সিরাকুজের অন্য একজন নৃপতির নামও রথ প্রতিযোগিতার বিজয়ী হিসাবে অলিম্পিকের ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে। এই নৃপতির নাম গেলন। তিনি এবং হেরন উভয়েই একাধিকবার চতুরশ্বসংযোজিত রথ প্রতিযোগিতায় বিজয়-লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহাদের বায়ুর ন্যায় দ্রুত-গতিসম্পন্ন ঘোটকী ছিল বলিয়া পিণ্ডার তাঁহার গীতিকাব্যে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।**

সপ্তপঞ্চাতি অলিম্পিয়াডে (৪৮৮ খৃঃ পূঃ) নিজ বিজয়কে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য গেলন একটি মুদ্রার প্রচলন করেন। "সিরাকুজান মেডে-লিয়ন" নামে খ্যাত এই রৌপ্যমুদ্রায় তাঁহার বিজয়ের একটি কাল্পনিক চিত্র আছে। 'ডেকাড্রাম অফ সিরাকুজ' নামে খ্যাত ৪০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে প্রচলিত অন্য একটি রৌপ্য মুদ্রায়ও একটি চতুরশ্ববাহিত রথচালনা প্রতিযোগিতার বিজয়ের অপর একটি চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। মনে হয় গেলন অথবা হেরন কর্তৃক এই মুদ্রাটি প্রচলিত হইয়াছিল।

গেলন ও হেরনের ন্যায় অপর দুইজন প্রতিযোগীর নামও অলিম্পিকের চতুরশ্বরথের গতি প্রতিযোগিতার সংগে সংগে আসিয়া পড়ে। ল্যাকোনিয়ার ইওয়াগোরাস ও এথেন্সের সাইমন এই দুইজন প্রতিযোগী তিনটি অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় বিজয়মাল্য লাভ করেন। অলিম্পিক প্রতিযোগিতার ইতিহাস যতটা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে তিনটি অলিম্পিয়াডে অশ্ব ও রথের গতি প্রতিযোগিতায় বিজয়ের গৌরব অর্জন করা অন্য কোন প্রতিযোগীর ভাগ্যে সম্ভব হয় নাই।† গেলন ও হেরনের ন্যায় অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, এই দুইজন প্রতিযোগীও নিশ্চয়ই পাইথিয়ান, নেম্যান ও ইসথ্মিয়ান গেমস্-এও সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন।

স্পার্টার রাজা ডেমারাটাসও অলিম্পিক প্রতিযোগিতার চতুরশ্ববাহিত রথ প্রতিযোগিতায় বিজয়লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া হেরোডোটাস উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এথেন্সের অভিজাত পরিবারের সাইলনও অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়।

* Pindar wrote for the great ones of his day, such as tyrant of Syracuse, Hiero, whose victory in the chariot race at Olympia occasioned the fine "first olympian" which opens our collection of his work... —*Encyclopedia of Modern Knowledge : Edited by* Sir John Hammerton, Vol. I, p. 903.

** The attribution helps to connect...names of two kings of Cicily, winners of quardrigua or four horse chariot race at Olympia. Kings Hieron and Geylon are mentioned by Pinder in his odes as having as swift *mares* as the wind. —Joseph Pijoan : *An Outline History of Art*, p. 225.

† At a later Olympic festival he (Cimon) won a third time... . The triple victory has once been achieved by a single team, that of Euagoras the Laconian ; but there is no other instances of it.—Herodotus : *The Histories, tr.* Aubrey de Selincourt, Book VI, p. 385.

মিল্টিয়াডেস ও ক্লেইস্থেনেস পরিবার

গ্রীসের গৌরবময় ইতিহাস রচনায় সাহায্য করিয়াছে এমন দুইটি পরিবারও অলিম্পিকের রথের গতি প্রতিযোগিতার বিজয়ের গৌরবে গৌরবান্বিত। ম্যারাথনের প্রান্তরে যে মিল্টিয়াডেস বিপুল ও রণদুর্মদ পারসিক বাহিনীকে পরাজিত করিয়া গ্রীসের ইতিহাসের মোড় ঘুরাইয়া দিয়াছিলেন তিনি নিজেই অলিম্পিকের চতুরশ্বরথের গতি প্রতিযোগিতার বিজয়ী ছিলেন। তাঁহার পিতামহ সাইপসেলাস ও খুল্লতাত মিল্টিয়াডেস উভয়েই অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় চতুরশ্ব-বাহিত রথ প্রতিযোগিতায় বিজয়লাভ করিয়াছিলেন। মিল্টিয়াডেসের ভ্রাতা সাইমন (ম্যারাথনের বিজয়ী বীর মিল্টিয়াডেসের পিতা) এই পরিবারের মধ্যে অলিম্পিয়ার প্রান্তরে সর্বাপেক্ষা কৃতী ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত। রাজনৈতিক কারণে তাঁহাকে এথেন্স হইতে নির্বাসন দেওয়া হইয়াছিল। নির্বাসিত অবস্থায় তিনি অলিম্পিকের চতুরশ্ববাহিত রথ প্রতিযোগিতায় বিজয়লাভ করেন। পরের অলিম্পিয়াডেও তিনি বিজয়লাভ করেন কিন্তু এথেন্সে প্রত্যাবর্তনের শর্ত হিসাবে সে সময়ের এথেন্সের ভাগ্যবিধাতা পিসিস্ট্রেটাসের অনুকূলে নাম প্রত্যাহার করেন। ইহার পরও তিনি অন্য একটি অলিম্পিকে বিজয়লাভ করিয়া সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন।* ইহার কিছুদিন পর পিসিস্ট্রেটাসের পুত্রের গুপ্তঘাতকের হাতে তাঁহার জীবনের অবসান ঘটে। তাঁহার সমাধির অপর পার্শ্বে যে চারিটি ঘোটকী তাঁহাকে তিনটি অলিম্পিকের বিজয়মাল্য অর্জনে সহায়তা করিয়াছিল তাহাদেরও সমাহিত করা হয়।

সিকিয়নের স্বনামধন্য নৃপতি ক্লেইস্থেনেসের নামও "হেল্লেনস ন্যাশনাল গেমস্"-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী ও উদ্যোগী হিসাবে অমর হইয়া থাকিবে। তিনি অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন।** এই সময় পাইথিয়ান, নেমিয়ান ও ইসথ্মিয়ান গেমস-এর ক্রমাবনতি লক্ষ্য করিয়া ঐগুলির মান উন্নত করিবার জন্য তিনি চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। আমফিক-টিয়নিক সংঘের সহিত একত্র হইয়া তিনি পাইথিয়ান উৎসব ও ক্রীড়া প্রতি-যোগিতার আমূল সংস্কার সাধনে ব্রতী হইলেন। প্রধানত তাঁহারই প্রচেষ্টায় পাইথিয়ান গেমস-এর বিজয়ী প্রতিযোগীদের নগদ অর্থ দেওয়ার পরিবর্তে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ন্যায় "লরেল মাল্য" দেওয়ার রীতি প্রচলিত হয়। তিনি নিজে প্রথম পাইথিয়াড ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন ও

* At the next game he won the prize again with the same team of mares, but this time waived his victory in favour of Pisistratus and for allowing the later to be proclaimed the winner who given a promise of safety and leave to return to Athens. At a later Olympic festival he won a third time, still with the same mares.—Herodotus : *The Histories*, *tr.* Aubrey de Selincourt, Book VI, p. 397.

** Cleisthenes was remembered as having taken a prominent part...in the institution of the games ; and he commemorated the occasion of his victory by founding Pythian games. ... —J. B. Bury : *A History of Greece*, p. 159.

রথের গতি প্রতিযোগিতায় অলিম্পিকের ন্যায় বিজয়মাল্য লাভ করেন।* নেম্যান গেমস-এর সুসংবন্ধ রূপদানে ক্লেইস্থেনেসের যথেষ্ট অবদান ছিল ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।** অলিম্পিয়ার ও ডেলফির জিউসদেব ও এপোলোদেবের নামে উৎসর্গীকৃত ধনরত্নাগার দুইটি তাঁহারই উদ্যোগে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

ক্লেইস্থেনেস তাঁহার কন্যা অগরিস্টার বিবাহের জন্য অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সমবেত এ্যাথলেটবৃন্দ হইতে জামাতা নির্বাচন করিয়াছিলেন। তাঁহার জামাতা মেগাক্লেস ও বৈবাহিক অল্যকমেয়ন উভয়েই অলিম্পিকে রথের গতি প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিয়াছিলেন। অলিম্পিয়ার ৬০ ফুট উচ্চ স্বর্ণ ও হস্তীদন্তে নির্মিত পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যরূপে খ্যাত অলিম্পিয়ান জিউস-দেবের বিগ্রহও অল্যকমেয়নিড্‌সের অর্থানুকূল্যে ফিডিয়াস কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। এথেন্সের গৌরবময় যুগের প্রবর্তক পেরিক্লিসও এই বংশের সন্তান।

আর একজন শ্রেষ্ঠ এ্যাথলেটের প্রশংসায় পিন্ডারের গীতিকাব্যের এক উল্লেখ-যোগ্য অধ্যায় আছে। আর্শেসিলাস নামে খ্যাত এই এ্যাথলেটের সহিত আরও চল্লিশজন প্রতিযোগী ছিলেন। তাহার মধ্যে কেবল আর্শেসিলাসেরই রথ, ঘোটক ও নিজেকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শেষ সীমানায় পৌঁছিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

ত্রয়োবিংশ অলিম্পিয়াড হইতে অশ্বারোহণ কলাকৌশল অলিম্পিকের কার্য-সূচীভুক্ত হয়। এই প্রতিযোগিতায় অশ্বের গতি প্রতিযোগিতা ব্যতীত লক্ষ্য-ভেদ, কৃত্রিম বাধা অতিক্রমণ ইত্যাদি ক্রীড়াসূচীর অন্তর্গত ছিল। বৃটিশ মিউ-জিয়মে রক্ষিত একটি গ্রীক মদের পাত্রে এইরূপ একটি প্রতিযোগিতার দৃশ্য অংকিত আছে। উহাতে দেখা যায়, দুইজন অশ্বারোহী প্রতিযোগিতার সময় অশ্বপৃষ্ঠ হইতে জেভেলিন নিক্ষেপ করিয়া লক্ষ্য ভেদ করিতেছে।

অশ্বারোহণের কলাকৌশল ও রথের গতি প্রতিযোগিতার জন্য স্টেডিয়ামের দক্ষিণ-পূর্বে আলফিউস নদীর তীরে একটি উচ্চভূমিতে হিপ্পোড্রোম সুনিপুণ-ভাবে শ্বেত মর্ম নির্মিত হইয়াছিল। ক্রীড়াক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ৮০০ গজেরও বেশী এবং প্রস্থ ছিল প্রায় ৪০৫ গজ। প্রবেশপথে ডোরিক স্থাপত্য রীতি অনুযায়ী শ্বেত মর্মরে নির্মিত ব্যবস্থাপক ও বিচারকদের উপবেশনাগার হিপ্পোড্রোমের সৌন্দর্য আরও বাড়াইয়া দিয়াছিল। দুই পার্শ্বে দুইটি মাটির ঢিবির পাশে রথের মোড় ঘুরিবার জন্য নির্দিষ্ট দন্ড স্থাপিত হইয়াছিল। প্রচন্ডগতিতে ধাবমান রথের এই মোড় ঘুরিবার সময় সারথির অসাধারণ মানসিক বল ও নৈপুণ্যের প্রয়োজন হইত। সামান্য ত্রুটি হইলেই মৃত্যু অবধারিত ছিল। পসোনিয়াসের বর্ণনা অনুযায়ী এই সর্বনাশা মোড় ঘুরিবার সময় রথের ঘোড়া পর্যন্ত ভয়ে চমকাইয়া উঠিত।'

* Cleisthenes won the laurrel in the first chariot race. —J. B. Bury : *A History of Greece*, p. 159.

** The games in honour of Nemean Zeus .....seems to have been established by the influence of Cleisthenes. —*Ibid*, p. 160.

† Pausanias tells us that the horses would shy as they passed the fatal spots'—*Encyclopedia Britanica*, Vol. X, p. 8.

পশ্চিম পার্শ্ব হইতে প্রতিযোগিতার সূচনা হইত ও বারো বার হিপ্পো-ড্রোমের দৈর্ঘ্য অতিক্রমণের পর প্রতিযোগিতা শেষ হইত। প্রত্যেক প্রতিযোগীকে প্রতিবার স্টেডিয়াম অতিক্রমণের চিহ্নস্বরূপ "হিপ্পোডামিয়ার" মূর্তি প্রদর্শন করা হইত। অশ্বারোহণ, দ্বি-অশ্ব ও চতুরশ্বসংযুক্ত রথের প্রতিযোগিতাই হিপ্পোড্রোমের প্রধান ক্রীড়াসূচী বলিয়া পরিগণিত হইত।

প্যানক্রেশন

পঞ্চবিংশতি অলিম্পিক (৬৫২ খৃঃ পূঃ) হইতে কুস্তি ও মুষ্টিযুদ্ধের সমন্বয়ে প্যানক্রেশনও ক্রীড়াসূচীতে স্থান লাভ করে। 'প্যানক্রেশন' শব্দের অর্থ সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়া প্রতিযোগিতা*। চরম নিষ্ঠুরতার প্রতিযোগিতা হিসাবে ইহা ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। হয় পরাজয় স্বীকার অথবা মৃত্যুবরণ—এইভাবেই প্রতিযোগিতার নিষ্পত্তি হইত।** থেয়াগেনেস, মাইলো ও গ্লেউকাসের নাম প্যানক্রেশিয়ামের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

প্রতিযোগিতায় বিজয়লাভের জন্য প্রতিযোগীরা যে কোন আঘাত অথবা কলাকৌশলই ব্যবহার করিতেন।† প্রতিযোগিতার সূচনা-সংকেত হইতে প্রতি-যোগিতা সমাপ্তি পর্যন্ত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে একটি বন্য আবহাওয়ার সৃষ্টি হইত। উভয়েই উভয়কে নিহত করিবার উদ্দেশ্যে যে কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারিতেন।‡

ইতিহাসে তিনজন প্রতিযোগীর নাম পাওয়া যায় যাঁহারা বিজয়লাভের জন্য তাঁহাদের প্রতিপক্ষকে ভূমিতে পাতিত করিয়া তাহাদের পরাজয় স্বীকার করিতে আহ্বান করেন ও প্রতিপক্ষ অস্বীকৃত হওয়ায় একের পর এক হাতের দশটি আঙুলই ভাঙিয়া ফেলেন। নিষ্ঠুরতার চরম দৃষ্টান্ত হিসাবে ইতিহাসে খ্যাত (?) অপর এক প্রতিযোগী তাঁহার হাতের তীক্ষ্ন নখের দ্বারা এতই শক্তির সহিত প্রতিপক্ষের তলপেটে আঘাত করেন যে তাহার অর্ধেক প্রতিযোগীর তলপেটে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। তিনি অতঃপর মুষ্টিবদ্ধ হাতে প্রতিপক্ষের অন্ত্র, পাকস্থলী ইত্যাদি একের পর এক বাহির করিয়া আনেন।§

ক্লেউগাস নামক একজন অদ্ভুত কুশলী ও শক্তিমান অলিম্পিক বিজয়ী মুষ্টিযোদ্ধা নেম্যান ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্যানক্রেশনে ডায়োস্কেনস্ কর্তৃক

* Pancration—Pan <(Pas—all) Kratos –(Strength)

** This was commonly been regarded as a brutal form of exercise, since the competitors were set to strike, throw and maul one another until one of them confess defeat or death.—*Universal History of the World : Ed. by* J. A. Hammerton, Vol. II, Ch. 42, p. 1323.

† In this (Pancration) everything but biting and eye-gauging was permitted even to a kick at the stomach.—E. N. Gardiner : *Athletic of the Ancient World,* p. 212.

‡ The severest contest (of the Greeks) was Pancration...where the combatants who were naked and unarmed were allowed to use any violance they like to overcome their adversary.—J. F. Mahaffy : *Old Greek Life,* p. 56.

§ Pausanias : *Description of Greece,* Ch. VIII, p. 40.

নিহত হইয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায়। সে বিবরণ যেমন নৃশংস তেমনি ভয়াবহ। প্রতিযোগিতায় এক অসতর্ক মুহূর্তে ডায়োস্কেনস্ ক্রেউগাসের চক্ষে অংগুলি প্রবিষ্ট করিয়া দেন। নখের আঘাতে চক্ষু হইতে অঝোরে রক্ত বাহির হইতে থাকে এবং ক্রেউগাসের দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়। এই অবস্থায় ডায়োস্কেনস্ একটি একটি করিয়া তাঁহার অংগুলি ভাঙিতে থাকেন ও ক্রেউগাসকে আত্মসমর্পণের জন্য আহ্বান জানান। ক্রেউগাস স্বীকৃত না হওয়ায় ডায়োস্কেনস্ একে একে ক্রেউগাসের দুইটি হাতই ভাঙিয়া ফেলেন ও আত্মসমর্পণের জন্য পুনরায় আহ্বান জানান। অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হইলেও পরাজয় অপেক্ষা মৃত্যুবরণ শ্রেয় মনে করিয়া ক্রেউগাস আত্মসমর্পণে অস্বীকার করেন।

ইহার পরের বিবরণ আরও ভয়াবহ, আরও লোমহর্ষক। সভ্য সমাজে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যে এইরূপ পাশবিক নিষ্ঠুরতা প্রচলিত ছিল তাহা অবিশ্বাস্য হইলেও সত্য। আহত এ্যাথলেট পলে পলে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিয়া শোচনীয়-ভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রসংগক্রমে উল্লেখযোগ্য ভারতে প্যানক্রেশন অথবা "মরণপণ কুস্তি" গ্রীসের বহু পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। প্রধানতঃ ভীম ও জরাসন্ধ এই ধরনের কুস্তির প্রবর্তক বলিয়া এই কুস্তিকে "ভীমী" অথবা "জরাসন্ধী" কুস্তি আখ্যা দেওয়া হয়। জরাসন্ধের সহিত ভীমের এবং কৃষ্ণের সহিত কংসের কুস্তি প্রতিযোগিতার সহিত প্যানক্রেশনের কোনই অমিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

বৃকোদর ভীম সর্বশ্রেষ্ঠ প্যানক্রিয়াটিস্ট হিসাবে মহাভারতে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। পাদটিকায় প্রদত্ত মহাভারতের বিরাট পর্বে বর্ণিত ভীম ও জীমূতের কুস্তির বিবরণ গ্রীসের পূর্ব হইতেই ভারতে প্রচলিত প্যানক্রেশন সম্পর্কে অকাট্য প্রমাণ দেয় *" মহাভারতের সমসাময়িক যুগে আনুমানিক

* कृत प्रतिकृतै श्चित्रैर्बाहुभिश्च सुसङ्कटैः।
सन्निपातावधूतैश्च प्रमाथोन्मथनैस्तथा ॥ २३
क्षेपणैर्मुष्टिभिश्चैव बराहोद्धतनिस्वनैः।
तलवंज्रनिपातैश्च प्रसृष्टाभिस्तथैव च ॥ २४
शलाकास्त्रपातैश्च पादोद्धूतैश्च दारुणैः।
जानुभिश्चाश्मानर्घोषैः शिरोभिश्चावधट्टितैः।
तद् युद्धमभवद् घोरमशस्त्रवाहुतजसा ।। (विशेषकम्) २५
ततः शब्देन महता भर्त्सयन्तः परस्परम्।
वाहुभिः समसज्जेतामायसैः परिघैरिव ॥ २८
चकर्ष दोर्भ्यामुत्पाद्य भीमो मल्लममित्रहा।
विनदन्तमभिक्रो[illegible] शार्दूल इववारणम् ॥ २९

(পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

তখন একের আঘাতের অপরের সুকৌশলে বাধা প্রদান, প্রচন্ড বাহুপ্রহার, ভূতলে নিপাতন (সজোরে নিক্ষেপ), কম্পন ও আলোড়ন, দন্ডায়মান অবস্থায় আলোড়ন, বরাহের ন্যায় [illegible]নপূর্বক নিক্ষেপ ও মুষ্টি প্রহার, বজ্রাঘাতের ন্যায় চপেটাঘাত, কফোনি প্রহার, অংগুলী ও নখাঘাত, ভয়ংকর পদাঘাত, প্রস্তরতুল্য শব্দকারী জানুর আঘাত এবং পরস্পর সংঘটিত মস্তকের আঘাতদ্বারা বিনা অস্ত্রে কেবল বাহুবলে তাহাদের ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল॥২৩-২৫॥

তিন সহস্র খৃষ্ট পূর্বাব্দে* ভারতে সাধারণ কুস্তি [বলদেব ও মহাবীর প্রবর্তিত] ও প্যানক্রেশনের ধরনের কুস্তির যে বহুল প্রচলন ছিল রামায়ণ, মহাভারতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মাইলো

কুস্তির ন্যায় প্যানক্রেশিয়ামের সহিতও মাইলোর নাম চিরকাল জড়িত হইয়া থাকিবে। শৈশব অবস্থা হইতেই তিনি শক্তি বৃদ্ধির জন্য একটি গো-শাবক স্কন্ধে করিয়া বেড়াইতেন। বয়ঃবৃদ্ধির সহিত গোশাবকটি একটি পূর্ণ-বয়স্ক ষণ্ডে পরিণত হয়। কিন্তু তথাপিও শক্তি বৃদ্ধির জন্য তিনি ষণ্ডটিকে স্কন্ধে লইয়াই ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ব্যায়ামাদির সময়ও ষণ্ডটি স্কন্ধেই থাকিত। প্রতিযোগিতায় যোগদানের পূর্বে তিনি ষণ্ডটি লইয়া দুইবার সমস্ত স্টেডিয়াম প্রদক্ষিণ করিতেন। সাতবার বিজয়লাভের পর প্যানক্রেশনেও আর কোন প্রতি-যোগী তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহসী হয় নাই।

तमुत्थाप्या महाबाहुर्भ्रामयामास पाण्डवः।
....
भ्रामयित्वा शतगुणं गतसत्त्वमचेतनम् ।
प्रत्यपिषन्महाबाहुर्मल्लं भुवि वृकोदरः ॥ ३१
तस्मिन् विनिहते मल्ले जीमूते लोकविश्रुते ।
विराटः परमं हर्षमगच्छद्‌बान्धवैः सह ॥ ३२

তাহার পর ভীম ও জীমূত উচ্চৈঃস্বরে পরস্পর পরস্পরকে তিরস্কার করিতে করিতে লৌহময় মুদ্গরের ন্যায় বাহুদ্বারা পরস্পর মিলিত হইলেন॥২৮॥

তদনন্তর শত্রুহন্তা ভীমসেন আক্রোশে গর্জন করিতে করিতে ব্যাঘ্র যেমন করিয়া হস্তীকে উত্তোলন করে, সেইরূপ বাহুযুগলদ্বারা জীমূতকে উত্তোলন করিয়া সঞ্চালিত করিতে লাগিল। জীমূত গর্জন (উচ্চৈস্বরে কাতরোক্তি?) করিতে লাগিল॥২৯॥

তারপর মহাবাহু ভীম জীমূতকে তুলিয়া লইয়া ঘুরাইতে লাগিলেন।...মহাবাহু ভীমসেন নিশ্চেষ্ট ও অচেতনদেহ সেই মল্ল জীমূতকে শতগুণ ঘূর্ণিত করিয়া ভূতলে নিক্ষেপপূর্বক নিষ্পেষণ করিলেন॥৩০-৩১॥

জগদ্বিখ্যাত সেই মল্ল জীমূত ভীম কর্তৃক নিহত হইলে বিরাট রাজা বন্ধুবর্গের সহিত অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলেন॥৩২॥

মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল মহাভারতের [শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্ত-বাগীশ কর্তৃক অনুদিত] বিরাট পর্বের দ্বাদশ অধ্যায়ের ২৩-৩২নং শ্লোক।

* The epoch of the Kaliyuga, 3102 B. C., is usually identified with the era of Yudhisthira and the date of Mahabharata war. But certain astronomers date the war more than six centuries later.—Vincent A. Smith: *The Early History of India*, p. 28 & Cunningham: *Indian Eras*, pp. 6-13.

মহাভারতের প্রকৃত সময় সম্পর্কে মতভেদ থাকিলেও অধিকাংশ ঐতিহাসিকই মহাভারতের সময় ৩০০০-২০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে মনে করেন। অবশ্য ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এই সময়কে আরও পরে বলিয়া মনে করেন।

থেয়াগেনেস, গ্লেউকাস, পলিডেমাসের ন্যায় অসাধারণ শক্তিশালী মাইলো সম্বন্ধেও অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। পসেনিয়াসের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি হাতে একটি দাড়িম্ব ফল রাখিতেন এবং দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া উহা ছিনাইয়া লইতে বলীদের আহবান জানাইতেন। অনেক বলী চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু কাহারও পক্ষে মাইলোর হাত হইতে দাড়িম্ব ছিনাইয়া লইবার সৌভাগ্য হয় নাই। আশ্চর্যের বিষয়, তাঁহার মুষ্টিবদ্ধ হাতে এমন প্রচন্ড শক্তি ছিল যে বিখ্যাত বলীদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ সত্ত্বেও মাইলোর হাতের মধ্যে রক্ষিত দাড়িম্বটির কোনই ক্ষতি হইত না। একটি মসৃণ ডিসকাসকে তৈলাক্ত করিয়া মাইলো উহার উপর দাঁড়াইতেন এবং তাঁহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে যে কোন শক্তিধরকে আহবান জানাইতেন। কিন্তু কোন বলীর পক্ষে ইহাও সম্ভব হয় নাই। অধিকন্তু যাঁহারাই সে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারাই পর্বতসম মাইলোর শরীরের সংঘাতে ছিটকাইয়া পড়িয়াছেন। ইহা ছাড়া তাঁহার মাথায় মজবুত একটি রেশমী ফিতা বাঁধিয়া দেওয়া হইত। কিন্তু মাইলো মস্তকের শিরা-উপশিরা ফুলাইয়া শক্ত রেশমী ফিতাটি অবলীলাক্রমে ছিঁড়িয়া ফেলিতেন।

মাইলো যে কেবল তৎকালীন গ্রীসের শ্রেষ্ঠ বলী হিসাবেই প্রসিদ্ধ ছিলেন তাহা নহে, তিনি সে যুগের বিখ্যাত দার্শনিক পাইথাগোরাসের একজন শ্রেষ্ঠ ছাত্রও ছিলেন।*

একদিন পাইথাগোরাস তাঁহার ছাত্রদের নিকট শিক্ষামূলক বক্তৃতা করিতে-ছিলেন এমন সময় তাঁহার বিদ্যালয় ভবনটি ধ্বসিয়া পড়িতে আরম্ভ করে। মাইলো তখন দুই হাতে পতনোন্মুখ গৃহটি ধরিয়া না রাখিলে বিশ্ববাসী এক-জন জগদ্বিখ্যাত দার্শনিকের অবদান হইতে বঞ্চিত হইতেন।

মাইলোর খ্যাতি সে সময় সুদূর পারস্য পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পারস্য সম্রাট গ্রীসের উপকূলভাগ পর্যবেক্ষণের জন্য একটি পর্যবেক্ষক দল প্রেরণ করেন। এই দলের পথপ্রদর্শক ছিলেন ডেমোসেডেস নামক একজন গ্রীক। হেরোডোটাসের বর্ণনা অনুযায়ী ডেমোসেডেস ইটালীর উপকূলে পৌঁছিয়াই পর্যবেক্ষক দল পরিত্যাগ করেন। পারসিক পর্যবেক্ষক দল ডেমো-সেডেসকে ক্রোটোনোতে খুঁজিয়া বাহির করে। ডেমোসেডেস পারস্যে ফিরিয়া যাইতে অনিচ্ছুক হওয়ায় জনসাধারণ তাঁহার পক্ষাবলম্বন করে ও বাধ্য হইয়া পারসিক পর্যবেক্ষক দল ফিরিয়া যাইবার আয়োজন আরম্ভ করে। যাইবার পূর্বে ডেমোসেডেস পর্যবেক্ষক দলের নিকট দরায়ুসকে সংবাদ দিতে বলেন যে, তাঁহার সহিত বিখ্যাত কুস্তিগীর মাইলোর কন্যার বিবাহ স্থির হইয়াছে এবং এইজন্যই তিনি পারস্যে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছুক নহেন। মাইলোর নাম এই সময় পারস্যের দরবারে বিশেষ সম্মান সহকারে উচ্চারিত হইত।**

* Diogenes Leartius : *Lives and Opinions of Eminent Philosophers*, Ch. VII, VIII, XIX.

...the wrestler Milo who was a Pythagorean ... —Will Durant : *The Life of Greece*, Ch. VII, p. 162.

** Just before, they left Democedes told them to let Darius know that he was engaged to be married to the daughter of Milo, the wrestler, whose name was in high esteem at the Parsian Court.—Herodotus : *The Histories*, *tr.* Aubrey de Selincourt, Book III, p. 232.

কিন্তু নিজের শক্তির প্রতি অপরিসীম বিশ্বাস পলিডেমাসের ন্যায় মাইলোর মৃত্যু ডাকিয়া আনিয়াছিল। একটি মরা গাছকে চিরিবার জন্য গাছের গায়ে একটি কীলক ঢুকাইয়া রাখা হইয়াছিল। মাইলো সেই ফাঁকের মধ্যে মস্তক প্রবেশ করাইয়া দুই হাতে বৃক্ষ চিরিবার চেষ্টা করেন। এই সময় কীলকটি হঠাৎ খুলিয়া আসে এবং মাইলোর মস্তক চেরা গাছের মধ্যে আটকাইয়া যায়। যে বিখ্যাত বলীকে কোন কুস্তিগীর বা প্যানক্রিয়াটিস্ট কখনও মাটিতে ফেলিতে সক্ষম হয় নাই সেই অপরিসীম শক্তিধর বলীকে রাত্রিতে হিংস্র জন্তুর শিকার হইতে হয়। জীবন্ত অবস্থায় তাঁহার শরীরের মাংস বন্য জন্তু ছিঁড়িয়া খাইতে থাকে আর অসহায়ভাবে সেই শক্তিধর পলে পলে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিয়া তাঁহার অত্যধিক আত্মবিশ্বাসের মূল্য প্রদান করেন। অদৃষ্টের কি নিদারুণ পরিহাস!*

কিন্তু একটি প্রতিযোগিতায় মাইলো অপরাজিত থাকিয়াও ভাগ্যদোষে পরাজিত হন।

লাইসেন্ডারের সহিত প্রতিযোগিতায় লাইসেন্ডার মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় লাইসেন্ডারকেই বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। আমাদের দেশের ন্যায় সে যুগে গ্রীসেও দেবতাগণের অদৃশ্য হস্ত কল্পনা করিয়া তাহা কিরূপে প্রয়োগ করা হইত তাহা মাইলোর পরাজয়ে সমসাময়িক ঐতিহাসিকের নিম্নের বিবরণী হইতে বোধগম্য হইবে :

"মাইলো তাঁহার বিজয়মাল্য এবং বিজয়গৌরব যুবকের (লাইসেন্ডার) অনুকূলে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। উপস্থিত সমস্ত প্রতিযোগী ও দর্শক এই হতভাগ্য যুবকের নশ্বর দেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করেন ও তাহার মূর্তি অলিম্পিয়োনিকোতে রাখিবার ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হয়।
অবশেষে ঘোষক বিচারকগণের বিচারফল ঘোষণা করেন। মাইলো লাইসেন্ডারকে পরাজিত করিতে সক্ষম হন নাই। কারণ মৃত্যুদেবতা কর্তৃক আহূত হইয়া ধরাধাম পরিত্যাগ করিবার পূর্ব পর্যন্ত এই যুবক অপরাজিত বলী মাইলোর সহিত দুই ঘণ্টা সসম্মানে লড়াই করিয়াছিল এবং শেষ পর্যন্তও মাইলো জয়ী হইতে সক্ষম হন নাই।"

থেয়াগেনেস ও মাইলোর ন্যায় বিখ্যাত না হইলেও টিমোসিথিয়াসের নামও কুশলী প্রতিযোগী হিসাবে প্যানক্রেশনের ইতিহাসে পরবর্তী যুগে পাওয়া যায়। তিনি দুইটি অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় বিজয়লাভ করিয়া দীর্ঘ আট বৎসর কাল গ্রীকের সর্বশ্রেষ্ঠ প্যানক্রিয়াটিস্ট হিসাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।**

মাইলো ব্যতীত যে কয়েকজন কুস্তিগীর তাঁহাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে অলিম্পিকের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সোসট্রাটোসের নামই সর্বপ্রধান। তিনি ১০৪, ১০৫ ও ১০৬তম অলিম্পিয়াডে (৩৬৪-৩৫৬ খৃঃ পূঃ) পর পর বিজয়লাভের গৌরব অর্জন করেন।

* Pausanias : *Description of Greece*, Ch. VI, p. 14.
[প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে আর দুইজন অসম শক্তিশালী বলী হারকিউলিস ও পলিডেমাসও শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করেন।]

** Timositheus was a pancratiast, and had won three victories at the Pythian and two at the Olympian Games. —Herodotus : *History*, *tr.* G. Rawlinson, Vol. III, p. 281.

প্যানক্রিয়াটিস্ট হিসাবেও তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। উপরোক্ত তিন তিনটি অলিম্পিয়াডের একটিতে তিনি প্যানক্রেশনের ক্যালিস্টো-ফানোস মাল্য লাভের গৌরব অর্জন করেন। এই প্রতিযোগিতায় তিনি প্রতি-যোগী সমস্ত মুষ্টিযোদ্ধাকে পরাজিত করেন। হাতের আঙুল সজোরে পশ্চাতের দিকে বাঁকাইয়া আত্মসমর্পণে আহ্বান জানানো তাঁহার একটি প্রধান কৌশল ছিল। এই প্রথায় আক্রান্ত প্যানক্রিয়াটিস্ট পরাজয় স্বীকার না করা পর্যন্ত তিনি একে একে তাহার আঙুল ভাঙিতে থাকিতেন।

সাধারণত থেয়াগেনেস, গ্লেউকাস প্রভৃতি কয়েকজন খ্যাতনামা ও কুশলী মুষ্টিযোদ্ধা ব্যতীত অধিকাংশ মুষ্টিযোদ্ধাই প্যানক্রেশনে কুস্তিগীরদের নিকট পরাজিত হইয়াছেন। গলদেশে সাঁড়াশি প্যাঁচ, মস্তক পশ্চাদ্দিকে সজোরে ঘোরানো, তলপেটে সজোরে পদাঘাত, আঙুল বাঁকানো প্রভৃতি প্রক্রিয়ার নিকট মুষ্টিযোদ্ধাগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় পরাজয় স্বীকার অথবা মৃত্যু বরণ করিয়াছেন।

আর্চাসিয়ান নামক একজন কুস্তিগীর প্যানক্রিয়াটিস্টের বিবরণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অনেকক্ষণ লড়াইয়ের পর তিনি একবার সুযোগ পাইয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিশেষ একটি প্যাঁচে কাবু করিয়া ফেলেন। আত্মরক্ষার জন্য তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী পাল্টা কতকগুলি মারাত্মক প্যাঁচের সাহায্য গ্রহণ করেন। কিন্তু আর্চাসিয়ান এমন কৌশল অবলম্বন করেন যে, প্রতিদ্বন্দ্বী অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হইয়া বাধ্য হইয়াই আত্মসমর্পণ করেন ও আর্চাসিয়ান বিজয়ী বলিয়া ঘোষিত হন। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীর প্যাঁচে তাঁহাকেও সাংঘাতিকভাবে জখম হইতে হয় এবং বিজয়ী বলিয়া ঘোষিত হইবার পরই মঞ্চ হইতে গড়াইয়া পড়িয়া যান ও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ক্রীড়াসূচী

সপ্তসপ্ততিতম অলিম্পিক অনুষ্ঠানের কার্যসূচী এত দীর্ঘ হইয়া যায় যে, পাঁচ দিনের ম'ত প্রতিযোগিতা সমাপ্ত করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এথেন্সের মুষ্টিযোদ্ধাগণ এজন্য প্রতিযোগিতার পরিচালকবৃন্দকে জানান, রথ প্রতি-যোগিতা এমনভাবে কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় যে অন্যান্য প্রতিযোগিতা ক্রীড়াসূচীতে যথাযোগ্য মর্যাদা প্রাপ্ত হয় না। পরিচালকগণের অব্যবস্থার ফলে মুষ্টিযোদ্ধাগণকে চন্দ্রালোকে মুষ্টিযুদ্ধ করিতে হয় ও এজন্য তাঁহাদের যথেষ্ট বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হইতে হয়।

নগ্ন মস্তকে দর্শকবৃন্দ* (জিউসদেবের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ মস্তকাবরণ অলিম্পিক স্টেডিয়ামে নিষিদ্ধ ছিল) জুলাই মাসের সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপ অগ্রাহ্য করিয়া প্রতিদিন প্রত্যুষে ক্রীড়ারম্ভের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রীড়াবসান পর্যন্ত সকলে আকুল আগ্রহে প্রতিযোগিতা দর্শন করিত। প্রতি-যোগিতা আরম্ভের পূর্ব হইতেই স্টেডিয়ামে তিলধারণের স্থান থাকিত না। দ্বিতীয় দিবস পূর্বাহ্নে রথের ও অশ্বারোহিগণের গতি প্রতিযোগিতা ও

* The 45,000 spectators kept their places in the stadium all day long, suffering from insects, heat and thirst ; hats were forbidden.—Percy Gardner : *New Chapters in Greek History*, p. 291.

অশ্বারোহণের অন্যান্য বিভিন্ন ক্রীড়াকৌশল হিপ্পোড্রোমে অনুষ্ঠিত হইত। অপরাহ্ণে হইত পেন্টাথ্‌লন প্রতিযোগিতা। তৃতীয় দিন পূর্বাহ্নে জিউসদেবের মহাপূজার অনুষ্ঠান হইত ও অপরাহ্ণে অল্পবয়স্ক প্রতিযোগীদের বিভিন্ন শারীরিক কলাকৌশল ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইত। চতুর্থ দিন কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ, প্যানক্রেশন ইত্যাদির জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

প্রতিযোগিতার প্রারম্ভে ঘোষক প্রত্যেক এ্যাথলেটের নাম, পরিচয় ও দেশের নাম ঘোষণা করিত। প্রতিযোগিগণ বিবস্ত্র হইয়া স্টেডিয়ামে প্রবেশ করিতেন। অতঃপর ঘোষক ক্রীড়াসূচী ও যোগদানকারী এ্যাথলেটদের নাম পুনরায় ঘোষণা করিবার পর বিচারকের নির্দেশে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইত।

প্রতিযোগীদের প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গির সহিত দর্শকবৃন্দের চোখের তারাও প্রবল ঔৎসুক্যে ঘূরিত। অগণিত দর্শকের উৎসাহব্যঞ্জক ধ্বনি ও করতালি, তাঁহাদের ঔৎসুক্য ও তন্ময়তা অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা তাহাই স্মরণ করাইয়া দিত। প্রতিযোগিতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে দর্শকদের উৎসাহও বাড়িয়া চলিত এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিযোগিতার উত্তেজনা সর্বাপেক্ষা চরমে উঠিত। সুগঠিত এ্যাথলেটদের প্রতিটি সুন্দর অঙ্গভঙ্গির সহিত দর্শকদের হর্ষব্যঞ্জক ধ্বনি ও করতালিতে স্টেডিয়াম ফাটিয়া পড়িত।

দর্শকদের সর্বাপেক্ষা বন্দিত ছিল রথের গতি প্রতিযোগিতা। দ্বি-অশ্ব ও চতুরশ্বসংযোজিত রথসমূহ একসাথে প্রতিযোগিতার জন্য নির্দিষ্ট স্থলে সারি দিয়া দাঁড়াইত এবং সূচনার সংকেতমাত্র ছুটিতে আরম্ভ করিত। বিভিন্ন রাজ্যের রথের বিভিন্ন পতাকার বর্ণসুষমায়, অশ্বের হ্রেষাধ্বনি ও ব্যাকুলতায় এবং আরোহিগণের উত্তেজনায় দর্শকবৃন্দের উত্তেজনাও তীব্র হইয়া উঠিত।

এই প্রতিযোগিতায় দুর্ঘটনা অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা বলিয়া পরিগণিত হইত এবং দর্শকগণের রোমাঞ্চ ও উত্তেজনা প্রতিটি দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া চলিত। কখনও কখনও দুইটি রথের সংঘর্ষে দুইটিই ধ্বংস হইয়া যাইত ও আরোহী নিহত হইতেন। কখনও সংঘর্ষে রথের চাকা ভাঙিয়া আরোহীসমেত রথ বহুদূরে ছিটকাইয়া পড়িত ও পরমুহূর্তে তীব্রগতিতে ধাবমান অন্য কোন রথের নীচে রথ ও আরোহী উভয়ই পিষ্ট হইত; কখনও বা অসতর্ক সারথি রথ সামলাইতে না পারিয়া রথ হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইত ও সারথিবিহীন অশ্ব রথসমেত তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইত। একটি অলিম্পিক ক্রীড়ায় রথের গতি প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী চল্লিশটি রথের মধ্যে একটির শেষ সীমানায় পৌঁছিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। অন্যান্য রথের রক্তাপ্লুত, সাংঘাতিকভাবে আহত ও নিহত আরোহী, অশ্ব, রথের ভগ্নাংশ ও আহতগণের করুণ আর্তনাদে ক্রীড়াক্ষেত্র রণক্ষেত্রের ন্যায় বীভৎস হইয়া উঠিয়াছিল।

অন্যান্য ক্রীড়া

ভারী প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ

সূচাগ্র ক্ষেপণাস্ত্র, ধারাল প্রস্তরনির্মিত অস্ত্রশস্ত্রাদি আদিম মানবসমাজ কর্তৃক আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ অথবা আত্মরক্ষার জন্য ভারী প্রস্তরখণ্ডই প্রধানত ব্যবহার করা হইত। এ ব্যাপারে পারদর্শিতা অর্জনের জন্য আদিম গ্রীক সমাজ হইতেই প্রতিযোগিতা চলিয়া আসিতেছিল।

হোমার, হেসিয়ড্, পিণ্ডার প্রভৃতি তাঁহাদের কাব্য-কাহিনীতে এইরূপ বহু প্রতিযোগিতার উল্লেখ করিয়াছেন। অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় কখনও কখনও অনুষ্ঠিত হইলেও ইহার কোন ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না। বর্তমান যুগের লৌহগোলক নিক্ষেপের ইহাই আদিমতম রূপ একথা বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে না।

কৃত্রিম বাধা অতিক্রম

সঠিক কোন ইতিহাস পাওয়া না গেলেও কৃত্রিম বাধা অতিক্রমের অনেক বিবরণ পৌরাণিক কাহিনীতে পাওয়া যায়। কখনও কখনও খালি হাতে, কখনও বা জেভেলিন হাতে আবার কখনও বা বর্মচর্মাদিসহ কৃত্রিম বাধা অতিক্রম করিতে হইত। কিন্তু অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারী প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপের ন্যায় ইহারও কোন সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। বর্তমান যুগের হার্ডলস্ ও স্টিপলচেজ যে কৃত্রিম বাধা অতিক্রমণেরই ক্রমবিবর্তিত রূপ তাহাতে সন্দেহ নাই।

লম্ফন

কেবলমাত্র দীর্ঘ লম্ফনই কার্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। দীর্ঘ লম্ফনের প্রতিযোগীরা হাতে ডাম্বেল লইয়া লাফাইতেন এবং গতিবেগ বৃদ্ধির জন্য লাফ দিবার সঙ্গে সঙ্গেই হাতের ডাম্বেল দুইটি জোরে দোলাইতেন। লম্ফনের জন্য বেদী ব্যবহার করা হইত। কাহারও কাহারও মতে এই বেদীর সহিত স্প্রিং বোর্ডেরও ব্যবস্থা ছিল।*

দেহসৌষ্ঠব প্রতিযোগিতা

দেহসৌষ্ঠব প্রতিযোগিতাও সে সময় বর্তমান যুগের ন্যায় জনপ্রিয় ছিল। বাল্যকাল হইতেই নিয়মিত ব্যায়ামানুশীলন ও যৌবনে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শারীরচর্চার ফলে সেকালের প্রায় প্রত্যেক গ্রীক যুবকের দেহই বলিষ্ঠ, দৃঢ় মাংসপেশীবদ্ধ, অপরূপ শ্রী ও সুষমামণ্ডিত হইত। সুতরাং সহজেই এই প্রতিযোগিতার জন্য বর্তমান যুগের ন্যায় এক শ্রেণীর যুবক সর্বান্তঃকরণে চেষ্টা করিয়া যাইত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারী প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ ও কৃত্রিম বাধা অতিক্রমের ন্যায় ইহারও কোন সুসংবদ্ধ ইতিহাস নাই।

হকি ও বিভিন্ন ধরনের বল খেলা

এই সময় হকি ও বিভিন্ন ধরনের বল খেলাও প্রচলিত ছিল। নিয়মিতভাবে না হইলেও কখনও কখনও ইহা অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচীতে স্থান পাইত। হোমারের 'ওডেসী'-তে** ফুটবল খেলার একটি বিবরণ পাওয়া যায়। "হারপাসটন" নামে বিখ্যাত এই খেলা অনেকটা বর্তমান যুগের রাগবীর ধরনে খেলা হইত। স্পার্টানরা সর্ব গ্রীসে ইহার প্রচলন করে।

ক্রমে সমগ্র গ্রীসে বল খেলার প্রচলন হয়। বর্তমান যুগের ন্যায় সে সময়ও নানা ধরনের বল খেলা প্রচলিত ছিল এবং এখনকার মতোই জনপ্রিয় ছিল।†

* ...some commentators...have stated that springboards were used. —*Encyclopedia Britanica*, Vol. X, p. 8.

** *Odessy*, VIth Book.

† Ball games were as varied then as now, and as popular ; —Will Durant : *The Life of Greece*, Vol. IX, p. 212.

প্যালয়েস্ট্রাগুলিতে সে সময় বল খেলার জন্য নির্দিষ্ট স্থান থাকিত এবং এই "স্ফায়েরিস্টেরিয়া" নামে অভিহিত হইত। বিশেষভাবে শিক্ষিত শিক্ষকগণ খেলোয়াড়দের শিক্ষা দিতেন ও তাঁহারা 'স্ফায়েরিস্টি' নামে পরিচিত ছিলেন।*

বল খেলা প্রভৃত জনপ্রিয়তা অর্জন করিবার পর মহিলাদের মধ্যেও ইহার প্রচলন হয়। সে যুগের মন্দিরের দেওয়ালে নানা ধরনের বল খেলার চিত্রাবলী ও ভাস্কর্য পাওয়া গিয়াছে। একটি ভাস্কর্যে একজন খেলোয়াড় মেঝেতে ও দেওয়ালে হাতের চেটো দিয়া বল নাচাইতেছে দেখা যায়। অপর একটি ভাস্কর্যে একদল খেলোয়াড়কে বল খেলায় রত পাওয়া যায়। মধ্যস্থলের দুইজন বলটির অধিকার লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছে এইরূপ দেখা যায়।**

হপ্‌লিটস্‌ ও ফ্যালাংস্কদের† মধ্যে বল খেলা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। হপ্‌লিটস্‌ ও ফ্যালাংস্কদের বিভিন্ন দলের মধ্যে বল খেলার নিয়মিতরূপে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইত। দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার নিজেই বল খেলার অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন।‡

এন্টিফানেসের খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের এক কীর্তিমান বল খেলোয়াড়ের খেলিবার সময়ের বর্ণনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর একটি ভস্কর্যের ভগ্ন অংশ এই খেলোয়াড়টির সম্পর্কে আলোকপাত করে।§ বল পাইবার পর তিনি একজন বিপক্ষীয় খেলোয়াড়কে কাটাইয়া একজন স্বপক্ষীয় খেলোয়াড়ের নিকট (পাস?) দেন। তিনি একজন বিপক্ষীয় খেলোয়াড়ের নিকট হইতে বলটি কাড়িয়া লন ও স্বপক্ষের খেলোয়াড়দের খেলিবার জন্য চিৎকার করিয়া উপদেশ দিতে থাকেন—"বাঁ দিক থেকে কাটাও, লং পাস কর, বিপক্ষের মাথার উপর দিয়া বলটি বাহির কর, সর্ট পাস কর" ইত্যাদি। বর্ণনানুযায়ী পরিষ্কার বোঝা যায় ইহা অবিকল বর্তমান যুগের ফুটবল খেলার ন্যায় কোন খেলা।

সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের অন্য একটি বর্ণনায় আর একটি বল খেলার বিবরণ পাওয়া যায়। এই বিবরণে জানা যায়, নদীর ধারে একটি সমতল জমির উপর দুই দল যুবক এক ধরনের শ্রমসাধ্য বল খেলায় রত। বিবরণে পরিষ্কার-

* Special rooms were built in *palaestra* for games of ball. These rooms were called Sphairisteria and the teachers Sphairisti. —E. N. Gardiner : *Athletics of the Ancient World*, p. 230.

** Ballspiel Zwischen Zwei Mannsch — ডাঃ কার্ল ডায়েম কর্তৃক সংগৃহীত।

† আলেকজান্দারের দুর্ধর্ষ পদাতিক সৈনিক।

‡ Alexandar the Great was fond of it.—*Universal History of the World : Ed. by* J. A. Hammerton, Vol II, Ch. 42, p. 1319.

§ Antiphanes, in an imperfect fragment from fourth century B. C. describes a "star"... —E. N. Gradiner : *Athletics of the Ancient World*, p. 234.

ভাবে উল্লেখ না পাওয়া গেলেও অনুমান করা দুঃসাধ্য নয় যে, ইহা বর্তমান যুগের রাগবী ধরনের কোন খেলা।*

এথেন্স জাতীয় মিউজিয়মে রক্ষিত একটি ভাস্কর্য হইতে হকি বা অনুরূপ খেলাও যে গ্রীস দেশে প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই ভাস্কর্যের এক দিকে কুস্তির একটি চিত্র ও অপর দিকে ক্রীড়াক্ষেত্রের মধ্যস্থলে দুইজন খেলোয়াড়কে হকিস্টিক সদৃশ দণ্ডের সাহায্যে ঠিক "বুলি"র মতো প্রক্রিয়ায় রত দেখা যায়। অন্যান্য খেলোয়াড়রা স্টিক হাতে যেন বুলি শেষ হওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। খেলাটি যে বর্তমান যুগের হকিরই আদিম রূপ, ভাস্কর্যটি দেখিলে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

সে যুগে প্রচলিত এ ধরনের অন্য একটি ক্রীড়ার বিবরণও বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই বিবরণে জানা যায়, একদল যুবক একটি সমতল ক্রীড়াক্ষেত্রে আপেলের আকৃতির একটি চামড়ার বল লইয়া ক্রীড়ায় রত। প্রত্যেক খেলোয়াড়ের ডান হাতে নীচের দিকে বাঁকা একটি করিয়া র‍্যাকেট আছে। র‍্যাকেটটির নিম্নাংশে আবার চামড়ার সূক্ষ্ম জাল দিয়া আবৃত। দুই দলের খেলোয়াড়রা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়ায় ও সংকেতমাত্র র‍্যাকেটের সাহায্যে বলটি বিপক্ষের সীমানার দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে।**

সন্তরণ

১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অলিম্পিয়া প্রান্তর খননের সময় আবিষ্কৃত অলিম্পিকের প্রতিযোগীদের ব্যবহৃত একটি সন্তরণকুণ্ড সকলকে বিস্মিত করে। পসেনিয়াসের মতানুসারে এই জায়গাতেই অলিম্পিক গ্রাম স্থাপিত ছিল। আজও এই অদ্ভুত আবিষ্কার ক্রীড়া জগতের এক অপূর্ব বিস্ময়। এই সন্তরণ কুণ্ডটি দৈর্ঘ্যে ৩০ মিটার, প্রস্থে ১৬ মিটার ও ১·৬০ মিটার গভীর। ছোট ছোট নুড়ি ও সিমেন্ট জাতীয় কোন বস্তুর সংমিশ্রণে ইহা নির্মিত হইয়াছিল।

অলিম্পিয়ার জিমন্যাসিয়ামে প্রতিযোগীদের স্নানের জন্য গরম ও ঠাণ্ডা জলপরিপূর্ণ বিভিন্ন প্রকার জলাধারের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকায় অলিম্পিক গ্রামের এই সন্তরণ-কুণ্ডটি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় নিয়মিতরূপে না হইলেও সন্তরণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইত এবং সেইজন্যই অনুশীলনের জন্য অলিম্পিক গ্রামে এই কুণ্ডটি নির্মিত হইয়াছিল।† প্রতি-যোগীদের স্নানের জন্য নির্মিত হইলে পুষ্করিণীই খনন করা যাইত—এত কষ্ট করিয়া একটি নির্দিষ্ট মাপের সন্তরণকুণ্ড নির্মাণ করিতে হইত না।

* .. Upon level ground by the river, two teams of young-men, are engaged in a vigorous ball game... —*Encyclopedia of Modern Knowledge : Ed. by* Sir John Hammerton, Vol. IV, p. 2072.

** J. P. Mahaffy : *Old Greek Education*, p. 18. [বিবরণে মনে হয় ইহা ক্যানাডার লেক্রোসী ধরনের কোন খেলা।]

† Dr. Carl Diem : *Spatlese Am Rhein*, p. 62. (মূল জার্মান পুস্তক হইতে অনূদিত।)

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য আনুমানিক ২৭০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে ভারতীয় উপ-মহাদেশে এইরূপ সন্তরণকুণ্ড ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসাবশেষে আবিষ্কৃত লম্বায় ৩৯ ফুট, প্রস্থে ২৩ ফুট ও ৮ ফুট গভীর স্নানের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত একটি জলাশয়ে। ৮ ফুট গভীরতায় স্পষ্টই বোঝা যায় সন্তরণের জন্যই ইহা নির্মিত হইয়াছিল। মনে রাখিতে হইবে ইহা অলিম্পিকের ইতিহাস আবিষ্কারের প্রায় দুই হাজার বৎসরের পূর্বের কথা।*

এই সময় গ্রীসদেশে সমুদ্রগামী জলযানের বাইচ প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হইত। এ্যাথলেটদের ন্যায় এই প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী গ্রীক যুবকগণ 'এফেবি' নামে পরিচিত হইতেন। ৫২০—৪৪০ খৃঃ পূর্বাব্দে এথেন্সের মৃৎ-শিল্পের নিদর্শনসমূহে এইরূপ প্রতিযোগিতার বহু চিত্র উৎকীর্ণ দেখা যায়।** কিন্তু কোন কোন সময়ে অনুষ্ঠিত হইলেও অলিম্পিক প্রতিযোগিতার ক্রীড়া-সূচীতে এইরূপ বাইচ প্রতিযোগিতার সঠিক কোন বিবরণী পাওয়া যায় না। "লেম্পোডিড্রোমিয়া" অথবা রীলে প্রথায় মশাল বহন ধারাবাহিকরূপে না হইলেও কখনও কখনও অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচীভুক্ত হইত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। অভিনবত্বের জন্য ইহা দর্শকবৃন্দের নিকট অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। এই প্রতিযোগিতায় বর্তমান যুগের রীলের ন্যায় দলের সভ্যগণ কর্তৃক একটি জ্বলন্ত মশাল বহন করা হইত।† অত্যন্ত সতর্কতার সহিত এই প্রতিযোগিতায় দৌড়াইতে হইত কারণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার নিয়মানুযায়ী এই মশাল সর্বদাই জ্বলন্ত রাখিতে হইত। "স্টটার অফ এম্পিপোলিস" নামে খ্যাত ৪৩৭ খৃষ্ট পূর্বাব্দের একটি রৌপ্যমুদ্রায় লেম্পোডিড্রোমিয়াতে ব্যবহৃত একটি মশালের চিত্র খোদিত আছে। ইহা ছাড়া, কণ্ঠসংগীত, যন্ত্রসংগীত, নৃত্য এবং হোমারের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ হইতে আবৃত্তিও অলিম্পিক ক্রীড়াসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।‡

প্রাপ্তবয়স্কদের ন্যায় বালকদের জন্যও অলিম্পিকে নির্দিষ্ট ক্রীড়াসূচী ছিল। কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ, প্যানক্রেশন প্রভৃতি কষ্টসহ প্রতিযোগিতায় যোগদান নিষিদ্ধ হইলেও স্বল্প দূরত্বের দৌড়, লম্ফন ইত্যাদিতে অল্পবয়স্কেরা প্রাপ্ত-বয়স্কদেরই ন্যায় নিয়মিত যোগদান করিত ও কষ্টসহ অনুশীলন ও অন্যান্য নিয়মকানুন পালন করিত।

* The bathing pool, 39 ft. long 23 ft. wide 8 ft. deep, occupies the centre of the quadrangle……Ramesh Chandra Majumdar : *Ancient India*, Ch. III, p. 20.

** We have evidence from Athnean inscriptions that a feature of some of the festivals was boat racing.—*Universal History of the World : Ed. by* J. A. Hammerton, Vol. II, Ch. 42, p. 1323.

† Torch race, one of the most popular of all spectacles. In this teams compete one against the other, passing from hand to hand a blazing torch without permitting it to go out. —*Encyclopedia of Modern Knowledge : Ed. by* Sir John Hammerton, Vol. III, p. 1942.

‡ Besides the usual athletic events there were chariot races, a rowing race, musical competition for voice, lyre, and flute, dances and recitations chiefly from Homer.—Will Durant : *The Life of Greece*, p. 212.

পরবর্তী যুগে গ্রীসে যখন সামরিক আধিপত্য প্রাধান্যলাভ করে তখন কারুশিল্পকলা, বিজ্ঞান ক্রমশঃ মর্যাদা হারাইতে আরম্ভ করে। এই সময় দেশের উন্নয়নকল্পে যে সমস্ত রাজনীতিজ্ঞ কোন রাষ্ট্রকল্যাণমূলক কার্য করিতেন, বর্তমান যুগের উপাধি প্রদানের ন্যায় তাঁহাদের পুরস্কার প্রদানের বিধি প্রবর্তিত হয়। ক্রমশঃ এই ধরনের পুরস্কারই সর্বাপেক্ষা সম্মানজনক বলিয়া গণ্য করা হইত ও তাঁহারা ক্যালিষ্টোফানোসের মাল্যের প্রতীক হিসাবে স্বর্ণনির্মিত অলিভপত্রের মাল্য মস্তকে পরিধানের অধিকারী হইতেন।*

প্রতিযোগিতার প্রসার

প্রথম প্রথম প্রতিযোগিতা হেল্লাস বংশজাত গ্রীকদের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলেও ক্রমশঃ ইহার ব্যাপ্তি ঘটিতে থাকে। কালক্রমে ভূমধ্যসাগরীয় বিভিন্ন দ্বীপসমূহ ছাড়াও ইউরোপের অন্যান্য দেশ, এশিয়া ও আফ্রিকা হইতেও প্রতিযোগী অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে আরম্ভ করে। ৪৭৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দে বিজয়ীর নামের তালিকা গ্রীস ছাড়াইয়া সিনোপ হইতে মার্সাই পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।** এই প্রতিযোগিতায় এমন কি মিশর ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ হইতে প্রতিযোগীবৃন্দ যোগদান করে।

সে যুগে প্রতিযোগিতার প্রসার ও সুপরিকল্পিত সংগঠনের প্রতি উদ্যোক্তাগণের প্রচেষ্টার একটি সুন্দর বিবরণ হেরোডোটাসের বর্ণনায় পাওয়া যায়। এই বর্ণনায় জানা যায়, ইজিপ্টের রাজা পসামিসের রাজত্বকালে এলিস হইতে একদল প্রতিনিধি অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পর্কে আলোচনার জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা গর্বভরে জানান যে, প্রতিযোগিতা যতটা যোগ্যতা ও ন্যায়পরায়ণতার সহিত পরিচালিত হয়, খাস ইজিপ্টের অধিবাসীরা ততটা যোগ্যতা ও ন্যায়পরায়ণতার সহিত উহা চালাইতে পারিত কিনা সন্দেহ।† এলিয়ানস্‌দের মুখে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সমস্ত বিষয় জানিবার পর এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনার জন্য রাজ্যের জ্ঞানী, গুণী ও ক্রীড়া-বিশেষজ্ঞদের

* There was no new stress on arts and sciences. However one of the additions, which certainly was not athletic, was for "honourable political activity." The award to the champion of this group was the highest. Usually it was a wreath of gold leaves.—F. G. Menke : *The Encyclopedia of Sports*, p. 685.

** ...by 476 (B. C.) the list of victors ranged from Sinope to Marseilles.—Will Durant : *The Life of Greece*, Ch. IX, p. 213.

† These men had come to boast the excellence of in the organisation of Olympic games, which they thought, could not possibly be run better of more fairly, even by the Egyptians themselves who were the ablest people of the world.—Herodotus : *The Histories*, *tr.* Aubrey de Selincourt, Book II, p. 166.

এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে বিশেষজ্ঞগণ অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পর্কে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় এলিয়ানস্‌দের নিকট জানিয়া লন। সম্পূর্ণ খুঁটিনাটি জানাইবার পর এলিয়ান প্রতিনিধিদলের দলপতি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উন্নতিকল্পে উপস্থিত জ্ঞানী, গুণী ও বিশেষজ্ঞদের কোন প্রস্তাব থাকিলে তাহা পেশ করিবার জন্য আহ্বান জানান। নিজেদের মধ্যে আলোচনার পর ইজিপ্টের প্রতিনিধিদলের নেতা পুনরায় প্রশ্ন করেন যে এলিয়ানস্‌রা স্বদেশের এ্যাথলেটবৃন্দকে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে অনুমতি দেন কি না? এলিস সহ সমগ্র গ্রীসের হেল্লেনস্ বংশজাত যুবকমাত্রই যোগদানের অধিকারী, একথা জানিয়া তাঁহারা অভিমত প্রকাশ করেন যে অলিম্পিক ক্রীড়ার মতো একটি বিশ্ববিখ্যাত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় স্বদেশের যুবকবৃন্দকে যোগদানের অনুমতি দেওয়া সমীচীন নহে। কারণ কোন প্রতি-যোগিতায় স্বদেশের ও বাহিরের প্রতিযোগী থাকিলে বিচারকগণের পক্ষে ন্যায় বিচার করা খুবই কঠিন হইয়া পড়ে। কেন না এমতাবস্থায় স্বভাবতঃই বিচারকের সহানুভূতি স্বদেশের এ্যাথলেটদের উপর আসিয়া পড়ে ও তাহাতে অবাঞ্ছনীয় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তাঁহারা আরও জানান যে, সত্যই যদি ক্রীড়া প্রতি-যোগিতার উন্নতির উদ্দেশ্য লইয়া প্রতিনিধিদল আলোচনার জন্য ইজিপ্টে আসিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে এলিস ব্যতীত অন্যান্য দেশের এ্যাথলেটদের মধ্যে প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ রাখা উচিত।*

এখানে উল্লেখযোগ্য, অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ন্যায় "ফ্যারাওনিক গেমস" নামক একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গ্রীসে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা আরম্ভের বহু পূর্ব হইতেই প্রাচীন ইজিপ্টে প্রচলিত ছিল। বিখ্যাত আমেরিকান পুরাতত্ত্ববিদ মিঃ জে. এ. উইলসন ইজিপ্টের বেনী হাসান ও অন্যান্য প্রাচীনতম মন্দির ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষে খোদিত প্রাচীন মিশরীয় বিভিন্ন লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া ফ্যারাওনিক গেমস সম্পর্কে আলোকপাত করিয়াছেন। তাঁহার বিবরণে জানা যায় খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ বৎসর পূর্ব হইতেই ইজিপ্টের ফ্যারাওদের আনুকূল্যে "ফ্যারাওনিক গেমস" পরিচালিত হইত। সুপরিচালনার জন্য ফ্যারাওনিক গেমসের অত্যন্ত সুনাম ছিল এবং ইজিপ্ট ব্যতীত অন্যান্য রাষ্ট্র হইতেও এ্যাথলেটবৃন্দ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিতেন। অলিম্পিক প্রতি-যোগিতার ন্যায় ফ্যারাওনিক গেমসও কোন উৎসব-অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে প্রতিপালিত হইত।**

প্রতিযোগিতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে হেল্লেনস্‌বংশোদ্ভব ব্যতীতও অন্যান্য প্রতিযোগীর জন্য অলিম্পিয়ার দ্বার উন্মুক্ত হয়। ম্যাসিডোনিয়া বিজয়ী পারসিক রাজবংশজাত প্রতিযোগিগণ প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। এইরূপ একজন

* If they really wanted fair play at the games, and if that indeed the purpose of their visit to Egypt then (they said) they should open the various events to visitors only and not allow any one from Elis to compete. —Herodotus : *The Histories, tr.* Aubrey de Selincourt, p. 166.

** Comite Olympique Egyptien : *Bulletin D' Informations*, September, 1956, p. 1. [মূল ফরাসী ভাষা হইতে অনূদিত।]

প্রদান করিয়াছিলেন, ইতিহাসে এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়।* কিন্তু ইহা জিউসদেব ও গ্রীক জাতির বিরুদ্ধে অপরাধ বলিয়া গণ্য হওয়ায় ব্যক্তিগত অপমান ব্যতীতও তাহার শাস্তিও ছিল ভয়াবহ।

কিন্তু ইউপোলিসের কঠোর শাস্তি সত্ত্বেও আরও কয়েকজন প্রতিযোগী অসাধু উপায়েই বিজয়লাভের চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাদের প্রায় প্রত্যেকেই ধরা পড়িয়া চরম অপমানে অপমানিত ও কঠোর দন্ডে দন্ডিত হয়। ইহা ব্যতীত অসাধুতার বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী এ্যাথলেটদের সাবধান করিয়া দিবার জন্য এই সমস্ত এ্যাথলেটদের অর্থে তাহাদেরই মূর্তি নির্মিত হইত। "জেনস্" নামে অভিহিত এই সমস্ত প্রতিমূর্তি অলিম্পিক স্টেডিয়ামের পার্শ্বেই স্থাপিত হইত এবং ধর্ম ও জাতির বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে সমগ্র গ্রীকজাতি কর্তৃক ধিক্কৃত ও ঘৃণিত হইত।

এইখানে অলিম্পিকে বিজয়ের জন্য মানতদ্বারা দেব-দেবীকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাদের কৃপালাভে বিজয়ের পথ সুগম করিবার একটি প্রয়াসের কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কোরিন্থের জেনোফোন নামক জনৈক এ্যাথলেটের বিজয়ে পিন্ডার তাঁহার গীতিকাব্যে প্রশস্তির মধ্য দিয়া এইরূপ মানতের একটি সুন্দর চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই বর্ণনায় জানা যায়, জেনোফোন দেবী আফ্রোডাইতির নিকট মানত করিয়াছিলেন যে, যদি তিনি অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় বিজয়লাভে সক্ষম হন তবে তিনি দেবীর নিকট ৫০ জন নাগরিকা উৎসর্গ করিবেন।**

অসমর্থনীয় ক্রীড়াসূচী

কিন্তু অলিম্পিক প্রতিযোগিতার মহান ও গৌরবময় ইতিহাসের মধ্যে দুইটি অসমর্থনীয় বিষয় ক্রীড়া তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল; ইহা হইল অশ্ব ও রথের গতি প্রতিযোগিতা। রাজবংশজাত অথবা প্রতিষ্ঠাবান পরিবারের প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতায় পরাজিত হইলে জনসাধারণের নিকট সম্মানের হানি হইবে এই আশঙ্কায় অংশ গ্রহণে বিরত থাকিতে হইত। তাহাদের জন্যই অশ্ব ও রথের গতি প্রতিযোগিতা ক্রীড়াসূচীর তালিকাভুক্ত করা হয়। অশ্ব ও রথের গতি প্রতিযোগিতায় অশ্ব ও রথের মালিককেই পুরস্কৃত করার প্রথা প্রচলিত ছিল।† ফলে আপন ক্রীতদাসদের রাজবংশজাত অথবা প্রতিষ্ঠাবান পরিবারের যুবকেরা অশ্ব ও রথ পরিচালনার জন্য নিযুক্ত করিত এবং বিজয়ী হইলে নিজেরা পুরস্কার গ্রহণের জন্য অগ্রসর হইয়া আসিত। বিজয়ী অশ্ব অথবা রথের ঘোড়ার মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইলেও হতভাগ্য ক্রীতদাসদের হয়তো সামান্য দুই একটি মিষ্ট কথাতেই তুষ্ট থাকিতে হইত।‡

* (i) ...we hear of Eupolis bribing other boxers to lose to him.—Pausanias : *Description of Greece*, Ch. V, p. 21.
(ii) Will Durant : *The Life of Greece*, Ch. IX, p. 213.

** Pindar : *Odes* : *Loeb Library*, *Frag* 122.

† Pausanias : *Description of Greece*, Ch. VI, p. 13.

‡ ...the prize went to the owner and not to the jockey, though the horse was sometimes rewarded with statue.—Will Durant : *The Life of Greece*, Ch. IX, p. 215.

রথের গতি প্রতিযোগিতা যেন অভিজাত বংশীয়দের মধ্যে নিজেদের ঐশ্বর্য জনসমক্ষে প্রকট করিবার জন্যই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কাহারও অশ্বের স্বর্ণ-নির্মিত পোশাক, কাহারও রথে স্বর্ণরৌপ্য, হস্তিদন্ত অথবা মণি-মানিক্যখচিত সূক্ষ্ম কারুকার্য শোভা পাইত। স্বাভাবিকভাবেই বিজয়ী প্রতিযোগীদের নামের তালিকায় সিরাকুজের রাজা হেরন ও গেলন, স্পার্টার রাজা ডেমারেটাস ও পসেনিয়াস, সিকিয়নের রাজা ক্লেইস্থেনেস, মাসিডনের রাজপরিবারের আর্চি-লাউস, এথেন্সের অভিজাত পরিবারের মিল্টিয়াডেস, সাইলন, অল্যাক্‌ময়নিড্‌স ইত্যাদির নামই বিজয়ীর তালিকাবৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াছে।

চতুরাধিক শততম অলিম্পিয়াড

ত্র্যধিক শততম অলিম্পিয়াডের তৃতীয় বর্ষে (৩৬৫ খৃঃ পূঃ) অলিম্পিয়ার উত্তর-পূর্বে একখণ্ড উচ্চ জমির অধিকার লইয়া আর্কেডিয়ান ও এলিয়ানস্‌দের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া যায়। আর্কেডিয়ানদের আক্রমণের প্রচণ্ডতা সহ্য করিতে না পারিয়া এলিয়ানস্‌দের পশ্চাদপসরণ করিতে হয়। আর্কেডিয়ানরা জিউসদেবের পবিত্র বেদীর উত্তর দিকে অবস্থিত ক্রোনোস পর্বত দখল করিয়া লয় ও এলিয়ানস্‌দের অলিম্পিক উৎসব ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাপনার অধিকার হইতে বঞ্চিত করে।

চতুরাধিক শততম অলিম্পিয়াড এই সময় আগাইয়া আসিতেছিল। আর্কে-ডিয়ানদের আদেশে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সর্বপ্রথম উদ্যোক্তা পিসাটান্‌সরা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ করে। ঘটনা-প্রবাহের গতি দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছিল চতুরাধিক শততম অলিম্পিয়াডে যুধ্যমান দুইটি রাষ্ট্র পবিত্র হেরোমোনিয়া মাসে জিউসদেবের অনুশাসন অনুযায়ী শান্তি চুক্তি অমান্য করিয়া পুণ্য অলিম্পিয়াভূমি হেল্লেনস্‌দের রক্তে রঞ্জিত করিতে বদ্ধপরিকর।

নির্দিষ্ট দিনে পিসাটান্‌সদের ব্যবস্থাপনায় জিউসদেবের মহাপূজা, আনুষঙ্গিক উৎসব ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। অলিম্পিক উৎসব ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার যাহাতে কোন বিঘ্ন না হয় তাহার জন্য অলিম্পিয়ার পুণ্য-ভূমি রক্ষার জন্য আক্রমণকারী আর্কেডিয়ান সেনাবাহিনীর সহিত আর্কেডিয়ান লীগের সেনাবাহিনী যোগ দেয়।

হিপ্পোড্রোমে অশ্বারোহণের কলাকৌশল ও রথের গতি প্রতিযোগিতা নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয়। পেন্টাথ্‌লনের প্রথম বিষয় দৌড় প্রতিযোগিতা শেষ হইবার পর খবর আসে এলিয়ান বাহিনী জিউসদেবের পবিত্র বেদীর পশ্চিম পার্শ্বের দিকে অগ্রসর হইয়া ক্লাডিউস নদীর অপর পারে পৌঁছিয়াছে। আর্কে-ডিয়ান বাহিনী এলিয়ান বাহিনীর সম্মুখীন হইবার জন্য অগ্রসর হয় ও ক্লাডিউস নদীর তীরে জিমন্যাসিয়াম ও প্যালয়েস্ট্রার মধ্যস্থিত ভূখণ্ডে ব্যূহ গঠন করে।

কিন্তু উত্তেজনাসত্ত্বেও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা কার্যসূচী অনুযায়ী চলিতে-ছিল। পেন্টাথ্‌লনের যে সমস্ত প্রতিযোগী দৌড়ে সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন

তাঁহারা কুস্তিতে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য প্যালয়েস্টারা অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু এলিয়ান বাহিনীর আক্রমণের সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকবৃন্দ এলিয়ান বাহিনীর নিকটবর্তী হইবার জন্য স্টেডিয়াম ও হিপ্পোড্রোম হইতে নামিয়া আসিয়া প্যালয়েস্টারা ও নিকটবর্তী এলাকায় সমবেত হওয়ায় বাধ্য হইয়াই প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান জিউসদেবের মন্দিরের বেদী ও হিপ্পোড্রোমের মধ্যবর্তী খালি জমিতে ও ধনাগারের ছাদে করিতে হয়।

এলিয়ান বাহিনীর সহিত একিয়ান বাহিনীও যোগদান করায় অলিম্পিক উৎসব ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা লইয়া স্পষ্টই দুইটি দলের সৃষ্টি হইয়াছিল। সম্মিলিত এলিয়ান বাহিনী জিউসদেবের উদ্দেশে পূজার অর্ঘ্য প্রদান করিবার পর যেন অনুপ্রাণিত হইয়াই প্রচন্ড আক্রমণ করে ও সম্মিলিত আর্কেডিয়ান বাহিনীকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করে। আর্কেডিয়ান বাহিনী জিউসদেবের পবিত্র বেদীতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। জিউসদেবের মন্দির ও "হল অফ কাউন্সিল"এর মধ্যবর্তী এলাকায় পুনরায় ভীষণ সংঘর্ষ বাধিয়া উঠে। কিন্তু মন্দিরের বড় বড় থামের অন্তরাল হইতে আর্কেডিয়ান বাহিনী আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামে ব্যাপৃত হওয়ায় এলিয়ান বাহিনী তাহাদের হটাইতে সক্ষম হয় না। এই সময় সম্মিলিত এলিয়ান বাহিনীর সেনানায়কের হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় এলিয়ান বাহিনী পশ্চাদপসরণ করে ও আলফিউস নদীর অপর তীরে অবস্থিত তাহাদের শিবিরে ফিরিয়া যায়। আর্কেডিয়ান বাহিনী বেদীর পশ্চিম পার্শ্বে অলিম্পিয়ার বহিরাগতদের তাঁবু বরাবর অবস্থান করিতে থাকে। এলিয়ান বাহিনী আর আক্রমণ না করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যায়। কিন্তু যাইবার পূর্বে চতুরাধিক-শততম অলিম্পিয়াড বাতিল বলিয়া ঘোষণা করে ও তাহাদের রেজিস্ট্রারে ইহাকে যথারীতি অনুষ্ঠিত অলিম্পিয়াডের মর্যাদা দেওয়া হয় না।*

অলিম্পিয়ার জিউসদেবের পবিত্র অংগনে পবিত্র হেরোমোনিয়া মাসে হেল্লেনস্‌দের রক্তপাতে সমগ্র গ্রীসজাতি বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সমগ্র গ্রীসের পুণ্যস্থান অলিম্পিয়াকে দলগত স্বার্থে ব্যবহার করায় সমগ্র গ্রীস স্তম্ভিত হইয়া উঠিল। অলিম্পিক উৎসব ও ক্রীড়ানুষ্ঠানে এলিয়ানদের সার্বভৌম অধিকার প্রত্যেক গ্রীকজাতি ধর্মীয় অনুশাসন হিসাবে মানিয়া লইয়াছিল। ফলতঃ এলিয়ানদের ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য আর্কেডিয়ানদের অস্ত্রশক্তির ব্যবহারে সমগ্র গ্রীসে আর্কেডিয়ান লীগের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়িয়া উঠিল। অলিম্পিয়ার মানতের ধনরত্ন লুণ্ঠন করায় স্বভাবতঃই আর্কেডিয়ান লীগ সমগ্র গ্রীস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে আর্কেডিয়ান লীগভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে মনোমালিন্য এমন কি যুদ্ধও বাধিয়া উঠিল। অবশেষে ৩৬২ খৃষ্ট পূর্বাব্দে আর্কেডিয়া অলিম্পিকের উৎসব ও ক্রীড়ানুষ্ঠানের উপর এলিসের সার্বভৌমত্ব মানিয়া লইয়া অলিম্পিয়ায় আর্কেডিয়ান বাহিনী কর্তৃক যে সমস্ত ক্ষতি হইয়াছিল তাহা পূরণ করিতে স্বীকৃত হইল। এইভাবে অলিম্পিয়ায় পুনরায় এলিয়ানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল।

* ... returned home ... declaring the festival to be null and void, and marking the year in their register as "An Olympiad." —J. B. Bury : *A History of Greece*, Ch. XIV, p. 621.

॥ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥

মহিলাদের যোগদান

পুরুষদের ন্যায় নারীদের মধ্যেও শারীরিক চর্চা ও বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গ্রীসে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই প্রচলিত ছিল। ৪000 বৎসর পূর্বের ক্রীটের ক্লোসাসের অন্তর্গত রাজা মাইনোসের রাজপ্রাসাদের দেওয়ালে মহিলাদের যে অসমসাহসিক ক্রীড়ার চিত্র অঙ্কিত দেখা যায়, তাহা বর্তমান যুগেও বিস্ময়কর বস্তুরূপে গণ্য হইয়া থাকে। এই চিত্রে দেখা যায় কয়েকজন মহিলা একটি আক্রমণকারী বৃষের সহিত ক্রীড়ায় রত। বৃষটি মহিলাদের আক্রমণ করিয়াছে এবং একজন আক্রান্ত মহিলা সুকৌশলে আক্রমণ এড়াইবার জন্য বৃষের পিঠের উপর দিয়া ডিগবাজী খাইতেছে। পার্শ্বে দণ্ডায়মান আর একজন মহিলা দুই হাত বাড়াইয়া শূন্যে ডিগবাজীরত মহিলাকে ধরিতে ব্যস্ত। আক্রান্ত অন্য একজন মহিলা দুই হাত বাড়াইয়া আক্রমণকারী বৃষের শিং ধরিবার চেষ্টা করিতেছে।* ইহা বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র নহে। বৃষের শৃঙ্গাঘাতে নিহত হইলেও মহিলারা এই অসমসাহসিক ক্রীড়ায় অংশ গ্রহণ করিতে বিরত হয় নাই।**

ক্রীট ব্যতীতও এ সময়ে গ্রীস দেশের পৌরাণিক কাহিনীতে সে যুগের কয়েকজন খ্যাতনামা মহিলা এ্যাথলেটের নাম পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে রাজকুমারী আটলান্টা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। সে যুগের বিখ্যাত গ্রীক বলী ও বীরদের সহিত তাঁহার নামও অসংখ্য অসমসাহসিক কীর্তিকলাপের সহিত জড়িত। তিনি পেলিয়াসের (আনুমানিক ১২৪৫ খৃঃ পূঃ) সম্মানে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ দৌড়বিদের সম্মান দেওয়া হইত। স্বয়ংবরের জন্য তাঁহার দৌড় প্রতিযোগিতা আজও প্রবাদে পরিণত।

পরবর্তী যুগের ইতিহাসে মহিলাদের ক্রীড়া ও শারীরচর্চার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। "সুদেহী মাতা সুসন্তানের জন্ম দেয়"—এই প্রবাদ অনুযায়ী

* To size the horns of a charging bull and clear the broad back with one swift summersault into the arms of a waiting comrade the girls thus performed in the arenas of Crete more than 3000 years ago have been made a living part of the History by labours of the archaeologist.—*Encyclopedia of Modern Knowledge : Ed. by* Sir John Hammerton, Vol. I, p. 63.

** (i) G. Glotz : *Aegen Civilisation*, pp. 294-96.

(ii) Sir Arthur Evans : *Palace of Minos*, Vol. III, p. 213.

(iii) But the Cretan's greatest thrill...to see men and women face death against charging bulls.—Will Durant : *The Life of Greece*, Ch. I, p. 12.

মহিলাদের ব্যায়ামচর্চা কেবল যে নীতি হিসাবে মানিয়া লওয়া হইয়াছিল তাহা নহে, রাষ্ট্রের আইনও সেভাবে রচিত হইয়াছিল। কষ্টসাধ্য বিভিন্ন ক্রীড়া, দৌড়, কুস্তি, ডিসকাস্ নিক্ষেপ, চাকতির খেলা সাধারণতঃ মহিলাদের ব্যায়ামের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।* কোনও কোনও রাষ্ট্রে মহিলারা বলও খেলিতেন।

স্পার্টাকে সে যুগের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্ররূপে পরিণত করিতে যে মনীষীর অবদান সর্বপ্রধান, সেই মহামতি লাইকারগাসও** তাঁহার বিধানে মহিলাদের দৌড়, কুস্তি, ডিসকাস্ নিক্ষেপ ইত্যাদি বাধ্যতামূলক করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার আশা ছিল, এই ব্যায়ামের ফলে মহিলাদের দেহ সুস্থ ও সবল হইবে ও তাহা হইলে তাহাদের সন্তানগণও সবল ও শক্তিমানরূপে খ্যাত হইবে।

তাঁহার আশা যে ভুল হয় নাই তাহার প্রমাণ আমরা পাই সুস্থ ও সবল মাতার শক্তিমান সন্তানদের কার্যকলাপে। কেবল যে অপরিসীম শক্তির জন্যই স্পার্টান যুবকবৃন্দ বিখ্যাত ছিল তাহা নহে, রণক্ষেত্রেও দুর্মদ ও দুর্জয় বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। মাতা সন্তানকে যুদ্ধযাত্রার পূর্বে এই বলিয়া বিদায় সম্ভাষণ জানাইতেন "বিজয়ী হইয়া ফিরিও। যদি তাহা না পার চর্মশয্যায় শায়িত হইয়া আসিও"।† মাতার এ আশীর্বাদের চূড়ান্ত প্রকাশ দেখিতে পাই থার্মোপলির গিরিবর্ত্মে স্পার্টান অধিপতি লিউনিডাসের অপূর্ব আত্মোৎসর্গে। থার্মোপলিতে তাঁহার সমাধিক্ষেত্রের উপর খোদিত ছিল "যাঁহারা এই কবিতাটি পড়িবেন, দয়া করিয়া স্পার্টানদের জানাইয়া দিবেন, আমরা মৃত্যুবরণ করিয়াও তাঁহাদের আদেশ পালনের চেষ্টা করিয়াছি"।‡

* She was to engage in vigorous games, running, wrestling, throwing the quoit, casting the dart—in order that she might become strong and healthy for easy and perfect motherhood. —Will Durant : *The Life of Greece*, Ch. IV, p 83.

** ...Lycurgus ordained the virgins to exercise themselves in running, wrestling, throwing of quiots and darts so that their bodies being strong and vigorous, the children produced from them might be the same... —Chandra Chakraborty : *Ancient Races and Myths*, p. 100.

† "Return with your shield or on it" was the Spartan Mother's farewell to her soldier son. —Will Durant : *The Life of Greece*, Ch. IV, p. 81.

‡ Go tell the Spartans, you who read ;
We took their orders and are dead.
—Herodotus : *History*, *Tr*. G. Rowlinson.

পরবর্তী যুগেও মহিলাদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। স্পার্টার জিমনোপেডিয়া উৎসবে পুরুষদের ন্যায় মহিলারাও সমবেত ব্যায়াম প্রদর্শনী ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিতেন। কোরিন্থের আফ্রোডাইটি দেবীর মন্দিরের নাগরিকাগণের আফ্রোডাইসিয়া উৎসব ও ডেলফিতে পারসিক বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয়ের জন্য এপোলোদেবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য বিজয় উৎসবে মহিলারাও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতেন এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়।

অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় মহিলাদের যোগদান করা দূরের কথা, তৎকালীন আইন অনুযায়ী তাঁহাদের দর্শক হিসাবে উপস্থিতিও নিষিদ্ধ ছিল। কৌতূহল-বশতঃ অনেক সময় মহিলারা অলিম্পিকের চতুষ্পার্শ্বস্থ বেষ্টনীর কোন ছিদ্র-পথে অথবা বৃক্ষে আরোহণ করিয়াও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা দেখিতে সচেষ্ট হইতেন। ধর্মীয় বিধিবলে নিষিদ্ধ হওয়ায় ধরা পড়িলে এই সব কৌতূহলী মহিলার প্রাণদণ্ড হইত।

মহিলাদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদানের স্পৃহা এইসব আইন-কানুনের কড়াকড়িতে আরও বাড়িয়া যায়। অবশেষে মহিলাদের জন্য পৃথক-ভাবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। পেলোপ্সের সহধর্মিণী হিপ্পো-ডোমিয়া মহিলাদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদানের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু প্রচলিত অনুশাসনের বিরুদ্ধে তাঁহার পক্ষে এ সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভবপর ছিল না। অবশেষে পেলোপ্সের সহিত তাঁহার বিবাহের স্মারক হিসাবে জিউসদেবের সহধর্মিণী "হের দেবী"র প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য পৃথকভাবে "হেরেরা" নামে মহিলাদের জন্য একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ন্যায় "হেরেরা"ও প্রতি চতুর্থ বৎসরে অনুষ্ঠিত হইত। এইভাবে খৃষ্টপূর্ব সহস্রাব্দ কি তাহারও পূর্বে মহিলাদের জন্য প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। দুই এবং আড়াই স্টেডের দৌড় প্রতিযোগিতাই "হেরেরা"র কার্যসূচীর অন্যতম ছিল। অন্য বিষয়সূচীর কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। পোশাক হিসাবে "হেরেরা"র প্রতি-যোগিনীবৃন্দ কোমর পর্যন্ত ছোট একটি অঙ্গাবরণ পরিধান করিতেন এবং দক্ষিণ স্কন্ধ ও বক্ষ অনাবৃত থাকিত। খাটো একটি জাঙ্গিয়া ও কোমরে একটি চওড়া ফিতা বাঁধা অবস্থায় উপরোক্ত অঙ্গাবরণ পরিধান করিয়া এবং এলোচুলে মহিলারা প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতেন। রোমের ভ্যাটিকানে এই সাজে সজ্জিত একজন 'হেরেরা'র এ্যাথলেটের মূর্তি আছে। মূর্তিটি পাঁচশত খৃষ্ট পূর্বাব্দে নির্মিত হইয়াছিল।

অলিম্পিকে বিজয়ী এ্যাথলেটদের ন্যায় "হেরেরা"র বিজয়ী এ্যাথলেটরা ক্যালিস্টোফানোস বৃক্ষ হইতে সংগৃহীত অলিভমাল্য পরিধান করিতেন। ইহা ছাড়া "হেরা দেবী"র প্রসাদের অংশও তাঁহাদের প্রাপ্য ছিল।

হেরেরা সম্পূর্ণভাবে মহিলারাই পরিচালনা করিতেন। এইজন্য অলিম্পিক প্রতিযোগিতার ন্যায় ঘোষক, তূর্যবাদক, জিমন্যাষ্টি, পাইডোট্রিব ও বিচারক শিক্ষিত মহিলাদের মধ্য হইতেই নির্বাচিত হইতেন। অলিম্পিক প্রতিযোগিতারই ন্যায় হেরেরার এ্যাথলেটদেরও হেরা দেবীর সম্মুখে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ ও নিয়মিত অনুশীলনে যোগদান করিতে হইত। বিজয়ী প্রতিযোগিনীদের মর্মর অথবা ব্রোঞ্জের মূর্তি শ্রেষ্ঠ ভাস্করগণ কর্তৃক নির্মিত হইত ও হেরা দেবীর মন্দির

প্রাঙ্গণে স্থাপিত হইত। কিন্তু হেরেরা যে অলিম্পিকের স্টেডিয়ামেই অনুষ্ঠিত হইত তাহার কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।

কিন্তু তবু মহিলারা অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা দর্শনের জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার চেষ্টা করিতেন। এই অপরাধে নিকটবর্তী পর্বত হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণ হারাইলেও মহিলারা এই বিপজ্জনক প্রচেষ্টা হইতে বিরত হন নাই।

অবশেষে মহিলাদের দর্শক ও প্রতিযোগী হিসাবে যোগদানের অধিকার প্রদান করা হয়। যে মহিলার জন্য নারীসমাজ এই অধিকার লাভ করেন তাঁহার নাম ফেরোনিস্।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে এই মহিলার ধরা পড়িবার কিছুকাল পরেই গ্রীসীয় মহিলাগণ দর্শক হিসাবে যোগদানের অধিকার প্রাপ্ত হন। ফেরোনিসের পুত্র পেসিডোরাস* মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে (কাহারও মতে দৌড়বিদ**) অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। মাতৃভক্ত পুত্রের সহায়তার জন্য মাতা এতই ব্যস্ত হইয়া পড়েন যে, নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়াও পুরুষের ছদ্মবেশে পুত্রের সাহায্যকারী হিসাবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। পুত্রের বিজয়লাভে মাতা এতই আত্মহারা হইয়া পড়েন যে, স্থান-কাল-পাত্র ভুলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন, চুম্বন ও মাতৃসুলভ আদরে অভিনন্দিত করেন। তাঁহার নমনীয় সুন্দর চেহারা ও মাতৃসুলভ আদরে উপস্থিত অনেক দর্শকের সন্দেহ হয় এবং বিচারকগণের নিকট "তিনি মহিলা এবং ধর্মীয় বিধি-নিষেধ অমান্য করিয়া, অন্যায়ভাবে ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া, জিউসদেবের মন্দির-প্রাঙ্গণ অপবিত্র ও অনুশাসন ভঙ্গ করিয়াছেন"—এই অভিযোগ আনয়ন করেন। বিচারকগণ অভিযোগ গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পরীক্ষা করেন এবং ফেরোনিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় এবং বিচার আরম্ভ হয়। ফেরোনিস্ অভিযোগ স্বীকার করিয়া এ সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্য জানান। তিনি বলেন যে, যদি ধর্মীয় অনুশাসনে মহিলাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ তাহা হইলে তিনি অপরাধী, এবং এজন্য যে কোন শাস্তি গ্রহণে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু তিনি মহিলা হিসাবে প্রবেশ করেন নাই, প্রবেশ করিয়াছেন মাতা হিসাবে। মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও কেবলমাত্র অপত্যস্নেহের জন্যই ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। অপত্যস্নেহ যদি অপরাধ হয়, তবে তিনি অপরাধী. অপত্যস্নেহ যদি জিউসদেবেরই দান হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহা কেন অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে? বিচারকগণ বহু বিবেচনার পর ফেরোনিসের মুক্তির আদেশ দেন। কিন্তু আদেশ

* Pherenice was the mother of Peisidorous, a pugilist.—F. G. Menke : *The Encyclopedia of Sports*, p. 695.

** Thus there was an uproar when it was discovered that the mother of Pisidorus, a winning runner was in the stadium. ... —J. Kieran & A. Daley : *The Story of the Olympic Games*, Ch. I, p. 12.

তবে এখানে এ সিদ্ধান্তেই পৌঁছাইতে হয় যে একমাত্র মুষ্টিযোদ্ধাদের সহায়তাকারীদেরই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত, সুতরাং পেসিডোরাস মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন।

দেন যে, পরের অলিম্পিক হইতে প্রতিযোগী, শিক্ষক ও সহায়তাকারীদের বিবস্ত্র হইয়া ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে।

ফেরোনিসের বিবৃতি বিচারকগণের মনে রেখাপাত করিয়াছিল, তাই তাঁহারা এ বিষয়ে অলিম্পিকের উদ্যোক্তা জিউসদেবের পুরোহিত ও ভবিষ্যৎ বক্তার মাধ্যমে জিউসদেবের আদেশ প্রার্থনা করেন। জিউসদেবের আদেশে কয়েকটি অলিম্-পিয়াডের মধ্যেই ধীরে ধীরে মহিলারা অলিম্পিক ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রবেশ ও রথ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কয়েকটি বিষয়ে যোগদানের অধিকার পান।

এদিকে কিন্তু "হেরেরা"র অনুষ্ঠানও বন্ধ হয় নাই। অলিম্পিকের সহিত 'হেরেরা'র প্রতিযোগিতা সমানে চলিতে থাকে। অবশেষে তৃতীয় থিয়োডোসাসের আদেশে অলিম্পিকের সহিত 'হেরেরা' অনুষ্ঠানও বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

রথ প্রতিযোগিতায় প্রথমে কেবলমাত্র ডিমিটার দেবীর মহিলা পূজারীরাই যোগদান করিতে সক্ষম হইতেন। পরে অবশ্য অন্যান্য মহিলারাও যোগদানের সুযোগ লাভ করেন। দুই অশ্ব পরিচালিত রথের প্রতিযোগিতায় ১২৮তম অলিম্পিকে ম্যাসিডোনিয়ান মহিলা বেলীসিচে জয়লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া অলিম্পিক রেজিস্টারে উল্লিখিত আছে।

প্রথমে হেরেরাতে এলিয়ান কুমারীদেরই প্রতিযোগিতার সুযোগ দেওয়া হইত। কিন্তু ধীরে ধীরে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ন্যায় হেল্লাস বংশীয় যে কোন কুমারীই যোগদানের অধিকার লাভ করেন।



।। সপ্তম অধ্যায় ।।

পারিতোষিক

প্রথম প্রথম ত্রিপদী, হৃষ্টপুষ্ট পশ্বাদি, ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিভিন্ন দৃশ্য খোদিত ধাতুনির্মিত আধার অথবা কোন সুন্দরী কুমারীকে পুরস্কার হিসাবে প্রদানের বিধি ছিল। ইলিয়াডে পেট্রোক্লসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ইউলিসিস একটি বৃহদাকার রৌপ্যাধার, দ্বিতীয় স্থানাধিকারী আজাক্স্ একটি সুগঠিত হৃষ্টপুষ্ট ষণ্ড ও এন্টিলোকাস একটি স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক পাইয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। রথ প্রতিযোগিতার বিজয়ী নগরীর সর্বশ্রেষ্ঠা, সর্বগুণসম্পন্না, সুলক্ষণা সুন্দরী কুমারীকে পুরস্কার হিসাবে পান। ইহা ব্যতীত একতাল লৌহখণ্ডও মহার্ঘ পুরস্কার হিসাবে বিতরণ করা হইয়াছিল বলিয়াও প্রমাণ পাওয়া যায়।*

পরবর্তী যুগে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ী এ্যাথলেটগণকে শ্রেষ্ঠ এ্যাথলেটগণের বিভিন্ন ক্রীড়া কৌশলের ভঙ্গিমাশোভিত অলিভ তৈলপূর্ণ মৃৎপাত্রাদি পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হইত।** কখনও বা বিজয়ী এ্যাথলেটদেরই ক্রীড়াকালীন দৃপ্ত দেহ বা ভঙ্গিমা মৃৎপাত্রাদিতে উৎকীর্ণ করিয়া উপহার দেওয়া হইত। ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত এইরূপ বহু মৃৎপাত্র ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ইতিহাস রচনার মালমসলা যোগাইয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন মিউজিয়মে আজও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দৃশ্যাদি উৎকীর্ণ এইরূপ মৃৎপাত্রাদি অলিম্পিকের গৌরবময় অতীতের সাক্ষ্য দিতেছে।

ষষ্ঠ অলিম্পিয়াড হইতে ডেলফির ভবিষ্যৎ বক্তার উপদেশানুযায়ী পবিত্র অলিভ বৃক্ষের পত্রের মাল্য বিজয় চিহ্ন হিসাবে বিজয়ীর মস্তকে পরাইয়া দেওয়ার রীতি প্রচলিত হয়। পৌরাণিক ইতিকথা অনুযায়ী "ক্যালিস্টোফানোস" নামে বিখ্যাত এই অলিভ বৃক্ষ হারকিউলিস কর্তৃক 'ইস্টার' হইতে আনীত ও জিউসদেবের মন্দিরের পবিত্র অঙ্গনে রোপিত হইয়াছিল।

মাতাপিতা বর্তমান এমন একটি সুলক্ষণযুক্ত দ্বাদশবর্ষীয় বালক মন্ত্রপূত স্বর্ণনির্মিত ছুরিকা দ্বারা অলিম্পিয়ার দক্ষিণ প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বে অবস্থিত 'ক্যালিস্টোফানোস' বৃক্ষ হইতে পত্রসমেত ছোট ছোট শাখা কর্তন করিত। এই শাখা ও পত্র হইতেই বিজয়মাল্য রচিত হইত।

বিচারপতিগণ বিজয়ীর নাম প্রকাশ করিলে ঘোষক বিজয়ী প্রতিযোগীর নাম, পরিচয় ও দেশের নাম ঘোষণা করিত। তাহার পর বিজয়ী প্রতিযোগীর

* A shapeless mass of iron is offered as a precious prize at the games in honour of Petroclus. —Homer : *Iliad : tr.* W. C. Bryant, XXIII, p. 826.

** Victors receive jars filled with olive oil and ornamented with painting of Athletic scenes.—*Encyclopedia of Modern Knowledge. Ed. by* Sir John Hammerton, p. 1943.

এলোমেলো চুল সুন্দর করিয়া সাজাইয়া মস্তক বেষ্টন একটি রেশমী ফিতা বাঁধিয়া দেওয়া হইত। সমবেত জনমণ্ডলীর সমক্ষে হেল্লেনোডিকো সেই রেশমী ফিতার উপর 'ক্যালিস্টোফানোসে'র পবিত্র মাল্য পরাইয়া দিতেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগিতাকালীন তাঁহার মনোহর ও দৃপ্ত দেহভঙ্গিমা মর্মরে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর আমন্ত্রিত হইত। বিজয়ীর সেই প্রস্তরমূর্তি অতঃপর অলিম্পিয়ানিকোতে স্থাপিত হইত।

প্রতিযোগিতায় বিজয়লাভের জন্য "কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ অনুষ্ঠান" পঞ্চম দিবসে সম্পন্ন হইত। পবিত্র ক্যালিস্টোফানোস মাল্যভূষিত বিজয়ীবৃন্দ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, রাজপ্রতিনিধি ও দেশবাসিগণ সহ শোভাযাত্রা করিয়া ক্রোনাস পাহাড়ে যাইতেন। অগিয়াসের সহিত যুদ্ধে জয়লাভের পর হার-কিউলিসের উদ্দেশে আর্চিলোক্যাস যে বিজয়গাথা রচনা করিয়াছিলেন সেই বিজয়গাথাতে কেবল হারকিউলিসের নামের পরিবর্তে বিজয়ী এ্যাথলেটের নাম সংযোজনা করিয়া "হে বীর, ক্যালিস্টোফানোসের বিজয়মাল্য শিরে ধারণ করিয়া তুমি ধন্য" এই প্রশস্তি গাহিয়া শোভাযাত্রা অগ্রসর হইত।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে অলিম্পিয়া প্রান্তর জিউস-দেবের সুমধুর স্তোত্রগানে মুখর হইয়া উঠিত। তারপর জিউসদেবের অঙ্গনে আরম্ভ হইত বিজয়ী এ্যাথলেটদের প্রশস্তি গীতি। সমগ্র প্রান্তর আলোকমালায় ঝলমল করিয়া উৎসব বেশ ধারণ করিত। প্রতি চতুর্থ বৎসরে মাত্র একদিন আমোদপ্রমোদে, পানভোজনে ও সুমধুর নৃত্যগীতে জিউসদেবের অঙ্গন মাতিয়া উঠিত।

হেল্লেনোডিকো এবং ক্রীড়ার উদ্যোক্তাগণ অলিম্পিয়াতে উপস্থিত সমগ্র রাজপ্রতিনিধি, ব্যবস্থাপক ও এ্যাথলেটগণকে ভোজে আপ্যায়িত করিতেন; রাজ-প্রতিনিধিবৃন্দ আবার বিচারক, ব্যবস্থাপক ও বিজয়ী এ্যাথলেটগণকে নৈশ ভোজে আপ্যায়িত করিতেন। বিভিন্ন দেশের রাজপ্রতিনিধিদের মহার্ঘ্য পটবাসে অলিম্পিয়া নগরীতে উপস্থিত ব্যক্তিরা নিমন্ত্রিত হইয়া পানভোজন ও আমোদ-প্রমোদে নিশি যাপন করিতেন।

ক্রীড়ার সমাপ্তি উৎসবে জিউসদেবের উদ্দেশে বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজ-প্রতিনিধিবৃন্দ কর্তৃক আনীত অগণিত পশুবলি হইত। রণবাদ্যের ঐকতানে বলির পশুদের অসহায় ক্ষীণকণ্ঠ মিলাইয়া যাইত; কিন্তু জিউসদেবের ভক্তগণ তাঁহার তুষ্টি ও প্রসন্নতার কথা কল্পনা করিয়া জয়ধ্বনিতে দিক্‌মণ্ডল মুখরিত করিয়া তুলিত। বলিশেষে রাজপ্রতিনিধি, বিজয়ী এ্যাথলেট ও ব্যবস্থাপকবৃন্দ পুনরায় জিউসদেবের সম্মানে রাজসিক ভোজে মিলিত হইতেন।

বিজয়-সংবাদ বিজয়ী এ্যাথলেটদের জন্মভূমিতে দ্রুতগামী সংবাদবাহকের মাধ্যমে প্রেরণ করা হইত। বিজয়-সংবাদ পেঁাছিবামাত্র আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেন। এ্যাথলেটদের বিজয়ে প্রত্যেক নাগরিকই নিজের ও দেশের বিজয়বোধের গর্ব অনুভব করিতেন।

ক্যালিস্টোফানোসের মাল্য সর্বোচ্চ সম্মান ও শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বলিয়া গণ্য হইত। গ্রীকজাতি এই সময় অত্যন্ত নির্লোভ জীবনযাপন করিত। ঐহিক বৈভবে যাহাতে আসক্তি না জন্মে সেজন্য স্বর্ণ, রৌপ্য ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার নিতান্ত সীমাবদ্ধ ছিল।

অলিম্পিয়া হইতে স্বদেশীয় দর্শক ও রাজপ্রতিনিধিবৃন্দসহ বিজয়ী এ্যাথলেট দেশে প্রত্যাগমন করিবার পর নগরপ্রাচীরের কোন ভগ্ন অংশের মধ্য দিয়া তাঁহাকে নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইত। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রস্তুত হইয়া থাকিত ও পিণ্ডার অথবা সাইমনিডেসের রচিত প্রশস্তি-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে শোভাযাত্রা করিয়া নগরের অধিষ্ঠাতৃ দেব অথবা দেবীর মন্দিরে যাইত। মন্দিরে বিজয়ের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পর বিজয়ী তাঁহার ক্যালিস্টো-ফানোসের মাল্য দেশের নিকট উৎসর্গ করিতেন।*

বিজয় উপলক্ষে সাধারণ ছুটির দিন ঘোষিত হইত ও নগরপ্রধান বিজয়ীকে মহতী সভায় মানপত্র প্রদান করিতেন। তারপর বিজয়ীর সম্মানার্থে নগরীর প্রত্যেক গণ্যমান্য ও প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিকে একটি ভোজসভায় আমন্ত্রণ করা হইত।

বিজয়ীকে আজীবন সমস্ত প্রকার করপ্রদান হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইত ও নগরীর ব্যবসায়িগণ বিনামূল্যে তাঁহার আজীবন ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

স্পার্টানদের মধ্যে অলিম্পিক বিজয়ী এ্যাথলেটরা যুদ্ধকালে রাজার সহিত থাকিয়া যুদ্ধ করিবার সম্মান লাভ করিতেন। সোলনের বিধান অনুযায়ী অলিম্পিক বিজয়ী প্রত্যেক এ্যাথেনিয়ান এ্যাথলেট ১০০ স্বর্ণমুদ্রা পাইবার অধিকারী ছিলেন।** পরে স্বর্ণমুদ্রা ১০০ হইতে বাড়াইয়া ৫০০ করা হয় ও বিজয়ী এ্যাথলেট আজীবন বিনামূল্যে এথেন্সের সর্বাপেক্ষা সম্মানীয় ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট ভোজনাগারে আহার করিবার অধিকারী হইতেন।†

কিন্তু পুরস্কার ছাড়াও অলিম্পিক বিজয়ীর সম্মান সমগ্র দেশে এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে প্লেটো আদর্শ নগরীর নাগরিকদের সম্বন্ধে এক বর্ণনায় বলিয়াছিলেন, "তাঁহারা (তাঁহার আদর্শ নগরীর নাগরিকবৃন্দ) অলিম্পিক বিজয়ী অপেক্ষাও অধিকতর সম্মানজনক জীবনযাপন করিতে সক্ষম হইবেন।‡

* To this diety a thank offering was presented for the victory, or rather for the victor who usually deposited and dedicated his wreath in the temple.—P. F. Coller & Son Co: *The World's Great Events*, Vol. I, p. 83.

** Law of Solon which award 100 drachmæ to every Athenian Victor. —D. G. A. Lowe & A. E. Porritt: *Athletics*, p. 32.

† An Athenian victor was rewarded, in accordance with the law of Solon, with 500 drachmæ and free rations for life in the Prytaneum... —*Ibid*, p. 32.

‡ They will lead a life more blessed than that which falls to the lot of Olympian victors. —P. F. Coller & Son Co : *The World's Great Events*, Vol. I, p. 83.

বিজয়ী এ্যাথলেটদের প্রতিমূর্তি অলিম্পিয়োনিকোর ন্যায় নগরীর অধিষ্ঠাতৃ দেব অথবা দেবীর অঙ্গনে স্থান লাভ করিত।

সমগ্র গ্রীসদেশ ও উপনিবেশসমূহে বিজয়ী এ্যাথলেটরা এত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল যে তাঁহাদের প্রশস্তির জন্য বিভিন্ন স্তোত্র রচিত হইয়াছিল। "ইউরিপিডেস" অথবা "বিজয়ীগণের স্তোত্রগান" নামে এই সব স্তোত্র সেকালে অদ্ভুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। হেল্লেনিক ন্যাশনাল গেমসের বিজয়ী এ্যাথলেট ও বলী-মহাবলীদের কীর্তির উপর ভিত্তি করিয়া রচিত পিন্ডারের "ইপিনেসিয়া" অথবা বিজয়ী গীতিকাব্য অমরত্ব লাভ করিয়াছে। অলিম্পিয়ার চারিটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে চারিটি খন্ডে রচিত সুমধুর চল্লিশটি গীতিকাব্য এই ইপিনেসিয়াতে স্থান লাভ করিয়াছে।

কোন বিজয়ী এ্যাথলেট অথবা বলী-মহাবলীদের প্রশস্তির জন্য এই চল্লিশটি গীত হইতে বাছিয়া লইয়া এ্যাথলেটদের নামের স্থলে যাঁহার প্রশস্তির প্রয়োজন তাঁহার নাম সন্নিবেশিত হইত। এইরূপে ইপিনেসিয়া সমগ্র গ্রীসদেশ ও গ্রীক উপনিবেশসমূহে "জয়ের কাব্য" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।



॥ অষ্টম অধ্যায় ॥

গ্রীক জাতির উপর ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রভাব

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সমগ্র গ্রীকজাতির মনে অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এমন গভীর সে প্রভাব যে, দুর্ধর্ষ সেনার এক বিপুল বাহিনী লইয়া পারস্য সম্রাট জারেক্সাস যখন গ্রীস আক্রমণ করিলেন, অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য সমগ্র গ্রীস তখনও বিন্দুমাত্র চঞ্চল হইয়া উঠে নাই। সমগ্র গ্রীসদেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হইলেও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুশাসন অনুযায়ী শান্তি-চুক্তি মানিবার জন্য স্পার্টান বাহিনী শত্রু সেনাবহরকে বাধা দিবার কোন চেষ্টাই করে নাই।*

আক্রমণের মুখে গ্রীক বাহিনীর নিকট হইতে বাধা না পাওয়ায় স্বভাবতঃই পারসিক বাহিনীর সেনাধ্যক্ষের সন্দেহ জাগে এবং প্রকৃত ব্যাপার জানিবার জন্য তিনি অনুসন্ধানকারী দল পাঠান। অনুসন্ধানকারী দল ফিরিয়া আসিয়া খবর দেয় যে পারসিক বাহিনীর উপস্থিতি সত্ত্বেও গ্রীক নাগরিকগণের মনে কোন উত্তেজনা নাই। তাহারা নিশ্চিন্ত মনে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা লইয়া মত্ত।**

কিন্তু তবুও জারেক্সাস বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে তাহার ত্রিশ লক্ষাধিক সুশিক্ষিত সৈন্য গ্রীকদের মনে কোন ভীতিরই সৃষ্টি করে নাই। তাই তিনি এ সম্বন্ধে পুনরায় অনুসন্ধান করিতে আদেশ দিলেন। অতঃপর কয়েকজন আর্কেডিয়ান দলত্যাগী সুবিধাবাদীকে জারেক্সাসের সম্মুখে হাজির করা হয়। জারেক্সাসের প্রশ্নের উত্তরে তাহারা জানায় হেল্লেনস্‌রা বর্তমানে অলিম্পিক উৎসব পালন করিতেছে এবং অলিম্পিয়ার প্রান্তরে এ্যাথলেটিক ও রথের গতি প্রতিযোগিতা লইয়া মত্ত। এই প্রতিযোগিতার পুরস্কার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলে তাহারা জানায় বিজয়ীর পুরস্কার মাত্র একটি অলিভ মাল্য। পুরস্কার সম্বন্ধে শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত একজন পারসিক সেনাপতি বলিয়া উঠে—"মর্ডোনিয়াস কাহাদের সহিত যুদ্ধের জন্য আমাদের এখানে লইয়া আসিয়াছে? যাহারা কোন পুরস্কার অথবা ঐহিক বৈভবের বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা না করিয়া কেবলমাত্র সম্মানের জন্যই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে?"

কিন্তু আক্রমণকারী পারসিক বাহিনী [এই বাহিনীতে ভারতীয় সৈন্যরাও অংশ গ্রহণ করিয়াছিল†] বিনা বাধায় অগ্রসর হইতে থাকে। তখন বাধ্য হইয়া

* So jealously was the truce upheld that the Spartans risked the liberties of Greece when Persians were at the Gate of Pylæ rather than march upon the holidays.... —D. G. A. Lowe and A. E. Porritt : *Athletics*, p. 28.

** The reconnitering party reported that the enemy was calmly engaged in athletic exercises. ... —Brig. General Sir Percy Skyes : *History of Persia*, Vol. I, Ch. XVII, p. 200.

† (i) The Indians were dressed in cotton ; they carried cane bows and arrow stipped with iron... —Herodotus : *The Histories*, *tr*. Aubrey de Selincourt, Book VII, pp. 439-44 .

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত পারসিক বাহিনীকে ঠেকাইয়া রাখার জন্য স্পার্টার রাজা লিউনিডাসের সেনাপতিত্বে সাত হাজার সৈন্য প্রেরণ করা হয়। স্থির হয়, থার্মোপালির সংকীর্ণ গিরিবর্ত্মে লিউনিডাস পারসিক বাহিনীকে ঠেকাইয়া রাখিবে ও অলিম্পিক অনুষ্ঠান শেষ হইবার পর মূল বাহিনীকে প্রেরণ করা হইবে।* যেদিন লিউনিডাস মাত্র ৩০০ সৈন্যসহ অগণিত পারসিক সেনার সহিত যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করিয়া অমরত্ব লাভ করেন সেইদিনই অলিম্পিক স্টেডিয়ামে হাজার হাজার দর্শকের সম্মুখে স্পার্টান বলী থেয়াগেনেস প্যানক্রেশনের বিজয়মাল্য অর্জন করেন। শত্রু সৈন্যের গ্রীস আক্রমণ সত্ত্বেও দর্শকগণের মনে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য দেখা দেয় নাই। ইহা হইতেই অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গ্রীসের জনজীবনে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা বোঝা যাইবে।

দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার যখন ইসাসের যুদ্ধে পারস্য সম্রাট দরায়ূসের বিরাট পারসিক সেনাকে বিধ্বস্ত করেন তখন তাহার সেনাপতি পারমেনিয়ো দামস্কাসে কয়েকজন গ্রীককে খুঁজিয়া বাহির করেন যাহারা পারস্য সম্রাট আলেকজান্দারের বিরুদ্ধে দরায়ূসকে সাহায্যের জন্য দামস্কাসে সমবেত হইয়াছিল। পারমেনিয়ো তাহাদের দেশদ্রোহিতার অপরাধে অপরাধী করিলেও আলেকজান্দার তাহাদের সসম্মানে মুক্তি দিয়াছিলেন কারণ তাহাদের মধ্যে কয়েকজন অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়লাভ করিয়াছিলেন।**

ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য ঘোষিত শান্তি-চুক্তির সময় কোষবদ্ধ অস্ত্র নিষ্কাশন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। এই অনুশাসন অমান্য করিলে কাহারও ক্ষমা ছিল না। মেসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপসের কয়েকজন সৈন্য একজন অলিম্পিক-যাত্রী এথেনিয়ানের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করিলে ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী ফিলিপসকে অর্থদণ্ড দিতে হইয়াছিল।†

(ii) There was also Kossians and Indians the latter with chariots drawn with wild asses.... —Brig. General Sir Percy Skyes : *History of Persia*, Vol. I, Ch. XVII, pp. 196-197

(iii) There were Persians Medes. Indians.... —Will Durant : *The Life of Greece*, Ch X, p. 228

(iv) Indian soldiers formed part of the Achaemenian Army that conquered Greece in the time of Xerxes . —Ramesh Chandra Majumdar : *Ancient India*, p. 102.

* ...despatch of a force aggregating seven thousand men under Leonidas, to held narrow pass of Tharmopylæ with idea of strengthening it after the festival. Brig. General Sir Percy Skyes : *History of Persia*, Vol. I, Ch. XVII, p. 200.

** Other agents be dismissed because they have won honour in the Olympic Games. —Harold Lamb : *Alexander of Macedon*, p. 116.

† Philips of Macedon humbly paid a fine because some of his soldiers had robbed an Athenian enroute to Olympia. —Will Durant : *The Life of Greece*, Ch. IX, p. 213.

সর্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহে রত বিভিন্ন রাষ্ট্রকে [সে সময় গ্রীস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রের সমষ্টিমাত্র ছিল] ধর্ম কখনও একতাসূত্রে বাঁধিতে সক্ষম হয় নাই। সমগ্র গ্রীসে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা থাকাতে জিউসদেবের পূজা বিভিন্ন রাষ্ট্রে থাকিয়াই সম্ভব হইত, অলিম্পিয়াতে আসিতে হইত না। কিন্তু ধর্ম যাহা করিতে সক্ষম হয় নাই, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সেই দুঃসাধ্য সাধন করিয়াছিল।*

বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও রাষ্ট্রিক পরিবর্তন অলিম্পিয়ার প্রান্তরে বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। যাহারা রাষ্ট্রের ভাগ্য পরিবর্তনে রণক্ষেত্রে লড়াই করিয়াছে তাহারাই আবার অলিম্পিয়ার ক্রীড়াক্ষেত্রে হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া জিউসদেবের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, "সমগ্র হেল্লেনস্ আমার ভাই, প্রত্যেক প্রতিযোগীর সহিত ভাইয়ের মতো ব্যবহার করিব।"

৩৯৯ খৃষ্ট পূর্বাব্দে স্পার্টা ও তাহার মিত্র রাজ্যগুলির মধ্যে মনোমালিন্যের ফলে রাজা অগিস এলিস রাজ্য আক্রমণ করেন। যুদ্ধে এলিসের পরাজয় হয় ও ট্রাইফেলিয়া সহ এলিস রাজ্যের অধিকাংশ শত্রু কবলিত হয়। কিন্তু তবুও তাহার কোন প্রভাব অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উপর পড়ে নাই। পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও এলিস রাজ্যের অলিম্পিয়া উৎসব পরিচালনের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই।**

ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সকলেই ছিল একাগ্রচিত্ত ও ইহার মূলে ছিল সমগ্র গ্রীসের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। সমগ্র গ্রীসের প্রেম ও প্রীতির মিলনস্থান এই অলিম্পিয়া ছিল এক মহান ও গরীয়ান আদর্শে অনুপ্রাণিত। দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দারের সমগ্র পৃথিবীর এক বিস্তীর্ণ স্থান ঘুরিয়া দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। তিনি অলিম্পিযাকেই গ্রীস ও গ্রীকজাতি অধ্যুষিত সমগ্র ভূখণ্ডের রাজধানী বলিয়া গণ্য করিতেন।† অলিম্পিয়ার প্রান্তরে নিজের নামে প্রতিষ্ঠিত মন্দির "ফিলিপিয়াম" ও এই ধারণা সমর্থন করে।

বিখ্যাত রোমান দার্শনিক, বক্তা ও লেখক সিকারোর উক্তিতে জানা যায় যে, অলিম্পিক বিজয়ী এ্যাথলেটবৃন্দ যতটা সম্মান পাইতেন একজন রোমান সেনাপতি বিজয় গৌরবে রোমে ফিরিয়া আসিলেও তিনি ততটা সম্মান পাইতেন না। এই প্রসঙ্গে তিনি অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ী রোডসের এ্যাথলেট ডায়াগোরাসের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। ডায়াগোরাস যেদিন অলিম্পিকে বিজয়মাল্য লাভ করেন, সেইদিন তাঁহার দুই পুত্রও অলিম্পিকে বিজয়লাভ করেন। এই বিজয়ের পর একজন লেকোনিযান ডায়াগোরাসকে বলিয়াছিলেন,

* Religion failed to unify Greece, but Athletics—periodically succeeded. Will Durant : *The Life of Greece*, Ch. IX, p. 216.

** The only grace accorded to them was that they should still have the privilege of conducting Olympic festival. —J. B. Bury : *A History of Greece*, Ch. XII, p. 540.

† Alexander who could see Greece from without considered Olympia as the capital of Greek World. —Will Durant : *The Life of Greece*, Ch. IX, p. 216.

"ডায়াগোরাস, তুমি এখন পরম শান্তিতে মরিতে পার। কারণ একমাত্র ঐশী মহিমা ব্যতীত পৃথিবীতে তোমার আর কোন কাঙ্ক্ষিত বস্তু নাই।"*

এইভাবে অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া শৌর্যে-বীর্যে অতুলনীয় এক নির্লোভ কর্মক্ষম জাতির উদ্ভব হয়। অলিম্পিক অনুষ্ঠান হইতে যে অতুলনীয় শক্তি ও অদম্য কর্মক্ষমতার সৃষ্টি হয়, তাহারই বিকাশ আমরা পরবর্তী যুগে গ্রীসের ইতিহাসের পাতায় দেখিতে পাই। এথেন্স ও স্পার্টার "হপলিট" বাহিনী (অপেক্ষাকৃত অধিক ওজনের অস্ত্রশস্ত্র ও সমরোপকরণে সজ্জিত বাহিনী) বিপক্ষীয় সেনাবাহিনীর মনে আতঙ্কের সঞ্চার করিত। এথেনিয়ান সেনাপতি মিল্টিয়াডেসের বিশ্ববিখ্যাত বাহিনী পারস্য সম্রাট দরায়ুসের সেনাবহরকে বিধ্বস্ত করিয়াছিল। এই দুই বাহিনীর এই শক্তির উৎস অলিম্পিকের বর্ম পরিহিত অবস্থায় দৌড় প্রতিযোগিতা হইতে উদ্ভূত। মিল্টিয়াডেসের সৈন্যবাহিনী বর্ম পরিহিত অবস্থায় এক মাইল পর্যন্ত ছুটিয়া শত্রুকে আক্রমণ করিয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে উল্লেখ আছে।** এই আক্রমণের পর সুশিক্ষিত, দিগ্বিজয়ী পারসিক বাহিনী এথেনিয়ান হপলিটদের সম্মুখে ভয়ে দাঁড়াইতে সাহস করে নাই।† ফলে পারসিক বাহিনীর ম্যারাথনের প্রান্তরে পরাজয় ঘটে।

অতুল শারীরিক শক্তিসমন্বিত ও অলিম্পিক প্রতিযোগিতার ফলে শস্ত্র চর্চায় পারদর্শী এবং অশ্বারোহণ ও রথচালনায় সুনিপুণ‡ এই জাতির সেনাবাহিনীর বিজয় অভিযানের গতিরোধ করা অন্যান্য রাষ্ট্রের পক্ষে অসম্ভব ছিল। অধিকাংশ রাষ্ট্রই বিনা যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, আর স্বাধীনতা রক্ষার্থে যে কয়েকটি রাষ্ট্র বিশ্বজয়ী গ্রীক বাহিনীর সম্মুখীন হইবার সাহস করিয়াছিল তাহারাই ধ্বংস হইয়াছে।

* "Die Diagoras for thou hast nothing short of divinity to desire." —*Encyclopedia Britanica*, Vol. X, p. 9.

** (i) In charging the Persian hosts at Marathon the Athenians ran more than a mile over the rough ground, and the astonishment of the enemy at their tenacity went a long way towards securing the victoy.—J. A. Hammerton : *Universal History of the World*, Vol. II, Ch. 42, p. 132.

(ii) The attack was made at the double down the valley of Vrana and the distance seperating the two hosts was just a mile, the interval must have been covered in about eight or nine minutes. —Brig. General Sir Percy Skyes : *History of Persia*, Vol. I, Ch. XVI, p. 193.

† They have battled down the great Kings warriors and made them afraid although still vastly superior in numbers, to face again the Athenian Hoplites.—*Ibid*, Ch. XVI, p. 193.

‡ অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার রথের গতি প্রতিযোগিতা, বর্ম চর্ম সহ দৌড়, অশ্বারোহণে লক্ষ্যভেদ, কৃত্রিম বাধা অতিক্রমণ ও জেভেলিন নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা এবং প্রতিযোগিতার অনুশীলনই গ্রীক সেনাবাহিনীকে এইরূপ দুর্ধর্ষ করিয়া তুলিয়াছিল।

॥ নবম অধ্যায় ॥

অলিম্পিকের অবসান

প্রাচীন অলিম্পিকের ইতিহাসকে গ্রীসীয় সভ্যতা ও সমুন্নত সাংস্কৃতিক জীবনী বলিলে হয়তো অতিশয়োক্তি করা হইবে না। শিক্ষায় ও শৌর্যে, শিল্প ও সাহিত্যে, বীরত্ব ও মহিমায় গ্রীসের জনজীবন সার্বিক বিকাশের সার্থকতায় কেবল যে সেই বিস্মৃতপ্রায় অতীতকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল তাহা নহে, বহু শতাব্দী অতিক্রম করিয়া আসিয়া আজিও উহা বিশ্বজনকে বিহ্বল করিয়া দেয়। কিন্তু এত বিরাট একটা সভ্যতার পত্তন যাহারা করিয়াছিল, তাহাদের চরিত্রে কোথায় যেন একটা ফাঁক ছিল। জাতীয় চরিত্রের সেই বিসদৃশ বৈপরীত্য আজও মনস্তাত্ত্বিকদের গবেষণার বস্তু। ইহার দৃষ্টান্ত এখানে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আলেকজান্দারের রণদুর্মদ বাহিনী বিজয়াভিযানে ক্রমাগতঃ পূর্বদিকে অগ্রসর হইবার সময় পারসিক সম্রাটদের পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত অতুল ঐশ্বর্য পাইয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে। সুসা ও পার্সিপোলিসে আলেকজান্দার প্রায় সাড়ে পাঁচশত কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণমুদ্রা গ্রাস করেন।* স্বর্ণমুদ্রা ছাড়া যে ধনসম্পদ লুণ্ঠিত হইয়াছিল তাহার পরিমাণও অবিশ্বাস্য। প্লুটরাকের মতে এই বিপুল বৈভব স্থানান্তরের জন্য অশ্বতরবাহিত দশ হাজার শকট ও পাঁচ হাজার উষ্ট্রের প্রয়োজন হইয়াছিল।** লুঠতরাজের পর পার্সিপোলিসের রাজ-প্রাসাদে অগ্নিসংযোগ করা হয় ও অসহায় আবাল-বৃদ্ধ নরনারীকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।† গ্রীকদের জাতীয় চরিত্রের মহত্তর বৃত্তিগুলির সঙ্গে এই ধন-লালসা ও নৃশংসতার সামঞ্জস্য কোথায়?

ইহার পর আলেকজান্দারের চরিত্রেও বিস্ময়কর পরিবর্তন দেখা যায়। আলেকজান্দার পারসিক অক্ষৌহিণীর সম্মুখীন হইয়াও অকুতোভয়ে বলিয়াছিলেন সম্মুখ সমরেই তিনি বিজয়ী হইতে চাহেন, তস্করসুলভ ছলের আশ্রয় করিয়া জয়লাভ তাঁহার কাম্য নয়;‡ কিন্তু তিনিই বিজয়লাভের জন্য জঘন্যতম শঠতার আশ্রয় লইতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। প্রত্যেক যুদ্ধের পর পাইকারী হারে হত্যা, লুণ্ঠন ও অত্যাচার চলিতে লাগিল। এক ইসাসের

* (i) Brig. General Sir Percy Skyes : *History of Persia*, Vol. I, Ch. XXII, p. 259.
(ii) —*Ibid*. Vol. I Ch. XXII, p. 259.
(iii) Brig. General Sir Percy Skyes : *History of Afghanistan*, p. 62.

** We learn from Plutarch that ten thousand mule carts and five thousand camels were needed for its transport. —Brig. General Sir Percy Skyes : *History of Persia*, Vol. I, Ch. XXII, p. 260.

† The splendid palaces of the Persepolis were burned and a general massacre of its inhabitants was ordered. —*Ibid*, Vol. I, Ch XXII, p. 260.

‡ —*Ibid*, Vol. I, Ch XXI, p. 256.

যুদ্ধেই লক্ষাধিক বিজিত পারসিক সেনাকে হত্যা করা হয়।* টায়ারের যুদ্ধে ৮ হাজার সেনা নিহত হয় ও ৩০ হাজার বন্দীকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করা হয়।

ইহার পরের ইতিহাস অত্যন্ত কলঙ্কমলিন। একটানা কেবল অত্যাচার, লুণ্ঠন, নারী নিগ্রহ ও বিশ্বাসঘাতকতার বিভীষিকাময় কাহিনী। যেখান দিয়াই আলেকজান্দারের দিগ্বিজয়ী বাহিনী গিয়াছে, সেখানেই হত্যার স্রোত বহিয়াছে, স্বাধীন মানুষ ক্রীতদাসে পরিণত হইয়াছে। থেবস্‌দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ের পর আলেকজান্দার নগরীর আবালবৃদ্ধবনিতা সমস্ত নাগরিককে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করেন।**

এইরূপে সমগ্র পারস্যে নরমুণ্ড লইয়া গেণ্ডুয়া খেলা চলিল এবং অগণিত লোককে ক্রীতদাস করিয়া গ্রীসে পাঠানো হইল। গ্রীসদেশ অভিযানে ভারতীয় সৈন্যরা পারসিক সম্রাটদের সহায়তা করায় এবং আলেকজান্দারের বিরুদ্ধে পারসিক সম্রাটদের বেতনভুক সৈন্য হিসাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ায় গ্রীক সম্রাট জিঘাংসাবশে ভারত আক্রমণে অগ্রসর হইলেন।† "রাভি" নদীর তীরে সাঙ্গালাতে তাঁহাকে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হইতে হইলেও এই যুদ্ধে গ্রীক সেনাবাহিনীই বিজয়লাভ করে। গ্রীক সেনাবহরের পথ অবরোধ করিবার মতো ধৃষ্টতার জন্য ১৭ হাজার নাগরিককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় এবং ৭০ হাজার নাগরিককে বন্দী করা হয়।‡

মদগর্বী আলেকজান্দারের বশ্যতা স্বীকার করিবার দর্পিত আহ্বানকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়া স্বাধীনতার সংগ্রামে দলে দলে সমবেত হইল ভারতীয় বীর সন্তানগণ। আসপাসিয়ই ও আশাকেনই এলাকায় আলেকজান্দারের সৈন্যগণ থমকাইয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইল। প্রাণপণ আক্রমণ চালাইয়াও আলেকজান্দারের বাহিনী স্বাধীনতা রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভারতীয় বাহিনীর ব্যূহ ভেদ করিতে সক্ষম হইল না। অজ্ঞাতনামা এক নগরী আক্রমণকালে স্বয়ং আলেকজান্দার ভল্লের আঘাতে আহত হইলেন।

কিন্তু কয়েকদিন যুদ্ধের পর বীর নগররক্ষিগণ পরাভূত হইল এবং আলেকজান্দারের শরীরের রক্তপাত করিবার ঔদ্ধত্যের জন্য নগরীর সমস্ত

* The slaughter of the Persian troops fleeing in panic ... were enormous and it is said to have exceeded 100,000. —Brig. General Sir Percy Skyes : *History of Persia*, Vol. I, Ch. XXI, p. 251.

** Suddenly Alexander appeared before the Thebes, which was captured and destroyed, the population being sold to slavery.—Brig. General Sir Percy Sykes : *History of Afghanistan*, p. 59.

† He advanced to India to avenge, he said, the help given by the Indians nearly two centuries before to the Persians in the attack of Greece.—J. C. Powett Price : *A History of India*, p. 31.

‡ He reached Ravi and reached with great resistance at the City of Sangala, where it is said 17,000 were slain and no less than 70,000 were taken prisoner.—*Ibid*, p. 33.

এই সময় খৃষ্টধর্ম ধীরে ধীরে প্রচারিত হইতেছিল। নূতন ধর্ম বন্যা-প্লাবনের ন্যায় ইউরোপের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। রোমক সাম্রাজ্যেও ধীরে ধীরে খৃষ্টধর্ম প্রসারলাভ করিল।

খৃষ্টধর্ম প্রচারের সংগে সংগে রোমক অধিকর্তাগণ অলিম্পিকের মধ্যে পৌত্তলিকতা ও খৃষ্টধর্ম বিরোধিতা আবিষ্কার করিলেন।

একাদশ শতাব্দীর গ্রীক লেখক লেড্রেনাসের মতে ২৯৩তম অলিম্পিয়াডে (৩৯৩ খৃষ্টাব্দে) রোমক সম্রাট প্রথম থিয়োডোসাসের কর্মচারীদের সংগে গ্রীক এ্যাথলেটদের ভয়াবহ দাংগা-হাংগামা ও অবশেষে খণ্ডযুদ্ধ বাধিয়া যায়।

থিয়োডোসাস সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া গ্রীকদের দমন করেন ও ৩৯৩ খৃষ্টাব্দে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বন্ধ করিয়া দেন।

করিব্বাসের নাম হইতে ৭৭৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দে যে বিজয়ীর নামের তালিকা প্রণয়ন করা হইয়াছিল, ১১৭২ বৎসর পর ২৯৭ অলিম্পিয়াডে ভেরাস্টাডেসের নামের উল্লেখের সাথে সাথে তাহাব পরিসমাপ্তি ঘটে।* আর্শাসিডে গোষ্ঠীভুক্ত ও আর্মেনিয়ান্স রাজবংশজাত এই যুবক মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় বিজয়লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া বিজয়ীর তালিকায় উল্লেখ আছে।

৪২৬ খৃষ্টাব্দে রোম সম্রাট দ্বিতীয় থিয়োডোসাস অলিম্পিয়ার চতুষ্পার্শ্বস্থ বেষ্টনী ভাঙিয়া ফেলিবার আদেশ দেন।

দ্বিতীয় থেয়োডোসাসের রাজত্বের শেষভাগে বহিঃশত্রুর আক্রমণে অলিম্পিয়া আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাহারা জিউসদেবের ও অন্যান্য মন্দিরের অবশিষ্ট ধনরত্ন ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায় ও মন্দিরসমূহের বিশেষ ক্ষতিসাধন করে। হস্তিদন্ত ও স্বর্ণনির্মিত জিউসদেবের মূর্তি কনস্ট্যান্টিনোপলে লইয়া যাওয়া হয় এবং ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে তাহা ভস্মীভূত হইয়া যায়।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে এক ভূমিকম্পে অলিম্পিয়ার সমস্ত মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ধূলিসাৎ হইয়া যায় ও এইসব ভগ্নাবশেষ সংগ্রহ করিয়া ক্রীড়া প্রতিযোগিতার স্থানের দক্ষিণে একটি দুর্গ নির্মিত হয়।

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে আলফিউস নদীর প্রবল বন্যায় ক্রোনাস পর্বতের সানুদেশ হইতে সমগ্র অলিম্পিয়া উপত্যকা ডুবিয়া যায় ও ধীরে ধীরে পলি পড়িয়া ইহা ভূগর্ভে বিলীন হইয়া যায়।

* যতটা ইতিহাস আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে মোট ২৯৭টি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উল্লেখ পাওয়া যায়। Dr. Carl Diem : *Introduction of Olympia Lexikon* by Dr. Fritz Wasner.

ধীরে ধীরে পৃথিবীর ক্রীড়া-জগতের আদিমতম প্রতিষ্ঠান ক্রমশঃ ঘন অরণ্যে পরিবেষ্টিত ও শ্বাপদসঙ্কুল হইয়া পৃথিবীর ইতিহাস হইতে সাময়িকভাবে মুছিয়া যায়।

প্রায় বার শত বৎসর পর ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে জার্মান আর্কিওলজিক্যাল ইনস্টিটিউট অলিম্পিয়ার প্রান্তর খনন করিতে আরম্ভ করেন ও সাত বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে খনন করিয়া অলিম্পিয়া প্রান্তরের অধিকাংশই উদ্ধার করেন।*

এইরূপে ভূগর্ভ হইতে মানবজাতির এক প্রাচীনতম গৌরবময় অধ্যায় অন্ধকার যবনিকার অন্তরাল হইতে আবিষ্কৃত হয় ও ধীরে ধীরে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহার যথাযোগ্য স্থান লাভ করে।

*বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়াতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির ত্রিপঞ্চাশত্তম অধিবেশনের শেষ দিবস ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬ তারিখে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির জার্মান সভ্য উইলি ডাম ঘোষণা করেন যে ডাঃ কার্ল ডায়েমের পঞ্চসপ্ততিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে "কার্ল ডায়েম অর্থ ভাণ্ডার" নামক একটি অর্থ ভাণ্ডারের মারফত অর্থ সংগ্রহ করা হইতেছে। এই ভাণ্ডারে সংগৃহীত অর্থ অলিম্পিয়ার প্রান্তরের অনাবিষ্কৃত অংশ খননের জন্য ব্যয়িত হইবে। উইলি ডাম আরও আশা প্রকাশ করেন যে আগামী দুই বৎসরের মধ্যেই খনন কার্য সমাপ্ত হইয়া যাইবে। বর্তমানে এই খনন কার্য চলিতেছে। —*Bulletion du Comite International Olympique* —Febrier, 1958, p. 78 ; Febrier, 1959, p. 71.



পুনরুজ্জীবন

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

বর্তমান যুগপ্রারম্ভ

প্রকৃত প্রস্তাবে অলিম্পিকের বর্তমান যুগারম্ভ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে। ১৮২৯ ফরাসী ও ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে জার্মান প্রত্নতত্ত্ব সোসাইটি অলিম্পিয়ার প্রান্তর খনন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রতিদিনই একটি দুইটি অলিম্পিয়ার গৌরবময় অতীতের স্মৃতিজড়িত মর্মর মূর্তি উদ্ধার করা হইতেছিল এবং যুগপৎ সমগ্র গ্রীসে জাগিয়া উঠিতেছিল এক জাতীয় সাংস্কৃতিক চেতনা যাহার ফলে গ্রীসে "প্যান হেল্লেনিক" গেম্‌স-এর পুনঃ প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতে থাকে। প্রতিপত্তিশালী গ্রীক নাগরিকগণ এ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে থাকেন। গ্রীসের গৌরবময় অতীত ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে জাতীয় সংহতির অপূর্ব দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া রুমানিয়াবাসী ইভান্ গেলিয়স্ জাপ্পাস নামক একজন গ্রীক সর্বপ্রথম অলিম্পিক ক্রীড়া পুনঃ প্রবর্তনের সক্রিয় প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন। তিনি নিজে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার যাহাতে পুনঃ প্রবর্তন হয় তজ্জন্য প্রভূত অর্থ সাহায্য করেন ও সম্ভাব্য সকল প্রকারে প্যান-হেল্লেনিক গেম্‌সের প্রস্তুতি কমিটিকে সাহায্য করিতে থাকেন। কিন্তু তাঁহার এ চেষ্টা বিশেষ ফলবতী হয় নাই। মৃত্যুকালে তিনি অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার যাহাতে পুনঃ প্রবর্তন সম্ভব হয় সেজন্য উইল করিয়া প্রচুর অর্থ রাখিয়া যান। গ্রীক গভর্নমেন্ট জাপ্পাসের প্রদত্ত অর্থাদির সাহায্যে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। তদনুসারে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বর্তমান যুগের প্রথম বেসরকারী অলিম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।* আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালনের জন্য প্রয়োজনীয় কোন অভিজ্ঞতা গ্রীসের এ সময় ছিল না। ফলে এই প্রতিযোগিতা মোটেই সাফল্য-মণ্ডিত হয় নাই। পরিকল্পনায় স্টেডিয়াম বা উপযুক্ত প্রতিযোগিতা ক্ষেত্র না

* অবশ্য অনেক লেখক এ সম্বন্ধে একমত নহেন।

(i) The two modern Olympics forgotten in history as efforts which did not restore the glory or the existance of the games occurred in Greece in 1859 and 1870.—John V. Grombach : *Olympic Cavalcade of Sports*, p. 7.

(ii) These colours were taken from the flags of the principal Nations, who originally competed in the games when they were revived forty-eight years ago in Greece.—*World Review of Re[illegible]s*, Aug. 1936, p 94.

কিন্তু আন্তর্জাতিক অলিম্পক কমিটির চ্যান্সলার মিঃ অটো মায়ার সম্প্রতি এক পত্রে (৭ই অক্টোবর, ১৯৫৮) আমাকে (লেখক) জানাইয়াছেন উপরোক্ত সকল মতই ভ্রান্ত। এ সম্বন্ধে তাঁহার পত্রাংশ নিম্নে দেওয়া হইল।

"*Revival of the Games.* In 1858 under the domination of Othon de Bavi'ere, King of Greece, Mr. E. Jappas has financed modern Olympic Games which took place in Athens in that year, but without any success."

থাকায় এথেন্সের "প্রেসলুই" স্কোয়ারে এবং রাস্তায় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিতে হয়। গ্রীসের রাজা-রানী সহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন।

কিন্তু সুবন্দোবস্তের অভাবে বারবারই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার স্বচ্ছন্দ গতি ব্যাহত হইতে থাকে। দর্শক সাধারণ জটলা করিয়া রাস্তার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় প্রতিযোগীদের অংশ গ্রহণে অসুবিধা ঘটে। এক সময় এমন অবস্থা হইয়া দাঁড়ায় যে প্রতিযোগিতা বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হয়। বাধ্য হইয়াই অশ্বারোহী পুলিস দলকে জনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য লাঠি চালনা করিতে হয় এবং ফলে ক্রীড়াক্ষেত্রে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। গোলমালের মধ্যে দীর্ঘ দৌড়ের একজন প্রতিযোগী মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এই বেসরকারী অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ২০০ মিটার দৌড়, ত্রিস্তর লম্ফন এবং ডিসকাস নিক্ষেপ ক্রীড়াসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রথম বেসরকারী অলিম্পিকের বার বৎসর পরে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে পুনরায় একটি অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। এই প্রচেষ্টার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন মিঃ জুলেস এনিংগ্। তিনি কিন্তু গ্রীক নহেন, জাতিতে জার্মান। কয়েকজন স্বদেশপ্রেমিক গ্রীকের সহায়তায় তিনি পুনরায় অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আরম্ভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। জাপ্পাস বংশীয়দের সক্রিয় সহযোগিতায় উৎসাহিত হইয়া তিনি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু অনভিজ্ঞতার জন্য সুপরিকল্পনা সম্ভব না হওয়ায় এই প্রতিযোগিতাও সফল হয় নাই। ২০০ মিটার দৌড়, ত্রিস্তর লম্ফন, ডিসকাস নিক্ষেপ ব্যতীতও কুস্তি ও দড়ি টানাটানি প্রতিযোগিতা এই দ্বিতীয় বেসরকারী অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচীভুক্ত ছিল।*

এইরূপে প্রথম কয়েকটি প্রচেষ্টা বিফল হইলেও অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পুনঃপ্রবর্তনের স্বপক্ষে ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে জনমত গড়িয়া উঠিতেছিল। ইউরোপ ও আমেরিকায় যে কয়েকজন চিন্তাশীল ব্যক্তি বিভিন্ন সংবাদপত্রের মাধ্যমে এ সম্পর্কে জনমত সংগ্রহের চেষ্টা করিযাছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ব্যারন পিয়ারে দ্য কুবার্তা প্রধান।

ব্যারন পিয়ারে দ্য কুবার্তা

এই প্রসঙ্গে ব্যারন পিয়ারে দ্য কুবার্তার জীবনী সম্পর্কে কিছু না বলিলে আধুনিক অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিবে। প্যারীর এক অভিজাত পরিবারে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার ইচ্ছা ছিল সামরিক অফিসার হিসাবে তিনি বংশের মুখোজ্জ্বল করিবেন। তদনুযায়ী তিনি সেন্ট ক্যার-এর সামরিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হইলেন।

*এ সম্বন্ধে লেখকের নিকট লিখিত মিঃ অটো মায়ারের ১৯৫৮-এর ৭ই অক্টোবরের পত্রাংশ উল্লেখ করা হইল ·

"In 1870 Mr Jules Ening of Germany tried again to revive the Games in Greece (Athens), but as nothing was prepared with enough care and the athletes had no preparation at all they did not have much more success than those of 1858.

প্রস্তুতি কমিটির দ্বিতীয় অধিবেশনের পরই ইউনাইটেড স্টেট্‌স্‌ ফেডারেশন অফ স্পোর্টস্‌ এসোসিয়েশনের বাৎসরিক সম্মেলন হয় এবং ব্যারণ কুবার্তা এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে অলিম্পিক আন্দোলনের পুনরুজ্জীবন, অলিম্পিক কংগ্রেস ব্যতীতও অপেশাদারিত্বের সংজ্ঞা, পেশাদার ও অপেশাদারদের প্রভেদ ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা হয়। আলোচনার অষ্টম বিষয় ছিল অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুনরুজ্জীবন। উপস্থিত সকলে সাগ্রহে এই প্রস্তাবকে অভিনন্দিত করেন।

প্রথম অলিম্পিক কংগ্রেস

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন সরবোর্ণের গ্র্যান্ড এ্যাম্ফিথিয়েটারে আধুনিক অলিম্পিকের অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। ফ্রান্স, গ্রীস, রাশিয়া, সুইডেন, আমেরিকা, বোহেমিয়া, হাঙ্গেরী, গ্রেট ব্রিটেন, আর্জেন্টিনা, নিউজিল্যান্ড, ইটালী, বেলজিয়াম, জার্মানী ও অস্ট্রেলিয়া এই ১৪টি দেশ হইতে মোট ৪৯টি ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের ৭৯ জন প্রতিনিধি এই [illegible] যোগদান করেন।

[illegible] ষ্টাব্দের যুদ্ধের ফলে ফরাসী-জার্মান সম্পর্কের অত্যন্ত অবনতি ঘটায় [illegible] হইতে সরকারীভাবে কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয় নাই। বেসরকারীভাবে ব্যারণ ভন বিফেনস্টিন দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। দুই হাজার দর্শকের সম্মুখে জার্মানীতে ভূতপূর্ব ফরাসী রাষ্ট্রদূত ব্যারণ দ্য কুর্সেলের সভাপতিত্বে অলিম্পিক কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয়। সম্মেলনের সহসভাপতি ভাইকাউন্ট র‍্যাণে দ্য জানজে, লণ্ডন স্পোর্টস কমিটির সভাপতি স্যার জন অস্ট্রেস; নিউইয়র্কের এ্যাথলেটিক ক্লাবের সভাপতি ও খ্যাতনামা ক্রীড়া বিশেষজ্ঞ মিঃ জর্জ আস্তে, ইংলণ্ডের জাতীয় সাইক্লিস্ট ইউনিয়নের মিঃ বার্টিন, টুড ও ক্রুক, স্পেনের অভিয়াদো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি ব্যতীতও ব্যারণ দ্য কুবার্তা ইউরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণের সময় যে সমস্ত ক্রীড়া পরিচালকবর্গের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন অথবা যাঁহারা তাঁহাকে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

ডেলফীতে সম্প্রতি আবিষ্কৃত "এ্যাপোলো দেবের প্রশস্তি সংগীত" গীত হইবার পর সভার কার্য আরম্ভ হয়।

এই কংগ্রেসে প্রতিযোগিতার নিয়মকানুন, যোগদানের যোগ্যতা, পেশাদারিত্ব ও অপেশাদারিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা চলে ও সমগ্র বিশ্বে অলিম্পিক আন্দোলন সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য ব্যারণ কুবার্তার পরিকল্পনা প্রত্যেকে উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করেন। বিভিন্ন জাতির মধ্যে ক্রীড়ার মাধ্যমে সখ্য ও মৈত্রী স্থাপন, বিশ্বের ক্রীড়ার মান উন্নয়ন এবং একটি আন্তর্জাতিক ক্রীড়ার মাধ্যমে শান্তির আন্দোলনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

২৩শে জুন ব্যারণ কুবার্তা আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সম্পর্কে তাঁহার পরিকল্পনা পেশ করেন। তাঁহার পরিকল্পনা—অপেশাদারদের এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা প্রাচীন অলিম্পিয়া প্রান্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুকরণে সংগঠিত হইবে ও ইহা কোন এক জাতির মধ্যে নিবদ্ধ না রাখিয়া সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া দেওয়া হইবে।

বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ সর্বসম্মতিক্রমে এই যুগান্তকারী প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে ব্যারণ কুবার্তা নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক ঘোষণা করেন :—

"অদ্য অপরাহ্নে বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে বিশ্বে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, কয়েক যুগ পর গ্রীক অলিম্পিক আন্দোলন পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়াছে।* আপনাদের সকলের প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক এই ক্রীড়ার মাধ্যমে বিশ্বের শান্তির আন্দোলন শক্তিলাভ করুক।"

ব্যারণ দ্য কুবার্তার ইচ্ছা ছিল বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্যারীতেই বর্তমান যুগের প্রথম আন্তর্জাতিক অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সূচনা হউক। এই সম্পর্কে তিনি যে ঐতিহাসিক বিবৃতি দেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"প্রাচীন যুগের অলিম্পিকের ধ্বংসস্তূপের অন্তরালে এক মহান আদর্শ সমাধিস্থ হইয়াছিল। কিন্তু আদর্শ অবিনশ্বর। তাই জার্মান বৈজ্ঞানিকদের প্রচেষ্টায় অলিম্পিয়ার ধ্বংসস্তূপে আজ আশার আলোক-বর্তিকা দেখা দিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফরাসী দেশে সেই আলোক-বর্তিকা রূপ-পরিগ্রহ করুক। গ্রীসের অলিম্পিয়ার পুণ্য মশাল প্রজ্জ্বলনের ভার ফরাসী দেশই বহন করুক—এই আমার আকাঙ্ক্ষা।"**

কিন্তু গ্রীক প্রতিনিধিদল ইহাতে সম্মত ছিলেন না। গ্রীসের প্রতিনিধি দলের নেতা ডিমিট্রিয়াস ভাইকেলাস প্রস্তাব করেন প্রাচীন অলিম্পিকের জনক হিসাবে আন্তর্জাতিক প্রথম অলিম্পিক অনুষ্ঠানের গৌরব গ্রীস দেশকেই দেওয়া উচিত।

মহান আদর্শের পথে যাহাতে কোন বিঘ্ন না হয় তাহার জন্য ঐক্যের খাতিরে তিনি নিজের দেশের দাবী পরিত্যাগ করেন। সভায় তাঁহার আবেদনে সর্বসম্মতিক্রমে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এথেন্সে প্রথম আন্তর্জাতিক অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হয়।

ই. ক্যালট (ফ্রান্স), জেনারেল দ্য বুটোস্কি (রাশিয়া), জেনারেল বালকে (সুইডেন), প্রোঃ উইলিয়াম স্লোয়ান (আমেরিকা), কাউন্সিলর জিরিগুথ জার্কো-ভস্কি (বোহেমিয়া), ফেরেংক কেমেনি (হাঙ্গেরী), লর্ড অম্পটিল ও এস. সি. হার্বার্ট (গ্রেট ব্রিটেন), ডাঃ জে. বি. জুবিয়র (আর্জেন্টিনা), এল. এ'কাফ (নিউজি-ল্যান্ড), কাউন্ট লু কেশী পাল্লী ও ডিউক অব আন্দ্রিয়া কারাকা (ইটালী)-কে লইয়া ঐতিহাসিক প্রথম আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি গঠিত হয়। ব্যারণ দ্য কুবার্তা প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে সম্মানীয় সভ্য ও ডিমিট্রিয়াস ভাইকেলাস প্রথম

* "Today this evening electricity has transmitted throughout the world that Greek Olympism has returned to this world after an eclipse of several centuries."—Andre Senay et Robert Hervet : *Monsieur de Coubertin.* (মূল ফরাসী পুস্তক হইতে অনূদিত।)

** ব্যারণ দ্য কুবার্তার বিংশ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে *Bulletin de Comite International Olympique* (Fevrier—1958)-এ Dr. Carl Diem কর্তৃক জার্মান ভাষায় লিখিত মূল প্রবন্ধ হইতে অনূদিত।

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি মনোনীত হন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর ডক্টর্‌. গেভাউটও এই মূল কমিটির সভ্য নির্বাচিত হন। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির ইহাই মূল সংগঠন।*

নিম্নে প্রথম অলিম্পিক কংগ্রেসে গৃহীত সাতটি প্রস্তাব দেওয়া হইল :—

১। প্রাচীন অলিম্পিয়ার আদর্শে বর্তমান অলিম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইলেও যুগের হাওয়ার সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইবার জন্য ইহার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিয়া লওয়া হইবে।

২। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক প্রতিযোগিতা কেবলমাত্র অপেশাদারদের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিবে।

৩। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটিই অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালনার অধিকারী হইবে।

৪। কোন রাষ্ট্র নিজেদের প্রতিনিধি হিসাবে অন্য কোন দেশের নাগরিককে মনোনীত করিতে পারিবে না।

৫। অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রে নির্বাচনী প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করিতে হইবে ও বিজয়ী প্রতিযোগীদের আন্তর্জাতিক অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় প্রেরণ করিতে হইবে। নিম্নলিখিত ক্রীড়াসমূহ প্রতিযোগিতার বিষয়সূচীর অন্তর্ভুক্ত হইবেঃ—

(ক) এ্যাথলেটিক স্পোর্টস্‌ (দৌড় ইত্যাদি—ট্রাক ইভেন্টস্‌)

(খ) এ্যাথলেটিক নটিক (লম্ফন ইত্যাদি—ফিল্ড ইভেন্টস্‌)

(গ) এ্যাথলেটিকস্‌ (সকার, ফুটবল ইত্যাদি ধরনের খেলাধূলা)

(ঘ) মুষ্টিযুদ্ধ, পোলো; কুস্তি, জিমন্যাষ্টিক ইত্যাদি।

৬। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইবে। প্রথম ও দ্বিতীয় অলিম্পিক প্রতিযোগিতা যথাক্রমে এথেন্স ও প্যারীতে অনুষ্ঠিত হইবে ও ইহার পর হইতে প্রতি চতুর্থ বৎসরে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হইবে।

৭। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় শক্তির সাহায্য ব্যতীত অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সফল হইতে পারে না। তাই সর্বপ্রযত্নে প্রত্যেক দেশের অলিম্পিক কমিটিকে স্ব স্ব রাষ্ট্রের গভর্ণমেন্টকে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পর্কে উৎসাহিত করিতে হইবে।

বর্তমান যুগের অলিম্পিকের প্রতিষ্ঠাতা ব্যারণ কুবার্তার নাম যে মানবহিতৈষী হিসাবেই বিখ্যাত তাহা নহে। তিনি সে যুগের একজন বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক হিসাবেও বিখ্যাত। চারি খণ্ডে লিখিত বিশ্বের একটি ইতিহাস তাঁহার জীবনের এক স্মরণীয় কীর্তি। ইহা ব্যতীত রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, শিক্ষার সংস্কার, শিক্ষা ও প্রগতি, শিক্ষা ও খেলাধূলো, বিভিন্ন খেলাধূলার ইতিহাস প্রভৃতি বহু বিষয়েই তিনি বই লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বই-এর পত্রসংখ্যা ছিল ষাট হাজারেরও অধিক। ইহা হইতেই বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার কি অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল তাহা বোঝা যায়। ভগবানের অকৃপণ প্রসাদে যে কয়জন অসীম প্রতিভাবান বিশ্বের ইতিহাসে অমর হইয়া আছেন, ব্যারণ কুবার্তা তাঁহাদের অন্যতম।

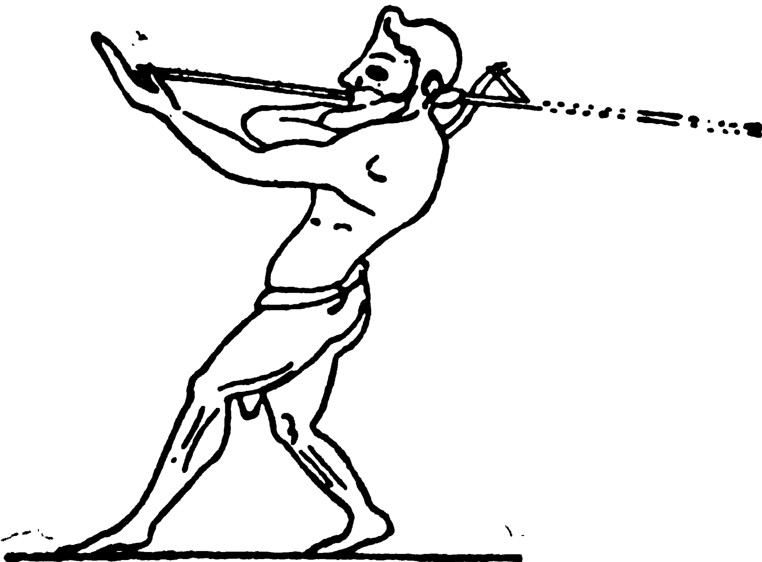
* *The Olympic Games*, p. 57 : Published by International Olympic Committee, 1958.

মি'সেল ব্রেয়াল নামক আর একজন ফরাসী ক্রীড়ামোদীর নামও অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত। অলিম্পিক কংগ্রেসে তিনি অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা যাহাতে জনপ্রিয়তা লাভ করে তাহার জন্য যথাসাধ্য সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হন। কংগ্রেস শেষ হইবার কিছুদিন পরেই তিনি ব্যারণ দ্য কুবার্তাকে পত্র লিখিয়া প্রাচীন গ্রীসের বীরত্বের স্মৃতিবিজড়িত ম্যারাথনের যুদ্ধের পর অলিম্পিক-বিজয়ী ফিডিম্পিডেসের ঐতিহাসিক দৌড়ের স্মৃতিরক্ষাকল্পে একটি দৌড় প্রতিযোগিতা করিবার প্রস্তাব করেন এবং এজন্য একটি মূল্যবান স্মারকও প্রদান করেন। এইরূপে মি'সেল ব্রেয়ালের চেষ্টার ফলে আধুনিক যুগের অলিম্পিক ম্যারাথন দৌড়ের সৃষ্টি হয়।

প্রথম কয়েকটি অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ব্রেয়াল কাপ পুরস্কার হিসাবে প্রদত্ত হইলেও বর্তমানে ইহা আর প্রদত্ত হয় না। আধুনিক অলিম্পিকের প্রথম দিকে যে কয়েকটি স্মারক বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির হস্তে প্রদত্ত হইয়াছিল তাহার প্রত্যেকটি বর্তমানে লুজানে অলিম্পিক মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রদত্ত পদকসমূহ ক্রীড়া প্রতিযোগীদের পক্ষে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সম্মানজনক কাঙ্ক্ষিত পুরস্কার বলিয়া পরিগণিত হওয়ায় ব্রেয়াল কাপ প্রভৃতি স্মারক আর পূর্বের ন্যায় সম্মানীয় পুরস্কার বলিয়া পরিগণিত হয় না।*

*এ সম্পর্কে লেখকের নিকট লিখিত আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির চ্যাণ্ডলার মিঃ অটো মায়ারের ৬ই অক্টোবর, ১৯৫৮-এর পত্রাংশ প্রদত্ত হইল :

"The winner of the Marathon race does not receive any more the Michel Breal Cup. All the challenge trophies of the Games remain in our Olympic Museum in Lausanne and are not brought in competition any more. We think that the Olympic medal is the highest award in the world which can be won by an athlete. ..."



প্রথম অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

এথেন্স, ১৮৯৬

অলিম্পিকের বিজয়মালা লাভ করিয়া
অলিম্পিক বিজয়ী যে কেবলমা
নিজেকে গৌরবান্বিত করে তাহাই নহে
নিজের মাতৃভূমিকেও মহিমান্বিত করে

—এপেক্টাকিতে

প্রথম অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

[এথেন্স—১৮৯৬]

এ্যাথলেটিকস্

যোগদানকারী দেশের সংখ্যা—১০

প্রতিযোগীর সংখ্যা—৫৯

	প্রথম স্থান	দ্বিতীয় স্থান	পয়েন্ট
আমেরিকা	৯	৫	২৩
গ্রীস	১	৩	৫
অস্ট্রেলিয়া	২	০	৪
গ্রেট ব্রিটেন	১	২	৪
ডেনমার্ক	১	১	৩
ফ্রান্স	০	১	১
জার্মানী	০	১	১
হাঙ্গেরী	০	১	১
চিলি	—	—	০
সুইডেন	—	—	০

ইউরোপে প্রচলিত সমসাময়িক পয়েন্ট গণনার পদ্ধতি গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রথম স্থান—২ পয়েন্ট, দ্বিতীয় স্থান—১ পয়েন্ট।

প্রথম অলিম্পিয়াডের ক্রীড়াসূচীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের বিজয় তালিকা

যোগদানকারী দেশের সংখ্যা—১৩
যোগদানকারী প্রতিযোগীর সংখ্যা—২৮৫

	অ্যাথলেটিকস্	সুটিং	অসি-সঞ্চালন কৌশল	সন্তরণ	টেনিস	সাইকেলিং	কুস্তি	জিমন্যাস্টিক	মোট বিজয়
আমেরিকা	৯	২							১১
গ্রীস	১	৩	১			১		২	৮
জার্মানী					½		১	৫	৬½
ফ্রান্স			১			৪			৫
গ্রেট বৃটেন	১				১½				২½
অস্ট্রেলিয়া	২								২
অস্ট্রিয়া				১		১			২
হাংগেরী				২					২
ডেনমার্ক	১								১
সুইজারল্যান্ড								১	১

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

প্রথম অলিম্পিকের প্রস্তুতি পর্ব

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির নির্দেশানুযায়ী প্রথম প্রতিযোগিতা এথেন্সে অনুষ্ঠিত হইবে—এ সংবাদ পৌঁছিবামাত্র সমগ্র গ্রীসে অভূতপূর্ব উৎসাহের সঞ্চার হয়। জাপ্পাস ভ্রাতৃবর্গ ও গ্রীক গভর্ণমেন্টের প্রচেষ্টায়, পূর্বে দুইটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলেও এবার যাহাতে সফল হইতে পারে তাহার জন্য প্রত্যেক গ্রীক নাগরিক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন।

কিন্তু প্রথম আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কংগ্রেসের এ প্রস্তাব গ্রীক গভর্ণমেন্টের মধ্যে যথাযোগ্য সাড়া জাগাইতে সক্ষম হয় নাই। স্বল্পায়তন গ্রীসের পক্ষে এ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য বিপুল অর্থব্যয় অসম্ভব ধরিয়া লইয়া প্রথমতঃ এ বিষয়ে সরকার আদৌ মাথা ঘামাইতে রাজী হন নাই। রাজনীতিজ্ঞদের মনে এ প্রস্তাব এতই ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল যে তাঁহারা অন্য কোন রাষ্ট্রে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করার জন্য ব্যারণ কুবার্তাকে অনুরোধ জানান।

ব্যারণ কুবার্তা কিন্তু মোটেই নিরুৎসাহ হন নাই। তিনি যুবরাজ কনস্টানটাইনের সহিত আলোচনা করিয়া তাঁহাকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করেন এবং সংগে সংগে ক্রীড়া ব্যবস্থার জন্য গ্রীসের প্রথম আন্তর্জাতিক অলিম্পিক ক্রীড়া সংগঠনেও মনোনিবেশ করেন। যুবরাজ কনস্টানটাইনকে সম্মানীয় সভাপতি, এবং তাঁহার পুরাতন বন্ধু মঁসিয়ে ভাইকেলাসকে সভাপতি, এথেন্সের ভূতপূর্ব মেয়র টিমোলিন জে. ফিলেম্যানকে সেক্রেটারী এবং এম. সি. মেনোসকে ক্রীড়া ব্যবস্থার ডাইরেক্টার করিয়া একটি পরিচালক সমিতি গঠিত হইল। ইহা ব্যতীত অর্থসংস্থানের জন্য তিনি এথেন্সের বারোজন প্রতিষ্ঠাবান নাগরিককে লইয়া একটি কমিটি গঠন করিলেন। এই কমিটির প্রচেষ্টায় তিন লক্ষাধিক টাকা সংগৃহীত হইল। ইহার অধিকাংশই জাপ্পাস বংশীয়েরা প্রদান করেন। গ্রীক গভর্ণমেণ্ট প্রথম আন্তর্জাতিক অলিম্পিক প্রতিযোগিতা সফল করিবার জন্য প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা প্রদান করিলেন এবং এই অনুষ্ঠানের স্মারণিকী হিসাবে আটটি ডাক টিকিটের প্রবর্তন করিলেন।

কিন্তু অন্যান্য ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলেও স্টেডিয়ামের জন্য গ্রীক অলিম্পিক কমিটির রীতিমত সমস্যায় পড়িতে হইল। গ্রীসের গৌরবময় অতীত যুগের নির্মিত কতকগুলি স্টেডিয়াম এথেন্সের চতুষ্পার্শ্বে থাকিলেও ইহার কোনটিই ব্যবহারযোগ্য ছিল না। ফলে গ্রীক অলিম্পিক কমিটি পুনরায় স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন করিলেন।

এই আবেদনে সাড়া দিয়া আলেকজান্দ্রিয়া নিবাসী জর্জ এভেরফ্ নামক একজন ধনী ব্যবসায়ী এথেন্সের উপকণ্ঠস্থিত ৩৩০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে নির্মিত হেরোডিসের স্টেডিয়াম পুনর্নির্মাণের জন্য দশ লক্ষ ড্রাকমা দান করিলেন।

এথেন্সের গৌরবময় যুগের অন্যতম ভাগ্যবিধাতা পেরিক্লিশ এই স্টেডিয়াম নির্মাণ করাইয়াছিলেন।*

নানা বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইলেও ব্যারণ কুবার্তা ও আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভ্যগণ এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা যে বিফল হয় নাই অলিম্পিক অনুষ্ঠানের অদ্ভুত জনপ্রিয়তাই তাহার প্রমাণ।

উদ্বোধন অনুষ্ঠান

উদ্বোধনের তারিখ ঠিক হইল ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল। এই দিনটি ছিল তুরস্ক সাম্রাজ্য হইতে গ্রীসের বন্ধন মুক্তির পঞ্চসপ্ততিতম বার্ষিকী দিবস।

পূর্বদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু উদ্বোধন অনুষ্ঠানের দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলেও বৃষ্টিপাত হয় নাই। অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করিয়া প্রাতে গীর্জায় ও অন্যান্য ধর্মস্থানে প্রার্থনা করা হয়। অতঃপর এথেন্সের বিভিন্ন সমিতি কুচকাওয়াজ ইত্যাদি প্রদর্শন করে ও স্টেডিয়ামের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত জর্জ এভেরফের মূর্তির সম্মুখে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে।**

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা দর্শনের জন্য জনসাধারণের মধ্যে এরূপ উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল যে রাস্তায় রাস্তায় স্টেডিয়ামের টিকিট উচ্চমূল্যে বিক্রয় হয়। নিকটবর্তী পাহাড়-পর্বত উৎসাহী দর্শকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

বেলা তিনটায় গ্রীসের রাজা ও রানী রাজ-পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ-সমভিব্যহারে স্টেডিয়ামে প্রবেশ করেন। এথেন্সে অবস্থিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজপ্রতিনিধি, সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আধুনিক যুগের অলিম্পিকের উদ্যোক্তা হিসাবে ফ্রান্স, রাশিয়া, আমেরিকা, জার্মানী, সুইডেন, ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, হাঙ্গেরী, বোহেমিয়া, ইটালী, বেল-জিয়াম ও স্পেনের পতাকা সুসজ্জিত স্টেডিয়ামের চতুষ্পার্শ্বে স্থাপন করা হইয়াছিল।

বিশেষভাবে রচিত সুমধুর সমবেত যন্ত্রসংগীতে "অলিম্পিক গীতিকাব্য" গীত হইবার পর রাজা জর্জ "আমি এতদ্বারা প্রথম অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতি-যোগিতার উদ্বোধন ঘোষণা করিতেছি" এই কয়েকটি কথায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আধুনিক পর্যায়ের সূচনা করেন।

* Andre Senay et Robert Hervet: *Monsieur de Coubertin*, p. 27. মতান্তরে লাইকারগাসকেও কোন কোন লেখক এই স্টেডিয়ামের নির্মাতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। Through the munificence of a Greek merchant M. Averoff, a superb new building was erected on the ancient stadium of Lycurgus...—D. G. A. Lowe & A. E. Porritt: *Athletics* p. 37.

** Culminating in a dedication ceremony before the statue of George Averoff through whose generosity the stadium was made available....—Alexander M. Wayand: *The Olympic Pageant*, p. 8.

প্রথম অলিম্পিকের প্রতিযোগীর সংখ্যা সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধানের পরও সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই। তবে কয়েকজন বিশেষজ্ঞের মতে এই সংখ্যা ২৮৫ হইতে ৩০০ মধ্যে। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির মতে এই সংখ্যা ২৮৫।*

---

* (i) Dr. Fritz Wasner: *Olympia Lexikon—294*, p. 27.

(ii) John V. Grombach: *Olympic Cavalc.de of Sports, 484*, p. 171.

(iii) Redigee par le Dr. Ferenc Mezo: *Livre D'or Des Champions Olympiques Hongrois*, p. 117. Femes Nil, Hommes, 285, p. 117. [মহিলা ×, পুরুষ ২৮৫। মূল হাঙ্গেরিয়ান পুস্তক হইতে অনূদিত।]

(iv) Alexander M. Weyand: *The Olympic Pageant, 350.*

(v) J. Kieran & A. Daley: *The History of Olympic Games, nearly 260*, p. 29.

(vi) F. G. Menke: *The Encyclopedia of Sports*, p. 699.

(vii) Andre Senay et Robert Hervet: *Monsier De Coubertin*, p. 178. ১৩টি রাষ্ট্র হইতে ৪৮৪ জন প্রতিযোগী যোগদান করে। [মূল ফরাসী পুস্তক হইতে অনূদিত]

(viii) *Bulletin D' Information, Comite Olympique Egyptien, 285*, Vol. I, p. 22.

(ix) *Souvenir of Golden Jubilee of the British Olympic Association, 285* competitors—13 Nations, p. 11.

(x) *60 Jahre Olympische Spiele*, Vom. Osterreichischen Olympische Comite: এথেন্সে অনুষ্ঠিত ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম অলিম্পিয়াডে ১৩টি রাষ্ট্র হইতে মোট ২৮৫ জন প্রতিযোগী যোগদান করে, [মূল অস্ট্রিয়ান পুস্তক হইতে অনূদিত] p. 19.

(xi) De XIV Olympiske Sommerleker, London—1948: Utgiver: *Norges Idrettsforbund*, p. 279. ১৩টি রাষ্ট্র ও যোগদানকারী প্রতিযোগীর সংখ্যা ২৮৫। [মূল নরওয়েজিয়ান পুস্তক হইতে অনূদিত]

প্রথম কয়েকটি অলিম্পিক প্রতিযোগিতার সঠিক ইতিহাস পাওয়া দুষ্কর। তাই বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। অনেক লেখক আবার প্রদর্শনী ক্রীড়ার জন্য আগত এ্যাথলেটদের অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদানকারীদের সংখ্যা ধরেন নাই। অপ্রয়োজনীয় বোধে অন্যান্য লেখকদের প্রদত্ত সংখ্যা আর উল্লেখ করিলাম না। তবে অধিকাংশ লেখকই এই সংখ্যাকে ২৮৫ হইতে ৩০০-র মধ্যে বলিয়া অনুমান করেন (লেখক)। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির মতে এই সংখ্যা [প্রদর্শনী ক্রীড়ায় যোগদানকারী এ্যাথলেটের সংখ্যা ধরিয়া] ২৮৫। *The Olympic Games:* Published by International Olympic Committee, 1958, p. 66.

এ্যাথলেকটিস্

উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। ক্রীড়াসূচীর প্রথম বিষয় ছিল ১০০ মিটার দৌড়ের হিট। আমেরিকার এফ. এ. লেন এই হিটে জয়ী হইয়া অলিম্পিকে হিটের বিজয়লাভ করেন। অবশ্য হিটে বিজয়লাভ করায় তাঁহার এ বিজয় অলিম্পিকের প্রথম বিজয়ের সম্মান দাবি করিতে পারে না।

প্রতিযোগিতায় ১০০, ৪০০, ৮০০ ও ১৫০০ মিটার দৌড়, ১১০ মিটার হার্ডল রেস, পোলভল্ট, উচ্চ ও দীর্ঘ লম্ফন, হপ স্টেপ এন্ড জাম্প, গোলা ও ডিসকাস্ ছোড়া এবং ম্যারাথন রেস ক্রীড়া তালিকাভুক্ত ছিল।

আমেরিকা হইতে একটি বে-সরকারী দল ইহাতে যোগদান করে। রবার্ট গ্যারেট নামক প্রিন্সটনের একজন ছাত্র এ ব্যাপারে প্রথম উদ্যোগী হন। তিনি তাঁহার তিনজন এ্যাথলেট বন্ধুকে প্রয়োজনীয় সমস্ত অর্থ সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়া তাঁহার সহিত এথেন্সে প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে রাজী করান। এইরূপে রবার্ট গ্যারেটের প্রচেষ্টায় পৃথিবীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী আমেরিকান অলিম্পিক দলের সৃষ্টি হয়। এই বে-সরকারী দলটি 'প্রিন্সটন দল' নামে খ্যাত।

বোস্টন এ্যাথলেটিক এসোসিয়েশনের রবার্ট গ্যারেটের এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানান ও সহায়তার জন্য অগ্রসর হন। প্রয়োজনীয় অর্থাদি সংগ্রহের পর চূড়ান্তভাবে প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য জেমস্ কনোলী, জন এবং সামনার পেন, টমাস কার্টিস, টমাস বার্ক, এলার ক্লার্ক, উইলিয়ম হোয়েট, আর্থার ব্লেক এবং প্রিন্সটন দলের রবার্ট গ্যারেট, ফ্রান্সিস এলেন, হার্বার্ট জেমিসন ও আলবার্ট টেলর মনোনীত হন।

পরবর্তী যুগে গল্প লেখক হিসাবে বিখ্যাত জেমস্ কনোলী সে সময় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। প্রতিযোগিতায় যোগদানের নিমিত্ত তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি প্রার্থনা করেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য প্রস্তুত হইলেন। পরবর্তী কালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠের জন্য অনুরুদ্ধ হইবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি কখনও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্পণ করেন নাই।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, বর্তমান যুগের অলিম্পিকের এ্যাথলেটিক্সে প্রথমে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত জেমস্ কনোলীর ন্যায় সন্তরণে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত প্রথম সাঁতারু আলফ্রেড হ্যাজেস্ও বুদাপেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট হইতেও ঠিক একই রকম আচরণ লাভ করেন।*

অলিম্পিক হইতে ফিরিয়া যাইয়া ক্লার্ক "একজন এ্যাথলেটের স্মৃতি" নামক একটি পুস্তক লেখেন। এই পুস্তকে তিনি আমেরিকার অভিযাত্রীদলের কষ্টকর অভিজ্ঞতার সুন্দর বর্ণনা দেন। তাঁহার বর্ণনানুযায়ী ২০শে মার্চ যাত্রা করিয়া বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাঁহারা ১লা এপ্রিল নেপল্সে পৌঁছেন। নেপল্সে তাঁহারা জানিতে পারেন প্রতিযোগিতা আরম্ভের মাত্র আর পাঁচ দিন বাকী। (প্রতিযোগিতা গ্রীক বর্ষপঞ্জী অনুযায়ী স্থিরীকৃত হইয়াছিল। আমেরিকান বর্ষপঞ্জী অনুযায়ী তখনও ১১ দিন বাকী থাকিবার

* Gorgy Szepesi & Laozlo Lukaes: *Twentifive Hungarian Sportsman Relate*, p. 85.

হওয়ায় গ্রীকজাতির ক্ষোভ ও হিংসাদ্বেষ ফুটিয়া উঠিতে থাকে ও তাহা ক্রমে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে বিদ্বেষে পরিণত হয়। কিন্তু স্পিরিডন লোয়েসের অপূর্ব বিজয়ে সমগ্র গ্রীকজাতি আত্মহারা হইয়া পড়ে ও যখন গ্রীসের যুবরাজ ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্পিরিডন লোয়েসকে কাঁধে করিয়া রাজকীয় উপবেশনাগারে ব্রেয়াল স্মারক গ্রহণের জন্য বহিয়া লইয়া যান তখন গ্রীকজাতির ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ, হিংসাদ্বেষ ও বিরুদ্ধ মনোভাব ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া যায়। স্পিরিডন লোয়েসও এজন্য গ্রীকজাতির নিকট হইতে এত উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অন্যান্য ক্রীড়া

অলিম্পিকে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য ক্রীড়াসূচীর ন্যায় অসি সঞ্চালন কৌশলের উপর প্রথম অলিম্পিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল। ব্যারণ কুবার্তা নিজেও এ বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন।

মাত্র তিনটি বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং ফ্রান্সের সে যুগের অসি-সঞ্চালক গ্রাভলতই ফয়েল এবং ইপি উভয় বিষয়েই বিজয়লাভ করিয়া অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন এবং সেবারে গ্রীসের জি. জর্জিয়াডিস্ বিজয় লাভ করেন।

জিমন্যাষ্টিকে আটটি বিষয়ের প্রতিযোগিতায় মোট ছয়টি দেশের প্রতিযোগীদল যোগদান করে। লং হর্স, হোরাইজেন্টলবার, প্যারালালবার ও দলগত হোরাইজেন্টলবার ও প্যারালালবারে বিজয়লাভ করিয়া জার্মানী অশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে ও বেসরকারী পয়েন্ট গণনায় প্রথম স্থান অধিকার করে। সুইজারল্যান্ডের জাট্রার তাঁহার অপূর্ব নৈপুণ্যের জন্য জনসাধারণের বিপুল অভিনন্দন লাভ করেন. তিনি সাইডহর্সেও বিজয়লাভ করেন।

শুটিং-এ আটটি দেশের ক্রীড়াবিদগণ অংশ গ্রহণ করেন। মোট চারিটি বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ও প্রধানতঃ গ্রীক ও আমেরিকান এ্যাথলেটদের মধ্যেই প্রতিযোগিতা নিবদ্ধ থাকে। যে কোন বোরের রাইফেল প্রতিযোগিতায় গ্রীসের অরফানিডিস্ ও ফ্যারাঙ্গুইডিস্ ৩০ মিটার দূরত্বে যে কোন বোরের রিভলবার প্রতিযোগিতায় আমেরিকার সামরিক বিভাগের এস. পাইন ও ডেনমার্কের ডেনসন; ২৫ মিটার দূরত্বে স্বয়ংক্রিয় পিস্তল ছোড়া প্রতিযোগিতায় গ্রীসের ফ্যারাঙ্গুইডিস্ ও অরফানিডিস্ যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন।

২৫ মিটার দূরত্বে রিভলবার ছোড়া প্রতিযোগিতায় পাইন ভ্রাতৃদ্বয়—জে. পাইন ও এস. পাইন যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন।

সন্তরণে বেসরকারী পয়েন্ট গণনায় হাঙ্গেরী প্রথম স্থান লাভ করে। ঠিক কোন্ কোন্ বিষয় ক্রীড়াসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহার কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। ডাঃ ফ্রিজ ওয়াজনারের মতে ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল, ৫০০ মিটার ফ্রিস্টাইল, ১৫০০ মিটার ফ্রিস্টাইল ও কেবলমাত্র নাবিকদের জন্য ১০০ মিটারের সাঁতার প্রতিযোগিতা এই অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।*

* Dr. Fritz Wasner : *Olympia Lexikon*, pp. 78-95.

১০০ ও ১২০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে হাঙ্গেরীর আলফ্রেড হ্যাজোস বিজয়লাভ করিয়া বর্তমান যুগের অলিম্পিকের সন্তরণে প্রথম বিজয়ের গৌরবলাভ করেন। ৫০০ মিটারে অস্ট্রিয়ার নিউম্যান ও নাবিকদের জন্য প্রতিযোগিতায় গ্রীসের ম্যালিওকিনিস সাফল্যলাভ করেন। গ্রীসের প্যাপনস্ ও করিফাস্ ৫০০ মিটারে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

বর্তমান যুগের অলিম্পিকের প্রথম বিজয়ী সাঁতারু আলফ্রেড হ্যাজোসের সাঁতারু হিসাবে বিখ্যাত হইবার মূলে একটি শোচনীয় দুর্ঘটনা জড়িত আছে। তাঁহার বয়স যখন মাত্র ১৩ বৎসর তখন তাঁহার পিতা দানিয়ুব নদীতে ডুবিয়া মারা যান। এই শোচনীয় দুর্ঘটনা তাঁহাকে নিমজ্জমান অন্যান্য ব্যক্তিদের রক্ষার্থে সাঁতারু হইবার পক্ষে প্রেরণা যোগায়। ক্রমাগত অনুশীলনে তিনি শীঘ্রই একজন শ্রেষ্ঠ সাঁতারু হইয়া উঠেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে তিনি ইউরোপ চ্যাম্পিয়নশিপে বিজয়লাভ করেন। ১৮ বৎসর বয়সে তিনি অলিম্পিকের দুইটি স্বর্ণপদক প্রাপ্তির গৌরবে গৌরবান্বিত হন।

আলফ্রেড হ্যাজোস যে কেবলমাত্র সাঁতারু হিসাবেই অলিম্পিকের ইতিহাসে তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে রেখায়িত করিয়াছেন তাহা নহে, বুদ্ধিজীবী হিসাবেও তিনি অলিম্পিকের "চারুশিল্পকলা" প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করেন। প্যারীতে অনুষ্ঠিত অষ্টম অলিম্পিকে স্থাপত্যবিদ্যায় একটি "আদর্শ ক্রীড়াক্ষেত্রে'র পরিকল্পনার জন্য তাঁহাকে দ্বিতীয় পুরস্কার অর্পণ করা হয়। প্রথম পুরস্কার বিতরণ করা হয় নাই। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে অলিম্পিক আন্দোলনে তাঁহার মূল্যবান অবদানের জন্য আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি কর্তৃক তাঁহাকে "অলিম্পিক ডিপ্লোমা" প্রদান করা হয়। বর্তমান যুগের অলিম্পিকে একমাত্র হ্যাজোসেরই "এ্যাথলেট" ও "বুদ্ধিজীবী" উভয় হিসাবেই অলিম্পিকের ইতিহাসে স্মরণীয় হইবার সৌভাগ্য হইয়াছে। মার্গারেট দ্বীপে অবস্থিত হাঙ্গেরীর বিশ্ববিখ্যাত "ন্যাশনাল স্পোর্ট সুইমিং পুল" তাঁহারই পরিকল্পনায় নির্মিত। এই "পুলের" সাঁতারু এবং ওয়াটার পোলো খেলোয়াড়রাই হাঙ্গেরীকে অলিম্পিকের এবং ক্রীড়া জগতের ইতিহাসে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

ভারোত্তোলনে মাত্র দুইটি বিষয় কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। দুই হাতে উত্তোলনে ডেনমার্কের ভি. জেনসন এবং গ্রেট ব্রিটেনের এল. ইলিয়ট, একহাতে উত্তোলনে এল. ইলিয়ট ও ভি. জেনসন যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। এই সময় ভারোত্তোলন এ্যাথলেটিক্সের সামিল বলিয়াই গণ্য করা হইত ও ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা স্টেডিয়ামেই অনুষ্ঠিত হইত। এই প্রতিযোগিতায় একটি ঘটনায় দর্শকবৃন্দের আনন্দ বর্ধন করে। ছয় ফুট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা রাজকুমার জর্জ ভারোত্তোলনের একজন বিচারক ছিলেন। শক্তিধর হিসাবে তাঁহার সুনামও ছিল। প্রতিযোগিতার পর মাঠ অবিলম্বে পরিষ্কারের জন্য একজন ভৃত্যের উপর আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। ওজন অত্যধিক হওয়ায় তাহার পক্ষে উহা অপসারণ দুঃসাধ্য হয়। রাজকুমার জর্জ ইহা দেখিয়া মাঠে প্রবেশ করেন ও সমস্ত ওজন লইয়া অবলীলাক্রমে মাঠের বাহিরে নিক্ষেপ করেন। কুস্তিতে জার্মানী কোন বিষয়ে প্রথম না হইলেও বেসরকারী পয়েন্ট গণনায় প্রথম স্থান লাভ করে। ডেনমার্কের জে. জেনসন হেভিওয়েটে ও ফিনল্যান্ডের ডব্লু. উইকম্যান মিডল্‌ওয়েটে সাফল্য লাভ করেন।

ফরাসী এ্যাথলেটদের প্রচেস্টায় প্রথম অলিম্পিয়াডে সাইক্লিং অলিম্পিক প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত হয়। এথেন্সের উপকণ্ঠে এক বিশেষভাবে নির্মিত ভেলোড্রোমে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তিনজন গ্রীকসহ মাত্র ১০ জন প্রতিযোগী ইহাতে অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিযোগিতার প্রথম বিষয় ১০০ কিলোমিটার রেসে সহজেই ফরাসী ক্রীড়াবিদ ফ্লামাঁ বিজয়লাভ করেন। তাঁহার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রীসের কোলেই-টিস ২১ ল্যাপ পশ্চাতে ছিলেন। দুই কিলোমিটার রেসে মাত্র চারজন প্রতি-যোগী ছিলেন। ছয় ল্যাপের এই প্রতিযোগিতায় সহজেই ফ্রান্সের এমিল মাস' বিজয় লাভ করেন। ১০০০ মিটার স্ক্র্যাচ রেসেও এমিল মাস' তাঁহার সম্মান অক্ষুন্ন রাখেন। গ্রীসের নিকোলোপোলাস ও ফ্রান্সের ফ্লামাঁ যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ১০০০ মিটার স্ট্যান্ডিং স্টার্টেও এমিল মাস' ও নিকোলোপোলাস যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। ১২ ঘণ্টা রেসে অস্ট্রিয়ার ফেলিক্স শ্‌্‌মল ৩১৪·৯৯৬,৯২ মিটার অতিক্রম করিয়া বিজয় লাভ করেন। গ্রেট ব্রিটেনের এফ. কিপলিং দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন।

"রোড রেস"* এথেন্স-কোর্থিসিয়া রোডের প্রথম মাইল স্টোন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রসিদ্ধ ম্যারাথনের প্রান্তরের চল্লিশ কিলোমিটার "মাইল স্টোন" পর্যন্ত যাইয়া সেখানে প্রতীক্ষারত অফিসিয়ালদের নিকট পার্চমেন্ট কাগজে সহি করিয়া পুনরায় এথেন্স হইয়া ভেলোড্রোমে আসিয়া শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিতে হইবে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই দূরত্ব ছিল মোট ৮৭ কিলো-মিটার। গ্রীসের কনস্ট্যান্টিনাইডিস্ ম্যারাথনে প্রথম উপস্থিত হইয়া পার্চমেন্টে তাঁহার সহি করে ও এথেন্সের পথে যাত্রা আরম্ভ করেন। কিন্তু পথিমধ্যে তাঁহার সাইকেলে যান্ত্রিক গোলযোগ আরম্ভ হয় ও ইংলন্ডের ব্যাটেল তাঁহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রগামী হন। পরাজয় নিশ্চিত জানিয়াও কনস্ট্যান্টি-নাইডিস্ স্থির মস্তিষ্কে তাঁহার সাইকেল মেরামত করেন। এবং তীব্র গতিতে ধাবমান হইয়া ব্যাটেলকে পুনরায় পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রগামী হন। পথিমধ্যে তাঁহার সাইকেলের সহিত একটি গাড়ীর সংঘর্ষ হয় ও তিনি সাইকেল হইতে ছিটকাইয়া পড়িয়া যান। আহত হওয়া সত্ত্বেও তিনি পুনরায় যাত্রা শুরু করেন ও এত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও বিজয়লাভ করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করেন। স্পিরিডন লোয়েসের ন্যায় তাঁহারও নাম গ্রীসদেশ ও সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া পড়ে। জার্মানীর এ. গোয়েড্‌রিখ্ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

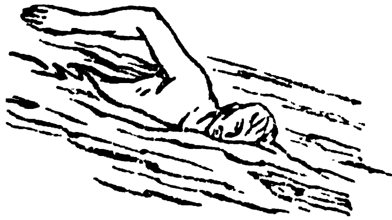
* Dr. Ferenc Mezo: *Les Jeux Olympiques Modernes*, p. 40.

এই প্রতিযোগিতাকে "ম্যারাথন সাইকেল রেস" এবং দূরত্ব ৮৭ কিলো-মিটার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

মুষ্টিযুদ্ধ প্রথম কার্যতালিকায় গ্রহণ করা হইবে স্থির হইলেও কেবলমাত্র বৃটিশ ও আমেরিকান প্রতিযোগী ভিন্ন অন্য কোন দেশের প্রতিযোগী এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ না দেখানোতে অবশেষে পরিত্যক্ত হয়। অশ্বারোহণ কলা-কৌশল প্রতিযোগিতায় গ্রীস ও ফ্রান্সের প্রচন্ড ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকিলেও উদ্যোক্তাগণের পক্ষে ব্যবস্থা করা সম্ভব না হওয়াতে ইহা পরিত্যক্ত হয়। নৌ-বাইচে বেসরকারীভাবে গ্রীক নৌ-বাহিনী এবং গ্রীক নৌ-বাহন সমিতিসমূহ অংশগ্রহণ করে কিন্তু ঝড়ের জন্য বাধ্য হইয়াই প্রদর্শনী বন্ধ করিয়া দিতে হয়।

প্রতিযোগিতা সমাপ্তির পর রাজা জর্জ সমবেত প্রতিযোগী ও ব্যবস্থাপক-দের এক ভোজসভায় আপ্যায়িত করেন। ব্যারণ কুবার্তা ঘোষণা করেন যে, ১৯০০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক অলিম্পিক প্যারী নগরীতে অনুষ্ঠিত হইবে ও প্রথম অলিম্পিকের সমস্ত ভুলত্রুটি সংশোধন করিয়া নিখুঁত করিয়া দ্বিতীয় অলিম্পিক পরিচালনার চেষ্টা করা হইবে।

এইভাবে নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত ফ্রান্সের এক যুবকের মনে দেশের দুঃখ-দুর্দশায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির সংগ্রামে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুনঃ প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার বাস্তব রূপ ১৫০০ বৎসর ব্যবধানে এথেন্সের প্রান্তরে সার্থকতা লাভ করিল।



দ্বিতীয় অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

প্যারী ১৯০০

মানব সভ্যতার ইতিহাসে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের স্রষ্টা হিসাবে স্মরণীয় হইয়া থাকুক।

—মিসেল ব্রেয়াল
ফ্রান্স

দ্বিতীয় অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

[প্যারী—১৯০০]

এ্যাথলেটিকস্

যোগদানকারী দেশের সংখ্যা— ১৫

প্রতিযোগীর সংখ্যা—১২১

	প্রথম স্থান	দ্বিতীয় স্থান	তৃতীয় স্থান	পয়েন্ট
আমেরিকা	১৮	১৩	১১	১৪০
গ্রেট বৃটেন	৪	৩	২	৩১
ফ্রান্স	১	৪	৩	২০
হাঙ্গেরী	১	০	১	৬
ভারতবর্ষ	০	২	০	৬
নরওয়ে	০	১	১	৪

সমসাময়িক ফরাসী পদ্ধতি অনুযায়ী পয়েন্ট গণনা করা হইয়াছে। প্রথম স্থান—৫ পয়েন্ট, দ্বিতীয় স্থান—৩ পয়েন্ট, তৃতীয় স্থান—১ পয়েন্ট।

দ্বিতীয় অলিম্পিয়াডের ক্রীড়াসূচীর অন্তর্ভুক্ত
বিভিন্ন বিষয়ের বিজয় তালিকা

যোগদানকারী রাষ্ট্রের সংখ্যা—২০

প্রতিযোগীর সংখ্যা—১০৬৬ (৬ জন মহিলা সহ)

ক্রীড়াসূচীতে অন্তর্ভুক্ত ক্রীড়ার সংখ্যা—১৪

বিভিন্ন বিষয়ে হিট ইত্যাদি লইয়া

মোট প্রতিযোগিতার সংখ্যা—৬০

	অ্যাথলেটিক্স	মল্লবিদ্যা	বাওলিং	ক্রিকেট	সাইক্লিং	অশ্ব-সঞ্চালন কৌশল	গল্ফ	জিমন্যাস্টিক্স	পোলো	রোয়িং	স্যুটিং	সন্তরণ	টেনিস	ইয়টিং	মোট বিজয়
ফ্রান্স	১	২	২	৩	১	২	—	১	—	১	৮	১	—	৬	২৮
আমেরিকা	১৮						২			১	১				২২
গ্রেট ব্রিটেন	৪								১			২	৪	২	১৩
সুইজারল্যান্ড											৬			১	৭
জার্মানী										১		২		২	৪
বেলজিয়াম											৩				৩
অস্ট্রেলিয়া											১	২			৩
হল্যান্ড										১	১				২
ডেনমার্ক											২				২
ক্যানাডা											১				১
কিউবা							১								১
হাঙ্গেরী	১														১

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

দ্বিতীয় অলিম্পিক কংগ্রেস

প্রথম অলিম্পিক শেষ হইবার পর অলিম্পিক সম্পর্কে গ্রীকজাতির ভ্রান্ত জাতীয়তাবাদ পুনরায় মাথাচাড়া দিয়া উঠে। গ্রীকদের যুক্তি অনুযায়ী অলিম্পিকের জন্ম গ্রীসদেশে এবং ইহা একাদিক্রমে সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া সুনামের সহিত পরিচালিত হইয়াছে। সুতরাং অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা যখন গ্রীকদের প্রচেষ্টায় পুনরায় আরম্ভ করা হইয়াছে তখন প্রাচীন গ্রীসের অনুষ্ঠানের ন্যায় ইহা কেন গ্রীসদেশেই পরিচালিত হইবে না? ইহা ব্যতীত প্রথম অলিম্পিক অনুষ্ঠান পুনরায় আরম্ভের জন্য গ্রীক গভর্ণমেন্ট প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক টাকা এবং জর্জ এ্যাভেরফ্ সতেরো লক্ষাধিক টাকা প্রদান করিয়াছেন। জাম্পাস ভ্রাতৃবর্গ অলিম্পিক অনুষ্ঠানের জন্য অগণিত টাকা ব্যয় করিয়াছেন। সুতরাং কোন্ যুক্তিতে অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান গ্রীসদেশের বাহিরে হইবে? গ্রীসের রাজা জর্জের অভিমতে—"সমগ্র বিশ্বে শান্তি আন্দোলনের জন্য এবং যুব সমাজকে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য সৃষ্ট এই অলিম্পিক আন্দোলন চিরস্থায়ী হোক এবং পৌরাণিক যুগখ্যাত পুণ্যভূমি হেল্লাস সমগ্র বিশ্বের ক্রীড়া প্রতিযোগীদের মিলনস্থানরূপে নির্দিষ্ট হোক।" রাজা জর্জ কর্তৃক প্রথম অলিম্পিকের ক্রীড়া প্রতিযোগী, পরিচালক ও ব্যবস্থাপকদের সম্মানে প্রদত্ত এক ভোজসভায় অনেক রাষ্ট্রের প্রতিনিধি "গ্রীসই অলিম্পিক প্রতিযোগিতার জন্য স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট হউক" এই মর্মে প্রচারিত একটি আবেদনে স্বাক্ষর করেন। বর্তমান যুগের বিশ্বের ক্রীড়াজগতের অন্যতম অগ্রণী রাষ্ট্র আমেরিকার প্রতিনিধিও ব্যারণ কুবার্তা প্রবর্তিত অলিম্পিক আন্দোলন এবং আদর্শের বি[illegible]ধাচারণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু ব্যারণ কুবার্তা এত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান আন্তর্জাতিক ভি[illegible]ত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। প্রথম অলিম্পিক অনুষ্ঠানের পরই তিনি আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির প্রথম গ্রীক সভাপতি ডিমিট্রিয়াস ভাইকেলাসের নিকট হইতে কর্মভার বুঝিয়া লন এবং লা হ্যাভার-এ অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কংগ্রেসে পুনরায় অলিম্পিকের পূর্বঘোষিত আদর্শ প্রচার করেন। সরকারীভাবে ফ্রান্স, রাশিয়া ও হাংগেরী এবং বেসরকারীভাবে সুইডেন, আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, ইটালী এবং জার্মানী এই কংগ্রেসে প্রতিনিধি প্রেরণ ক[illegible]। প্রধানতঃ শারীরচর্চা ও গার্হস্থ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা হইলেও এই কংগ্রেস ভবিষ্যতের অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য একটি সুচিন্তিত ব্যবস্থাপনা ও ক্রীড়াসূচীর পরিকল্পনা সভায় পেশ করা হয়। বিস্তৃত আলোচনার পর উহা গৃহীত হয়।

দ্বিতীয় অলিম্পিকের স্থান সম্বন্ধে আলোচনার পর প্যারীতে অনুষ্ঠিত হইবার সিদ্ধান্ত বহাল থাকে এবং প্রাচীনকালে মিশর, ভারতবর্ষ, গ্রীস ও রোমে প্রচলিত ক্রীড়া, মধ্যযুগীয় ক্রীড়া ও বর্তমান যুগে প্রচলিত ক্রীড়ার ইতিহাসের তিনটি সুনির্দিষ্ট বিভাগ হইতে বাছিয়া লইয়া একটি সুপরিকল্পিত ক্রীড়াসূচী নির্দিষ্ট করা হয়।

কিন্তু গ্রীস আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কংগ্রেসের এ সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানায় ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার স্থান যাহাতে গ্রীসদেশেই নিবদ্ধ থাকে তাহার জন্য তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করে। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবের পরিপন্থী হইলেও এ আন্দোলন এমনই শক্তিলাভ করিয়াছিল যে, ব্যারণ কুবার্তার তীব্র আপত্তি ও আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও মনে হইতেছিল যে দ্বিতীয় অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গ্রীসদেশেই হইবে। কিন্তু গ্রীস এ সময়ে পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায় তাহাদের পক্ষে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায় ও পূর্ব-প্রস্তাব অনুযায়ী প্যারীতে ক্রীড়ানুষ্ঠানের আর কোন বাধা থাকে না।

"একস্‌পজিসিয়' ইউনিভেরসেল্‌"

১৯০০তে প্যারীতে একটি "একস্‌পজিসিয়' ইউনিভেরসেল্‌"-এর (আন্তর্জাতিক শিল্প প্রদর্শনী) ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ প্রদর্শনীর আনুসঙ্গিক আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা হিসাবে একটি আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। একই সঙ্গে দুইটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হইলে বিভিন্ন বাধাব সম্মুখীন হইতে হইবে এবং সুপরিচালনা সম্ভব হইবে না বিধায় ব্যারণ কুবার্তা ও ফরাসী অলিম্পিক কমিটি একস্‌পজিসিয়' ইউনিভেরসেল্‌ কর্তৃপক্ষকেই অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ জানাইলেন। "একস্‌পজিসিয়' ইউনিভেরসেল্‌" কর্তৃপক্ষ নবতম এই অলিম্পিক আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণের জন্য সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হইয়া গেলেন।

কিন্তু "একস্‌পজিসিয়' ইউনিভেরসেল্‌"-এর কর্তৃপক্ষের আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকায় তাঁহারা স্বভাবতঃই ব্যবসায়বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া ইহাকে প্রদর্শনীর অঙ্গীভূত অন্যান্য বিষয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন। ফলে এ্যাথলেটিকস্‌ লঘু আমোদ-প্রমোদের মধ্যেই স্থান পাইল ও লঘু আমোদ-প্রমোদের সাংকেতিক নাম "পি ২১" নামেই পরিচিত হইল। সাঁতারের স্থান হইল নৌ-বাণিজ্যের সহিত, প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের সহিত সংযুক্ত হইল জিমন্যাষ্টিক ও অসি-সঞ্চালন কৌশল। অতএব বিজ্ঞ প্রদর্শনী প্রধানগণ সাইক্লিংকেও সংযুক্ত করিলেন শকট প্রদর্শনীর সহিত। স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় ব্যারণ কুবার্তা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার এ অব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া "একস্‌পজিসিয়' ইউনিভেরসেল্‌" কর্তৃপক্ষকে জানাইলেন—যদি অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় স্কেটিং-এর ব্যবস্থা থাকিত তাহা হইলে আপনারা নিশ্চয়ই উহাকে প্রদর্শনীর লৌহনির্মিত দ্রব্যাদির তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিতেন।

ব্যারণ কুবার্তার সহকর্মিগণ এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপারের জন্য ব্যারণের উপরও আস্থা হারাইয়া ফেলিতেছিলেন। ক্রমশঃ ইহা পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছিল যে ক্রীড়া ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকা সত্ত্বেও ক্রীড়া ব্যবস্থা প্রদর্শনীর কর্মকর্তাদের হাতেই ন্যস্ত। যদি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার নাম "অলিম্পিক" দেওয়া হয় এবং বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিযোগীদের আহ্বান করা যায় তাহা হইলে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার নামে এইরূপ ভাঁড়ামি মানিয়া লইবে না বলিয়া প্রায় প্রত্যেক সভাই ব্যারণ কুবার্তাকে পত্র দিতে আরম্ভ করিলেন।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পর্কে প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত সংযোগ স্থাপন করা হইলে আমেরিকা হইতে কর্ণেল হ্যামবার্জার ক্রীড়া ব্যবস্থা পরিদর্শনের জন্য প্যারীতে উপস্থিত হইলেন। ক্রীড়া ব্যবস্থার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তিনি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সুষ্ঠু পরিচালনের জন্য সমস্ত ভার আমেরিকার উপর ছাড়িয়া দিতে উপদেশ দেন। যাহাতে ফ্রান্সের সহিত অলিম্পিক কমিটি ও আমেরিকার বিবাদ আরম্ভ না হয় তাহার জন্য ব্যারণ কুবার্তা কর্ণেল হ্যামবার্জারকে আমেরিকায় ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দেন।

কিন্তু কর্ণেল হ্যামবার্জারের ক্রীড়া ব্যবস্থার মূল পরিকল্পনায় অসন্তোষ প্রকাশ ও ব্যারণ কুবার্তার এ বিষয়ে অনবরত প্রতিবাদে "একস্‌পজিসিয় ইউনিভেরসেল্"-এর কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের পরিকল্পনার গুরুতর গলদ সম্পর্কে অবহিত হইয়া ভিকঁত দ্য লা রশফুকোলের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করেন ও তাঁহাদের হাতে ক্রীড়া ব্যবস্থার সমস্ত ভার অর্পণ করেন। কিন্তু তাহাতেও ক্রীড়া ব্যবস্থার কোন উন্নতি না হওয়ায় ব্যারণ কুবার্তা আবার প্রতিবাদ জানাইলেন।

বারবার বাধা প্রাপ্ত হইয়া "একস্‌পজিসিয় ইউনিভেরসেল্"-এর কর্তৃপক্ষ এবার ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা ব্যারণকে জানাইয়া দিলেন "একস্‌পজিসিয় ইউনিভেরসেল্"-এর উদ্যোগে ক্রীড়া ব্যবস্থায় তাঁহারা ব্যারণের আর কোন কথা শুনিতে নারাজ। ব্যারণের অসুবিধা হইলে তিনি অলিম্পিক প্রতিযোগিতার জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা করিতে পারেন। ভিকঁত দ্য লা রশফুকোল পদত্যাগ করিলেন ও তাঁহার স্থলে দানিয়েল মেরিঈয়কে সভাপতি করিয়া পুনরায় একটি নূতন কমিটি গঠিত হইল। তিনিও অবশ্য ব্যারণ কুবার্তার পরিকল্পনা নাকচ করিয়া নিজের পছন্দ মত একটি পরিকল্পনা পেশ করিলেন। স্বদেশেই ব্যারণ কুবার্তার "আন্তর্জাতিক অলিম্পিকের" পরিকল্পনা বারবার বাধাপ্রাপ্ত হইতে লাগিল।

বিভিন্ন দে[illegible] প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে আমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হইল। অলিম্পিকের অপেশাদারিত্বের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া পুরস্কার হিসাবে নগদ অর্থ ও অন্যান্য যে সকল [illegible]ব্যাদি প্রদত্ত হইবে তাহার নগদ মূল্য ঘোষণা করা হইল।

কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্র হইতে সে সময় প্যারীতে আগত প্রতিনিধিদের মন্তব্যে প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষ অবাক বিস্ময়ে সচকিত হইয়া উঠিলেন। সিন্ডারট্র্যাকের পরিবর্তে ঘাসের উপর দৌড় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে শুনিয়া তাঁহারা এ ব্যবস্থাকে হাস্যকর বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। প্রতিযোগিতার অন্যান্য ব্যবস্থা সম্পর্কেও বিভিন্ন [illegible]ষ্ট্রের প্রতিনিধিগণের মন্তব্যে "একস্‌পজিসিয় ইউনিভেরসেল্"-এর কর্তৃপক্ষ নিজেদের গুরুতর ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত হইলেন। ফ্রান্সের সম্মান বাঁচাইবার জন্য তাঁহারা অবিলম্বে ব্যারণ কুবার্তাকে আহ্বান জানাইলেন। বারবার উপেক্ষা সত্ত্বেও ব্যারণ কুবার্তা হৃষ্টচিত্তে যোগদান করিলেন ও ক্রীড়া ব্যবস্থার সম্পাদক মনোনীত হইলেন। ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে শেষ মুহূর্তে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হিসাবে "একস্‌পজিসিয় ইউনিভেরসেল্" কর্তৃপক্ষ স্বীকার করিয়া লইলেন। কিন্তু সময়াভাবে এ সম্পর্কে ভালভাবে প্রচার না হওয়ায় যোগদানকারী রাষ্ট্র অথবা ফ্রান্সের জনসাধারণ শেষদিন সফলকাম প্রতিযোগীদের পদক বিতরণের পূর্ব পর্যন্ত কেহই এই

প্রতিযোগিতাকে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই।* *প্যারীর সমসাময়িক বিভিন্ন সংবাদপত্রও এ সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ দেয়।*

প্রতিযোগিতা সম্পর্কে পূর্বে বিশদ আলোচনা করিয়া কর্মসূচী নির্দিষ্ট হয় নাই। ইহা ব্যতীত উদ্যোক্তাগণের অব্যবস্থার ফলে এই অলিম্পিকে যতটা উন্নত মান আশা করা গিয়াছিল, ততটা মোটেই সম্ভব হয় নাই।

১৫ই জুলাই রবিবার প্রতিযোগিতার তারিখ ধার্য হওয়ায় আমেরিকান প্রতিযোগিগণ ধর্মীয় সংস্কারবশে যোগদানে অস্বীকৃতি জানাইয়া শনিবার প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিতে ব্যবস্থাপকগণকে অনুরোধ জানাইলেন। ১৪ই জুলাই ফরাসীদের জাতীয় উৎসব "বাস্তিল পতন" দিবস। সুতরাং ফ্রান্সে সেদিন কোন আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান আরম্ভ হইলে তাহা যথাযোগ্য মর্যাদা পাইবে না বলিয়া ফরাসীরা পুনরায় আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির নিকট আবেদন জানাইলেন। অবশেষে সমস্ত বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করিয়া পূর্ববর্তী অলিম্পিক অনুষ্ঠানে বিজয়ী আমেরিকান দলকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ১৪ই জুলাই শনিবার প্রতিযোগিতা আরম্ভের তারিখ ধার্য হইল।

এ্যাথলেটিকস্

প্রথম দিন ১০০ মিটার দৌড় ও ১১০ মিটার হার্ডল—এই দুইটি বিষয়ের ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। ১০০ মিটারে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী খ্যাতনামা এ্যাথলেট আর্থার ডাফের বিজয় সম্পর্কে সকলেই নিশ্চিত ছিলেন। প্রতিযোগিতা আরম্ভের সংকেতের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অগ্রবর্তী হন ও ৫০ মিটার সীমারেখা পর্যন্ত তাঁহার প্রাধান্য বজায় থাকে কিন্তু হঠাৎ মাংসপেশীতে সঙ্কোচনের ফলে পড়িয়া যান ও এ সুযোগে অপর আমেরিকান এ্যাথলেট এফ. জার্ভিস ১১·০ সেকেণ্ডে দৌড়াইয়া বিজয়লাভ করেন। আমেরিকান এ্যাথলেট জে. বি. ট্যাক্সবেরী দ্বিতীয়, অস্ট্রেলিয়ান এ্যাথলেট এস. রাওলে তৃতীয় ও ডাফে চতুর্থ স্থান লাভ করেন। ১১০ মিটার হার্ডেলে আমেরিকান এ্যাথলেট আলভিন ক্রায়েঞ্জেলিন সহজেই ১৫·৪ সেকেণ্ডে দৌড়াইয়া বিজয়লাভ করেন ও প্রথম অলিম্পিক হইতে ২·২ সেকেণ্ডে কম সময়ে দৌড়াইবার কৃতিত্ব লাভ করেন। অপর দুইজন আমেরিকান এ্যাথলেট টি. মেক্‌ক্রেইন ও মেলোনে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ভারতীয় এ্যাথলেট নর্মান প্রীচার্ড পঞ্চম স্থান লাভ করেন।

* (i) ... the competitors from the United States had no idea that they were competing in Olympic Games until they received their medals when the competition had finished. They thought they were just taking part in an international meet that was part and parcel of the Paris Exposition of that year. —John Kieran & Arthur Daley : *The Story of the Olympic Games*, p. 35.

(ii) The team members believed that they were competing in an international meet held in conjunction with the Paris Exposition of that year. Their first knowledge that they were Olympic Champions came when they were presented their medals. —Lyle Brown's *Sports Quiz*, pp. 176-77.

অলিম্পিকে ভারতীয় এ্যাথলেটের যোগদান এই প্রথম ও এই এ্যাথলেটের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এ্যাথলেটিক্‌সে ভারতের নাম অলিম্পিকের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে।* দুঃখের বিষয় তাঁহার সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু জানা যায় না। কোন কোন সংবাদপত্রে তিনি বাংলার এ্যাথলেট ও কলিকাতার রেঞ্জার্স ক্লাবের সভ্য ছিলেন বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এ সম্পর্কে কোন উল্লেখযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।** যাহা হউক, ১১০ মিটার হার্ডলস্‌ রেসের একটি হিটে দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়া তিনি ফাইন্যালে উঠেন। প্রতিযোগিতার ৯ জন ফরাসী ও আমেরিকান এ্যাথলেটের মধ্যে একমাত্র ভারতীয় প্রতিযোগী প্রীচার্ড পঞ্চম স্থান লাভ করেন। তিনি ২০০ মিটার দৌড় ও ২০০ মিটার হার্ডল্‌সে ভারতের পক্ষে দুইটি রৌপ্য পদক অর্জনের গৌরবলাভ করেন।† ভারতীয় অলিম্পিকের ইতিহাসে ভারতীয় দল প্রথম সপ্তম অলিম্পিকে যোগদান করে ইহা লিপিবদ্ধ থাকিলেও নর্মান প্রীচার্ডই একমাত্র ভারতীয় এ্যাথলেট যিনি দ্বিতীয় অলিম্পিয়াডেই যোগদান করেন‡ ও সে যুগের প্রবলপরাক্রান্ত আমেরিকান এ্যাথলেটদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ভারতের পক্ষে এ্যাথলেটিক্‌সের প্রথম ও শেষ পদক অর্জনের গৌরবলাভ করেন। ৬০ মিটার হার্ডলে কিন্তু তিনি সুবিধা করিতে পারেন নাই। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, প্রীচার্ডের সাফল্যের ইতিহাসের জন্য আমাদের অলিম্পিকের কর্তাদের অভারতীয় লেখকদের সহায়তা করিতে হইয়াছে যদিও তাহার সাফল্যের প্রমাণ ভারতীয় অলিম্পিক কমিটির সদর দপ্তরেই থাকা উচিত।§

* Fritz Wasner : *Olympia Lexikon.* pp. 24 & 28. Dr. Ferenc Mezo : *Les Jeux Olympiques Modernes*, pp. 45-46.

** রেঞ্জার্স ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ৭ই জুন, ১৯৫৮ তারিখের এক পত্রে আমাকে (লেখক) জানাইয়াছেন এ সম্বন্ধে তাঁহারা কোন খবর রাখেন না।

† (i) Fritz Wasner : *Olympia Lexikon.*

(ii) *Tra[illegible] and Field Olympic Records : Compiled by* Harold M. Abrahams, pp. 30, 60, & 111.

(iii) Alexander M. Weyand : *The Olympic Pageant.*

(iv) (a) In a close race in 200 metre Hardles he beat out N. G. Pritchard, Champion timber topper of India.—John Kieran and Arthur Daley : *The Story of the Olympic Games*, p. 44 and also p. 46.

‡ N. G. Pritchard who competed in Paris 1900 Games was INDIAN. লেখকের নিকট আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির চ্যান্সেলার মিঃ অটো মায়ারের [illegible] অক্টোবর, ১৯৫৮-এর পত্র হইতে উদ্ধৃত।

§ It was however found from a publication "*The Olympic Pageant*" by Alender M. Weyand [লেখকের নাম ভুলভাবে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, Alender নহে Alexander হইবে] New York—1952, that in the Second Olympic held in Paris in 1900, an Indian Athlete Mr. W. G. Pritchard (Norman Pritchard) secured the second position in (a) 200-Meters Dashr and (b) 200-Meters Hurdles race, thus securing 6 (six) points for India in truck and field events,

এইদিন দশটি বিষয়ের ফাইন্যালে অনুষ্ঠিত হয়, ইহার মধ্যে আমেরিকান এ্যাথলেটগণ আটটি বিষয়ে সাফল্যলাভ করেন। ডিসকাস্ নিক্ষেপে হাঙ্গেরীর বেউএর ও বোহেমিয়ার (চেকোস্লোভাকিয়া?) ফ্রান্টিসেক জানদা-সুক যথাক্রমে ৩৬·০৪ (১১৮ ফুঃ ৩ ইঃ) ও ৩৫·২৫ (১১৫ ফুঃ ৭½ ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন।* আমেরিকান এ্যাথলেট আর. শেল্ডন ও প্রথম অলিম্পিকে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী প্যারাস্কোভোপোলাস যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করেন। আর. শেল্ডন অবশ্য লৌহগোলক নিক্ষেপে ১৪·১০ মিটার (৪৬ ফুঃ ৩ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া বিজয়লাভ করেন। অপর আমেরিকান এ্যাথলেট জে. ম্যাকক্রেকেন দ্বিতীয় ও গ্যারেট ও প্যারাস্কোভোপোলাস যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

১৫০০ মিটার দৌড়ে গ্রেট বৃটেনের সি. বেনেট ৪:০৬·২ সেকেণ্ডে দৌড়াইয়া বিজয়লাভ করেন। এই সময়ের পরিমাণ প্রথম অলিম্পিকের সময় হইতে ০·২৭ সেকেণ্ড কম। ফরাসী এ্যাথলেট দেলোজ ও আমেরিকান এ্যাথলেট ব্রে

being bracketted with Hungary for the forth position in points. Mr. Pritchard was a Bengal Athlete and he helped to put India on the chart of Track and Field events: *Official Souvenir*: XX National Athletic Championships: Calcutta, p. 39.

[এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণের জন্য আমি (লেখক) দ্বিতীয় অলিম্পিয়াডের "অফিসিয়াল রিপোর্ট" সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি বা ফরাসী অলিম্পিক কমিটি কাহারও নিকট বর্তমানে দ্বিতীয় অলিম্পিয়াডের অফিসিয়াল রিপোর্ট নাই। যাহা হউক ফরাসী অলিম্পিক কমিটির সম্পাদক ডাঃ জ্যাঁ কার্ল তাঁহাদের নথিপত্র হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন:

Mr. G. N. Pritchard s'est classe 2 au metres plat at au 200 metres haies des Juex de Paris en 1900. Il termina 5 metres avant l 'americain TEWKSBURY.

মর্মার্থ: মিঃ জি. এন. প্রিচার্ড ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্যারীতে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ২০০ মিটার দৌড় ও ২০০ মিটার হার্ডল্ রেসে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তিনি আমেরিকান এ্যাথলেট ট্যাক্সবেরীকে ৫ মিটারের ব্যবধানে পরাজিত করেন।

ডাঃ জ্যাঁ কার্ল কিন্তু জি. এন. প্রীচার্ড বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। লেখকের নিকট ডাঃ জ্যাঁ কার্লের ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৫৮ তারিখের পত্রাংশ হইতে উদ্ধৃত।

বার্লিনের *Leichtathletik* (2nd Nov. 1954, p. 12)-এ W. G. Pritchard নামই ব্যবহার করিয়াছে। কিন্তু ইহা ঠিক নহে।]

*চেকোস্লোভাকিয়ার অলিম্পিক কমিটির সম্পাদক ডাঃ ফ্রাঙ্ক ক্রোটিল ৫ই আগস্ট আমাকে এক পত্রে জানাইয়াছেন যে, ফ্রান্টিসেক জানদা-সুক চেকোস্লোভাকিয়ান এ্যাথলেট; কিন্তু দ্বিতীয় অলিম্পিয়াডের সময় চেকোস্লোভাকিয়া বোহেমিয়ান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত থাকায় জানদা-সুকের বিজয় বোহেমিয়ান হিসাবে রেকর্ড করা আছে। কিন্তু চেকোস্লোভাকিয়ান অলিম্পিক কমিটির রিপোর্টের ১৫১২ পৃষ্ঠায় জানদা-সুককে চেকোস্লোভাকিয়ান এ্যাথলেট বলিয়া প্রদর্শন করা হইয়াছে। (লেখক)

যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ৬০ মিটার দৌড়ে ৪টি হিট হইতে চারজন ফাইন্যালে উঠেন। ভারতীয় এ্যাথলেট প্রীচার্ড কিন্তু হিটেই পরাজিত হইয়া অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ৭·০ সেকেণ্ডে দূরত্ব অতিক্রম করিয়া ক্রায়েঞ্জেলিন বিজয়লাভ করেন। জার্ভিস, রাওলে ও ট্যাক্সবেরী যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করেন। ৪০০ মিটার দৌড়েও আমেরিকার ম্যাক্সি লং সহজেই বিজয়লাভ করেন। অপর আমেরিকান প্রতিযোগী ডব্লু. হল্যান্ড ও ডেনমার্কের ই. স্কুলজ্‌ যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

ম্যাক্সি লং ৪০০ মিটার দৌড়ে তাঁহার নিজস্ব মতবাদের জন্য সে যুগে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার মত ছিল ৪০০ মিটার দৌড়ও স্প্রিন্টিং। তাঁহার নিজস্ব মতবাদের সমর্থনে তিনি ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর গটেনবার্গে একটি ৪০০ মিটার দৌড় প্রদর্শনীর আয়োজন করেন ও সে যুগের মধ্যদূরত্ব-বিশেষজ্ঞ ও এ্যাথলেটিক শিক্ষকদের আমন্ত্রণ করেন। সকলের সপ্রশংস দৃষ্টির সম্মুখে ৪৭ সেকেণ্ডে ৪০০ মিটার অতিক্রম করিয়া তিনি তাঁহার মত যে নির্ভুল তাহা প্রমাণ করেন। দীর্ঘ ২৮ বৎসর পর্যন্ত তাঁহার এ রেকর্ড অম্লান ছিল। অবশ্য আন্তর্জাতিক অপেশাদার এ্যাথলেটিক ফেডারেশন "এই রেকর্ড সত্যই

তৎকালে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা বর্তমান যুগের ন্যায় উৎকর্ষ লাভ নাই। হাতুড়ি ছোঁড়া প্রতিযোগিতার বিবরণ হইতে ইহার সত্যতা উপলব্ধি হইবে। নিক্ষেপের পূর্বে ঘুরাইবার সময় সমগ্র দর্শক ও অফিসিয়ালগণ প্রাণ-ভয়ে চতুর্দিকে ছুটিতে আরম্ভ করিতেন।

হপস্টেপ এন্ড জাম্পে মায়ার প্রিন্সটেইন ১৪·৪৭ মিটার (৪৭ফুঃ ৫¾ইঃ) দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

উচ্চ লম্ফন ও পোলভল্ট উভয় বিষয়েই আমেরিকার আই. কে. বক্সটার ১·৯০ মিটার (৬ ফুঃ ২¾ ইঃ) ও ৩·৩০ মিটার (১০ ফুঃ ৯¾ ইঃ) লাফাইয়া বিজয়লাভ করেন। গ্রেট বৃটেনের পি. লিহি ও আমেরিকার কোলকেট বিষয় দুইটিতে যথাক্রমে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। দীর্ঘ লম্ফনে আলভিন ক্রায়েঞ্জেলিন এই অলিম্পিকে তাঁহার তৃতীয় স্বর্ণপদক লাভ করেন। আমেরিকার মায়ার প্রিন্সটেইন ও কন লিহি যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ৪০০ মিটার হার্ডলস্‌ এই অলিম্পিকেই ক্রীড়াসূচীভুক্ত করা হয় ও মাত্র ৫ জন প্রতিযোগী যোগদান করে। প্রতিযোগিতায় ট্যাক্সবেরী অক্লেশে বিজয়লাভ করেন। এই দূরত্ব অতিক্রম করিতে তাঁহার ৫৭·৬ সেকেণ্ড লাগে এবং শেষ সীমান্তে তিনি তাঁহার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁজ্যা অপেক্ষা ৫ মিটার অগ্রগামী ছিলেন।

২৫০০ মিটার স্টিপলচেজও এই অলিম্পিক হইতে প্রথম কার্যসূচীভুক্ত হয় ও আমেরিকার জি. ওরটন ৭:৩৪·৪ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিজয়লাভ করেন। গ্রেট ব্রিটেনের রবিনসন দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন।

খ্যাতনামা বৃটিশ ক্রীড়া সাংবাদিক মিঃ আর্মার মিলনে ডাঃ ফ্রাঙ্ক ক্রোটিলের অভিমত সমর্থন করিয়াছেন। অন্যান্য সূত্রেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়:

(i) Armour Milne: *Cxechoslovak Sports*, 1954-1955, p. 8.
(ii) *Cxechoslovak Sports: Ed. by* Dr. C. Rybar, Vol. V, 1958, p. 1.

সোমবার ১৬ই জ্লাই আটটি প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। আটটির মধ্যে আমেরিকান এ্যাথলেটগণই ছয়টি বিষয়ে সাফল্যলাভ করেন। একা ইউরি-ই এই ছয়টির মধ্যে স্ট্যান্ডিং হাই, লং ও ট্রিপল স্ট্যান্ডিং জাম্প* এই তিনটিতে বিজয় গৌরব লাভ করেন ও একদিনে তিনটি স্বর্ণপদক অর্জনের নূতন রেকর্ড স্থাপন করেন।

ইউরি যে তিনটি বিষয়ে বিজয়লাভ করেন সে তিনটি বিষয় অলিম্পিকের কার্যসূচী হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাই ইউরি প্রতিষ্ঠিত তিনটি বিষয়েরই রেকর্ড আজ পর্যন্তও অম্লান। অবশ্য ক্রীড়াসূচী হইতে পরিত্যক্ত না হইলে এই রেকর্ড বহুদিন পূর্বেই ভংগ হইয়া যাইত। কিন্তু ইউরি স্বর্ণপদক অর্জনের গৌরবে অলিম্পিকের ইতিহাসে অমর। আজ পর্যন্তও অলিম্পিকের ৬৩ বৎসরের ইতিহাসে ইউরির স্বর্ণপদক অর্জনের রেকর্ড ভাঙ্গিবার সৌভাগ্য কোন এ্যাথলেটেরই হয় নাই। তিনটি বিষয়েই ইউরির ন্যায় বক্সটার দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন ও শেল্ডন স্ট্যান্ডিং হাই জাম্প ও লং জাম্পে এবং রবার্ট গ্যারেট স্ট্যান্ডিং ট্রিপল জাম্পে (হপস্টেপ এন্ড জাম্প) তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

...to put India on the chart of Track and Field ...ents : *Official Souvenir* : XX National Athletic ...hampionships : Calcutta, p. 39.

[এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণের জন্য আমি (লেখক) দ্বিতীয় অলিম্পিয়াডের অফিসিয়াল রিপোর্ট” সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু আন্তর্জাতিক ...লিম্পিক কমিটি বা ফরাসী অলিম্পিক কমিটি কাহারও নিকট বর্তমানে ...তীয় অলিম্পিয়াডের অফিসিয়াল রিপোর্ট নাই। ...

* ডাঃ Fritz Wasner কিন্তু ট্রিপল স্ট্যান্ডিং জাম্প বাক্সটারকে বিজয়ী ও ইউরিকে দ্বিতীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (*Olympia Lexikon*, p. 72.)।

কিন্তু অন্যান্য লেখকবৃন্দ ইউরিকেই বিজয়ী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন :

(i) John Kieran & Arthur Daley : *The Story of the Olympic Games*, pp. 32 & 354.

(ii) *Track and Field Olympic Records : Compiled by* Harold M. Abrahams, p. 114.

(iii) John V. Grombach : *Olympic Cavalcade of Sports*, pp. 115 & 215.

(iv) Alexander M. Weyand : *The Olympic Pageant.*

(v) F. C. Menke : *The Encyclopedia of Sports.*

(vi) D. G. A. Lowe and A. E. Porritt : *Athletics*, p. 333.

(vii) Dr. Ferenc Mezo : *Les Jeux Olympiques Modernes*, p. 48.

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির চ্যান্সেলার মিঃ অটো মায়ারও ইউরিকেই বিজয়ী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ১৪ই নভেম্বর, ১৯৫৮ তারিখে লেখকের নিকট তাঁহার পত্রাংশ নিম্নে দেওয়া হইল :—

“In the Games of the 2nd Olympiad EWRY was winner with 10.58 M., while Buxtar was second with 9.95 metres.”

এই খেলা ক্রমশঃ ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে প্রচলন করেন। প্রধানতঃ তাঁহাদেরই চেষ্টায় ইহা অলিম্পিকের কার্যসূচীভুক্ত হয়। খেলায় গ্রেট বৃটেনের ফক্সহান্টার দল সহজেই ফরাসী দলকে পরাজিত করিয়া বিজয়লাভ করেন।

অলিম্পিকে অসি-সঞ্চালন কৌশলের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী কিউবার রেমোন ফন্স্ট এই সময় প্যারীতে বাস করিতেন ও নিয়মিতরূপে অনুশীলনের ফলে প্যারীতে শ্রেষ্ঠ অসি-সঞ্চালক বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। ক্রমে একনিষ্ঠ-ভাবে অনুশীলনের ফলে তিনি ইউরোপের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেন।

ক্রায়েঞ্জেলিন এই দিন ২০০ মিটার হার্ডেলে বিজয়লাভ করিয়া অলিম্পিকে তাঁহার চতুর্থ স্বর্ণপদক লাভের গৌরবে ভূষিত হন। প্রীচার্ড ও ট্যাক্সবেরী যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। হাতুড়ি নিক্ষেপ এই অলিম্পিক হইতেই আরম্ভ হয় ও আমেরিকার জে. ফ্লানগান ৪৯·৭৩ মিটার (১৬৩ ফুঃ ১⅛ ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া বিজয়লাভ করেন। ৭·২৫৭ কিলোগ্রাম (১৬ পাউন্ড) ওজনের এই হাতুড়ি প্রক্ষেপণ প্রতিযোগিতায় কেবল মাত্র আমেরিকা হইতেই তিনজন প্রতিযোগী যোগদান করেন।

তৎকালে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা বর্তমান যুগের ন্যায় উৎকর্ষ লাভ করে নাই। হাতুড়ি ছোঁড়া প্রতিযোগিতার বিবরণ হইতে ইহার সত্যতা উপলব্ধি হইবে। নিক্ষেপের পূর্বে ঘুরাইবার সময় সমগ্র দর্শক ও অফিসিয়ালগণ প্রাণ-ভয়ে চতুর্দিকে ছুটিতে আরম্ভ করিতেন।

হপস্টেপ এন্ড জাম্পে মায়ার প্রিন্সটেইন ১৪·৪৭ মিটার (৪৭ফুঃ ৫¾ইঃ) লাফাইয়া বিজয়লাভ করেন। প্রথম অলিম্পিকে বিজয়ী জেম্‌স্ কনোলী দ্বিতীয় ও শেল্ডন তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ৪০০০ মিটার স্টিপলচেজে গ্রেট বৃটেনের জে. রিমার, সি. বেনেট ও এস. রবিনসন যথাক্রমে প্রথম তিনটি স্থানই দখল করেন।

৫০০০ মিটার ক্রস কান্ট্রি রেসে বেনেট, রিমার, টাইসো,* রবিনসন ও রাওলেকে লইয়া গঠিত গ্রেট বৃটেন দল সহজেই ফ্রান্সকে পরাজিত করিয়া বিজয়লাভ করে। ১৫০০ মিটারে বিজয়ী বেনেট ১৫:২০·০ সেকেণ্ডে এই দূরত্ব অতিক্রম করিয়া সর্বপ্রথম শেষ সীমান্তে উপনীত হন, তাহার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রিমারও শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন। ফরাসী প্রতিযোগী দেলোঞ্জ তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। পাঁচজন এ্যাথলেটের সময়ের গড়পড়তা অনুযায়ী গ্রেট বৃটেন ২৬ পয়েন্ট পাইয়া প্রথম ও ফ্রান্স ২৯ পয়েন্ট পাইয়া দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। এই দুইটি রাষ্ট্র ব্যতীত অন্য কোন রাষ্ট্র এই প্রতিযোগিতায় যোগ-দান করে নাই। ৫০০০ মিটার ক্রসকান্ট্রি রেস এই অলিম্পিক হইতেই প্রথম আরম্ভ হয় ও এই অলিম্পিক শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রীড়াসূচী হইতে পরিত্যক্ত হয়।

বৃহস্পতিবার ম্যারাথন রেস আরম্ভ হয়। প্যারী নগরীর উপকণ্ঠের চতুর্দিকে দৌড়াইবার পর রেস-কোর্সে এই ৪০ হাজার কিলোমিটার দৌড়ের ব্যবস্থা হয়। প্রতিযোগিতায় মিসেল তেয়াতো নামক প্যারীর এক রুটির কার-খানার কর্মচারী সাফল্য লাভ করেন। প্রতিযোগীবৃন্দকে পথে নানারূপ বাধার

*Dr. Fritz Wasner : *Olympia Lexikon*, p. 70-তে ভ্রমক্রমে Tysoe-র বদলে Thywe উল্লেখ করিয়াছেন।

সোমবার ১৬ই জুলাই আটটি প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। আটটির মধ্যে আমেরিকান এ্যাথলেটগণই ছয়টি বিষয়ে সাফল্যলাভ করেন। একা ইউরি-ই এই ছয়টির মধ্যে স্ট্যাণ্ডিং হাই, ব্রড ও ট্রিপল স্ট্যাণ্ডিং জাম্প* এই তিনটিতে বিজয় গৌরব লাভ করেন ও একদিনে তিনটি স্বর্ণপদক অর্জনের নূতন রেকর্ড স্থাপন করেন।

ইউরি যে তিনটি বিষয়ে বিজয়লাভ করেন সে তিনটি বিষয় অলিম্পিকের কার্যসূচী হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাই ইউরি প্রতিষ্ঠিত তিনটি বিষয়েরই রেকর্ড আজ পর্যন্তও অম্লান। অবশ্য ক্রীড়াসূচী হইতে পরিত্যক্ত না হইলে, শ্যাম্পয়ো ও সুইডেনের ভাস্ট তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

২২শে জুলাই ২০০ মিটার দৌড়ের নিষ্পত্তির পর দ্বিতীয় অলিম্পিক অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়। জে. ডব্লু. বি. ট্যাক্সবেরী, প্রীচার্ড ও রাওলে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

দ্বিতীয় অলিম্পিকের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় অব্যবস্থা ও ট্র্যাকের শোচনীয় অবস্থা সত্ত্বেও এই অলিম্পিকে প্রথম অলিম্পিকের প্রায় সমস্ত রেকর্ডই ভঙ্গ হয়। ইহা ব্যতীত আমেরিকান এ্যাথলেট আলভিন ক্রায়েঞ্জেলিনের চারিটি স্বর্ণপদক ও বাক্সটারের দুইটি স্বর্ণপদক ও তিনটি রৌপ্যপদক লাভও এই অলিম্পিকের স্মরণীয় ঘটনা।

অন্যান্য ক্রীড়া

সাইক্লিং-এ বেসরকারীভাবে কেবল ১০০০ মিটার স্ক্র্যাচই ক্রীড়াসূচীভুক্ত করা হয়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তিনটি স্থানই ফ্রান্সের তাঈয়াদিয়ে ও অপর দুইজন সাইক্লিস্ট কর্তৃক অধিকৃত হয় ও বেসরকারী পয়েন্ট গণনায় ফ্রান্সই বিজয়লাভ করে।*

অশ্বারোহণ কলাকৌশল প্রতিযোগিতার প্রতি অধিকাংশ দেশেরই প্রবল আগ্রহ থাকায় দ্বিতীয় অলিম্পিয়াডে ইহাকে কার্যতালিকাভুক্ত করা হয়। বেলজিয়ামের হ্যাগম্যান** ও ভন ডের পোয়েল যথাক্রমে প্রথম দুইটি স্থান অধিকার করেন। উচ্চ লম্ফনে ফ্রান্সের গারদ্রে ও ইটালীর জি. ত্রিসিনো যুগ্মভাবে ১·৮৫ পয়েন্ট অর্জন করিয়া বিজয়লাভ করেন। দীর্ঘ লম্ফনে বেলজিয়ামের ভন ল্যাঙ্গেনডন্‌ক ও জি. ত্রিসিনো যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন।

এই অলিম্পিয়াডে পোলো খেলা প্রথম অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচীভুক্ত হয়। সরকারী বিবরণে ইহার ইতিহাস সম্বন্ধে লেখা আছে ভারতে এই খেলা বহু

* Dr. Ferenc Mezo : (*Les Jeux Olympiques Modernes*, p. 55.) ৬০৩৫ মিটার (৬৬০ গজ) ও ১৫০০ মিটার টিম পারস্যুট‌ও ক্রীড়াসূচীভুক্ত ছিল ও গ্রেট ব্রিটেনের ডব্লু. জনসন ও আমেরিকা দল যথাক্রমে এই দুইটিতে বিজয়ী হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

** (i) *Encyclopedie Suedoise* tome, V, p. 1123.
(ii) P. Chr. Anderson : *Olympiaboken*, p. 36.
(iii) Dr. Ferenc Mezo : *Les Jeux Olympiques Modernes*, p. 54.

প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত ছিল। বৃটিশ সামরিক অফিসারগণ ভারত হইতে এই খেলা ক্রমশঃ ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে প্রচলন করেন। প্রধানতঃ তাঁহাদেরই চেষ্টায় ইহা অলিম্পিকের কার্যসূচীভুক্ত হয়। খেলায় গ্রেট বৃটেনের ফক্সহান্টার দল সহজেই ফরাসী দলকে পরাজিত করিয়া বিজয়লাভ করেন।

অলিম্পিকে অসি-সঞ্চালন কৌশলের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী কিউবার রেমোন ফনস্ট এই সময় প্যারীতে বাস করিতেন ও নিয়মিতরূপে অনুশীলনের ফলে প্যারীতে শ্রেষ্ঠ অসি-সঞ্চালক বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। ক্রমে একনিষ্ঠ-ভাবে অনুশীলনের ফলে তিনি ইউরোপের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেন। অক্লেশেই তিনি অলিম্পিকের ও ইপি চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

ব্যক্তিগত ফয়েলে ৫৪ জন প্রতিযোগীর মধ্যে প্রথম ছয়টি স্থানই ফরাসী অসি-সঞ্চালকগণ অধিকার করেন। সি. কস্তে অনায়াসেই আরি' মাস'কে পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। ইপিতেও প্রথম ছয়জনের মধ্যে ফনস্ট ব্যতীত আর পাঁচজনই ছিলেন ফরাসী অসি-সঞ্চালক। সেবারেও ফরাসী অশ্বারোহী বাহিনীর কাম'তে দ্য লা ফ্যালাসে অনায়াসেই বিজয়লাভ করেন।

জিমন্যাষ্টিক্‌সে এই অলিম্পিকে "সমস্ত বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও কুশলী জিমন্যাষ্ট" এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফ্রান্সের সান্দ্রা সহজেই এই বিষয়ে বিজয়লাভ করেন। এই বিষয় ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে ব্যক্তিগত বিজয়ের কোন তালিকা নথিভুক্ত করা হয় নাই বা পুরস্কারও দেওয়ার ব্যবস্থা হয় নাই।

প্রথম অলিম্পিয়াডে কেবলমাত্র "প্রদর্শনী" হইলেও দ্বিতীয় অলিম্পিয়াড হইতে দাঁড়বাহিত নৌকার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার এক-জন পরিচালিত ছোট দাঁড়বিশিষ্ট নৌকা দুই দাঁড়বিশিষ্ট সেল ধরনের নৌকা (হালসহ), চার দাঁড়বিশিষ্ট সেল ধরনের নৌকা (হালসহ), আট দাঁড়বিশিষ্ট সেল ধরনের নৌকা (হালসহ) ক্রীড়াসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

মোট নয়টি দেশ হইতে প্রতিযোগিগণ প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। চার দাঁড়বিশিষ্ট নৌকায় জার্মানী, দুই দাঁড়বিশিষ্ট নৌকা প্রতিযোগিতায় হল্যাণ্ডের নাবিকগণ, এক দাঁড়বিশিষ্ট নৌকায় ফরাসী নাবিক এইচ. বাররালে এবং আট দাঁড়বিশিষ্ট নৌকায় আমেরিকার ভেসপারস্‌ ক্লাব বিজয়লাভ করে। বেসরকারী পয়েন্ট গণনায় ফ্রান্স বিজয়লাভ করে।

শুটিং প্রতিযোগিতায় পূর্বাপেক্ষা অধিক সাড়া পাওয়া যায়। তাই ৫০ মিটারে যে কোন বোরের পিস্তল, ক্লেবার্ড শুটিং (ব্যক্তিগত), রানিং ডিয়ার শুটিং স্বয়ংক্রিয় পিস্তল অথবা রিভলবার ব্যক্তিগত ও দলগত এবং আর্মি রাইফেল ব্যক্তিগত এবং দলগত—এই সাতটি বিষয় ক্রীড়াসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

প্রতিযোগিতায় যে কোন ধরনের পিস্তলে অথবা রিভলবারে সুইজার-ল্যাণ্ডের রোয়েডার্ন এবং ক্লেবার্ড শুটিং ও রানিং ডিয়ার শুটিং-এ ফরাসী প্রতিযোগীদ্বয় আর. দ্য বারবারা ও এল. দ্যব্রে বিজয়লাভ করেন।

৫০ মিটার দূরত্বে যে কোন ধরনের পিস্তলে এবং অটোমেটিক পিস্তলে প্রথম তিনটি স্থানই তিনজন সুইস্‌ প্রতিযোগী এবং তিনজন ফরাসী প্রতি-যোগী যথাক্রমে প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করেন। ক্লেবার্ড শুটিং প্রতিযোগিতাতেও প্রথম তিনটি স্থানই তিনজন ফরাসী প্রতিযোগী অধিকার

করেন। রানিং ডিয়ার শুটিং-এ এ. এল. দয়ে ব্যতীত অন্য কোন প্রতিযোগী আদৌ ছিল কিনা এবং থাকিলেও তাহাদের ফলাফল সম্বন্ধে কোন রেকর্ড পাওয়া যায় না। ৫০ মিটার দূরত্বে দলগত রিভলবার ও দলগত আর্মি রাইফেল প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে রোয়েডার্ন, স্তায়েহেলি, রিচার্ডেট লুথি ও প্রবস্ট এবং বোয়েকলি ক্রেমবার্জার, স্তায়েহেলি, গ্রুটার, রিচার্ডেট লইয়া গঠিত সুইডিশ দল সাফল্য লাভ করে। ক্রেমবার্জার ব্যক্তিগত সামরিক রাইফেল প্রতিযোগিতায়ও সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। অপর তিনজন প্রতিযোগী ডেনমার্কের ম্যাডিসন, স্তায়েহেলি ও ফ্রান্সের পারোর্চ একই নম্বর পাওয়ায় প্রথম স্থান লইয়া টাই হয়। স্তায়েহেলি ও রিচার্ডেট ৫০ মিটার দূরত্বে যে কোন বোরের পিস্তলের প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করিয়াছিলেন। বেসরকারী পয়েন্ট গণনায় অবশ্য ফ্রান্সই বিজয়লাভ করে। পরবর্তী যুগে অলিম্পিক শুটিং-এর বিখ্যাত সোয়াহান পরিবারের অস্কার সোয়াহান এই অলিম্পিকে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন বলিয়া কোন কোন পুস্তকে উল্লেখ পাওয়া যায়।*

এই অলিম্পিকে সাঁতারে ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইল, ১০০০ মিটার ফ্রিস্টাইল, ৪০০০ মিটার ফ্রিস্টাইল, ৫×৪০ মিটার আন্ডারওয়াটার, ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক ও ২০০ মিটার অবস্ট্যাকল রেস কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ৫০০ ও ১২০০ মিটার ফ্রিস্টাইল পরিত্যক্ত হয়। গ্রেট বৃটেন এই অলিম্পিকে অদ্ভুত সাফল্য লাভ করে ও জন জার্ভিস একাই ১০০০ ও ৪০০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে বিজয়লাভ করেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রতিযোগী ফ্রেডারিক লেন ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে সাফল্য লাভ করেন। হাঙ্গেরীর জোলতান হ্যালমে ২০০ ও ৪০০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে দ্বিতীয় ও ১০০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ২০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে জার্মানীর আর্নস্ট হপেনবার্গ ও ২০০ মিটার অবস্ট্যাকল রেসেও ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে বিজয়ী ফ্রেডারিক লেন বিজয়লাভ করেন। রিলে রেসে জার্মানী বিজয়লাভ করেন।

গ্রেট বৃটেনের এই সাফল্য সম্বন্ধে ক্যাভিল পরিবারের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের বিখ্যাত সাঁতারু ফ্রেডারিক ক্যাভিল অস্ট্রেলিয়ায় গমন করেন এবং অস্ট্রেলিয়ান যুবকগণকে সাঁতার শিক্ষা দিতে থাকেন। তাঁহার ছয় পুত্রও কুশলী সাঁতারু ছিল এবং তাহাদের লইয়া তিনি সাঁতার শিক্ষার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন ও একটি "সুইমিং পুল" তৈয়ার করেন। তিনি অস্ট্রেলিয়ায় আদিম অধিবাসীদের সন্তরণ কৌশল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারেন সাঁতারের সময় তাহারা পা তুলিয়া জোরে জলে ধাক্কা মারার দরুন সাঁতারের গতি অনেক বৃদ্ধি পায়। তিনি তাঁহার পুলে এই নূতন কৌশল সম্বন্ধে পরীক্ষা আরম্ভ করেন ও এই পরীক্ষার ফলস্বরূপ বিখ্যাত "অস্ট্রেলিয়ান ক্রল" আবিষ্কার করেন। তাঁহার এই নূতন কৌশল অস্ট্রেলিয়ায় অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাঁহার পুত্র রিচার্ড ক্যাভিল ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসেন ও বহু সন্তরণ প্রতিযোগিতায় বিজয়লাভ করেন। তাঁহার কৌশল সহজেই ইংলণ্ডের সাঁতারুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও রিচার্ড ক্যাভিল ইংলণ্ডে সাঁতারুদের সন্তরণ শিক্ষা দিতে থাকেন।

* Dr. Ferenc Mezo (*Les Jeux Olympiques Modernes*, p. 53.) অস্কার সোয়াহানকে "Tir sur cerf courant individuel"-এ বিজয়ী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

তৃতীয় অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

[সেন্ট লুই—১৯০৪]

এ্যাথলেটিকস্

যোগদানকারী দেশের সংখ্যা—১২৬

প্রতিযোগীর সংখ্যা— ৯

	প্রথম স্থান	দ্বিতীয় স্থান	তৃতীয় স্থান	চতুর্থ স্থান	পয়েন্ট
আমেরিকা	২৪	২৫	২৩	২১	২৬২
গ্রীস	১	—	১	—	৭
ক্যানাডা	১	—	—	—	৫
আয়র্ল্যান্ড	—	১	—	—	৩
জার্মানী*	—	—	১	—	২
কিউবা	—	—	—	১	১

আমেরিকান পদ্ধতি অনুযায়ী—প্রথম স্থান—৫ পয়েন্ট, দ্বিতীয় স্থান—৩ পয়েন্ট, তৃতীয় স্থান—২ পয়েন্ট, চতুর্থ স্থান—১ পয়েন্ট।

---

*এ সম্পর্কে বিভিন্ন লেখক ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা উল্লেখ করাতে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সংখ্যাই উল্লেখ করা হইল।

তৃতীয় অলিম্পিয়াডের ক্রীড়াসূচীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের বিজয় তালিকা

যোগদানকারী রাষ্ট্রের সংখ্যা — ১১
যোগদানকারী প্রতিযোগীর সংখ্যা —৪৯৬*
ক্রীড়াসূচীর মোট ক্রীড়ার সংখ্যা — ১০
বিভিন্ন বিষয়ে হিট্ ইত্যাদি লইয়া
মোট প্রতিযোগিতার সংখ্যা — ৬৭

	অ্যাথলেটিকস্	ধনুর্বিদ্যা	মুষ্টিযুদ্ধ	অসি-সঞ্চালন কৌশল	গল্ফ	বাস্কেটবল*	জিমন্যাস্টিক	লেক্রোসি*	রক	রোকবল*	রোয়িং	সন্তরণ	টেনিস	ভারোত্তোলন	কুস্তি	মোট বিজয়
আমেরিকা	২৪	৬	৭	১	১	১	৮	—	১	১	৪	৬	২	১	৭	৭০
জার্মানী							২					৪				৬
কিউবা				৫												৫
ক্যানাডা	১				১			১			১		১			৪
হাঙ্গেরী												২				২
গ্রীস														১		১

* প্রদর্শনী হিসাবে গণ্য করা হয়।

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

"লুসিয়ানা পার্চেজ এক্সপোজিসন"

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। ফলে তৃতীয় অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আকর্ষণ অনেকটা নষ্ট হইয়া যায়। ইহা ছাড়া "লুসিয়ানা পার্চেজ এক্সপোজিসন" সেন্ট লুই-এ একটি বিশ্ব মেলার আয়োজন করাতে এই অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আশানুরূপ জনসমাগম হয় নাই।

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি প্রথমে শিকাগো শহরকেই অলিম্পিক প্রতিযোগিতার স্থান হিসাবে নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে "লুসিয়ানা পার্চেজ এক্সপোজিসন"-এর আকর্ষণ কমিয়া যাইবে, এই আশঙ্কায় পার্চেজ এক্সপোজিসনের কর্তৃপক্ষ যাহাতে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা শিকাগোর বদলে সেন্ট লুই-এ অনুষ্ঠিত হয় তাহার জন্য আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ও আমেরিকান অলিম্পিক কমিটির সম্মানীয় সভাপতি থিয়োডোর রুজভেল্টের নিকট হস্তক্ষেপের জন্য আবেদন জানাইলেন। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট শিকাগো শহর ও আমেরিকান অলিম্পিক কমিটির কর্তৃপক্ষের নিকট এ সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনার আবেদন জানাইলে শিকাগো শহর সেন্ট লুই-এর অনুকূলে দাবী প্রত্যাহার করে ও আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি সেন্ট লুই-এ অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে সম্মতি প্রদান করে।

প্রতিযোগিতার জন্য এক্সপোজিসনের সভাপতি মাননীয় ডেভিড আর. ফ্রান্সিসকে সভাপতি, জেমস ই. সুলিভানকে ক্রীড়া ব্যবস্থার অধ্যক্ষ ও আলবার্ট জি স্পলডিংকে লইয়া ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি কমিটি নির্বাচিত হয়। আমেরিকার যে ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান সর্বাপেক্ষা অধিক পয়েন্ট অর্জন করিতে সক্ষম হইবে তাহার জন্য স্পালডিং একটি রৌপ্য কাপ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত ম্যারাথন বিজয়ী এ্যাথলেটকে প্রদানের জন্য মাননীয় ডেভিড আর. ফ্রান্সিস ২৫০ ডলার মূল্যের [ভারতীয় মুদ্রায় এক হাজার টাকার অধিক] একটি কাপ প্রদান করেন।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্র প্রতিযোগিতায় যোগদান না করাতে প্রতিযোগিতার আকর্ষণ অনেকাংশে নষ্ট হইয়া যায়।* সুতরাং প্রতিযোগিতা প্রধানতঃ আমেরিকার বিভিন্ন ক্লাবের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে ও এ্যাথলেটিকসে ২২টি বিষয়ের মধ্যে আমেরিকা ২১টি বিষয়েই বিজয়লাভ করে।

২৯শে আগস্ট হইতে আরম্ভ হইয়া ৩রা সেপ্টেম্বর প্রতিযোগিতা শেষ হয়। জার্মানী, আয়র্ল্যান্ড, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, হাঙ্গেরী, কিউবা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও গ্রীস এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে।

* অনেক লেখকের মতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এই অলিম্পিক বর্জন করে।

সরকারীভাবে গ্রীস হইতে মাত্র দুইজন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে, কিন্তু আমেরিকায় বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত দশজন গ্রীক নাগরিক ম্যারাথন রেসে যোগদান করে।

এ্যাথলেটিকস্

উদ্বোধনের দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। ফলে অল্প সংখ্যক লোকই স্টেডিয়ামে উপস্থিত ছিল। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পরই ৬০ মিটার দৌড়ের হিট অনুষ্ঠিত হয়। ৩টি রাষ্ট্র হইতে ১২ জন এ্যাথলেট যোগদান করিলেও আমেরিকান এ্যাথলেটদেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় ও ফাইন্যালে আমেরিকান ভিন্ন অন্য কোন প্রতিযোগী ছিল না।

খর্বাকৃতি আর্চি হ্যান দ্বিতীয় অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ী আলভিন ক্রায়েঞ্জেলিনের সহিত একই সময়—৭ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া জয়লাভ করেন। হোগেনসন ও মৌলটন যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং দ্বিতীয় অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় হপ স্টেপ এণ্ড জাম্পে বিজয়ী মায়ার প্রিন্সটেইন পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। এই অলিম্পিয়াডের পর হইতেই ৬০ মিটার দৌড় চিরতরে অলিম্পিকের কার্যসূচী হইতে পরিত্যক্ত হয়।

৪০০ মিটার দৌড়ে আমেরিকা ব্যতীত মাত্র একটি দেশ যোগদান করে। যোগদানকারী ১১ জন প্রতিযোগীকেই ফাইন্যালে দৌড়াইবার সুযোগ দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতায় হ্যারী হিলম্যান ৪৯·২ সেকেণ্ডে দৌড়াইয়া নূতন অলিম্পিক ও বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন ও প্রতিযোগিতায় বিজয়লাভ করেন। প্রথম ছয়টি স্থানই আমেরিকান এ্যাথলেটগণ অধিকার করেন। ওয়ালোর ও গ্রেম্যান যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। প্রিন্সটেইন কিন্তু এবার পঞ্চম স্থান লাভ করেন।

২৫৯০ মিটার স্টিপলচেজে আয়র্ল্যান্ড ও আমেরিকা হইতে দশজন প্রতিযোগী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রতিযোগিতায় জেমস্ ডি. লাইটবডি "১২টি হার্ডল ও ৬টি ওয়াটার জাম্প" সমন্বিত এই স্টিপলচেজ ৭ মিনিট ৩৯·৬ সেকেণ্ডে অতিক্রম করিয়া বিজয়লাভ করেন। আয়র্ল্যান্ডের ড্যালে ও আমেরিকার নিউটন, ভার্নার ও বনহগ যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। আয়র্ল্যান্ড গ্রেট ব্রিটেনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই বিজয় গ্রেট ব্রিটেন-আয়র্ল্যান্ড এই নামে রেকর্ড করা হয়।

উচ্চলম্ফনে মাত্র ছয়জন প্রতিযোগী ছিলেন ও আমেরিকার শাম জোন্স সহজেই ১:৮০·৩* মিটার (৫ফুঃ ১১ইঃ) লাফাইয়া প্রতিযোগিতায় বিজয়লাভ

*(i) Harold M. Abrahams : *The Olympic Games Book*, p. 97. এবং (ii) *Track and Field Olympic Records : Compiled by* Harold M. Abrahams, p. 68. ইত্যাদি পুস্তকে উচ্চতা ১·৮০ মিটার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

Dr. Fritz Wasner (*Olympia Lexikon*, p. 54.) আবার উচ্চতা ১·৮১ মিটার উল্লেখ করিয়াছেন।

করেন। আমেরিকার সার্ভিস ও জার্মানীর ওয়েরেনস্টেইন দ্বইজনেই ১·৭৭৫ মিটার অতিক্রম করায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লইয়া টাই হয়। পুনরায় লম্ফনে প্রথম দুইজনেই উচ্চতা অতিক্রম করেন কিন্তু দ্বিতীয় উচ্চতা ১·৭৭৫ মিটার অতিক্রম করিতে সক্ষম না হওয়ায় সার্ভিসই দ্বিতীয় বলিয়া ঘোষিত হন। দণ্ডায়মান অবস্থায় দীর্ঘলম্ফনে দ্বিতীয় অলিম্পিকের "ট্রিপল ক্রাউন" বিজয়ী রে ইউরি এই অলিম্পিকেও ৩·৫২ মিটার* (১১ফুঃ ৪½ইঃ) লাফাইয়া অলিম্পিক ও বিশ্বরেকর্ড সহ বিজয়লাভ করেন। হাতুড়ি নিক্ষেপে এবারও আমেরিকার মাত্র ৫ জন প্রতিযোগী যোগদান করেন ও গত অলিম্পিকের বিজয়ী জন জে. ফ্লানাগান ৫১·২৩ মিটার (১৬৮ফুঃ ১ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া এই অলিম্পিকেও নূতন অলিম্পিক রেকর্ড সহ বিজয়লাভ করেন। ভারী প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপে ক্যানাডার এটিনে দেশমার্তে ও ফ্লানাগান যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। ২৫·৪ কিলোগ্রাম অথবা ৫৬ পাউন্ড ওজনের এই নিক্ষেপ প্রতিযোগিতাকে কোন কোন পুস্তকে ৫৬ পাউন্ড লৌহগোলক নিক্ষেপ বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে।**

আর্চি হ্যান ও রে ইউরি ব্যতীত আরও দুইজন এ্যাথলেট তিনটি বিষয়ে বিজয়ী হইয়া "ট্রিপল ক্রাউন"-এর গৌরব অর্জন করেন। তাঁহারা হইলেন ৮০০ মিটার ও ১৫০০ মিটার দৌড় ও ২৫০০ মিটার স্টিপলচেজের বিজয়ী জেম্‌স ডি. লাইটবডি এবং ২০০ ও ৪০০ মিটার হার্ডল ও ৪০০ মিটার দৌড়ে বিজয়ী হ্যারী হিলম্যান। আর্চি হ্যান ও রে ইউরি প্যারীর অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অভিজ্ঞ এ্যাথলেট; কিন্তু তরুণ ও অনভিজ্ঞ হ্যারী হিলম্যান ও জেমস লাইটবডি "ট্রিপল ক্রাউনের" গৌরবে ভূষিত হইবেন ইহা কেহই কল্পনা করিতে পারেন নাই। র‍্যালফ রোজ, জন ফ্লানাগান, এটিনে দেশমার্তে ও মার্টিন শেরিডন নিক্ষেপণের প্রতিটি প্রতিযোগিতাতেই অংশগ্রহণ করেন ও প্রত্যেকেই একটি করিয়া বিষয়ে বিজয়লাভ করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, ক্যানাডিয়ান এ্যাথলেট দেশমার্তেই একমাত্র প্রতিযোগী যিনি আমেরিকান এ্যাথলেটদের নিকট হইতে একটি বিষয়ের বিজয় গৌরব ছিনাইয়া লইতে সক্ষম হন।

* Dr. Fritz Wasner : *Olympia Lexikon*, p. 72.

কিন্তু Dr. Ferenc Mezo : *Les Jeux Olympiques Modernes*, p. 65 দূরত্ব ৩·৩৭৬ মিটার ও *Track and Field Olympic Records : Compiled by* Harold M. Abrahams, p. 113.) দূরত্ব ৩·৩৭ মিটার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই বিষয়টি অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচী হইতে পরিত্যক্ত হওয়ায় এ বিষয়ে অন্যান্য লেখকদের মতামত উদ্ধৃত করা হইল না।

** Dr. Fritz Wasner (*Olympia Lexikon*, p. 73.) এই প্রতিযোগিতাকে SteinstoBen (Lancement de la pierre—প্রস্তর নিক্ষেপ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যান্য সূত্রেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু এ সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির চ্যান্সেলার মিঃ অটো মায়ার তাঁহার ১৪ই নভেম্বর ১৯৫৮ তারিখের পত্রে নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন :

"I find nothing about the 'throwing the stone' competition. ... such an event is not mentioned in our official records."

তৃতীয় দিনে প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ২০০ মিটার দৌড়ের হিট। মাত্র সাতজন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন ও দুইটি হিটের পর চারজন ফাইন্যালে দৌড়াইবার সুযোগ লাভ করেন। আর্চি হ্যান, কার্টমেল ও হোগেনসন যথাক্রমে প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করেন। আর্চি হ্যান ২১·৬ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া অলিম্পিক ও বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন। ৪০০ মিটার দৌড়ে ১১ জন প্রতিযোগীই ফাইন্যালে যোগদানের সুযোগ লাভ করেন ও হিলম্যান, ওয়ালার ও গ্রোম্যান যথাক্রমে প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করেন। হিলম্যান ৪৯·২ সেকেণ্ডে দৌড়াইয়া নূতন অলিম্পিক ও বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন। দণ্ডায়মান অবস্থায় উচ্চ-লম্ফনে রে ইউরি সহজেই বিজয়লাভ করেন। ১·৪৫ মিটার লম্ফনে দ্বিতীয় স্থান নির্ধারণের জন্য স্টেডলার ও রবার্টসন-এর মধ্যে টাই হয়। পুনরায় লম্ফনে প্রথম ও দ্বিতীয় বার উভয়েই সফলকাম হন, কিন্তু তৃতীয় বার রবার্টসন অকৃতকার্য হওয়ায় স্টেডলারই দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন।

লৌহগোলক নিক্ষেপে র‍্যালফ রোজ ১৪·৮১ মিটার (৪৮ফুঃ ৭ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া নূতন অলিম্পিক ও বিশ্ব রেকর্ড সহ বিজয়লাভ করেন। আমেরিকার সুদেহী ৩০০ পাউণ্ড ওজনের বিশালকায় এই এ্যাথলেটের পরবর্তী যুগের বিশ্ব রেকর্ড ১৯ বৎসর পর্যন্ত অন্য কোন এ্যাথলেটের ভঙ্গ করিবার সৌভাগ্য হয় নাই।

৮০০ মিটার দৌড়ে ১৪ জন প্রতিযোগীই ফাইন্যালে যোগদান করেন ও জেম্‌স ডি. লাইটবডি ১ মিনিট ৫৬·০ সেকেণ্ডে দৌড়াইয়া নূতন অলিম্পিক ও বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন ও এই অলিম্পিকে তাঁহার দ্বিতীয় স্বর্ণপদক অর্জন করেন। ভ্যালেন্টাইন ও ব্রেটকুয়েজ যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ২০০ মিটার হার্ডলে হিলম্যানও নূতন অলিম্পিক রেকর্ড সহ দৌড়াইয়া বিজয়লাভ করেন।

দীর্ঘ-লম্ফনে দ্বিতীয় অলিম্পিকে রৌপ্যপদক প্রাপ্ত মায়ার প্রিন্সটন এই অলিম্পিকে ৭·৩৫ মিটার (২৪ফুঃ ১ইঃ)* লাফাইয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ড

*এ সম্বন্ধে মতান্তর আছে। নিম্নলিখিত বৃটিশ ও আমেরিকান লেখকগণ দূরত্ব ৭·৩৪ মিটার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন

(i) *Track and Field Olympic Records : Compiled by* Harold M. Abrahams, p. 71.

(ii) John Kieran and Arthur Daley : *The Story of the Olympic Games*, pp. 48 & 353.

(iii) Jack Weber : *Training Olympic Champions in Track and Field*, p. 169.

(iv) John V. Grombach : *Olympic Cavalcade of Sports*, p. 105.

(v) Harold Abrahams : *The Olympic Games Book*, p. 105.

(vi) D. G. A. Lowe and A. E. Porritt : *Athletics*, p. 333

সহ বিজয়লাভ করেন। ডি. ফ্রাঙ্ক ও আর. স্ট্যাংল্যান্ড দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

৩রা সেপ্টেম্বর ১০০ মিটার দৌড়ের হিট ও ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। ৩টি দেশ হইতে মোট পনেরোজন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন ও মোট চারজন প্রতিযোগী ফাইন্যালে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় ২০০ মিটারের ফলই অব্যাহত থাকে অর্থাৎ আর্চি হ্যান, কার্টমেল ও হোগেনসন যথাক্রমে প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করেন। আর্চি হ্যান ১১·০ সেকেণ্ডে দৌড়াইয়া দ্বিতীয় অলিম্পিকে জার্ভিস প্রতিষ্ঠিত রেকর্ডের সমান করেন। আর্চি হ্যানের ইহা এই অলিম্পিকের তৃতীয় বিজয়।

১৫০০ মিটার দৌড়ের ৯ জন প্রতিযোগীই ফাইন্যালে দৌড়াইবার সুযোগ লাভ করেন। জেমস্ ডি. লাইটবডি ৪ মিনিট ০৫·৪ সেকেণ্ডে দৌড়াইয়া শিকাগোর মধ্য-দূরত্বের বিখ্যাত দৌড়বিদ ভার্নার ভ্রাতৃদ্বয়কে পরাজিত করিয়া এই অলিম্পিকে তাঁহার তৃতীয় স্বর্ণপদক লাভ করেন। এই এ্যাথলেটের নাম 'লাইটবডি' হইলেও তিনি মোটেই 'ক্ষীণতনু' ছিলেন না। তাঁহার শরীরের ওজন ছিল ১৮০ পাউণ্ড। ডব্লু ও এল. ভার্নার যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

৬৪৩৬ মিটার (৪ মাইল) ক্রস কান্ট্রি টিম রেসে আমেরিকার মাত্র দুইটি ক্লাব—নিউইয়র্ক এ্যাথলেটিক ক্লাব ও শিকাগো এ্যাথলেটিক এসোসিয়েশন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। নিউইয়র্ক ক্লাবের এ. নিউটন ও শিকাগো এসোসিয়েশনের লাইটবডি ও ডব্লু. ভার্নার যথাক্রমে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন। প্রতিযোগিতায় নিউইয়র্ক ক্লাব মাত্র এক পয়েন্টের ব্যবধানে শিকাগো এসোসিয়েশনকে পরাজিত করিয়া বিজয়লাভ করে। ১১০ মিটার হার্ডলে শ্‌কুল, শেডলার ও এসবার্নার যথাক্রমে প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করেন।

পোলভল্টে দ্‌ভোরাক ৩·৫০৫ (১১ফুঃ ৬ইঃ) লাফাইয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ডসহ বিজয়লাভ করেন। এল. স্যামসে* ও এল. উইলকিনস্ উভয়েই ৩·৪৩ মিটার লাফাতে দ্বিতীয় স্থান লইয়া টাই হয়। পুনরায় লম্ফনে উভয়েই প্রথমবার সাফল্য লাভ করেন কিন্তু দ্বিতীয়বার উইলকিনস্ অসমর্থ হওয়ায় স্যামসেই দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। দণ্ডায়মান অবস্থায় হপ স্টেপ এণ্ড জাম্পে (থ্রি স্ট্যাণ্ডিং জাম্পে) রে ইউরি ১০:৫৪·৭ মিটার লাফাইয়া নূতন

Dr. Ferenc Mezo (*Les Juex Olympiques Modernes*, p. 65.) এবং Dr. Fritz Wasner (*Olympia Lerikon*, p. 55.)—উভয়েই এ দূরত্ব ৭·৩৫ মিটার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির চ্যান্সেলার মিঃ অটো মায়ার তাঁহার ১৪ই নভেম্বর, ১৯৫৮ তারিখের পত্রে এ সম্বন্ধে "7.35 is correct" এই মন্তব্য করিয়াছেন। সুতরাং এই পুস্তকে লিখিত দূরত্ব নির্ভুল।

* Dr Ferenc Mezo (*Les Jeux Olympiques Modernes*, p. 65.) স্যামসে লেবয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লেবয় ৩:৪২·৯ ও উইলকিনস্ ৩:৩৫·৩ উচ্চতা অতিক্রম করিয়াছিলেন বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অন্য কোন সূত্রে উপরোক্ত অভিমতের কোন সমর্থন পাওয়া যায় না।

অলিম্পিক রেকর্ডসহ বিজয়লাভ করেন।* কিং ও স্ট্যান্ডলার যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

হাতুড়ি নিক্ষেপে কেবলমাত্র আমেরিকা হইতে ৫ জন প্রতিযোগী যোগদান করেন ও প্রত্যেকেই ফাইন্যালে যোগদানের সুযোগ লাভ করেন। প্রতিযোগিতায় জন ফ্লানাগান ৫১·২৩ মিটার (১৬৮ ফুট ১ ইঞ্চি) দূরে হাতুড়ি নিক্ষেপ করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করিয়া প্রতিযোগিতায় বিজয়লাভ করেন। ড্রাইট ও রোজ যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। লৌহগোলক নিক্ষেপেও ৮ জন প্রতিযোগীর মধ্যে দেশমার্তে ব্যতীত আর সমস্ত প্রতিযোগীই আমেরিকান ছিলেন। র‍্যালফ রোজ অনায়াস ভঙ্গিমায় ১৪·৮১ মিটার (৪৮ ফুট ৭ ইঞ্চি) নিক্ষেপ করিয়া নূতন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ডসহ বিজয়লাভ করেন। আমেরিকার কো, ফেয়ারব্যাঙ্ক ও শেরিডন যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

ম্যারাথন দৌড়

অভূতপূর্ব বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশে তৃতীয় অলিম্পিয়াডের ম্যারাথন দৌড় অলিম্পিকের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। সেজন্য এ সম্পর্কে ক্রীড়ামোদীদের কৌতূহলের অন্ত নাই। এজন্যই এই ম্যারাথন দৌড়ের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল। ৩০শে আগস্ট এই ম্যারাথন দৌড় অনুষ্ঠিত হয়। আমেরিকা হইতে ১৭ জন, গ্রীসের ১০ জন, দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে দুইজন কৃষ্ণকায় ও একজন শ্বেতকায় এবং কিউবা হইতে একজন—মোট

*এ সম্বন্ধে মতান্তর আছে। ডাঃ ফ্রিজ ওয়াজনার এই লম্ফন ১০.৯১ মিটার অতিক্রম করিয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু নিম্নলিখিত পুস্তকে এ দূরত্বকে ১০.৫৪ মিটার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে

(i) *Track and Field Olympic Records*, p. 114. : *Compiled by* Harold M. Abrahams.

(ii) John V. Grombach : *Olympic Cavalcade of Sports*, p. 215.

(iii) John Kieran & Arthur Daley : *The Story of the Olympic Games*, p. 48.

(iv) D. G. A. Lowe and A. E. Porritt : *Athletics*, pp. 48 & 333.

ডাঃ ফেরেঙ্ক মেজো তাঁহার পুস্তকে (*Les Jeux Olympiques Modernes*, p. 65.) দূরত্ব ১০মিঃ ৫৪·৭ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির চ্যান্সেলার মিঃ অটো মায়ার ১৪ই নভেম্বর, ১৯৫৮ তারিখে এক পত্রে ডাঃ ফেরেঙ্ক মেজো এবং এই পুস্তকে বর্ণিত দূরত্বকেই নির্ভুল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার পত্রাংশ উল্লেখ করা হইল :

In 1904 the correct distance covered by EWRY is : 10 : 54.7.

৩১ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। অলিম্পিকে কৃষ্ণকায়ের যোগদান এই প্রথম। স্টেডিয়াম হইতে ১২ মাইল গ্রামের দিকে যাইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসা —এইভাবে চাল্লিশ কিলোমিটার দৌড়ের (২৫ মাইল) আয়োজন করা হইয়াছিল। এ সম্পর্কে কোন সরকারী বিবরণ পাওয়া সম্ভব না হইলেও সমকালীন প্রখ্যাত ক্রীড়া সাংবাদিক চার্লস জে. পি. লুকাস সম্পাদিত "দি অলিম্পিক গেমস" নামক একটি পুস্তকে এ সম্পর্কে সুন্দর বিবরণ দেওয়া আছে। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির নিকট এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কোন সরকারী নথিপত্র না থাকাতে তাঁহারা এই পুস্তককে আধা-সরকারী হিসাবে মানিয়া লন।* নিম্নে এই পুস্তকের ম্যারাথন দৌড়ের যে বিবরণ দেওয়া আছে তাহার বাংলা অনুবাদ দেওয়া হইল :

"এথেন্স ও প্যারীর অলিম্পিকের স্মৃতির সহিত জড়াইয়া আছে বহু এ্যাথলেটের অবর্ণনীয় কষ্টের কাহিনী। অবশ্য তাহার সংগে আনন্দ বিজড়িত বহু ঘটনাও যে নাই, তাহা নয়। তাই প্রত্যেকে আশা করিয়াছিল আমেরিকায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় অলিম্পিকের সহিতও জড়াইয়া থাকিবে আনন্দ বিজড়িত বহু ছোটখাটো ঘটনা। কিন্তু একটি রাষ্ট্রের ক্রীড়া জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের বদলে আমেরিকার ভাগ্যে জুটিল মসীলিপ্ত কলংকের ছাপ। এই কলংকের ইতিহাসের নায়ক মোহক এ্যাথলেটিক ক্লাবের (নিউইয়র্ক) সভ্য ফ্রেড লোরজ। প্রতিযোগী হিসাবে লোরজ কিছুদূর দৌড়াইবার পর অপেক্ষমান একটি মোটর গাড়িতে চড়িয়া স্টেডিয়ামের পথে অগ্রসর হয়। পথে আমার দৃষ্টিপথে আসায় আমি তাহাকে প্রতিযোগিতার অযোগ্য বলিয়া অবসর গ্রহণ করিতে নির্দেশ দেই। শেষ সীমান্তের ৫ মাইল পূর্বে লোরজ মোটর গাড়ি হইতে নামিয়া পুনরায় দৌড়াইতে আরম্ভ করে। স্টেডিয়মে ২৪ মাইলের শেষ ১৫০০ মিটার দৌড়াইবার পর লোরজ যখন শেষ সীমান্ত অতিক্রম করে তখন দর্শকেরা তাহাকে বিজয়ী মনে করিয়া অভূতপূর্ব অভিনন্দন জ্ঞাপন করে। জনসাধারণের অজানিতভাবে সম্মান পাইলেও এই এ্যাথলেট তাহার জঘন্যতম কার্যের দ্বারা নিজের নামই শুধু মসীলিপ্ত করে নাই, সংগে সংগে নির্দোষ একটি ক্লাব এমন কি জাতির সম্মানকেও কলঙ্কমলিন করিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, যখন প্রকৃত বিজয়ী স্টেডিয়াম হইতে চার মাইল দূরে তাঁহার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করিয়াও আমেরিকারই সম্মানের জন্য দৌড়াইতে-ছিলেন, ফ্রেড লোরজ তখন ঘৃণ্য উপায়ে তাঁহাকে প্রাপ্য বিজয়ের সম্মান হইতে বঞ্চিত করিবার জন্যও চেষ্টা করে যুগ যুগ ধরিয়া ম্যারাথন দৌড় বিভিন্ন অলিম্পিকে কখনও জাপানে কখনও বা রোমে পরিচালিত হইবে। আমেরিকা যদি জয়লাভও করে, ফ্রেড লোরজের কলংক তবু মুছিয়া যাইবে না। কেবল যে নিজের নামই সে তাহার এই ঘৃণ্য কাজের ফলে নিন্দার্হ করিয়াছে তাহাই নহে, বর্তমান যুগের অলিম্পিকের ইতিহাসে ইহাই একমাত্র কলঙ্কজনক ঘটনা।

* (i) *The Olympic Games*, p 99. : Published by International Olympic Committee, 1958.

(ii) "There is no official printed report of the games. What we consider semi-official is a book written by Charles J. P. Lucas, *edited* 1904 and called "*The Olympic Games*."

লেখকের নিকট আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির চ্যান্সেলার মিঃ অটো মায়ারের ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ তারিখের পত্র হইতে উদ্ধৃত।

এবার কেম্ব্রিজ ওয়াই. এম. সি-এর টমাস্ জে. হিক্সের কথায় আসা যাক। হিক্সই আমেরিকার পক্ষে অলিম্পিকের ম্যারাথন দৌড়ের স্বর্ণপদক প্রাপ্তির সৌভাগ্যে গৌরবান্বিত প্রথম এ্যাথলেট। ইংলন্ডে জন্ম হইলেও হিক্স আমেরিকারই বাসিন্দা ছিলেন ও আমেরিকার পক্ষে ম্যারাথন দৌড়ে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রতিযোগীদের সহিত অনেকগুলি মোটর গাড়ি থাকাতে তাঁহাদের প্রচুর অসুবিধার সৃষ্টি হয়। পথের ধুলাতে তাঁহাদের প্রায় দম বন্ধের উপক্রম হইয়াছিল। অনেক প্রতিযোগীর এমন অবস্থা হয় যে তাঁহারা রাস্তা হইতে সরিয়া যাইতে বাধ্য হন। এই সব মোটর গাড়ি না থাকিলে প্রতিযোগীরা অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত দৌড়াইতে সক্ষম হইতেন। ৩ ঘণ্টা ২৮ মিনিট সময়েরও প্রয়োজন হইত না; তিন ঘণ্টার কম সময়ই যথেষ্ট ছিল।

হিক্সের স্বাস্থ্য কিন্তু অন্যান্য প্রতিযোগী অপেক্ষা এমন কিছু ভাল ছিল না। অন্ততঃ প্রতিযোগীদের মধ্যে তিনজনের তাঁহাকে পরাজিত করা উচিত ছিল। শেষ সীমান্তের দশ মাইল পূর্বে হিক্সের মূর্ছার লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে। এই সময় হিক্স এক গ্লাস জল পান করিতে চাহেন। জল অবশ্য দেওয়া হয় নাই। তাঁহার মুখমন্ডল পরিষ্কার জলে ভালভাবে মুছিয়া দেওয়া হয়। আরও তিন মাইল স্বাভাবিকভাবে কাটে। কিন্তু তাহার পর তাঁহার অবস্থা দেখিয়া লেখক একটি ডিমের সাদা অংশ ও এক-ষষ্ঠ গ্রেণ সালফেট অফ্ স্ট্রিকনিন খাওয়াইতে বাধ্য হন। দলের সংগে ব্র্যান্ডি ছিল, কিন্তু আর উত্তেজক ঔষধ না দেওয়াই শ্রেয় বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে ব্র্যান্ডি দেওয়া হয় নাই। শেষ সীমান্তের চার মাইল দূরে হিক্স শুইয়া একটু বিশ্রাম করিবার অভিপ্রায় জানান। পূর্ববর্তী অলিম্পিক সমূহের ম্যারাথন দৌড়ের অভিজ্ঞতার ফলে শুইয়া বিশ্রাম করিলে হিক্সের পক্ষে অবসর গ্রহণ করা ব্যতীত আর কোন উপায় থাকিবে না ইহা বুঝিতে পারিয়া হিক্সের সাহায্যকারীরা হিক্সকে শুইয়া বিশ্রাম করার চেষ্টায় বাধা দেয়। কিন্তু অন্যান্য প্রতিযোগী অপেক্ষা হিক্স দেড় মাইল অগ্রগামী থাকায় তাঁহাকে গতি কমাইয়া আস্তে আস্তে হাঁটিতে বলেন। এই সময় লোরজ হিক্সকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হয় এবং বিজয়ের কোন আশা নাই চিন্তা করিয়া হিক্সের পুনরায় অজ্ঞান হইয়া যাইবার উপক্রম হয়। কিন্তু লোরজ প্রতিযোগিতার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবার সংবাদ হিক্সকে প্রদান করিলে হিক্স আবার চাংগা হইয়া উঠেন ও আস্তে আস্তে দৌড়াইতে আরম্ভ করেন। হিক্স ২০ মাইল নির্দেশক স্তম্ভ অতিক্রম করিবার সময় তাঁহার শরীরের বর্ণ ক্রমশঃ ছাই-এর মত বিবর্ণ হইতে থাকে এবং তাঁহাকে এক-ষষ্ঠ গ্রেণের আর একটি স্ট্রিকনিনের বড়ি, দুইটি ডিম এবং এক চুমুক ব্র্যান্ডি খাইতে দেওয়া হয়। একটি মোটর গাড়ির বয়লারে জল গরম করিয়া তাঁহাকে স্নান করানো হয়। তাঁহার মাথাও জল দিয়া ধৌত করা হয়। স্নান করিবার পর তাঁহার উন্নতি দেখা দেয়। হিক্স আবার দৌড়াইতে আরম্ভ করেন। শেষ দুই মাইল হিক্স যন্ত্রবৎ দৌড়াইতে থাকেন। তাঁহার চোখ ঘোলাটে হইয়া যায়, হাত দুইটি এমনভাবে ঝুলিয়া পড়ে যেন তাঁহার হাতের সহিত কিছু গুরুভার আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। পা তুলিবার ক্ষমতা তাঁহার নষ্ট হইয়া যায়। হাঁটুও প্রায় শক্ত হইয়া যায়। মস্তিষ্ক অস্বাভাবিক না থাকিলেও তাঁহার দৃষ্টি দেখিয়া পরিষ্কার বোঝা যাইতেছিল সম্মুখের কোন

কিছুই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। মানুষ চিনিবার ক্ষমতাও তাঁহার সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।" —(*The Olympic Games: Ed. by* Charles J. P. Lucas, Ch. II., p. 45.)

হিকসের বিজয় প্রসঙ্গে আরও দুইটি বিষয় আসিয়া পড়ে। আন্তর্জাতিক অপেশাদার এ্যাথলেটিক এসোসিয়েশনের প্রতিযোগিতার ২০নং বিধি অনুযায়ী কোন উত্তেজক ঔষধ খাওয়ান নিষিদ্ধ। আন্তর্জাতিক অপেশাদার এ্যাথলেটিক এসোসিয়েশনের ২০।২ বিধি অনুযায়ী এই অপরাধে অপরাধী এ্যাথলেট সাময়িকভাবে বহিষ্কারযোগ্য। সে হিসাবে টমাস হিকসও ফ্রেড লোরজের ন্যায় গুরুতর না হইলেও আন্তর্জাতিক অপেশাদার এ্যাথলেটিক এসোসিয়েশনের আইন-ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী। এমন কি আমেরিকান লেখকগণও হিকসের এই অপরাধ লঘু করিয়া দেখিতে পারেন নাই। অপেশাদার ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আদর্শের প্রতি জঘন্যতম উপহাস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।* হিকসকে এত ব্র্যান্ডি খাওয়াইতে হইয়াছিল যে চার্লস লুকাসের নিকট প্রয়োজনের জন্য রক্ষিত ব্র্যান্ডি ফুরাইয়া যায়। ফলে তাহাকে সুযোগ্য এ্যাথলেটিক শিক্ষক আর্নে হ্যাজার্টবার্গের নিকট হইতে ব্র্যান্ডি চাহিয়া লইতে হয়। মিঃ লুকাস ইহা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন।**

* Then followed a gruesome travesty on amateur sporting ideals.—Alexander M. Weyand: *The Olympic Pageant*, p. 55.

** (i) *The Olympic Games: Ed. by* Charles J. P. Lucas, Ch. II, p. 45.

(ii) Mr. Lucas recounts how his supply of brandy ran out and an emergency supply was borrowed from Ernie Hajertberg, the noted trainer. —J. Kieran & A. Daley: *The Story of the Olympic Games*, p. 61.

কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক অপেশাদার এ্যাথলেটিক এসোসিয়েশন নহে, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির বিধান অনুযায়ীও "ডোপিং" অপরাধযোগ্য অপরাধ। এ সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির চ্যাণ্ডলার মিঃ অটো মায়ারের ১৪ই নভেম্বর, ১৯৫৮ তারিখে লেখকের নিকট লিখিত পত্রাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল:

"Doping is certainly forbidden by All International Federations. We make a mention in our rule book, page 96, item 4.

"*Decisions of the International Olympic Committee.*

Item 4. Doping of athletes: The use of drugs or artificial stimulents of any kind is condemned and any person offering or accepting dope, in any form whatsoever, cannot compete in the Olympic Games." আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত *The Olympic Games, 1958*, (p. 96) হইতে উদ্ধৃত।—লেখক

অবশ্য সে সময় আন্তর্জাতিক অপেশাদার এ্যাথলেটিক এসোসিয়েশন গঠিত হয় নাই। কিন্তু হিকসের সাহায্যকারী চার্লস জে. পি. লুকাস যেভাবে এই দৌড়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে পরবর্তী যুগে হিকসকেও কেন প্রতিযোগিতা হইতে বহিষ্কৃত করা হয় নাই তাহাতে অনেক লেখক বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন।

যদিও ধরিয়া লওয়া হয় সে সময় "ডোপিং" (উত্তেজক ঔষধ খাওয়ানো) সম্পর্কে বিধি-নিষেধের এতটা কড়াকড়ি ছিল না কিন্তু প্রতিযোগীকে বাহিরের কোন ব্যক্তি সহায়তা করিলে প্রতিযোগী নিশ্চয়ই প্রতিযোগিতার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেন। হিক্‌সের সহায়তাকারিগণ যে প্রতিযোগিতায় দৌড়াইবার সময় তাঁহাকে কি ধরনের সাহায্য করিয়াছিলেন এই অলিম্পিকের ম্যারাথন দৌড়ের চিত্র হইতেই তাহার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। চতুর্থ অলিম্পিকে কয়েকজন ব্যবস্থাপক অজানিতভাবে একজন এ্যাথলেটকে ইহার চেয়ে অনেক কম সাহায্য করিবার অভিযোগে সর্বপ্রথম শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়াও হতভাগ্য এ্যাথলেটটি প্রতিযোগিতার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন।

এবার পুনরায় ফ্রেড লোর্‌জের কথায় আসা যাক। তাহার নিজস্ব বিবরণ অনুযায়ী প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিবার পর নয় মাইল যাইবার সময় তাহার মাংসপেশীতে সঙ্কোচন আরম্ভ হওয়ায় লোর্‌জ প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করে ও প্রতিযোগীদের সাহায্যের জন্য প্রদত্ত একটি মোটর গাড়িতে উঠিয়া বসে। তাহার কোন অসৎ অভিপ্রায় ছিল না। কাজেই ম্যারাথনের নির্দিষ্ট পথেই স্টেডিয়ামের দিকে সে মোটর গাড়িতে অগ্রসর হইতে থাকে। পথে যে সকল প্রতিযোগীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় তাহাদিগকে হাত নাড়িয়া অভিনন্দন জানায়। সুতরাং ফ্রেড লোর্‌জের অবসর গ্রহণের কথা অধিকাংশ প্রতিযোগী এবং ব্যবস্থাপকের জানা ছিল। এ ব্যাপারে গোপন করিবার কিছুই ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই মোটর গাড়িটি বিকল হইয়া যায়। সে যুগে মোটর গাড়ি বিকল হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার বলিয়াই গণ্য হইত। লোর্‌জের পোশাক-পরিচ্ছদ স্টেডিয়ামে ছিল। স্টেডিয়ামের আর পাঁচ মাইল মাত্র বাকী ছিল। যাহাতে ঠান্ডা লাগিয়া না যায় এবং মাংসপেশী শক্ত হইতে আরম্ভ না করে তাহার জন্য লোর্‌জ বাকী পথটুকু না হাঁটিয়া আস্তে আস্তে দৌড়াইয়া স্টেডিয়ামের দিকে অগ্রসর হয়। অন্যান্য প্রতিযোগীদের অনেক আগেই সে স্টেডিয়ামে প্রবেশ করে এবং সংগে সংগেই দর্শকবৃন্দ তাহাকে বিজয়ী মনে করিয়া আকুল আগ্রহে ছাঁকিয়া ধরে এবং এলিস রুজভেল্ট পুরস্কার প্রদানের জন্য অগ্রসর হইয়া আসেন।*

মিঃ হ্যারল্ড আব্রাহাম চার্লস জে. পি. লুকাসের বিবরণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন :

"I think the main interest in this description is that, apparently, it never occurred to the writer that Hicks should have been disqualified."—*The Olympic Games Book*, p. 21.

বৃটিশ অলিম্পিক কমিটির সম্পাদক মিঃ কে. এম. ডানকানও লেখকের নিকট ৩১শে অক্টোবর, ১৯৫৮ তারিখের পত্রে মিঃ হ্যারল্ড আব্রাহামের মত সমর্থন করিয়াছেন।

* অনেক লেখকের মতে বাস্তবিক পক্ষে ফ্রেড লোর্‌জ দোষী নহেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ঘটনাচক্রে তাঁহাকে নিয়তির হাতের ক্রীড়নক হইতে হইয়াছে। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি দ্রষ্টব্য।

(i) Harold M. Abrahams : *The Olympic Games Book*, pp. 19-20.

কিউবার প্রতিযোগী ফেলিক্স কার্ভাজাল এই প্রতিযোগিতায় যথেষ্ট উদ্দীপনা ও হাস্য-কৌতুক সৃষ্টি করেন। হাভানার ডাক বিভাগের এই পিয়ন তাঁহার সহকর্মীদের নিকট প্রতিযোগিতায় যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এ্যাথলেট হিসাবে তাঁহার নাম জনসাধারণের অজ্ঞাত ছিল। প্রতিযোগিতাস্থল সেন্ট লুইতে যাতায়াতের গাড়ীভাড়া ও অন্যান্য প্রয়োজন মিটাইবার মত অর্থ কার্ভাজালের ছিল না। কিন্তু তাঁহার প্রতিযোগিতায় যোগদানের দৃঢ় সংকল্প অর্থাভাবের নিকট হার স্বীকার করিতে চাহিল না। প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি হাভানার সর্বাপেক্ষা বড় পার্কে যাইয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন। দুই-একজন করিয়া ভীড় জমিয়া গেল। তখন তিনি একটি কাঠের বাক্সের উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার মনের অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া প্রত্যেককে কিছু-কিছু সাহায্য করিতে অনুরোধ জানাইলেন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁহার অর্থভাণ্ডার পূর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু পথে এক জুয়ার আড্ডায় তিনি সর্বস্ব হারাইলেন। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ কার্ভাজাল তখন পদব্রজে কখনও ভিক্ষা করিয়া, কখনও বা জুতা পালিশ কিংবা অন্যান্য কাজ করিয়া যৎসামান্য উপার্জন সম্বল করিয়া সেন্ট লুইর পথে অগ্রসর হইলেন। সমস্ত পথ অনাহারে, অর্ধাহারে কার্ভাজাল যথেষ্ট দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। দৌড়াইবার উপযুক্ত পরিচ্ছদাদিও তাঁহার ছিল না। নির্দিষ্ট দিনে লম্বা-হাতা সার্ট ও লম্বা প্যান্ট ও ভারী জুতা পরিয়া অভিজ্ঞ এ্যাথলেটদের সহিত প্রতিযোগিতা আরম্ভের সংকেতস্থলে গিয়া দাঁড়াইলেন।

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সম্পর্কে কার্ভাজালের কোন ধারণা ছিল না। ডিসকাস নিক্ষেপণ বিজয়ী মার্টিন শেরিডন এই অনভিজ্ঞ এ্যাথলেটকে সহায়তা করিতে অগ্রসর হন। সমবেত হাস্যধ্বনির মধ্যে তিনি কার্ভাজালের সার্টের হাতা ও লম্বা প্যান্ট কাটিয়া কোনমতে দৌড়াইবার উপযুক্ত করিয়া দেন। সমস্ত পথ পরিহাস-কৌতুক করিতে করিতে কার্ভাজাল অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে তিনি অনেক সময় নষ্ট করিয়াও প্রতিযোগিতায় চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

প্রতিযোগিতায় কৃষ্ণকায় লেন্টো এবং ইয়ামাসালী যথাক্রমে নবম এবং দ্বাদশ স্থান লাভ করেন। প্রতিযোগিতার পরিচালকবৃন্দের অব্যবস্থার ফলে একটি বৃহদাকার ক্রুদ্ধ কুকুর ইয়ামাসালীকে প্রতিযোগিতার নির্দিষ্ট পথ হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে তাড়া করিয়া লইয়া না গেলে ইয়ামাসালী প্রতিযোগিতায় আরও ভাল ফল দেখাইতে সক্ষম হইতেন।

৩৩ জন প্রতিযোগীর মধ্যে মাত্র ১৪ জন শেষ সীমানায় পৌছিতে সক্ষম হন। অবশিষ্ট প্রতিযোগিগণ প্রত্যেকেই বিভিন্ন কারণে অবসর গ্রহণ করেন। ৩ঘঃ ২৮মিঃ ৫৩সেঃ দৌড়াইয়া টি. জে. হিক্‌স বিজয়ীর গৌরব লাভ করেন। প্রতিযোগিতার পথ সুনির্বাচিত না হওয়াতে প্রত্যেক প্রতিযোগীই অসুবিধা ভোগ করেন। এথেন্সে স্পিরিডন লুইস যে দূরত্ব ২ ঘঃ ৫৮ মিঃ ৫০ সেকেণ্ডে অতিক্রম করেন সেই দূরত্ব অতিক্রম করিতেই হিক্‌সের ৩ঘঃ ২৮মিঃ ৫৩ সেকেণ্ড লাগে।

(ii) Kieran and A. Daley: *The Story of the Olympic Games*, pp. 60 & 61.

(iii) *Track and Field Olympic Records*, p. 14.: *Compiled by* Harold M. Abrahams.

অন্যান্য ক্রীড়া

সরকারীভাবে মুষ্টিযুদ্ধ এই অলিম্পিয়াড হইতে অলিম্পিকের ক্রীড়া-সূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মুষ্টিযোদ্ধাদের ফ্লাই, ব্যান্টাম, ফেদার, লাইট, ওয়েল্টার, মিডল ও হেভী দৈহিক ওজন অনুসারে এই সাতটি বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। অল্প কয়েকটি দেশ হইতে প্রতিযোগীরা যোগদান করায় আমেরিকান প্রতিযোগীদের প্রত্যেকটি বিভাগে বিজয়ী হইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। ফ্লাই ওয়েটে আমেরিকার ফিন্নিগান, লাইট ওয়েটে স্পেঙ্গার, ওয়েল্টার ওয়েটে আল্ ইয়ং, মিডল ওয়েটে মেয়ার ও হেভী ওয়েটে এস. বার্জার সাফল্য লাভ করেন। ফিন্নিগান, স্পেঙ্গার ও মেয়ার যথাক্রমে ব্যান্টাম, ওয়েল্টার ও হেভী ওয়েটে দ্বিতীয় স্থানও লাভ করেন এবং এল. কার্ক ব্যান্টাম ও ফেদার উভয় বিষয়েই জয়লাভ করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

সেন্ট লুই-এর সাইক্লিং-কে আমেরিকার সাইক্লিং প্রতিযোগিতা বলিলেই ঠিক বলা হয়। আমেরিকা ব্যতীত অন্য কোন দেশ হইতে প্রতিযোগী ছিল না। ইহা ছাড়া এই অলিম্পিকে পেশাদার সাইক্লিস্টদেরও যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয়। একমাত্র ৮৮০ গজ সাইক্লিং ব্যতীত অন্য কোন প্রতিযোগিতা সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। ৮৮০ গজ সাইক্লিং-এ মোট ১২৪ জন প্রতিযোগী যোগদান করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এই অলিম্পিয়াডে সাইক্লিং-কে সরকারী-ভাবে মর্যাদা দেওয়া হয় নাই এবং আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সদর দপ্তরে এ সম্পর্কে কোনই রেকর্ড পাওয়া যায় না।*

অসি-সঞ্চালন কৌশল দ্বিতীয় অলিম্পিকের ন্যায় সাড়া জাগাইতে সক্ষম হয় নাই। দূরত্ব অত্যধিক হওয়ায় অনেক ইউরোপীয় দেশের পক্ষে যোগদান করা সম্ভব হয় নাই। বিগত অলিম্পিকের প্রতিযোগীদের মধ্যে অনেকেই অনুপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতায় সন্দেহাতীতভাবে কিউবা আধিপত্য বিস্তার করে। রেমোন ফন্স্ট-এর অপূর্ব সাফল্য এই অলিম্পিকের ও অলিম্পিকের অসি-সঞ্চালন কৌশল প্রতিযোগিতার এক স্মরণীয় ঘটনা। তিনি ফয়েল ও ইপি (ব্যক্তিগত) উভয় বিষয়েই বিজয়লাভ করেন এবং এই অলিম্পিক অন্তর্ভুক্ত "দলগত ফয়েলে" কিউবা দলের সভ্য হিসাবে কিউবাকে জয়লাভ করিতে সহায়তা করেন। ফন্স্ট "শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগত অসি-সঞ্চালক" প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াও সাফল্যলাভ করেন ও একই অলিম্পিকে চারিটি বিষয়ে বিজয়ী হইবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। দ্বিতীয় অলিম্পিয়াড লইয়া তিনি মোট পাঁচটি স্বর্ণপদক লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেন। আজ পর্যন্ত নেদো নাদি ব্যতীত অন্য কোন অসি-সঞ্চালক ফন্স্ট-এর ন্যায় এইরূপ অদ্ভুত সাফল্য অর্জন করিতে সক্ষম হন নাই। কিউবার অপর প্রতিযোগী এম. ডায়েজ সেবারে সাফল্য লাভ করেন। ইংলণ্ডের "রবিনহুড দল খ্যাত সিংগল স্টিকে" কিউবা-নিবাসী ভি. জেড. পোস্ত বিজয়লাভ করেন। পোস্ত ফয়েল ও সেবারেও (ব্যক্তিগত) দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া ফন্স্ট ও এম. ডায়েজের সহিত দলগত ও ফয়েলেও জয় লাভ করিয়া অশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

******The Olympic Games*, p. 65. : Published by International Olympic Committee, 1958.

এখানে উল্লেখযোগ্য, ডি. জেড. পোস্তকে আমেরিকা ও কিউবা উভয় দেশই নিজেদের নাগরিক বলিয়া দাবি করিয়াছিল।

অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় জিমন্যাষ্টিকেও প্রতিযোগীসংখ্যা আশানুরূপ হয় নাই। প্রধানতঃ আমেরিকানদেরই প্রাধান্য পরিস্ফুট হয়। এই অলিম্পিকেই প্রথম মুগুর ভাজা ক্রীড়াসূচীভুক্ত হয়।

এন্টন হায়েদা "সর্বশ্রেষ্ঠ জিমন্যাস্ট"-এর প্রতিযোগিতায় বিজয়মাল্য লাভ করেন। তিনি সাইড হর্সেও প্রথম স্থান লাভ করেন। ইহা ব্যতীত হোরাই-জেন্টাল বারে ই. এ. হ্যানিগ ও লং হর্সে জর্জ এসারের সহিত সমান সংখ্যক পয়েন্ট হওয়ায় উভয় বিষয়েই যুগ্মভাবে বিজয়ীর সম্মান লাভ করেন।* হ্যানিগ হোরাইজেন্টাল বার ব্যতীত মুগুর ভাজায় ও এসার লং হর্স ব্যতীতও প্যারালাল বারে ও রজ্জু আরোহণে সাফল্য লাভ করেন। ফ্লাইং রিং-এ অপর আমেরিকার প্রতিযোগী হার্মান গ্লাস সাফল্য লাভ করায় প্রতিযোগিতার প্রত্যেকটি বিষয়েই আমেরিকান জিমন্যাষ্টগণ জয়লাভ করেন বটে, কিন্তু জার্মানরা সর্বশ্রেষ্ঠ দল হিসাবে সম্মান লাভ করেন।

* (i) John V. Grombach : *Olympic*, *Cavalcade of Sports*, p. 190.

Dr. Fritz Wasner (*Olympia Lexikon*, pp. 157 & 166) "সর্বশ্রেষ্ঠ জিমন্যাষ্ট" এর দুইটি প্রতিযোগিতা হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনটি বিষয় লইয়া গঠিত প্রতিযোগিতায় Max Emmerich ও ছয়টি বিষয়ে লইয়া গঠিত প্রতিযোগিতায় Julias Lenhardt (US) বিজয়লাভ করিয়া-ছিলেন বলিয়া তাঁহার পুস্তকে জানা যায়। তবে একমাত্র এই দুইটি বিষয় ব্যতীত সাইড হর্স ইত্যাদির কোন বিবরণ তাঁহার পুস্তকে নাই।

Dr. Ferenc Mezo-ও (*Les Jeux Olympiques Modernes*, p. 73.) "সর্বশ্রেষ্ঠ জিমন্যাষ্ট"-এর দুইটি প্রতিযোগিতা হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দীর্ঘ-লম্ফন, লৌহগোলক নিক্ষেপ ও ১০০ মিটার দৌড়—এই তিনটি বিষয় লইয়া গঠিত প্রতিযোগিতায় Max Emmerich ও হোরাই-জেন্টল বার, প্যারালাল বার, হর্স ভল্টিং, দীর্ঘ-লম্ফন, লৌহগোলক নিক্ষেপ ও ১০০ মিটার দৌড়—এই ছয়টি ক্রীড়ার সমন্বয়ে যে প্রতিযোগিতা হয় তাহাতে আমেরিকার Julius Lenhardt বিজয়ী হন বলিয়া তিনিও উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকে প্যারালাল বার, হোরাইজেন্টল বার ইত্যাদির প্রতিযোগিতাও হইয়াছিল, ইহা সমর্থিত হয়। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির চ্যান্সেলার মিঃ অটো মায়ার ডাঃ ফেরেঙ্ক মেজোর লিখিত বিবরণ সমর্থন করায় এই পুস্তকেও তাহাই লেখা হইয়াছে।

P. Chr. Anderson তাঁহার *Olympiaboken* (p. 41.)-এ শেষোক্ত প্রতিযোগিতাকে "সেক্সাথ্লন" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং জার্মানীর Emerude-কে বিজয়ী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার সমর্থন অন্য কোন পুস্তক বা অফিসিয়াল রিপোর্টে নাই।

নৌকা বাইচে চার-দাঁড়বিশিষ্ট সেল ধরনের নৌকার (হালসহ) কোন প্রতি-যোগিতা হয় নাই।

দুই-দাঁড়বিশিষ্ট সেল ধরনের নৌকার (হাল ব্যতীত) প্রতিযোগিতায় সেওয়ানহাকা নৌ-বাহন সম্মিতি বিজয়লাভ করে। চার-দাঁড়ের সেল ধরনের নৌকার (হালসহ) প্রতিযোগিতায় ইটালী সহজেই জয়লাভ করে। অপর প্রতি-যোগিতাসমূহে বিশেষ কোন প্রতিযোগী না থাকায় বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি করিতে পারে নাই। প্রত্যেকটিতেই আমেরিকান প্রতিযোগিগণ জয়লাভ করেন। আট-দাঁড়ের নৌকা প্রতিযোগিতায় কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় ভেসপার্স ক্লাব বিজয়ী বলিয়া ঘোষিত হয় ও তাহারা একটি প্রদর্শনী বাইচ প্রদর্শন করে। এই অলিম্পিকেই দুই-দাঁড়বিশিষ্ট নৌকা প্রতিযোগিতার প্রবর্তন হয় ও নিউইয়র্কের "আটলান্টা বোট ক্লাবে"র সভ্যগণ একটি প্রদর্শনী বাইচ দেখান।

এই অলিম্পিকে শুটিং-এর কোন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় নাই।

সাঁতারে আমেরিকার সাঁতারু চার্লস ড্যানিয়েলসের সাফল্য এই অলিম্পিকের এক স্মরণীয় ঘটনা। তিনি ২২০ গজ ও ৪০০ মিটার সাঁতারে প্রথম, ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে দ্বিতীয়, ৫০ গজ সাঁতারে তৃতীয় স্থান ও ১০০ মিটার ব্যাক-স্ট্রোকে চতুর্থ স্থান লাভ করেন। ড্যানিয়েলস্ ও তাঁহার সহকর্মীদের অপূর্ব সাফল্যে আমেরিকা এই অলিম্পিকে বে-সরকারী পয়েন্ট গণনায় প্রথম স্থান লাভ করে।

ড্যানিয়েলস্ সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে প্রথমেই ক্যাভিল পরিবারের কথা আসিয়া পড়ে। ফ্রেডরিক ক্যাভিলের অস্ট্রেলিয়ান ক্রলের সাফল্যের কথা তখন সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। স্যানফ্রান্সিস্কো অলিম্পিক ক্লাবের আমন্ত্রণক্রমে ক্যাভিল ভ্রাতাদের অন্যতম সিড্নি ক্যাভিল উপরোক্ত ক্লাবের সন্তরণ শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। নিউইয়র্ক এ্যাথলেটিক ক্লাবের সভ্য ড্যানিয়েলস্ সিড্নি ক্যাভিলের অস্ট্রেলিয়ান ক্রল শিক্ষা করেন ও বহু সন্তরণ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন। ক্রমে অস্ট্রেলিয়ান ক্রল অনুশীলন করিতে করিতে একই সংগে বাহু সঞ্চালনের সংগে পদক্ষেপণের সমন্বয়ে সন্তরণের একটি বিশেষ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন ও ইহার ফলেই বিখ্যাত আমেরিকান ক্রলের সৃষ্টি হয়।

চার্লস ড্যানিয়েলসের সংগে সংগেই তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী জোলতান হ্যালমের কথাও এখানে অপ্রাসংগিক হইবে না। আলফ্রেড হ্যাজোসের সুযোগ্য ছাত্র এই হাংগেরিয়ান সাঁতারু দ্বিতীয় অলিম্পিকে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন ও ১০০ ও ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে দ্বিতীয় ও ১০০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে তৃতীয় স্থান লাভ করেন। এই অলিম্পিকে তিনি ৫০ ও ১০০ গজ সাঁতারে ড্যানিয়েলস্কে পরাজিত করিয়া নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করেন। ৫০ ও ১০০ গজ সাঁতারের ফাইন্যালে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ায় দ্বিতীয় বার প্রতিযোগিতা হয়। অবশ্য হ্যালমে অলিম্পিক রেকর্ডসহ এবারও তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুন্ন রাখেন। প্লানজিং ফর ডিস্টেন্স নামক অপর একটি বিষয়ে আমেরিকার ডবু. ডিকে বিজয়লাভ করেন। অবশ্য ইহার কোন বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না এবং এই অলিম্পিয়াডের পর আর কখনও ইহা অনুষ্ঠিত হয় নাই।

১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোক ও ৪৪০ গজ ব্রেস্ট স্ট্রোকে জার্মানীর হ্যালতার রক ও জি. জাকারিয়াস* সাফল্য লাভ করেন। অপর জার্মান সাঁতার, ই. রাউস এক মাইল (১৬০৯ মিটার) ফ্রিস্টাইলে বিজয়লাভ করিয়া অশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ২২০ গজ সাঁতারেও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ৪×৫০ মিটার রিলেতে রুডি, গুডউইন, হ্যান্ডেলে ও ড্যানিয়েলস্‌কে লইয়া গঠিত আমেরিকান দল জয়লাভ করে। জার্মানী ও হাঙ্গেরী যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে।

হাই বোর্ড ডাইভিং এই অলিম্পিক হইতে কর্মসূচীতে প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয় ও আমেরিকার ডাঃ জি. শেল্ডন এই বিষয় দুইটিতে জয়লাভ করেন।

ওয়াটার পোলোতে আমেরিকার তিনটি ক্লাবের মধ্যেই প্রতিযোগিতা নিবন্ধ থাকে ও ফাইন্যালে নিউইয়র্ক এ. সি. দল শিকাগো দলকে ৬-০ গোলে পরাজিত করিয়া বিজয়লাভ করে।

ভারোত্তোলনের মাত্র দুইটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এক হাতে উত্তোলনে আমেরিকার প্রতিযোগী ও. ওস্টফ্‌ সাফল্য লাভ করেন। দুই হাতে উত্তোলনে সে যুগের শ্রেষ্ঠ বলীদের অন্যতম পেরিক্লেস ককুসিস অক্লেশে রেকর্ড স্থাপন করিয়া বিজয়লাভ করেন। ওস্টফ্‌ এ বিষয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন।

লন টেনিস এই অলিম্পিক হইতে কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয় ও আমেরিকান প্রতিযোগিগণ সহজেই বিজয়লাভ করেন। "অলিম্পিক ওয়ার্ল্ডস্‌ ফেয়ার সিংগলস্‌"-এ বিলস্‌ সি. রাইট ও "অলিম্পিক ওয়ার্ল্ডস্‌ চ্যাম্পিয়নশিপ ডাবলস্‌"-এ ই. ডব্লু. লিওনার্ড এবং বিলস্‌ সি. রাইট সাফল্য লাভ করেন।

এই অলিম্পিকে কতকগুলি নূতন ক্রীড়া কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইহাদের মধ্যে লন টেনিস, ধনুর্বিদ্যা, গল্‌ফ, লেক্রোসী ও রক্‌ অন্যতম। অবশ্য গল্‌ফ, লেক্রোসী ও রক্‌ এই অলিম্পিকের পর আর কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই।

ধনুর্বিদ্যায় আমেরিকান প্রতিযোগী পি. ব্রায়ান্ট ডাবল ইয়র্ক রাউন্ড ও ডাবল আমেরিকান রাউন্ডে ও দলগত প্রতিযোগিতা "টিম রাউন্ডে" আমেরিকান

* John V. Grombach (*Olympic Cavalcade of Sports*, p. 214.) নাম G. Zahanus বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। John Kieran and Arthur Daley (*The Story Of The Olympic Games*, p. 358.) George Zahanus-কে ৪০০ মিটার ব্রেষ্ট স্ট্রোকের বিজয়ী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বিখ্যাত জার্মান লেখক Dr. Fritz Wasner-এর মতে Zacharias (*Olympia Lexikon*, p. 95.), Dr. Ferenc Mezo (*Les Jeux Olympiques Modernes*, p. 75.) George Zacharias-কে ¼ mile brasse (402m 25)-এর বিজয়ী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এ বিষয়টি তৃতীয় অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচীতেই গৃহীত হইয়াছিল এবং ইহার পর আর কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং এসম্বন্ধে কোন দূরত্ব বা অন্য কোনও রেকর্ড পাওয়া সম্ভব হয় নাই।

প্রতিযোগিগণ সাফল্য লাভ করেন। "রকেও" আমেরিকান প্রতিযোগী চার্লস জেকোবাস সাফল্য লাভ করেন।

লেক্রোসীতে ক্যানাডা দল ও গল্‌ফে জর্জ এস. লায়ন বিজয়লাভ করেন। এই অলিম্পিকে আমেরিকার জাতীয় দল বাস্কেট বলের একটি "প্রদর্শনী খেলা" দেখায়। ফুটবলের কোন প্রতিযোগিতা এই অলিম্পিকের কার্যসূচীভুক্ত ছিল না।

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির ব্যবস্থাপনায় হকি ও বেস বল খেলা প্রচলনের জন্য সমবেত ক্রীড়াবিদগণকে হকি ও বেস বলের একটি করিয়া প্রদর্শনী খেলা দেখানো হয়। উপযুক্ত স্থানের ব্যবস্থা না হওয়ায় নৌকা-বাইচ, পোলো ও শুটিং প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান এই অলিম্পিকে সম্ভব হয় নাই।

এইরূপে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের তৃতীয় অলিম্পিকের পরিসমাপ্তি হয়। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা অপেক্ষা ইহাকে আমেরিকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতারূপে অভিহিত করা সমীচীন। আমেরিকার বিভিন্ন ক্লাবের মধ্যে বাদ-বিসংবাদ এই অভিমতকে সমর্থন করে।



প্যান হেলেনিক গেম্‌স

এথেন্স, ১৯০৬

খেলাধুলার ক্ষেত্রে অধিকতর বুঝাপড়ার ভিতর দিয়া অলিম্পিকের আলোক-বর্তিকা উজ্জ্বলতর দীপ্তিতে প্রজ্জ্বলিত থাকিবে।

—**উইলিয়ম মে গারল্যান্ড**

আমেরিকা

প্যান হেল্লেনিক গেমস্

[এথেন্স—১৯০৬]

এ্যাথলেটিকস্

যোগদানকারী রাষ্ট্রের সংখ্যা— ১৯

প্রতিযোগীর সংখ্যা - ২৯৬

	প্রথম স্থান	দ্বিতীয় স্থান	তৃতীয় স্থান	পয়েন্ট
আমেরিকা	১১	৪½	৬	৭৫
গ্রেট ব্রিটেন	৩	৪	১	২৮
সুইডেন	২	৪	৬	২৮
গ্রীস	৩	৩	৩½	২৭½
হাঙ্গেরী	০	৪	১	১৩
অস্ট্রিয়া	১	১	০	৮

প্যান হেল্লেনিক গেমসের ক্রীড়াসূচীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের বিজয় তালিকা

যোগদানকারী রাষ্ট্রের সংখ্যা	— ১১
ক্রীড়াসূচীতে অন্তর্ভুক্ত ক্রীড়ার সংখ্যা	— ২১
প্রতিযোগীর সংখ্যা	—৮৯১

	অ্যাথলেটিক্স	সাইক্লিং	অসি-সঞ্চালন কৌশল	জিমন্যাস্টিক	রোয়িং	শুটিং	সকার ফুটবল	সাঁতার	টেনিস	কুস্তি	মোট বিজয়
ফ্রান্স	১	১	৩	১	১	৪			৩		১৪
আমেরিকা	১১							১			১২
গ্রীস	৩		১		১	২					৮
গ্রেট ব্রিটেন	৩	২				২		১			৮
ইটালী		৩			৪						৭
জার্মানী	১		২	১				১			৬
সুইজারল্যান্ড						৫					৫
নরওয়ে				১		৩					৪
অস্ট্রিয়া	১							১		১	৩
ডেনমার্ক							১			১	২
ফিনল্যান্ড	১									১	২
সুইডেন	২										২
ক্যানাডা	১										১
হাঙ্গেরী									১		১

বিভিন্ন বিষয়ে হিট লইয়া মোট প্রতিযোগিতার সংখ্যা সঠিক নির্ধারণ করা সম্ভব না হওয়ায় এখানে প্রদত্ত হইল না।

॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥

প্যান হেল্লেনিক গেমস্

দ্বিতীয় অলিম্পিয়াডের পূর্বে অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান যাহাতে গ্রীসদেশে সীমাবদ্ধ থাকে তাহার জন্য গ্রীকরা আন্দোলন আরম্ভ করে। কিন্তু তুরস্কের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায় সাময়িকভাবে গ্রীসকে সে দাবি পরিত্যাগ করিতে হয়। যুদ্ধ থামিবার সংগে সংগে তাহারা আবার তাহাদের পুরাতন দাবি লইয়া আন্দোলন করিতে থাকে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অলিম্পিয়াডের ক্রীড়ানুষ্ঠান যেভাবে পরিচালিত হইয়াছিল তাহা ব্যারণ কুবার্তার মনোমত হয় নাই। দুইটি ক্রীড়ানুষ্ঠানই দুইটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর অংগ হিসাবে আয়োজিত হওয়ায় অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার গুরুত্ব কেবল যে যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল তাহাই নহে, সুনামেরও যথেষ্ট হানি হইয়াছিল। পক্ষান্তরে এথেন্সে অনুষ্ঠিত প্রথম অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সুনামের সংগেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তাই যখন গ্রীস আর একটি আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করিতে চাহিল তখন ব্যারণ কুবার্তা সহজেই রাজী হইয়া গেলেন। প্রথম আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কংগ্রেসের ৬নং প্রস্তাব অনুযায়ী অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা প্রতি চতুর্থ বৎসরে হইবার বিধান থাকায় এই আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার নাম হইল প্যান হেল্লেনিক গেম্‌স।*

* প্যান হেল্লেনিক গেম্‌সকে বর্তমানে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি স্বীকার করেন না। কিন্তু এই বেসরকারী ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে অধিকাংশ লেখকই অলিম্পিকের ইতিহাসে "বেসরকারী অলিম্পিক" বলিয়া উল্লেখ করাতে এই পুস্তকেও উহা প্রদত্ত হইল। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ইহার সহিত আন্তর্জাতিক অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কোনই সম্পর্ক নাই। এ সম্পর্কে লেখকের নিকট আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির চ্যান্সেলার মিঃ অটো মায়ারের ১৪ই নভেম্বর, ১৯৫৮-এর পত্রাংশ নিম্নে দেওয়া হইল :

"...In any case the 1906 Games were not official games and we don't take any consideration of them.

এ সম্পর্কে *The Olympic Games*, p. 70. (Published by International Olympic Committee) হইতে সরকারী অভিমত উদ্ধৃত করা হইল :
"The first Olympic Games in Athens proved to be such a success that Greece asked to keep them permanently in that country, where they had been staged in ancient times. Baron de Courbertin's idea was, however, that they should be truely international and held in various parts of the World. The International Olympic Committee agreed with him. The Greeks were not satisfied and obtained permission to stage Games in Athens in between the Official Olympic Games. This was done in 1906, but never repeated.

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল প্রথম অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষে নির্মিত স্টেডিয়ামে এই প্যান হেল্লেনিক গেম্‌সের উদ্বোধন হয়। পূর্বাহ্ন হইতেই সমস্ত স্টেডিয়াম দর্শকে পূর্ণ হইয়া যায়। বেলা তিনটায় গ্রীসের রাজা জর্জ, ইংলন্ডের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড ও রানী আলেকজান্দ্রা সমভিব্যাহারে স্টেডিয়ামে আগমন করেন। যুবরাজ কনস্ট্যানটাইনের অনুরোধে গ্রীক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি হিসাবে তাঁহার পিতা ভেরী নিনাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ও বিভিন্ন দেশের এ্যাথলেটগণ মার্চ-পাস্ট করিয়া স্টেডিয়াম প্রদক্ষিণ করেন। প্রথম জার্মান, তাহার পর ক্রমপর্যায় অনুসারে বৃটিশ, আমেরিকান, অস্ট্রেলিয়ান, বেলজিয়ান, ডেনিশ, ফরাসী, হাঙ্গেরিয়ান, ইটালিয়ান, নরওয়েজিয়ান ও সুইডিশ এ্যাথলেটগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে পতাকা অভিবাদন করিয়া অগ্রসর হন।

সরকারীভাবে এই আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মহিলারা দলগত-ভাবে প্রথম যোগদান করেন। রাজা জর্জের আমন্ত্রণক্রমে আগত একটি ডেনিশ মহিলা-জিমন্যাস্ট দল এই প্যান হেল্লেনিক গেম্‌সের মার্চ-পাস্টে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বৃটিশ অসি-সঞ্চালক ও অলিম্পিক সম্পর্কে তৎকালীন বিখ্যাত লেখক স্যার থিয়োডোর কুক "সুন্দরী, সুঠাম ও হ্রস্ব-স্কার্ট-পরিহিতা" এই জিমন্যাস্ট দলের এক অপরূপ বর্ণনা দিয়াছেন। এই মহিলা দল কুচকাওয়াজের পর একটি জিমন্যাস্টিক কলাকৌশল প্রদর্শনী দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করেন।

এথলেটিকস্

প্রথম দিনের ক্রীড়াসূচীতে সুইডিশ ধরনের নানা ব্যায়াম প্রতিযোগিতা ছিল। এই দিন অধিকাংশ বিষয়েই সুইডিশ এ্যাথলেটগণ প্রাধান্য লাভ করে।

দ্বিতীয় দিন হইতে এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। স্প্রিন্ট-এ প্যারী ও সেন্ট লুইয়ে তিনটি দৌড় থাকিলেও এখানে তাহা কমাইয়া একটি করা হয়। ২০০ মিটার হার্ডলটিও কার্যসূচী হইতে বাদ পড়ে। নূতন বিষয় হিসাবে জেভেলিন নিক্ষেপ ও পেন্টাথ্‌লন যোগ করা হয়।

আমেরিকার প্রতিযোগিগণ এই প্রতিযোগিতাতেও এ্যাথলেটিকসে প্রাধান্য লাভ করে। ১৯টি বিষয়ের মধ্যে ১১টিতে বিজয়ের গৌরব লাভ করে আমেরিকান এ্যাথলেটগণ। স্প্রিন্টের তিনটির মধ্যে মাত্র ১০০ মিটার দৌড়টিই কার্যসূচীতে ছিল। তৃতীয় অলিম্পিকের "ট্রিপল ক্রাউনের" গৌরবে গৌরবান্বিত স্প্রিন্টার আর্চি হ্যান এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতাতেও তাঁহার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখেন। কে. মৌলটন (আমেরিকা) দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন ও অস্ট্রেলিয়ান স্প্রিন্টার নিগেল বার্কার তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ৪০০ মিটার দৌড়ে তৃতীয় অলিম্পিকের "ট্রিপল ক্রাউন" হিলম্যান ব্যতীত আমেরিকার দৌড়বাজ বেকন এবং মৌলটন, অস্ট্রেলিয়ার নিগেল বার্কার এবং ইংলন্ডের লেঃ হ্যালস্‌ওয়েল যোগ দেন। ইহা ছাড়া পিলগ্রীম নামক আমেরিকার একজন অখ্যাত প্রতিযোগীও যোগদান করেন।

প্রতিযোগিতায় প্রাথমিক অবস্থায় প্রত্যেকেই হ্যালস্‌ওয়েল ও বার্কারের বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন। শেষ সীমানা হইতে মাত্র দশ-পনের মিটার দূরেও হ্যালস্‌ওয়েল প্রথম ও তাঁহার পশ্চাতে বার্কার অগ্রসর হইতেছিলেন।

কিন্তু শেষ সীমানার মাত্র দুই তিন গজ দূরে পিলগ্রীম তাঁহাদের ধরিয়া ফেলেন ও তীব্র গতিতে দৌড়াইয়া উভয়কেই পরাজিত করেন। হ্যালস্‌ওয়েল, বার্কার ও হিলম্যান যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

৫ মাইল দৌড় এই প্যান হেল্লেনিক গেম্‌সে প্রথম ক্রীড়াসূচীভুক্ত হয় ও বৃটিশ এ্যাথলেট হক্লে ২৬ মিনিট ১১·৮ সেকেন্ডে দৌড়াইয়া বিজয়লাভ করেন। সুইডেনের স্‌ভেন্‌বার্গ ও ডাল দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং আমেরিকান এ্যাথলেট বনহগ্‌ চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

তৃতীয় দিনে ৮০০ মিটারে পিলগ্রীমের বিজয়ের আশা কেহ করিতে পারে নাই। কিন্তু এবারেও পিলগ্রীম বিখ্যাত এ্যাথলেটদের পরাজিত করিয়া বিজয়ী হন। লাইটবডি ও হ্যালস্‌ওয়েল যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

লাইটবডি কিন্তু তাঁহার সুনাম ১৫০০ মিটার দৌড়ে অক্ষুন্ন রাখেন। এই প্রতিযোগিতায় তাঁহার বিরুদ্ধে পৃথিবীর দূরপাল্লার রেকর্ড স্থাপনকারী স্কচ দৌড়বীর ম্যাকগোঘ প্রতিযোগিতা করেন। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর লাইটবডি এই পৃথিবীখ্যাত দৌড়বীরকে পরাজিত করিয়া বিজয় গৌরব অর্জন করেন।

৫ মাইল দৌড়ে পরাজয়ের পর বনহগ্‌ ১৫০০ মিটার ভ্রমণ প্রতিযোগিতায় নিজের নাম প্রেরণ করেন। ভ্রমণ প্রতিযোগিতার বিচার সম্পর্কে নানা প্রকার আপত্তি ইত্যাদি বিচারকগণকে এমন ভীত করিয়া তুলিয়াছিল যে কোন বিচারকই প্রতিযোগিতার বিচারের ভার গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন না। উপায়ান্তর না দেখিয়া সাড়ে ছয় ফুট দীর্ঘ রাজকুমার জর্জ প্রতিযোগিতার বিচারক হিসাবে ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। প্রতিযোগিতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নিয়মানুযায়ী ভ্রমণ না করিবার অভিযোগে এ্যাথলেটগণ একে একে অবসর গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। শেষ পর্যন্ত প্রায় সমস্ত প্রতিযোগীই বে-আইনী-ভাবে ভ্রমণের অভিযোগে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন এবং প্রতিযোগিতায় নবাগত বনহগ্‌ বিনা বাধায় বিজয়লাভ করেন। ক্যানাডার লিন্ডেন ও গ্রীসের স্পেটাসিওটিস্‌ যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ১৫০০ মিটার ভ্রমণ প্যান হেল্লেনিক গেম্‌সে অনুষ্ঠিত হইলেও অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচীতে কখনও গৃহীত হয় নাই।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দণ্ডায়মান অবস্থায় উচ্চ ও দীর্ঘ লম্ফন এবং হপ স্টেপ এন্ড জাম্পে বিজয়ী রে ইউরি বর্তমান ক্রীড়া প্রতিযোগিতাতেও দণ্ডায়মান অবস্থায় উচ্চ ও দীর্ঘ লম্ফনে বিজয়লাভ করেন। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা লইয়া ইউরি মোট আটটি স্বর্ণপদক প্রাপ্তির গৌরবে গৌরবান্বিত হন। ইউরি লণ্ডনে অনুষ্ঠিত চতুর্থ অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতাতেও বিজয়লাভ করিয়া অলিম্পিকের ইতিহাসে স্বর্ণপদক প্রাপ্তির এক রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন।

মার্টিন শেরিডন দণ্ডায়মান অবস্থায় উচ্চ ও দীর্ঘ লম্ফনে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। বেলজিয়ামের দ্য পন্ত ও আমেরিকার রবার্টসন শেরিডনের সহিত উচ্চ লম্ফনে দ্বিতীয় স্থান লাভের গৌরব অর্জন করেন। দণ্ডায়মান অবস্থায় ট্রিপল জাম্প (হপ স্টেপ এন্ড জাম্প) এই প্যান হেল্লেনিক গেম্‌স হইতেই কার্যসূচী হইতে পরিত্যক্ত হয়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় রানিং হপ স্টেপ এন্ড জাম্পে এবং তৃতীয় অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় রানিং ব্রড জাম্পে বিজয়ী মায়ার প্রিন্সটন বর্তমান প্রতিযোগিতাতেও রানিং ব্রড জাম্পে বিজয়লাভ করেন। আইরিশ এ্যাথলেট পি. ও'কোনর ও আমেরিকার ফ্রেন্ড যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। কিন্তু তরুণ এ্যাথলেট ও'কোনর হপ স্টেপ এন্ড জাম্পে মায়ার প্রিন্সটনকে পরাজিত করিয়া পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। তাঁহার মত একজন অখ্যাত প্রতিযোগী ১৪·০৭৫ মিটার (৪৬ ফুট ২ ইঞ্চি) লাফাইয়া বিশ্বের শ্রেষ্ঠ এ্যাথলেটদের পরাজিত করাতে তাঁহার সুনাম চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। অপর আইরিশ প্রতিযোগী কন লিহি ও গ্রেট বৃটেনের ক্রোনান দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। প্রথম অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় হপ স্টেপ এন্ড জাম্পে বিজয়ী জেমস্ কনোলী এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তাঁহার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য নিজের খরচে এথেন্সে আসিয়াছিলেন; কিন্তু পথে একটি দুর্ঘটনায় তাঁহার হাঁটুতে আঘাত লাগে, ফলে তিনি ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করিতে অসমর্থ হন। উচ্চ-লম্ফনে কন লিহি ১·৭৭৫ মিটার (৫ ফুট ৯৳ ইঞ্চি) লাফাইয়া বিজয়লাভ করেন ও ও'কোনরের ন্যায় কৃতি এ্যাথলেটদের পরাজিত করিবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। হাঙ্গেরীর গেয়োর্কজি দ্বিতীয় এবং আমেরিকার ক্যারিগান ও গ্রীসের ডিয়ার্কিডিস যুক্তভাবে তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

১১০ মিটার হার্ডেলে আমেরিকার আর. লেভিট ১৬·২ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিজয়লাভ করেন ও মাত্র কয়েক ইঞ্চির ব্যবধানে অস্ট্রেলিয়ার হেলীকে পরাজিত করেন। জার্মানীর ডাঙ্কার তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

প্রথম তিনটি অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পোলভল্টে বিজয়ী আমেরিকান এ্যাথলেটগণ কিন্তু এই প্রতিযোগিতায় সুবিধা করিতে পারেন নাই। ৩·৫০ মিটার (১১ ফুট ৬ ইঞ্চি) লাফাইয়া ফরাসী এ্যাথলেট গুন্দো এ বিষয়ে সাফল্য লাভ করেন। সুইডেনের সোডারস্টর্ম ও আমেরিকার গ্লভার যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। আজ পর্যন্তও এক গুন্দো ব্যতীত অপর কোন এ্যাথলেটের পক্ষে পোলভল্টে আমেরিকার প্রাধান্য খর্ব করার সৌভাগ্য হয় নাই। সেদিক দিয়া গুন্দো অসীম ভাগ্যবান।

এই প্রতিযোগিতায় ডিসকাস নিক্ষেপের দুইটি বিষয় ক্রীড়াসূচীতে স্থান পায়। প্রথমটি "যেমন ইচ্ছা নিক্ষেপ" ও দ্বিতীয়টি প্রাচীন গ্রীক এ্যাথলেটদের অনুকরণে। প্রথমটি একটি সাত ফুট ব্যাসবিশিষ্ট বৃত্তের মধ্য হইতে নিক্ষেপ করিতে হইত ও অপরটি পৌরাণিক যুগখ্যাত "ডিসকোবোলা"দের ন্যায় এ্যাথলেটদের একটি বেদীর উপর হইতে দন্ডায়মান অবস্থায় নিক্ষেপ করিতে হইত। দূরত্ব ও এ্যাথলেটদের নিক্ষেপকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ ভঙ্গিমার উপর প্রদত্ত পয়েন্টের ভিত্তিতে ফলাফল বিচার করা হইত।

"যেমন ইচ্ছা নিক্ষেপে" তৃতীয় অলিম্পিয়াডের ডিসকাস নিক্ষেপে বিজয়ী মার্টিন শেরিডন ও গ্রীসের জর্জান্টাস যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। শেরিডন বিগত অলিম্পিকের দূরত্ব অপেক্ষা ২·১৮ মিটার অধিক দূরে নিক্ষেপ করিয়া নূতন রেকর্ড স্থাপন করেন। ফিনল্যান্ডের সুগঠিত ও বিশালদেহী এ্যাথলেট ওয়ার্নার জার্ভিনেন ও সুইডিশ এ্যাথলেট এরিখ লেমিং

কাভানা ইঁপিতে (ব্যক্তিগত) দ্বিতীয় স্থানও লাভ করেন। দলগত ইঁপিতে গ্রাপ দ্য হিউজেস, দিঙ্গঁয় কাভানা, মর ও দ্য লা ফালেজ লইয়া গঠিত ফরাসী দল ও দলগত সেবারে ই দ্য বারি, পেত্রী, গুস্তাফ কাসিমির ও শয়েনকে লইয়া গঠিত জার্মান দল সাফল্য লাভ করে। ত্রিকোণ সেবার এই প্যান হেল্লেনিক গেম্‌সে ক্রীড়াসূচীভুক্ত করা হয় বটে কিন্তু অলিম্পিক প্রতিযোগিতার ক্রীড়াসূচীতে ইহাকে কখনও অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।

জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতার দলগত চ্যাম্পিয়নশিপে ডেনমার্ক ও নরওয়ের মধ্যে টাই হয়। ফরাসী জিমন্যাস্ট পেসী সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও কুশলী জিমন্যাস্টের সম্মান লাভ করেন। গ্রীসের জি. আলিপ্রাণ্টিসের রজ্জু আরোহণে অবিশ্বাস্য দীর্ঘ সময় লাগিলেও তিনিই প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেন।

এই প্রতিযোগিতার প্রধান বিচারক গ্রীক রাজপরিবারভুক্ত ছিলেন।

উপরোক্ত বিষয়গুলি ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে প্রতিযোগিতার কোন নির্ভর-যোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। নৌকা বাইচে মোট পাঁচটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ও বেসরকারী পয়েন্ট গণনায় আমেরিকা প্রথম স্থান লাভ করে। এই প্রতিযোগিতা সম্বন্ধেও কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং প্যান হেল্লেনিক গেম্‌স হিসাবে অনুষ্ঠিত হওয়ায় ইহার কোন রেকর্ডই আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সদর দপ্তরে নাই।

শুটিং-এ তৃতীয় অলিম্পিয়াডে অনুষ্ঠিত সমস্ত বিষয়ই ক্রীড়াসূচীভুক্ত করা হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত এই প্যান হেল্লেনিক গেম্‌সে প্রথম "ক্লেবার্ড শুটিং", "সিংগল শট" ও "ডাবল শট" প্রথা প্রবর্তিত হয়। "ক্লেবার্ড শুটিং" ও "ডাবল শট" অবশ্য কখনও অলিম্পিকের কার্যসূচীভুক্ত করা হয় নাই। বেসরকারী পয়েন্ট গণনায় ফ্রান্স এবারও জয়লাভ করে।

সাঁতারে ১১টি রাষ্ট্র হইতে মোট ৬৭ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। মাত্র ৫টি বিষয় ক্রীড়াসূচীভুক্ত করা হইয়াছিল। ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে চার্লস ড্যানিয়েলস্ তাঁহার চির প্রতিদ্বন্দ্বী হাঙ্গেরীর জোলতান হ্যালমেকে পরাজিত করিয়া বিজয়লাভ করেন। ১০০০ মিটার টিম রেসে জোলতান হ্যালমে, হেয়োস, কিস্ ও ওনোডি লইয়া গঠিত হাঙ্গেরী দল বিজয়লাভ করে। বেসরকারী পয়েন্ট গণনায়ও হাঙ্গেরী বিজয়লাভ করে। হাই বোর্ড ডাইভে জার্মানীর গটলব হুবালটস সাফল্যলাভ করেন। ওয়াটার পোলো ও স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং প্রতিযোগিতার ক্রীড়াসূচী হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছিল।

ফুটবলে মাত্র চারিটি দল যোগদান করে। ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ দল গ্রেট ব্রিটেন এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে নাই। ডেনমার্ক দল এই প্রতিযোগিতায় অক্লেশেই তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রীক দলকে ৯-০ গোলে পরাজিত করিয়া বিজয়-লাভ করে। ভারোত্তোলনে আমেরিকা প্রভৃতি কয়েকটি দেশ যোগ না দেওয়ায় স্বভাবতঃই আকর্ষণ কমিয়া যায়। যাহা হউক, অস্ট্রিয়ার জে. স্টেনবাক ও গ্রীসের ডি. টোফোলাস যথাক্রমে এক হাতে ও দুই হাতে উত্তোলনে প্রথম স্থান লাভ করেন। স্টেনবাক দুই হাতে উত্তোলনেও দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। প্রতিযোগিতার পর আন্তর্জাতিক ভারোত্তোলন ফেডারেশনের এক সভায় এই দুইটি বিষয় অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচী হইতে পরিত্যক্ত হয়।

তৃতীয় অলিম্পিয়াডের পর আন্তর্জাতিক কুস্তি ফেডারেশনের সভায় পৌরাণিক যুগখ্যাত গ্রীসো-রোমান পদ্ধতিতে কুস্তির কিছু পরিবর্তন করা হয়। গ্রীসো-রোমান পদ্ধতিতে সে সময় কেবলমাত্র কোমরের উপর ধরা যাইত।

এই সময় সমগ্র পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের কুস্তি প্রচলিত ছিল এবং স্বভাবতঃই এই সকল দেশ নিজেদের আইনকানুন চালু করিতে উৎসুক ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক হইতেই আমেরিকায় "ক্যাচ্ এজ ক্যাচ্ ক্যান", ফিনল্যাণ্ডে "গ্রীসো-রোমান" ও "ক্যাচ্ এজ ক্যাচ্ ক্যান"-এর সমন্বয়ে নূতন ধরনের কুস্তি, সুইজারল্যাণ্ডে "ক্যাচ্" নামে প্রসিদ্ধ কুস্তি, তুরস্কে "ক্যাচ্ এজ ক্যাচ্ ক্যান" একটি "টাফ এণ্ড ক্রুয়েল" অর্থাৎ দুর্ধর্ষ ও নিষ্ঠুর সংস্করণ, ইংলণ্ডে "ক্যাম্বারল্যাণ্ড ও ওয়েস্ট মোর ল্যাণ্ডের কুস্তি" ও "ক্যাচ্ এণ্ড ক্যাচ্ ক্যান" সমন্বয়ে একটি নূতন ধরনের কুস্তি, জাপানে যুযুৎসু ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কুস্তি প্রচলিত ছিল। "ক্যাচ্ এণ্ড ক্যাচ্ ক্যান"-এর জনপ্রিয়তা দেখিয়া ইহাকে কার্যসূচীভুক্ত করিবার ব্যবস্থা করা হয় বটে কিন্তু নিয়মকানুনের বাধা-বিঘ্নের জন্য চতুর্থ অলিম্পিয়াডের পূর্বে ইহাকে ক্রীড়াসূচীভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই।

প্যান হেল্লেনিক গেম্সের কুস্তিতে লাইট ওয়েটে অস্ট্রিয়ার ওয়াজল, মিডল ওয়েটে ফিনল্যাণ্ডের ওয়েকম্যান ও হেভী ওয়েটে ডেনমার্কের জে. জেনসন প্রথম স্থান লাভ করেন। কোন বিষয়ে প্রথম স্থান লাভ করিতে না পারিলেও বেসরকারী পয়েন্ট গণনায় জার্মানী প্রথম স্থান লাভ করে। বিভিন্ন অসুবিধার জন্য এই প্যান হেল্লেনিক গেম্সে মুষ্টিযুদ্ধ, পোলো, নৌ-বাইচ, ধনুর্বিদ্যা ও টেনিস খেলার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। তবুও এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় গ্রীক রাজপরিবার ও জনসাধারণ প্রচুর উৎসাহ ও আনন্দ প্রদর্শন করায় ইহা আশাতিরিক্তভাবে সাফল্য লাভ করে।



চতুর্থ অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

লণ্ডন, ১৯০৮

জিউস দেবের আশীর্বাদে অলিম্পিয়ার প্রান্তরে ক্যালিস্টোফানোসের মাল্য মস্তকে ধারণ করিয়া যাঁহারা ধন্য, তাঁহাদের বিজয় গরিমার কাহিনী অপেক্ষা সংগীতের আর কি শ্রেষ্ঠ ভাববস্তু হইতে পারে? —'ইপিনেসিয়া'

—পিণ্ডার

চতুর্থ অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

[লণ্ডন—১৯০৮]

এ্যাথলেটিকস্

যোগদানকারী দেশের সংখ্যা— ২০

প্রতিযোগীর সংখ্যা—৪৫৫

	প্রথম স্থান	দ্বিতীয় স্থান	তৃতীয় স্থান	পয়েন্ট
আমেরিকা	১৫	১০ ১/২	৭ ৫/৬	১১৪ ১/৩
গ্রেট ব্রিটেন	৮	৭ ১/৩	৪ ১/৩	৬৬ ১/৩
সুইডেন	২		২ ১/৩	১২ ১/৩
ক্যানাডা	১	১	৩ ১/৩	১১ ১/৩
দক্ষিণ আফ্রিকা	১	১		৮
গ্রীস		২ ১/২	১/২	৮

গ্রেট ব্রিটেনের অলিম্পিক কমিটি কর্তৃক পয়েন্ট গণনার পদ্ধতি অবলম্বনে।

অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের বিজয়তালিকা

যোগদানকারী রাষ্ট্রের সংখ্যা — ২২
প্রতিযোগী/প্রতিযোগিনীর সংখ্যা —২০৫৯
(৩৬ জন মহিলাসহ)

ক্রীড়াসূচীতে অন্তর্ভুক্ত ক্রীড়ার সংখ্যা — ২১
বিভিন্ন বিষয়ে হিট ইত্যাদি লইয়া
মোট প্রতিযোগিতার সংখ্যা—১০৪

	এ্যাথলেটিকস	মল্লবিদ্যা	মুষ্টিযুদ্ধ	সাইক্লিং	অসি-সঞ্চালন	ফিল্ড হকি	জিমন্যাস্টিক	লেক্রোসী	মোটর বোটিং	পোলো	র‍্যাকেট	রোয়িং	রাগবী	শুটিং	স্কেটিং	সকার ফুটবল	সন্তরণ	টেনিস	ওয়াটার পোলো	কুস্তি	ইয়টিং	মোট বিজয়
গ্রেট ব্রিটেন	৮	২	৫	৫		১			২	১	২	৪		৬	১	১	৪	৬	১	৩	৪	৫৬
আমেরিকা	১৫													৩			১	১		২		২২
সুইডেন	২						১							২	১		১			১		৮
ফ্রান্স		১		১	২				১													৫
ক্যানাডা	১							১						১								৩
জার্মানী															১		২					৩
হাঙ্গেরী					২															১		২
ইটালী							১													১		৩
নরওয়ে														২								২
অস্ট্রেলিয়া													১									১
বেলজিয়াম														১								১
ফিনল্যান্ড																				১		১
রাশিয়া															১							১
দক্ষিণ আফ্রিকা	১																					১

॥ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥

চতুর্থ অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে চতুর্থ অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা প্রথমে ইটালীর রাজধানী রোমে অনুষ্ঠিত হইবার কথা ছিল। এজন্য ইটালীর অলিম্পিক কমিটি প্রস্তুতিও আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু বিসুভিয়াসের ভয়াবহ অগ্নুৎপাত ও অন্যান্য আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার জন্য ইটালীর আর্থিক অবস্থার ক্রমশঃ অবনতি হইতে আরম্ভ করে। এথেন্সে যখন প্যান হেল্লেনিক গেম্‌সের অনুষ্ঠান চলিতেছিল তখন এই অবস্থা এতই শোচনীয় আকার ধারণ করে যে ইটালীর অলিম্পিক কমিটি চতুর্থ অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় বলিয়া স্থির করে এবং নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটিকে এই সিদ্ধান্ত জানাইয়া দেয়। এমতাবস্থায় বাধ্য হইয়া আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি বৃটিশ অলিম্পিক কমিটির লর্ড ডেসবরোর সহিত পরামর্শ করেন ও শেষ মুহূর্তে চতুর্থ অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা লণ্ডনে হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন।

লর্ড ডেসবরোর সভাপতিত্বে প্রতিযোগিতা পরিচালনের জন্য বৃটিশ অলিম্পিক কমিটি গঠিত হয়। সময় অত্যন্ত সংক্ষেপ হওয়ায় অবিলম্বে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রকে যোগদানের আমন্ত্রণ জানান হয় ও লণ্ডন জেলার "শেফার্ডস্ বুস" নামক স্থান ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য নির্দিষ্ট হয়। ৬৮ হাজার দর্শকের জন্য একটি স্টেডিয়ামও শেফার্ডস্' বুসে নির্মাণ করা হয়।

২২টি রাষ্ট্র হইতে ৩৬ জন মহিলাসহ মোট ২০৮০ জন প্রতিযোগী (উইন্টার স্পোর্টসের প্রতিযোগীদের সংখ্যা ধরিয়া) প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।* আর্জেন্টিনা এই অলিম্পিকেই প্রথম অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ১৪টি নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপিত হয় ও একটি পূর্ববর্তী বিশ্ব রেকর্ডের সমান হয়। সে হিসাবে এই অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বলিয়া গণ্য করা হয়।

*আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির রেকর্ড অনুযায়ী মহিলাসহ ২০৫৯ জন প্রতিযোগী এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে অনেক লেখক একমত নন। তাই এখানে কিছু অভিমত উদ্ধৃত করা হইল:

(i) *The Olympic Games*, p. 67. : Published by International Olympic Committee—2051.

(ii) 4eme Olympiade : LONDRES 1908—Nations participantes : 22, Nombre de concurrents, 2059—*Bulletin D' Informations, Comite Olympiqre Egyptien*, No. 1 Septembre 1956, p. 22.

(iii) John V. Grombach : *Olympic Cavalcade of Sports*, p. 171 —2666

(iv) Alexander M. Weyand : *The Olympic Pageant*—2184

উদ্বোধন অনুষ্ঠান

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। এই অলিম্পিক হইতেই বিভিন্ন রাষ্ট্রের এ্যাথলেটদের স্ব-স্ব রাষ্ট্রীয় পতাকা লইয়া সামরিক কায়দায় পতাকা অভিবাদনের রীতি প্রচলিত হয়। গ্রেনেডিয়ার্স গার্ডস্‌দলের সামরিক বাদ্যের তালে তালে সমবেত এ্যাথলেটগণ কুচকাওয়াজ করিয়া অগ্রসর হন ও রাজকীয় উপবেশনাগারের সম্মুখে প্রচলিত প্রথানুযায়ী পতাকা অবনমিত করেন। কেবলমাত্র আমেরিকান দল তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় পতাকা অবনমিত করেন নাই। আমেরিকান এ্যাথলেটদের মধ্যে অনেকে ইহাকে অসৌজন্য মনে করিয়া আপত্তি জানান এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের ন্যায় পতাকা অবনমনের কথাও উঠে। কিন্তু প্রকাশ, মার্টিন শেরিডন "এই পতাকা কোন পার্থিব নৃপতির সম্মানে অবনমিত হয় না" এই সংক্ষিপ্ত উক্তিতে সকল বাদানুবাদের অবসান করেন।* অবশ্য ইহার

(v) *Livre D'or Des Champions Olympiques Hongrois*: *Redigee par le* Dr. Ferenc Mezo.

(vi) Andrey Senay et Robert Hervet: *Monsieur de Coubertin*. যোগদানকারী রাষ্ট্রের সংখ্যা ২৩, প্রতিযোগী সংখ্যা ২১৮৪। (মূল ফরাসী পুস্তক হইতে অনুদিত।)

(vii) F. G. Menke: *The Encyclopedia of Sports*, p. 699.

(viii) D. G. A. Lowe and A. E. Porritt: *Athletics*—45 Nations: 2000 athletes, p. 50

(ix) *60 Jahre Olympische Spiele*—Vom. Osterreichischen Olympischen Comite. ২২টি রাষ্ট্র হইতে ২০৫৯ জন প্রতিযোগী চতুর্থ অলিম্পিয়াডে যোগদান করে। (মূল অস্ট্রিয়ান পুস্তক হইতে অনুদিত।)

(x) *De XIV Olympisks Sommerleker London*—1948: Ulgiver: Norges Idrellsforbund. ২২টি রাষ্ট্র হইতে ২০৫০ জন প্রতিযোগী যোগদান করিয়াছিল। মূল নরওয়েজিয়ান পুস্তক হইতে অনুদিত।

(xi) Dr. Fritz Wasner: *Olympia Lexikon*—2059, p. 27. ডাঃ ফ্রিজ ওয়াজনার অলিম্পিক রেকর্ডের সহিত একমত। কিন্তু তাঁহার মতে এই সংখ্যার সহিত এই অলিম্পিয়াডের উইন্টার স্পোর্টসের ২১ জন প্রতিযোগীর সংখ্যা ধরা হয় নাই।—(মূল জার্মান পুস্তক হইতে অনুদিত। পৃঃ ২১৯) উইন্টার স্পোর্টসের প্রতিযোগী সংখ্যা গণনা করিলে মোট প্রতিযোগী সংখ্যা ২০৮০ হয়। কিন্তু এই উইন্টার স্পোর্টস্‌ বেসরকারীভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ায় আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি এই সংখ্যা গণনা করেন নাই।

অপ্রয়োজনীয় বোধে অন্যান্য লেখকদের মতামত আর উদ্ধৃত করা হইল না। —লেখক

* Some Athletes thought that this might indicate a stiff necked attitude and there was some talk of following the examples of other nations. Martin Sheridon has been quoted as silencing the agreement with the laconic assertion. This flag dips to no earthly king."—Alexander M. Weyand: *The Olympic Pageant*, p. 83.

পৌরাণিক গ্রীসের অলিম্পিয়া প্রান্তরের লেম্পাডিড্রোমিয়ার ক্রমবিবর্তিত রূপ রিলে রেস এই অলিম্পিয়াড হইতেই অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ক্রীড়াসূচী ভুক্ত হয়। ১৬০০ মিটারের এই মিডলে রিলের প্রথম দুইজন এ্যাথলেটের ২০০ মিটার করিয়া এবং তৃতীয় ও চতুর্থ এ্যাথলেটের যথাক্রমে ৪০০ ও ৮০০ মিটার

... বোধ করেন। রাশিয়া ফিনল্যান্ডকে রাশিয়ান পতাকা লইয়া মার্চ করিবার আদেশ দিলে, তাহার প্রতিবাদে ফিনিশ প্রতিযোগীগণ পতাকা ব্যতীতই মার্চ করেন। আইরিশ এ্যাথলেটগণকে বৃটিশ অলিম্পিক কর্তৃপক্ষ জানান যে, তাঁহাদিগকে বৃটিশের পতাকাতলে মার্চ করিতে হইবে ও তাঁহাদের বিজয় ইংলন্ডের বিজয় বলিয়া গণ্য হইবে। ফলে আইরিশ এ্যাথলেটগণ ক্ষুব্ধ হন। অব্যবস্থা এখানেই শেষ হয় নাই। বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিবর্গ বৃটিশ পরিচালকবৃন্দের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বেরও অভিযোগ করেন। ৪০০ মিটার দৌড়ের ফলাফল সম্পর্কে আমেরিকার প্রবল প্রতিবাদের দরুন পরিচালকবৃন্দ পুনর্বার দৌড়ের আদেশ দেন; কিন্তু প্রতিবাদস্বরূপ অন্য কোন প্রতিযোগী উপস্থিত না হওয়ায় ইংলন্ডের হ্যালসওয়েল "ওয়াকওভার" পান। আমেরিকা ছাড়া সুইডেন ও ফিনল্যান্ডও প্রতিযোগিতার ফলাফলে অসন্তুষ্ট হইয়া বার বার তীব্র প্রতিবাদ জানান। ইটালিয়ান ম্যারাথন দৌড়ের প্রতিযোগী ডোরান্ডো ফিনিশিং লাইনের নিকট পড়িয়া গেলে বৃটিশ পরিচালকগণের অহেতুক হস্তক্ষেপে ইটালীও অসন্তুষ্ট হয়। ...

ছয়টি দেশ হইতে ২৪ জন প্রতিযোগী ইহাতে অংশগ্রহণ করে ও ছয়টি ট্রায়াল হিটের বিজয়ী ছয়জন এ্যাথলেট ফাইন্যালে যোগদানের সুযোগ লাভ করেন। বৃটিশ এ্যাথলেট এ. রাসেল ১০ মিঃ ৪৭·৮ সেকেন্ডে এই দূরত্ব অতিক্রম করিয়া বিজয়লাভ করেন। অপর বৃটিশ প্রতিযোগী এ. জে. রবার্টসন দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। ৫ মাইল দৌড়ে বৃটিশ এ্যাথলেট এ. ভয়েগট্ ২৫ মিঃ ১১·২ ... দৌড়াইয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ডসহ বিজয়লাভ করেন। ...

কয়েকটি ব্যাপারে আমেরিকান এ্যাথলেটগণ খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তি দেখান নাই। আমেরিকার ট্র্যাক ও ফিল্ড বিষয়ের প্রধান শিক্ষক লসন রবার্টসন তাঁহার সরকারী রিপোর্টে এ বিষয়ে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা এইখানে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মতে, "আমেরিকানদের প্রতি যতটা সদয় ব্যবহার করা উচিত ছিল, বোধ হয় ইংলন্ড তা করে নাই এবং এ কথাও সত্য, বিজয়ী আমেরিকানদের যতটা নম্র হওয়া উচিত ছিল তাহা তাহারা ছিল না।"

চতুর্থ অলিম্পিকে এই বিচার বিভ্রাট ও মনোমালিন্যের ফলে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির এক সভা হয়। এই সভায় উদ্যোক্তা দেশের হাতে ক্রীড়া পরিচালনার ভার দেওয়ার যে রীতি ছিল তাহা বন্ধ করিয়া অলিম্পিকের বিভিন্ন ক্রীড়া পরিচালনার ভার নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থাসমূহের উপর অর্পণ করা হয়।

এ্যাথলেটিকস্

প্রারম্ভে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। লেঃ হ্যালস্ওয়েল, কার্পেন্টার ডব্লু. রবিনস্ ও জে টেলর এই চারজন এ্যাথলেট ফাইন্যালে উন্নীত হইয়াছিলেন প্রতিযোগিতা শেষ হইবার মুখে কার্পেন্টার হ্যালস্ওয়লকে বাধা দিয়াছেন এই,

* *United States Olympians*, p. 22.

* *Spalding Athletic Almanac* ...

উদ্বোধন অনুষ্ঠান

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড
ষ্ঠানিকভাবে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। এই অলিম্পিক হইতেই
ভিন্ন রাষ্ট্রের এ্যাথলেটদের স্ব-স্ব রাষ্ট্রীয় পতাকা লইয়া সামরিক কায়দায়

হাতুড়ি নিক্ষেপে বিজয়ী জন্ ফ্লানাগান ৫১·৯২ মিটার (১৭০ ফুঃ ৪¼ ইঃ) দূরে হাতুড়ি নিক্ষেপ করিয়া নূতন রেকর্ড স্থাপন করেন। পর পর তিনটি অলিম্পিকে বিজয়ী জন্ ফ্লানাগান জাতিতে কিন্তু আইরিশ ছিলেন। ছয় ফুটের অধিক লম্বা ২২০ পাউন্ড ওজনের সুদর্শন সুগঠিত-দেহী এই এ্যাথলেট নিউইয়র্ক পুলিসের অফিসার ও নিউইয়র্কের "আইরিশ-আমেরিকান ক্লাব"-এর সভ্য ছিলেন এবং সেই হিসাবেই আমেরিকার পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন। সাত বার হাতুড়ি নিক্ষেপে তিনি বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। নিউইয়র্ক পুলিস হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি আয়র্ল্যাণ্ডে নিজের গ্রামে ফিরিয়া যান ও স্বীয় জন্মভূমিতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ছয় ফুট চার ইঞ্চি লম্বা ও ২২৪ পাউন্ড ওজনের ম্যাথু ম্যাকগ্রাথও জাতিতে আইরিশ ছিলেন ও ফ্লানাগানের ন্যায় নিউইয়র্ক পুলিসের অফিসার ছিলেন।

৩৫০০ মিটার ভ্রমণ এই অলিম্পিয়াডেই আরম্ভ হয় ও এই অলিম্পিয়াডের পর হইতেই ইহা কর্মসূচী হইতে পরিত্যক্ত হয়। প্রতিযোগিতায় গ্রেট ব্রিটেনের

(vii) F. G. Menke : *The Encyclopedia of Sports*, p. 699.
(viii) D. G. A. Lowe and A. E. Porritt : *Athletics*—45 Nations : 2000 athletes, p. 50
(ix) *60 Jahre Olympische Spiele*—Vom. Osterreichischen Olympischen Comite. ২২টি রাষ্ট্র হইতে ২০৫৯ জন প্রতিযোগী চতুর্থ অলিম্পিয়াডে যোগদান করে। (মূল অস্ট্রিয়ান পুস্তক হইতে অনূদিত।)

বাহিনীর সভ্য এরিখ লেমিং প্যান হেল্লেনিক গেম্‌সের ন্যায় এই অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতাতেও ৫৪·৮৩ মিটার (১৭৯ ফুট ১০½ ইঞ্চি) জেভেলিন নিক্ষেপ করিয়া বিজয়লাভ করেন। তিনি তাঁহার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এ. হ্যালসে অপেক্ষা ৪·২৬ মিটার (১৩ ফুট ১১½ ইঞ্চি) দূরে জেভেলিন নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। অপর সুইডিশ প্রতিযোগী ও. নিলসন তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

পঞ্চম দিবসে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে আবার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ডিসকাস নিক্ষেপে বিজয়ী এ্যাথলেট মার্টিন শেরিডন এই অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাতেও ডিসকাস ৪০·৮৯ মিটার (১৩৪ ফুট ২ ইঞ্চি) দূরে নিক্ষেপ করিয়া পর পর তিনটি অলিম্পিয়াডে ডিসকাস নিক্ষেপে বিজয়ীর সম্মান লাভ করেন। আমেরিকান প্রতিযোগীদ্বয় এম. গিফিন এবং এম. হর যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

* Some Athletes thought that this might indicate a stiff necked attitude and there was some talk of following the examples of other nations. Martin Sheridon has been quoted as silencing the agreement with the laconic assertion. "This flag dips to no earthly king."—Alexander M. Weyand : *The Olympic Pageant*, p. 83.

পৌরাণিক গ্রীসের অলিম্পিয়া প্রান্তরের লেম্পাডিড্রোমিয়ার ক্রমবিবর্তিত রূপ রিলে রেস এই অলিম্পিয়াড হইতেই অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ক্রীড়াসূচী-ভুক্ত হয়। ১৬০০ মিটারের এই মিডলে রিলের প্রথম দুইজন এ্যাথলেটের ২০০ মিটার করিয়া এবং তৃতীয় ও চতুর্থ এ্যাথলেটের যথাক্রমে ৪০০ ও ৮০০ মিটার দৌড়াইতে হইয়াছিল। ডব্লু. হ্যামিলটন*, এন. কার্টমেল, জে. বি. টেলর ও ম্যাল শেফার্ডকে লইয়া গঠিত আমেরিকা দল ৩ মিঃ ২৯·৪ সেকেন্ড দৌড়াইয়া শেষ সীমান্ত অতিক্রম করে ও সহজেই জার্মানী ও হাঙ্গেরীকে পরাজিত করিয়া বিজয়লাভ করে। এই বিজয়ের ফলে শেফার্ড এই অলিম্পিকের "ট্রিপল ক্রাউন"-এ ভূষিত হন।

৩৫০০ মিটরের ন্যায় ১০ মাইল ভ্রমণ (১৬০৯০ মিটার) এই অলিম্পিয়াডেই কার্যসূচীভুক্ত হয় এবং এই অলিম্পিয়াডের পরই কার্যসূচী হইতে পরিত্যক্ত হয়। প্রতিযোগিতায় ৮টি দেশ হইতে মোট ২৫ জন প্রতিযোগী যোগদান করেন। ৩৫০০ মিটার ভ্রমণে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী লার্নার ও ওয়েব এবারও যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। উল্লেখযোগ্য যে প্রথম ছয়টি স্থানই বৃটিশ এ্যাথলেটগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়।

প্রতিযোগিতার ষষ্ঠ দিবসে "১৮টি হার্ডল ও ৬টি ওয়াটার জাম্প"-সমন্বিত ৩২০০ মিটার (১ মাইল ১৭৪০ গজ) স্টিপলচেজের ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। ছয়টি দেশ হইতে ২৪ জন প্রতিযোগী ইহাতে অংশগ্রহণ করে ও ছয়টি ট্রায়াল হিটের বিজয়ী ছয়জন এ্যাথলেট ফাইন্যালে যোগদানের সুযোগ লাভ করেন। বৃটিশ এ্যাথলেট এ. রাসেল ১০ মিঃ ৪৭·৮ সেকেন্ডে এই দূরত্ব অতিক্রম করিয়া বিজয়লাভ করেন। অপর বৃটিশ প্রতিযোগী এ. জে. রবার্টসন দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। ৫ মাইল দৌড়ে বৃটিশ এ্যাথলেট এ. ভয়েগট্ ২৫ মিঃ ১১·২ সেকেন্ডে দৌড়াইয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ডসহ বিজয়লাভ করেন। বৃটিশ প্রতিযোগী ই. ওয়েন ও সুইডেনের বি. জি. সভন্‌বার্গ যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

দীর্ঘলম্ফনে আমেরিকান এ্যাথলেট ফ্রান্সিস** ইরনস্ ৭·৪৮ মিটার (২৪ ফুট ৬½ ইঞ্চি) লাফাইয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করিয়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন। আমেরিকার অপর এ্যাথলেট ডি. কেলী ও ক্যানাডার সি. ব্রিকার যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ১০০ মিটার দৌড়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ১৯ বৎসর বয়স্ক স্কুলের ছাত্র আর. ই. ওয়াকার, ক্যার, কার্টমেল, রেক্টর প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত স্প্রিন্টারদের পরাজিত করেন ও ১০·৮ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নূতন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করেন। রেক্টর, ক্যার ও কার্টমেল যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

অতঃপর ৪০০ মিটার দৌড়ের ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার প্রারম্ভে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। লেঃ হ্যালস্‌ওয়েল, কার্পেন্টার, ডব্লু. রবিনস্ ও জে. টেলর এই চারজন এ্যাথলেট ফাইন্যালে উন্নীত হইয়াছিলেন। প্রতিযোগিতা শেষ হইবার মুখে কার্পেন্টার হ্যালস্‌ওয়েলকে বাধা দিয়াছেন এই

* *United States Olympians*, p. 22.

** *Spalding Athletic Almanac* (p. 125) এর মতে "Frank."

অভিযোগে বিচারক ও পরিচালকগণ মাঠে ঢুকিয়া পড়েন। কার্পেন্টারই প্রথম শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি ফাউল করিয়াছেন এই অজুহাতে বিচারকগণ কার্পেন্টারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া প্রতিযোগিতা হইতে বহিষ্কৃত করেন ও পুনরায় প্রতিযোগিতার আদেশ দেন। প্রতিবাদস্বরূপ অপর আমেরিকান প্রতিযোগীদ্বয় মাঠ ত্যাগ করেন ও বিনা বাধায় হ্যালস্‌ওয়েল বিজয়লাভ করেন।

কিন্তু এই প্রতিযোগিতায় আমেরিকানদের আচরণ মোটেই সমর্থনযোগ্য নহে। বিচারকগণের ভুল হইতে পারে কিন্তু তাহার জন্য অখেলোয়াড়োচিত মনোভাব প্রকাশ করা কোনক্রমেই উচিত হয় নাই। কার্পেন্টার এবং রবিনসন এই দুইজন আমেরিকান এ্যাথলেট যথাক্রমে প্রথম দুইটি স্থান লাভ করিয়াছিলেন এবং হ্যালস্‌ওয়েল লাভ করিয়াছিলেন তৃতীয় স্থান; সুতরাং প্রতিযোগিতায় পুনরায় যোগদান করিলে আমেরিকান এ্যাথলেটদেরই বিজয়ের সম্ভাবনা বেশী ছিল। আমেরিকাতে প্রকাশিত পুস্তকসমূহেও একজন বিচারক হঠাৎ মাঠে প্রবেশ করিয়া দৌড়ে বাধার সৃষ্টি করিয়াছিলেন ইহা স্বীকার করিয়াছে।* এইরূপ বাধার সৃষ্টি হইলে সে যুগে প্রচলিত বিভিন্ন অপেশাদার এ্যাথলেটিক এসোসিয়েশনের নিয়ম অনুযায়ী বিচারকদের পুনরায় দৌড়ের আদেশ অন্যায় নয়। আমেরিকান লেখকগণও এ সম্পর্কে আমেরিকান এ্যাথলেট ও ব্যবস্থাপকদের আচরণ সমর্থন করেন নাই।**

ম্যারাথন দৌড়

ইহার পর ম্যারাথন দৌড় যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। এথেন্স হইতে ম্যারাথন প্রান্তরের প্রকৃত দূরত্ব ৪০,০০০ কিলোমিটার। কিন্তু এই অলিম্পিকে ম্যারাথন দৌড়ের নির্দিষ্ট দূরত্ব বাড়াইয়া ৪২,১৯৫ কিলোমিটার (২৬ মাইল ৩৮৫ গজ) করা হয়।† এই দূরত্বই পরে ম্যারাথন দৌড়ের জন্য নির্দিষ্ট দূরত্ব হিসাবে

* ··· because an official ran on the track and interfered, the race was ordered re-run. —Edwin B. Henderson : *The Negros in Sports*, p. 285.

** Regardless of whether the judges were right or wrong, it is to be regretted that Tylor and Robbins did not run.—Alexander M. Weyand : *The Olympic Pageant*, p. 89.

† ডাঃ ফেরেঙ্ক মেজোব মতে ৪২,২৬৩ মিটার [*Les Juex Olympiques Modernes*, p. 84.]। ডাঃ ক্রিজ ওয়াজনারের মতে ৪২,২৬০ কিলোমিটার (srrecke : 42, 260 Kilometer—*Olympia Lexikon*, p. 44.)। কিন্তু বিভিন্ন বৃটিশ ও আমেরিকান লেখকগণ এই দূরত্বকে ৪২,১৯৫ কিলোমিটার অথবা ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "এসোসিয়েশন অফ ট্র্যাক এণ্ড ফিল্ড স্টেটিস্টিশিয়ান"-এর সভাপতি অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ১০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত প্রখ্যাত বৃটিশ ক্রীড়া সাংবাদিক মিঃ হ্যারল্ড এম. আব্রাহাম তাঁহার পুস্তকে (*The Olympic Games Book*, pp. 22, 23 & 69 ও *Track and Field Olympic Records*, p. 47.) এই দূরত্বকে ৪২,১৯৫ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার অভিমতই সমর্থনযোগ্য বিধায় বর্তমান পুস্তকে ৪২,১৯৫ মিটার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

রাণী আলেকজান্দ্রা ডোরাণ্ডোর পরাজয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হন ও বিচারকদের বিচার সম্বন্ধে উষ্মা প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রচলিত বিধান অনুযায়ী বিচার অভ্রান্ত জানিয়া তিনি ডোরাণ্ডোকে একটি স্বর্ণনির্মিত বৃহৎ কাপ উপহার দেন। চতুর্থ অলিম্পিয়াডের সঙ্গে ডোরাণ্ডোর নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ম্যারাথন বিজয়ী হিসাবে জনি হেসের নাম অনেকের অজ্ঞাত হইতে পারে কিন্তু ক্রীড়াজগতে ডোরাণ্ডো পিয়েত্রীর নাম অবিস্মরণীয়, পরাজিত হইয়াও ডোরাণ্ডো আজ অমর।

অন্যান্য ক্রীড়া

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে প্যান হেল্লেনিক গেম্‌সে মুষ্টিযুদ্ধে নানা অসুবিধার জন্য পরিত্যক্ত হইলেও চতুর্থ অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সরকারীভাবে মুষ্টিযুদ্ধ পুনরায় ক্রীড়াসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ব্যান্টাম, ফেদার, লাইট, মিড্‌ল ও হেভী—শারীরিক ওজন অনুযায়ী প্রতিযোগীদের এই পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। ফ্লাই ও ওয়েল্টার ওয়েটের কোন প্রতিযোগিতা এই অলিম্পিকে অনুষ্ঠিত হয় নাই।*

গ্রেট ব্রিটেনের মুষ্টিযোদ্ধারাই প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করিয়া অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। ব্যান্টামে এইচ. টমাস, ফেদারে আর. গন্‌, লাইটে এফ. গ্রেস, মিড্‌লে জে. ডগলাস ও হেভী ওয়েটে এ. ওল্ডম্যান সাফল্য লাভ করেন। স্বাভাবিকভাবে বেসরকারী পয়েন্ট গণনায়ও গ্রেট ব্রিটেনই জয়লাভ করে।

সাইক্লিং-এর ২০০০ মিটার ট্যাণ্ডেমে ফ্রান্সের মরিস শিল ও আন্দ্রে ওফ্রে জয়লাভ করেন।** রোড রেস এই অলিম্পিকে অনুষ্ঠিত হয় নাই।

১০০০ মিটার স্ক্র্যাচে গ্রেট ব্রিটেনের জনসন ও ফ্রান্সের শিল প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন বটে কিন্তু "নির্দিষ্ট সময়" অতিক্রান্ত হওয়ায় প্রতিযোগিতা বাতিল বলিয়া গণ্য করা হয়।† অন্যান্য প্রত্যেকটি বিষয়ে ও বে-সরকারীভাবে ইংলণ্ড অক্লেশে বিজয়লাভ করে। এই অলিম্পিকে পরে ৫ কিলোমিটার, ২০ কিলোমিটার পেস্‌ড্‌ রেস, ১০০ কিলোমিটার টিম রেস কার্যসূচী হইতে বাদ দেওয়া হয়। ১৮১০·৫ মিটার টিম "পারাস্যুট"‡ও এই অলিম্পিকে প্রথম কার্যসূচীভুক্ত হয় ও লিওনার্ড মেরিডিথ্‌, বেঞ্জামিন জোন্স, এরনে পায়েন ও সি. কিংসবেরীকে লইয়া গঠিত গ্রেট ব্রিটেন দল জয়লাভ করে।

* John Kieran and Arthur Daley (*The Story of the Olympic Games*) প্রভৃতি কয়েকজন আমেরিকান লেখক এই অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মুষ্টিযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের পুস্তকে এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখই করেন নাই।

** *Official Report of the 1908 Games* (pp. 125-126)-এ ফরাসী সাইক্লিষ্টদ্বয় সম্বন্ধে একটি অপূর্ব বিবরণ দিয়াছেন। এই বিবরণ অনুযায়ী "The Frenchmen, an ideal tandem team, lead all the way."

† The riders exceeded time limit, in spite of repeated warnings." —*Official Report of the 1908 Games*, p. 113 & Dr. Ferenc Mezo : *Les Jeux Olympiques Modernes*, p. 95.

‡ ডাঃ ফেরেঙ্ক মেজোর মতে ১৮১০:৪৭·৩ মিটার।

পোলো খেলায় বৃটিশের উৎসাহ অনুরূপ বেশী থাকার স্বভাবতই এই অলিম্পিকে উহা পুনরায় প্রবর্তিত হয়। কিন্তু কেবলমাত্র গ্রেট ব্রিটেন হইতে দুইটি দল ও আয়র্ল্যান্ড এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ফাইন্যালে রোহ্যাম্পটন দল হার্লিংহামকে পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করে।

পোলো খেলায় ইউরোপের অন্য কোন দেশের কোন আগ্রহ ছিল না কিন্তু অশ্বারোহণ কলাকৌশল সে সময় ইউরোপে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। ফলে ইউরোপের অন্যান্য দেশ পোলোর পরিবর্তে অশ্বারোহণ কলাকৌশল পরবর্তী অলিম্পিয়াডে ক্রীড়াসূচীভুক্ত করিবার জন্য আবেদন জানান। সুইডেনের প্রিন্স কার্ল আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির নিকট এক প্রস্তাবে ব্রুসেল্সে অশ্বারোহী সেনাবাহিনীর আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচীভুক্ত করিবার জন্য আবেদন জানান। ইউরোপের অন্যান্য দেশ সানন্দে এই প্রস্তাব সমর্থন করে। ফলে পরীক্ষামূলকভাবে অশ্বারোহণ কলাকৌশলের কয়েকটি বিষয়ে প্রতিযোগিতা এই অলিম্পিকে বেসরকারীভাবে অনুষ্ঠিত হয়। অবশ্য বেসরকারীভাবে তিনটি বিষয় দ্বিতীয় অলিম্পিয়াডেও কার্যসূচীভুক্ত ছিল।

অসি-সঞ্চালন কৌশল প্রতিযোগিতায় ইপিতে (ব্যক্তিগত ও দলগত) যথাক্রমে ফরাসী অসি-সঞ্চালক জি, আলিবের ও ফরাসী দল বিজয়লাভ করে। ফয়েলের কোন প্রতিযোগিতা এই অলিম্পিকে অনুষ্ঠিত হয় নাই।

'সেবারে'র উভয় বিষয়েই (ব্যক্তিগত ও দলগত) হাঙ্গেরীর সাফল্য অলিম্পিকের অসি-সঞ্চালনের ইতিহাসে এক নব যুগের সৃষ্টি করে। এই নব যুগের অগ্রদূত ডাঃ জেনো ফুচস্ ও ল্যাজোস ওয়াকনার, ডাঃ ওসজাকর গার্ডে, ডাঃ ডেসজো ফোল্ডেস ও ডাঃ পিটার টথ্কে লইয়া গঠিত হাঙ্গেরী দল। সেবারের ব্যক্তিগত ও দলগত উভয় বিষয়েই এই হাঙ্গেরিয়ান অসি-সঞ্চালকবৃন্দ বিজয়লাভ করিয়া সেবারের প্রতিযোগিতায় এক নবতম অধ্যায়ের সূচনা করেন।

ইটানো স্যান্টেলী নামক একজন ইটালিয়ান অসি-সঞ্চালক বিংশ শতকের প্রথম দিকে বুদাপেস্টে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন ও হাঙ্গেরীর অসি-সঞ্চালকবৃন্দকে শিক্ষা দিতে থাকেন। তাঁহার অপূর্ব শিক্ষণ কুশলতায় হাঙ্গেরিয়ান অসি-সঞ্চালকগণ 'সেবারে' বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অসি-সঞ্চালক হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। চতুর্থ অলিম্পিয়াড হইতে একমাত্র সপ্তম অলিম্পিয়াড ব্যতীত ষোড়শ অলিম্পিয়াড পর্যন্ত প্রত্যেকটি অলিম্পিয়াডের স্বর্ণপদক এবং আজ পর্যন্ত ২৯টি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের মধ্যে ২৩টির বিজয়-মাল্য হাঙ্গেরিয়ান অসি-সঞ্চালকগণ অর্জন করিয়াছেন।* রাজা এডওয়ার্ড স্বয়ং অসি-সঞ্চালন কৌশলের বিচারের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন সমসাময়িক কোন কোন বিবরণে এবং আমাদের দেশের দুই-একজন ক্রীড়া-সাংবাদিকের প্রবন্ধে ইহার উল্লেখ থাকিলেও এই বিবরণ সত্য নয়।**

* প্রথম মহাযুদ্ধের পর হাঙ্গেরীকে কয়েকটি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে যোগদান করিতে দেওয়া হয় নাই।

** আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির চ্যান্সেলার সম্প্রতি আমাকে এক পত্রে জানাইয়াছেন, এ সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির নথিপত্রে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। *Federation Internationale D'Escrime*-এ উল্লিখিত official list-এর কোথায়ও রাজা এডওয়ার্ডের নামের উল্লেখ নাই।

জিমন্যাস্টিকে ইটালী, সুইডেন ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে কোন্ দেশ সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করিবে তাহা লইয়া প্রবল বিরোধ সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক দেশই নিজেদের প্রথানুযায়ী গণনায় প্রথম স্থানের অধিকারী বলিয়া দাবি করে। দলগত প্রতিযোগিতায় সুইডেন বিজয়লাভ করে ও সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও কুশলী জিমন্যাস্টের সম্মান অর্জন করেন ইটালীর অলিবার্টো ব্রাগলিয়া। শ্রেষ্ঠ দেশের সম্মানের জন্য বেসরকারী পয়েন্ট গণনার প্রথা শেষ পর্যন্ত এই অলিম্পিকে কার্যকরী হয় নাই।

নৌ-বাইচে সিংগল ও ডবল স্কাল দুই দাঁড়, চার দাঁড় ও আট দাঁড়বিশিষ্ট সেল ধরনের নৌকার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকটিতে এবং বেসরকারী পয়েন্ট গণনায় ইংলণ্ড প্রথম হইয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে।

এই অলিম্পিকে টেনিস খেলায় লন টেনিসের সহিত কাভার্ড কোর্ট টেনিসও যুক্ত হয়। প্রত্যেকটি বিষয়েই বৃটিশ খেলোয়াড়গণ বিজয়লাভ করেন। ওয়েম্বেলডনের লন টেনিস ও কাভার্ড কোর্টের জেণ্টেলমেন্স সিংগলসে যথাক্রমে এম. জে. রিচি ও এ. ডব্লু. গোরে, জেণ্টেলমেন্স ডাবলসে যথাক্রমে জি. হিলিইয়ার্ড ও আর. ডোহার্টে এবং ডব্লু. গোরে ও আর, রপার ব্যারেট এবং লেডিস্ সিংগল্‌সে যথাক্রমে মিসেস্ ডোরোথি লেম্বার্ট চেম্বার্স ও মিস্ জি. স্মিথ্ ইস্টলেক বিজয়লাভ করেন। হার্ডকোর্টে একটি বিশেষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় "বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী 'টেনিস খেলা'য় আমেরিকার জে. গেল্ডে সাফল্যলাভ করেন। এই বিষয়টি চতুর্থ অলিম্পিকেই অন্তর্ভুক্ত হয় ও এই অলিম্পিকের পরেই চিরকালের জন্য পরিত্যক্ত হয়। ধনুর্বিদ্যার জেন্টেলম্যান ইয়র্ক রাউণ্ড ও লেডিস্ ন্যাশনাল রাউণ্ডে যথাক্রমে ইংলণ্ডের ধনুর্বিশারদ ডব্লু. ডড ও মিস্ কিউ. নেওয়াল এবং কন্টিনেন্টাল রাউণ্ড ফ্রান্সের ই. জি. গ্রেসে সাফল্যলাভ করেন। দড়ি টানাটানিতেও বৃটিশ ক্রীড়াবিদগণ সাফল্য লাভ করেন।

ইয়টিং সরকারীভাবে এই অলিম্পিক হইতেই আরম্ভ হয়। ১২ মিটার ক্লাস, ৮ মিটার ক্লাস, ৭ মিটার ক্লাস ও ৬ মিটার ক্লাস—এই চারিটি বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি প্রতিযোগিতাতেই বৃটিশ নাগরিকগণ প্রথম স্থান অধিকার করিয়া নৌ-বাহনে ব্রিটেনের বিশ্বব্যাপী সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখে।

শুটিং-এ যে কোনও বোরের রাইফেলের ৫০ মিটার ও ১০০ মিটার ও মিনিয়েচারের (স্মল বোর) রাইফেল, আর্মি রাইফেল, ক্লে বার্ড ও রানিং ডিয়ার শুটিং এবং পিস্তল অথবা রিভলবার এই ছয়টি বিষয়ে ব্যক্তিগত ও দলগত প্রতিযোগিতা লইয়া মোট ১৪টি ক্রীড়াসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

প্রতিযোগিতায় নরওয়ের এলবার্ট হেল্‌গেরুদ "৩০০ মিটার দূরত্বে যে-কোন বোরের রাইফেল", গ্রেট ব্রিটেনের এ. কার্নেল "৫০ মিটার দূরত্বে মিনিয়েচার রাইফেলে", বেলজিয়ামের পি. ভন. এসব্রক "অটোম্যাটিক পিস্তল অথবা রিভলবারে", ক্যানাডার ডব্লু. ইউইং "ক্লে বার্ড" শুটিং-এ, সুইডেনের অস্কার সোয়াহান রানিং ডিয়ার শুটিং-এ (সিংগল শট), আমেরিকার ওয়াল্টার উইনান্স রানিং ডিয়ার শুটিং-এ (ডবল শট), গ্রেট ব্রিটেনের জে. মিলনার ১০০০ গজ দূরত্বে "যে কোন বোরের রাইফেলে" ও ডব্লু. স্টাইলস্ ২৫ গজ দূরত্বে "মিনিয়েচার রাইফেলে" বিজয়লাভ করেন। দলগত প্রতিযোগিতায় "ক্লে বার্ড শুটিং" ও "মিনিয়েচার রাইফেলে" গ্রেট ব্রিটেন, "রানিং ডিয়ার শুটিং" (সিংগল

শট)-এ সুইডেন, "পিস্তল অথবা রিভলবার" এবং "ইভেন্টস্ ফর সেভারেল ডিস্টেন্স"-এ আমেরিকা এবং রাইফেল প্রতিযোগিতায় নরওয়ে বিজয়লাভ করে। বে-সরকারী পয়েন্ট গণনায় গ্রেট ব্রিটেনই জয়লাভ করে।

১০০ মিটার সন্তরণে চার্লস ড্যানিয়েলস্ ও জোলতান হ্যালমে এই অলিম্পিকে পুনরায় মিলিত হন। ড্যানিয়েলস্ এবার হ্যালমেকে পরাজিত করিয়া পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। প্যান হেল্লেনিক গেম্সে ১৬০৯ মিটার ফ্রিস্টাইলে বিজয়ী, ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী গ্রেট ব্রিটেনের এইচ. টেলর এবার ৪০০ মিটার ও ১৫০০ মিটারে অলিম্পিক ও বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করিয়া উভয় বিষয়েই বিজয়লাভ করেন।

২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক এবারই প্রথম অলিম্পিকের কার্যসূচীভুক্ত হয় ও গ্রেট ব্রিটেনের হেলম্যান বিশ্ব রেকর্ডসহ বিজয়লাভ করেন। স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং-এ সুইডেনের এইচ. জোহানসন সাফল্যলাভ করেন।

৪×২০০ মিটার রিলেতে টেলর পরিচালিত গ্রেট ব্রিটেন দল, হ্যালমে পরিচালিত হাঙ্গেরী দল ও ড্যানিয়েলস্ পরিচালিত আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। বিশ্ববিখ্যাত তিনজন সাঁতারু পরিচালিত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ তিনটি দল ফাইন্যালে উঠায় স্বভাবতঃ এ বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে তীব্র উৎসাহ দেখা দেয় ও সন্তরণের স্টেডিয়াম বহু পূর্ব হইতেই উৎসাহী দর্শকে পূর্ণ হইয়া যায়। ডার্বিসায়ার, র‍্যাডমেলোভিক, ফস্টার ও এইচ. টেলরকে লইয়া গঠিত গ্রেট ব্রিটেন দল হাঙ্গেরীকে পরাজিত করে ও ১০:৫৫·৬ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিশ্ব রেকর্ডসহ বিজয়লাভ করে। হাঙ্গেরী মাত্র ০:৩·৫৪ সেকেন্ডের ব্যবধানে পরাজিত হয়।*

এই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক প্রতিযোগিতা সম্পর্কে হ্যালমে প্রদত্ত বিবরণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

"লন্ডন অলিম্পিকে আমি হাঙ্গেরীর কেবলমাত্র একজন সাঁতারু হিসাবেই যোগদান করি নাই; আমি হাঙ্গেরী দলের ম্যানেজারও ছিলাম। আমাদের সাঁতারুদের তিনটি বিভিন্ন দূরবর্তী স্থানে বাসস্থান নির্দিষ্ট করায় অপরিচিত এলাকায় যোগাযোগের জন্য যাতায়াতে আমার প্রচুর পরিশ্রম হইত। ফলে আমি অনুশীলনের সুযোগ একেবারেই পাই নাই ও আমার পক্ষে স্বাভাবিকভাবে সাঁতার কাটা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু তবুও আমি আশা করিয়াছিলাম ৪×২০০ মিটার রিলেতে আমরাই জয়ী হইব। আমার তরুণ তিনটি সাথী জোসেফ মনুতক, ইমরে জাকার এবং বেলালাস টোরেস তাঁহাদের অপূর্ব নৈপুণ্যে

* (i) Dr. Fritz Wasner : *Olympia Lexikon*, p. 84.

(ii) Dr. Ferenc Mezo : *Les Jeux Olympiques Modernes*, p. 99.

(iii) কিন্তু হাঙ্গেরী সাঁতারু দলের ম্যানেজার ও রিলে দলের অন্যতম সাঁতারু জোলতান হ্যালমের বিবরণ অনুযায়ী ০ : ৩·২ সেকেণ্ড।

Britain, the winners, clocked 10 minutes 55.6 Secs., a result 3.2 Secs. better than what Hungary returned. —Dr. Ferenc Mezo : *Golden Book of Hungarian Olympic Champions*, p. 15.

শক্তিশালী গ্রেট ব্রিটেন দল অপেক্ষা ১০-১১ গজ অগ্রগামী ছিল। প্রথম ১০০ মিটারে আমি ১:২২·২ সেকেণ্ডে অতিক্রম করি এবং আমার বৃটিশ প্রতিদ্বন্দ্বী টেলর অপেক্ষা ৪ গজ অগ্রগামী হইয়া যাই। কিন্তু ১৫০ মিটারে আমি বুঝিতে পারি নাই যে আমার শক্তি ক্রমশঃ নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে। আমার প্রচণ্ড হস্ত-পদ আন্দোলন সত্ত্বেও আমার মনে হইতেছিল আমি আর অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। ১৮০ মিটারে আমি বুঝিতে পারি আমি পুলের পার্শ্ববর্তী দেওয়ালের ধারে সন্তরণ করিতেছি। সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইবার আর আমার কোন ক্ষমতা নাই। যখন শেষ সীমান্ত হইতে মাত্র ৭·৮ মিটার বাকি তখন আমি বুঝিতে পারি টেলর আমাকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। তখন আর কিছুই করিবার ছিল না। টেলর আমাকে অতিক্রম করিয়া বহু পূর্বেই শেষ সীমান্তে পৌঁছিয়া গিয়াছে।"*

ওয়াটার পোলোতে এই অলিম্পিকে চারিটি রাষ্ট্র যোগদান করে ও ফাইন্যালে গ্রেট ব্রিটেন বেলজিয়ামকে ৯-২ গোলে পরাজিত করিয়া জয়লাভ করে।

সরকারীভাবে উভয় পদ্ধতির কুস্তি এই প্রথম।

ক্যাচ্-এজ-ক্যাচ্-ক্যানে সেন্ট লুইয়ে ফ্লাই ওয়েটে কুস্তি হইলেও এই অলিম্পিকের কার্যসূচী হইতে ফ্লাই ওয়েট বাদ পড়ে। ব্যান্টামে তৃতীয় অলিম্পিকে জয়ী আমেরিকান কুস্তিগীর জে. এন. মেনার্ট এই অলিম্পিকেও জয়লাভ করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ফেদারেও আমেরিকার অপর কুস্তিগীর জি. ডোল জয়লাভ করেন। গ্রেট ব্রিটেনের জি. দ্য রেলিস্কো. এস. ভি. বেকন ও জি. সি. ও'কেলী যথাক্রমে লাইট, মিডল ও হেভী ওয়েটে জয়লাভ করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

গ্রীসো-রোমান কুস্তিতে ইটালীর ইপোরো লাইটে, সুইডেনের এফ. এম. মার্টেনসন মিডলে. ফিনলাণ্ডের ডব্লু. উয়েকম্যান লাইট ও হেভী ওয়েটে হাঙ্গেরীর আর. আর. ওয়াইজ সাফল্যলাভ করেন। ডব্লু. ওয়েকম্যান প্যান হেল্লেনিক গেম্সেও মিডল ওয়েটে বিজয়লাভ করিয়াছিলেন।

বেসরকারী পয়েন্ট গণনায় ক্যাচ্-এজ-ক্যাচ্-ক্যানে গ্রেট বৃটেন জয়লাভ করে। গ্রীসো-রোমান কুস্তির জন্য কোন পয়েন্ট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় নাই।

ফুটবলে সুইডেন, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেন যোগদান করে। প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বী দুইটি দল গ্রেট ব্রিটেন ও ডেনমার্ক মিলিত হয় ও ডেনমার্ককে ২—০ গোলে পরাজিত করিয়া গ্রেট ব্রিটেন জয়লাভ করে। প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রেট ব্রিটেন ১২—১ গোলে সুইডেনকে ও ডেনমার্ক ১৭—১ গোলে ফ্রান্সকে পরাজিত করিয়াছিল।

রাগবীতে মাত্র দুইটি দল অংশগ্রহণ করে ও অস্ট্রেলিয়া ইংলণ্ডকে ৩২—৩ গোলে পরাজিত করে। ফিল্ড হকি ৬২ অলিম্পিকেই প্রথম কার্যসূচীভুক্ত হয়। গ্রেট ব্রিটেনের চারিটি দল—ইংলণ্ড, আয়র্ল্যাণ্ড, ওয়েলস্ ও স্কটল্যাণ্ড এবং ফ্রান্স ও জার্মানী যোগদান করে। ফাইন্যালে গ্রেট ব্রিটেনের দুইটি দল আয়র্ল্যাণ্ড ও ইংলণ্ড মিলিত হয় ও আয়র্ল্যাণ্ডকে ৮-১ গোলে পরাজিত করিয়া

* Dr. Ferenc Mezo : *Golden Book of Hungarian Olympic Champions*, p. 15.

ইংলণ্ড বিজয়লাভ করে। অবশ্য নথিপত্রে অলিম্পিকের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র হিসাবে গ্রেট ব্রিটেনকেই বিজয়ী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

র‍্যাকেট এই অলিম্পিকেই প্রথম ক্রীড়াসূচীভুক্ত করা হয়। সিংগলস্ ও ডাবলস্—উভয় বিষয়েই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ও উভয় বিষয়েই গ্রেট ব্রিটেন বিজয়লাভ করে। সিংগলসে ই. ভি. নোয়েল ও ডাবলসে ভি. এইচ. পেনেল ও জে. জে. অস্টার বিজয়লাভ করিয়া সুনাম অর্জন করেন। অবশ্য র‍্যাকেট এই অলিম্পিকের পর আর কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই। পোম নামক অন্য একটি ক্রীড়াও কেবলমাত্র এই অলিম্পিকেই ক্রীড়াসূচীভুক্ত করা হইয়াছিল অবশ্য তাহার কোন সঠিক বিবরণ আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির দপ্তরে নাই।

লেক্রোসীতে এই অলিম্পিকে কেবলমাত্র ক্যানাডা ও গ্রেট ব্রিটেন অংশগ্রহণ করে ও ক্যানাডা তাহাদের এই জাতীয় ক্রীড়ায় অনায়াসেই গ্রেট ব্রিটেনকে পরাজিত করিয়া এই অলিম্পিকেও তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রাখে।

ধনুর্বিদ্যায় গ্রেট ব্রিটেনের ডব্লু. ডড অপর প্রতিযোগী আর. ব্রুকস-কিং-কে অল্পের জন্য পরাজিত করিয়া বিজয়লাভ করেন। অবশ্য ইহা লইয়া যথেষ্ট বাদানুবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। লেডিস ন্যাশনাল রাউণ্ডেও গ্রেট ব্রিটেনের মিস এল. নেউয়াল ও কন্টিনেন্টাল রাউণ্ডে ফ্রান্সের মঁসিয়ে গ্রিসো জয়লাভ করেন।

লন টেনিসে জেন্টলমেন্স সিংগলস, জেন্টলমেন্স ডাবলস ও লেডিস ডাবলস—এই তিনটি বিষয়েই গ্রেট ব্রিটেনের প্রতিযোগী মিঃ এম. রিচি, জি. হিল-ইয়ার্ড ও আর. ডোহার্টি জুটি এবং মিসেস লেমবার্ট চেম্বার্স বিজয়লাভ করেন। মিক্সড্ ডাবলসের প্রতিযোগিতা এই অলিম্পিকে অনুষ্ঠিত হয় নাই।

কাভার্ড কোর্টের প্রতিযোগিতাও এই অলিম্পিক হইতে ক্রীড়াসূচীভুক্ত করা হইয়াছিল। প্রতিযোগিতায় কেবলমাত্র গ্রেট ব্রিটেন ও সুইডেন হইতে প্রতিযোগীবৃন্দ যোগদান করায় প্রতিযোগিতা খুব বেশী প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয় নাই। গ্রেট ব্রিটেন অনায়াসেই প্রতিটি বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করে।

মেনস্ সিংগলসে প্রথম তিনটি স্থানই গ্রেট ব্রিটেন কর্তৃক অধিকৃত হয়। আর্থার গোরে অনায়াসেই জি. কারিভিয়াকে পরাজিত করিয়া জয়লাভ করেন। লন টেনিসের সিংগলসে বিজয়ী এম. রিচি তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ডাবলসেও আর্থার গোরে ও হার্বার্ট রুপার-ব্যারেট জুটি অনায়াসেই জি. কারিভিয়া ও জি. সিমন্ড জুটিকে পরাজিত করেন। লেডিস সিংগলসে গ্রেট ব্রিটেনের জি. ইস্টলেক স্মিথ জয়লাভ করেন।**

* P. Chr. Anderson (*Olympiaboken*, p. 72.) ভ্রমবশতঃ Brooke-krug বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। Dr. Ferenc Mezo (*Les Jeux Olympiques Modernes*, p. 91.) কিউ নেওয়াল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

** Theod. Andrea Cook : *Internationaler Sport*, (p. 231.) পুস্তকে জি. ইস্টলেক স্মিথকে অলিম্পিকের টেনিসে প্রথম স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত মহিলা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ঠিক নহে। ইস্টলেক স্মিথ কাভার্ড কোর্টের প্রথম স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত মহিলা; অলিম্পিকের প্রথম স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত মহিলার নাম সি. কুপার।

এই অলিম্পিকে "মোটর বোট রেসিং" এবং প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়। সাদাম্পটনের দরিয়ায় অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতার 'এ' ক্লাসে ফরাসী মোটর-বোটচালক মঁসিয়ে তুব্রর পরিচালিত মোটর বোট "ক্যামিলি" ও 'বি' ও 'সি' ক্লাসে গ্রেট ব্রিটেনের টমাস থর্নিক্রফ্‌ট্‌ পরিচালিত মোটর বোট "গ্যারিনাস" উভয় বিভাগেই বিজয়লাভ করে।

এই অলিম্পিকে কয়েকটি শৈত্যক্রীড়াও কার্যসূচীভুক্ত হইয়াছিল। অক্টোবর "প্রিন্সেস স্কেটিং রিং" এই প্রতিযোগিতায় "জেন্টস্‌ ফিগারে" সুইডেনের উলরিচ শ্যালচো, "লেডিস্‌ ফিগারে" গ্রেট বৃটেনের মিসেস্‌ ই. সেয়ার্স, "স্পেশাল ফিগার্সে" রাশিয়ার এন. প্যানিন এবং পেয়ার স্কেটিং-এ জার্মানীর মিস্‌ হুবলার ও মিঃ বার্জার জয়লাভ করেন।

বৃটিশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন এই অলিম্পিকে অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের সমস্ত বিষয়ে শ্রেষ্ঠতম রাষ্ট্র নির্বাচনের জন্য পয়েন্ট প্রথার প্রবর্তন করেন। প্রত্যেক ক্রীড়ায় বিজয়ীর জন্য ৫ পয়েন্ট, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীর জন্য যথাক্রমে ৩ ও ১ পয়েন্টের ভিত্তিতে ক্রীড়াসূচীর অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি বিষয়ে পয়েন্ট গণনায় যুক্তরাজ্য ৪৪১½ পয়েন্ট পাইয়া প্রথম, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ১৫৩½ পয়েন্ট পাইয়া দ্বিতীয়, সুইডেন ৬৭½ পয়েন্ট পাইয়া তৃতীয় ও ৪৬½ পয়েন্ট পাইয়া ফ্রান্স চতুর্থ স্থান লাভ করে।

পঞ্চম অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

স্টকহলম, ১৯১২

অলিম্পিকে জয়লাভের অর্থ এক নব-জীবনের প্রারম্ভ, বিজয়ীর জীবনে নবীন সূর্যোদয়। তাঁহার নবীন জীবন, জন্মভূমি ও তাঁহার স্বদেশবাসীর উপর এই নবোদিত সূর্যের মৃদু কিরণ চিরকাল বিকীর্ণ হয়।

—আর্নস্ট কুর্টিউস
জার্মানী

পঞ্চম অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

[স্টকহলম—১৯১২]

এ্যাথেলেটিকস্

যোগদানকারী দেশের সংখ্যা— ২০

প্রতিযোগীর সংখ্যা—২০৪০

	প্রথম স্থান	দ্বিতীয় স্থান	তৃতীয় স্থান	পয়েন্ট
আমেরিকা	১৭	১৩	১১	৮০
সুইডেন	৫	৫	৫	৩০
ফিনল্যান্ড	৬	৪	৩	২৯
গ্রেট ব্রিটেন	১	১	৫	১৫
ক্যানাডা	১	২	১	৮
দক্ষিণ আফ্রিকা	১	১	—	৫
ফ্রান্স	—	১	—	২
জার্মানী	—	২	—	৪

সমসাময়িক সুইডিশ প্রথানুযায়ী—প্রথম—৩ পয়েন্ট, দ্বিতীয়—২ পয়েন্ট, তৃতীয়—১ পয়েন্ট।

অলিম্পিক ক্রীড়াসূচীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের বিজয়ের তালিকা

*যোগদানকারী রাষ্ট্রের সংখ্যা — ২৮
প্রতিযোগী/প্রতিযোগিনীর সংখ্যা —২৫৪১
(৫৭ জন মহিলাসহ)
ক্রীড়াসূচীতে অন্তর্ভুক্ত ক্রীড়ার সংখ্যা— ১৫
বিভিন্ন বিষয়ে হিট ইত্যাদি লইয়া
মোট প্রতিযোগীর সংখ্যা— ১০৬

	অ্যাথলেটিক্স	সাইক্লিং	অশ্বারোহণ কলাকৌশল	অসি-সঞ্চালন	জিমন্যাস্টিক	মডার্ন পেন্টাথলন	রোয়িং	শুটিং	সকার ফুটবল	সন্তরণ (পুরুষ)	সন্তরণ (মহিলা)	টেনিস	ওয়াটার পোলো	কুস্তি	ইয়টিং	মোট বিজয়
সুইডেন	৫	১	৪		১	১		৭		২	১			১½	১	২৪½
আমেরিকা	১৪							৭		২						২৩
গ্রেট ব্রিটেন	২						২	১	১		১	২	১			১০
ফিনল্যান্ড	৬													৩½		৯½
ফ্রান্স	—		১					২				৩			১	৭
জার্মানী	—						১			৩		১				৫
নরওয়ে	১				১										২	৪
দক্ষিণ আফ্রিকা	১	১										২				৪
ক্যানাডা	১									২						৩
হাঙ্গেরী	—			২				১								৩
ইটালী	—			১	২											৩
অস্ট্রেলিয়া	—										১					২
বেলজিয়াম	—			২												২
ডেনমার্ক								১								১
গ্রীস								১								১

* আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির রেকর্ড হইতে উদ্ধৃত।

॥ সপ্তম অধ্যায় ॥

পঞ্চম অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

অলিম্পিকের মূল আদর্শ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সৌহার্দ্য ও সদ্ভাব প্রচার। চতুর্থ অলিম্পিকে বিভিন্ন জাতির মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হওয়ায় আলোচনার জন্য আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির অধিবেশন বসে। অধিবেশনে অলিম্পিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পরিচালনা ও বিচারের ভার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থার উপর অর্পিত হয়।

সুইডেনের রাজধানী স্টকহলমে পঞ্চম অলিম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিগত পাঁচটি প্রতিযোগিতার তুলনায় অপেক্ষাকৃত সুশৃঙ্খল ও সুপরিকল্পিতভাবে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

ব্যারন কুবার্তার বন্ধু, অলিম্পিক আদর্শের প্রাচীন ধারকদের অন্যতম, কর্নেল ভিক্টর জে. বেককে সভাপতি, জে. সিগফ্রিড এডস্টর্ম ও ক্রিশ্চিয়ান হেলস্টর্মকে যথাক্রমে সহঃ সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত করিয়া পঞ্চম অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হইল। যুবরাজ গুস্তাভ এডলফ্স্ কমিটির সম্মানীয় সভাপতি মনোনীত হইলেন।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য সুইডিশ গভর্নমেন্ট একটি লটারী ব্যবস্থার পক্ষে সম্মতি প্রদান করেন ও এই লটারীতে ভারতীয় মুদ্রা-মান অনুযায়ী প্রায় ত্রিশ লক্ষাধিক টাকা সংগৃহীত হয়।

জি. ই. এডস্টর্ম ও আর্নে হ্যাজার্টবার্গের নাম এই অলিম্পিকের সহিত অমর হইয়া থাকিবে। এডস্টর্ম অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠায় ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। যোগদানকারী আঠাশটি রাষ্ট্রই এডস্টর্মের এই প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

সুইডেনের শরীর-চর্চা বিভাগের ডাইরেক্টর হ্যাজার্টবার্গ আমেরিকায় শিক্ষাপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষক বলিয়া খ্যাত। আমেরিকায় অবস্থানের সময় তিনি সেখানকার বিভিন্ন সংস্থায় শিক্ষালাভ করেন ও অনতিকাল মধ্যে কৃতী এ্যাথলেট ও অভিজ্ঞ ব্যায়াম ও এ্যাথলেটিক শিক্ষক হিসাবে প্রখ্যাত হন।

অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আরম্ভের বহু পূর্ব হইতেই হ্যাজার্টবার্গ সমগ্র সুইডেনে অলিম্পিকের তাৎপর্য ও আদর্শ প্রচার আরম্ভ করেন। সর্বতোভাবে ইহার সহায়তার জন্য আবেদন লইয়া তিনি দেশময় ঘুরিতে ও সেই সঙ্গে এ্যাথলেট নির্বাচন করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টার ফলেই সুইডেনের একটি বৃহৎ এ্যাথলেট দল এই প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সক্ষম হয়।

বেলজিয়াম, চিলি, ফ্রান্স, আমেরিকা, ডেনমার্ক, গ্রীস, হল্যাণ্ড, ইটালী, জাপান, লাক্সেমবার্গ, নরওয়ে, পর্টুগাল, রাশিয়া, ফিনল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, সার্ভিয়া, ইংল্যাণ্ড, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, সাউথ আফ্রিকা, জার্মানী, অস্ট্রিয়া, বোহেমিয়া, হাঙ্গেরী, সুইডেন—এই ছাব্বিশটি রাষ্ট্র হইতে মোট

২৫৪১ জন প্রতিযোগী মার্চ-পাস্টে অংশগ্রহণ করেন। চারিদিকে চারিটি গম্বুজসহ সুন্দর একটি স্টেডিয়াম প্রতিযোগিতার জন্য নির্মিত হয়। ক্রীড়া-ক্ষেত্রের সাজসরঞ্জামাদির সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছিল।

ক্রীড়াক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির আবির্ভাব

পঞ্চম অলিম্পিয়াড হইতেই অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় "ফটো ফিনিশ ক্যামেরা" ও বিদ্যুৎশক্তি পরিচালিত যান্ত্রিক সময়রক্ষকের ব্যবহার আরম্ভ হয়। এই যান্ত্রিক সময়রক্ষক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময় পর্যন্ত সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করিত। ইহা ব্যতীত জনসাধারণকে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় জানাইবার জন্য উন্নত ধরনের বেতার যন্ত্র, ইলেকট্রিক চার্ট প্রভৃতিরও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। যান্ত্রিক ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব এই অলিম্পিকের ব্যবস্থাপনা প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের প্রশংসা অর্জন করে। স্বয়ং ব্যারন কুবার্তা এই অলিম্পিকের অদ্ভুত সাফল্যে সুইডিশ অলিম্পিক কমিটিকে অভিনন্দন জানাইয়া এক ব্যক্তিগত পত্র দেন।

প্রাচীন অলিম্পিকের আদর্শ অনুযায়ী এই অলিম্পিক হইতে চারুশিল্প-কলার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। সাহিত্য, ভাস্কর্য, অংকন, স্থাপত্য, সংগীত, চারুশিল্পকলার কার্যসূচীভুক্ত করা হইয়াছিল।

ফ্লাইং ফিন্‌স নামে খ্যাত ফিনল্যণ্ডের দূরপাল্লার দৌড়ের এ্যাথলেট গোষ্ঠীর প্রথম হ্যান্‌স কোলেম্যানেনের যোগদান এই অলিম্পিকের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইহা ছাড়া টেড মারিডিথ ও জিম থর্পের সাফল্য, সুইডিশ এ্যাথলেট-গণের পর্যাপ্ত সংখ্যায় যোগদান প্রভৃতি কারণের জন্যও এই অলিম্পিক প্রসিদ্ধি লাভ করে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠান

১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই সুইডেনের রাজা পঞ্চম গুস্তাভ আনুষ্ঠানিক-ভাবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। তাঁহার সংকেতের সংগে-সংগে চারিটি গম্বুজ হইতে সমবেত তূর্যধ্বনি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করে। প্রতিযোগী রাষ্ট্রগুলির পতাকা বহন করিয়া সমবেত মার্চ-পাস্ট হয়।

একদল অল্পবয়স্ক সুন্দরী বালিকাসহ ফিনিশ দলই সর্বাধিক অভিনন্দন লাভ করে। মাংগলিক অনুষ্ঠানের পর "সুইডিশ কোরাল এসোসিয়েশন"-এর উদ্যোগে ৪,৪০০ গায়ক সমবেতকণ্ঠে ভগবৎ প্রশস্তি ও অলিম্পিক অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনায় সর্বশক্তিমানের আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন।

এ্যাথলেটিকস্

মাংগলিক অনুষ্ঠান শেষ হইবার সংগে সংগেই ক্রীড়াক্ষেত্র পরিষ্কার করা হয় ও ১০০ মিটার দৌড়ের হিট হয়। প্রতিযোগিতায় ২২টি রাষ্ট্র হইতে ৭১ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে ও ১৭টি বাছাই করার প্রতিযোগিতা ও ৬টি ট্রায়াল হিটের পর ৬ জন ফাইন্যালে উন্নীত হন। একটি হিটে আমেরিকান এ্যাথলেট ডি. লিপিনকট ১০·৬ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, লিপিনকটের এই

রেকর্ড দীর্ঘ ২০ বৎসর যাবৎ অটুট ছিল। কিন্তু ফাইন্যালে তিনি বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই।*

১০০ মিটার দৌড়ের সঙ্গে সঙ্গেই ৮০০ মিটার দৌড়েরও প্রাথমিক হিট-সমূহ অনুষ্ঠিত হয়। ১৫টি রাষ্ট্র হইতে ৪৮ জন প্রতিযোগী এই প্রতি-যোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ৯টি বাছাই করার প্রতিযোগিতার পর সফলকাম প্রতিযোগীদের লইয়া ২টি সেমি-ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয় ও মোট ৮ জন প্রতি-যোগী ফাইন্যালে উন্নীত হন।

ইহার পর জেভেলিন নিক্ষেপের ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় ৭টি রাষ্ট্র হইতে ২৫ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন ও ফাইন্যালে যোগদানের যোগ্যতা-নির্ধারক দূরত্ব ৫৪·৯৯ মিটারের অধিক দূরত্বে জেভেলিন নিক্ষেপ করিয়া মাত্র তিনজন ফাইন্যালে উন্নীত হন। শেষ পর্যন্ত প্যান হেল্লেনিক গেমস্ ও চতুর্থ অলিম্পিকে বিজয়ী সুইডিশ এ্যাথলেট এরিখ লেমিং ৬০·৬৪ মিটার (১৯৮ফুঃ ১১½ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া এ-বিষয়ে বিজয়ী হন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৫৮·২৭ মিটার (১৯১ফুঃ ২¼ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া লেমিং যে বিশ্বরেকর্ড করিয়াছিলেন, এবার তাহা আরও উন্নত করেন। ফিনল্যাণ্ডের জুলিয়াস শ্যারিস্টো ও হাঙ্গেরীর মোরিকস কোভকস্** যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, প্রথম তিনজন এ্যাথলেট অলিম্পিক রেকর্ড এবং শ্যারিস্টো বিশ্বরেকর্ড ভঙ্গ করিবার গৌরবলাভ করেন।

দ্বিতীয় দিনে ১০০ মিটার দৌড়ের ফাইন্যাল হয়। ফাইন্যালের ছয়জন প্রতি-যোগীর মধ্যে পাঁচজনই ছিলেন আমেরিকান এ্যাথলেট ও একজন দক্ষিণ আফ্রিকার এ্যাথলেট। আমেরিকান এ্যাথলেট র‍্যালফ ক্রেইগ ১০·৮ সেকেণ্ডে দৌড়াইয়া বিজয়লাভ করেন। অপর দুইজন প্রতিযোগী এ্যালভিন মেয়ার ও ডি. লিপিনকট যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বিষয় ছিল পেন্টাথলন। ২০০ ও ১৫০০ মিটার দৌড়, দীর্ঘলম্ফন, ডিসকাস ও জেভেলিন নিক্ষেপ—এই পাঁচটি বিষয় ক্রীড়াসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। বিশালকায় সুদেহী আমেরিকান এ্যাথলেট জিম থর্প এই বিষয়ে সহজেই বিজয়লাভ করেন। তাঁহার সুন্দর ভঙ্গিমা ও অদ্ভুত ক্রীড়া-কৌশলে তিনি সমবেত দর্শকদের মনোহরণ করেন। এই প্রতিযোগিতায় তিনি অদ্ভুত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

কিন্তু প্রতিযোগিতার কিছুদিন পর পেশাদারিত্বের অভিযোগে জিম থর্পের বিজয় নাকচ করিয়া দেওয়া হয় ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী নরওয়েজিয়ান এ্যাথলেট এফ. বাই, তৃতীয় স্থানাধিকারী আমেরিকান এ্যাথলেট ডোনাহুয়ে ও চতুর্থ স্থানাধিকারী ক্যানাডিয়ান এ্যাথলেট লুকম্যান যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির বর্তমান সভাপতি আভেরী ব্রাণ্ডেজও পেন্টাথলনে যোগদান করিয়া ষষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছিলেন।

*৬ই জুলাই পঞ্চম সেমি-ফাইন্যালে লিপিনকট এই রেকর্ড করেন। কিন্তু ইংরেজীতে প্রকাশিত পঞ্চম অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অফিসিয়াল রেকর্ডের ৮৫০ পৃষ্ঠায় ভ্রমক্রমে লিপিনকট ১০·৭ সেকেণ্ডে দৌড়াইয়া অলিম্পিক রেকর্ড করেন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

** *The Fourth Olympic Games, 1908* : p. 97-এ "Kovacs"-এর বদলে ভ্রমক্রমে "Kokzan" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

কিন্তু জিম থর্পের বিজয় নাকচ হওয়ায় পঞ্চম স্থান লাভ করেন। ডেকাথ্‌লন বিজয়ী এইচ. ওয়াইজলেন্ডার ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন।

তৃতীয় দিবস পূর্বাহ্নে ৮০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় চতুর্থ অলিম্পিকে ৮০০ ও ১৫০০ মিটারের বিজয়ী ম্যাল শেফার্ড ও ব্রাউন প্রভৃতি অভিজ্ঞ দৌড়বীরের সহিত অল্পবয়স্ক মাসাসবাগের স্কুলের ছাত্র জেমস্ মেরিডিথও যোগদান করেন। উপস্থিত সকলেই শেফার্ডের বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু সকলকে বিস্মিত করিয়া মেরিডিথ তাঁহাকে পরাজিত করেন ও ১ মিনিট ৫১·৯ সেকেন্ডে ৮০০ মিটার দৌড়ে নূতন বিশ্বরেকর্ডসহ বিজয়লাভ করেন। ম্যাল শেফার্ড ও ইরা ডেভেনপোর্ট যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

৮০০ মিটার দৌড়ের পর ১০,০০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতার বাছাই করার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। দীর্ঘ দূরত্বের এই দৌড় এই অলিম্পিয়াড হইতেই অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচীভুক্ত হয় ও ১৩টি রাষ্ট্র হইতে ৩০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। তিনটি বাছাই করার প্রতিযোগিতার পর ১১ জন প্রতিযোগী ফাইন্যালে উন্নীত হন।

উচ্চ-লম্ফনের প্রাথমিক প্রতিযোগিতার পর এই দিনের কার্যসূচী সমাপ্ত হয়। ফাইন্যালে যোগদানের যোগ্যতা অর্জনের উচ্চতা নির্দিষ্ট হইয়াছিল ১·৮৩ মিটার। বাছাই করার পর ১১ জন প্রতিযোগী ফাইন্যালে যোগদানের যোগ্যতা অর্জন করেন।

৮ই জুলাই ১০,০০০ মিটার দৌড়ের ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। "ফ্লাইং ফিন্স" গোষ্ঠীর প্রথম এ্যাথলেট হ্যান্স কোলেম্যানেন প্রতিযোগিতায় সহজেই বিজয়লাভ করেন। তাঁহার দৌড়ের অক্লেশ ভঙ্গিমা ও সুন্দর পদক্ষেপে ক্রীড়াজগতে তাঁহার সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছিল। পৃথিবীর অন্যান্য শ্রেষ্ঠ দৌড়বীরগণ তুলনামূলক বিচারে তাঁহার নিকট নগণ্য বলিয়া প্রমাণিত হইলেন। ৩১:২০·৮ মিনিটে তিনি এই দূরত্ব অতিক্রম করিলেন ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী আমেরিকান রেড ইণ্ডিয়ান এ্যাথলেট লুই তেওয়ানিমা তাঁহার ৪৫ সেকেন্ড পরে এই দূরত্ব অতিক্রম করেন। তৃতীয় স্থান অধিকার করেন অপর একজন "ফ্লাইং ফিন" এলবিন স্টিনরুজ। কোলেম্যানেনের সহিত অসম প্রতিযোগিতা অন্যান্য প্রতিযোগীদের এতই পরিশ্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছিল যে মাত্র ৫ জন ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত প্রতিযোগীই প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এই প্রতিযোগিতার পর হ্যান্স কোলেম্যানেন "হ্যান্স দি মাইটি" আখ্যা লাভ করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, ইহাই এ্যাথলেটিক্সে ফিনল্যাণ্ডের প্রথম বিজয়।

কোলেম্যানেনের এই বিজয়ের সহিত আর্নে হ্যাজার্টবার্গের ন্যায় একজন ফিনিশ শিক্ষকের নাম জড়াইয়া আছে। তিনি হ্যান্স কোলেম্যানেনের ভ্রাতা উইলি কোলেম্যানেন। এ্যাথলেটিক্সে মাতৃভূমির সম্মান বাড়াইবার জন্য তিনি হ্যাজার্টবার্গের ন্যায় আমেরিকায় গিয়া আমেরিকান অলিম্পিক কোচ লসন রবার্টসনের নিকট বিজ্ঞানসম্মতরূপে শিক্ষা আরম্ভ করেন ও শীঘ্রই দূরপাল্লার দৌড়বিদ হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় একদল ফিনিশ দূরপাল্লার দৌড়বিদ অনুশীলন আরম্ভ করেন ও এই প্রচেষ্টার পরিণতি হিসাবে এই অলিম্পিক হইতেই দূরপাল্লার দৌড়ে ফ্লাইং ফিন্সদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

দণ্ডায়মান অবস্থায় দীর্ঘ লম্ফনে কৃতী এ্যাথলেট রে ইউরি পূর্বেই অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। কনস্টানটিন টিসিক্‌লিটাইরাস নামক একজন গ্রীক এ্যাথলেট এ বিষয়ে সাফল্য লাভ করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতেই টিসিক্‌লিটাইরাস এ বিষয়ে যোগদান করেন ও ছয় বৎসর পর অক্লান্ত অধ্যবসায়ে প্রতিযোগিতায় বিজয়লাভ করেন। টিসিক্‌লিটাইরাস চতুর্থ অলিম্পিয়াডেও দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়াছিলেন। আমেরিকার আদম্‌স ভ্রাতৃদ্বয় পি. ও বি. আদম্‌স যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

১০,০০০ মিটার ভ্রমণে ১১টি রাষ্ট্র হইতে ২২ জন প্রতিযোগী যোগদান করে ও বাছাই করার প্রতিযোগিতার পর ৯ জন ফাইন্যালে উন্নীত হয়। নিয়মকানুন সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট লিপিবদ্ধ বিধি না থাকায় ব্যবস্থাপকদের বার বার অসুবিধায় পড়িতে হয়। প্রতিযোগিতায় ক্যানাডার জর্জ গোল্ডিং ৪৬:২৮·৪ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন ও নূতন বিশ্ব রেকর্ডসহ প্রতিযোগিতায় বিজয়লাভ করেন। গোল্ডিং চতুর্থ অলিম্পিয়াডে ৩৫০০ মিটার ভ্রমণে চতুর্থ স্থান লাভ করিয়াছিলেন! চতুর্থ অলিম্পিয়াডে ৩৫০০ মিটার ও ১০ মাইল ভ্রমণে রৌপ্য পদকপ্রাপ্ত বৃটিশ এ্যাথলেট ওয়েব বর্তমান অলিম্পিয়াডেও ১০,০০০ মিটার ভ্রমণে রৌপ্যপদক লাভ করেন।

এইদিন ১৫০০ মিটার দৌড়ের বাছাই করার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৪টি রাষ্ট্র হইতে ৪৫ জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগীদের ৭টি ট্রায়াল হিটে যোগদান করিতে হয় ও প্রত্যেকটি হিটের প্রথম ও দ্বিতীয় এ্যাথলেট ফাইন্যালে উন্নীত হন। ৫০০০ মিটার দৌড় এই অলিম্পিয়াডেই প্রথম ক্রীড়াসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যোগদানকারী ৩১ জন প্রতিযোগীর মধ্যে বাছাই করার প্রতিযোগিতার পর ১২ জন ফাইন্যালে উন্নীত হন।

১০ই জুলাই ২০০ মিটার দৌড়ের প্রাথমিক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া ক্রীড়াসূচী আরম্ভ করা হয়। ৬০ জন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন ও প্রথমে ১৮টি ট্রায়াল হিট অনুষ্ঠিত হয়। সফলকাম প্রতিযোগীদের দ্বিতীয় ট্রায়াল হিটে যো..দান করিতে হয় ও ৬টি ট্রায়াল হিটের বিজয়ী ৬ জন ফাইন্যালে উন্নীত হন।

... ... মিটার দৌড়ের প্রাথমিক প্রতিযোগিতার পর ১১০ মিটার হার্ডেলের ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। ১১০ মিটার হার্ডেল অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রথম অলিম্পিয়াড হইতেই ক্রীড়াসূচীভুক্ত হয় ও প্রথম অলিম্পিয়াড হইতেই ইহাতে আমেরিকান এ্যাথলেটগণই বিজয়লাভ করিয়া আসিয়াছেন। এই অলিম্পিয়াডেও ফাইন্যালে ৬ জনের মধ্যে ৫ জন আমেরিকান এ্যাথলেট হওয়ায় তাঁহাদের বিজয় সম্পর্কে কাহারও সন্দেহ ছিল না। ... ফিনিশিং লাইন অতিক্রম করেন। কিন্তু দুইজনেই ...নভাবে লাইন অতিক্রম করেন যে প্রকৃতপক্ষে কে আগে উহা অতিক্রম করিয়াছেন বিচারকগণ তাহা স্থির করিতে না পারিয়া বাধ্য হইয়াই আলোকচিত্রের সহায়তা গ্রহণ করেন। আলোকচিত্রে দেখা যায় কিভিয়াট ট্যাবেরের ১ ইঞ্চি আগে থাকিয়া ফিনিশিং লাইন অতিক্রম করিয়াছেন। এমতাবস্থায় কিভিয়াটই দ্বিতীয় বলিয়া ঘোষিত হন। জোন্‌স

* আমেরিকার অলিম্পিক কমিটির অফিসিয়াল রিপোর্টের (১৯২০) ২৮৭ পৃষ্ঠায় "Strode-Jackson" বলিয়া উল্লেখ আছে।

ও বিখ্যাত সুইডিশ দূরপাল্লার দৌড়বাজ ওয়াইড যথাক্রমে ৪র্থ ও ৫ম স্থান লাভ করেন। ম্যাল শেফার্ডকে কিন্তু ষষ্ঠ স্থান লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়।*

৫000 মিটারেও হ্যান্স কোলেমানেন অনায়াস ভঙ্গিমায় দৌড়াইয়া এই অলিম্পিকে তাঁহার দ্বিতীয় স্বর্ণপদক অর্জন করেন। কিন্তু এ বিষয়ে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী ফ্রান্সের বই'র সহিত তাঁহার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয়। "হ্যান্স দি মাইটি" ১৪:৩৬·৬ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নূতন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন ও তাঁহার মাত্র ·০১ সেকেন্ড পর বই' শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন। গ্রেট ব্রিটেনের হাটসন ও আমেরিকান এ্যাথলেট বনহগ তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

লৌহ গোলক নিক্ষেপে ২২ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করিলেও মাত্র ৩ জন ১৩·৯৩ মিটার নিক্ষেপ করিয়া ফাইন্যালে যোগদানের যোগ্যতা অর্জন করেন। প্রতিযোগিতা আমেরিকার আইরিশ-আমেরিকান এ. সি-র বিশালকায় এ্যাথলেট প্যাট্রিক ম্যাকডোনাল্ড ও গত অলিম্পিক বিজয়ী র‍্যালফ রোজের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে ও শেষ পর্যন্ত প্যাট্রিক ম্যাকডোনাল্ড ১৫·৩৪ মিটার (৫০ ফুঃ ৪ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া র‍্যালফ রোজকে পরাজিত করেন ও নূতন অলিম্পিক রেকর্ডসহ বিজয়লাভ করেন। অপর আমেরিকান প্রতিযোগী হুইটনে ও ফিনল্যান্ডের নিকলান্দার যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

এইদিন পোলভল্টেরও বাছাই করার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি-যোগিতায় ১১টি রাষ্ট্র হইতে ২৪ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন ও বাছাই করার প্রতিযোগিতার পর ফাইন্যালে যোগদানের যোগ্যতানির্ধারক উচ্চতা ৩·৬৫ মিটার লাফাইয়া ৬ জন ফাইন্যালে উন্নীত হন।

১১ই জুলাই প্রথম ২০০ মিটার দৌড়ের ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। ১০০ মিটার দৌড়ে বিজয়ী র‍্যালফ ক্রেইগ ২০০ মিটারেও ২১·৭ সেকেন্ডে দৌড়াইয়া বিজয়লাভ করেন ও স্প্রিন্টের উভয় বিষয়েই বিজয়ের বিশেষ গৌরব অর্জন করেন। লিপিনকট, এপেলগ্রাথ, জার্মানীর রাউ এবং আমেরিকান এ্যাথলেট চার্লস রেইডপাথ পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান লাভ করেন।

২০০ মিটার দৌড়ের সঙ্গে সঙ্গেই ১১০ মিটার হার্ডলের প্রাথমিক প্রতি-[illegible] করেন অপর একজন "ফ্লাইং [illegible] এই প্রতিযোগিতাতে অংশ গ্রহণ সহিত অসম প্রতিযোগিতা অন্যান্য প্রতিযোগীদের এতই পরিশ্রা[illegible] করিয়া ফেলিয়াছিল যে মাত্র ৫ জন ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত প্রতিযোগীই প্রতি যোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এই প্রতিযোগিতার পর হ্যান্স কোলেম্যানেন "হ্যান্স দি মাইটি" আখ্যা লাভ করেন। প্রসংগক্রমে উল্লেখযোগ্য, [illegible] এ্যাথলেটিক্সে ফিনল্যান্ডের প্রথম বিজয়।

পোলভল্টের ফাইন্যালে ১১জন প্রতিযোগী ছিলেন। বার ৩·৮০ মিটার উঠান হইলে একে একে ৫ জন প্রতিযোগী অতিক্রম করিতে অসমর্থ হন ও মাত্র ৬ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে থাকেন। ৩·৮৫ মিটার আরও তিনজন এ্যাথলেট অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইলে প্রতিযোগিতা মাত্র ৩ জনের মধ্যেই নিবদ্ধ

* Harold M. Abrahams : *Track and Field Olympic Record*, p. 40 and Harold Abrahams : *The Olympic Games Book*, p. 59 পৃষ্ঠায় পি. বেকারকে ষষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

থাকে। শেষ পর্যন্ত আমেরিকান এ্যাথলেট হ্যারী ব্যাবক ৩·৯৫ মিটার (১২ফুঃ ১১½ইঃ) অতিক্রম করেন ও বিশেষ কৃতিত্বের সহিত বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী আমেরিকান এ্যাথলেট এম. রাইটকে পরাজিত ও নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করিয়া প্রতিযোগিতায় বিজয়লাভ করেন। এম. রাইট ও অপর আমেরিকান এ্যাথলেট ই. নেলসন উভয়েই ৩·৮৫ মিটার (১২ফুঃ ৭¼ইঃ) অতিক্রম করায় যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী বলিয়া ঘোষিত হন। এখানে উল্লেখযোগ্য, এম. রাইট এ বৎসরই ৪·০২ মিটার লাফাইয়া বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করিলেও এই প্রতিযোগিতায় বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। ক্যানাডার ডব্লু. হ্যাপনে, আমেরিকার ডি. মর্ফি ও সুইডেনের বি. উগলা তিনজনই ৩·৮০ মিটার লাফাইয়া যুক্তভাবে চতুর্থ স্থানাধিকারী বলিয়া ঘোষিত হন।

দুই হাতে ৫৬ পাউণ্ডের লৌহ-গোলক নিক্ষেপে আবার রোজ ম্যাকডোনাল্ডের ক্রীড়াকুশলতা দেখিবার জন্য অগণিত দর্শকের সমাবেশ হয়। প্রতিযোগীদের অধিকাংশই সুদেহী হওয়ায় এই প্রতিযোগিতার প্রত্যেকটি ভঙ্গিমা দর্শকদের মধ্যে প্রচুর আনন্দের খোরাক যোগায়। মাত্র ৭ জন প্রতিযোগী থাকায় ৭ জনকেই ফাইন্যালে যোগদানের সুযোগ দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতায় র‍্যালফ রোজ ২৭·৭০ মিটার (৯০ ফুঃ ১০¾ ইঃ) লৌহগোলক নিক্ষেপ করেন ও ম্যাকডোনাল্ডকে পরাজিত করিয়া পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। ম্যাকডোনাল্ড, নিকলান্দার ও হুইটনে যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করেন। দুই হাতে লোহগোলক নিক্ষেপ এই অলিম্পিয়াড হইতেই ক্রীড়াসূচীভুক্ত করা হয় ও এই অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পর হইতেই কার্যসূচী হইতে পরিত্যক্ত হয়। "থ্রোয়িং দি স্টোন"-এর প্রতিযোগিতা এই অলিম্পিয়াডেও অনুষ্ঠিত হয় নাই।

১২ই জুলাই পূর্বাহ্নে ৪০০ মিটার দৌড়ের প্রাথমিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৬টি রাষ্ট্র হইতে ৪৯ জন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতাতে অংশ গ্রহণ করেন ও তাঁহাদের ১৫টি প্রথম ট্রায়াল হিটে যোগদান করিতে হয়। সফলকাম প্রতিযোগীদের পুনরায় ৫টি দ্বিতীয় ট্রায়াল হিটে অংশগ্রহণ করিতে হয় ও এই পাঁচটি ট্রায়াল হিটের বিজয়ী ৫ জন এ্যাথলেটই ফাইন্যালে যোগদানের যোগ্যতা অর্জন করেন।

৪০০ মিটার দৌড়ের প্রাথমিক প্রতিযোগিতার পর ১১০ মিটার হার্ডেলের ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। ১১০ মিটার হার্ডেল অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রথম অলিম্পিয়াড হইতেই ক্রীড়াসূচীভুক্ত হয় ও প্রথম অলিম্পিয়াড হইতেই ইহাতে আমেরিকান এ্যাথলেটগণই বিজয়লাভ করিয়া আসিয়াছেন। এই অলিম্পিয়াডেও ফাইন্যালে ৬ জনের মধ্যে ৫ জন আমেরিকান এ্যাথলেট হওয়ায় তাঁহাদের বিজয় সম্পর্কে কাহারও সন্দেহ ছিল না এবং সেজন্যই ইহা দর্শকবৃন্দের মধ্যে বিশেষ সাড়া জাগাইতে সক্ষম নাই। প্রতিযোগিতায় আমেরিকান প্রতিযোগী এফ. কেলী ১৫·১ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিজয়লাভ করেন। অপর তিনজন আমেরিকান প্রতিযোগী জে. ওয়েণ্ডেল, এম. হকিন্স ও জে. কেস যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

এইদিন দুইটি ফিল্ড বিষয়েরও ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ লম্ফনে ১২টি রাষ্ট্র হইতে ২৯ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। এই অলিম্পিয়াড হইতেই ফাইন্যালে যোগদানের জন্য যোগ্যতা নির্ধারক দূরত্ব নির্ধারিত হয়। এই অলিম্পিয়াডে নির্ধারিত দূরত্ব ছিল ৭·০৪ মিটার। মাত্র তিনজন প্রতিযোগী

এই দূরত্ব অতিক্রম করিয়া ফাইন্যালে যোগদানের সুযোগ লাভ করেন ও তাঁহাদের মধ্যে আমেরিকান প্রতিযোগী এলবার্ট গ্যাটারসন তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ লম্ফনে ৭·৬০ মিটার (২৪ ফুঃ ১১½ ইঃ) লাফান ও নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করিয়া বিজয়লাভ করেন। ক্যানাডার সি. ব্রিকার ও সুইডেনের জি. এবার্গ দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

অপরাহ্নে ডিসকাস নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় ৪০ জন এ্যাথলেট অংশগ্রহণ করেন। ফাইন্যালে যোগদানের যোগ্যতা নির্ধারক দূরত্ব এ বিষয়েও এই অলিম্পিয়াড হইতেই আরম্ভ হয় ও ৪২·২৮ মিটার অথবা তাহার অধিক নিক্ষেপ করিয়া মাত্র ৩ জন প্রতিযোগী ফাইন্যালে উন্নীত হন। প্রতিযোগিতা প্রধানতঃ ফিনল্যাণ্ডের আর্মাস তাইপালে ও আমেরিকার আর. বায়ার্ডের মধ্যেই নিবন্ধ থাকে। আর. বায়ার্ড তাঁহার দ্বিতীয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ নিক্ষেপে ৪২·৩২ মিটার অতিক্রম করেন বটে কিন্তু পর মুহূর্তেই তাইপালে ৪৫·২১ মিটার (১৪৮ফুঃ ৪ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া নূতন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করিয়া বিজয়লাভ করেন। এইরূপে তাইপালে বায়ার্ড অপেক্ষা ২·৮৯ মিটার (প্রায় ১০ ফুট) অধিক নিক্ষেপ করিয়া আমেরিকানদের এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব নষ্ট করিয়া দেন। অপর আমেরিকান এ্যাথলেট জে. ডানকান ও ফিনিশ এ্যাথলেট ই. নিকলান্দার যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

১৩ই জুলাই প্রাতে ৪০০ মিটার দৌড়ের ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। ফাইন্যালে যোগদানকারী এ্যাথলেটদের মধ্যে ৮০০ মিটার দৌড়ের বিজয়ী জে. মেরিডিথ ও চার্লস রেইডপাথ সহ চারজন আমেরিকান এ্যাথলেট ও জার্মানীর ব্রাউন ছিলেন। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক এই প্রতিযোগিতা দর্শকদের প্রচুর আনন্দপ্রদান করে ও দর্শকগণ সহর্ষ করতালিধ্বনি সহকারে প্রতিযোগীদের উৎসাহিত করিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত রেইডপাথ ৪৮·২ সেকেণ্ডে এই দূরত্ব অতিক্রম করেন ও নূতন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড সহ বিজয়লাভ করেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য, এই অলিম্পিয়াডে ফাইন্যালে যোগদানকারী প্রত্যেকটি এ্যাথলেট ৫০ সেকেণ্ডের কম সময়ে এ দূরত্ব অতিক্রম করেন ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী আমেরিকার এফ লিণ্ডবার্গ পূর্ববর্তী অলিম্পিক রেকর্ডের সমান করেন। মেরিডিথ কিন্তু চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

৩০০০ মিটার টিম রেসে ৫টি রাষ্ট্র হইতে ৫টি দল যোগদান করে। প্রতি দলে ৩ জন করিয়া এ্যাথলেট অংশগ্রহণ করে ও প্রাথমিক প্রতিযোগিতার পর আমেরিকা, সুইডেন ও গ্রেট ব্রিটেন এই তিনটি দেশের তিনটি দল ফাইন্যালে উন্নীত হয়। আমেরিকার টি. বার্না ও সুইডেনের টি ওলসন উভয়েই ৮:৪৪·৬ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন বটে কিন্তু ফটো ফিনিশে দেখা যায় বার্না কয়েক ইঞ্চির ব্যবধানে ওলসনকে পরাজিত করিয়াছেন। আমেরিকার বার্না, এন. টাবের ও জি. বনহগ লইয়া গঠিত আমেরিকান দল ৯ পয়েন্ট পাইয়া প্রথম স্থান অধিকার করে। সুইডেন ১৩ ও গ্রেট ব্রিটেন ২৩ পয়েন্ট পাইয়া যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে।

দণ্ডায়মান অবস্থায় উচ্চ লম্ফনে আদমস্ ভ্রাতৃদ্বয় প্লাট ও বেঞ্জামিন আদমস্ সিক্‌লিটাইরাসকে পরাজিত করিয়া পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। পি. আদমস্ চতুর্থ অলিম্পিয়াডে এ বিষয়ে পঞ্চম স্থান লাভ করিয়াছিলেন। "থ্রি স্ট্যান্ডি জাম্প" অথবা দণ্ডায়মান অবস্থায় হপস্টেপ এন্ড জাম্প তৃতীয়

অলিম্পিয়াডের পরই বন্ধ করা হইয়াছিল, এই অলিম্পিয়াডের পর হইতে দণ্ডায়মান অবস্থায় উচ্চ ও দীর্ঘ লম্ফনও চিরতরে অলিম্পিক প্রতিযোগিতার ক্রীড়াসূচী হইতে পরিত্যক্ত হয়।

উচ্চ লম্ফনে ৯টি রাষ্ট্র হইতে ২৬ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে ও প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় যোগদানের যোগ্যতা নির্ধারক উচ্চতা ১·৬০ মিটার অতিক্রম করিয়া ১১ জন প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। ফাইন্যালে যোগদানের যোগ্যতা ১·৮৩ মিটার নির্ধারিত হইয়াছিল। ১১ জন প্রতিযোগীই ফাইন্যালে উন্নীত হন ও শেষ পর্যন্ত আমেরিকান প্রতিযোগী এ. রিচার্ডস ১·৯৩ মিটার (৬ফুঃ ৪ইঃ) অতিক্রম করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করিয়া বিজয়লাভ করেন। জার্মানীর এফ. লিস্‌খে, আমেরিকার জি. হোরিন, ই. এরিখসন ও জিম থর্প যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান লাভ করেন। পেশাদারিত্বের অভিযোগে জিম থর্পের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইলে ষষ্ঠ স্থানাধিকারী আমেরিকার এইচ. গ্রুমপেল্টকে পঞ্চম স্থানাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

এই অলিম্পিয়াডের উচ্চ লম্ফনের সহিত জর্জ হোরিনের নাম অমর হইয়া থাকিবে। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মাইকেল স্যুইনি কর্তৃক স্যুইনি স্টাইল অথবা "ইস্টার্ন স্টাইল" আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে দীর্ঘ ২২ বৎসর পর্যন্ত অধিকাংশ এ্যাথলেটই ইস্টার্ন স্টাইল ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। এই অলিম্পিয়াডে জর্জ হোরিন প্রথম "হোরিন ফর্ম"* অথবা "ওয়েস্টার্ন স্টাইল" প্রবর্তন করেন। এই অলিম্পিয়াডের উচ্চ লম্ফনে তিনি ততটা সাফল্য লাভ করিতে সক্ষম না হইলেও পরবর্তী যুগে অন্যান্য এ্যাথলেটবৃন্দ "ওয়েস্টার্ন স্টাইল" ব্যবহার করিয়া যথেষ্ট সাফল্য লাভে সক্ষম হন ও ধীরে ধীরে "ওয়েস্টার্ন স্টাইল" ইস্টার্ন স্টাইলের স্থান অধিকার করে। হোরিনও এই বৎসরেই উচ্চলম্ফনে ওয়েস্টার্ন স্টাইল ব্যবহার করিয়া ৬ ফুট ৭ ইঞ্চি অতিক্রম করিয়া বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

পঞ্চম অলিম্পিয়াডে দুই হাতে ডিসকাস, জেভেলিন ও লৌহগোলক নিক্ষেপ তিনটিই ক্রীড়াসূচীভুক্ত করা হয়। কিন্তু এই অলিম্পিয়াডের পরই উহা ক্রীড়াসূচী হইতে পরিত্যক্ত হয়। উভয় হস্তে ডিসকাস নিক্ষেপেও একহস্তে ডিসকাস নিক্ষেপে বিজয়ী সুদেহী ফিনিশ এ্যাথলেট এ. তাইপালে ৮২·৮৬ মিটার (২৭১ ফুট ১০½ ইঞ্চি) নিক্ষেপ করিয়া বিজয়লাভ করেন। অলিম্পিকে নব সংযোজিত ক্রীড়াসূচী হওয়ার জন্য তাহার এই নিক্ষেপ অলিম্পিক বা বিশ্ব রেকর্ডের মর্যাদা পায় নাই, একথা সত্য কিন্তু তিনি তাঁহার নিকটবর্তী প্রতিদ্বন্দ্বী অপর ফিনিশ এ্যাথলেট ই. নিকলান্দার হইতে প্রায় ৫ মিটার (১৬ ফুটেরও বেশী) বেশী দূরে নিক্ষেপের কৃতিত্ব অর্জন করেন। তিনি ডান হাতে ৪৪·৬৮ মিটার (১৪৬ফুঃ ৭¼ইঃ) ও বাম হাতে ৩৮·১৮ মিটার (১২৫ফুঃ

* (i) ......next innovation was introduced in 1912 by George Horine—Western Style or Horine Form.—Jack Weber : *Training Olympic Champions in Track and Field*, p. 99.

(ii) *Major Sports Techniques Illustrated :* Designed and Illustrated by Tyler Micolean, p. 377.

৩ ইঞ্চি) নিক্ষেপ করেন। দুইজন সুইডিশ প্রতিযোগী ম্যাগনুসন ও ই. নেলসন তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

তিনদিনব্যাপী ডেকাথলন প্রতিযোগিতা এই অলিম্পিয়াড হইতেই ক্রীড়া-সূচীভুক্ত করা হয়। মোট ২৯ জন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ও তাহার মধ্যে ১৭ জন প্রতিযোগী প্রাথমিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতাতেই অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এইদিন ১০০ মিটার দৌড়, দীর্ঘলম্ফন ও লৌহ-গোলক নিক্ষেপ ক্রীড়াসূচীভুক্ত ছিল। সুদেহী রেড ইন্ডিয়ান আমেরিকান প্রতিযোগী জিম থর্প ১০০ মিটার দৌড়ে ১১·২ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন, দীর্ঘ লম্ফনে ২২ফুঃ ৫·৩ইঃ অতিক্রম করেন ও লৌহগোলক নিক্ষেপে ৪২ফুঃ ৫·৩ ইঃ দূরত্বে গোলক নিক্ষেপ করেন। ১০০ মিটারে আমেরিকার আর. মার্কার ১১·০ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া প্রথম স্থান লাভ করেন। দীর্ঘ লম্ফনেও আর. মার্কার ৬·৮৭ মিটার অতিক্রম করিয়া প্রতিযোগিতার ক্রমে প্রথম স্থান লাভ করেন।

অপরাহ্নে হাতুড়ি নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। চতুর্থ অলিম্পিয়াডে ৮টি রাষ্ট্র এ বিষয়ে অংশগ্রহণ করিলেও এই অলিম্পিয়াডে মাত্র ৪টি রাষ্ট্র হইতে ১৭ জন প্রতিযোগী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। কোন প্রাথমিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত না হইলেও ফাইন্যালে যোগদানের [illegible] নির্ধারিক দূরত্ব ৪৮·১৭ মিটার অতিক্রম করার সৌভাগ্য মাত্র দুইজ [illegible] হয়। অপর একজন প্রতিযোগী ঠিক ৪৮·১৭ মিটার নিক্ষেপ [illegible] এই তিনজনই ফাইন্যালে যোগদানের যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হন।

আইরিশ-আমেরিকান ক্লাবের সভ্য ম্যাথু ম্যাকগ্রাথ মাত্র এক বৎসর পূর্বে ৫৭·৫৯ মিটার (১৮৭ফুঃ ৮ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া নূতন বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করাতে তাঁহার বিজয় সম্পর্কে কাহারও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তিনি তাঁহার পূর্ব খ্যাতি অনুযায়ী নিক্ষেপে সমর্থ হন নাই। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেপণে তিনি ৫৪·৭৪ (১৭৯ফুঃ ৭ইঃ) নিক্ষেপ করেন ও নূতন অলিম্পিক রেকর্ডসহ বিজয়লাভ করেন। তিনি তাঁহার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ক্যানাডার ডি. গিল্লিস অপেক্ষা ৬·৩৫ মিটার (প্রায় ২১ ফুট) বেশী নিক্ষেপ করেন। আমেরিকার অপর প্রতিযোগী সি. চাইল্ডস তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ম্যাথু ম্যাকগ্রাথ এ সময়ে ৫৬ পাউন্ড লৌহগোলক নিক্ষেপেও বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু এই অলিম্পিয়াডে ৫৬ পাউন্ড লৌহগোলক নিক্ষেপ ক্রীড়াসূচীভুক্ত ছিল না। দ্বিতীয় অলিম্পিয়াডে হাতুড়ি নিক্ষেপ ক্রীড়াসূচীভুক্ত হইবার পর এ পর্যন্ত প্রতিটি অলিম্পিয়াডে হাতুড়ি নিক্ষেপের স্বর্ণপদক আইরিশ আমেরিকান ক্লাবের সভ্যবৃন্দ কর্তৃক অর্জিত হইয়াছে।

ডেকাথলনের দ্বিতীয় দিবসে উচ্চলম্ফন, ৪০০ মিটার দৌড়, ১০০ মিটার হার্ডল ও ডিসকাস নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উচ্চলম্ফনে ১·৮০ মিটার লাফাইয়া সুইডেনের লমবার্গ, ৫১·৯ সেকেন্ডে ৪০০ মিটার দৌড়াইয়া আমেরিকার মার্কার, ১৬·২ সেকেন্ডে ১১০ মিটার হার্ডল রেসে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া আমেরিকার অপর প্রতিযোগী ডোনাহুয়ে, ৩৬·২৯ মিটার ডিসকাস নিক্ষেপ করিয়া সুইডেনের ওয়াইজল্যান্ডার পর্যায়ক্রমে প্রথম স্থান লাভ করেন।

এই দিবসে হপস্টেপ এন্ড জাম্পের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ৮টি রাষ্ট্র হইতে ২০ জন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন বটে কিন্তু

ফাইন্যালে যোগদানের যোগ্যতা ১৪·১৭ মিটার অতিক্রম করিয়া মাত্র ৩ জন সুইডিশ এ্যাথলেটের ফাইন্যালে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য হয়। সুইডেনের জি. লিণ্ডব্লোম তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ লম্ফনে ১৪·৭৬ মিটার (৪৮ফুঃ ৫½ইঃ) অতিক্রম করিয়া বিজয়লাভ করেন। অপর দুইজন সুইডিশ প্রতিযোগী জি. এবার্গ ও ই. আমলোয়েফ দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। চতুর্থ অলিম্পিয়াডে তৃতীয় স্থানাধিকারী নরওয়েজিয়ান এ্যাথলেট ই. লার্সেন ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন।

৮,০০০ মিটার ক্রস কান্ট্রি রেসে ৪৬ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। অসমতল বন্ধুর পথে প্রখর সূর্যকিরণে ধীরে ধীরে প্রতিযোগী সংখ্যা হ্রাস পাইতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৭ জন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতা সমাপ্তির পূর্বেই অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। হ্যানস্ কোলেম্যানেন অসম্ভব সহ্য-শক্তির প্রতীক এই প্রতিযোগিতায় ৪৫:১১·৬ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া এই অলিম্পিকে তাঁহার তৃতীয় স্বর্ণপদক অর্জন করেন। বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য এই যে, তিনি তাঁহার নিকটবর্তী প্রতিদ্বন্দ্বী সুইডিশ এ্যাথলেট এইচ. এন্ডারসন অপেক্ষা প্রায় ৩৩ সেকেন্ড পূর্বেই শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন। অপর সুইডিশ প্রতিযোগী জন এ্যাক* তৃতীয় ও এরভিন স্টিনরুজ ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন।

ক্রস কান্ট্রি টিম রেসে মাত্র ৬টি রাষ্ট্রের প্রতিযোগীবৃন্দ অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা প্রধানতঃ সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ডের এ্যাথলেটদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এ বিষয়ে কিন্তু অপরাজিত "হ্যানস্ দি মাইটি" সর্বপ্রথম শেষ সীমান্ত অতিক্রম করা সত্ত্বেও অপর দুইজন ফিনিশ এ্যাথলেট এস্কোলা ও স্টিনরুজ সুইডিশ এ্যাথলেটগণের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমর্থ না হওয়ায় ভাগ্যদোষে পরাজিত হন ও এই অলিম্পিয়াডে তাঁহার চতুর্থ স্বর্ণপদক হইতে বঞ্চিত হন। এইচ. এন্ডারসন, জে. এ্যাক ও জে. টার্নস্টর্ম লইয়া গঠিত সুইডিশ দল মোট ১০ পয়েন্ট পাইয়া বিজয়লাভ করে ও মাত্র ১ পয়েন্টের ব্যবধানে ফিনল্যান্ড পরাজিত হয়। গ্রেট ব্রিটেন তৃতীয় স্থান লাভ করে।

এই অলিম্পিয়াডে ফ্রিস্টাইল জেভেলিন নিক্ষেপের পরিবর্তে দুই হাতে জেভেলিন নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে ১৪ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করিলেও প্রতিযোগিতা প্রধানতঃ ফিনল্যান্ড, নরওয়ে ও সুইডেনের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে। প্রতিযোগিতায় ফিনল্যান্ডের জে. শ্যারিস্টো ডান হাতে ৬১ মিটার (২০০ফুঃ ১½ইঃ) ও বাম হাতে ৪৮·৪২ মিটার (১৫৮ফুঃ ৯½ইঃ) সর্বসাকুল্যে মোট ১০৯·৪২ মিটার (৩৫৮ফুঃ ১১ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া নূতন বিশ্ব রেকর্ডসহ বিজয়লাভ করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, শ্যারিস্টো জেভেলিন নিক্ষেপে এরিখ লেমিং-এর নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু এই প্রতি-যোগিতায় তাঁহার ডান হাতের নিক্ষেপ এরিখ লেমিং-এর নিক্ষেপকে অতিক্রম করিয়াছিল। ফিনিশ প্রতিযোগীদ্বয় জুয়ো সিইকানেইমি ও ইউ. পেল্টোনেন

* পঞ্চম অলিম্পিকের ইংরেজীতে প্রকাশিত অফিসিয়াল রিপোর্টে জন এ্যাক-কে সুইডিশ প্রতিযোগী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু *Spalding Athletic Almanac* (1914)-এ বলা হইয়াছে জন এ্যাক এ সময় আইরিশ-আমেরিকান এ. সি.-র সভ্য ছিলেন ও আমেরিকার নাগরিক হিসাবে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু অন্য কোন সূত্রে ইহার সমর্থন পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ও এই অলিম্পিয়াডে জেভেলিন নিক্ষেপে বিজয়ী এরিখ লেমিং চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

ম্যারাথন দৌড়

১৪ই জুলাই রবিবার ম্যারাথন দৌড় অনুষ্ঠিত হয়। স্টেডিয়াম হইতে একটি অসমতল পাহাড়ী রাস্তার উপর দিয়া সোলেন্টুনা গ্রামে গমন আবার তথা হইতে স্টেডিয়ামে প্রত্যাবর্তন এইভাবে পথ নির্দিষ্ট হইয়াছিল। প্রতিযোগিতায় ৬৮ জন প্রতিযোগী যোগদান করেন।

সেদিন অস্বাভাবিক গরম পড়িয়াছিল। প্রতিযোগিগণ সূর্যের তীব্র রশ্মি হইতে আত্মরক্ষার জন্য মাথায় কাপড়ের টুপি অথবা রুমাল বাঁধিয়া লইয়াছিলেন। পথশ্রমে ক্লান্ত এ্যাথলেটগণের সংখ্যা ক্রমশঃই ক্ষীণ হইতেছিল। হঠাৎ লাজারো নামক একজন পর্তুগীজ এ্যাথলেট পথে সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলেন। তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু চিকিৎসকগণের সমস্ত চেষ্টা বিফল করিয়া লাজারো তাহার পরদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অলিম্পিকের ইহা দ্বিতীয় স্মরণীয় দুর্ঘটনা।

সোলেন্টুনা গ্রাম হইতেই কে. কে. ম্যাকআর্থার ও গিট্‌শ নামক দুইজন দক্ষিণ আফ্রিকান প্রতিযোগী সকলকে অতিক্রম করিয়া অগ্রগামী হন। স্টেডিয়াম পর্যন্তও এই দুইজন অগ্রগামী ছিলেন। স্টেডিয়ামের প্রবেশপথে ম্যাকআর্থার গিট্‌শকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হন ও প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান লাভ করেন। গিট্‌শ কিন্তু ম্যাকআর্থারের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ করেন। তাঁহার অভিযোগ অনুযায়ী তাঁহারা একসাথেই দৌড়াইতেছিলেন। স্টেডিয়ামের নিকট তৃষ্ণায় কাতর হইয়া তিনি জলপান করিতে যান। ম্যাকআর্থার তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিবেন ইহাই স্থির হইয়াছিল। কিন্তু জলপান করিতে যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই অপেক্ষমান ম্যাকআর্থার সুযোগ বুঝিয়া তীব্র বেগে দৌড়াইয়া একরূপ বিনা বাধাতেই বিজয় লাভ করেন। গিট্‌শ ইহাকে চরম "বিশ্বাসঘাতকতা ও ঘৃণ্য অখেলোয়াড়ী মনোভাব" বলিয়া অভিহিত করিলেও বিচারকগণ ম্যাকআর্থারকেই বিজয়ী বলিয়া সাব্যস্ত করেন।

হ্যান্‌স কোলেম্যানেনের ভ্রাতা টাটু কোলেম্যানেনও ম্যারাথনে যোগদান করিয়াছিলেন এবং প্রায় ২৫ কিলোমিটার পর্যন্ত অগ্রবর্তীও ছিলেন। অবস্থা দেখিয়া মনে হইতেছিল তিনিই বিজয়লাভ করিবেন। কিন্তু হঠাৎ মাংসপেশীর সংকোচন আরম্ভ হওয়ায় তিনি অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

ম্যারাথনের পর ৪×৪০০ মিটার রিলের প্রাথমিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। চতুর্থ অলিম্পিয়াড হইতেই ১৬০০ মিটার রিলে অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়, কিন্তু চতুর্থ অলিম্পিয়াড হইতেই ইহা মিডলে রিলে হিসাবে অনুষ্ঠিত হয়। সে হিসাবে ৪×৪০০ মিটার রিলে এই অলিম্পিয়াড হইতেই অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচীভুক্ত হয়।

১৫ই জুলাই সোমবার অবশিষ্ট বিষয়গুলির প্রতিযোগিতা হয়। জিম থর্প ডেকাথলনে ও হ্যান্‌স কোলেম্যানেন ক্রস কান্ট্রি রেসে সহজেই বিজয়ী হন।

এই ১৫ই তারিখে হাসপাতালে লাজারোর শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদ স্টেডিয়ামে পৌঁছে। সঙ্গে সঙ্গে স্টেডিয়ামে শোকের ছায়া নামিয়া আসে ও উপস্থিত ক্রীড়ামোদিগণ স্বজন-বিয়োগ-ব্যথায় মুহ্যমান হইয়া পড়ে। লাজারের পরিবার-

বর্গকে সাহায্যের জন্য স্টেডিয়ামে একটি বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয় ও এই প্রদর্শনীতে ভারতীয় মুদ্রার হিসাবে প্রায় ১৫,০০০ টাকা সংগৃহীত হয়।

৪×১০০ মিটার রিলে এই অলিম্পিয়াড হইতে অলিম্পিকের কার্যসূচী-ভুক্ত হয় ও ৮টি রাষ্ট্র হইতে ৮টি দল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। জেকবস্, ম্যাকিনটোস্, দ্য আর্কে ও এপেলগ্রাথকে লইয়া গঠিত বৃটিশ দল ৪২:৪ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিজয়লাভ করে। সুইডেন ও জার্মান দল যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে।*

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, প্রাথমিক প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইন্যালে হল্ট, হারম্যান, কের্ন ও রাউ লইয়া গঠিত জার্মান দল ৪২·৩ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করে। কিন্তু ফাইন্যালে আইনকানুন ভঙ্গের অভিযোগে প্রতিযোগিতার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় নিশ্চিত বিজয়ের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয়।

অতঃপর ৪×৪০০ মিটার দৌড়ের ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক প্রতিযোগিতার পর আমেরিকা, ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেন এই তিনটি দল ফাইন্যালে উন্নীত হয়। ম্যাল শেফার্ড, এডওয়ার্ড লিণ্ডবার্গ, টেড মেরিডিথ ও চার্লস রেইডপাথ লইয়া গঠিত আমেরিকান দল অনায়াস ভঙ্গিমায় দৌড়াইয়া ৩:১৬·৬ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন ও নূতন বিশ্ব রেকর্ডসহ অলিম্পিকের ৪×৪০০ মিটার রিলের প্রথম স্বর্ণপদক লাভের বিশেষ গৌরব অর্জন করেন। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ফ্রান্স দল অপেক্ষা আমেরিকান দল প্রায় ৪ সেকেণ্ড ও ও তৃতীয় স্থানাধিকারী গ্রেট ব্রিটেন দল অপেক্ষা ৭ সেকেণ্ডেরও বেশী অগ্রগামী ছিলেন।

এইদিন ডেকাথ্লনের বাকি বিষয়গুলি অনুষ্ঠিত হয়। পোলভল্টে আমেরিকার মার্কার ৩·৬০ মিটার লাফাইয়া প্রথম স্থান লাভ করেন। জেভেলিন নিক্ষেপে ওয়াইজলেণ্ডার ৫০·৪০ মিটার নিক্ষেপ করিয়া ও ১৫০০ মিটার দৌড়ে সুইডেনের জি. হোমার ৪:৪১·৯ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। দশটি বিষয়ের পয়েন্ট গণনায় জিম থর্প অনায়াসেই বিজয়লাভ করেন। তাঁহার পয়েন্ট সংখ্যা ছিল ৮৪১২। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী হিউগো ওয়াইজলেণ্ডার, তৃতীয় স্থানাধিকারী সুইডেনের চার্লস লমবার্গ ও চতুর্থ স্থানাধিকারী সুইডেনের গুস্তাভ হোলমার যথাক্রমে ৭৭২৪·৪৯, ৭৪১৩·৫১ ও ৭৩৪৭·৮৫ পয়েন্ট অর্জন করেন। জিম থর্পের রেকর্ড দীর্ঘ-কাল পর্যন্ত অন্য কোন এ্যাথলেটের ভাঙ্গিবার কোন সৌভাগ্য হয় নাই।

জিম থর্প

জিম থর্পের নাম এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পেন্টাথ্লন ও ডেকাথ্লন উভয় বিষয়েই অভূতপূর্ব সাফল্যে জিম থর্প অভূতপূর্ব অভিনন্দন লাভ করেন। অলিম্পিকের স্বর্ণপদক ব্যতীত তিনি সমবেত ক্রীড়ামোদীদের নিকট হইতে অগণিত পুরস্কার লাভ করেন। সুইডেনের রাজা গুস্তাভ ও রাশিয়ার জার নিকোলাস তাঁহাকে উপঢৌকন দেন ও ব্যক্তিগত সম্মানে ভূষিত করেন। রাজা গুস্তাভ তাঁহার ক্রীড়াচাতুর্যে এতই মোহিত হইয়াছিলেন যে, ডেকাথ্লনের প্রতিযোগিতা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই জিম থর্পকে অভিনন্দনের জন্য তাঁহার

* ডাঃ ফ্রিজ ওয়াজনার জার্মান দলকে তৃতীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (*Olympia Lexikon*)

রাজকীয় উপবেশনাগার হইতে নামিয়া আসেন। ইহা রাজকীয় মর্যাদার পরিপন্থী হওয়ায় দর্শকরা হতবাক হইয়া যান কিন্তু তাহাতে কোন ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি "ড্রেসিং রুমে" যাইয়া হাজির হন। বিশালদেহী সুগঠিত রেড ইণ্ডিয়ান জিম থর্প তখন ঘর্মাক্ত কলেবরে বিশ্রাম করিতেছেন। তাঁহার তামাটে রঙের শরীরের সুগঠিত মাংসপেশীতে স্বেদবিন্দুর উপর বৈদ্যুতিক আলোক প্রতিফলিত হইয়া তাঁহাকে প্রাচীন গ্রীসের অলিম্পিয়োনিকোর এ্যাথলেটদের ব্রোঞ্জ মূর্তির ন্যায় অপূর্ব দেখাইতেছিল। রাজা গুস্তাভ তাঁহার সহিত করমর্দন করিয়া বলেন: "হে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ এ্যাথলেট, আপনার সহিত করমর্দনের সুযোগ পইয়া আমি ধন্য"। পুরস্কার বিতরণের সময়ও তিনি অলিম্পিক প্রতিযোগিতার স্বর্ণপদক ও তাঁহার ব্যক্তিগত পুরস্কার জিম থর্পের হাতে তুলিয়া দেন ও প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেন যে, তাঁহার মতে জিম থর্প বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ এ্যাথলেট। তাই তিনি অলিম্পিকের স্বর্ণপদক ব্যতীতও তাঁহার ব্যক্তিগত পুরস্কার এই জিম থর্পের হাতে তুলিয়া দিলেন।

কিন্তু জিম থর্পের নিয়তি এ সময় তাঁহার উপর বিরূপ ছিলেন। তাই আমেরিকা ফিরিয়া যাইবার কিছুদিনের মধ্যেই জনৈক ক্রীড়া-ব্যবস্থাপক আমেরিকার এ্যাথলেটিক ইউনিয়নের কর্তৃপক্ষকে জানান যে, তিনি পঞ্চম অলিম্পিকে যোগদানের কিছু পূর্বে জিম থর্পকে পেশাদার হিসাবে বেসবল খেলিতে দেখিয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে এ অভিযোগের তদন্তের জন্য একটি কমিশনও বসে এবং এই অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হয়। আমেরিকার এমেচার এ্যাথলেটিক ইউনিয়ন তাঁহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ও অলিম্পিকে তাঁহার পেন্টাথ্‌লন ও ডেকাথ্‌লনের বিজয়ের প্রতীক স্বর্ণপদক, রাজা গুস্তাভ ও জার নিকোলাসের ব্যক্তিগত পুরস্কার প্রভৃতি ফেরত দিতে নির্দেশ প্রদান করেন। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটিকে এ নির্দেশ জানাইয়া দেওয়া হয় ও পেন্টাথ্‌লন ও ডেকাথ্‌লনে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী নরওয়ের বাই ও সুইডেনের ওয়াইজলেণ্ডারকে প্রদানের জন্য সমস্ত পুরস্কার প্রেরণ করা হয়। বাই ও ওয়াইজলেণ্ডার প্রথমে খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তিতে এ পুরস্কার গ্রহণে বিরত ছিলেন। অবশেষে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী জিম থর্পের নাম অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার রেকর্ড হইতে মুছিয়া ফেলা হয় ও তাঁহার স্থলে বাই ও ওয়াইজলেণ্ডারকে বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা করা হয়।*

অন্যান্য ক্রীড়া

আর্নে হ্যাজার্টবার্গের সুপরিকল্পিত চেষ্টায় সাইক্লিং-এর ব্যবস্থা এই অলিম্পিকে পূর্বাপর সমস্ত অলিম্পিক অপেক্ষা উন্নততর হয়। হ্যাজার্টবার্গের সুপরিকল্পিত শিক্ষার ফলে বেসরকারী পয়েন্ট গণনায় সুইডেনই প্রথম স্থান লাভ করে। রোড রেসে (ব্যক্তিগত) দক্ষিণ আফ্রিকার রুডলফ লুইস্ প্রথম স্থান অধিকার করেন। রোড রেস (দলগত) এই বৎসরই সরকারীভাবে অলিম্পিকের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয় ও প্রথম বৎসরেই সুইডেন এ বিষয়ে সাফল্য লাভ করে। সাইক্লিং-এর আর কোন বিষয় এই অলিম্পিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। ৫ কিলোমিটার রেস ও ২০ কিলোমিটার পেসড্ এবং ১০০

* জিম থর্প সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

কিলোমিটার রেস ও থ্রি ল্যাপ পারস্যুটও ভবিষ্যতে আর কখনও অনুষ্ঠিত হইবে না বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

আধুনিক অলিম্পিকে সরকারীভাবে অশ্বারোহণ কলাকৌশল প্রতিযোগিতা এই অলিম্পিক হইতেই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়। সুইডেন, জার্মানী, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং রাশিয়া হইতে কেবলমাত্র সামরিক অফিসারবৃন্দ এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। তিনদিনব্যাপী প্রতিযোগিতা, (ব্যক্তিগত ও দলগত) অশ্বারোহণের বিভিন্ন কলাকৌশল, ব্যক্তিগত ড্রেসেজ, (প্রাইজ রাইডিং), ব্যক্তিগত ও দলগত প্রিক্স দ্য নেশনস্ কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়। লেঃ এক্সেল নর্ডলেন্ডার থ্রি ডে ইভেন্ট ব্যক্তিগত বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব সহকারে বিজয়লাভ করেন। থ্রি ডে ইভেন্ট ব্যক্তিগত বিষয়ে দ্য মর্টাংগেস, ভন জি ও দ্য কুরিফ-সেন লইয়া গঠিত হল্যান্ড দল বিজয়লাভ করে। সুইডেন অপর প্রত্যেকটি বিষয়ে বিজয়লাভ করে ও বেসরকারী পয়েন্ট গণনায় প্রথম স্থান অধিকার করে। পোলো এই অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচী হইতে পরিত্যক্ত হয়।

আধুনিক যুগের অলিম্পিকের আরম্ভ হইতে অসি-সঞ্চালন কৌশলের সর্বাপেক্ষা তীব্র প্রতিযোগিতা এই অলিম্পিকেই দেখা দেয়। ইহার পূর্ববর্তী অলিম্পিকসমূহে অসি-সঞ্চালন কৌশলে একমাত্র ইউরোপীয় দেশসমূহই যোগদান করিত। প্রধানতঃ ফ্রান্স, ইটালী ও কিউবাই পূর্ববর্তী অলিম্পিকসমূহে বিজয়লাভ করিয়াছে। কিন্তু চারিটি অলিম্পিক অনুষ্ঠানের সংগে সংগেই সমগ্র বিশ্বে অলিম্পিকের কাহিনী ছড়াইয়া পড়ে ও প্রতিটি অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পরই অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে। এই অলিম্পিকে অসি-সঞ্চালন কৌশলে বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তের অসি-সঞ্চালকরা একত্র হইয়া অলিম্পিকের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার প্রমাণ দেন।

সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অসি-সঞ্চালক ইটালীর নেদো নাদির আত্মপ্রকাশ এই অলিম্পিকের এক স্মরণীয় ঘটনা। নাদি অনায়াস ভঙ্গিমায় পড়িয়া সহজেই ফয়েলে (ব্যক্তিগত) বিজয়লাভ করেন। বেলজিয়ামের পল আনস্পাক ইপিতে (ব্যক্তিগত) বিজয়লাভ করেন ও দলগত ইপিতেও নিজের দেশকে বিজয়ী করিতে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। সেবারে গত অলিম্পিকের বিজয়ী জেনো ফুচস্ এ অলিম্পিকেও বিজয়লাভ করেন। হাংগেরীর অপর অসি-সঞ্চালকগণ বেলা বেকেশী, এরভিন মেস্জারোস ও জোলতান শাখেন্কার যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করেন। দলগত সেবারে জোলতান শাখেন্কার হাংগেরীর অসি-সঞ্চালক সমিতির সভাপতি, ডাঃ বেলা নেগী, লেজলো বেরতী, লে জোস ওয়ার্কলার, ডাঃ টর্থ পিটার ডাঃ জেনো ফুচস্, এরভিন মেসজারোস, ডাঃ ডেসজো ফোল্ডেস লইয়া হাংগেরী দল নিজেদের মাতৃভূমিকে বিজয়ী করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, ডাঃ জেনো ফুচস্ দলগত সেবারে বিজয়ী দলের সভ্য হিসাবে অলিম্পিকের চতুর্থ স্বর্ণপদক অর্জন করেন। ফয়েলের দলগত প্রতিযোগিতা এই অলিম্পিকে অনুষ্ঠিত হয় নাই।

এই সময়ে জিমন্যাস্টিকে সুইডেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র বলিয়া খ্যাত ছিল। সুইডেন তাহার খ্যাতি অনুযায়ী নিখুঁতভাবে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়া জিমন্যাস্টিকসের ইতিহাসে এক নব যুগের সৃষ্টি করে।

ক্যালিস্থেনিকস্, দলগত সুইডিশ ড্রিল, দলগত ফ্রি-সিস্টেম, দলগত স্পেশাল কণ্ডিশন, এই কয়েকটি বিষয় নূতনভাবে ক্রীড়াসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়। চতুর্থ অলিম্পিয়াডের সমস্ত বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও কুশলী জিমন্যাস্ট ইটালীর আলবার্টো ব্রাগলিয়া এই অলিম্পিকেও এই বিষয়ে বিজয়ী হইয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। আজ পর্যন্তও কেবলমাত্র সোভিয়েট রাশিয়ার ভিক্টর চুখারিন ব্যতীত অন্য কোন জিমন্যাস্টের পক্ষে এই গৌরব অর্জন করা সম্ভব হয় নাই। ব্রাগলিয়া এ বিষয়ে মোট ১৩৫ পয়েন্ট অর্জন করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। তৃতীয় অলিম্পিয়াডের পর লং হর্স, পোমেল্ড হর্স, হোরাইজেন্টলবার, প্যারালালবার, ফ্লাইং রিং এই কয়েকটি বিষয়ে ব্যক্তিগত বিজয়ের প্রথা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই অলিম্পিকেও উপরোক্ত বিষয়গুলির ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা বন্ধ থাকে।

দলগত প্রতিযোগিতায় সুইডিশ ড্রিলে সুইডেন, ডেনমার্ক ও নরওয়ে, স্পেশাল কণ্ডিশনে ইটালী, হাঙ্গেরী ও গ্রেট ব্রিটেন এবং ফ্রি সিস্টেমে নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ড ও ডেনমার্ক পর্যায়ক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে। সুইডিশ ড্রিল, স্পেশাল কণ্ডিশন ও ফ্রি সিস্টেমের প্রতিযোগিতা এই অলিম্পিয়াড হইতেই চিরতরে আলম্পিকের ক্রীড়াসূচী হইতে পরিত্যক্ত হয়।

নৌবাহন প্রতিযোগিতায় ১২টি দেশের নাবিকগণ যোগদান করায় প্রতিযোগিতা স্বভাবতঃই বেশ তীব্র হয়। সিংগল্ স্কালে এই অলিম্পিকেও একজন বৃটিশ নাবিক উইলিয়াম কিন্নার, চার-দাঁড়বিশিষ্ট সেল ধরনের নৌকা প্রতিযোগিতায় (হালসহ) জার্মানী ও আট-দাঁড়বিশিষ্ট নৌকা (হালসহ) প্রতিযোগিতায় গ্রেট ব্রিটেনের লিয়েণ্ডার ক্লাব ও নিউ কলেজ ক্লাব যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। বেসরকারী পয়েন্ট গণনায় গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানী ও ডেনমার্ক যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এই অলিম্পিকে সিংগল স্কাল, চার-দাঁড়বিশিষ্ট সেল ধরনের নৌকা (হালসহ) ও আট-দাঁড়বিশিষ্ট নৌকার (হালসহ) প্রতিযোগিতা ব্যতীত অন্যান্য কোন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় নাই। চার-দাঁড়বিশিষ্ট "ইনরিগার" শ্রেণীর নৌকার প্রতিযোগিতা এই অলিম্পিকে নূতনভাবে অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচীতে গ্রহণ করা হয় বটে কিন্তু এই অলিম্পিয়াডের পর উহা চিরতরে অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচী হইতে পরিত্যক্ত হয়।

ইয়টিং-এ এই অলিম্পিকে সাত মিটার শ্রেণী প্রতিযোগিতা নূতন করিয়া ক্রীড়াসূচীতে গ্রহণ করা হয়। চতুর্থ অলিম্পিকে গ্রেট ব্রিটেন ইয়াটিং-এর প্রত্যেকটি বিষয়ে সাফল্যলাভ করিলেও এই অলিম্পিকে কোন স্থান লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। ১২ মিটার শ্রেণীর প্রতিযোগিতায় নরওয়ের আলফ্রেড লার্সেন পরিচালিত "ম্যাগদা ৪", ১০ মিটার শ্রেণীর প্রতিযোগিতায় সুইডেনের নিলস্ আস্প* পরিচালিত "কিটি", ৮ মিটার শ্রেণীর প্রতিযোগিতায় নরওয়ের

* Dr. Fritz Wasner (*Olympia Lexikon*, p. 113), Bill Henry (*An Approved History of the Olympic Games*, p. 131) ও *Official Report of the United States Olympic Committee—1920*, ইত্যাদিতে নিলস্ আস্প-এর নাম বিজয়ী হিসাবে উল্লেখ করা হয় নাই। কেবলমাত্র Dr. Ferenc Mezo (*Les Jeux Olympiques Modernes*,

থোয়াল্প প্ল্যাড পরিচালিত "টাইফুন" ও ৬ মিটার শ্রেণীর প্রতিযোগিতায় ফ্রান্সের ও. থুবে, জি. ফিগে পরিচালিত "ম্যাকমুচে" জয়লাভ করে। নিলস্ আস্প পরিচালিত "এরনাসাইন" ১২ মিটার শ্রেণীর প্রতিযোগিতাতেও দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়াছিল।

একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মতো যে শুটিং-এ প্রতিযোগীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকায় প্রতিযোগিতার বিষয়ও বৃদ্ধি পাইতেছিল। এই অলিম্পিকে "আর্মি রাইফেল", যে কোন বোরের রাইফেল "মিনিয়েচার রাইফেল", পিস্তল ও রিভলবার শুটিং-এ ৬টি দলগত ও ৭টি ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা ব্যতীত "ক্লেবার্ড শুটিং" দলগত ও ব্যক্তিগত এবং "রানিং ডিয়ার শুটিং"-এ দুইটি ব্যক্তিগত ও একটি দলগত মোট ১৮টি বিষয়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ফ্রান্সের পি. ক'লা রাইফেলের দুইটি ব্যক্তিগত বিষয়ে প্রথম স্থান লাভ করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। দলগত প্রতিযোগিতায় সুইডেন চারিটি ও আমেরিকা তিনটি প্রতিযোগিতায় বিজয়লাভ করে। বেসরকারী পয়েন্ট গণনায়ও সুইডেনই প্রথম স্থান অধিকার করে।

রানিং ডিয়ার শুটিং-এর প্রতিযোগিতায় আলফ্রেড সোয়াহান ও তাঁহার পুত্র অস্কার সোয়াহান বিজয়ী সুইডিশ দলের সভ্য হিসাবে অলিম্পিকের ইতিহাসে এক নূতন রেকর্ডের সৃষ্টি করেন। দলগত পিস্তল ও রিভলবার শুটিং ও দলগত মিনিয়েচার রাইফেল শুটিং-এ বিজয়ী সুইডিশ দলের সভ্য হিসাবে এবং ৫০ মিটার দূরত্বে মিনিয়েচার রাইফেল শুটিং-এর দ্বিতীয় স্থানাধিকারী সুইডিশ দলের সভ্য হিসাবে একই পরিবারে একটি অলিম্পিকের চারিটি স্বর্ণ ও দুইটি রৌপ্য পদক অর্জনের অপূর্ব গৌরব লাভ করেন কালবার্গ ভ্রাতৃদ্বয়, এরিখ ও উইলহেলম।

অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় সন্তরণও এই অলিম্পিকে এক নূতন ব্যবস্থার ইঙ্গিত প্রদান করে। জলক্রীড়ার নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিদিন প্রতিযোগিতা আরম্ভের বহু পূর্বে হইতেই দর্শকে পূর্ণ হইয়া যাইত। নিখুঁত ব্যবস্থাপনা ও প্রতিযোগীবৃন্দের জন্য আরামদায়ক ব্যবস্থা যোগদানকারী প্রতিটি রাষ্ট্র কর্তৃক বিশেষভাবে প্রশংসিত হইয়াছে।

আমেরিকান দলে যোগদানকারী ফিলিফিনো সাঁতারু ডিউক পাওয়া কাহানমাকু এই অলিম্পিকে একটি নূতন ক্রলস্ট্রোক প্রয়োগ করিয়া ড্যানিয়েল প্রতিষ্ঠিত ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলের রেকর্ড ভঙ্গ করেন ও ১:০৩·৪ মিনিটে দূরত্ব অতিক্রম করিয়া বিজয়লাভ করেন।* অস্ট্রেলিয়ার সিসিল হিলে ও

p. 128) বিজয়ী হিসাবে নিলস্ আস্প-র নাম উল্লেখ করিয়াছেন। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির চ্যান্সেলার মিঃ অটো মায়ার লেখকের নিকট তাঁহার ১৪ই নভেম্বর, ১৯৫৮ তারিখের পত্রে Dr. Ferenc Mezo-র অভিমত সমর্থন করায় এই পুস্তকেও নিলস্ আস্প-র নাম বিজয়ী হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

* ডিউক কাহানমাকু প্রথম হিটে ১ : ০২.$\frac{3}{5}$ ও সেমিফাইনালে ১ : ০২.$\frac{4}{5}$ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নূতন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করেন। —*Spalding Olympic Almanac—1912* (pp. 159—160), Dr. Ferenc Mezo (*Les Jeux Olympiques Modernes*, p. 124)

আমেরিকার কেনেথ হুজবার্গ যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ক্যানাডার জর্জ হজসন ৪০০ ও ১৫০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে ৫:২৪·৪/১০ ও ২২:০০ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নূতন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ডসহ বিজয়লাভ করেন। উভয় বিষয়েই গ্রেট ব্রিটেনের জন হ্যাটফিল্ড ও অস্ট্রেলিয়ার হ্যারল্ড হার্ডউইক দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে আমেরিকার হ্যারী হেবনার সেমি-ফাইন্যালে ১:২০·৮ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করিলেও ফাইন্যালে এই দূরত্ব অতিক্রম করিতে তাঁহার ১·২১:২ মিনিট লাগে। অবশ্য তিনি জার্মানীর অটো ফার ও পল কেলনারকে পরাজিত করিয়া বিজয়লাভ করেন। ২০০ মিটার ও ৪০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে জার্মানীর হ্বালতার বাতে ৩:০১·৮ ও ৬:২৯·৮ মিনিটে* শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া উভয় বিষয়েই অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করিয়া বিজয়লাভ করেন। ২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে জার্মানীর উইলহেলম লূটজাও ও পল ম্যালিশ ও ৪০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে সুইডেনের থর হেনিং ও গ্রেট ব্রিটেনের পার্শি কোর্টম্যান যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

৪×২০০ মিটার রিলেতে সিসিল হিলে, ম্যালকম চ্যাম্পিয়ন,** লেজলী বোর্ডম্যান, হ্যারল্ড হার্ডউইক লইয়া গঠিত অস্ট্রেলিয়া দল ১০:১১·৬ মিনিটে দূরত্ব অতিক্রম করিয়া নূতন অলিম্পিক ও বিশ্ব রেকর্ডসহ বিজয়লাভ করে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, এই সময় চতুর্থ অলিম্পিক হইতে ০:৪৪ মিনিট কম ও তাহারা দ্বিতীয় স্থানাধিকারী আমেরিকান দল অপেক্ষা ৯ সেকেণ্ড পূর্বেই শেষ সামান্ত অতিক্রম করে। গ্রেট ব্রিটেন তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং-এ জার্মানীর পল গুন্থার ৭৯·২৩ পয়েন্ট অর্জন করিয়া বিজয়লাভ করেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানও জার্মান ডাইভারদ্বয়

* Julius Eichenberger A. Wagner (*Olympische Spiele, 1912*, p. 105) হ্বালতার বাতের এই সময়কে বিশ্ব রেকর্ড বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু FINA (Federation Internationale de Natation Amateur)-এর বাৎসরিক রিপোর্টে (1937-40, p. 151) সে সময়কার বিশ্ব-রেকর্ড ৬ : ২৮.৭ মিনিট বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং হ্বালতার বাতের এই রেকর্ড বিশ্ব রেকর্ডের মর্যাদা পাইতে পারে না। ৪০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক এই অলিম্পিকেই প্রথম অনুষ্ঠিত হওয়ায় Dr. Fritz Wasner (*Olympia Lexikon*, p. 94) এই সময়কে এমন কি অলিম্পিক রেকর্ড বলিয়াও উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু Dr. Ferenc Mezo (*Les Jeux Olympic Modernes*, p. 124) এই সময়কে অলিম্পিক রেকর্ডের মর্যাদা দিয়াছেন।

** অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার নিয়মানুযায়ী একটি রাষ্ট্রের নাগরিক অন্য কোন রাষ্ট্রের নামে অলিম্পিকের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারেন না। কিন্তু ম্যালকম চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে রিলেতে যোগদান করিলেও প্রকৃত পক্ষে অস্ট্রেলিয়ান নহেন। তিনি নিউজিল্যাণ্ডের নাগরিক।—(*The Olympic and British Empire Games*, p. 30), Dr. Ferenc Mezo (*Les Jeux Olympiques Modernes*, p. 124)

হ্যান্স লুবের ও কুর্ট বেরেনস* কর্তৃক অধিকৃত হয়। চতুর্থ অলিম্পিকে এ বিষয়ে বিজয়ী জার্মান ডাইভার এ. ৎসুরর্নের চতুর্থ স্থান লাভ করনে। সুইডেনের এরিখ এডলার্জ প্লেন হাই ডাইভিং-এ ৪০ পয়েন্ট ও স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং-এ ৭৩·৯৪ পয়েন্ট অর্জন করিয়া উভয় বিষয়েই বিজয়ী হইবার অপূর্ব গৌরব লাভ করেন। প্লেন হাই ডাইভিং-এ সুইস ডাইভারদ্বয় হ্যালমার জোহানসন ও জন জ্যানসন এবং স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং-এ চতুর্থ অলিম্পিকের বিজয়ী ডাইভার এ. ৎসুরর্নের ও সুইডিশ প্রতিযোগী ব্রোমগ্রেন যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

ওয়াটার পোলোতে ছয়টি রাষ্ট্র প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ও চতুর্থ অলিম্পিকে বিজয়ী গ্রেট ব্রিটেন এই অলিম্পিকেও ফাইন্যালে অস্ট্রিয়াকে ৮-০ গোলে পরাজিত করিয়া বিজয়লাভ করে।

এই অলিম্পিকের আর একটি স্মরণীয় ঘটনা সাঁতারে সরকারীভাবে মহিলাদের যোগদান। ইহার পূর্বে টেনিস ও ধনুর্বিদ্যায় মহিলাদের যোগদান করিতে দেওয়া হইলেও তাহা তেমন সাড়া জাগাইতে সক্ষম হয় নাই। সেই হিসাবে অলিম্পিকে মহিলাদের যোগদানের ব্যাপারে পঞ্চম অলিম্পিক এক যুগান্তকারী অধ্যায়। ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল, ৪×১০০ মিটার রিলে এবং প্লেন হাই ডাইভিং ক্রীড়াসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

আধুনিক যুগের অলিম্পিকে প্রথম বিজয়ী মহিলা সাঁতারুর নাম ফ্যানি ডুরাক। তিনি অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক। ১·২২·২ সেকেণ্ডে তিনি এ দূরত্ব অতিক্রম করেন। অপর অস্ট্রেলিয়ান মহিলা সাঁতারু উইলহেলমিনা দ্বিতীয় ও গ্রেট ব্রিটেনের জেনি ফ্লেচার তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। বেলী মুর, জেনি ফ্লেচার, এনি স্পিয়ার্স ও ইবিন স্টিয়ার লইয়া গঠিত গ্রেট ব্রিটেনের মহিলা দল ৪×১০০ মিটার রিলেতে বিজয়লাভ করে ও জার্মানী ও অস্ট্রিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে। প্লেন হাই ডাইভিং-এ সুইডেনের গ্রেটা জোহান্সন ফ্যানি ড্যুরাকের ন্যায় প্রথম বিজয়ী মহিলা ডাইভার হিসাবে নিজের নাম অলিম্পিকের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করেন। সুইডেনের লিসা রেগনেল্ ও গ্রেট ব্রিটেনের ইসাবেল হোয়াইট যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। জোহান্সন ৪×১০০ মিটার রিলেতে চতুর্থ স্থানাধিকারী সুইডিশ মহিলাদেরও সভ্যা ছিলেন।

কুস্তিতে চতুর্থ অলিম্পিয়াডে "ক্যাচ-এজ-ক্যাচ-ক্যান"-এর প্রবর্তন হইলেও সুইডেন সে বিষয়ে কোন সুব্যবস্থা করিতে সক্ষম হয় নাই। ফলে এই অলিম্পিকে গ্রীসো-রোমান পদ্ধতির কুস্তিই অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য দেশ প্রধানতঃ ক্যাচ-এজ-ক্যাচ-ক্যানের জন্য প্রস্তুত হওয়ায় ফিনল্যাণ্ড ও সুইডেনের মধ্যেই প্রতিযোগিতা নিবদ্ধ থাকে। ফিনল্যাণ্ডের ক্যালে কোসকেলো "ফেদারে", এমিল ভারে "লাইটে", ইরজো সারেলা "হেভী"তে ও সুইডেনের ক্যালেস জোহান্সন "মিডলে" যথাক্রমে বিজয়লাভ করেন। লাইট হেভীতে সুইডেনের এণ্ডার্স আলগ্রেন ও ফিনল্যাণ্ডের ইভর বোলিং-এর মধ্যে নয় ঘণ্টারও বেশী

* কুর্ট বেরেনস্ ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় চলিয়া যান ও "সিটি এ. সি." পক্ষে অনেক প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। আমেরিকায় তিনি কেণ্ট বেরেনস্ নামে পরিচিত হন। —*Spalding Athletic Almanac—1914*, p. 141.

সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে।* শেষ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন নিষ্পত্তি সম্ভব না হওয়ায় উভয়কেই যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করা হয় ও প্রথম স্থান পূর্ণ করা হয় না।** বে-সরকারীভাবে দলগত প্রতিযোগিতায় ফিনল্যান্ডই বিজয়লাভ করে।

ফুটবলে এগারটি রাষ্ট্র হইতে এগারটি দল যোগদান করে। শেষ পর্যন্ত ফাইন্যালে গ্রেট ব্রিটেন ডেনমার্ককে ৪-২ গোলে পরাজিত করিয়া নিজেদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখে।

দড়ি টানাটানি প্রতিযোগিতায় সুইডেন বিজয়লাভ করে।

লন টেনিসে পুরুষ বিভাগে দক্ষিণ আফ্রিকার চার্লস উইনস্লো, মহিলা বিভাগে ফ্রান্সের মাদামোয়াজল এম. ব্রকদি, মিক্সড্ ডাবলস্-এ জার্মানীর ফ্রাউলিন ভোরাকোরিং ও হাইনরিখ স্কমবার্জ সাফল্য লাভ করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার মিঃ উইনস্লো হ্যারল্ড কিটসন জুটির সহিত ডাবল্সেও বিজয়লাভ করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। কাভার্ড কোর্টে পুরুষ বিভাগে ফ্রান্সের আঁদ্রে গবের ও মহিলা বিভাগে গ্রেট ব্রিটেনের মিসেস ই. হ্যানাম ও সি. পি. ডিক্সন সাফল্য লাভ করেন। পুরুষদের ডাবল্সেও ফ্রান্সের এ. গবের ও এম. জারম অক্লেশেই বিজয় লাভ করেন।

আধুনিক পেন্টাথ্লন

পঞ্চম অলিম্পিকের পূর্বে অলিম্পিক কমিটির এক সভায় সামরিক বাহিনীকে আকৃষ্ট করিতে পারে এমন কয়েকটি বিষয় অলিম্পিকের কার্যসূচীতে গ্রহণ করা সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হয়। ব্যারন পিয়ারে দ্য কুবার্তা ও কঁত দ্য বাইয়ে-লাটুরের মধ্যে অলিম্পিক সম্পর্কে আলোচনার সময় এই সম্বন্ধে প্রথম কথা উঠে। ব্যারন কুবার্তা এই মত ব্যক্ত করেন যে, এই প্রতিযোগিতার মধ্য

* In the light heavy class A. O. Ahlgren and J. Boling of Finland drew after nine hours of continuous wrestling. —John V. Grombach : *Olympic Cavalcade of Sports*, p. 158.

** (i) F. G. Menke (*Encyclopedia of Sports*, p. 715)
(ii) Erik Peterson (*V. Olympiaden*, p. 507.)
(iii) *Olympiska Spelen I Stockholm, 1912*, p. 373.

উপরোক্ত পুস্তকগুলিতে Ahlgren-কেই বিজয়ী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু Dr. Fritz Wasner (*Olympia Lexikon*, p. 172) এবং Dr. Ferenc Mezo (*Les Jeux Olympiques Modernes*, p. 114) Ahlgren এবং Boling-কে যুক্তভাবে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির চ্যান্সেলার মিঃ অটো মায়ার লেখকের নিকট ১৯শে অক্টোবর, ১৯৫৮ তারিখের পত্রেও Dr. Fritz Wasner এবং Dr. Ferenc Mezo লিখিত পুস্তকের বর্ণনাকে নির্ভুল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাই এই পুস্তকেও উভয়কে যুক্তভাবে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

দিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সামরিক বাহিনীর লোকেরা পরস্পর মেলামেশার সুযোগ পাইবে এবং পারস্পরিক শুভেচ্ছা ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে বিশ্ব শান্তি উজ্জ্বলতর হইবে। তাঁহারই প্রস্তাবক্রমে পঞ্চম অলিম্পিকে আধুনিক পেন্টাথ্‌-লনের জন্ম হয়।

আধুনিক পেন্টাথ্‌লনকে সামরিক পেন্টাথ্‌লন বলাই শ্রেঃ। নেপোলিয়নের যুগের পার্শ্বচর, অথবা বার্তাবহদিগকে সংবাদ বহনের সময় যে সমস্ত বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইত, তাহারই ভিত্তিতে এই প্রতিযোগিতা পরিকল্পিত হয়। বেতার আবিষ্কারের পূর্বে পার্শ্বচর অথবা বার্তাবহদের নিজস্ব অথবা বার্তাবহনের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ঘোটকে আরোহণ করিয়া কখনও দুর্গম গিরি-কান্তার কখনও বা মরুর মধ্য দিয়া নানা ধরনের বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইত। ঘোটক অবসন্ন হইয়া পড়িলে অথবা শত্রুর গুলীতে নিহত হইলে তাহাদিগকে দৌড়াইয়াই রাস্তা অতিক্রম করিতে হইত। সম্মুখে নদী পড়িলে সাঁতার কাটিয়া পার হইতে হইত। নিজের পিস্তল ব্যবহার করিয়া শত্রু এলাকার মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে হইত এবং সম্মুখ-যুদ্ধে সমস্ত বিঘ্ন দূর করিয়া নির্দিষ্ট স্থলে সংবাদ পৌঁছাইয়া দিতে হইত।

আধুনিক পেন্টাথ্‌লন উপরোক্ত সংবাদবাহকের কর্তব্যকে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রতিযোগীদের ৪০০০ মিটার দৌড়ের (ক্রস-কান্ট্রি) পর অশ্বারোহণে ৩০টি বাধাসমন্বিত একটি "স্টিপলচেজ কোর্স" অতিক্রম করিতে হয়। স্টিপলচেজের এই অশ্ব নিজস্ব নহে। লটারী করিয়া প্রতিযোগীদের ভাগ্যানুযায়ী অশ্ব সরবরাহ করা হয়। কাজেই আধুনিক পেন্টাথ্‌লনে ভাগ্য সুপ্রসন্ন না হইলে বিজয়লাভ করা কঠিন। কারণ একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীরও লটারীতে উপযুক্ত অশ্ব না পাইলে প্রতিযোগিতায় বিজয়লাভ সম্ভব হইতে পারে না।

অশ্বারোহণে স্টিপলচেজের পর প্রত্যেক প্রতিযোগী একটি "সিল্যুট টার্গেটে" দ্রুত পিস্তলের গুলী নিক্ষেপ করে, দুইজন করিয়া অসি-সঞ্চালন কৌশলের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ও সর্বশেষে ৩০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল সন্তরণ করিতে হয়। কেবলমাত্র অসি-সঞ্চালন কৌশল ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে সময় নির্দিষ্ট থাকে। সর্বাপেক্ষা কম সময় গ্রহণকারী প্রতিযোগীরই বিজয়ের সম্ভাবনা থাকে। অনেকের মতে বর্তমান যুগের অলিম্পিকের ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা দুরূহ প্রতিযোগিতা। কারণ শ্রেষ্ঠ এ্যাথলেট, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ, অসি-সঞ্চালক ও সাঁতারু অর্থাৎ সর্ববিদ্যাবিশারদ না হইলে কোন প্রতিযোগীর বিজয়ের সম্ভাবনা থাকে না।

আধুনিক পেন্টাথ্‌লনকে ব্যক্তিগত বিষয় বলিয়া ধরা হয়। বে-সরকারীভাবে যোগদানকারী প্রতিটি রাষ্ট্রের তিনজন করিয়া প্রতিযোগীর অর্জিত পয়েন্ট একত্র করিয়া সর্বাধিক পয়েন্ট অর্জনকারী রাষ্ট্রকে চতুর্দশ অলিম্পিক পর্যন্ত দলগত বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। পঞ্চদশ অলিম্পিকে সরকারী-ভাবে ইহাকে ব্যক্তিগত ও দলগত এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় ও ব্যক্তিগত ও দলগত উভয় বিষয়েই রেকর্ড করিয়া অলিম্পিক পদক প্রদানের নিয়ম প্রচলন করা হয়।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে প্যান হেল্লেনিক গেমসে এ্যাথলেটিকসের সহিত অসামরিক প্রতিযোগীদের জন্য যে পেন্টাথ্‌লন প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয় তাহার

সহিত "আধুনিক" পেন্টাথ্লনের কোন সম্পর্ক নাই। "আধুনিক" পেন্টাথ্লন পঞ্চম অলিম্পিক হইতে কার্যসূচীভুক্ত হয় ও সুইডেনের গুস্তাভ লিলিহুক এই বিষয়ে প্রথম বিজয়লাভ করেন। সুইডেন দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করে।

আমেরিকা হইতে প্রতিযোগিতায় সর্বপ্রথম অশ্বারোহী বাহিনীর লেঃ জর্জ প্যাটন যোগদান করেন। প্রতিযোগিতায় তিনি পঞ্চম স্থান লাভ করেন। লেঃ প্যাটনই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জেনারেল প্যাটন হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

অসামরিক প্রতিযোগীদের জন্য নির্দিষ্ট পেন্টাথ্লন ও "আধুনিক" পেন্টাথ্লন যুগপৎ চলিতে থাকে। অবশেষে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি দুইটি পেন্টাথ্লন একসঙ্গে চালানো নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করায় পেন্টাথ্লন নবম অলিম্পিক হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।



ষষ্ঠ অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে
বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শুনাইবে
ব্যর্থ পরিহাস—

—রবীন্দ্রনাথ

॥ অষ্টম অধ্যায় ॥

ষষ্ঠ অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি বার্লিন শহরকে প্রতিযোগিতার জন্য প্রথম নির্বাচিত করেন চতুর্থ অলিম্পিয়াডে। কিন্তু সময়াভাবের অজুহাতে জার্মান অলিম্পিক কমিটি রোমের আনুকূল্যে নাম প্রত্যাহার করে। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে যখন আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভা বার্লিন শহরে অনুষ্ঠিত হয়, তখন পুনরায় আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি বার্লিনকে পঞ্চম অলিম্পিয়াডের জন্য নির্বাচিত করে। কিন্তু জার্মান অলিম্পিক কমিটির কাউন্ট সি. ভন ওয়ার্টেন স্লেবেন ঘোষণা করেন যে, এত অল্প সময়ে জার্মান অলিম্পিক কমিটির পক্ষে এত বড় দায়িত্ব গ্রহণ করা সমীচীন নহে। কাজেই তাহারা এবারও এই সম্মান গ্রহণে অনিচ্ছুক, কিন্তু ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ষষ্ঠ অলিম্পিক প্রতিযোগিতার জন্য তাঁহারা প্রস্তুতি আরম্ভ করিয়াছেন। তদনুসারে পঞ্চম অলিম্পিয়াডের প্রতিযোগিতা সুইডেন ও ষষ্ঠ অলিম্পিয়াডের প্রতিযোগিতা বার্লিনে হইবে বলিয়া স্থির হয়।

জার্মান অলিম্পিক কমিটির এইরূপ অদ্ভুত প্রস্তাবের মূলে ছিল—কোন কিছু অচিন্তনীয় ও অভাবনীয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সমগ্র জগতকে হতবাক করিয়া দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে এ সময়ে ষষ্ঠ অলিম্পিকের প্রস্তুতি আরম্ভ হইয়াও গিয়াছিল। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভার জন্য বার্লিনে সমাগত সভ্যগণ এ সময়ে ষষ্ঠ অলিম্পিকের প্রস্তুতি ব্যবস্থা পরিদর্শন করেন। এই প্রস্তুতি ব্যবস্থা যেমন ছিল বিরাট, তেমনি অভিনব।

একটি ঘোড়দৌড়ের মাঠের মধ্যস্থল গভীরভাবে খনন করিয়া তাহার মধ্যে একটি স্টেডিয়াম নির্মাণের পরিকল্পনা করা হইয়াছিল এবং প্রকৃতপক্ষে তাহার নির্মাণকার্যও আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। এই অদ্ভুত পরিকল্পনায় অতলস্পর্শী গোলাকৃতি গহ্বরের পারে যখন ঘোড়দৌড় অনুষ্ঠিত হইবে তখন গহ্বরের অভ্যন্তরে স্টেডিয়ামে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে। ফলে একই সঙ্গে "রেসকোর্সের গ্র্যান্ড স্ট্যান্ডে" যখন দর্শকরা ঘোড়দৌড় উপভোগ করিবেন তখন তাঁহাদের দৃষ্টির অন্তরালে ভূনিম্নস্থ স্টেডিয়ামে ক্রীড়ামোদীরা অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা দর্শন করিতে পারিবেন। স্টেডিয়ামে যাতায়াতের জন্য রেসট্রাকের নিম্নস্থ ভূগর্ভে সুন্দর সুন্দর রাস্তা বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিত। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে তখনও অলিম্পিক অনুষ্ঠানের সাত বৎসর বাকী।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতাতেও যাহাতে উন্নততর ফলাফল প্রদর্শন করা যায় তাহার জন্য জার্মান অলিম্পিক কমিটি চারিটি অলিম্পিকের স্বর্ণপদক প্রাপ্তির গৌরবে গৌরবান্বিত আলভিন ক্রায়েঞ্জেলিনকে তরুণ জার্মান ছাত্রগণকে

এ্যাথলেটিকস্ শিক্ষা দিবার জন্য নিয়োগ করিয়াছিলেন। শিক্ষাদান পর্বও শুরু হইয়াছিল এবং বাকী সাত বৎসরে নিশ্চয়ই এক দুর্জয় এ্যাথলেটিক্ প্রতিযোগীদল সৃষ্টি হইত। কিন্তু রণদেবতা এই সময়ে মনে মনে হাসিয়াছিলেন। রণদেবতার বীভৎস হুঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ইউরোপ কামানের বজ্রনির্ঘোষে ও বিষাক্ত বাষ্পের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। অলিম্পিকের শান্তির বাণী কবিগুরুর ভাষায় ব্যর্থ পরিহাসের ন্যায় বার বার প্রতিঘাতে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। সমগ্র বিশ্ব ধ্বংস ও মারণ যজ্ঞে মাতিয়া উঠিল।

নবজন্ম

সপ্তম অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

বাদ-বিসংবাদ, মনোমালিন্য, যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ রাখিতে হইবে। জিউসদেবের নামে সমগ্র হেল্লাসে শান্তিচুক্তি সম্পন্ন করিতে হইবে। শান্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত অলিম্পিক ক্রীড়ায় জিউসদেবের পবিত্র হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হইবার পর কোষ-বদ্ধ অস্ত্র নিষ্কাশন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

প্রাচীন অলিম্পিক ক্রীড়ার আদর্শ সম্বন্ধে জিউস-দেবের আদেশ বাণী

সপ্তম অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

[এন্টোয়ার্প—১৯২০]

এ্যাথলেটিকস্

যোগদানকারী রাষ্ট্রের সংখ্যা	২৫
প্রতিযোগীর সংখ্যা	৫৬৪

	প্রথম স্থান	দ্বিতীয় স্থান	তৃতীয় স্থান	চতুর্থ স্থান	পয়েন্ট
আমেরিকা	৯	১৩	৮	১০	১৮০
ফিনল্যান্ড	৯	৪	৩	২	৯৯
গ্রেট ব্রিটেন	৫	৪	৪	৩	৭৫
সুইডেন	১	৩	১০	৫	৭২
ইটালী	২	০	৩	১	২৮
ফ্রান্স	১	২	১	২	২৫

সমসাময়িক সুইডিশ ও ফরাসী প্রথা অনুযায়ী—প্রথম ৭ পয়েন্ট, দ্বিতীয় ৫ পয়েন্ট, তৃতীয় ৪ পয়েন্ট, চতুর্থ ২ পয়েন্ট।

॥ সপ্তম অলিম্পিয়াডের ক্রীড়াসূচীর অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন বিষয়ের বিজয় তালিকা ॥

যোগদানকারী রাষ্ট্রের সংখ্যা [illegible]
যোগদানকারী প্রতিযোগী/প্রতিযোগিনীর সংখ্যা (৬৩ জন মহিলা সহ) ২৬[illegible]
ক্রীড়াসূচীর মোট ক্রীড়ার সংখ্যা [illegible]
বিভিন্ন বিষয়ে হিট্ ইত্যাদি লইয়া মোট প্রতিযোগিতার সংখ্যা ১[illegible]

	অ্যাথ্লেটিকস্	মল্লবিদ্যা	মুষ্টিযুদ্ধ	সাইক্লিং	অশ্বারোহণ	কলাকৌশল	অসি সঞ্চালন	কৌশল	ফিল্ড হকি	জিমন্যাস্টিক	মডার্ন পেন্টাথলন	পোলো	রোয়িং	রাগবী	শুটিং	স্কেটিং	আইস হকি	সকার ফুটবল	সন্তরণ (পুরুষ)	সন্তরণ (মহিলা)	টেনিস	ওয়াটার পোলো	ভারোত্তোলন	কুস্তি (ক্যাচ এজ ক্যাচ ক্যান)	কুস্তি (গ্রীকো-রোমান)	ইয়টিং	মোট বিজয়
আমেরিকা	৯		৩										৩	১	১৩				৭	৪				১			৪১
সুইডেন	১			১	৪					১	১				১	২			৩					১	২	২	১৯
ফিনল্যান্ড	৯															১								২	৩		১৫
গ্রেট ব্রিটেন	৫		২	১					১			১									২	১				১	১৪
নরওয়ে	১				১										৫											৭	১৪
ইটালী	২			১	১		৫			২			১										১				১৩
বেলজিয়াম		৪		১	২													১					১			১	১০
ফ্রান্স	১		১	১			১														২		২				৮
ক্যানাডা	১	১															১										৩
ডেনমার্ক										১					১						১						৩
হল্যান্ড				১																						২	৩
দক্ষিণ আফ্রিকা	১		১																		১						৩
সুইজারল্যান্ড													১												১		২
ব্রাজিল															১												১
এস্তোনিয়া																							১				১

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

সপ্তম অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তির পর আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি পুনরায় অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আরম্ভের জন্য প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত বেলজিয়ামের এন্টোয়ার্প নগরীতে সপ্তম অলিম্পিকের স্থান নির্বাচিত হয়।

চার বৎসর জার্মানীর কবলিত থাকায় বেলজিয়ামের তখন অত্যন্ত দুর্দিন। যুদ্ধে কামানের মুখে অধিকাংশ ঘর-বাড়ীই ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। ইহা ছাড়া যুদ্ধের ফলে উদ্বাস্তু জনসাধারণের ভরণপোষণেই অধিকাংশ রাজস্ব ব্যয় করিতে হইত। অর্থনৈতিক কাঠামো একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। জাতির সমস্ত সম্পদ তখন যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের কাজে নিয়োজিত।

এই পটভূমিকায় এক বৎসরের মধ্যে, ক্রীড়া অনুষ্ঠানের জন্য একটা স্টেডিয়াম এবং সমগ্র বিশ্বের ক্রীড়া প্রতিযোগীদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা বেলজিয়ামের পক্ষে দুরূহ সমস্যা হইয়া দেখা দিয়াছিল। কিন্তু এত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও বেলজিয়াম প্রতিযোগিতা সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। কঁত দ্য আঁরি বাঈয়ে-লাটুরের পরিচালনায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাপনায় এত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও বেলজিয়াম অলিম্পিক কমিটি অদ্ভুত কর্মকুশলতার পরিচয় দেয়। এক বৎসরের মধ্যেই সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত হইয়া যায় এবং জার্মানী ও অস্ট্রিয়া ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত রাষ্ট্রকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান হয়।

এন্টোয়ার্পেই প্রথম সামরিক বাহিনী অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। যুদ্ধের জন্য প্রতিটি রাষ্ট্রেই সামরিক বাহিনী বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। সামরিক কর্তৃপক্ষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করার দরুন স্বভাবতঃই সামরিক বাহিনীতে এ্যাথলেটিক ও অন্যান্য ক্রীড়া প্রভৃত উন্নতি লাভ করে। ফলে এই অলিম্পিকে সামরিক বাহিনীর বহু প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। সর্বসমেত মোট ২৯টি রাষ্ট্র ইহাতে যোগদান করে। প্রাচ্য ভূখণ্ড হইতে সূর্যলাঞ্ছিত পতাকাসহ জাপান ও সোরাব এইচ. ভুতের নেতৃত্বে ভারতীয় দল এই অলিম্পিকে প্রথম যোগদান করে।

১৪ই আগস্ট প্রাতে জাতীয় বীর হিসাবে সম্মানিত কার্ডিনাল মার্সিয়ার এন্টোয়ার্পের প্রধান ধর্মমন্দিরে যে সমস্ত এ্যাথলেট প্রথম মহাযুদ্ধে রণদেবতার বলি হইয়াছেন তাঁহাদের আত্মার শান্তি কামনায় ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানান। এন্টোয়ার্পে উপস্থিত এ্যাথলেটবৃন্দের অধিকাংশই এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

অপরাহ্নে ৩০,০০০ দর্শকের উপযোগী স্টেডিয়ামে যথোচিত সমারোহের সহিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। প্রারম্ভিক কার্যসূচী অনুযায়ী প্রথম

অলিম্পিকের পঞ্চচক্রলাঞ্ছিত পতাকা উত্তোলন করা হয়। অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অলিম্পিকের পতাকা উত্তোলন এই প্রথম।

সাদা জমির উপর পাঁচটি মহাদেশের প্রতীক হিসাবে নীল, হলুদ, কালো, সবুজ ও লাল এই পাঁচটি বর্ণের পরস্পর আবদ্ধ চক্রলাঞ্ছিত অলিম্পিকের এই পতাকা ব্যারন কুবার্তার পরিকল্পনার ভিত্তিতে নির্মিত হয়। অনেক লেখক অবশ্য পাঁচটি চক্র পাঁচটি মহাদেশের প্রতীক হিসাবে স্বীকার করেন না কিন্তু ইহা ঠিক নহে।*

"ওয়ার্ল্ড রিভিউ অফ রিভিউজ"-এর মতে অলিম্পিকে যোগদানকারী প্রধান কয়েকটি রাষ্ট্রের পতাকা হইতেই এই পাঁচটি বর্ণ গৃহীত হইয়াছে।** আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি প্রকাশিত পুস্তিকার বিবরণ অনুযায়ী বিশ্বের সমস্ত স্বাধীন রাষ্ট্রের পতাকায় এই পাঁচটি বর্ণের কোন-না-কোন বর্ণ থাকায় এই পাঁচটি বর্ণ প্রতীক হিসাবে অলিম্পিক কমিটি কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে এবং পাঁচটি চক্র পাঁচটি মহাদেশেরই প্রতীক।*** ১৯১৩ সালে এই পতাকা

* It has five interlaced rings, blue, yellow, black, green and red which some believe represent the five continents. This is not true ; the rings simply include the colours of all the Nations of the world.

(i) Bill Henry : *An Approved History of Olympic Games.*

(ii) J. Kenneth Doherty : *Modern Track and Field*, p. 445.

** These colours were taken from the flags of the principal Nations, who originally competed in the Games when they were revived forty-eight years ago in Greece. —*World Review of Reviews*, August 1936, p. 94.

*** The Olympic flag, which flies high in the main stadium and other venues of the Games, is white with five interlaced rings in the center. These rings are blue, yellow, black, green and red, with the blue ring high on the left, nearest the flag pole. These rings represent the five continents joined in the Olympic movement. ..... There is no country which has not one or more of these colours in its National Flag. It was created in 1913, at the suggestion of Baron de Coubertin, and was used first time in the Olympic Games in 1920, in Antwerp.—*The Olympic Games* : Published by International Olympic Committee, 1958 Edition, p. 75.

The flag was created in 1913 by Baron de Coubertin which flew for the first time on the 5th April, 1914, at the stadium of Chatby, Alexandria, for the 20th Anniversary of the establishment of the Games.—Andre Senay et Robert Hervet : *Monsieur De Coubertin*, p. 147. (মূল ফরাসী পুস্তক হইতে অনূদিত।)

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির অনুমোদন লাভ করে ও অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিংশ বার্ষিকী উৎসবে ১৯১৪ সালের ৫ই এপ্রিল আলেকজান্দ্রিয়ার "চ্যাটবী" স্টেডিয়ামে সর্বপ্রথম উত্তোলিত হয়। কিন্তু এ সম্পর্কেও মতান্তর আছে।*

অতঃপর ১৯১৪ সালের জুন মাসে সরবোর্নে (প্যারী) অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির ষোড়শ অধিবেশনে ব্যারন কুবার্তা কর্তৃক "পতাকাটি" আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির নিকট প্রদত্ত হয়।

পতাকা উত্তোলনের পর ১৫০০ প্রতিযোগী কুচকাওয়াজ করিয়া অভিবাদন জানান ও বেলজিয়ামের রাজা এলবার্ট ও কার্ডিনাল মার্সিয়ার তাঁহাদের অভিবাদন গ্রহণ করেন। প্রতিযোগীদের মধ্যে সুইডেনের রাইফেল টিমের ৭২ বৎসর বয়স্ক পক্ককেশ প্রতিযোগী ও সর্বকনিষ্ঠা ১২ বৎসর বয়স্কা আমেরিকান মহিলা ডাইভার আইলিন রীগিন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

থর্পের পেশাদারিত্বের প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে অলিম্পিকে যাহাতে পেশাদার ক্রীড়াবিদগণ যোগদান না করিতে পারে তাহার রক্ষাকবচ হিসাবে এই অলিম্পিক হইতে যোগদানকারী এ্যাথলেট ও ক্রীড়াবিদগণের শপথ গ্রহণের রীতি প্রচলিত হয়। সমবেত রাষ্ট্রের এ্যাথলেট ও ক্রীড়াবিদগণের পক্ষে প্রত্যেক রাষ্ট্রের পতাকাবাহী এক জায়গায় সমবেত হন ও উপস্থিত সকল এ্যাথলেট ও ক্রীড়াবিদগণের পক্ষে বেলজিয়ামের কৃতী অসি সঞ্চালক ভিক্টর বয়েন এক হাতে বেলজিয়ামের রাষ্ট্রীয় পতাকা ধারণ করিয়া নিম্নলিখিত শপথ উচ্চারণ করেন :

* The Olympic flag with five rings made its first official appearance at these Olympics, although it had made its unofficial debut in 1916 at Paris, when the twentieth anniversary of the revival of the games was celebrated. —John V. Grombach : *Olympic Cavalcade of Sports*, p. 121.

মিঃ গ্রোমবাকের উপরোক্ত মন্তব্য ঠিক নহে। মিঃ অটো মায়ার এ সম্পর্কে আমাকে যে পত্র দিয়াছেন তাহাতে এই পুস্তকে লিখিত তথ্য নির্ভুল বলিয়া প্রমাণিত হয়। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত *The Olympic Games* (1958 Edition)-এর ৬৪ পৃষ্ঠায় "Commemoration of the Foundation" সম্পর্কে যে বিবরণ দেওয়া আছে তাহাতে বর্তমান অলিম্পিক আন্দোলন আরম্ভের বিংশ বার্ষিকী উৎসব [ক্রীড়া প্রতিযোগিতার নহে—ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হইলে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দেই হইত] সম্পর্কে লেখা আছে "20th Anniversary : 1914 at Paris and Alexandria".

১৯১৪ সালে প্যারীতে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির ষোড়শ ও অলিম্পিক কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় [*Olympia Lexikon*, p. 10]। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সপ্তদশ অধিবেশনে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে লুজানে অনুষ্ঠিত হয়। [*The Olympic Games*, p. 64.] ১৯১৫—১৯১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির অধিবেশন বন্ধ ছিল। সুতরাং মিঃ গ্রোমবাকের ১৯১৬ সালে অলিম্পিকের পতাকার প্যারীতে আত্মপ্রকাশের সংবাদ ঠিক নহে।

"আমাদের জাতির গৌরব ও রাষ্ট্রের সম্মানের জন্য অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতি-যোগিতার নির্দিষ্ট সমস্ত বিধি নিষ্ঠার সহিত পালন করিব—এই শপথ গ্রহণ-পূর্বক অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতেছি। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মহান ঐতিহ্য রক্ষার জন্য খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব লইয়া ইহাতে অংশগ্রহণ করিব।"

যুদ্ধবিধ্বস্ত বেলজিয়ামের অর্থনৈতিক দুরবস্থা এতটা চরমে উঠিয়াছিল যে, উৎসাহ থাকা সত্ত্বেও মাত্র ৩০ সেন্ট ব্যয় করিয়া এই আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা দর্শনের জন্য মোটেই দর্শক সমাগম হয় নাই। অবশেষে বেলজিয়াম অলিম্পিক কর্তৃপক্ষ বিনামূল্যে দর্শকদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা দর্শনের অনুমতি প্রদান করেন। অবশ্য এজন্য তাহাদের বহু ক্ষতি সহ্য করিতে হয় এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সমাপ্তির পর ব্যবস্থাপনার জন্য যে বিরাট ঋণ হয় তাহার দায়িত্ব বেলজিয়াম সরকারকেই গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সময় প্রবল বারিপাতে এ্যাথলেটদের বিশেষ অসুবিধা হয়, ব্যবস্থাপনাতেও যথেষ্ট ত্রুটি ছিল। তথাপি মাত্র এক বৎসরের চেষ্টায় যুদ্ধবিধ্বস্ত বেলজিয়াম বিরাট এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে কৃতকার্য হওয়ায় প্রত্যেক রাষ্ট্রই বেলজিয়াম অলিম্পিক কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন।

আমেরিকান এ্যাথলেটগণ এই অলিম্পিকে বিশেষ সুবিধা করিতে সক্ষম হন নাই। কিন্তু সুইডেনের আর্নে হ্যাজার্টবার্গ ও ফিনল্যাণ্ডের উইলি কোলেম্যানেনের প্রচেষ্টা যে সফল হইয়াছে, এই অলিম্পিকে সুইডিশ ও ফিনিশ প্রতিযোগীদের সাফল্য তাহা প্রমাণ করে। মাত্র তিনজন এ্যাথলেটের এই অলিম্পিকে দুইটি করিয়া বিষয়ে বিজয়গৌরব লাভের সৌভাগ্য হয়। তাঁহারা হইলেন ফিনল্যাণ্ডের প্যাভো নুরমি, ইংলণ্ডের এ. জি. হিল ও ইটালীর উগো ফ্রিজিরিয়ো।

প্রতিযোগিতা ১৫ই আগস্ট রবিবার আরম্ভ হয়। ক্রীড়াসূচীর প্রথম বিষয় ছিল জেভেলিন নিক্ষেপ। মোট ৩০ জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ এই চারিটি স্থানই লাভ করেন ৪ জন ফিনিশ এ্যাথলেট। প্রথম স্থানাধিকারী জনি ম্যায়ারা* ৬৫·৭৮ মিটার (২১৫ফুঃ ৯১/২ইঃ) দূরে জেভেলিন নিক্ষেপ করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন ফিনিশ এ্যাথলেটদ্বয় ইউ. পেলতোনেন ও পি. জোহানসন। প্রথম পাঁচজনই পূর্বতন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন। এই পাঁচজনের মধ্যে চারজনই ছিলেন ফিনিশ এ্যাথলেট।

দ্বিতীয় দিনের প্রথম বিষয় ছিল ৪০০ মিটার হার্ডল রেস। মোট ২১ জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন ও ৫টি ফার্স্ট ও ২টি সেকেণ্ড ট্রায়াল হিটের পর ৬ জন ফাইন্যালে প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত হন। আমেরিকান এ্যাথলেট ফ্রাঙ্ক লুমিস ৫৪·০ সেকেণ্ডে এই দূরত্ব অতিক্রম করিয়া নূতন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন ও বিজয়লাভ করেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানও দুইজন আমেরিকান এ্যাথলেট জন নর্টন ও অগাস্ট ডেসক্ কর্তৃক অধিকৃত হয়।

* Klaus Suomela : *Urheilun Maaimanhist* (p. 392) Jonnil বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

বে-সরকারী পয়েন্ট গণনায় গ্রেট ব্রিটেন বিজয়লাভ করে। ফ্লাই ওয়েটে আমেরিকার ফ্রাঙ্ক জেনারো বিজয়লাভ করেন। তিনি পরে বিশ্বের পেশাদার ফ্লাই ওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ব্যান্টাম ওয়েটে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্লারেন্স ওয়াকার, ফেদার ওয়েটে ফ্রান্সের পল ফ্রীস্, লাইট ওয়েটে আমেরিকার সামুয়েল মসবার্গ, ওয়েল্টার ওয়েটে ক্যানাডার টি. শকনেডার, মিডল ওয়েটে লণ্ডন পুলিশের হ্যারী ম্যালিন, লাইট হেভী ওয়েটে আমেরিকার এডওয়ার্ড ইয়াগান ও হেভী ওয়েটে গ্রেট ব্রিটেনের আর. রসন বিজয়লাভ করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমেরিকার সেনাবাহিনীর জেনারেলে জো ক্লানস্টনও এই অলিম্পিকে "ওয়েট পয়েণ্টের" ছাত্র হিসাবে আমেরিকান মুষ্টিযুদ্ধ দলের সভ্য ছিলেন। পরবর্তী যুগে পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে খ্যাত জ্যাক ও পিট জিভিকও এই অলিম্পিকে মুষ্টিযুদ্ধের প্রতিযোগী ছিলেন।

সাইকেলের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও এই অলিম্পিকে সাইক্লিং তেমন সাড়া জাগাইতে সক্ষম হয় নাই। হল্যাণ্ডের মরিস পিটার্স ১০০০ মিটার স্ক্র্যাচে বিজয়লাভ করেন। ২০০০ মিটার ট্যাণ্ডেমে গ্রেট ব্রিটেনের হ্যারী রায়ান এবং টমি ল্যান্স এবং ৪০০০ মিটার টিম প্যারাস্যুট রেসে ইটালী সাফল্য লাভ করে। ৫০ কিলোমিটার রেসে বেলজিয়ামের সাইক্লিস্ট হেনরী জর্জ প্রথম স্থান অধিকার করেন।

১৭৫ কিলোমিটার রোড রেসে (ব্যক্তিগত) সুইডেনের হ্যারী স্ট্যানকুইস্ট ও ১৭৫ কিলোমিটার রোড রেসে (দলগত) প্রতিযোগিতায় ফ্রান্স জয়লাভ করে। হ্যারী রায়ান ১০০০ মিটার স্ক্র্যাচে তৃতীয় এবং হ্যারী স্ট্যানকুইস্ট ১৭৫ কিলোমিটার দলগত প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থানাধিকারী সুইডিশ দলের সভ্য ছিলেন।

বে-সরকারী পয়েন্ট গণনায় গ্রেট ব্রিটেন প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই অলিম্পিকের পর সাইক্লিং-এর নিয়মকানুন এবং কার্যসূচীর একটি নির্ধারিত বিধি গৃহীত হয় এবং পরবর্তী অলিম্পিক হইতে এই বিধি অনুসৃত হয়।

মহাযুদ্ধে নব নব মারণাস্ত্র আবিষ্কারের ফলে অশ্বারোহী বাহিনীর গুরুত্ব হ্রাস পাওয়ায় প্রধান রাষ্ট্রগুলি অশ্বারোহী বাহিনীর অধিকাংশই ছাঁটাই করিয়াছিল। অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে ইহা অলিম্পিকের অশ্বারোহণ কলাকৌশল প্রতিযোগিতার উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে। প্রতিযোগিতার ছয়দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইটালী, ফিনল্যাণ্ড ও সুইডেনের অশ্বারোহিগণ অংশগ্রহণ করেন।

৫০ কিলোমিটার ক্রস কান্ট্রি রেসে নরওয়ের লেঃ ইউজেন জোহানসেন বিজয়লাভ করেন। ২০ কিলোমিটার রেসে মোট ২৪ জন প্রতিযোগীর মধ্যে মাত্র নয়জন নির্দিষ্ট সময়ে শেষ সীমান্তে পৌঁছিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। বেলজিয়ামের লেঃ জে. মিসোন্না এ বিষয়ে সাফল্য লাভ করেন। জাম্পিং-এ (ব্যক্তিগত ও দলগত) যথাক্রমে সুইডেনের লেঃ হেলমার মোর্নার ও সুইডেন দল বিজয়ী হন। ক্যাপ্টেন লুণ্ডব্লাড ব্যক্তিগত ডেসেজে বিজয়লাভ করেন এবং তাঁহার ঘোটকী "উনো অফ সুইডেন" "সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রাপ্ত ঘোটকী" এই বিষয়ে জয়লাভ করে। ডেসেজের অন্যান্য তিনটি পুরস্কারও সুইডেনের অশ্বারোহিগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়।

সাধারণ সৈনিকদের জন্য নির্দিষ্ট বিষয় 'ভল্টিং'-এ বেলজিয়ামের ট্রুপার টি. বনকার্ট বিজয়লাভ করেন। "জাম্পিং" প্রতিযোগিতায় ইটালীর তুমাসাও

লেঙ্কুইও বিশেষ কৃতিত্ব সহকারে প্রথম স্থান লাভ করেন। "রাইডিং বাই টিম" প্রতিযোগিতায় ট্রুপার টি. বনকার্ট ও টি. ফিনেট লইয়া গঠিত বেলজিয়াম দল জয়লাভ করে। এই প্রতিযোগিতায় প্রচুর সময়ের প্রয়োজন হওয়ায় এই অলিম্পিকের পর হইতেই ইহা ক্রীড়াসূচী হইতে পরিত্যক্ত হয়।

তিনদিনব্যাপী সামরিক প্রতিযোগিতায় হেলমার মর্নার, এইচ. লুণ্ডস্টর্ম এবং জর্জ ব্রাউন লইয়া গঠিত সুইডিশ দল বিজয়লাভ করে।

পোলো খেলায় স্পেন আমেরিকাকে ১৩-৩ গোলে পরাজিত করিয়া ও গ্রেট ব্রিটেন বেলজিয়ামকে ৮-৩ গোলে পরাজিত করিয়া ফাইন্যালে উঠে। গ্রেট ব্রিটেন এবারও ফাইন্যালে স্পেনকে ১৩-১১ গোলে পরাজিত করিয়া নিজেদের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ন রাখে।

যুদ্ধের কল্যাণে মুষ্টিযুদ্ধের ন্যায় অসি-সঞ্চালন কৌশলেরও প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। মোট সতেরটি রাষ্ট্র হইতে প্রধানতঃ সামরিক বিভাগের প্রতিযোগী-বৃন্দই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে।

নেদো নাদীর অপূর্ব সাফল্য এই অলিম্পিকের অন্যতম বিস্ময়। নেদো নাদী অষ্ট বৎসর পরেও ফয়েলে (ব্যক্তিগত) বিজয়লাভ করিয়া অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ইহা ব্যতীত তিনি সেবারেও জয়লাভ করেন। অবশ্য সেবারে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র হাঙ্গেরীর প্রতিযোগিগণ এই অলিম্পিকে আমন্ত্রিত না হওয়ায় যোগদান করেন নাই। এখানে উল্লেখযোগ্য, চতুর্থ অলিম্পিয়াড হইতে সেবারে হাঙ্গেরীর বিজয়াভিযান একমাত্র নেদো নাদী ব্যতীত অন্য কোন অসি-সঞ্চালকের পক্ষে আজও খর্ব করা সম্ভব হয় নাই। দলগত সেবারেও নেদো নাদীর প্রচেষ্টার ফলে ইটালী বিজয়লাভ করে। এই অলিম্পিকে জয়লাভের ফলে নেদো নাদী আট বৎসর ব্যবধানে অনুষ্ঠিত দুইটি অলিম্পিকে মোট ছয়টি স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন ও রেমোন ফনস্ট্, জুনো ফুচস্ ইত্যাদির ন্যায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম অসিসঞ্চালকদের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হন।

ব্যক্তিগত ইপিতে ফ্রান্সের আরমাঁ মার্সাঁ বিজয়লাভ করেন। বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য এই যে, এ বিষয়ে প্রথম ছয়জনের মধ্যে পাঁচজনই ছিলেন ফরাসী অসি-সঞ্চালক।

দলগত ইপি, ফয়েল ও সেবারে—তিনটি প্রতিযোগিতাতেই ইটালী বিজয়-লাভ করিয়া অশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। স্বাভাবিকভাবেই ইটালী বে-সরকারী পয়েন্ট গণনায় প্রথম স্থান অধিকার করে।

জিমন্যাষ্টিকে মোট ২৪টি দেশ যোগদান করে ও এবারেও ইটালীর প্রভুত্বই পরিপূর্ণভাবে বজায় থাকে। এবারেও ইটালীর জিমন্যাষ্ট জর্জিয়ো জাম্পোরী সমস্ত বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও কুশলী জিমন্যাষ্ট বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন।* ২৪ জন

* *Le Deutsches Sportlexikon* (p. 205)-এ ইটালিয়ান জিমন্যাষ্ট জেমবেজকে বিজয়ী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু Dr. Fritz Wasner (*Olympia Lexikon*, p. 157), John. V. Grombach (*Olympic Cavalcade of Sports*, p. 190) এবং Dr. Ferenc Mezo (*Les Jeux Olympiques Modernes*, p. 156) প্রভৃতি জাম্পোরীকেই বিজয়ী হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। অন্য কোন সূত্রেও বিজয়ী হিসাবে জেমবেজের নাম পাওয়া যায় না।

জিমন্যাস্ট লইয়া সুইডিশ প্রথার দলগত প্রতিযোগিতায় এবারও সুইডেন এবং ডেনমার্ক প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।* বেলজিয়াম তৃতীয় স্থান অধিকার করে। দলগত ফ্রি সিস্টেমে কেবলমাত্র ডেনমার্ক ও নরওয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ও যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

সমস্ত বিষয়ের দলগত প্রতিযোগিতায় ইটালী দ্বিতীয়বার জয়লাভ করে। বলা বাহুল্য, বে-সরকারী পয়েন্ট গণনায় এবারও ইটালী জয়লাভ করে।

মডার্ন পেন্টাথলনে এই অলিম্পিকেও সুইডেন ব্যক্তিগত এবং দলগত (বে-সরকারী) উভয় বিষয়েই বিজয়লাভ করে ও প্রথম হইতে চতুর্থ পর্যন্ত চারিটি স্থানই লাভ করে। গুস্তাভ ডায়েরসেন ১৮ পয়েন্ট পাইয়া ব্যক্তিগত বিজয়ের সম্মান অর্জন করেন।

এই অলিম্পিকে পেন্টাথলনের পিস্তল শুটিং-এর একটি সুনির্দিষ্ট বিধি রচিত হয়। ২৫ মিটার দূরত্বে প্রতিযোগীদের "·২২ বোর" পিস্তলে "সিল্যুট টার্গেটে" ৫টি করিয়া গুলি নিক্ষেপ করিতে হইত। চারবার সিল্যুট টার্গেটটি ঘোরানো হইত ও প্রতিবারে ৫টি করিয়া মোট ২০টি গুলি নিক্ষেপ করিতে হইত।

এন্টোয়ার্প ও ব্রুসেলস-এর মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী প্রধান খালটির মধ্যে নৌকা বাইচের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। প্রতিযোগিতায় "সিঙ্গল স্কাল", "ডাবল স্কাল", দুই দাড় ও চার দাঁড়ের নৌকা (হালসহ) ও আট দাঁড়ের নৌকা বাইচের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। হাল ব্যতীত দুই দাড় ও চার দাঁড় নৌকা বাইচ এই অলিম্পিকে অনুষ্ঠিত হয় নাই।

সিঙ্গল স্কালে আমেরিকান নাবিক জন কেলী, বৃটিশ নাবিক জ্যাক বেরেসফোর্ড প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান এবং নিউজিল্যাণ্ডের নাবিক ক্ল্যারেন্স হার্ডফিল্ড দ্য আর্কে তৃতীয় স্থান লাভ করেন।** রাষ্ট্র হিসাবে নিউজিল্যাণ্ডের জয়লাভ এই প্রথম। ডাবল স্কালেও জন কেলী পল কস্টেলো জুটির সহিত ইটালীর এরমেনিয়া ডনস্ ও পিয়াত্রে এনোনিকে পরাজিত করিয়া জয়লাভ করেন। হালসহ দুই-দাঁড়বিশিষ্ট সেল ধরনের নৌকায় এরকোল ওলগেনী ও গিয়োভানী স্কটুরিন এবং হালসহ চার-দাঁড়বিশিষ্ট সেল ধরনের নৌকায় সুইডেনের নাবিকগণ জয়লাভ করেন।

আট দাড়ের নৌকা বাইচের ফাইন্যালে আমেরিকান নৌবাহিনীদল ও পঞ্চম অলিম্পিকে বিজয়ী গ্রেট ব্রিটেনের লিয়েণ্ডার ক্লাবের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। দুইটিই সে যুগের নৌবাহন সমিতিগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

* P. Chr. Anderson (*Olympiaboken*, p. 149.) বেলজিয়ামকে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু Dr. Ferenc Mezo (*Les Jeux Olympiques Modernes*, p. 156) এবং Dr. Fritz Wasner (*Olympia Lexikon.*, p. 166) ডেনমার্ক ও বেলজিয়ামকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। অন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির চ্যান্সেলার মিঃ অটো মায়ার লেখকের নিকট লিখিত তাহার ১৮ই নভেম্বর ১৯৫৮ তারিখের পত্রে শেষোক্ত অভিমত সমর্থন করায় এই অভিমতই লিখিত হইয়াছে।

** *The Olympic and British Games*, p. 30-এ দার্কে ক্ল্যারেন্স হাটফিল্ড বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

নৌবাহিনী দল, সুতরাং প্রতিযোগিতার দিন খালের দুই ধারে তিল ধারণের স্থান ছিল না। ২০০০ মিটারের মধ্যে ১৬০০ মিটার পর্যন্ত লিয়েণ্ডার ক্লাবই অগ্রবর্তী ছিল, কিন্তু তাহার পর নৌবাহিনী দল অদ্ভুত কৌশলে ক্ষিপ্রতার সহিত এই ব্যবধান কমাইতে থাকে। ১৮৫০ মিটার পর্যন্ত উভয় দলই প্রায় একই সঙ্গে চলিতে থাকে। তাহার পরই লিয়েণ্ডার ক্লাবের নাবিকদের মধ্যে ক্লান্তির ভাব ফুটিয়া উঠে ও নৌবাহিনী দল তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যায় ও ৬:০২·৬ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নূতন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করিয়া প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে। এই প্রতিযোগিতা হইতেই আট-দাঁড়ের নৌকায় আমেরিকার বিজয়াভিযান আরম্ভ হয় এবং আজ পর্যন্তও অন্য কোন রাষ্ট্রের নাবিকগণের পক্ষে আমেরিকান নাবিকগণকে পরাজিত করা সম্ভব হয় নাই।

যে কোন রাইফেলের ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় আমেরিকার মরিস ফিসার ডেনমার্কের নিয়েলস্ লার্সেনকে পরাজিত করিয়া জয়লাভ করেন। লার্সেন পঞ্চম অলিম্পিকে এ বিষয়ে তৃতীয় স্থান লাভ করিয়াছিলেন। ৫০ মিটার হইতে মিনিয়েচার রাইফেলেও আমেরিকার তিনজন প্রতিযোগী লরেন্স নিয়েসলিয়েন, আর্থার রথরক ও ডেনিশ ফেন্টন* যথাক্রমে তিনটি স্থান অধিকার করেন। অটোমেটিক পিস্তল অথবা রিভলবার প্রতিযোগিতায় ব্রাজিলের জি. প্যারায়েন্স** আমেরিকার রেমণ্ড ব্রাকেনকে মাত্র দুই পয়েণ্টের ব্যবধানে পরাজিত করেন। এই প্রতিযোগিতায় রিং সহ একটি "ফিগার টার্গেটে" গুলি নিক্ষেপ করিতে হইত। এই অলিম্পিয়াডের পর হইতে একটি ফিগার টার্গেটের বদলে ছয়টি ফিগার টার্গেটের প্রচলন হয়।

৫০ মিটার দূরত্বে যে কোন টার্গেট পিস্তলে আমেরিকার কার্ল ফ্রেডরিক ব্রাজিলের এফ্রানিও দ্য কোস্তাকে পরাজিত করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ব্যক্তিগত ক্লে বার্ড শুটিং-এও আমেরিকার মার্ক আরি, ফ্রাঙ্ক ট্রোয়ে ও ফ্রাঙ্ক রাইট যথাক্রমে প্রথম তিনটি স্থান এবং আরি, ট্রোয়ে, রাইট, প্লুম, ম্যাক নেয়ার ও বনসার লইয়া গঠিত আমেরিকান দল দলগত ক্লে বার্ড শুটিং-এ জয়লাভ করে। ব্যক্তিগত রানিং ডিয়ার শুটিং-এ নরওয়ের অটো ওলসেন গত অলিম্পিকের বিজয়ী সুইডেনের অস্কার সোয়াহানকে মাত্র দুই পয়েণ্টের ব্যবধানে পরাজিত করেন। দলগত রানিং ডিয়ার শুটিং-এও হ্যারল্ড ন্যাটভিগ, লিলোয়ে ওলসেন, অটো ওলসেন, ইনার লিবার্গ ও হ্যানস্ নর্ডভিক লইয়া গঠিত নরওয়ে দল ফিনল্যাণ্ডকে সহজেই পরাজিত করে। রানিং ডিয়ার শুটিং-এ (ডাবল্ শট)—ব্যক্তিগত) নরওয়ের ওল লিলোয়ে ওলসেন সুইডেনের ফ্রেডরিক ল্যাণ্ডেলিয়াসকে

* Dr. Fritz Wasner (*Olympia Lexikon*, p. 131) এবং P. Cbr. Anderson (*Olympiaboken*, p. 149) Dennis Fenton-এর নাম যথাক্রমে "Ponton" ও "Penton" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অন্য কোন সূত্রে ইহার সমর্থন পাওয়া যায় না। সেজন্য মনে হয় ভ্রমক্রমে এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে।

** Dr. Fritz Wasner (*Olympia Lexikon*, pp. 132 & 137) এবং *l' Encyclopédia Suédoise t.* V, P. 986-এ "Paraines" উল্লেখ করিয়াছেন।

পরাজিত করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। দলগত বিষয় এই অলিম্পিকেই প্রথম ক্রীড়াসূচীভুক্ত হয় ও প্রথম বৎসরেই ন্যাটভিগ, লিলোয়ে ওলসন, লিবার্গ, জোহানসেন ও নর্ডভিককে লইয়া গঠিত নরওয়ে দল সুইডেন দলকে পরাজিত করে। এখানে উল্লেখযোগ্য, বিজিত সুইডেন দলে আলফ্রেড ও অস্কার সোয়াহান অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পিস্তল ও রিভলবার শুটিং-এর (অটোমেটিক পিস্তল ব্যতীত) দলগত প্রতিযোগিতায় কার্ল ফ্রেডরিক, আলফ্রেড লেন, রেমন্ড ব্রাকেন, জেমস স্নুক ও মাইকেল কেলী লইয়া গঠিত আমেরিকান দল গতবারের বিজয়ী সুইডেন দলকে পরাজিত করে। যে কোন বোরের দলগত রাইফেল প্রতিযোগিতাতেও আমেরিকাই বিজয়লাভ করে। ৩০০ গজ দূরত্বে আর্মি রাইফেলের দুইটি প্রতিযোগিতা হয়। শায়িত অবস্থায় গুলি নিক্ষেপে নরওয়ের অটো ওলসেন ও দণ্ডায়মান অবস্থার প্রতিযোগিতায় আমেরিকার কার্ল ওসবার্ন সাফল্য লাভ করেন। দলগত আর্মি রাইফেলের প্রতিযোগিতায় আমেরিকা ফ্রান্সকে পরাজিত করে। এই অলিম্পিয়াডের শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আর্মি রাই-ফেলের উভয় প্রতিযোগিতাই (ব্যক্তিগত ও দলগত) অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচী হইতে পরিত্যক্ত হয়।

মিনিয়েচার রাইফেলের ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা পঞ্চম অলিম্পিয়াড হইতেই অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচী হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছিল. এই অলিম্পিয়াডের পর হইতেই দলগত বিষয়ের প্রতিযোগিতাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। আমেরিকা এই শেষ প্রতিযোগিতায় সুইডেনকে পরাজিত করিয়া বিজয়লাভ করে।

এই অলিম্পিকে ব্যক্তিগত ও দলগত উভয় বিষয়ে সাফল্য লাভ করিয়া কয়েকজন প্রতিযোগী চারিটি বা তদূর্ধ্ব পদক লাভ করেন। ইহার মধ্যে নরওয়ের অটো ওলসেন চারিটি স্বর্ণ ও দুইটি রৌপ্য পদক, আমেরিকার লয়েড স্কুনার চারিটি স্বর্ণ ও একটি ব্রোঞ্জ পদক ও কার্ল ওসবার্ন চারিটি স্বর্ণ পদক লাভ করেন। তিনটি পদক অর্জ্জনের সৌভাগ্যও অবশ্য সাত-আটজন প্রতি-যোগীর হইয়াছিল।

সন্তরণে ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে ডিউক পাওয়া কাহানামাকু এই অলিম্পিকেও ১:০০·৪* সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নূতন অলিম্পিক ও বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেন। অপর আমেরিকান সাঁতারুদ্বয় পুয়া কেলোহা ও উইলিয়াম হ্যারিস দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

* (i) *Official Report of the Belgian Olympic Committee*, (ii) *Official Report of the American Olympic Committee*, (iii) Dr. Ferenc Mezo: *Les Jeux Olympique Modernes* (p. 157) সময় ১:০০$\frac{8}{10}$ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু Bill Henry: *An Approved History of the Olympic Games*, P. Chr. Anderson: *Olympiaboken* এবং Dr. Fritz Wasner: *Olympia Lexikon* এবং Eric Bergvall · "*VIII Olympiaden*" সময় ১:০১$\frac{8}{10}$ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আন্তর্জাতিক কমিটির চ্যান্সেলার মিঃ অটো মায়ার আমাকে এক পত্রে জানাইয়াছিলেন যে শেষোক্ত অভিমত ভ্রান্ত। তাই আমি পূর্বোক্ত অভিমতই গ্রহণ করিয়াছি।

ছয় ফুটের অধিক লম্বা ডিউক পাওয়া কাহানমাকু সে যুগের সাঁতারের স্প্রিন্টিং-এর সর্বাধিক জনপ্রিয় সাঁতারু ছিলেন। তাঁহার ক্রল স্ট্রোককে নূতন ক্রল স্ট্রোক নামে অভিহিত করায় তিনি সবিনয়ে জানান এই ক্রল স্ট্রোক তাঁহার কোন আবিষ্কার নহে। ফিলিপাইন এবং প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপসমূহে এই ক্রল স্ট্রোক বহু পূর্ব হইতেই প্রচলিত আছে। ক্যাভিল ভ্রাতৃদ্বয়ও এই স্ট্রোক প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপসমূহের অধিবাসীদের সাঁতারের প্রণালী হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং গৌরব যদি কাহারও প্রাপ্য হয় তাহা হইলে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপসমূহের বৈজ্ঞানিক সন্তরণ সম্বন্ধে অজ্ঞ, অশিক্ষিত অধিবাসীসমূহেরই প্রাপ্য। ডিউক কাহানমাকু এই অলিম্পিকে ৪×২০০ মিটার বিজয়ী আমেরিকান দলের সভ্য হিসাবে অপর একটি স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হওয়ায় দুইটি অলিম্পিকে তিনটি স্বর্ণ ও একটি রৌপ্য পদক প্রাপ্ত হন। ৪০০ মিটার ও ১৫০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে আমেরিকান সাঁতারু নর্মান রস যথাক্রমে ৫:২৬·৮ এবং ২২:২৩·২ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া সহজেই বিজয়লাভ করেন। অপর আমেরিকান সাঁতারু লুডি ল্যাংগার ৪০০ মিটারে দ্বিতীয় ও অস্ট্রেলিয়ান সাঁতারু ফ্রাঙ্ক বেয়ারপেয়ার পঞ্চম স্থান লাভ করেন। ক্যানাডার জর্জ ভার্নো ১৫০০ মিটারে দ্বিতীয় ও ৪০০ মিটারে তৃতীয় স্থান লাভ করেন। নর্মান রস বিজয়ী আমেরিকান দলের সভ্য হিসাবে এই অলিম্পিকের সন্তরণে তিনটি স্বর্ণপদক লাভের গৌরবলাভ করেন।

১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে আমেরিকাব ওয়ারেন কোয়ালহো ১:১৫·২ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিযা নূতন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ডসহ বিজয়লাভ করেন। রে কেগরিস (আমেরিকা) ও জেরাল্ড ব্লিজ দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন' ২০০ ও ৪০০ মিটাব ব্রেস্ট স্ট্রোকে সুইডেনের ম্যামরথ ৩:০৪·৪ ও ৬:৩১·৮ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিজয় লাভ করেন। অপর সুইডিশ সাঁতারু থর হেনিং* ও ফিনল্যাণ্ডের আরভো এলতোনেন উভয় বিষয়েই দ্বিতীব ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, আমেরিকান সাঁতাবুবৃন্দ এ বিষয়ে বিগত দুইটি অলিম্পিকেও বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই।

৪×২০০ মিটার রিলেতে প্যারী ম্যাকগিলিভ্রে, পুয়া কেলোহা, নর্মান রস ও ডিউক কাহানমাকু লইয়া গঠিত আমেরিকান দল ১০:০৪·৪ সেকেণ্ডে নূতন অলিম্পিক ও বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করিয়া শেষ সীমান্ত অতিক্রম করে ও পঞ্চম অলিম্পিকে বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ান দলকে ০০·২১ সেকেণ্ডের ব্যবধানে পরাজিত করে।

প্লেন হাই ডাইভিং-এ সুইডেনের আরভিড ওয়ালম্যান, নিলস্ স্কোগ্লুণ্ড ও জন জ্যানসন্ যথাক্রমে প্রথম তিনটি স্থান এবং স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং-এর প্রথম তিনটি স্থান আমেরিকার তিনজন ডাইভার লোয়েস কুযেন, ক্ল্যারেন্স পিঙ্কস্টন ও লুই বালবাক অধিকার করেন। হাই ডাইভিং-এর স্প্রিং বোর্ডে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ক্ল্যারেন্স পিঙ্কস্টন পঞ্চম অলিম্পিয়াডে হাই ডাইভিং ও

* *Spalding Sports Almanac* (p. 280) অনুযায়ী Thor, কিন্তু P. Chr. Anderson (*Olympiaboken*, p. 102) Tor লিখিত আছে। Dr. Ferenc Mezo-ও (*Les Jeux Olympique Modernes*, p. 158) Thor-ই উল্লেখ করিয়াছেন।

প্লেন ডাইভিং-এ বিজয়ী এরিথ এডলার্জকে পরাজিত করেন। আমেরিকার হ্যারি প্রিস্ট তৃতীয় স্থান লাভ করেন। পঞ্চম অলিম্পিকের দুইটি স্বর্ণপদক-প্রাপ্ত সুইডিশ ডাইভার এরিথ এডলার্জ দীর্ঘ আট বৎসর পরও একটি রৌপ্য পদক অর্জন করিয়া অপূর্ব সাফল্যের পরিচয় দেন।

মহিলাদের ১০০ মিটার ও ৩০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে উভয় বিষয়েই আমেরিকান সাঁতারু এথেল্ডা ব্লেবট্রে বিজয়লাভ করেন। ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে তিনি ১:১৩·৬ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ড ও ৩০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে ৪:৩৪ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নূতন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করেন। ১০০ মিটারে ইরিন গেস্ট ও ৩০০ মিটারে মার্গারেট উডব্রিজ দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। ফ্রান্সেস স্কুথ উভয় বিষয়েই তৃতীয় স্থান লাভ করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, এই দুইটি বিষয়ের প্রত্যেকটি পদক আমেরিকান এ্যাথলেটবৃন্দ কর্তৃক অর্জিত হয়। এই অলিম্পিকের পর মহিলাদের ৩০০ মিটার ফ্রিস্টাইল চিরতরে অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচী হইতে পরিত্যক্ত হয়।

৪×১০০ মিটার রিলেতে এথেল্ডা ব্লেবট্রে, ফ্রান্সেস স্কুথ, ইরিন গেস্ট ও মার্গারেট উডব্রিজ লইয়া গঠিত আমেরিকান দল গত বৎসরের বিজয়ী গ্রেটব্রিটেন দলকে ০·২৯ সেকেন্ডেরও বেশী সময়ের ব্যবধানে পরাজিত করে। আমেরিকান দল ৫:১১·৬ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করে ও নূতন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। এই বিজয়ের ফলে ব্লেবট্রে এই অলিম্পিকে তিনটি স্বর্ণপদক লাভ করেন। মার্গারেট উডব্রিজ ও ইরিন গেস্ট উভয়েই একটি স্বর্ণ ও একটি রৌপ্যপদক এবং ইরিন গেস্ট একটি স্বর্ণ ও দুইটি ব্রোঞ্জ পদক অর্জনের গৌরবলাভ করেন।

এই অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচীতে সংযুক্ত ফ্যান্সি স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং-এ সর্বকনিষ্ঠা প্রতিযোগিনী ১২ বৎসর বয়স্কা আইলিন রীগিন সহজেই বিজয়-লাভ করিয়া অলিম্পিকের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেন। তাঁহার পূর্বে অন্য কোন প্রতিযোগী অথবা প্রতিযোগিনীর পক্ষে এত অল্প বয়সে অলিম্পিকের স্বর্ণপদক লাভের গৌরব অর্জন করা সম্ভব হয় নাই। মাত্র চার-জন আমেরিকান প্রতিযোগিনী এ বিষয়ে অংশগ্রহণ করেন ও হেলেন ওয়েনরাইট এবং থেলমা প্যান এ বিষয়ে প্রথম রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

ডাইভিং-এর অপর বিষয় হাই ডাইভিং-এ কিন্তু ৭টি রাষ্ট্র হইতে ১৬ জন প্রতিযোগিনী অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। ডেনমার্কের স্টিফানী ফ্রাইল্যান্ড ক্লসেন অনায়াসেই গ্রেট ব্রিটেনের ই. আর্মস্ট্রংকে পরাজিত করেন।* সুইডেনের ইভা অলিভার তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

ওয়াটার পোলোতে মোট ১২টি রাষ্ট্র অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় পঞ্চম অলিম্পিকে বিজয়ী গ্রেট ব্রিটেন ফাইন্যালে সহজেই তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী

* Dr. Fritz Wasner (*Olympia Lexikon*, p. 91) Riggin ৫৩৯·৯ ও Wainright ৫৩৪·৮ পয়েন্ট ও Fryland-clausen ৩৪·৬ ও E. Armstrong ৩৩·৩ পয়েন্ট পাইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু Dr. Ferenc Mezo (*Les Jeux Olympique Modernes*) Riggin ও Wainwright উভয়েই ৯ পয়েন্ট, Fryland-Clausen ৬ ও E. Armstrong ১০ পয়েন্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

বেলজিয়ামকে ৩-২ গোলে পরাজিত করিয়া এবারও তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুন্ন রাখে। দ্বিতীয় অলিম্পিয়াডে ওয়াটার পোলো অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচীভুক্ত হইবার পর হইতে একমাত্র তৃতীয় অলিম্পিক ব্যতীত প্রতিটি অলিম্পিকেই গ্রেট ব্রিটেন জয়লাভ করিয়াছে। তৃতীয় অলিম্পিয়াডে গ্রেট ব্রিটেন অংশগ্রহণ করে নাই।

সপ্তম অলিম্পিকের পূর্ব পর্যন্ত ভারোত্তোলনে কোন নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক বিধি অনুসৃত হইত না। ফলে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হইত ও বিচার-বিভ্রাটের জন্য প্রতিযোগীদেরও অসন্তোষের কারণ ঘটিত। এইজন্য সপ্তম অলিম্পিকের পূর্বে প্রতিযোগীদের দৈহিক ওজন অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করা হয় ও প্রতিযোগিতার নিয়মকানুন সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক বিধি লিপিবদ্ধ করা হয় এবং পরবর্তী সমস্ত অলিম্পিক হইতে এই বিধি অনুসৃত হয়।

বর্তমানে ভারোত্তোলন তিনটি বিভাগে বিভক্ত। দুই হাতে বা "মিলিটারী প্রেসে"র নিয়মানুযায়ী প্রতিযোগিগণ একটি নির্দিষ্ট রেখায় দাড়াইয়া মেঝে হইতে ওজন উত্তোলন করেন ও প্রথমে বুকে, তারপর ঘাড়ে, বুকে অথবা কাঁধে রাখেন। অতঃপর দুই হাত কাঁধের উপর সোজা তুলিয়া ওজনটি দুই হাতে ধরিয়া রাখেন।

"ক্লিন এন্ড জার্কে" অথবা "জার্কে" এক হাতে অথবা দুই হাতে মেঝে হইতে তুলিয়া বুকের উপর রাখেন। অতঃপর রেফারীর আদেশে ওজনটি যতদূর সম্ভব উচ্চে তুলিয়া ধরেন।

"স্ন্যাচে" যে কোন এক হাতে অথবা দুই হাতে মেঝে হইতে ওজন উত্তোলন করেন ও না থামিয়া সঙ্গে সঙ্গেই যতদূর সম্ভব মাথার উপর তুলিয়া ধরেন ও রেফারীর ১-২ গণনা পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। "মিলিটারী প্রেস", "স্ন্যাচ" এবং "ক্লিন এন্ড জার্ক" এই তিন পদ্ধতিতে উত্তোলিত মোট ওজন লিপিবদ্ধ করা হয় ও উত্তোলিত ওজন অনুযায়ী ক্রমপর্যায় নির্ধারিত হয়।

শ্রেণী বিভাগের ক্ষেত্রে প্রায় কুস্তির ওজনকেই মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হয়। নিম্নে ওজন অনুযায়ী নির্ধারিত শ্রেণীবিভগের বিবরণ দেওয়া হইল* :

ব্যান্টাম ওয়েট	৫৬	কিলোগ্রাম (১২৩½ পাউন্ড) পর্যন্ত।
ফেদার ওয়েট	৬০	কিলোগ্রাম (১৩২ পাউন্ড) পর্যন্ত।
লাইট ওয়েট	৬৭·৫	কিলোগ্রাম (১৪৯ পাউন্ড) পর্যন্ত।
ওয়েল্টার ওয়েট	৭৫	কিলোগ্রাম (১৬৫½ পাউন্ড) পর্যন্ত।
মিডল ওয়েট	৮২·৫	কিলোগ্রাম (১৮২ পাউন্ড) পর্যন্ত।
লাইট হেভী ওয়েট	৯০	কিলোগ্রাম (১৯৮½ পাউন্ড) পর্যন্ত।
হেভী ওয়েট	৯০	কিলোগ্রামের উর্ধ্বে সমস্ত ওজনই হেভীওয়েট বলিয়া গণ্য করা হয়।

* John V. Grombach (*Olympic Cavalcade of Sports*, pp. 135-136) এ বিষয়ে একমত নন। Dr. Ferenc Mezo (*XVI Olympic Games—Melbourne, 1956*, pp. 9-10) এই পুস্তকে প্রদত্ত শ্রেণীবিভাগকে সমর্থন করিয়াছেন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে প্যান-হেল্লেনিক গেম্‌সের পর এই অলিম্পিকেই প্রথম প্রতিযোগিতা ক্রীড়াসূচীভুক্ত করা হয়। পূর্ববর্তী অলিম্পিকসমূহে এ্যাথ্‌লেটিকসের সহিত ভারোত্তোলনের দুইটি বিষয় ক্রীড়াসূচীভুক্ত থাকিলেও এই অলিম্পিকে ফেদার (৬০ কিলো পর্যন্ত), লাইট (৬৭·৫ কিলো পর্যন্ত), মিডল্‌ (৭৫ কিলো পর্যন্ত), লাইট হেভী (৮২·৫ কিলো পর্যন্ত) ও তদূর্ধ্বে হেভী-ওয়েট প্রতিযোগীদের ওজন অনুযায়ী এই পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। প্রতিযোগিতায় এক হাতে "স্ন্যাচ", এক হাতে "ক্লিন এন্ড জার্ক" এবং দুই হাতে "ক্লিন এন্ড জার্ক"—প্রত্যেক প্রতিযোগীকে এই তিনবার উত্তোলন করিতে হয় ও সর্বসাকুল্যে উত্তোলিত মোট ওজনের ভিত্তিতে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়।

প্রতিযোগিতায় ফেদার ওয়েটে* বেলজিয়ান ভারোত্তোলক এফ. দ্য হায়েস মোট ২২০·০ কিলোগ্রাম (৪৮৫ পাউন্ড) ওজন উত্তোলন করিয়া অলিম্পিকের নবনির্ধারিত ভারোত্তোলনের প্রথম বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেন। তিনি এক হাতে স্ন্যাচ ৬০ কিলোগ্রাম, এক হাতে ক্লিন এন্ড জার্কে ৬৫ কিলোগ্রাম ও দুই হাতে ক্লিন এন্ড জার্কে ৯৫ কিলোগ্রাম উত্তোলন করেন। এস্থোনিয়ার আলফ্রেড শ্‌মিথ ও সুইস ভারোত্তোলক ই. রিট্টার** যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

লাইট ওয়েটে এস্তোনিয়ার আলফ্রেড নিল্যান্ড† জয়লাভ করেন। তিনি মোট ২৫৭·৫ কিলোগ্রাম (৫৬৭·৬৮ পাউন্ড) ওজন উত্তোলন করেন (৭২·৫ +৭৫·০+১১০·০)। এখানে উল্লেখযোগ্য, তিনি মিডল্‌ ওয়েটে বিজয়ী ফরাসী উত্তোলক বি. গাঁসে অপেক্ষা দুইটি বিষয়ে অধিক ওজন উত্তোলন করেন এবং তাঁহার উত্তোলিত মোট ওজনও গাঁসে অপেক্ষা প্রায় ১২ কিলোগ্রাম অধিক ছিল। বেলজিয়ামের আর. উইলিকোয়েট ও জে. রুমস্‌ যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। মিডলওয়েটে বি. গাঁসে ২৪৫·০ কিলোগ্রাম (৫৪০·০১২ পাউন্ড, ৬৫+৭৫+১০৫) উত্তোলন করিয়া জয়লাভ করেন। ইটালীর উবালদো বিয়াঁচি ও সুইডেনের এলবার্ট প্যাটারসন দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। লাইট হেভীতেও ফরাসী ভারোত্তোলক ই. কাঁদ্যা মোট ২৯০·০ কিলোগ্রাম (৬৩৯·৩৩৪ পাউন্ড, ৭০+৮৫+১৩৫) উত্তোলন করিয়া জয়লাভ করেন ও

* আমেরিকান অলিম্পিক কমিটির সরকারী রিপোর্টে (১৯২০ সাল, পৃঃ ৩২৮) ফেদার ওয়েট এবং লাইট ওয়েট এই দুই শ্রেণীর প্রতিযোগিতার কোন উল্লেখই নাই।

** *The Suisse Bulletin* এবং *Official Report of the Belgian Olympic Committee* (p. 67) ভুলক্রমে Ritter-এর স্থলে Riter উল্লেখ করিয়াছে।

† *Le Rapport Officiel Belgique* (p. 67), *Report of the American Olympic Committee* (1920 p. 328) "Nyland" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। Eric Bergvall : *VIII Olympiaden*, (p. 294), Bill Henry : *An Approved History of the Olympic Games* (p. 173) Newland বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। Bill Henry : *An Approved History of the Olympic Games* (p. 147) আবার Nyland বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন।

হেভীওয়েটে বিজয়ী ইটালীয়ান ভারোত্তোলক ফিলিপ্পো বোত্তিনো অপেক্ষা ২০ কিলোগ্রাম অধিক উত্তোলনের কৃতিত্ব অর্জন করেন। সুইচ ভারোত্তোলক ফ্রিজ হুনেনবার্জার ও সুইডিশ ভারোত্তোলক এরিথ প্যাটারসন যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। হেভী ওয়েটে ফিলিপ্পো বোত্তিনো মোট ২৭০ কিলোগ্রাম (৫৯৫·২৪ পাউন্ড, ৭০+৮৫+১১৫) উত্তোলন করিয়া বিজয়লাভ করেন। লাক্সেমবুর্গের ভারোত্তোলক যোশেফ আলজিন ও ফরাসী ভারোত্তোলক এল. বার্নো যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। বে-সরকারী পয়েন্ট গণনায় বেলজিয়াম বিজযলাভ করে।

মুষ্টিযুদ্ধ ও অসিসঞ্চালন কৌশলের ন্যায় কুস্তিও বিগত মহাযুদ্ধের সময় সামরিক বিভাগে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। ফলে এই অলিম্পিকে প্রতিযোগী সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ভারতবর্ষ হইতে প্রথম প্রতিযোগী সিন্ধে ফেদারওয়েটে যোগদান কবেন।

ফ্রিস্টাইলে (ক্যাচ-এজ-ক্যাচ-ক্যান) ফেদার, লাইট, ওয়েল্টাব মিডল, লাইট-হেভী ও হেভী—ওজন অনুযায়ী প্রতিযোগীদের এই ছয়টি বিভাগে বিভক্ত করা হইযাছিল। ফেদারে আমেরিকান প্রতিযোগী চার্লস অকারলে* অপর আমেরিকান প্রতিযোগী সামুয়েল গার্সনকে পরাজিত করিযা জযলাভ কবেন। গ্রেট ব্রিটেনের পি বার্নাড** তৃতীয় ও ভাবতীয প্রতিযোগী সিন্ধে চতুর্থ স্থান লাভ করেন। সিন্ধেকে অলিম্পিক রেকর্ডে বৃটিশ ইন্ডিযার প্রতিযোগী বলিয়া প্রদর্শন করা হইযাছে। অবশ্য সিন্ধেই প্রথম ভারতীয় যিনি কুস্তিতে ভারতের পক্ষে প্রথম পয়েন্ট অর্জন কবেন। লাইটওয়েটে ফিনল্যান্ডের ক্যালে এন্তিলা, সুইডেনের গটফ্রিড স্ভেনসন, ও গ্রেট ব্রিটেনের সি রাইট পর্যায়ক্রমে প্রথম তিনটি স্থান অধিকাব করেন।

ওয়েল্টার ওয়েটেও ফিনল্যান্ডের এনো লেইনো সইজেই তাঁহাব প্রতিদ্বন্দ্বী অপর ফিনিশ কুস্তিগীর ভেনো পেন্তালাকে পরাজিত কবেন। আমেরিকার চার্লস জনসন এ বিষযে তৃতীয় স্থান লাভ কবেন। লাইটহেভীতে সুইডিশ কুস্তিগীব এন্ডার্স লার্সন অপব প্রতিযোগী চার্লস কোরান্টকে ও হেভীতে

* *Report of the American Olympic Committee of 1918* (p. 343), *Report of the American Olympic Committee of 1920* (p. 326)-এ Ackerly বলিয়া উল্লেখ করা আছে, কিন্তু Fick (*Olympia. Helsinki, 1952*, p. 53), Dr. Fritz Wasner (*Olympia Lexikon* , p. 175), P. Chr. Anderson (*Olympiaboken*, p. 151) ইত্যাদি পুস্তকে Ackerley বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

** *Le Rapport Officiel Belgique* (pp. 69 & 143), *Report of the U S. Olympic Committee of 1920*), Dr. Ferenc Mezo (*Les Jeux Olympique Modernes*, p. 142) ইত্যাদিতে "Bernard" উল্লেখ করা আছে। কিন্তু Fick (*Olympia. Helsinki, 1952*, p. 53), Eric Bergvall (*VIII Olympiaden*, p. 31), P. Chr. Anderson (*Olympiaboken*, p. 151), Martti Jukola (*Urheilun Pikku Jattilainen*, p. 793) ভ্রমবশতঃ "Bernhard" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

সুইস প্রতিযোগী রবার্ট রথ আমেরিকার নাথেন প্যাণ্ডলটনকে পরাজিত করেন রথ ও প্যাণ্ডলটনের কুস্তির ফলাফল লইয়া যথেষ্ট মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। আমেরিকান ব্যবস্থাপকদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও রবার্ট রথকেই বিজয়ী বলিয়া ঘোষণ করা হয়। কুস্তিতে সুইজারল্যাণ্ডের ইহাই প্রথম বিজয়। প্যাণ্ডলটন পরবর্তী যুগে হলিউডের শক্তিমান পুরুষরূপে খ্যাতিলাভ করেন। সুইজারল্যাণ্ডের অপর একজন প্রতিযোগী সেমি-ফাইন্যালে জয়লাভ করিয়াও গুরুতররূপে আহত হওয়ায় ফাইন্যালে যোগদান করিতে না পারায় সুইজারল্যাণ্ড একটি নিশ্চিত স্বর্ণ-পদক হইতে বঞ্চিত হয়। আমেরিকান কুস্তিগীর ওয়াল্টার মৌরার লাইট হেভীতে এবং সুইডিশ ও আমেরিকান কুস্তিগীর আর্নেস্ট নিলসন ও ফ্রেডরিক মেয়ার* যুগ্মভাবে হেভীতে তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

গ্রীসো-রোমান কুস্তিতে সুস্পষ্টভাবে ফিনিশ ও সুইডিশ কুস্তিগীরদেরই আধিপত্য পরিস্ফুট হয়। ফেদারওয়েটে ফিনিশ প্রতিযোগী ওসকারী ফ্রিম্যান অপর ফিনিশ প্রতিযোগী হেইক্কি কাহ্‌কোনেনকে** পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। লাইটওয়েটেও ফিনিশ প্রতিযোগী এমিল ভের অপর ফিনিশ প্রতি-যোগী তাভী তামিনেনকে পরাজিত করেন। মিডলওয়েটে সুইডিশ প্রতিযোগী কার্ল ওয়েস্টগ্রীন ফিনিশ প্রতিযোগী অর্তুব লিণ্ডফোরস্‌কে, লাইটহেভীতে সুইডিশ প্রতিযোগী ক্লায়েস জোহান্সন ফিনিশ প্রতিযোগী রোজেনকুইস্টকে ও হেভীতে ফিনিশ প্রতিযোগী এডলফ লিণ্ডফোর্স ডেনিশ প্রতিযোগী পল হ্যানসেনকে পর্যায়ক্রমে পরাজিত করিয়া নিজ নিজ বিভাগে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেন।

* *Official Report of the American Olympic Committee* (p. 371), "*U. S. A. Olympians*" (p. 7) এবং *Spalding Athletic Almanac, 1923* (p. 151) প্রভৃতি পুস্তকে "Meyer"-কেই তৃতীয় স্থানাধিকারী বলিয়া লিখিত আছে। কিন্তু Dr. Fritz Wasner (*Olympia Lexikon*, p. 178), Dr. Ferenc Mezo (*Les Jeux Olympiques Modernes*, p. 142)—উভয়েই Ernot Nilsson এবং Frederick Meyer-কে যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থানাধিকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির চ্যান্সেলার মিঃ অটো মায়ারও শেষোক্ত অভিমত সমর্থন করায় এই পুস্তকে উভয়কে যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থানাধিকারী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

** T. Okkola (*La vie sportive en Finlande*, p. 68), *Spalding Olympic Almanac* (p. 73), Dr. Ferenc Mezo (*Les Jeux Olympiques Modernes* (p. 143) ও Dr. Fritz Wasner (*Olympia Lexikon*, p. 169) "Kahkonen" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। *Official Report of the Belgian Olympic Committee* (p 147), Bill Henry (*An Approved History of the Olympic Games* (pp. 68, 143) ভ্রমক্রমে "Mahkonen" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

P. Chr. Anderson (*Olympiaboken*, p. 150) আবার "Kahu-konen" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ওয়েস্টেন্ডের মধ্যাবিন্দুর উপকূলবর্তী উন্মুক্ত সমুদ্রে দুঃসাহসী দুঃসাহসী নাবিকদের ইয়টিং প্রতিযোগিতাও জনসাধারণের মনে আলোড়ন জাগাইতে সক্ষম হইয়াছিল। অসমসাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু নরওয়ের নাবিকরা সর্ব বিষয়ে সাফল্য লাভ করিয়া অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দেন। অলিম্পিকের ইতিহাসে ইয়টিং-এ এই অলিম্পিকেই সর্বাপেক্ষা অধিক বিষয় প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। নূতনত্ব হিসেবে প্রত্যেক মিটার ক্লাসের প্রতিযোগিতায় পুরাতন ও নূতন এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কিছু অব্যবস্থা দেখা দেয়। প্রতিযোগিতার পর অলিম্পিক কংগ্রেসের এক সভায় ইয়টিং সম্পর্কে একটি সুপরিকল্পিত বিধি-ব্যবস্থার জন্য আন্তর্জাতিক ইয়টিং ফেডারেশনকে ভার দেওয়া হয়। এই সম্পর্কে ফেডারেশনকে ভবিষ্যতে ইয়টিং-এর কার্যসূচী, আইনকানুন প্রণয়ন, বিচারব্যবস্থার ভার দেওয়া হয় ও অবিলম্বে এ সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া সমস্ত রাষ্ট্রের ইয়টিং ফেডারেশনসমূহকে এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ প্রেরণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। ইয়টিং ফেডারেশনের নির্দেশ অনুযায়ী ইহার পর হইতে কার্যসূচী ও বিধি সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হয ও অষ্টম অলিম্পিক হইতেই তাহা চালু হয়। ইহাও স্থির হয় যে, ইয়টসমূহ যে কোন দেশে নির্মিত হইতে পারিবে কিন্তু যোগদানকারী রাষ্ট্রের নাবিকবৃন্দ কর্তৃক পরিচালিত হইবে। এবং ৫ মিটার, ৬ মিটার ও ৮ মিটার ইযটে যথাক্রমে একজন, তিনজন ও পাঁচজন কবিযা নাবিক থাকিবে। ৬টি রাষ্ট্র হইতে মোট ১৩টি দল* এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

প্রতিযোগিতায নবওয়েজিযান নাবিক পরিচালিত "আটালান্টা" ও "হেইবা-২" ১২ মিটাব ক্লাসের উভয বিভাগে "এলদা" ও "মস্ক-২" ১০ মিটার ক্লাসের উভয় বিভাগে, "ইরিন" ও "সিলদ্রা" ৮ মিটার ক্লাসের উভয বিভাগে এবং ৬ মিটার ক্লাসের পুরাতন ধবনেব ইযটে "লো" বিজয়লাভ করে। ৭ মিটার ক্লাসের নূতন ধরনের ইযটেব প্রতিযোগিতায় গ্রেট ব্রিটেনেব "এংকোবা" ও পুরাতন ধরনের ইয়ট প্রতিযোগিতায় নেদারল্যান্ডের "ওরাঞ্জ" বিজয়লাভ করে। সুইডিশ নাবিক পরিচালিত "সিফ" ৪০ মিটার ক্লাসে, "কুল্লান" ৩০ মিটার ক্লাসে এবং বেলজিয়ান ইযট "এডেলউইচ-২" ৬ মিটাব ক্লাসেব পুবাতন বিভাগে জয়লাভ করে।

ধনুর্বিদ্যায়** "বার্ড শুটিং"-এ বেলজিয়ামের ই. ভন মেযার দণ্ডায়মান অবস্থায় তীর নিক্ষেপে ১১ পয়েন্ট পাইয়া ও "বার্ড শুটিং মুভিং টার্গেটে"

* *Report of the American Olympic Committee* (p. 345), *Encyclopedia Suedoise* (p. 144), P. Chr. Anderson : *The Olympiaboken* (p. 154), Dr. Fritz Wasner (*Olympia Lexikon*, p. 107) প্রভৃতি পুস্তকে মোট তেবোটি দল অংশ গ্রহণ করে বলিয়া উল্লেখ আছে। কিন্তু *Le Rapport Officiel Belgique* (pp. 76, 77,)-এ আছে মোট ১৫টি দল যোগদান করে, কিন্তু এই ১৫টির দুইটিকে ৯ মিটার ক্লাসে রিজার্ভ বলিয়া দেখান হইয়াছে। Bill Henry (*An Approved History of the Olympic Games*, 157) "মোট ১৬টি দল যোগদান করিলেও প্রকৃত পক্ষে ১৩টি দল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

** ধনুর্বিদ্যা সম্পর্কে সঠিক রিপোর্ট সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। *Le Rapport Officiel Belgique* (p. 155) অনুযায়ী একমাত্র বেলজিয়াম

বেলজিয়ামের হার্বার্ট ভন ইনিস ১৪৪ পয়েন্ট পাইয়া বিজয়লাভ করেন। দলগত প্রতিযোগিতার উভয় বিষয়েই বেলজিয়াম দল সাফল্য লাভ করে। মহিলাদের ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় গ্রেট ব্রিটেনের ও. নেওয়াল সাফল্য লাভ করেন।

রাগবীতে কেবলমাত্র আমেরিকা ও ফ্রান্স যোগদান করে ও আমেরিকা ফ্রান্সকে ৮-০ পরাজিত করে।

লন টেনিসের পুরুষদের সিঙ্গলসে দক্ষিণ আফ্রিকার লুইস র‍্যামণ্ড জাপানের ইচিয়া কুমাগায়েকে ৫-৭, ৬-৪, ৭-৫ ও ৬-৪ গেমে পরাজিত করেন। ষষ্ঠ অলিম্পিকে এ বিষয়ে বিজয়ী চার্লস উইনস্লো তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

পুরুষদের ডাবলসে ও জি টার্নবুল ও ম্যাক্স ওসনাম জুটি জাপানের ইচিয়া কুমাগায়ে সেইচিরো কাসিয়ো জুটিকে ৬-২, ৫-৭, ৭-৫ ও ৭-৫ গেমে পরাজিত করেন।* ফ্রান্সের এম. দ্যকুজি ও আলবারাঁ জুটি তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

মাদমোয়াজাল সুজান লাঁগ্‌না

মহিলাদের সিঙ্গলসে ১৯১৪ সালে বিশ্ব টেনিস প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী "টেনিস কোর্টের রানী" নামে খ্যাতা ফ্রান্সের মাদমোয়াজাল সুজান লাঁগ্‌না গ্রেট ব্রিটেনের হোলম্যানকে ৬-৩, ৬-০-এ পরাজিত করিয়া নিজের বিশ্ববিখ্যাত খ্যাতির পরিচয় দেন। মিক্সড ডাবলসেও** তিনি প্রখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় মসিয়ে এম. দ্যকুজি জুটির সহিত গ্রেট ব্রিটেনের কিটি ম্যাককেন ও ম্যাক্স উসমানকে ৬-৪, ৬-২-এ পরাজিত করেন। মাদমোয়াজাল সুজান লাঁগ্‌নার অপূর্ব কৃতিত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। শৈশব হইতেই তিনি টেনিস খেলা অভ্যাস আরম্ভ করেন ও এ বিষয়ে তাঁহার পিতা তাঁহাকে সর্বতোভাবে সহায়তা করেন। মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে প্যারীতে বিশ্ব হার্ড কোর্ট টেনিস প্রতিযোগিতার সিঙ্গলস্ ও ডাবলসে বিজয়িনী হইয়া ভবিষ্যতে তিনি যে

ব্যতীত অন্য কোন দল অংশ গ্রহণ না করায় বেলজিয়ামের তীরন্দাজগণই সমস্ত স্থান অধিকার করেন। *Official Report of the American Olympic Committee* ৩৩৭ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত অভিমত সমর্থন করিলেও ৮১ পৃষ্ঠায় আবার ১০টি দল যোগদান করে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। Dr. Fritz Wasner (*Olympia Lexikon*, p. 142) সংক্ষেপে চতুর্থ ও পঞ্চম অলিম্পিকের ধনুর্বিদ্যার ফলাফল উল্লেখ করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহার পুস্তকে প্রকৃতপক্ষে কতগুলি দল যোগদান করে তাহার কোন উল্লেখই নাই। Dr. Ferenc Mezo (*Les Jeux Olympiques Modernes*, pp. 151-152)-র মতে চারিটি দল যোগদান করে।

* Martti Jukola তাঁহার পুস্তকে (*Urheilun Pikku Jattilainen*, p. 643) জাপানকে প্রথম ও গ্রেট ব্রিটেনকে দ্বিতীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে।

** *Official Report of the American Olympic Committee*-তে মিক্সড ডাবলসের কোন উল্লেখ নাই। *Le Rapport Officiel Belgique* (p. 81) "Double Male" ও "Double Female" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা সন্দেহাতীত ভাবেই ভ্রান্ত।

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা টেনিস খেলোয়াড় হইবেন তাহা নিঃসংশয়াতীতরূপে প্রমাণ করেন। মহাযুদ্ধের ফলে তাঁহার বিজয়াভিযানে সাময়িকভাবে বাধা পড়ে বটে কিন্তু মহাযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় সগৌরবে ক্রীড়াক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ১৯১৯ সালে তিনি ওয়েম্বেলডন প্রতিযোগিতায় আত্মপ্রকাশ করেন এবং প্রথম ম্যাচেই পূর্ববর্তী বিজয়িনী মিসেস লারকোম্বকে পরাজিত করিয়া সকলকে বিস্মিত করেন। সেই বৎসরেই তিনি মহিলাদের সিঙ্গলস্ চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেন ও পর পর ছয় বৎসর একাদিক্রমে তাঁহার এ খ্যাতি অক্ষুণ্ণ থাকে। ১৯২৫ সালে "অল ইংলন্ড চ্যাম্পিয়নশিপে" তিনি এইচ. কেলারকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, প্রতি-যোগিতার সমস্ত খেলার মধ্যে একটি "গেমেও" তাঁহাকে পরাজিত করা কোন প্রতিযোগিনীর পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এ বৎসর তাঁহাকে পরাজিত করা সমগ্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম খেলোয়াড়দের পক্ষেও সম্ভব হয় নাই।

কিন্তু এই বৎসর ওয়েম্বেলডন চ্যাম্পিয়নশিপের একটি খেলায় তিনি কোনও কারণে সময়মত ক্রীড়াক্ষেত্রে হাজির হইতে পারেন নাই। তাঁহার খেলা দেখিবার জন্য এমন কি রানী মেরী পর্যন্ত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করিয়াছিলেন। অবশেষে বিলম্বে ক্রীড়াক্ষেত্রে হাজির হইবার জন্য তাহাকে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে দেওয়া হয় নাই, এবং ইহা লইয়া ফরাসী নাগরিকদের মধ্যে প্রচন্ড বিক্ষোভ এবং অবশেষে ইংলন্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে অসন্তোষ ও মনোমালিন্য দেখা দেয়। তাঁহার জন্য এই অসন্তোষ ও মনোমালিন্য আরম্ভ হওয়ায় তিনি অত্যন্ত দুঃখিতা হন ও মনোমালিন্য অবসানের জন্য সমস্ত অপেশাদার টেনিস ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অবশ্য পরবর্তী যুগে পেশাদার টেনিস খেলোয়াড় হিসাবে পুনরায় ক্রীড়াঙ্গনে আত্মপ্রকাশ করেন ও মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার "টেনিস কোর্টের রাণী" আখ্যা অক্ষুণ্ণ থাকে।*

মিক্সড ডাবলসে বিজয়ী মাদমোয়াজাল লাঁগ্নার জুটি মঁসিয়ে দ্যকুজি ১৯০৬ সালে অনুষ্ঠিত প্যান-হেল্লেনিক গেমসেও মাদাম দ্যকুজির সহিত জুটিতে মিক্সড ডাবলসে, পুরুষদের সিঙ্গলসে এবং এম. জেরমের সহিত জুটিতে "পুরুষদের ডাবলসেও" জয়লাভ করিয়াছিলেন। মহিলাদের ডাবলস্ এই অলিম্পিক হইতেই ক্রীড়াসূচীভুক্ত করা হয় ও গ্রেট ব্রিটেনের মিসেস এইচ. জে ম্যাকনায়ার ও মিস কিটি ম্যাকনেন জুটি গ্রেট ব্রিটেনের অপর মহিলা খেলোয়াড়দ্বয় বেমিশ ও হোলম্যানকে ৮-৬ ও ৬-৪ গেমে পরাজিত করেন। দ্য আয়েন ও সুজান লাঁগ্নার জুটি তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

দড়ি টানাটানিতে গতবারের বিজয়ী গ্রেট ব্রিটেন এবারও আমেরিকাকে পরাজিত করিয়া নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রাখে। এই অলিম্পিকের পর হইতেই দড়ি টানাটানি অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচী হইতে পরিত্যক্ত হয়।

মহাযুদ্ধের সময় সামরিক বিভাগে ফুটবলের প্রচলন ও উৎকর্ষতার ফলে এই অলিম্পিকে যোগদানকারী রাষ্ট্রের সংখ্যা বাড়িয়া চৌদ্দতে দাঁড়ায়। প্রতি-যোগিতা পূর্ববর্তী সমস্ত অলিম্পিক অপেক্ষা অনেক বেশী তীব্র প্রতি-যোগিতামূলক হইয়া দাঁড়ায়।

* (i) B. H. Liddell Hart : *The Lawn Tennis Masters Unveiled*, pp. 161-173.

(ii) Mac Davis : *100 Greatest Sports Heroes*, pp 67-68.

কিন্তু ফাইন্যালে বেলজিয়াম ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে প্রতিযোগিতার বিচার লইয়া তীব্র মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। প্রতিযোগিতায় বেলজিয়াম চেকোশ্লোভাকিয়াকে ২-০ গোলে পরাজিত করে। চেকোশ্লোভাকিয়া রেফারীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় ও অবশেষে ক্রীড়াক্ষেত্র পরিত্যাগ করে। ফলে চেকোশ্লোভাকিয়া দলের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানাধিকারী স্পেন ও হল্যাণ্ডকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বলিয়া ঘোষণা করা হয়।*

হকি চতুর্থ অলিম্পিকের পর এই অলিম্পিকে পুনরায় অনুষ্ঠিত হয়। চতুর্থ অলিম্পিকে গ্রেট ব্রিটেনের তিনটি অংশের মধ্যেই প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ থাকিলেও এই অলিম্পিকে গ্রেট ব্রিটেন ব্যতীতও ডেনমার্ক, বেলজিয়াম ও ফ্রান্স প্রাধান্য লাভ করে। প্রতিযোগিতায় চতুর্থ অলিম্পিকের বিজয়ী গ্রেট ব্রিটেন ডেনমার্ককে ৫-১ গোলে পরাজিত করিয়া এবারও বিজয়লাভ করে।

ভারতীয় দলের নেতা সোরাব ভুত পর্যবেক্ষক হিসাবে হকি খেলায় উপস্থিত ছিলেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের খেলার মান অপেক্ষা ভারতের হকি খেলার মান উন্নততর হওয়ায় তিনি স্বদেশে আসিয়া যে অফিসিয়াল রিপোর্ট পেশ করেন তাহাতে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারতীয় হকিদল প্রেরণের সুপারিশ করেন। সেই সুপারিশ অনুযায়ী বিবেচনা করিয়া ১৯২৮•

*(i) In the final Belgium won by 2-0 over Czechoslovakia when this was an disqualification as the Czechoslovak team left the field.—Dr. Ferenc Mezo: *Les Jeux Olympiques Modernes*, p. 167; Dr. Fritz Wasner: *Olympia Lexikon*, p. 200.

(ii) *Le Rapport Officiel Belgique*, p. 156 পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে চেকোশ্লোভাকিয়া যখন ক্রীড়াক্ষেত্র পরিত্যাগ করে তখন বেলজিয়াম ৫-০ গোলে অগ্রগামী ছিল কিন্তু *Official Report of the American Olympic Committee*, p. 339 পৃষ্ঠায় বেলজিয়াম ২ গোলে অগ্রগামী ছিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

(iii) *Czechoslovak Sports, Ed. by* Ctibor Rybar 1958, Vol. 5-এ নিম্নলিখিত মন্তব্য লিখিত আছে:

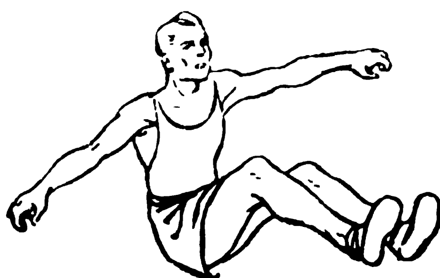
"... and a year later they reached the final of the Olympic tournament in Antwerp only to be beaten by a score of 2 : 0" Dr. Ctibor Rybar-কে অলিম্পিক রেকর্ড সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়া পত্র লেখায় তিনি ১১ই জানুয়ারী ১৯৫৯ তারিখের পত্রে জানাইয়াছেন যে অলিম্পিক রেকর্ডে যাহা লেখা আছে তাহাই অভ্রান্ত। ফাইন্যালে বৃটিশ রেফারীর বিচারে অসন্তুষ্ট হইয়া চেকোশ্লোভাকিয়া দল ক্রীড়াক্ষেত্র পরিত্যাগ করায় চেকোশ্লোভাকিয়ান দলের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। John V. Grombach তাঁহার পুস্তক *Olympic Cavalcade of Sports*, p. 109 পৃষ্ঠাতে "Belgium defeated Czechoslovakia in the finals" —এই মন্তব্য করিয়াছেন।

সালের আমস্টার্ডামের নবম অলিম্পিকে প্রথম ভারতীয় হকিদল প্রেরণ করা হয় ও বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে ভারত হকিতে তাহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে।

প্রতিযোগিতা সমাপ্ত হইবার সাথে সাথে আমেরিকান প্রতিযোগী দল স্বদেশে প্রত্যাগমনে ব্যগ্র হইয়া উঠে। কিন্তু অতি ব্যস্ততার ফলে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। এম. কির্কসে তাঁহার ঘরে কোন কিছু ফেলিয়া আসিয়াছেন কিনা দেখিতে আসিলে খালি ঘরে তাঁহাকে দেখিয়া রক্ষীর সন্দেহ হয়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় সন্তোষজনক উত্তর না দেওয়ায় বাধ্য হইয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যায়। অবশ্য পরে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাপকগণের হস্তক্ষেপ ও কির্কসের নিকট ক্ষমা প্রার্থনার পর সমস্ত ঘটনার সন্তোষজনক পরিসমাপ্তি ঘটে।

প্রতিযোগিতার বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল ফিনল্যান্ড ও সুইডেনের উন্নতি। ইউরোপের উত্তর প্রান্তের ক্ষুদ্র এক রাষ্ট্র ফিনল্যান্ডের সহিত আমেরিকার কোন বিষয়েই তুলনা চলে না বটে, কিন্তু ট্র্যাক ও ফিল্ড বিষয়ে ফিনল্যান্ড আমেরিকার ন্যায় আটটি বিষয়ে জয়লাভ করে। পূর্ববর্তী অলিম্পিকের সহিত তুলনামূলক বিচারে এই অলিম্পিকে আমেরিকার বিজয় নিতান্তই নগণ্য। স্প্রিন্টে গ্রেট ব্রিটেনের বিজয়ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবশ্য সমস্ত বিষয় লইয়া বেসরকারীভাবে পয়েন্ট গণনায় আমেরিকা তাহার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখে।

"মাটোইকা জাহাজ" ও "এন্টোয়ার্পের বিদ্রোহ" নামক দুইটি ঘটনাও এই অলিম্পিকের বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়। আমেরিকান অলিম্পিক কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থার ফলে আমেরিকার এ্যাথলেটগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন ও প্রতিযোগিতায় যোগ না দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কর্তৃপক্ষও কয়েকজন এ্যাথলেটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে অবস্থা চরমে উঠে। এ্যাথলেটগণ এমন কি কর্তৃপক্ষকে হত্যার ভয় প্রদর্শন করেন। অবশেষে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হইয়া তাঁহাদের দাবী মানিয়া লইলে এ্যাথলেটগণ প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন।



অষ্টম অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

প্যারী, ১৯২৪

খেলাধূলো না করিলে নিছক বিদ্যান:-
শীলনে যৌবনের উদ্যম, শক্তি ও
কর্মক্ষমতার অপচয় ঘটিবে।

—ব্যারন পিয়ারে দ্য কুবার্তা

অষ্টম অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

[প্যারী—১৯২৪]

এ্যাথলেটিকস্

যোগদানকারী দেশের সংখ্যা	৪০
প্রতিযোগীর সংখ্যা	৬৫২

	প্রথম স্থান	দ্বিতীয় স্থান	তৃতীয় স্থান	চতুর্থ স্থান	পয়েন্ট
আমেরিকা	১২	১০	১০	৫½	১৯০½
ফিনল্যাণ্ড	১০	৫	২	৯	১৩০
গ্রেট ব্রিটেন	৩	৩	৫	৩	৬৫
সুইডেন	–	৩	২	১	২৬
ফ্রান্স	—	—	৩	২	১৮
ইটালী	১	১	—	৩	১৫

প্রথম ছয়টি দেশের ফলাফল গৃহীত হইয়াছে।

সমসাময়িক ফরাসী পদ্ধতি অনুসারে প্রথম— ৭, দ্বিতীয়—৫, তৃতীয়—৪ ও চতুর্থ—৩ পয়েন্ট।

অষ্টম অলিম্পিয়াডের ক্রীড়াসূচীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের বিজয়তালিকা

যোগদানকারী দেশের সংখ্যা — ৪৪
যোগদানকারী প্রতিযোগী/প্রতিযোগিনীর সংখ্যা (১৩৬ জন মহিলা সহ) — ৩০৯২
ক্রীড়াসূচীর মোট ক্রীড়ার সংখ্যা — ১৯
বিভিন্ন বিষয়ে হিট্ ইত্যাদি লইয়া মোট প্রতিযোগিতার সংখ্যা — ১৩৭

	মডার্ন পেন্টাথ্লন	এ্যাথ্লেটিক্স	মুষ্টিযুদ্ধ	সাইক্লিং	অশ্বারোহণ	কলাকৌশল	অসি সঞ্চালন কৌশল	জিমন্যাস্টিক	শুটিং (হান্টিং)	শুটিং (টার্গেট)	পোলো	রোয়িং	রাগবী	সকার ফুটবল	সন্তরণ (পুরুষ)	সন্তরণ (মহিলা)	ওয়াটার পোলো	টেনিস	ভারোত্তোলন	কুস্তি (ক্যাচ এজ ক্যাচ ক্যান)	কুস্তি (গ্রীকো-রোমান)	ইয়ট্টিং	মোট বিজয়
আমেরিকা		১২	২					১	২	৩		২	১		৭	৬		৫		৪			৪৫
ফনল্যাণ্ড		১০																		১	৩		১৪
ফ্রান্স				৪			৩	১		১							১		২		১		১৩
গ্রেট ব্রিটেন		৩	২						১	১		২				১							১০
ইটালী		১		১			১	২											৩				৮
সুইজারল্যাণ্ড					১			২				২								২			৭
নরওয়ে			১						২													২	৫
সুইডেন	১				২																১		৪
বেলজিয়াম			১				১			১												১	৪
হল্যাণ্ড				১	২							১											৪
অস্ট্রেলিয়া		১													২								৩
ডেনমার্ক			১				১																২
হাঙ্গেরী							১		১														২
যুগোশ্লাভিয়া								২															২
আর্জেন্টিনা											১												১
চেকোশ্লোভাকিয়া								১															১
দক্ষিণ আফ্রিকা			১																				১
উরুগুয়ে														১									১

সন্তরণ করিয়া এই কৃতিত্ব লাভে সক্ষম হন ও এই ক্রলই পরে "আমেরিকান ক্রল" নামে সন্তরণের ইতিহাসে এক নবযুগের সৃষ্টি করে। সপ্তম অলিম্পিকে আমেরিকান সাঁতারুদলের অধিনায়ক ডিউক পাওয়া কাহানামাকু সপ্তম অলিম্পিয়াডে স্বপ্রতিষ্ঠিত রেকর্ড ১:০১·৪ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিলেও জনি ওয়েসমুলারের উন্নত ধরনের সন্তরণ প্রথার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ডিউক কাহানামাকুর ভ্রাতা স্যামুয়েল কাহানামাকু তৃতীয়, সুইডেনের দূরপাল্লার সাঁতারু আর্নে বর্গ চতুর্থ ও নবাগত জাপানী সাঁতারু কাটসুয়ো টাকাইসি পঞ্চম স্থান লাভ করেন।

৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে বিশ্ববিখ্যাত সাঁতারুদের এক অপূর্ব সমাবেশ দেখা যায়। আমেরিকার জনি ওয়েসমুলার সুইডেনের আর্নে ও আকে বর্গ, অস্ট্রেলিয়ার এণ্ড্রু চার্লটন ও পঞ্চম অলিম্পিকে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী গ্রেট ব্রিটেনের জন হার্টফিল্ড ছিলেন। প্রতিযোগিতার প্রথম হইতেই ওয়েসমুলার অগ্রবর্তী হন বটে কিন্তু তাঁহাকে প্রতিযোগিতার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত আর্নে বর্গের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইতে হয়। শেষ পর্যন্ত ওয়েসমুলার ৫:০৪·২ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ড সহ জয়লাভ করেন। তাঁহার ১·৪ সেকেণ্ড পরে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া আর্নে বর্গ দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। চার্লটন, আকে বর্গ ও হার্টফিল্ড যথাক্রমে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান লাভ করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, প্রথম তিনজন সাঁতারুই পঞ্চম অলিম্পিকে প্রতিষ্ঠিত হজসনের রেকর্ড ভঙ্গ করেন।

১৫০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে এণ্ড্রু চার্লটন ও আর্নে বর্গ পুনরায় মিলিত হন। ইহা ব্যতীত সপ্তম অলিম্পিয়াডে এ বিষয়ে তৃতীয় স্থানাধিকারী অস্ট্রেলিয়ার ফ্রাঙ্ক বেয়ারপায়ার, গ্রেট ব্রিটেনের হার্টফিল্ড, জাপানের টাকাইসি ফাইন্যালে উন্নীত হইয়াছিলেন। এণ্ড্রু চার্লটন এ সময়ে দূরপাল্লার সাঁতারে অপরাজেয় ছিলেন এবং এ বিষয়ে তাঁহার সাফল্য সম্পর্কে সকলেই স্থির নিশ্চিত ছিলেন। স্টার্টিং হইতেই তিনি অগ্রগামী হন ও অনায়াসেই সকলকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া জয় লাভ করেন। শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিতে তাঁহার ২০:০৬·৬ মিনিট লাগে ও তিনি পূর্ববর্তী বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড হইতে প্রায় ২ মিনিট কম সময়ে বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপনের গৌরব লাভ করেন। পুরুষ বিভাগে চার্লটন ব্যতীত অন্য কোন সাঁতারুর পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বরেকর্ড করা সম্ভব হয় নাই। ওয়েসমুলার তাঁহাকে সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দূরপাল্লার সাঁতারু বলিয়া তাঁহার পুস্তকে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।* তাঁহার নিকটবর্তী প্রতিদ্বন্দ্বী আর্নে বর্গ তাঁহার ৩৫ সেকেণ্ড পর শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন। সপ্তম অলিম্পিকে তৃতীয় স্থানাধিকারী ফ্রাঙ্ক বেয়ারপায়ার এই অলিম্পিকেও তৃতীয় এবং পঞ্চম অলিম্পিকে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী হার্টফিল্ড চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

৪×২০০ মিটার রিলে রেসে হ্যারী গ্ল্যান্সি, র‍্যালফ ব্রেয়ার, ওয়ালি ও'কোনর ও জনি ওয়েসমুলার লইয়া গঠিত আমেরিকান দল ৯:৫৩·৪ মিনিটে

* Andrew Charlton, of Australia, proved himself the greatest distant swimmer of all time by taking nearly two minutes from the world's best performance ;. . . . —Johnny Weissmuller : *Swimming the American Crawl,* p. 170.

শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নূতন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড সহ জয়লাভ করেন। ওয়েসমূলারের অপূর্ব সন্তরণ-কৃতিত্বের জন্যই আমেরিকা সন্তরণের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ১০ মিনিটের কম সময়ে ৮০০ মিটার সাঁতারে বিজয়ের গৌরব লাভ করে। চার্লটন, কৃস্টি, বেয়ারপায়ার ও হেনরীকে লইয়া গঠিত অস্ট্রেলিয়ান দল দ্বিতীয় ও আর্নে বর্গ, আকে বর্গ, ট্রলি ও হবার্নার লইয়া গঠিত সুইডিশ দল তৃতীয় স্থান লাভ করে। অস্ট্রেলিয়া দলও পূর্ববর্তী বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করে।

এই অলিম্পিয়াড হইতে মহিলাদের সাঁতারের একটি সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোক ও ২০০ মিটার ব্রেষ্ট স্ট্রোক ক্রীড়া-সূচীতে নূতন করিয়া সংযোজিত হয় ও ৩০০ মিটার ফ্রিস্টাইলের দূরত্ব বাড়াইয়া ৪০০ মিটার করা হয়। ১২টি রাষ্ট্র হইতে ৭৫ জন প্রতিযোগিনী এই অলিম্পিকে অংশ গ্রহণ করে।

১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে আমেরিকার সিবিল বোয়ের ১:২৩·২ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ড সহ জয় লাভ করেন। এই অলিম্পিয়াডেই ক্রীড়াসূচীভুক্ত হওয়ায় তাঁহার সময় অলিম্পিক রেকর্ডের মর্যাদা পায় নাই সত্য কিন্তু তিনি বিশ্বরেকর্ড স্থাপনের অপূর্ব গৌরব লাভ করেন। গ্রেট ব্রিটেনের ফিলিস হার্ডিং ও সপ্তম অলিম্পিকে ডাইভিং-এ বিজয়িনী আমেরিকার আইলিন রিগীন যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে গ্রেট ব্রিটেনের লুসি মর্টন ৩:৩৩·২ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া জয় লাভ করেন। আমেরিকার এগনেস গ্যারাঘ্টি ও অপর বৃটিশ সাঁতারু গ্লাডিস্ কারসন যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। লুসি মর্টনই একমাত্র সাঁতারু যিনি এই অলিম্পিয়াডে একটি বিষয়ে বিজয় লাভ করিয়া মহিলা বিভাগে আমেরিকার নিরঙ্কুশ প্রাধান্য খর্ব করিয়া দেন। কোন কোন পুস্তকে আমেরিকান প্রতিযোগিনী এগনেস গ্যারাঘ্টি লুসি মর্টনকে পরাজিত করেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে।*

১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে আমেরিকান সাঁতারু এথেল ল্যাকীর জয়লাভ এই অলিম্পিকের এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। ল্যাকী ও ওয়েসমূলার একই সন্তরণ সমিতির সতীর্থ ছিলেন ও একই শিক্ষকের অধীনে সন্তরণ অভ্যাস করিতেন। ল্যাকীও ওয়েসমূলারের আমেরিকান ক্রল প্রথায় সন্তরণ করিতেন ও আমেরিকান ক্রলে ওয়েসমূলারের সাফল্যে অনেকেই ল্যাকীর এমনকি বিজয়েরও আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু ল্যাকীর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বিনী ছিলেন বিশ্বরেকর্ডের অধিকারিণী হাওয়াইয়ান সাঁতারু ম্যারীচেন ওয়েসেলু। ওয়েসেলু একটি হিটে ১:১২·২** মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নূতন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করাতে প্রত্যেকেই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক ওয়েসেলু ফাইন্যালে তাঁহার সুনাম অনুযায়ী

* *Internationales Sport -Jahrbuch*—1927 (Illustration No. 7, p. 104)। কিন্তু অন্য কোন সূত্রে ইহার সমর্থন পাওয়া যায় না। গ্যারাঘ্টি ৩:৩৪·০ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করায় প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন।

** Dr. Ferenc Mezo : *Les Jeux Olympiques Modernes*, p. 191.

সন্তরণে সমর্থ হন না এবং ল্যাকী ১:১২·৪ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন ও তাঁহাকে পরাজিত করিয়া প্রথম স্থান লাভ করেন। ১:১২·৮ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ওয়েসেলুস্ দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। তৃতীয় স্থান লাভ করেন অপর আমেরিকান সাঁতারু গারট্রুড এডার্লে। গারট্রুড এডার্লে পরবর্তী যুগে দূরপাল্লার সাঁতারু হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন ও "ইংলিশ চ্যানেল সুইমিং"-এ অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া সন্তরণের ইতিহাসে এক নবযুগের সৃষ্টি করেন। চতুর্থ স্থান লাভ করেন সপ্তম অলিম্পিকে চতুর্থ স্থানাধিকারিণী গ্রেট ব্রিটেনের সাঁতারু জিনস্।

এই অলিম্পিকের সন্তরণ বিশ্ব সন্তরণের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায় বলিয়া পরিগণিত হয়। ফ্রেডরিক ক্যাভিলের "অস্ট্রেলিয়ান ক্রলে"র পর চার্লস ড্যানিয়েলস্ তাঁহার উন্নতি করিয়া "আমেরিকান ক্রলে"র প্রবর্তন করেন। কিন্তু আমেরিকান ক্রলে তখনও অনেক দোষত্রুটি ছিল যাহার ফলে ডিউক কাহানামাকুর "হাওয়াইয়ান ক্রলে"র তুলনায় আমেরিকান ক্রল ততটা জনপ্রিয় ছিল না। কিন্তু জনি ওয়েসমুলার আমেরিকান ক্রলের সমস্ত দোষত্রুটি সংশোধন করিয়া ডিউক কাহানামাকুর সহিত সন্তরণে অপূর্ব সাফল্য লাভ করায় এ বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ ল্যাকী ও ওয়েসেলুর সন্তরণ প্রতিযোগিতার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন। ল্যাকীও ওয়েসেলুকে পরাজিত করায় ওয়েসমুলার প্রবর্তিত আমেরিকান ক্রলের শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসংশয়াতীতরূপে পুনরায় প্রমাণিত হয়।

৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল এই অলিম্পিকেই প্রথম ক্রীড়াসূচীভুক্ত করা হয় ও এই অলিম্পিকের সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রতিযোগিনী ইহাতে অংশ গ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় মার্থা নরেলিয়াস ৬:০২·২ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া জয় লাভ করেন। এই বিষয়টি এই বৎসরই অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচীভুক্ত হওয়ায় নরেলিয়াসের এই সময় অলিম্পিক রেকর্ড বলিয়া গণ্য হয় না। অপর আমেরিকান প্রতিযোগিনী হেলেন ওয়েনরাইট দ্বিতীয় এবং গারট্রুড এডার্লে এ বিষয়েও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

৪×১০০ মিটার রিলেতে গারট্রুড এডার্লে, ম্যারীচেন ওয়েসেলু, এথেল ল্যাকী ও ইউফ্রেশিয়া ডনলে লইয়া গঠিত আমেরিকান দল ৪:৫৮·৮ সেকেণ্ডে সপ্তম অলিম্পিকে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করিয়া বিজয় লাভ করে। সপ্তম অলিম্পিকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানের অধিকারী গ্রেট ব্রিটেন ও সুইডেন দল এবারও দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে।

স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং ও ফ্যান্সি হাই ডাইভিং-এ প্রথম তিনটি স্থানই আমেরিকান ডাইভারগণ অধিকার করেন। তরুণ আমেরিকান ডাইভার আলবার্ট হোয়াইট উভয় বিষয়েই বিজয় লাভ করিয়া অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। বিশেষভাবে হাই ডাইভিং-এ সপ্তম অলিম্পিকে বিজয়ী ক্ল্যারেন্স পিঙ্কস্টনকে পরাজিত করায় তাঁহার সুনাম চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। অপর আমেরিকান ডাইভার ডি. ফল এ বিষয়ে দ্বিতীয় ও পিঙ্কস্টন তৃতীয় স্থান লাভ করেন। পঞ্চম অলিম্পিক প্রতিযোগিতার বিজয়ী এবং সপ্তম অলিম্পিকে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী সুইডিশ ডাইভার এরিখ্ এডলার্জ চতুর্থ স্থান লাভ করেন। স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং-এ পিটার ডেসজার্ডিনস্ ও পিঙ্কস্টন যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। প্লেন হাই ডাইভিং-এ অস্ট্রেলিয়ার রিচমণ্ড ইভ, সুইডেনের জন জ্যানসন ও গ্রেট ব্রিটেনের এইচ. ক্লার্ক যথাক্রমে প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করেন।

মহিলা বিভাগে প্লেন হাই ডাইভিং-এও আমেরিকান মহিলা ডাইভারদের প্রাধান্য পরিস্ফুট হয়। এলিজাবেথ বেকার, সপ্তম অলিম্পিকে বিজয়ী আইলিন রীগিন ও কেরোলিন ফ্লেচার যথাক্রমে প্রথম তিনটি স্থানই অধিকার করেন। হাই ডাইভিং-এ আমেরিকান প্রতিযোগিনী ক্যারোলিন স্মিথ, এলিজাবেথ বেকার ও সুইডেনের জর্ডিস টোপেল প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করেন।

এই অলিম্পিকের পর আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির নির্দেশে পুরুষ বিভাগে প্লেন হাই ও ফ্যান্সি হাই ডাইভিং-কে একত্র করিয়া হাই ডাইভিং এবং মহিলা বিভাগে প্লেন হাই ডাইভিং-এর বদলে প্লেন এন্ড ফ্যান্সি হাই ডাইভিং-এর প্রচলন করা হয়। স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং-এর কোন পরিবর্তন করা হয় না।

ওয়াটার পোলোতে ১৩টি রাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করে। সেমি-ফাইন্যালে বেলজিয়াম চেকোশ্লোভাকিয়াকে ও ফ্রান্স সুইডেনকে পরাজিত করিয়া ফাইন্যালে উঠে। শেষ পর্যন্ত ফ্রান্স বেলজিয়ামকে ৩-০ গোলে পরাজিত করিয়া সর্বপ্রথম ওয়াটার পোলোতে বিজয়ের সম্মান লাভ করে।

শুটিং-এ ২৭টি রাষ্ট্র হইতে ২৫৮ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। ক্রীড়াসূচীতে যে কোন রাইফেলের ব্যক্তিগত ও ৪০০, ৬০০*, ৮০০ মিটার হইতে টার্গেট শুটিং-এর দলগত প্রতিযোগিতা, মিনিয়েচার রাইফেল, ফিগার শুটিং, যে কোন টার্গেট পিস্তল, ক্লেবার্ড শুটিং-এর ব্যক্তিগত ও দলগত প্রতিযোগিতা, রানিং ডিয়ার শুটিং-এর সিংগল ও ডাব্‌ল শুটিং-এর ব্যক্তিগত ও দলগত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

যে কোন রাইফেল শুটিং প্রতিযোগিতায় সপ্তম অলিম্পিয়াডে বিজয়ী আমেরিকার মরিস ফিসার এই অলিম্পিকেও বিজয় লাভ করেন। সপ্তম অলিম্পিয়াডে চতুর্থ স্থানাধিকারী আমেরিকার কার্ল ওসবার্ন দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ডেনমার্কের নিয়েলস লার্সেন** যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। লার্সেন পঞ্চম অলিম্পিকেও এ বিষয়ে তৃতীয় স্থান লাভ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে দলগত প্রতিযোগিতাতেও আমেরিকা বিজয় লাভ করে। মরিস ফিসার সপ্তম ও অষ্টম উভয় অলিম্পিকেই রাইফেল শুটিং-এর ব্যক্তিগত বিষয়ে ও দলগত বিষয়ে বিজয়ী আমেরিকান দলের সভ্য হিসাবে চারিটি স্বর্ণ-পদক লাভ করেন। কার্ল ওসবার্ন পঞ্চম, সপ্তম ও অষ্টম অলিম্পিয়াডে অংশ গ্রহণ করেন ও মোট চারিটি স্বর্ণ, চারিটি রৌপ্য ও একটি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। ৫০ মিটার হইতে মিনিয়েচার রাইফেল শুটিং-এ ফ্রান্সের কোকেল্যাঁ দ্য লিল শার্ল, আমেরিকার এম. ডিনউইডি ও সুইডেনের যোশিয়া হার্টম্যান যথাক্রমে ৩৯৮, ৩৯৬ ও ৩৯৪ পয়েন্ট অর্জন করিয়া পর্যায়ক্রমে প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করেন। কোকেল্যাঁ দ্য লিল শার্ল ও ডিনউইডি পূর্ববর্তী অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন। ডিনউইডি এ সময় মাত্র ১৭ বৎসরের বালক।

৬টি টার্গেট লইয়া ফিগার অথবা সিল্যুট শুটিং প্রতিযোগিতা এই অলিম্পিক হইতেই প্রথম আরম্ভ হয়। ১৭টি রাষ্ট্র হইতে ৫৫ জন প্রতিযোগী

* Eric Bergvall : *VIII Olympiaden*-এ ৬০০ মিটারের কথা উল্লেখ নাই।

** Julius Eichenberger Wagner (*Olympische Spiele*, 1912) সুইডিশ প্রতিযোগী হুগো জোহানসন তৃতীয় স্থান লাভ করেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় আমেরিকার এইচ. বেইলী, সুইডেনের উইলহেলম কার্লবার্গ ও ফিনল্যাণ্ডের লেনার্ট হ্যানেলিয়াস তিন-জনেই ১৮ পয়েন্ট পাইলেও সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনার পর বেইলী, কার্লবার্গ ও হ্যানেলিয়াসকে পর্যায়ক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

ক্লেবার্ড শুটিং-এর ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় হাঙ্গেরীর গিউলা হ্যালাসে ও ফিনল্যাণ্ডের কোনি হুবার উভয়েই ৯৮ পয়েন্ট পাইলেও সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া হ্যালাসেকেই বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা করা হয়। হুবার ও আমেরিকার ফ্রাঙ্ক হিউজেস যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ক্লেবার্ড শুটিং-এর দলগত প্রতিযোগিতায় আমেরিকা, ক্যানাডা ও ফিনল্যাণ্ড পর্যায়ক্রমে প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করে।

রানিং ডিয়ার শুটিং (সিঙ্গল শট)-এর ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় আমেরিকার জন বোলেস গ্রেট ব্রিটেনের ডব্লু. ম্যাকওয়ার্থ প্রায়েডকে মাত্র এক পয়েন্টের ব্যবধানে পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। সপ্তম অলিম্পিয়াডে বিজয়ী নরওয়ের অটো ওলসেনও বোলেস অপেক্ষা মাত্র এক পয়েন্ট কম পাইলেও দুর্ভাগ্যক্রমে তৃতীয় স্থান লাভ করেন। এই বিষয়ের দলগত প্রতিযোগিতায় কিন্তু অটো ওলসেন পরিচালিত নরওয়ে সুইডেন ও আমেরিকাকে পরাজিত করিয়া দলগত বিষয়ে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে।

রানিং ডিয়ার শুটিং-এর "ডবল শট" প্রতিযোগিতায় পঞ্চম অলিম্পিকের বিজয়ী ওল লিলোয়ে ওলসন এবারও জয় লাভ করেন। কিন্তু পঞ্চম অলিম্পিয়াডে তিনি ৮২ পয়েন্ট পাইয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করিলেও এই অলিম্পিকে মাত্র ৭৬ পয়েন্ট পান। সপ্তম ও অষ্টম অলিম্পিয়াডে ওল লিলোয়ে ওলসন মোট পাঁচটি স্বর্ণ একটি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। ডব্লু. ম্যাকওয়ার্থ প্রায়েড ও আলফ্রেড সোয়াহান যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

সোয়াহান পরিবারের কৃতিত্বের গৌরবময় বিবরণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আলফ্রেড সোয়াহান পঞ্চম, সপ্তম ও অষ্টম অলিম্পিকে অংশ গ্রহণ করেন এবং তিনটি অলিম্পিকে তিনটি স্বর্ণ, তিনটি রৌপ্য ও তিনটি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেন। তাঁহার পিতা অস্কার সোয়াহানও চতুর্থ ও সপ্তম অলিম্পিয়াডে যোগদান করেন ও তিনটি স্বর্ণ, একটি রৌপ্য ও দুইটি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। এইরূপে পিতাপুত্রে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় মোট ছয়টি স্বর্ণ, চারিটি রৌপ্য ও পাঁচটি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।* আধুনিক যুগের অলিম্পিক প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সোয়াহান পরিবারের এ রেকর্ড আজ পর্যন্তও অম্লান আছে।**

* *L' Encyclopedie Suedoise*, tom iv, p. 725.

** সমগ্র অলিম্পিকের ইতিহাসে কেবলমাত্র আর একটি পরিবারের এরূপ সাফল্যের ইতিহাস পাওয়া যায়। স্পার্টার বিখ্যাত কুস্তিগীর হিপ্পোস্থেনেস ৬৩২ খৃষ্ট পূর্বাব্দে প্রথম অলিম্পিক প্রতিযোগিতার ক্যালিস্টোফানোস মাল্য লাভ করেন ও ৬০৮ খৃষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত তাঁহার এ বিজয়াভিযান অব্যাহত থাকে। এইরূপে ২৪ বৎসরের মধ্যে তিনি ছয় বার অলিম্পিকের বিজয়মাল্য লাভ করেন। তাঁহার পুত্র

অষ্টম অলিম্পিকে কুস্তি প্রতিযোগিতা সর্বাধিক সাফল্য লাভ করিয়াছিল। ম্যাসিডন স্কোয়ার গার্ডেন্স-এ অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় ২৬টি রাষ্ট্র হইতে ২২৮ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে।* আধুনিক যুগের অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইবার পর হইতে একাদশ অলিম্পিক পর্যন্ত এত অধিক সংখ্যক প্রতিযোগী কুস্তিতে অংশ গ্রহণ করে নাই। ফলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা শেষ করিবার জন্য সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া অধিক রাত্রি পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইত। সপ্তম অলিম্পিকের ন্যায় এই অলিম্পিকেও সুইডিশ ও ফিনিশ প্রতিযোগীদের আধিপত্য প্রকাশ পায়।

ফ্রিস্টাইলের ব্যান্টাম ওয়েটে ১২ জন মল্লযোদ্ধা অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় তরুণ ফিনিশ মল্লযোদ্ধা কুস্তা পিলাজামাকি অপর ফিনিশ প্রতিযোগী ক্যালে ম্যাকিনেনকে পরাজিত করিয়া তাঁহার প্রথম স্বর্ণপদক অর্জন করেন। আমেরিকার বাইর‍্যান্ট হাইনস্ তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ফেদার ওয়েটে ১৭ জন মল্লযোদ্ধা অংশ গ্রহণ করেন ও মোট ২২টি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় আমেরিকান মল্লযোদ্ধাদ্বয় রবিন রীড ও চেস্টার নিউটন ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ও শেষ পর্যন্ত রবিন রীডই বিজয় লাভ করেন। জাপানী মল্লযোদ্ধা কাটসুটোসি নাইতো তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

লাইট ওয়েটে ১৬ জন মল্লযোদ্ধা অংশ গ্রহণ করেন। আমেরিকার রাশেল ভিস ফিনিশ মল্লযোদ্ধা ভলমার ভিকস্টর্মকে** পরাজিত করিয়া বিজয় লাভ করেন। অপর ফিনিশ প্রতিযোগী আরভো হ্যাভিস্টো তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ওয়েল্টার ওয়েটে সুইস মল্লযোদ্ধা হারম্যান গেরি সপ্তম অলিম্পিক বিজয়ী এইনো লেনোকে পরাজিত করিয়া বিজয় লাভ করেন। অপর সুইস প্রতিযোগী এডলফ্ মুলার তৃতীয় স্থান লাভ করেন। সপ্তম অলিম্পিকে তৃতীয় স্থানাধিকারী জনসন চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

চতুর্থ অলিম্পিকের পর এই প্রথম এই অলিম্পিকে 'মিডলওয়েট' অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রতিযোগিতায় ১৪ জন মল্লযোদ্ধা ১৯টি মল্লযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। সুইস মল্লযোদ্ধা ফ্রিজ হ্যাগম্যান বেলজিয়ামের পিয়ারে অলিভারকে পরাজিত করিয়া বিজয় লাভ করেন। ফিনিশ মুষ্টিযোদ্ধা ভিলহো পেক্কালা তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

লাইট হেভীতে আমেরিকার জন স্পেলম্যান সুইডেনের রুডলফ স্ভেনসনকে পরাজিত করিয়া বিজয় লাভ করেন। অপর সুইস প্রতিযোগী

হেটোইমোক্রেশও পিতার ন্যায় পাঁচবার অলিম্পিকে বিজয় লাভ করেন ও এই পরিবার মোট এগারটি ক্যালিস্টোফানোস মাল্য অর্জনের গৌরব লাভ করেন।

(Dr. Ferenc Mezo: *Histoire des Jeux Olympiques*, p. 84 & *Les Jeux Olympiques Modernes*, p. 184.) মূল ফরাসী পুস্তক হইতে অনূদিত।

* John V. Grombach (*Olympic Cavalcade of Sports* : p. 159) একমাত্র গ্রীসো-রোমান মল্লযুদ্ধে ২৫০ জন মল্লযোদ্ধা অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

** (*i*) Fick : *Olympia*, p. 54. (*ii*) Dr. Ferenc Mezo : *Les Jeux Olympiques Modernes*, p. 178. (*iii*) *Bulletin* No. 9. (*iv*) *Comite Olympiques Suisse* (9 March 1954), p. 5.

চার্লস কোরান তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠতম গ্রীসো-রোমান মল্লযোদ্ধা এবং এই অলিম্পিকেই লাইট হেভী ওয়েটে বিজয়ী সুইডিশ মুষ্টিযোদ্ধা কার্ল ওয়েস্টারগ্রীন চতুর্থ স্থান লাভ করেন। রুডলফ স্‌ভেনসনও লাইট ওয়েটে দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়াছিলেন।

হেভীওয়েটে ১২ জন মুষ্টিযোদ্ধা ১৩টি মল্লযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। আমেরিকান মল্লযোদ্ধা হ্যারী স্টিল সুইডেনের হেনরী ওয়ার্নলিকে পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। গ্রেট ব্রিটেনের এ. ম্যাকডোনাল্ড তৃতীয় ও সপ্তম অলিম্পিকে এ বিষয়ে তৃতীয় স্থানাধিকারী সুইডেনের ই. নিলসন চতুর্থ স্থান অধিকার করেন।

গ্রীসো-রোমান কুস্তিতে ব্যান্টাম ওয়েট এই অলিম্পিক হইতেই আরম্ভ করা হয়। এস্তোনিয়ার এডোয়ার্ড পুটসেফ এবং ফিনল্যাণ্ডের আনস্লেম আলফোর্স ও ভেনো ইকোনিন যথাক্রমে প্রথম তিনটি স্থান লাভ করেন।

ফেদার ওয়েটে ২৭ জন মল্লযোদ্ধা অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় ফিনিশ প্রতিযোগী ক্যাল্লে এন্তিলা ও আলেকসান্তেরি তোইভোলা প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান ও সুইডিশ কুস্তিগীর এরিখ মামবার্গ তৃতীয় স্থান লাভ করেন। এন্তিলা সপ্তম অলিম্পিয়াডে কিন্তু লাইট ওয়েটে অংশ গ্রহণ করিয়া বিজয় লাভ করিয়াছিলেন।

লাইট ওয়েটে সে যুগের শ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধাদের এক অদ্ভুত সমাবেশ দেখা যায় এবং ফিনল্যাণ্ডের অস্কারি ফ্রিম্যান হাঙ্গেরিয়ান কুস্তিগীর লাজোস্ কেরেজ-টেসকে পরাজিত করিয়া এ বিষয়ে ফিনল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখেন। বিখ্যাত ফিনিশ কুস্তিগীর ক্যাল্লে ওয়েস্টারলুণ্ড তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। মিডল ওয়েটেও সে যুগের শ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধাগণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং ফিনিশ প্রতি-যোগী এডওয়ার্ড ওয়েস্টারলুণ্ড ও আর্থার লিণ্ডফোর্স এবং এস্তোনিয়ান কুস্তিগীর রোমান স্টেনবার্গ যথাক্রমে প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করেন। আর্থার লিণ্ডফোর্স সপ্তম অলিম্পিকেও এ বিষয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়াছিলেন।

লাইট হেভীওয়েটে সপ্তম অলিম্পিয়াডে মিডলওয়েটে বিজয়ী সুইডিশ কুস্তিগীর কার্ল ওয়েস্টারগ্রীন অপর সুইডিশ প্রতিযোগী রুডলফ স্‌ভেনসনকে পরাজিত করিয়া নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখেন। ফিনিশ প্রতিযোগী ওন্নি পেল্লিনিন এবং মিশরীয় মল্লযোদ্ধা ইব্রাহিম মুস্তাফা যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

হেভী ওয়েটে ১৭ জন মল্লযোদ্ধা অংশ গ্রহণ করেন। ফরাসী মল্লযোদ্ধা আরি দগলাঁ ফিনিশ প্রতিযোগী ইদিল রোজেনকুইস্টকে পরাজিত করিয়া স্বর্ণ-পদক লাভ করেন। হাঙ্গেরীর রাজমুণ্ড বাদো তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

ফুটবলে ২২টি জাতীয় ফুটবল দল অংশ গ্রহণ করেন। একাদশ অলিম্পিক পর্যন্ত অন্য কোন অলিম্পিকে ফুটবল প্রতিযোগিতায় এত অধিক দল অংশ গ্রহণ করে নাই। প্রতিযোগিতা ২৫শে মে তারিখে আরম্ভ হয় ও শেষ নিষ্পত্তি হয় ৯ই জুন। সেমি-ফাইন্যালে উরুগুয়ে হল্যাণ্ডকে এবং সুইজারল্যাণ্ড সুইডেনকে ২-১ গোলে পরাজিত করিয়া ফাইন্যালে উঠে। ফাইন্যালে উরুগুয়ে সুইজারল্যাণ্ডকে ৩-০ গোলে পরাজিত করিয়া ফুটবলে সর্বপ্রথম স্বর্ণপদক লাভের গৌরব অর্জন করে। তৃতীয় স্থানের জন্য প্রতিযোগিতায় সুইডেন হল্যাণ্ডকে ১-১ ও ৩-১ গোলে পরাজিত করিয়া ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।

ফিল্ড হকি এই অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচী হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। রাগবীতে কেবলমাত্র আমেরিকা, ফ্রান্স ও রুমানিয়া যোগদান করে এবং এই তিনটি দেশই যথাক্রমে প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

টেনিসে মেনস্ সিঙ্গলসে আমেরিকার রিচার্ডস ভিনসেন্ট ফরাসী প্রতিযোগী আরি' কোশেকে ৬-৪, ৬-৪, ৫-৭, ৪-৬ ও ৬-২ গেমে পরাজিত করেন। মহিলাদের সিঙ্গলসে সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা টেনিস খেলোয়াড় আমেরিকার হেলেন উইলস ফরাসী প্রতিযোগিনী জে. ভ্যাস্তোকে অক্লেশে ৬-২, ৬-২ গেমে পরাজিত করেন। গ্রেট ব্রিটেনের কিটি ম্যাককেন তৃতীয় স্থান* লাভ করেন।

মেনস্ ডাবল্সে আমেরিকার ভিনসেন্ট রিচার্ডস ও ফ্রাঙ্ক হান্টার ফরাসী জুটি আরি' কোশে এবং জাক ব্রাইয়োঁকে ৪-৬, ৬-২, ৬-৩, ২-৬, ৬-৩-এ পরাজিত করেন। অপর ফরাসী জুটি জ্যাঁ বরোত্রাঁ এবং রেনে' লেকোস্ত তৃতীয় স্থান লাভ করেন।**

মহিলাদের ডাবল্সে আমেরিকার হেলেন উইলস ও হেজেল ওয়েম্যান গ্রেট ব্রিটেনের এডিথ্ কোভেল ও কিটি ম্যাককেনকে ৭-৫, ৮-৬-এ পরাজিত করেন। গ্রেট ব্রিটেনের অপর জুটি ডি. শেফার্ড বরডোন† এবং ই. কলিয়ার তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। মিক্সড্ ডাবল্সে আমেরিকার হেজেল ওয়েম্যান ও আর. উইলিয়ামস্ আমেরিকারই এম. জোশাফ্ ও ভিনসেন্ট রিচার্ডকে ৬-২, ৬-৩-এ পরাজিত করেন। এই অলিম্পিকের সঙ্গে সঙ্গেই টেনিস চিরতরে অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচী হইতে পরিত্যক্ত হয়।

প্রথম অলিম্পিক উইন্টার গেমস্

চতুর্থ অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচীতে ফিগার স্কেটিং অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। বর্তমানে "উইন্টার গেমসের" অন্তর্ভুক্ত এই ক্রীড়াটি প্রধানত শীতপ্রধান দেশেই সর্বাধিক প্রচলিত। স্মরণাতীত কাল হইতেই উত্তর মেরুর সন্নিকটস্থ দেশসমূহে যোগাযোগ অক্ষুণ্ন রাখবার জন্য স্কিইং প্রধানতম উপায় বলিয়া বিবেচিত হয়। নর্ডিক উপকথায় বহুল পরিমাণে স্কেটিং-এর উল্লেখ পাওয়া

* Martti Jukola (*Urheilun Pikku Jattilainen,* p. 643) ম্যাককেন এবং ফরাসী প্রতিযোগিনী গোলি'কে যুক্তভাবে তৃতীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অন্য কোন সূত্রে ইহার সমর্থন পাওয়া যায় না।

** Martti Jukola (*Urheilun Pikku Jattilainen,* p. 643) বরোত্রাঁ ও লেকোস্ত এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কন্ডন ও রিচার্ডসন যুক্তভাবে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু অন্য কোন সূত্রে ইহার সমর্থন পাওয়া যায় না।

† Bill Henry (*An Approved History of Olympic Games,* p. 870) ভ্রমক্রমে শেপার্ড ব্যারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

যায়। উত্তর মেরুর সন্নিকটস্থ নরওয়ের অন্তর্ভুক্ত রোডোয় দ্বীপে পাহাড়-পর্বতে প্রাচীনতম স্কিইং-এর খোদিত মূর্তি দেখা যায়। এই সমস্ত খোদিত মূর্তি প্রায় ৪,০০০ বৎসর প্রস্তর যুগের মানবগোষ্ঠীর অপূর্ব কীর্তি বলিয়া পরিগণিত হয়।*

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য সে যুগের মানবসন্তান দৌড়ের ন্যায় স্কিইং ও স্কেটিং-এরই অনুশীলন করিত। সুতরাং এই সমস্ত দেশ শীতপ্রধান দেশে সমধিক প্রচলিত ক্রীড়াসমূহ যাহাতে অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচীতে গ্রহণ করা হয় তাহার জন্য বর্তমান যুগের অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সূচনা হইতেই চেষ্টা করিতেছিল।

সপ্তম অলিম্পিকে পুনরায় ফিগার স্কেটিং** ও আইস হকি ক্রীড়াসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়; তখনও ইহা সাধারণ ক্রীড়াসূচীভুক্ত ছিল। কিন্তু স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশসমূহ, আল্পস পর্বতের সানুদেশের অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড, এমন কি ইংলন্ড ও ফ্রান্সও উইন্টার গেমসের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ক্রীড়াসমূহ অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচীর অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতী ছিল।

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির ঊনবিংশ (লুজান) ও বিংশতম (প্যারী) অধিবেশনে এ সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয় ও অবশেষে প্যারীর অষ্টম অলিম্পিকের সহিত পরীক্ষামূলকভাবে উইন্টার গেমসের জন্য পৃথক একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন।†

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফ্রান্সের চারমনিতে প্রথম উইন্টার অলিম্পিক গেমসের অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতি আরম্ভ হইল। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি এ সম্পর্কে নূতন আইনকানুন স্থির করিয়া একটি নির্দেশ প্রচার করিলেন। এই নির্দেশনামায় "অলিম্পিক গেমসের ন্যায় প্রতি চতুর্থ বৎসরে উইন্টার গেমস্ বিভিন্ন রাষ্ট্রে পরিচালিত হইবে এবং চারমনিব ক্রীড়া প্রতিযোগিতা 'প্রথম অলিম্পিক উইন্টার গেমস্' নামে অভিহিত হইবে। অতঃপর পৃথকভাবে উইন্টার গেমসের নামকরণ চারমনির ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হইতে আরম্ভ করা হইবে। উইন্টার গেমসের সহিত 'অলিম্পয়াড' এই কথাটি ব্যবহৃত হইবে না", ইত্যাদি নির্দেশ ছিল।‡

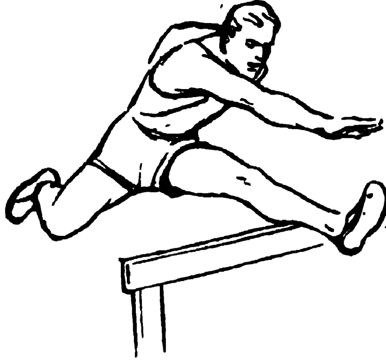
* *Official Report of the VI Olympiske Vinterlaker*: p. 18.

** (Dr. Fritz Wasner *Olympia Lexikon*, pp. 218, 226, 227, 228) ডাঃ ওয়াজনারের মতে মেনস্, লেডিস্ ও পেয়ার এই তিনটি বিষয় ক্রীড়াসূচীভুক্ত ছিল।

† (*i*) *Official Report of the VI Olympiske Vinterlaker*,
(*ii*) P. Chr. Anderson : *Olympic Winter Games*
(*iii*) *De V Olympiske Vinterlaker, St.* Mortiz 1948, Utgiver Norges Idrettsforbund
(*iv*) *De VI Olympiske Vinterlaker*, OSLO, 1952, Utgiver Norges Idrettsforbund
(*v*) *The Olympic Games* : Published by International Olympic Committee, 1958 Edn., p. 21.

‡ *Ibid*, pp. 9 & 90.

চারমনির প্রথম উইন্টার গেমসে ১৬টি রাষ্ট্র হইতে ১৩ জন মহিলা সহ ২৯৩ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। ফিগার স্কেটিং, স্পিড স্কেটিং, স্কিইং, আইস হকি, বব স্লে রেস—এই পাঁচটি ক্রীড়াসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং প্রদর্শনী হিসাবে সামরিক পেট্রল ও কার্লিং যোগ করা হয়। সমস্ত বিষয়ে মোট ১৪টি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ও তার মধ্যে নরওয়ে ও ফিনল্যাণ্ড চারিটি করিয়া স্বর্ণপদক অর্জন করে। নরওয়ে ৭টি রৌপ্য ও ৭টি ব্রোঞ্জ পদক অর্জনেরও অপূর্ব গৌরব অর্জন করে। নরওয়ের ক্লাস থানবার্গ তিনটি স্বর্ণ. একটি রৌপ্য, একটি ব্রোঞ্জ এবং নরওয়ের থোরলিফ হ্যাগ তিনটি স্বর্ণ ও একটি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।



নবম অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

আমাস্টার্ডাম, ১৯২৮

অলিম্পিক ক্রীড়ার ফল হইবে সুদূর-প্রসারী। অলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গন হইতেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক আদর্শের বিজয়-কেতন উড্ডীন হইবে।

—ফেরেঙ্ক কেমেনি
হাঙ্গেরী

নবম অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

[আমস্টার্ডাম—১৯২৮]

যোগদানকারী দেশের সংখ্যা ৪০
প্রতিযোগী/প্রতিযোগিনীর সংখ্যা—৭২৬
(১০১ জন মহিলা সহ)

এ্যাথলেটিকস্ (পুরুষদের)

	প্রথম স্থান	দ্বিতীয় স্থান	তৃতীয় স্থান	চতুর্থ স্থান	পঞ্চম স্থান	ষষ্ঠ স্থান	পয়েন্ট
আমেরিকা	৮	৬	৭	৬	৭	৩	১৭৩
ফিনল্যান্ড	৫	৫	৪	১	১	৪	১০০
গ্রেট ব্রিটেন	২	২	১	১	৪	১	৪৬
সুইডেন	১	২	২	৪	১	২	৪৪
জার্মানী		২	৫	২	৩	২	৪৪
ক্যানাডা	২	১	১	২	১	১	৩৮
ফ্রান্স	১	১	১	১	১	২	২৬
জাপান	১			২	১	৩	২১

এ্যাথলেটিকস্ (মহিলাদের)

	প্রথম স্থান	দ্বিতীয় স্থান	তৃতীয় স্থান	চতুর্থ স্থান	পঞ্চম স্থান	ষষ্ঠ স্থান	পয়েন্ট
ক্যানাডা	২	১	১	১	১		৩৪
আমেরিকা	১	২	১	১		১	২৮
জার্মানী	১		১	২	১		২২
পোল্যান্ড	১						১০
সুইডেন			২		১		১০
জাপান		১					৫
হল্যান্ড		১					৫

নবম অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা
বিভিন্ন বিষয়ের বিজয় তালিকা

যোগদানকারী রাষ্ট্রের সংখ্যা	৪৬
প্রতিযোগী/প্রতিযোগিনীর সংখ্যা (২৯০ জন মহিলা সহ)	৩০১৫
ক্রীড়াসূচীতে অন্তর্ভুক্ত ক্রীড়ার সংখ্যা	১৭
বিভিন্ন বিষয়ে হিট ইত্যাদি লইয়া মোট প্রতিযোগিতার সংখ্যা	১২০

	অ্যাথলেটিক্স (পুরুষ)	অ্যাথলেটিক্স (মহিলা)	মুষ্টিযুদ্ধ	সাইক্লিং	অশ্বারোহণ কলাকৌশল প্রতিযোগিতা	অসি-সঞ্চালন প্রতিযোগিতা	মডার্ন পেন্টাথলন	ফিল্ড হকি	জিমন্যাস্টিক	রোয়িং	সকার ফুটবল	সন্তরণ (পুরুষ)	সন্তরণ (মহিলা)	ওয়াটার পোলো	ভারোত্তোলন	কুস্তি (ফ্রিস্টাইল)	কুস্তি (গ্রীকো-রোমান)	ইয়টিং	মোট বিজয়
আমেরিকা	৮	১								২		৫	৫			১			২২
জার্মানী		১			২	১				১			১	১	১½		১		৯½
ফিনল্যাণ্ড	৫															২	১		৮
সুইডেন	১						১					১				২	১	১	৭
ইটালী			৩	১		২				১									৭
সুইজারল্যাণ্ড									৫	১						১			৭
ফ্রান্স	১			১		২									১			১	৬
হল্যাণ্ড			১	১	২				১				১						৬
ক্যানাডা	২	২																	৪
হাঙ্গেরী			১			২											১		৪
আর্জেন্টিনা			২									১							৩
ডেনমার্ক				৩															৩
গ্রেট ব্রিটেন										১									৩
চেকোশ্লোভাকিয়া					১					১									২
ইজিপ্ট																১		১	২
এস্তোনিয়া																	১	১	২
জাপান												১							২
অস্ট্রিয়া															১½				১½
অস্ট্রেলিয়া										১									১
ভারতবর্ষ								১											১

ইহা ব্যতীত আয়ারল্যাণ্ড, নিউজিল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, স্পেন, উরুগুয়ে ও দক্ষিণ আফ্রিকাও একটি করিয়া বিষয়ে বিজয় লাভ করে।

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

নবম অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

আমস্টার্ডাম, ১৯২৮

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে নবম অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হল্যাণ্ডের রাজধানী আমস্টার্ডামে অনুষ্ঠিত হয়। ৪৩টি দেশ হইতে মোট ৪০০০ ক্রীড়াবিদ্ ও ব্যবস্থাপক এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ইম দি কর্নীজিন দের নিদারল্যান্দে ভিলহেলমিনাকে প্রধান পৃষ্ঠপোষিকা, ব্যারণ এ. শিম্মেপেনিংক ভ্যান ডের ওইকে সভাপতি ও প্রবীণ আসিসণ্ডালক জর্জ ভ্যান রস্সেনকে সম্পাদক করিয়া এই অলিম্পিকের প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। নিখুঁত পরিকল্পনার সহিত যে ভাবে হল্যাণ্ড এই প্রতিযোগিতা পরিচালনা করিয়াছিল তাহা অকুণ্ঠ প্রশংসার যোগ্য। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য নির্দিষ্ট স্থান প্রস্তুত করিবার জন্য ডাচ্ ইঞ্জিনিয়ারগণ সত্যই গৌরব দাবি করিতে পারেন। ক্রীড়াক্ষেত্র মাত্র ৪০ একরের উপর নির্মিত হইলেও অনুশীলনীর স্থান, ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় গৃহ ইত্যাদি লইয়া সমস্ত স্থানটির আয়তন ছিল ১২৮ একর। ঘনবসতিপূর্ণ আমস্টার্ডামে একসঙ্গে এতটা ভূমি পাওয়া অসম্ভব মনে করিয়া ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারগণ স্থান হিসাবে একটি পরিত্যক্ত জলাভূমি নির্বাচিত করিলেন। স্টেডিয়াম কংক্রীটে নির্মিত হইলেও ক্রীড়াক্ষেত্রের চতুষ্পার্শ্বে হল্যাণ্ডের বিখ্যাত লাল ইট সম্মুখে সাজাইয়া সুন্দরভাবে নির্মিত হয়।

উদ্বোধন

উদ্বোধনের পূর্বের দিন একদল ফরাসী ক্রীড়াবিদ্ ক্রীড়াক্ষেত্র পরিদর্শনের জন্য স্টেডিয়ামে প্রবেশ করিতে চাহে, কিন্তু প্রহরারত শান্ত্রী তাহাদিগকে প্রবেশের অনুমতি দিতে অসম্মত হয়। ফরাসী এ্যাথলেটিক এসোসিয়েশনের সম্পাদক পল মেরী ক্যাম্প এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন। কিন্তু শান্ত্রীর অনমনীয় মনোভাবে তিনি ও ফরাসী দল অপমানিত বোধ করেন। অলিম্পিক কর্তৃপক্ষের নিকট তীব্র প্রতিবাদ জানান হয়। তাঁহারা এই শান্ত্রীকে বরখাস্ত করিতে রাজী হন এবং ক্ষমা ভিক্ষা করেন। তখনকার মত ব্যাপারটা চুকিয়া যায়।

কিন্তু পরের দিন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগদানের সময় ফরাসী দল সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেন যে সেই শান্ত্রীকে আদৌ কর্মচ্যুত করা হয় নাই। ইহাতে ফরাসী দল উদ্বোধনের মার্চপাস্ট-এ যোগদান না করিয়াই নিজেদের শিবিরে ফিরিয়া যান। পুনরায় প্রতিবাদের ঝড় বহিয়া যায় ও কর্তৃপক্ষ ক্ষমা প্রার্থনা করেন ও অপরাধী শান্ত্রীকে কর্মচ্যুত করিবার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ফরাসী দল মার্চপাস্টে আর যোগদান করেন না। অবশ্য তাঁহারা প্রতিযোগিতায় নিয়মিতভাবেই যোগ দিয়াছিলেন।

২৮শে জুলাই পরিপূর্ণ স্টেডিয়ামে ৭৫,০০০ দর্শকের সম্মুখে হল্যাণ্ডের প্রিন্স হেণ্ড্রিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। একে একে বিভিন্ন দেশের ক্রীড়াবিদ্ দল মার্চপাস্ট করিয়া অগ্রসর হন ও প্রিন্স হেণ্ড্রিকের সম্মুখে পতাকা অবনমিত

করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমেরিকান দল তাহাদের পতাকা অবনমিত না করায় দর্শকগণের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। অবশ্য কারণ হিসাবে আমেরিকান দলের কর্তৃপক্ষ জানান যে আমেরিকার প্রথানুযায়ী আমেরিকার নাগরিক ভিন্ন অন্য কোন বিদেশীর নিকট আমেরিকার পতাকা অবনমন নীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু ইহা কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নয়। প্রোঃ জি. ডি. সোন্ধীর নেতৃত্বে ভারতীয় দল জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অদ্ভুত অভিনন্দন লাভ করে। ভারতীয় হকি দলের জনপ্রিয়তার জন্যই জনসাধারণ ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানায়।*

আধুনিক যুগের অলিম্পিক আরম্ভ হইবার পর এই অলিম্পিকে প্রথম ব্যারন দ্য কুবার্তার অনুপস্থিতি প্রত্যেকেই গভীরভাবে অনুভব করিতেছিলেন। ১লা সেপ্টেম্বর ১৯২৫ সালে ব্যারন দ্য কুবার্তা আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি পদ ত্যাগ করেন ও তাঁহার স্থানে বেলজিয়ামের কাউন্ট আরি দ্য বাঈয়ে লাটুর সভাপতি নির্বাচিত হন। কাউন্ট ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ হইতেই আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভ্য ছিলেন ও এন্টোয়ার্পে অনুষ্ঠিত সপ্তম অলিম্পিকে প্রশংসনীয় কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ব্যারন কুবার্তা অবশ্য আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির আজীবন অবৈতনিক সম্মানীয় সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য এই অলিম্পিকে উপস্থিত হইতে সক্ষম হন নাই।

হল্যান্ডের ফুটবল দলের অধিনায়ক হেনরি ডেনিস প্রতিযোগীদের পক্ষ হইতে অলিম্পিকের প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করার পর প্রিন্স হেণ্ড্রিক সরকারীভাবে অলিম্পিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। সংগে সংগে কামানশ্রেণী বজ্র নির্ঘোষে গর্জিয়া উঠে ও অলিম্পিকের পঞ্চচক্রশোভিত পতাকা উত্তোলিত হয়। শান্তির প্রতীক হিসাবে অগণিত শ্বেত পারাবত উড়াইয়া দেওয়া হয়।

নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইবার পর ফিনিশ এ্যাথলেটবৃন্দ স্টেডিয়ামের নিকট পৌঁছান। কিন্তু বিলম্বের জন্য তখন সমস্ত দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বাধ্য হইয়া এ্যাথলেটবৃন্দ কুচকাওয়াজে যোগদান করার জন্য স্টেডিয়ামের চতুষ্পার্শ্বস্থ বেষ্টনী উল্লম্ফন করিয়া স্টেডিয়ামে প্রবেশ করেন।

এই অলিম্পিকে নরওয়ের যুবরাজ ওলাফ ৬ মিটার দূরত্বের ইয়টিং প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। ইহা ছাড়া চিলির মাত্র একজন প্রতিযোগীর যোগদানও এই অলিম্পিকের অপর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সরকারীভাবে জার্মান প্রতিযোগিগণকে এই অলিম্পিক হইতে পুনরায় যোগদান করিতে দেওয়া হয়।

প্রতিযোগিতার প্রারম্ভ

২৯শে জুলাই রবিবার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। প্রতিযোগিতার প্রথম বিষয় লৌহ গোলক নিক্ষেপে ১৪টি রাষ্ট্র হইতে মোট ২২ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। ফাইন্যালে যোগদানের নির্দিষ্ট দূরত্ব ১৪·৬৯ মিটার নিক্ষেপ করিয়া ৬ জন প্রতিযোগী ফাইন্যালে উন্নীত হন। আমেরিকান এ্যাথলেট জন কুক জার্মান এ্যাথলেট হার্কফেল্ড প্রতিষ্ঠিত বিশ্বরেকর্ড অতিক্রম করিয়া

* *The Indian Olympic Athletics Team and the Amsterdam Olympiad,* 1928., Published by Indian Olympic Association, p. 6. [ভারতীয় হকি দলের অনুশীলনের সময় বিভিন্ন জাতীয় দলের সহিত খেলায় অদ্ভুত সাফল্যই এই অভিনন্দনের কারণ।—লেখক]

১৫·৮৭ মিটার (৫২ফ্ঃ ০৪/৪ইঃ) লৌহ গোলক নিক্ষেপ করিয়া নূতন অলিম্পিক ও বিশ্বরেকর্ডসহ প্রতিযোগিতায় বিজয় লাভ করেন। আমেরিকান প্রতিযোগী হারম্যান ব্রিস্ক দ্বিতীয়, জার্মানীর এমিল হার্কফিল্ড তৃতীয় ও আমেরিকার ই. ক্রেঞ্জ চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

উচ্চ লম্ফনে ৩৫ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ১৮ জন ফাইন্যালে যোগদানের যোগ্যতা নির্ধারক উচ্চতা ১·৭০ মিটার অতিক্রম করেন। ইহার পূর্বের কোন অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এত অধিক সংখ্যক প্রতিযোগী ফাইন্যালে যোগদানের সৌভাগ্য অর্জনে সক্ষম হন নাই। আমেরিকান প্রতিযোগী রবার্ট কিং ১·৯৪ মিটার (৬ ফ্ঃ ৪৪/৪ইঃ) লাফাইয়া প্রথম স্থান লাভ করেন। অপর আমেরিকান প্রতিযোগী বেঞ্জামিন হেজেস ফ্রান্সের সি. ম্যানার', ফিলিপাইনের এস. টরিবিয়ো ও গত অলিম্পিক বিজয়ী ওসবার্ন—প্রত্যেকেই ১·৯১ মিটার (৬ফ্ঃ ৩৪/৪ইঃ) উচ্চতা অতিক্রম করিলে টাই হয়। ফলে দ্বিতীয় স্থান মীমাংসার জন্য চারজনকেই আবার লাফাইতে হয় ও বেঞ্জামিন হেজেস, ম্যানার', টরিবিয়ো ও ওসবার্ন পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান লাভ করেন।

১০,০০০ মিটার দৌড়ে "অতুলনীয় নূরমি" ও তাঁহার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র ভিলি রিটোলা মিলিত হন। ১২টি দেশ হইতে মোট ২৪ জন এ্যাথলেট এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। রিটোলা ব্যতীত কেহ নূরমির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সক্ষম হইবে না এ বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ ছিলেন এবং প্রতিযোগিতার ফলাফলে পুনরায় তাহাই প্রমাণিত হইয়াছিল। নূরমি ও রিটোলা যথাক্রমে ৩০ মিনিট ১৮·৮ সেকেন্ড ও ৩০ মিনিট ১৯·৪ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিলেও তৃতীয় স্থানাধিকারী সুইডিশ এ্যাথলেট এর্ডভিন ওয়াইডের লাগে ৩১ মিনিট ০·৪ সেকেন্ড। নূরমি সপ্তম অলিম্পিকে ১০,০০০ মিটারে যোগদান করেন নাই ও রিটোলা অলিম্পিক রেকর্ডসহ বিজয় লাভ করেন। এই অলিম্পিকে নূরমি রিটোলার অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করিয়া নূতন রেকর্ড স্থাপন করেন! ওয়াইড সপ্তম অলিম্পিকে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

৩০শে জুলাই প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিবসে ১০০ মিটার দৌড়ের ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় ৩৩টি দেশ হইতে ৮১ জন প্রতিযোগী যোগদান করেন ও ২২টি ট্রায়াল হিট ও ২টি সেমি-ফাইন্যালের পর ৬ জন ফাইন্যালে উন্নীত হন। প্রতিযোগিতায় ১৯ বৎসর বয়স্ক ক্যানাডিয়ান এ্যাথলেট পার্শি উইলিয়াম্‌স সকলকে বিস্মিত করিয়া ১০·৮ সেকেন্ডে দৌড়াইয়া বিজয় লাভ করেন।

প্রতিযোগীদের মধ্যে বৃটিশ গায়নার খ্যাতনামা কৃষ্ণকায় এ্যাথলেট জ্যাক লন্ডন, বিখ্যাত আমেরিকান ও জার্মান স্প্রিন্টার এফ. ওয়াকফ এবং জি. ল্যামার্স থাকায় প্রত্যেকেই এই তিনজন এ্যাথলেটের মধ্যে একজনের বিজয়ের আশা করিয়াছিলেন। জ্যাক লন্ডন দ্বিতীয় ও ল্যামার্স তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ওয়াকফকে কিন্তু চতুর্থ স্থান লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়।

৪০০ মিটার হার্ডলে ২৭ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ৬ জন ফাইন্যালে অংশ গ্রহণ করেন ও বৃটিশ এ্যাথলেট ডেভিড জর্জ সিসিল বার্নলো (লর্ড বার্গলে) গত অলিম্পিক বিজয়ী আমেরিকান এ্যাথলেট মর্গ্যান টেলরকে পরাজিত করিয়া বিজয়ী হন। পূর্ববর্তী প্রত্যেকটি অলিম্পিকে ৪০০ মিটার হার্ডলে আমেরিকানদের শ্রেষ্ঠত্ব এইভাবে লর্ড বার্গলেই নষ্ট করিয়া দেন। আমেরিকার দুই-জন প্রতিযোগী এফ. কুহেল ও এফ. টেলর যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান

লাভ করেন। লর্ড বার্গলে বর্তমানে আন্তর্জাতিক অপেশাদার এ্যাথলেটিক ফেডারেশনের সভাপতি ও আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির অন্যতম সহ-সভাপতি।

হাতুড়ি নিক্ষেপে ১৬ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ফাইন্যালে যোগদানের যোগ্যতা নির্ধারক দূরত্ব ৪৬·৭৫ মিটার নিক্ষেপ করিয়া ৬ জন ফাইন্যালে উন্নীত হন। প্রতিযোগিতায় সুন্দর ও বিশালদেহী আইরিশ এ্যাথলেট ডাঃ প্যাট্রিক ও' কালাঘান ৫১·৩৯ মিটার (১৬৮ ফুট ৭½ইঞ্চ) নিক্ষেপ করিয়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন ও আমেরিকানদের আর একটি বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব খর্ব করিয়া দেন। এখানে উল্লেখযোগ্য ডাঃ ও' কালাঘান ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন অলিম্পিকে বিজয়ী জন ফ্লানাগানের ছাত্র ছিলেন। সুইডেনের ওসিয়ান স্কিয়োয়েল্ড ও আমেরিকার এডমণ্ড ব্ল্যাক দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করিয়াছিলেন। স্কিয়োয়েল্ড অষ্টম অলিম্পিকে পঞ্চম স্থান লাভ করিয়াছিলেন।

৮০০ মিটার দৌড়ে খ্যাতনামা এ্যাথলেটদের এক অদ্ভুত সমাবেশ দেখা যায়। বিশ্ব রেকর্ডের যুক্তভাবে অধিকারী আমেরিকার লয়েড হ্যান, ফ্রান্সের সেরা মার্টিন গত অলিম্পিকে বিজয়ী বৃটিশ এ্যাথলেট ডগলাস গর্ডন লো ব্যতীত ক্যানাডার নিগ্রো এ্যাথলেট ফিল এডওয়ার্ডস, সুইডেনের ই. বেলহেন, জার্মানীর এইচ. এঞ্জেলহার্ট ছিলেন। হ্যান ও মার্টিনের মধ্যেই কোন একজন জয় লাভ করিবে ইহাই সকলে ধারণা করিয়াছিলেন।

পিস্তলের আওয়াজের সংগে সংগে হ্যান প্রথমে দৌড়াইতে আরম্ভ করেন। কিন্তু লো শীঘ্রই তাঁহার গতিবেগ বৃদ্ধি করেন এবং হ্যানকে পশ্চাতে ফেলিয়া ১:৫১·৮ সেকেণ্ডে পঞ্চম অলিম্পিয়াডে প্রতিষ্ঠিত জেম্‌স মেরিডিথের রেকর্ড ভংগ করেন এবং প্রতিযোগিতায় বিজয় লাভ করেন। বেলেন, এঞ্জেলহার্ট ও ফিল এডওয়ার্ডস যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করেন। হ্যান ও মার্টিনকে যথাক্রমে পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয়।

২০০ মিটার দৌড়ে ৬২ জন প্রতিযোগী যোগদান করে ও মোট ২১টি ট্রায়াল হিট ও ২টি সেমি-ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। একটি হিটে জার্মান এ্যাথলেট হেলমুথ কোয়েরনিগ ১০০ মিটার বিজয়ী পার্শি উইলিয়ামসকে পরাজিত করেন ও অলিম্পিক রেকর্ডের সমান সময়ে দৌড়াইয়া বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করেন। কিন্তু ফাইন্যালে পার্শি উইলিয়ামস ২১·৮ সেকেণ্ডে দৌড়াইয়া অন্য সকলকে পরাজিত করেন ও স্প্রিন্টের উভয় বিভাগ—১০০ ও ২০০ মিটারে জয় লাভ করিবার বিশেষ সম্মান লাভ করেন। এইরূপে মাত্র একদিন পূর্বেও যে ছিল এক অখ্যাত গ্রাম্য স্কুলের ছাত্র সেই পার্শি উইলিয়ামস পরের দিন তাঁহার অপূর্ব ক্রীড়াকৌশলে স্বর্ণাক্ষরে ক্রীড়াজগতের ইতিহাসে নিজের নাম রেখায়িত করেন। ইংলণ্ডের ওয়াল্টার র‍্যাংগলে ও হেলমুথ কোয়েরনিগ দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।*

* কোন কোন লেখক স্কোলজ ও কোয়েরনিগ যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থান লাভ করেন বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। Jackson Scholz the only U. S. sprinter to qualify for the final, finished in a tye for the third place with Koernig.—John Kieran and Arthur Daley : *The Story of the Olympic Games,* p. 177. ডাঃ ফ্রিজ ওয়াজনার তাঁহার পুস্তকে (*Olympia Lexikon,* p. 38) Kornig-কে তৃতীয় বলিয়া উল্লেখ করিলেও "উভয়ে একই সংগে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন" এই অভিমত প্রকাশ

দীর্ঘ লম্ফনে ২৩টি রাষ্ট্র হইতে ৪১ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে ও ফাইন্যালে যোগদানের যোগ্যতানির্ধারক দূরত্ব ৭·৩২ মিটার অতিক্রম করিয়া মাত্র ছয়জন প্রতিযোগী ফাইন্যালে উন্নীত হন। প্রতিযোগীদের মধ্যে আমেরিকার এডওয়ার্ড বি. হ্যাম অলিম্পিক প্রতিযোগিতার পূর্বে ৭·৯০ মিটার (২৫ফুঃ ১১¼ইঃ) লাফাইয়া বিশ্ব রেকর্ড করায় তাঁহার বিজয় সম্পর্কে কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু প্রতিযোগিতায় তিনি তাঁহার সুনাম অনুযায়ী লম্ফনে সমর্থ হন না এবং তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ লম্ফনে ৭·৭৩ মিটার (২৫ফুঃ ৪½ইঃ) লাফাইয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ডসহ বিজয় লাভ করেন।* হাইতির সিলভিয়ো কেটর ও আমেরিকার আলফ্রেড বেটস্ দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, অষ্টম অলিম্পিকে রবার্ট লে জাঁদের্ পেন্টাথ্লনের অঙ্গ হিসাবে দীর্ঘ লম্ফনে ৭·৭৬ মিটার (২৫ফুঃ ৫¾ইঃ) লাফাইলেও তাহা অলিম্পিক রেকর্ড হিসাবে গণ্য হয় নাই; কিন্তু লে জাঁদের্-এর এই বেসরকারী রেকর্ড একাদশ অলিম্পিক পর্যন্ত অম্লান ছিল।

১১০ মিটার হার্ডলে ৪১ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন ও ৯টি প্রাথমিক ট্রায়াল হিট ও তিনটি সেকেন্ড ট্রায়াল হিটের পর ছয়জন ফাইন্যালে উন্নীত হন। অষ্টম অলিম্পিকে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দক্ষিণ আফ্রিকান এ্যাথলেট সিডনি এ্যাট্কিনসন তাঁহার অগ্রবর্তী তিনজন আমেরিকান হার্ডলার স্টিফেন এন্ডারসন, জ্যাক কোলিয়ার ও এল. ডাইকে একে একে পরাজিত করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের সহিত এ বিষয়ে বিজয় লাভ করেন। এ্যাট্কিনসন ও এন্ডারসন উভয়েই ১৪·৮ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন বটে কিন্তু ইলেক্ট্রো-ফটোগ্রাফিক সময়রক্ষককে দেখা যায় এ্যাট্কিনসন এন্ডারসনের পূর্বেই শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছেন। কোলিয়ার ও ডাই যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার অপর হার্ডলার জি. সি. ওয়েস্টম্যান-স্মিথ প্রাথমিক হিটে ১৪·৬ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করিলেও দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি ১৫·০ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ফাইন্যালে পঞ্চম স্থান অধিকার করেন।

করিয়াছেন। Bill Henry (*An Approved History of the Olympic Games*, p. 190) স্কোলজ-কে তৃতীয় ও কোয়েরনিগকে চতুর্থ বলিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু Julius Wagner Eichenberger : (*Olympische Spiele*, 1912, p. 58) হেলমুথ কোয়েরনিগ তৃতীয় স্থান লাভ করেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। Dr. Ferenc Mezo (*Les Jeux Olympiques Modernes*, p. 207) ও Harold M. Abrahams (*The Olympic Games Book*, p. 47 ও *Track and Field Olympic Records*, p. 31) অষ্টম অলিম্পিকে এ-বিষয়ে বিজয়ী Jackson Scholz-কে চতুর্থ স্থানাধিকারী বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির চ্যান্সেলার মিঃ অটো মায়ার ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৫৯ তারিখের এক পত্রে কোয়েরনিগকে তৃতীয় ও স্কোলজকে চতুর্থ বলিয়া উল্লেখ করাতে এই পুস্তকেও শেষোক্ত অভিমত অধিকতর নির্ভরযোগ্য বিধায় তাহাই লিখিত হইয়াছে।

* Dr. Fritz Wasner (*Olympia Lexikon*, p. 55) এডওয়ার্ড হ্যাম বিশ্ব রেকর্ডও স্থাপিত করেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা ঠিক নয়। এডওয়ার্ড হ্যাম পূর্বেই ৭:৯০ মিটার লাফাইয়া বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করিয়াছিলেন।

ডিসকাস নিক্ষেপে ১৯টি রাষ্ট্র হইতে ৩৪ জন এ্যাথলেট অংশ গ্রহণ করেন ও ফাইন্যালে যোগদানের যোগ্যতানির্ধারক দূরত্ব ৪৪·১৭ মিটার অথবা ইহা অপেক্ষা অধিক নিক্ষেপ করিয়া ছয়জন ফাইন্যালে উন্নীত হন। অষ্টম অলিম্পিকে ডিসকাস ও লৌহগোলক নিক্ষেপে বিজয়ী দন্ত-চিকিৎসক আমেরিকান এ্যাথলেট ক্ল্যারেন্স হাউজার "কোয়ালিফাইং রাউণ্ডে" বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিলেও ফাইন্যালে তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ নিক্ষেপে ৪৭·৩২ মিটার (১৫৫ফুঃ ৩ইঃ) ডিসকাস নিক্ষেপ করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ড সহ বিজয় লাভ করেন। ফিনল্যাণ্ডের আন্তেরো কিভি ও আমেরিকার জেম্‌স কর্সন দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। পোলভল্টে ২০ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ৯ জন যোগ্যতানির্ধারক উচ্চতা ৩·৬৬ মিটার অক্লেশে অতিক্রম করিয়া ফাইন্যালে উঠেন ও আমেরিকান প্রতিযোগী বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী সেবিন ক্যার সহজেই ৪·২০ মিটার (১৩ ফুট ৯¼ ইঞ্চি) লাফাইয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করিয়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন*। অপর প্রতিযোগীদ্বয় উইলিয়ামস ড্রোজেমূলার ও চার্লি ম্যাক-গিনিশ যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

২রা আগস্ট বৃহস্পতিবার ১৫০০ মিটার দৌড়ের ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। ৫৪ জন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন ও ৬টি ট্রায়াল হিটের পর ২২ জন ফাইন্যালে উন্নীত হন। স্বভাবসিদ্ধভাবেই ফ্লাইং ফিন্‌স গোষ্ঠীর ২২ বৎসর বয়স্ক ঘড়ি-নির্মাতা হ্যারি লার্ভা বিজয় লাভ করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, হ্যারী লার্ভা ও প্যাভো নুরমি একই শহরের অধিবাসী। এই দূরত্ব অতিক্রম করিতে তাঁহার ৩ মিঃ ৫৩·২ সেঃ লাগে এবং তিনি নুরমি প্রতিষ্ঠিত অষ্টম অলিম্পিকের রেকর্ড ভাঙিবার বিশেষ গৌরব অর্জন করেন।

জেভেলিন নিক্ষেপে ৫৮ জন প্রতিযোগীর মধ্যে প্রাথমিক প্রতিযোগিতার পর ৬ জন ফাইন্যালে উন্নীত হন। সুইডিশ এ্যাথলেট ই. ল্যাণ্ডকুইস্ট ৬৬·৬০ মিটার (২১৮ফুঃ ৬½ইঃ) জেভেলিন নিক্ষেপ করিয়া অলিম্পিক রেকর্ডসহ প্রতি-যোগিতায় বিজয় লাভ করেন। হাঙ্গেরীর বি. জেপস ও নরওয়ের সুন্দ দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। হপ স্টেপ এণ্ড জাম্পে ২৪ জন প্রতি-যোগীর মধ্যে ৬ জন ফাইন্যালে উন্নীত হন ও জাপানী এ্যাথলেট মিকিও ওডা ১৫·২১মিঃ (৪৯ফুঃ ১০¾ ইঞ্চি) লাফাইয়া আমেরিকার এ্যাথলেট লেভী কেসীকে মাত্র ১ ইঞ্চির ব্যবধানে পরাজিত করিয়া প্রতিযোগিতায় বিজয় লাভ করেন। ফিনল্যাণ্ডের ভি. তুল্‌স ও অপর জাপানী এ্যাথলেট চুহাই নাম্বু তৃতীয় ও চতুর্থ হন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, মিকিও ওডা জাপানের পক্ষে এ্যাথলেটিক্‌সে প্রথম স্বর্ণপদক অর্জন করেন।

৩রা আগস্ট রানী ভিলহেলমিনা ক্রীড়াক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিবেন এ সংবাদে স্বভাবতঃই দর্শক সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তিনি সমবেত দর্শকদের উদ্বোধন দিবসের মত এদিনও হতাশ করেন। এইদিন প্রথম ৪০০ মিটার দৌড়ের ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। ৫১ জন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় নাম প্রেরণ করিয়া-ছিলেন ও ২১টি ট্রায়াল হিট ও ২টি সেমি-ফাইন্যালের পর ইংলণ্ডের জে. রিঙ্কেল, জার্মানীর জোয়াকিম বাক্‌নার, স্টর্জ, আমেরিকার রেমণ্ড বরবুটি, হ্যারমান ফিলিপ্‌স ও ক্যানাডার জেম্‌স বল এই ৬ জন প্রতিযোগী ফাইন্যালে উন্নীত হন। প্রতিযোগিতায় রেমণ্ড বরবুটি ক্যানাডার জেম্‌সকে মাত্র কয়েক

* Bill Henry : *An Approved History of Olympic Games*, p. 191.

ইঞ্চির ব্যবধানে পরাজিত করেন। আমস্টার্ডামে রিলে ব্যতীত ট্র্যাকে আমেরিকা এই একটিমাত্র বিষয়ে বিজয় লাভ করে। ক্যানাডার জেম্‌স বল ও জার্মানীর জোয়াকিম বাক্‌নার দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন।

৫000 মিটারে ৩৬ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করিলেও ৩টি ট্রায়াল হিটের পর ১২ জন ফাইন্যালে উন্নীত হন। নুরমি ও রিটোলা ফাইন্যালে উঠায় স্বভাবতঃই শিক্ষক ও ছাত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখিবার জন্য প্রভূত জনসমাগম হয়। ভিলি রিটোলা কিন্তু এবার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর অতুলনীয় নুরমিকে পরাজিত করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে অলিম্পিকে নুরমির আত্মপ্রকাশ এবং এই দীর্ঘ আট বৎসরের পরিশ্রমের ফলে তাঁহার ক্লান্তি সহ্য করিবার ক্ষমতা কমিয়া গিয়াছিল। এজন্য কয়েকদিন পূর্বে ১0,000 মিটার দৌড়ে বিজয়লাভ করিলেও তিনি এই দৌড়ে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী পরিশ্রান্ত হন ও ফলে ৫,000 মিটারে সাফল্য লাভে সক্ষম হন না। অল্প ব্যবধানে তিনি তাঁহারই সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র কর্তৃক পরাজিত হন। ৮ম অলিম্পিকে তাঁহার এ দূরত্ব অতিক্রম করিতে ১৪মিঃ ৩১·২সেঃ লাগিলেও এই অলিম্পিকে তাঁহার ১৪মিঃ ৪0সেঃ লাগে। রিটোলাও কিন্তু তাঁহার পূর্বের সময় অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন নাই। অষ্টম অলিম্পিকে তাঁহার ১৪মিঃ ৩১·৪সেঃ লাগিলেও এই অলিম্পিকে তিনি ১৪·৩৮সেঃ শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন। তৃতীয় স্থানাধিকারী সুইডেনের এর্ডভিন ওয়াইডের কিন্তু প্রভূত উন্নতি পরিলক্ষিত হয়. তাই অষ্টম অলিম্পিকে তাঁহার ১৫:0১·৮ মিনিট প্রয়োজন হইলেও এই অলিম্পিকে তিনি ১৪:৪১·১ মিনিটে সীমান্ত অতিক্রম করেন।

৪ঠা আগস্ট ৩000 মিটার স্টিপলচেজের ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। মোট ২২ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ট্রায়াল হিটের পর ৯ জন ফাইন্যালে উন্নীত হয়। অষ্টম অলিম্পিকে এই বিষয়ে এবং বর্তমান অলিম্পিকে ৫,000 মিটার দৌড়ে বিজয়ী ভিলি রিটোলা পূর্বদিনে নুরমির সহিত প্রতিযোগিতায় এতই পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন যে তাঁহার নিজস্ব বিষয় স্টিপলচেজে দৌড়াইবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। বাধ্য হইয়া খেলা আরম্ভ হইবার কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ২২ বৎসর বয়স্ক ফিনিশ প্রতিযোগী টোর্ভো লউকোলা প্রতিযোগিতায় বিজয় লাভ করেন।

অতুলনীয় নুরমি দুর্ভাগ্যবশতঃ এ বিষয়েও পরাজিত হন। তৃতীয় স্থানও অপর একজন ফিনিশ প্রতিযোগী এন্ডারসন কর্তৃক অধিকৃত হয়। এইরূপে দূরপাল্লার প্রত্যেকটি দৌড়ে এবং স্টিপলচেজে "ফ্লাইং ফিন্‌স"দের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪ঠা আগস্ট ফিনল্যাণ্ডের পক্ষে একটি স্মরণীয় দিন। ট্র্যাকে বিজয় লাভ ব্যতীতও ফিনিশ প্রতিযোগীগণ ডেকাথ্‌লনেও নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করেন। ফিনিশ প্রতিযোগী প্যাভো ইরজোলা ৮0৫৩·২৯* পয়েন্ট অর্জন করিয়া

* ১৯৩৬ সালে আন্তর্জাতিক অপেশাদার এ্যাথলেটিক ফেডারেশনের বিধান অনুযায়ী পয়েন্ট গণনার পদ্ধতি পরিবর্তন করা হয় ও অলিম্পিক রেকর্ডে পুরাতন হারে এবং পরিবর্তিত হারে গণনায় যে পয়েন্ট হয় উভয় পদ্ধতিই লিপিবদ্ধ করা হয়। পরিবর্তিত হারে ইরজোলা ও জার্ভিনেনের পয়েন্টের সংখ্যা যথাক্রমে ৭,0৭১ ও ৭,0৯২।

অলিম্পিক রেকর্ড সহ প্রতিযোগিতায় জয় লাভ করেন। নিম্নে ইয়র্জোলার বিভিন্ন বিষয়ের ফলাফল দেওয়া হইল :

১০০ মিটার দৌড়—১১·৪সেঃ
দীর্ঘ লম্ফন—৬·৭২মিঃ
লোহগোলক নিক্ষেপ—১৪·১১মিঃ
উচ্চ লম্ফন—১·৮৭মিঃ
৪০০ মিটার দৌড়—৫৩·২সেঃ
১১০ মিটার হার্ডল—১৬·৬সেঃ
ডিসকাস নিক্ষেপ—৪২·০৯মিঃ
পোলভল্ট—৩·৩০মিঃ
জেভেলিন নিক্ষেপ—৫৫·৭০মিঃ
১৫০০ মিটার দৌড়—৪:৪৪·৮মিঃ

৭৯৩১·৫০* পয়েন্ট পাইয়া দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে প্যান হেল্লেনিক গেমসে গ্রীক প্রথায় ডিসকাস নিক্ষেপে বিজয়ী ওয়ার্নার জার্ভিনেনের পুত্র একিলিস্ জার্ভিনেন। আমেরিকার কেনেথ ডোহার্টি, স্টুয়ার্ট এবং চার্চিল যথাক্রমে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান লাভ করেন।

৫ই আগস্ট রিলে ও ম্যারাথন দৌড়ের পর প্রতিযোগিতা শেষ হয়। ৪×১০০ মিটারে ফ্রাঙ্ক ওয়াকফ, জেম্স কুইন, চার্লস বোরা ও হেনরী রাশেল ৪১ সেকেণ্ডে দৌড়াইয়া অলিম্পিক ও বিশ্ব রেকর্ডের সমান করেন।** এখানে উল্লেখযোগ্য, ১৯২৪ সালে আমেরিকা যে বিশ্ব রেকর্ড করে ১৯২৮ পর্যন্ত চার বৎসরে আমেরিকান টিম চারবার ও জার্মান টিম একবার সেই রেকর্ডের সমান করে। জার্মানী ও গ্রেট ব্রিটেন যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে।

৪×৪০০ মিটারে বেয়ার্ড, অল্ডারম্যান, স্পেন্সার এবং বরবুটি ৩ মিনিট ১৪·২ সেকেণ্ড দৌড়াইয়া নূতন বিশ্ব রেকর্ডসহ প্রতিযোগিতায় বিজয় লাভ করেন। এইরূপে আমেরিকান দল নবম অলিম্পিকেও পয়েন্টে রাষ্ট্র হিসাবে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখে।

ম্যারাথন

ম্যারাথনে ২৪টি রাষ্ট্র হইতে মোট ৭৫ জন এ্যাথলেট যোগদান করেন। স্টেডিয়ামে সমবেত এই প্রতিযোগী দল সংকেতের সংগে সংগে স্টেডিয়ামের "ম্যারাথন দ্বারের" মধ্য দিয়া বাহির হইয়া যান এবং একটি খালের ধারের গ্রাম্য পথ ধরিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করেন এবং পুনরায় স্টেডিয়ামে আসিয়া প্রতিযোগিতা শেষ করেন। অবশ্য পঞ্চম অলিম্পিকের মত এই ম্যারাথনে শোচনীয় কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই, তবুও মধ্যে মধ্যে পথের ধারে প্রতিযোগীদের ক্লান্তিতে লুটাইয়া পড়ার খবর আসিতে থাকে। আমেরিকার এ্যাথলেট জয়ি রে মধ্যপথ পর্যন্ত অগ্রবর্তী ছিলেন ও তাঁহার পশ্চাতেই ছিলেন ফিনিশ প্রতিযোগী ম্যার্টেলিনেন ও জাপানের ইমাদা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আলজেরিয়ান কৃষ্ণকায় এ্যাথলেট ফরাসী বাহিনীর ভূতপূর্ব সৈনিক এল. ওয়াফি বিজয় লাভ করেন। কিন্তু আলজেরিয়া ফ্রান্সের অধীন হওয়ায় এই বিজয় ফ্রান্সের বিজয় বলিয়া অলিম্পিক রেকর্ডে লিপিবদ্ধ হয়।

* Julius Eichenberger Wagner (*Olympische Spiele*—1912, p. 64) পয়েন্ট সংখ্যা ৭৯৩৯·৫০ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অন্য কোন সূত্রে ইহার সমর্থন পাওয়া যায় না।

** Dr. Ferenc Mezo (*Les Jeux Olympiques Modernes*, p. 208) এ সময়কে অলিম্পিক ও বিশ্ব রেকর্ড বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু মনে হয়, ভ্রমক্রমে এরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রথম আট মাইল পর্যন্ত এল. ওয়াফি কিন্তু সর্বপশ্চাতে দৌড়াইতেছিলেন। ব্যবস্থাপকগণ তাঁহার সম্বন্ধে হতাশই হইয়া গিয়াছিলেন। ২০ মাইলের সংকেতস্থানে তিনি তাঁহার গতিবেগ বৃদ্ধি করেন ও একে একে সমস্ত প্রতিযোগীকে পশ্চাতে ফেলিয়া জয় রের ঠিক পশ্চাতে দৌড়াইতে থাকেন। ক্রমশঃই তিনি তাঁহার গতিবেগ আরও বৃদ্ধি করেন এবং ২৫ মাইলের সংকেতস্থানে সকলকে অতিক্রম করিয়া সর্বপ্রথম দৌড়াইতে থাকেন। বাকি পথটুকুও তিনি তাঁহার প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখেন ও সর্বপ্রথমে স্টেডিয়ামে প্রবেশ করেন। বিপুল হর্ষধ্বনির প্রত্যুত্তরে হাত দোলাইতে দোলাইতে তিনি শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন। তাঁহার সম্মানের জন্য সেনাবাহিনী এক "গার্ড অফ অনারে"র ব্যবস্থা করেন। বিনম্রভাবে তিনি অভিবাদন গ্রহণ করেন ও অপরের সহায়তা ব্যতিরেকেই স্টেডিয়াম ত্যাগ করেন। ২ ঘণ্টা ৩২ মিনিট ৫৭·০ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া তিনি নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করেন। চিলির এ্যাথলেট মিগুয়েল প্লাজা ফিনল্যাণ্ডের মার্তি মার্তিলিন ও জাপানের ইমাদা যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

প্লাজা কিন্তু দ্বিতীয় স্থান লাভের সংবাদে আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছিলেন। চিলির সংবাদপত্রবিক্রেতা এই যুবক একজন চিলিয়ান দর্শকের হাত হইতে জাতীয় পতাকা কাড়িয়া লন এবং স্টেডিয়াম প্রদক্ষিণ করিতে থাকেন। ইহার পর তিনি স্টেডিয়ামের মধ্যেই নৃত্য করিতে আরম্ভ করেন। ম্যারাথনের সংগে সংগেই প্রতিযোগিতা শেষ হইয়া যায়!

প্রতিযোগিতা উদ্বোধনের সময় রানী ভিলহেলমিনা হল্যাণ্ডের বাহিরে থাকায় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। কিন্তু এ্যাথলেটিক সমাপ্তি উৎসবে তিনি নিজে উপস্থিত থাকিয়া বিজয়ী প্রতিযোগীদের স্বর্ণপদক প্রদান করেন। প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীগণকে পদক প্রদান করেন যথাক্রমে প্রিন্স হেণ্ড্রিক ও আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি কঁত দ্য আঁরি বাঈয়ে-লাটুর।

মহিলাদের এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা

১৯২১ সালে মন্টি কার্লোতে প্রথম আন্তর্জাতিক মহিলা এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতার সাফল্যে আন্তর্জাতিক অপেশাদার এ্যাথলেটিক ফেডারেশন আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সহিত পরামর্শক্রমে নবম অলিম্পিকে পরীক্ষামূলকভাবে মহিলাদের জন্য এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচীভুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত করেন। তদনুসারে স্থির হয় ১০০ ও ৮০০ মিটার দৌড়, উচ্চ লম্ফন ও ডিসকাস নিক্ষেপ এই চারিটি ব্যক্তিগত ও ৪×১০০ মিটার রিলে এই দলগত বিষয়টি লইয়া অলিম্পিকে সর্বপ্রথম মহিলাদের এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইবে।

মহিলাদের এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয় ৩০শে জুলাই। অলিম্পিকে এ্যাথলেটিকসে মহিলাদের এই প্রথম যোগদান, সুতরাং সেদিন স্টেডিয়ামে তিলধারণের স্থান ছিল না। এইদিন ১০০ মিটার দৌড়ের প্রাথমিক হিটসমূহ অনুষ্ঠিত হয়।

১৩টি রাষ্ট্র হইতে ৩১ জন প্রতিযোগিনী ১০০ মিটার দৌড়ে অংশ গ্রহণ করেন। প্রাথমিক হিটসমূহে যে সকল প্রতিযোগিনী দ্বিতীয় হিটে যোগদানের জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন তাঁহাদের লইয়া তিনটি সেকেণ্ড ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হয় এবং এই তিনটি সেকেণ্ড ট্রায়ালের প্রথম ও দ্বিতীয় এই দুইজন

করিয়া মোট ছয়জন ফাইন্যালে যোগদানের সৌভাগ্য লাভ করেন। এই ছয়জন সৌভাগ্যবতী মহিলার তিনজন ছিলেন ক্যানাডিয়ান—ফ্যানি রোজেনফিল্ড, এথেল স্মিথ, এম. কুক, আমেরিকার এলিজাবেথ রবিনসন ও জার্মানীর ই. স্টেনবার্গ ও এইচ. শ্মিড্ট।

এই সময় প্রতিযোগিতার আইনকানুন সম্পর্কে প্রতিযোগিনীদের সম্যক ধারণা ছিল না এবং প্রতিযোগিতার আইন ভঙ্গের অপরাধে এম. কুক ও এইচ. শ্মিডট্ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন। কিন্তু এই এম. কুকই অল্প কয়েক দিন পর ১২·০ সেকেণ্ডে ১০০ মিটার অতিক্রম করিয়া বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ কুক আইন ভঙ্গের অভিযোগে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের সুযোগ লাভে বঞ্চিত না হইলে হয়তো প্রতিযোগিতার ফলাফল অন্যরূপ হইত। শেষ পর্যন্ত আমেরিকার এলিজাবেথ রবিনসন ১২·২ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নূতন বিশ্ব রেকর্ড* সহ বিজয় লাভ করেন। ক্যানাডার দুইজন প্রতিযোগিনী ফ্যানি রোজেনফিল্ড ও এথেল স্মিথ দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং জার্মানীর ই. স্টেনবার্গ চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

১লা আগস্ট ৮০০ মিটার দৌড়ের প্রাথমিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এ্যাথলেটিকসের মহিলাদের সর্বাপেক্ষা কষ্টসাধ্য এই বিষয়ে ১৩টি রাষ্ট্র হইতে ২৫ জন প্রতিযোগিনী অংশ গ্রহণ করেন। প্রাথমিক প্রতিযোগিতার পর বাছাই করা হয় ও নয়জন প্রতিযোগিনী ফাইন্যালের জন্য নির্বাচিত হন। কিন্তু এই প্রাথমিক প্রতিযোগিতাতেই স্পষ্ট হইয়া উঠে মহিলাদের জন্য ৮০০ মিটার দৌড় নির্বাচন করা ভুল হইয়াছে। প্রতিযোগিনীদের মধ্যে অনেকেই অত্যধিক ক্লান্তিতে মাটিতে লুটাইয়া পড়েন—অনেকে আবার প্রতিযোগিতা শেষ না করিয়াই অবসর গ্রহণ করেন।

৪ঠা ও ৫ই আগস্ট ৪×১০০ মিটার রিলের প্রাথমিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আটটি রাষ্ট্র হইতে আটটি জাতীয় মহিলা দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে এবং দুই দিনে দুইটি হিটের পর ছয়টি দল ফাইন্যালে উন্নীত হয়।

৫ই আগস্ট উচ্চ লম্ফনের প্রাথমিক প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। মোট ২০ জন প্রতিযোগিনী ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন এবং ফাইন্যালে যোগদানের যোগ্যতা নির্ধারক উচ্চতা ১·৪০ অতিক্রম করিয়া ১৯ জনই ফাইন্যালে অংশ গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করেন। অলিম্পিকের ইতিহাসে একটি সম্পূর্ণ দিন প্রাথমিক প্রতিযোগিতার পর মাত্র একজনকে অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হওয়ার নজির নাই।

৮ই আগস্ট উচ্চ লম্ফনের ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় ক্যানাডার এথেল ক্যাথারউড ১·৫৯ মিটার (৫ফুঃ ২½ইঃ) লাফাইয়া নূতন বিশ্ব রেকর্ড সহ জয় লাভ করেন। হল্যাণ্ডের ক্যারোলিনা গিসোলফ্ ও আমেরিকার মিলড্রেড উইলে উভয়ে ১·৫৬ মিটার লাফাইলে দ্বিতীয় স্থান লইয়া টাই হওয়ায় দ্বিতীয় স্থানের নিষ্পত্তির জন্য উভয়কেই পুনরায় লাফাইতে হয় ও গিসোলফ দ্বিতীয় ও উইলে তৃতীয় স্থান লাভ করেন। আমেরিকার জে. শিলে, জার্মানীর

* Dr. Ferenc Mezo (*Les Jeux Olympiques Modernes,* pp. 210, 211) এবিষয় এবং মহিলা বিভাগের প্রত্যেকটি বিষয়ে অলিম্পিক ও বিশ্ব রেকর্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এইচ. নোট ও দক্ষিণ আফ্রিকার এম. ক্লার্ক এই তিনজন প্রতিযোগিনীই ১·৪৮ মিটার লাফাইলে পুনরায় টাই হয় এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য এই তিনজন প্রতিযোগিনীকে পুনরায় লাফাইতে হয়। শেষ পর্যন্ত শিলে, নোট ও ক্লার্ক পর্যায়ক্রমে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন।

উচ্চ লম্ফনের সঙ্গে সঙ্গেই ৮০০ মিটারের ফাইন্যাল চলিতে থাকে। প্রতিযোগিতায় জার্মানীর লিনা রাদকে-বাটশাউর ২:১৬·৮ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিশ্ব রেকর্ডসহ বিজয় লাভ করেন। সমস্ত পথ তাঁহাকে জাপানের কিনোয়ি হিটোমির সহিত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। রাদকে-বাটশাউর প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একই গতিতে অগ্রসর হইতে থাকেন এবং তাঁহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রগামী হইবার প্রচেষ্টায় হিটোমি শেষ মুহূর্তে তাঁহার গতিবেগের তীব্রতা বৃদ্ধি করেন কিন্তু অনিয়মিত এই গতিবেগ তাঁহাকে এতই পরিশ্রান্ত করিয়া ফেলে যে তিনি পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হন। সুইডেনের ইনগ্ জেন্টজেল, ক্যানাডার জে. থমসন ও এফ. রোজেনফিল্ড ও আমেরিকার এফ. ম্যাকডোনাল্ড পর্যায়ক্রমে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন। কিন্তু এই প্রতিযোগিতা প্রতিযাগিনীদের এত পরিশ্রান্ত করিয়া ফেলে যে এই অলিম্পিকের পর আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি প্রকৃত অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া মহিলাদের পক্ষে এই প্রতিযোগিতা অনুপযোগী বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচী হইতে এই প্রতিযোগিতা পরিত্যক্ত হয়। সপ্তদশ অলিম্পিকে ইহা পুনরায় ক্রীড়াসূচীভুক্ত করা হইয়াছে।*

ডিসকাস নিক্ষেপে ১২টি রাষ্ট্র হইতে ২১ জন প্রতিযোগিনী অংশ গ্রহণ করে। যোগ্যতা নির্ধারক দূরত্ব ৩৩·৫৪ মিটার নিক্ষেপে সক্ষম মাত্র ছয়জন ফাইন্যালে উন্নীত হন। প্রতিযোগিতা পোলিশ এ্যাথলেট হেলেনা কোনোপাকা ৩৯·৬২ মিটার (১২৯ফুঃ ১১¾ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া নূতন বিশ্ব রেকর্ড সহ বিজয় লাভ করেন। এ্যাথলেটিকসের প্রত্যেকটি বিষয়ে পারদর্শিনী সে যুগে বিশ্ববিখ্যাত এই মহিলা এ্যাথলেট তাঁহার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বিনী আমেরিকার লিল্যান্ড কোপল্যান্ডকে প্রায় তিন মিটারের ব্যবধানে পরাজিত করেন। সুইডিশ প্রতিযোগিনী রুথ স্ভেডবার্গ, জার্মান প্রতিযোগিনীদ্বয় এম. রিটার এবং জি. হিয়োরেন যথাক্রমে তৃতীয়, চতুর্থ পঞ্চম এবং অস্ট্রিয়ান প্রতিযোগিনী ই. পারখাস্ ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন।

৪×১০০ মিটার রিলেতে ক্যানাডা, আমেরিকা, জার্মানী, ফ্রান্স, হল্যান্ড ও ইটালী এই ছয়টি রাষ্ট্রের জাতীয় মহিলা রিলে দল ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। প্রতিযোগিতার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ফ্যানি রোজেনফিল্ড, এথেল স্মিথ, জেনী থমসন** ও মার্টল কুক লইয়া গঠিত ক্যানাডার জাতীয় দল

* (i) *Bulletin Du Comite International Olympique*, November 1959, p. 18.

(ii) *Giochi Della XVII Olimpiade Bulletin Officiel*, Numero 10, pp. 2, 3.

** Harold M. Abrahams : *The Olympic Games Book*, p. 133 এবং *Track and field Olympic Records*, p. 95-এ জেনী থমসনের বদলে এফ. বেলের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করে ও শেষ পর্যন্ত ৪৮·৪* সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নূতন বিশ্ব রেকর্ড সহ জয় লাভ করে। ওয়েসবার্ন, ক্রস, ম্যাকনিল ও রবিনসন লইয়া গঠিত-আমেরিকা দল দ্বিতীয় এবং জার্মানী, ফ্রান্স, হল্যান্ড ও ইটালী পর্যায়ক্রমে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান লাভ করে।

অন্যান্য ক্রীড়া

নবম অলিম্পিক হইতে মুষ্টিযুদ্ধ আন্তর্জাতিক অপেশাদার মুষ্টিযুদ্ধ সমিতির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় আরম্ভ হয়। মোট ত্রিশটি রাষ্ট্র হইতে মুষ্টিযোদ্ধাগণ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে।

এই অলিম্পিকেও বিচার ব্যবস্থার ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। রেফারী এই অলিম্পিকেও রিং-এর বাহিরে থাকায় অষ্টম অলিম্পিকের ন্যায় কোন কোন ক্ষেত্রে বিচার বিভ্রাট দেখা দেয়।

ফ্লাই ওয়েটে এই অলিম্পিকে ১৯ জন মুষ্টিযোদ্ধা অংশ গ্রহণ করেন। আন্তর্জাতিক অপেশাদার মুষ্টিযুদ্ধ এসোসিয়েশন নির্দেশ দিয়াছিলেন যে প্রত্যেকটি "ওয়েটে" প্রত্যেক রাষ্ট্র হইতে মাত্র একজন করিয়া প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন, সুতরাং, স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেকটি ওয়েটেই প্রতিযোগী সংখ্যা হ্রাস পায়। প্রতিযোগিতায় হাঙ্গেরিয়ান মুষ্টিযোদ্ধা এন্তাল ককসিস্ ফ্রান্সের আরমাঁ এপেলকে পরাজিত করিয়া হাঙ্গেরীর পক্ষে মুষ্টিযুদ্ধের প্রথম স্বর্ণপদক অর্জ্জনের গৌরব লাভ করেন। ব্যান্টাম ওয়েটে ইটালীর ভিত্তোরিও তমোগানিনি আমেরিকার জন ডালেকে পরাজিত করেন। হল্যান্ডের এল. ফন ক্লেভারেন আর্জেন্টিনার ভিক্টর পেরাল্তাকে-কে পরাজিত করিয়া হল্যান্ডের পক্ষে মুষ্টিযুদ্ধের প্রথম স্বর্ণপদক অর্জন করেন। আমেরিকান প্রতিযোগী হ্যারল্ডে ডিভাইন তৃতীয় স্থান অর্জন করেন।

লাইট ওয়েটে ইটালীর কার্লো ওরলান্দি আমেরিকার স্টিফেন হ্যালাইকো-কে অনায়াসেই পরাজিত করেন। সুইডেনের গান্নার বার্গগ্রেন ও অষ্টম অলিম্পিকে এ বিষয়ে বিজয়ী হ্যান্স নিয়েলসন যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করেন। ওয়েল্টার ওয়েটে নিউজিল্যান্ডের এডওয়ার্ড মর্গান আর্জেন্টিনার পল লান্দিনীকে পরাজিত করিয়া নিউজিল্যান্ডের পক্ষে প্রথম মুষ্টিযুদ্ধের স্বর্ণপদক অর্জ্জনের গৌরব লাভ করেন।

মিডল ওয়েটে ১৭ জন প্রতিযোগীর মধ্যে সপ্তম ও অষ্টম অলিম্পিক বিজয়ী লন্ডন পুলিশের হ্যারী ম্যালিনও ছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার বিজয়ের পর দীর্ঘ বার বৎসর কাটিয়া যাওয়ায় তাঁহার ক্ষিপ্রতাও যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। কিন্তু তবুও প্রত্যহ মুষ্টিযুদ্ধে পর পর দুইটি অলিম্পিকে স্বর্ণপদক প্রাপ্তির গৌরবে গরীয়ান এই মুষ্টিযোদ্ধার ক্রীড়াকৌশল দেখিবার জন্য অগণিত দর্শকের সমাগম হইত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই কীর্তিমান মুষ্টিযোদ্ধা সেমি-ফাইন্যালেই পরাজিত হইয়া অবসর গ্রহণ করিতে

* Walter Richter (*Die Olympischen Spiele in Amsterdam,* p. 79.) সময় ৪৮·২ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু অন্য কোন সূত্রে ইহার সমর্থন পাওয়া যায় না। মনে হয় ভ্রমক্রমে এরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে।

বাধ্য হন। প্রতিযোগিতায় তরুণ ইটালিয়ান মুষ্টিযোদ্ধা পিয়ারে' তস্‌কানি চেকোশ্লোভাকিয়ার জাঁ হারমানেক-কে পরাজিত করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। বেলজিয়ামের লিওনাড স্তেয়ার্ট ও হ্যারী ম্যালিন তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

লাইট হেভী ওয়েটে ১৬ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় আর্জেন্টিনার ভিক্টোরিয়ো আভেন্দানো জার্মানীর আর্নস্ট পিশ্চুল্লাকে পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। হল্যাণ্ডের কারেল মিলজোন তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

হেভী ওয়েটে মাত্র দশজন প্রতিযোগী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। আর্জেন্টিনার রডরিগ জুরাডো সুইডেনের নিল্‌স রামকে পরাজিত করিয়া অলিম্পিকের হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ন হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। ডেনমার্কের মাইকেল মিখাইলসন তৃতীয় ও নরওয়ের স্‌ভের্‌ সরস্‌ডাল চতুর্থ স্থান লাভ করেন। সরস্‌ডাল অষ্টম অলিম্পিয়াডে লাইট হেভী ওয়েটে তৃতীয় স্থান লাভ করিয়াছিলেন।

সাইক্লিং-এ এই অলিম্পিকে ২৭টি রাষ্ট্রের ১৬৮ জন সাইক্লিস্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। রোড রেসে অষ্টম অলিম্পিকে দূরত্ব ১৮৮ কিলোমিটার করা হইলেও এবার তাহা কমাইয়া ১৬৮ কিলোমিটার করা হয়। ফলে এই অলিম্পিকে কোন প্রতিযোগী অবসর গ্রহণ করেন নাই। প্রথম অলিম্পিকে ৮৭ কিলোমিটাব দূরত্ব নির্ধারিত হইলেও পঞ্চম অলিম্পিকে তাহা বাড়াইয়া ৩২০ কিলোমিটার করা হয়। পঞ্চম অলিম্পিকে ১২৩ জন প্রতিযোগীর ২৯ জন অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সপ্তম অলিম্পিকে দূরত্ব কমাইয়া ১৭৫ কিলোমিটার করা হয়। অষ্টম অলিম্পিকে দূরত্ব বাড়াইয়া ১৮৮ কিলোমিটার করা হইলে পুনরায় অবসর গ্রহণকারী প্রতিযোগীর সংখ্যা বাড়িয়া যায়। সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া নবম অলিম্পিয়াডের কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সহিত পরামর্শ করেন ও শেষ পর্যন্ত দূরত্ব ১৬৮ কিলোমিটারই নির্ধারিত হয়।

মোট ৬৩ জন সাইক্লিস্ট সাইকেলের এই ম্যারাথন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। শেষ পর্যন্ত ডেনমার্কের হ্যানরী হ্যানসেন ৪ ঘণ্টা ৪৭:১৮ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিজয় লাভ করেন। গ্রেট ব্রিটেনের ফ্রাঙ্ক সাউদাল ৪ ঘণ্টা ৫৪:৫৫ মিনিটে এবং সুইডেনের গোস্টা কার্লসন ৪ ঘণ্টা ৫৯:৫৫ মিনিটে* শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। হ্যানসেন ডেনমার্কের পক্ষে সাইক্লিং-এ প্রথম স্বর্ণপদক অর্জনের গৌরব লাভ করেন। অষ্টম অলিম্পিকের তুলনায় হ্যানসেনের সময় অনেক কম হইলেও রাস্তা খুব ভাল না থাকায় প্রত্যেকটি সাইক্লিস্ট অত্যধিক সময় গ্রহণ করেন। সপ্তম অলিম্পিকে স্ট্যানকুইস্ট ১৭৫ কিলোমিটার সাইক্লিং ৪ ঘণ্টা ৪০:০১·৮ সেকেণ্ডে অর্থাৎ দূরত্ব অধিক হওয়া সত্ত্বেও হ্যানসেন অপেক্ষা কম সময়ে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছিলেন।

দলগত রোড রেসেও দূরত্ব ১৬৮ কিলোমিটার স্থির করা হইয়াছিল। পনেরটি রাষ্ট্র হইতে ৫২ জন সাইক্লিস্ট ইহাতে অংশ গ্রহণ করে ও আম-

* Dr. Ferenc Mezo : *Les Jeux Olympiques Modernes*, p. 219. কিন্তু Dr. Fritz Wasner (*Olympia Lexikon*, p. 191) সময় ৫:০০:১৭ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

স্টার্ডামের বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করিয়া আবার স্টেডিয়ামেই আসিয়া প্রতিযোগিতা শেষ করে। হ্যানরী হ্যানসেনের নেতৃত্বে ডেনিশ সাইক্লিস্ট দল প্রথম হইতেই প্রাধান্য বিস্তার করে এবং শেষ পর্যন্ত হ্যানরী হ্যানসেন, এল. নিয়েলসন এবং জোরগেনসেনকে লইয়া গঠিত ডেনিশ দল ১৫ ঘণ্টা ০৯·১৪ মিনিটে* শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিজয় লাভ করেন। মিডলটন, জ্যাক লাউতারওয়াসার ও ফ্রাঙ্ক সাউদাল লইয়া গঠিত গ্রেট ব্রিটেন দল ১৫ঘঃ ১৪·২৯ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। গতবারের তৃতীয় স্থানাধিকারী সুইডেন এবারও তৃতীয় স্থান লাভ করে।

১০০০ মিটার টাইম ট্রায়াল (স্টান্ডিং স্টার্ট) এই অলিম্পিক হইতে প্রথম আরম্ভ হয়। ইহার পূর্বে প্রথম অলিম্পিক ও প্যান হেল্লেনিক গেমসে ৩৩৩·৩ মিটার টাইম ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হইলেও ইহার পূর্বে অলিম্পিকে কখনও ১০০০ মিটার ক্রীড়াসূচীতে গৃহীত হয় নাই। ১৪ জন সাইক্লিস্ট প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন ও ডেনমার্কের উইলি ফালক্ হ্যানসেন ১:১৪·২ মিনিটে** শেষ সীমান্ত অতিক্রম সরিয়া বিজয় লাভ করেন। হল্যান্ডের জি. বসক্ ফন্ ড্রেকস্টেইন† ও অস্ট্রেলিয়ার এডগার গ্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

১০০০ মিটার স্ক্র্যাচে ১৮ জন সাইক্লিস্ট অংশ গ্রহণ করেন। মোট ১০টি প্রাথমিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ও শেষ পর্যন্ত ফাইন্যাল রেসের পর ফ্রান্সের আর. বোঁফ্রা হল্যান্ডের এ. মাজাইরাক. উইলি ফালক্ হ্যানসেন ও জার্মানীর বার্নহার্ড পর্যায়ক্রমে প্রথম চারিটি স্থান অধিকার করেন।

২০০০ ট্যান্ডেমে ৭টি রাষ্ট্রের ১৪ জন সাইক্লিস্ট অংশ গ্রহণ করেন। চারটি টিম শেষ পর্যন্ত ফাইন্যালে উন্নীত হয়। প্রতিযোগিতায় হল্যান্ডের বার্নহার্ড লিন এবং ডি.. ফন জিক জয় লাভ করেন। গ্রেট ব্রিটেনের জ্যাক সাবিট ও আর্নেস্ট চেম্বার্স এবং জার্মানীর বার্নহার্ড ও কোঠার লইয়া গঠিত ট্যান্ডেম দল দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে। ডেনমার্ক এই অলিম্পিকে অধিকাংশ বিষয়ে জয় লাভ করিলেও এবং অষ্টম অলিম্পিকে ফালক হ্যানসেন ও ই. হ্যানসেনের ট্যান্ডেম দল রৌপ্য পদক অর্জন করিলেও এই অলিম্পিকে ট্যান্ডেমে মোটেই সুবিধা করিতে পারে নাই। ৪০০০ মিটার টিম পারস্যুটে ১২টি রাষ্ট্র হইতে ৪৮ জন সাইক্লিস্ট অংশ গ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় সপ্তম ও অষ্টম অলিম্পিকে বিজয়ী ইটালী দল এবারও বিজয় লাভ করে। এই দলে ছিলেন এল. তাসেল্লি, কাত্তানিও, সি. ফ্যাকিয়ানি ও এম. লুসিয়ানি। এই দল ৫:০১·৮ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করে। ব্রাসপেনিং, মাস, পিজনেনবার্গ ও ফন হার্স্ট লইয়া গঠিত হল্যান্ড দল ৫:০৬·২ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় এফ. ওয়াইল্ড, এল. ওয়াইল্ড ও পি. ওয়াইল্ড এবং ফ্রাঙ্ক সাউদাল লইয়া গঠিত গ্রেট ব্রিটেন দল ৪:৫২·৯ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ড এবং

* দলের তিনজন সাইক্লিস্টের সময়কে একত্র করিয়া এই সময় নির্ণীত হইয়াছে।

** *L' Encyclopedie Suedoise* (tom 11, p. 471) সময় ১৪·৬ সেকেন্ড বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মনে হয় ভ্রমক্রমেই এরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে।

† Julius Eichenberger Wagner (*Olympische Spiele,* 1912, p. 89) Drakenstain বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে কম সময়ে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিলেও দুর্ভাগ্য-বশতঃ ফাইন্যালে তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

মহিলাদের জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতা এই অলিম্পিক হইতে প্রথম আরম্ভ করা হয়। ব্যক্তিগত ও দলগত উভয় বিষয়েই প্রতিযোগিতা হইবে বলিয়া প্রথমে স্থির হইলেও পরে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ায় ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। হল্যান্ড, ইটালী, গ্রেট ব্রিটেন, হাঙ্গেরী ও ফ্রান্স হইতে মোট ৫০ জন প্রতিযোগিনী প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। হল্যান্ডের মহিলা জিমন্যাস্টগণ ৩১৬·৭৫ পয়েন্ট অর্জন করিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন ও মহিলা জিমন্যাস্টদের মধ্যে প্রথম অলিম্পিকের স্বর্ণপদক প্রাপ্তির গৌরব অর্জন করেন।

নবম অলিম্পিকে আধুনিক পেন্টাথ্‌লনে মোট ১৪টি দেশ যোগদান করে। এই অলিম্পিকে সুইডিশ প্রতিযোগীদের প্রভাব অক্ষুন্ন থাকিলেও তাঁহাদের জার্মান প্রতিযোগীদের সহিত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয়। সুইডিশ প্রতি-যোগীগণ প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্থান এবং জার্মান প্রতিযোগীগণ পঞ্চম ও অষ্টম স্থান অধিকার করে।

প্রতিযোগিতায় সুইডেনের সেনা বিভাগের স্ভেন থোফেল্ট অনায়াসেই বিজয়ী হন। অষ্টম অলিম্পিক বিজয়ী সুইডেনের বো লিন্ডম্যান ও জার্মানীর হেলমুথ কাল দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। মিঃ থোফেল্ট বর্তমানে সুইডিশ সেনাবিভাগের কর্নেল এবং আন্তর্জাতিক আধুনিক পেন্টাথ্‌লন এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী জেনারেল। আমেরিকা হইতে রিচার্ড মেয়োপিটার হাইনস, আউড্রে এস. নিউম্যান এবং ম্যানেজার হিসাবে মেজর হ্যারল্ড রেনীর যোগদান করিয়াছিলেন। এই চারজনেই বর্তমানে আমেরিকার সেনাবিভাগে জেনারেল হিসাবে নিযুক্ত।

নৌ-বাইচে মোট ১৮টি দেশের নাবিকগণ প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। মাত্র ১০৫ ফুট জলাশয় প্রতিযোগিতার জন্য নির্দিষ্ট হওয়ায় এবং প্রতিযোগী সংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধি পাওয়ায় হিটের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ফলে প্রতিযোগীদের নানা বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। কিন্তু এত অসুবিধা সত্ত্বেও প্রতিযোগিতার মান বেশ উন্নত হয়।

আট-দাঁড়ের নৌ-বাইচ প্রতিযোগিতায় আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্ররা গ্রেট ব্রিটেনের নাবিকদলকে পরাজিত করিয়া বিজয় লাভ করে। কিন্তু এই বিজয় লাভের জন্য তাহাদের ৫টি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে হয়।

সিঙ্গল স্কালে অস্ট্রেলিয়ার হেনরী পিয়ার্স অক্লেশে আমেরিকার কেনেথ মেয়ারকে পরাজিত করিয়া বিজয় লাভ করেন। হেনরী পিয়ার্সের পরিবারের প্রত্যেকেই সুদক্ষ নাবিক ছিলেন এবং তাঁহার পিতা এবং পিতামহ উভয়েই অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। ডব্‌ল স্কালে সপ্তম ও অষ্টম অলিম্পিকে বিজয়ী পল্‌ ভি. কস্টেলো তাঁহার পুরাতন জুড়ি বি. কেলীর সহায়তা না পাওয়ায় বাধ্য হইয়া ২৪ বৎসর বয়স্ক চার্লস ম্যাকল্‌ভেইনকে নিজের সহযোগী হিসাবে গ্রহণ করেন ও ক্যানাডার সুদক্ষ নাবিকদ্বয় জোসেফ রাইট ও আই. গেস্টকে পরাজিত করিয়া এই অলিম্পিকেও নিজ প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখেন। এই বিজয়ের ফলে কস্টেলো পর পর তিনটি অলিম্পিয়াডে বিজয়ের গৌরব লাভ করেন। চার-দাঁড়বিশিষ্ট নৌকা (হালসহ) প্রতিযোগিতায় ইটালী

সুইজারল্যান্ডকে পরাজিত করে ও হালছাড়া প্রতিযোগিতায় গ্রেট ব্রিটেন আমেরিকাকে পরাজিত করে। দুই-দাঁড়বিশিষ্ট হালছাড়া প্রতিযোগিতায় জার্মানী ইংলন্ড ও আমেরিকাকে পরাজিত করে এবং হালসহ নৌকা প্রতিযোগিতায় সুইজারল্যান্ড ফ্রান্সকে পরাজিত করে। বেসরকারী পয়েন্ট গণনায় আমেরিকা এই অলিম্পিয়াডেও গ্রেট ব্রিটেনকে অল্প পয়েন্টের ব্যবধানে পরাজিত করিয়া নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রাখে।

এই অলিম্পিয়াডে সন্তরণ প্রতিযোগিতায় পূর্ববর্তী সমস্ত অলিম্পিক অপেক্ষা অধিক প্রতিযোগী যোগদান করে এবং প্রতিযোতিাও পূর্বাপেক্ষা অনেক তীব্র ও উন্নত ধরনের হয়। ১০০ মিটার ফ্রি-স্টাইলে জনি ওয়েসমূলার এই অলিম্পিয়াডেও তাঁহার অপূর্ব সন্তরণপটুতার পরিচয় দেন ও ০:৫৮·৬ মিনিটে তাঁহার নিজস্ব অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করিয়া বিজয় লাভ করেন। হাঙ্গেরীর স্টিপেন বারানি ও জাপানের টাকাইসি যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। স্টিপেন বারানি এই অলিম্পিয়াডে ইউরোপিয়ান ক্রল নামক একটি নূতন ক্রল প্রথায় সন্তরণ করেন।

৪০০ মিটার ফ্রি-স্টাইলে আর্জেন্টিনার আলবার্টো জোরিলা ৫ মিনিট ০১·৬ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া জনি ওয়েসমূলার প্রতিষ্ঠিত গত অলিম্পিয়াডের রেকর্ড ভঙ্গ করিয়া বিজয় লাভ করেন। প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য, জোরিলা ব্যতীত আর্জেন্টিনার অন্য কোন সাঁতারু সাঁতারে অন্য কোন অলিম্পিয়াডে সাফল্য লাভ করেন নাই। এন্ড্রু চার্লটন, আর্নে বর্গ ও বাস্টার ক্র্যাব যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে উদীয়মান সূর্যের দেশ জাপানের তরুণ সাঁতারু ইয়োস্কিয়ুকি ৎসুরুটা ২ মিনিট ৪৮·৮ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া পূর্বের অলিম্পিয়াডের রেকর্ড ভঙ্গ করিয়া জয়লাভ করেন। ওয়াই. ৎসুরুটার প্রতিদ্বন্দ্বীদের অন্যতম ছিলেন সে যুগের বিখ্যাত জার্মান সাঁতারু এরিখ রেডমেকার। এরিখ রেডমেকার ২০০ গজ ও ৪০০ মিটারে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করিয়াছিলেন ও "রেডমেকার ক্রল" নামক একটি নূতন ক্রল প্রথার আবিষ্কার করিয়া সে যুগে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। ৎসুরুটা প্রকৃতপক্ষে রেডমেকার প্রবর্তিত ক্রল প্রথাতেই সন্তরণ করিতেন ও এইজন্য তাঁহাদের সাঁতার সমগ্র ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া জাগাইতে সমর্থ হয়। রেডমেকার লম্বায় ৬ ফুট ও অভিজ্ঞ বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী সাঁতারু কিন্তু ৎসুরুটা মাত্র ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি। দর্শকদের মধ্যে রেডমেকারের বিজয় সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল না, কিন্তু প্রত্যেকেই তাঁহাদের প্রতিযোগিতাকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু উপস্থিত প্রত্যেককে বিস্মিত করিয়া ৎসুরুটা ২ মিনিট ৪৮·৮ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন ও রেডমেকারকে প্রায় ২ গজের ব্যবধানে পরাজিত করিয়া প্রভূত অভিনন্দন লাভ করেন। এই প্রতিযোগিতাকে অলিম্পিকের সাঁতারের ইতিহাসের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সাঁতারের অন্যতম বলিয়া গণ্য করা হয়।*

* Rademacer.....lost one of the greatest races in swimming history by two clear yards. —Gilbert Collins : *The New Magic of Swimming*, p. 120.

ৎসরুটার বিজয় অলিম্পিকের সন্তরণের ইতিহাসে এক নব যুগের সৃষ্টি করে। পরবর্তী যুগে জাপানী সাঁতারুগণ অলিম্পিকে যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে ৎসরুটাকে তাহার অগ্রদূত বলা যাইতে পারে।

১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে আমেরিকান সাঁতারু জর্জ কোজাক ১ মিনিট ০৮·২ সেকেন্ডে সন্তরণ করিয়া নূতন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ডসহ বিজয় লাভ করেন। অপর আমেরিকান সাঁতারুদ্বয় ওয়াল্টার লফার ও পল ওয়্যাট* উভয়েই পূর্বের অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। কোজাক ও লফার ১০০ মিটার ফ্রি-স্টাইলে যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান লাভ করিয়াছিলেন।

১৫০০ মিটার ফ্রি-স্টাইলে আর্নে বর্গ ১৯ মিনিট ৫১·৮ সেকেন্ডে নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করিয়া শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন ও গত অলিম্পিয়াডে ১৫০০ মিটারে বিজয়ী এন্ড্রু চার্লটনকে পরাজিত করিয়া বিজয় লাভ করেন। চার্লটন, ক্র্যাব ও জোরিলা যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম স্থান লাভ করেন।

৪×২০০ মিটার রিলেতে অস্টিন ক্র্যাপ, ওয়াল্টার লফার, জর্জ কোজাক ও জনি ওয়েসমুলার লইয়া গঠিত আমেরিকান দল ৯ মিনিট ৩৬·২ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন ও নূতন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড সহ প্রতিযোগিতায় বিজয় লাভ করেন। জাপান ও ক্যানাডা যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। জনি ওয়েসমুলার রিলে দলের সভ্য হিসাবে অলিম্পিকে তাঁহার পঞ্চম স্বর্ণপদক অর্জন করেন।

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সাঁতারুদের অন্যতম জনি ওয়েসমুলার এই অলিম্পিকের পর অপেশাদার প্রতিযোগিতা হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন ও তাঁহার চিকিৎসক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য তাঁহাকে সন্তরণের উপদেশ দেন।

১০০, ২২০, ৩০০, ৪৪০, ৫০০, ৮০০ গজ ও ১০০, ২০০, ৪০০, ৫০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল ও ১৫০ গজ ব্যাক স্ট্রোকে বিশ্ব রেকর্ড তাঁহার স্বল্পকাল-স্থায়ী অপেশাদার সন্তরণ প্রতিযোগিতার এক অবিস্মরণীয় কীর্তি বলিয়া পরিগণিত। বস্তুতঃপক্ষে অবসর গ্রহণের পূর্বে অর্ধ মাইল পর্যন্ত সমস্ত দূরত্বেই তিনি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সাঁতারু ছিলেন।

পেশাদার সাঁতারু হিসাবে ওয়েসমুলার অতঃপর ছায়াচিত্রাভিনেতারূপে হলিউডে যোগদান করেন ও অল্প কালের মধ্যেই চিত্রজগতের "টার্জন" হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। অপেশাদার সন্তরণে তিনি যেমন আজও সন্তরণ জগতের বিস্ময় তেমনি তিনি "টার্জন" হিসাবে বিশ্বের অগণিত শিশুর মনোরাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বর।

ওয়েসমুলারের সতীর্থ সুইডেনের আর্নে বর্গের স্বল্পকালস্থায়ী সন্তরণ প্রতিযোগিতার ইতিহাসও এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অষ্টম অলিম্পিকে তিনি প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন ও প্রথম প্রতিযোগিতাতেই ৪০০ মিটার ও ১৫০০ মিটার ফ্রি-স্টাইলে দ্বিতীয়, ১০০ মিটার ফ্রি-স্টাইলে চতুর্থ ও ৪×২০০ মিটার রিলেতে তৃতীয় স্থানাধিকারী সুইডিশ দলের সভ্য ছিলেন। নবম

* Walter Richter (*Die Olympischen Spiele in Amsterdam*, p. 91) সম্ভবতঃ ভ্রমক্রমে ওয়ায়ার্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

অলিম্পিকে ১৫০০ মিটার ফ্রি-স্টাইলে প্রথম, ৪০০ মিটার ফ্রি-স্টাইলে তৃতীয় এবং রিলেতে পঞ্চম স্থানাধিকারী সুইডিশ দলের অধিনায়ক ছিলেন। ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত তিনি ৫০০ গজ, ১০০০ গজ, ১৫০০ মিটার এবং এক মাইল বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী ছিলেন।*

স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং-এ ২৪ জন ডাইভার অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় অষ্টম অলিম্পিকে রৌপ্য পদকপ্রাপ্ত আমেরিকান ডাইভার পেট ডেসজার্ডিনস্ সহজেই স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য ফাইন্যালের ৯ জন ডাইভারের মধ্যে ঈজিপ্টের জারিফ সিমাইকাও ছিলেন। ,

প্রতিযোগীদের প্রত্যেককে ৫টি বাধ্যতামূলক ও ৬টি স্বেচ্ছামূলক ডাইভ দিতে হয়। পেট ডেসজার্ডিনস্ শেষ পর্যন্ত সম্ভাব্য ২০২ পয়েন্টের মধ্যে ১৮৫·০৪ পয়েন্ট অর্জন করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। আমেরিকার মাইকেল গালিজেন ও ঈজিপ্টের জারিফ সিমাইকা দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। গালিজেন দুই পয়েন্টের কম ব্যবধানে সিমাইকাকে পরাজিত করেন এবং এই ফলাফল সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

প্ল্যাটফর্ম ডাইভিং-এ সিমাইকা দর্শকবৃন্দের মধ্যে অদ্ভুত সাড়া জাগাইতে সক্ষম হন। তাঁহার আড়াই পাকের "সমারসল্ট" প্রত্যেককে চমৎকৃত করে। শূন্যে মাত্র ৩৫ ফুট জায়গায় কিভাবে আড়াই পাকের 'সমারসল্ট' সম্ভব তাহা অধিকাংশ দর্শকেরই বোধগম্য হয় নাই। প্রতিযোগিতা শেষে সিমাইকাই বিজয়ী বলিয়া ঘোষিত হন। সামরিক বাদ্যে জাতীয় সংগীতের সহিত পতাকাদণ্ডে মিশরের পতাকা উত্তোলিত হয়। স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং-এ বিজয়ী পেট ডেসজার্ডিনস্ দ্বিতীয় বলিয়া ঘোষিত হন।

কিন্তু অপরাহ্নে বিচারকমণ্ডলীর এক সভায় ধরা পড়ে যে গণনার ভুলে ডেসজার্ডিনসের স্থলে সিমাইকাকে বিজয়ী বলিযা ঘোষণা করা হইয়াছে। ফলাফল অনুযায়ী পুনরায় ঘোষণা করিয়া ডেসজার্ডিনসকে বিজয়ীর সম্মান দেওয়া হয়** এবং স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং-এ দ্বিতীয় মাইকেল গালিজেন তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

মহিলা বিভাগের সন্তরণে ১৭টি রাষ্ট্র হইতে ৯৫ জন মহিলা অংশ গ্রহণ করেন। পঞ্চম অলিম্পিকে মহিলাদের সন্তরণ অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচীভুক্ত হইবার পর অন্য কোন অলিম্পিকে এত মহিলা সাঁতারু অংশ গ্রহণ করেন নাই। এই অলিম্পিকের সন্তরণ প্রতিযোগিতাও অন্যান্য প্রত্যেকটি অলিম্পিক অপেক্ষা উন্নততর হয়।

১০০ মিটার সাঁতারে ১১টি রাষ্ট্রের ২৪ জন মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ছয়টি প্রাথমিক হিট ও দুইটি সেমি-ফাইন্যালের পর ছয়জন মহিলা ফাইন্যালে উন্নীত হন ও ইহার মধ্যে তিনজনই ছিলেন আমেরিকান। প্রতিযোগিতায় আমেরিকান সন্তরণপটীয়সী এলবিনা ওসিপোরিচ ১:১১ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ড সহ বিজয় লাভ করেন। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী আমেরিকান সাঁতারু এলোনোরা গ্যারেটিভ পূর্ববর্তী অলিম্পিক

* *Handbook of Amateur Swimming Association,* 1934, Ed. by Harold E. Fern, p. 243.

**Johny Weissmuller: *Swimming the American Crawl,* p. 180.

রেকর্ড ভঙ্গ করেন। *গ্রেট ব্রিটেনের মার্গারেট কুপার তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

৪০০ মিটার ফ্রি-স্টাইলে ১৮ জন প্রতিযোগিনী অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় অষ্টম অলিম্পিকে বিজয়িনী মার্থা নরেলিয়াস বিজয়লাভ করেন কিন্তু সমস্ত পথ তাঁহাকে হল্যাণ্ডের তরুণ সাঁতারু মেরী ব্রাউনের সহিত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। বাছাই করার প্রতিযোগিতায় ব্রাউন উন্নততর ফলাফল প্রদর্শন করিলেও ফাইন্যালে অলিম্পিক সন্তরণ প্রতিযোগিতার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা না থাকায় অধিকতর অভিজ্ঞ নরেলিয়াসের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হন। নরেলিয়াস এই অলিম্পিকে বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করেন ও পর পর দুইটি অলিম্পিকে স্বর্ণপদক অর্জন করেন। মেরী ব্রাউন দ্বিতীয় ও আমেরিকান সাঁতারু জোসেপাইন ম্যাককীম তৃতীয় স্থান লাভ করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য প্রথম তিনজন সাঁতারুই পূর্ববর্তী অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন।

১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোক কেবলমাত্র অষ্টম অলিম্পিক হইতে ক্রীড়াসূচীভুক্ত করা হয় কিন্তু ইহা সে সময় পর্যন্ত যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয় নাই। প্রধানতঃ গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকান ও ডাচ প্রতিযোগিনীরাই ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন। ৩টি প্রাথমিক প্রতিযোগিতার পর মাত্র ছয়জন ফাইন্যালে উন্নীত হন। ডাচ প্রতিযোগিনী মেরী ব্রাউন ৪০০ মিটার ফ্রি-স্টাইলে বিশেষ সুবিধা করিতে সক্ষম না হইলেও বাছাই করার দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায় ১:২১·৬ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নূতন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করায় তাঁহার বিজয় সম্পর্কে সকলেই নিশ্চিত ছিলেন। ফাইন্যালে তিনি পরিশ্রান্ত থাকায় আশানুরূপে ফলাফল প্রদর্শনে সক্ষম না হইলেও ১:২২ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিজয় লাভ করেন। প্রসংগক্রমে উল্লেখযোগ্য মেরী ব্রাউনই সন্তরণে হল্যাণ্ডের পক্ষে প্রথম স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক অর্জন করেন। ১:২২·২ এবং ১:২২·৮* মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেন গ্রেট ব্রিটেনের এলিজাবেথ কিং ও মার্গারেট কুপার। কুপার ১০০ মিটার ফ্রি-স্টাইলেও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক ও অষ্টম অলিম্পিক হইতে আরম্ভ করা হয় কিন্তু এই প্রতিযোগিতায় ২১ জন প্রতিযোগিনী অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় জার্মানীর হিলদে স্রাদর ৩:১২·৬ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নূতন অলিম্পিক ও বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করিয়া বিজয় লাভ করেন। স্রাদর সেমিফাইন্যালে ৩:১১·২ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়াও নূতন রেকর্ড স্থাপন করেন**। হল্যাণ্ডের মেরী ব্যারন ও জার্মানীর লট হিলদেসামমুহে যথাক্রমে ৩:১৫·২ ও ৩:১৭·৬ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য প্রথম ছয়জন প্রতিযোগিনীই পূর্ববর্তী অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন। ৪×১০০ মিটার

* Walter Richter (*Die Olympischen Spiele in Amsterdam*, p. 94) সময় ১:২২·৪ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু অন্য কোন সূত্রে ইহার সমর্থন পাওয়া যায় না।

** Dr. Fritz Wasner : *Olympia Lexikon*, p. 88. অন্য কোন সূত্রে ইহার সন্ধান পাওয়া যায় না· কিন্তু স্রাদর জার্মান প্রতিযোগিনী হওয়ায় ডাঃ ফ্রিজ ওয়াজনারের এই অভিমত উদ্ধৃত করা হইল।

রিলেতে ৭টি দল যোগদান করায় বাছাই করার জন্য একটি প্রাথমিক প্রতিযোগিতা করিতে হয়। শেষ পর্যন্ত একটি দলকে বাদ দিয়া ছয়টি দলকে ফাইন্যালে যোগ দিতে দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতায় এডিলেড ল্যাম্বার্ট, আল্‌বিনা ওসিপোভিচ, এলনোরা গ্যারেটি ও মার্থা নরেলিয়াস লইয়া গঠিত আমেরিকান মহিলা জাতীয় দল ৪:৪৭·৬ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া অষ্টম অলিম্পিকে প্রতিষ্ঠিত নিজেদের রেকর্ড ভঙ্গ করেন। কুপার, স্টুয়ার্ট, ট্যানার ও কিং গঠিত গ্রেট ব্রিটেন দ্বিতীয় ও দক্ষিণ আফ্রিকা তৃতীয় স্থান লাভ করে।

স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং-এ প্রতিযোগিতা প্রধানতঃ আমেরিকা ও জার্মানীর মহিলা ডাইভারদের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে ও ইহা লইয়া খুব বেশী উৎসাহও পরিলক্ষিত হয় নাই। এই অলিম্পিক হইতে পয়েন্ট গণনার পদ্ধতির পরিবর্তন করা হয় ও সম্ভাব্য ৯১ পয়েন্টের মধ্যে ৭৮·৬২ পয়েন্ট অর্জন করিয়া আমেরিকার হেলেন মেনে প্রথম স্থান অধিকার করেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানও অধিকার করেন দুইজন আমেরিকান ডাইভার—ডরোথি পয়েন্টন ও জর্জিয়া কোলম্যান*। মেনে অষ্টম অলিম্পিকে হাই ডাইভিং-এ পঞ্চম স্থান লাভ করিয়াছিলেন।

হাই ডাইভিং অবশ্য যথেষ্ট প্রতিযোগিতামূলক হয়। ফলে এ বিষয়ে বাছাই করার প্রাথমিক প্রতিযোগিতা করিতে হয় ও শেষ পর্যন্ত ছয়জন প্রতিযোগিনীকে ফাইন্যালের জন্য নির্বাচিত করা হয়। শেষ পর্যন্ত আমেরিকান ডাইভার বেটি পিঙ্কস্টন সম্ভাব্য ৩৮ পয়েন্টের মধ্যে ৩১·৬০ পয়েন্ট অর্জন করিয়া বিজয় লাভ করেন। স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং-এ তৃতীয় স্থানাধিকারিণী জর্জিয়া কোলম্যান দ্বিতীয় ও সুইডিশ ডাইভার লালা সোকুইস্ট-লার্সেন তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

ওয়াটার পোলোতে ১৪টি রাষ্ট্র হইতে ১৪টি দল অংশ গ্রহণ করে। প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় হাঙ্গেরী আর্জেন্টাইনকে ১৪-০ গোলে পরাজিত করিয়া অলিম্পিকের ওয়াটার পোলোতে গোল সংখ্যার এক নূতন রেকর্ড স্থাপন করে। এই প্রতিযোগিতার পর হাঙ্গেরী ওয়াটার পোলোয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে ক্রমশঃ প্রাধান্য বিস্তার করিতেছে তাহা নিঃসংশয়াতীতরূপে প্রমাণ করে। কোয়ার্টার ফাইন্যালে ফ্রান্স মাল্টাকে ১৬-০ গোলে পরাজিত করিয়া হাঙ্গেরীর রেকর্ড ভঙ্গ করিয়া আবার নূতন রেকর্ড স্থাপন করে।

সেমি ফাইন্যালে জার্মানী গ্রেট ব্রিটেনকে ৮-৫ গোলে ও হাঙ্গেরী ফ্রান্সকে ৫-৩ গোলে পরাজিত করিয়া ফাইন্যালে উঠে। শেষ পর্যন্ত জার্মানী ৫-২ গোলে হাঙ্গেরীকে পরাজিত করিয়া ওয়াটার পোলোর প্রথম ও একমাত্র স্বর্ণ পদক লাভ করে।

ইকুইস্ট্রারিয়ান প্রতিযোগিতার উদ্বোধন উপলক্ষ্যে মেজর জেনারেল বি. হেনরী এ সম্বন্ধে এক বিবৃতি পাঠ করেন। তাঁহার বিবৃতিতে জানা যায় সামরিক প্রতিযোগী ব্যতীত অসামরিক প্রতিযোগীবৃন্দের জন্য প্রতিযোগিতার দ্বার উন্মুক্ত করা হইয়াছে এবং এই অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় পর্যাপ্ত সংখ্যক অসামরিক প্রতিযোগীও অংশ গ্রহণ করিয়াছে। মোট কুড়িটি রাষ্ট্র হইতে ১৪২ জন অশ্বারোহী ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন ও প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিবার পর

* Fick (*Olympia*, p. 44) জর্জিয়া কোলম্যানকে দ্বিতীয় ও ডরোথি পয়েন্টনকে তৃতীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ভ্রমক্রমেই এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে।

হইতে একাদশ অলিম্পিক পর্যন্ত অন্য কোন অলিম্পিকে এত অধিক সংখ্যক প্রতিযোগী ইহাতে অংশ গ্রহণ করে নাই।

তিন দিনব্যাপী প্রতিযোগিতার ব্যক্তিগত ও দলগত উভয় বিষয়েই হল্যাণ্ডের অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারবৃন্দ সাফল্য লাভ করেন। ব্যক্তিগত বিষয়ে অষ্টম অলিম্পিকে চতুর্থ স্থানাধিকারী লেঃ ফার্ডিন্যাণ্ড পাহুদ দ্য মর্টাঙ্গেস বিজয় লাভ করেন। দ্বিতীয় স্থানও হল্যাণ্ডের জি. দ্য ক্রুয়িক (জুনিয়র) অধিকার করেন। জার্মানীর ব্রুনো নিউম্যান অষ্টম অলিম্পিক বিজয়ী এ. ডি. সি. ফন্ দার ভোর্ট ভন জিপ যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

থ্রি ডে ইভেন্টের দলগত বিষয়ে লেঃ ফার্ডিন্যাণ্ড পাহুদ দ্য মর্টাঙ্গেস, জি. দ্য ক্রুয়িক (জুনিয়র) এবং ফন্ দার ভোর্ট ভন জিপ লইয়া গঠিত হল্যাণ্ড দল সম্ভাব্য ৬,০০০ পয়েন্টের মধ্যে ৫,৮৬৫·৬৮ পয়েন্ট অর্জন করিয়া এ বিষয়ে দ্বিতীয় বার হল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখেন। নরওয়ে ও পোল্যাণ্ড যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে। ভন জিপ অষ্টম অলিম্পিকে ব্যক্তিগত বিষয়ে বিজয় লাভ করিয়াছিলেন এবং দ্য মর্টাঙ্গেস ও দ্য ক্রুয়িকের সঙ্গে দলগত বিষয়ে জয় লাভ করিয়াছিলেন। ভন জিপ ও দ্য মর্টাঙ্গেস অষ্টম ও নবম অলিম্পিক লইয়া তিনটি স্বর্ণপদক এবং দ্য ক্রুয়িক পিতাপুত্রে দুইটি অলিম্পিকে মোট দুইটি স্বর্ণ ও একটি রৌপ্যপদক লাভ করেন।

ড্রেসেজের ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা পঞ্চম অলিম্পিক হইতে ক্রীড়াসূচীভুক্ত করা হইয়াছিল, এই অলিম্পিক হইতে দলগত বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই অলিম্পিক হইতে ড্রেসেজের একটি সুসংবদ্ধ প্রতিযোগিতা আরম্ভ করা হয়। ক্রীড়াক্ষেত্রের মাপ বাড়াইয়া ৬০×২০ মিটার করা হয় ও প্রত্যেক প্রতিযোগীর জন্য ১৫ মিনিট সময় বাঁধিয়া দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতায় জার্মানীর কার্ল ফন ল্যাঙ্গেন সম্ভাব্য ২৭০ পয়েন্টের মধ্যে ২৩৭·৪২ পয়েন্ট অর্জন করিয়া স্বর্ণ পদক লাভ করেন ও সুইডেনের ১৬ বৎসরের প্রাধান্য নষ্ট করিয়া দেন। ফরাসী অশ্বারোহী সি. এল. পি. মারিয়োঁ ২৩১ পয়েন্ট ও সুইডেনের রাগনার ওলসন ২২৯·৭৮* পয়েন্ট পাইয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। দলগত বিষয়েও কার্ল ফন ল্যাঙ্গেন, লিঙ্কেনবাক এবং ফন লজবেক লইয়া গঠিত জার্মান দল বিজয় লাভ করে। সুইডিশ ও হল্যাণ্ড দল যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে।

"প্রিক্স দ্য ন্যাশন"-এর ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় এই অলিম্পিকে ৪৬ জন অশ্বারোহী অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় চেকোশ্লোভাকিয়ার এফ. ভেণ্টুরা সহজেই বিজয় লাভ করেন। ফরাসী অশ্বারোহী এম. এল. এম. জে. বাত্রাঁ ও সুইস অশ্বারোহী কাসিমির কুন যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। বেসরকারী পয়েন্ট গণনায় হল্যাণ্ড সহজেই বিজয় লাভ করে। পোলো খেলা এই অলিম্পিকে অনুষ্ঠিত হয় নাই।

অসি-সঞ্চালন কলাকৌশল প্রতিযোগিতায় ২৭টি রাষ্ট্রের ২৭৭ জন অসি-সঞ্চালক অংশ গ্রহণ করেন ও তীব্র প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হয়। লুসিয়্যাঁ গোদ্যাঁ এই অলিম্পিকে তাঁহার অপূর্ব অসি-সঞ্চালন কৌশলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অসি-

* Julius Eichenberger Wagner (*Olympische Spiele*, 1912, p. 95) ম্যারিয়োঁ ও ওলসন যথাক্রমে ২৩০·৪২ ও ২২৯·৭২ পয়েন্ট পাইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

সঞ্চালকদের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হন। ফনস্ট্ ও নাদীর পর অন্য কোন অসি-সঞ্চালকই তাঁহার ন্যায় অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শনে সক্ষম হন নাই।

ব্যক্তিগত ফয়েলে এই অলিম্পিকে ৫৪ জন প্রতিযোগী অসি-সঞ্চালন কৌশলের ক্রমাগত জনপ্রিয়তার প্রমাণ দেয়। প্রতিযোগিতায় লুসিয়াঁ গোদ্যাঁ অনায়াসেই তাঁহার প্রাধান্য বিস্তার করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। এই স্বর্ণ-পদক অর্জনের জন্য তাঁহাকে মোট ২৪টি লড়াই করিতে হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন যথাক্রমে জার্মানীর এরউইন ক্যাসমির ও ইটালীর গিউলিয়ো গোদিনি।

ব্যক্তিগত ইপিতে এবার প্রতিযোগী সংখ্যা হ্রাস পায়। প্রাথমিক প্রতি-যোগিতার পর ১০ জন ফাইন্যালে উঠে এবং গোদ্যাঁ এ বিষয়েও ফরাসী অসি-সঞ্চালক বুখার'কে পরাজিত করিয়া নিজের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন উপাধির সার্থকতা প্রমাণ করেন। এই প্রতিযোগিতার স্বর্ণপদক অর্জনের জন্য তাঁহাকে ৩৫টি লড়াই করিতে হয় এবং প্রত্যেকটিতেই তিনি নিজের প্রাধান্য বজায় রাখেন। তৃতীয় স্থান অধিকার করেন আমেরিকান অসিসঞ্চালক নৌ-বিভাগের অফিসার লেঃ জর্জ কালনান। ইহার পূর্বে কোন আমেরিকান অসি-সঞ্চালকের পক্ষে অসি-সঞ্চালন কলাকৌশলের তিনটি ব্যক্তিগত বিষয়ের কোনটিতেই কোন পদক লাভের সৌভাগ্য হয় নাই। অষ্টম অলিম্পিক বিজয়ী বেলজিয়ান অসি-সঞ্চালক চার্লস দেলপোর্ট ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। দলগত ইপি ও দলগত ফয়েল উভয় বিষয়েই ফ্রান্স ইটালীর নিকট পরাজিত হওয়ায় লুসিয়া গোদ্যাঁ অল্পের জন্য তাঁহার পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্বর্ণপদক হইতে বঞ্চিত হন।

সেবারে ৪৪ জন অসিসঞ্চালক অংশ গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র হাঙ্গেরীর যোগদানে প্রত্যেকেই হাঙ্গেরীর বিজয় সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন। ফাইন্যালে দুইজন হাঙ্গেরিয়ান অসিসঞ্চালক বিজয় গৌরবের জন্য পরস্পরের সম্মুখীন হন। এর মধ্যে এটিলা পেটস্চাউর ১৯২৫ সালে ওস্টেণ্ডে, ১৯২৭ সালে ভিসিতে এবং ১৯২৬ সালে বুডাপেস্টে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করিয়াছিলেন। অপর অসিসঞ্চালক ওডন টারজেস্টেনেস্কি বয়সে অপেক্ষাকৃত নবীন ছিলেন এবং ১৯২৭ সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পেটস্চাউরকে পরাজিত করিয়া দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়াছিলেন।

প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক এই প্রতিযোগিতা ডাচ ক্রীড়ামোদীগণকে প্রচুর আনন্দ দান করে। প্রত্যহই অসিসঞ্চালনের জন্য নির্দিষ্ট ইনডোর স্টেডিয়ামটি দর্শকে একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। প্রতিযোগিতায় ওডন টারজেস্টেনেস্কি ও এটিলা পেটস্চাউর উভয়েই ৯টি করিয়া বিজয় লাভ করায় প্রথম স্থান অমীমাংসিত থাকে। প্রথম স্থান নির্ধারণের জন্য পুনরায় ৭টি লড়াই হয় এবং এবার টারজেস্টেনেস্কি ৫-২-এ জয় লাভ করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। ইটালীর বিনো বিনি তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ১৯২৬ ও ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হাঙ্গেরিয়ান অসিসঞ্চালক এইচ. গোমবোস্ পঞ্চম এবং ব্যক্তিগত ফয়েলে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী জার্মান অসিসঞ্চালক এরউইন ক্যাসমির ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন।

দলগত সেবারে হাঙ্গেরীর সামরিক বিভাগের ওডন টারজেস্টেনেস্কি, এটিলা পেটস্চাউর, ডাঃ সেন্ডর গোমবোস্, গুইলা গ্লেকাইস, জোসেফ র‍্যাডি, জেনস গারাই লইয়া গঠিত হাঙ্গেরী দল বিজয় লাভ করে। -দলগত বিষয়ে চতুর্থ অলিম্পিয়াড হইতে হাঙ্গেরী যে বিজয় অভিযান আরম্ভ করে সপ্তম

অলিম্পিয়াডে আমন্ত্রিত না হওয়ায় তাহা ব্যাহত হইয়াছিল। এই অলিম্পিয়াড হইতে হাঙ্গেরীর বিজয় অভিযান পুনরায় চলিতে থাকে ও তাহা ষোড়শ অলিম্পিয়াড পর্যন্তও অক্ষুণ্ণ আছে। এই অলিম্পিয়াডের পরই বুদাপেস্টের উপকণ্ঠে এক শোচনীয় মোটর দুর্ঘটনায় টারজেস্টেনেস্কি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মহিলাদের ব্যক্তিগত ইপিতে এই অলিম্পিয়াডে ১১টি দেশ হইতে ২৭ জন প্রতিযোগিনী অংশ গ্রহণ করেন। মোট ১৬২টি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ও বিজয়ী জার্মান মহিলা হেলেন মেয়ারকে ২০টি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিতে হয়। গ্রেট ব্রিটেনের এম. ফ্রিম্যান দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানও দুইজন জার্মান মহিলা কর্তৃক অধিকৃত হয়। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ফ্রিম্যান গত অলিম্পিয়াডে চতুর্থ স্থান লাভ করিয়াছিলেন।

জিমন্যাস্টিকে তিনদিন ব্যাপী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং সুইজারল্যাণ্ডের জিমন্যাস্টদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। সুইজারল্যাণ্ডের জর্জ মেইজ ১৯·১৭ পয়েন্ট পাইয়া হোরাইজেন্টলবারে বিজয় লাভ করেন। ইটালীর রোমিও নেরী ও সুইজারল্যাণ্ডের অপর জিমন্যাস্ট ইউজেন ম্যাক দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ইটালীয়ান জিমন্যাস্ট লুকোটি এবং হ্যানগি যুগ্ম ভাবে চতুর্থ এবং যুগোশ্লাভিয়ার যোশেফ প্রিমোজিক ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন।

পোমেল্ড হর্স-এ ৮৭ জন জিমন্যাস্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রতিযোগিতায় সুইস জিমন্যাস্টদ্বয়—হ্যারম্যান হ্যানগি ও জর্জ মেইজ যথাক্রমে ২৯·৭৫ ও ১৯·২৫ পয়েন্ট* অর্জন করিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। ফিনিশ প্রতিযোগী হেইকি স্যাভোলেইনেন** ও অষ্টম অলিম্পিকে প্যারালালবারে বিজয়ী এবং হোরাইজেন্টলবার ও পোমেল্ড হর্স-এ দ্বিতীয় স্থানাধিকারী সুইডিশ জিমন্যাস্ট অগাস্ট গুটিংগার যথাক্রমে পঞ্চম স্থান লাভ করেন।

ফ্লাইং রিং-এও ৮৭ জন জিমন্যাস্ট অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় অষ্টম অলিম্পিকে সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ এবং কুশলী জিমন্যাস্ট এবং লং হর্স ও এ বিষয়ে চতুর্থ স্থানাধিকারী যুগোশ্লাভিয়ার লিওঁ স্টুকেলি+ ১৯·২৫ এবং তৃতীয় স্থানাধিকারী চেকোশ্লোভাকিয়ার লাদিশ্লাভ ভাচা ১৯·১৭ পয়েন্ট অর্জন

* Dr. Ferenc Mezo (*Les Jeux Olympiques Modernes,* p. 220)-এর মতে ৫৯·২৫ ও ৫৭·৭৫ পয়েন্ট। Walter Richter (*Die Olympischen Spiele in Amsterdam*, p. 166) জর্জ মেইজের পয়েন্ট সংখ্যা ৫৮ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

** Zoltan Duckstein (*Muveszi es Versenytorna,* p. 111) এবং Martti Jukola (*Urheilun Pikku Jattilainen*) স্যাভোলেইনেনের পয়েন্ট সংখ্যা যথাক্রমে ৫৭·৫০ ও ৫৬·৬০ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। Walter Richter (*Die Olympischen Spiele in Amsterdam,* p. 166) ভ্রমক্রমে চতুর্থ স্থানাধিকারী সুইডিশ জিমন্যাস্ট স্টেইনম্যানকে তৃতীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

\+ Dr. Ferenc Mezo (*Les Jeux Olympiques Modernes,* p. 220) স্টুকেলি, ভাচা ও লফলারের পয়েন্ট সংখ্যা যথাক্রমে ৫৭·৭৫, ৫৭·৫০ ও ৫৬·৫০ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। Martti Jukola (*Urheilun Pikku Jattilainen*) ভ্রমক্রমে ই. লফলারের পয়েন্ট সংখ্যা ৫৫·৫০ ও নাম বি. লফলার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

করিয়া যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। অপর চেকোশ্লোভা-কিয়ান জিমন্যাস্ট ই. লফলার তৃতীয় ও অষ্টম অলিম্পিকে সর্বাবিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও কুশলী জিমন্যাস্ট প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থানাধিকারী বেডরিখ্ সুপসিক ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন।

প্যারালালবারে লাদিশ্লাভ ভাচা, যুগোশ্লাভিয়ার জোশেফ প্রিমোজিক* এবং হ্যারম্যান হ্যানগি** যথাক্রমে ১৮·৮৩, ১৮·৫০ ও ১৮·৮ পয়েন্ট অর্জন করিয়া প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করেন। ভাচা ও স্টুকেলি ব্যতীত অন্য কোন জিমন্যাস্টের পক্ষে সুইস জিমন্যাস্টদের পরাজিত করা সম্ভব হয় নাই। সুপসিক চেকোশ্লোভাকিয়ার গাজদোর সহিত যুক্তভাবে চতুর্থ স্থান লাভ করেন। ভাচা অষ্টম অলিম্পিকে প্যারালালবারে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া-ছিলেন।

লং হর্স ভল্টিং-এ সুইজারল্যান্ডের ইউজেন ম্যাক, চেকোশ্লোভাকিয়ার ই. লফলার ও যুগোশ্লাভিয়ার স্টেন ডেরগা† যথাক্রমে ৯·৫৮, ৯·৫০ ও ৯·৪৬ পয়েন্ট পাইয়া প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করেন। প্রিমোজিক ও জর্জ মেইজ যুক্তভাবে চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

"সর্বাবিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও কুশলী জিমন্যাস্ট" প্রতিযোগিতার জন্য ৮৮ জন জিমন্যাস্ট অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় হোরাইজেন্টলবার, প্যারালাল-বার লং হর্স, পোম্যান্ড হর্স ও রিং—এই পাঁচটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অষ্টম অলিম্পিকে রজ্জু আরোহণ ক্রীড়াসূচীভুক্ত করা হইলেও এই অলিম্পিকে তাহা পরিত্যক্ত হয়।

প্রতিযোগিতা খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয় ও সুইডিশ জিমন্যাস্টদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। প্রতিযোগিতায় সুইডিশ জিমন্যাস্ট জর্জ মেইজ ২৪৭·৬০ পয়েন্ট পাইয়া জয় লাভ করেন। মাত্র ·৯৮ পয়েন্টের ব্যবধানে পরাজিত হইয়া হ্যারম্যান হ্যানগি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। লিও স্টুকেলি, রোমিও নেরী ও যোশেফ প্রিমোজিক পর্যায়ক্রমে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান লাভ করেন। এই বিষয়ের দলগত প্রতিযোগিতায়ও হ্যানগি, মেইজ, ম্যাক, ওয়েজেল, স্টেনম্যান, গুটিংগার, গ্রেডার ও ফিস্টার লইয়া গঠিত সুইডিশ দল এবং ভাচা, লফলার গ্যাজডোজ, এফেনবার্জার, সুপসিক, ভেসেলি, কোর্টনি এবং টিকাল লইযা গঠিত চেকোশ্লোভাক দল যথাক্রমে ১৭১৮·৬২৮ ও ১২১২·২৫০ পয়েন্ট পাইয়া প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। যুগো-শ্লাভিয়া তৃতীয় স্থান অধিকাব করে।

* Dr. Ferenc Mezo (*Les Jeux Olympiques Modernes,* p. 220) পয়েন্ট সংখ্যা যথাক্রমে ৫৬·৫০, ৫৫ ৫০ ও ৫৪ ২৫ বলিযা উল্লেখ করিয়াছেন। Martti Jukola প্রিমোজিকের পয়েন্ট সংখ্যা ৫৫·৩০ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

** Martti Jukola (*Urheilun Pikku Jattilainen,* p. 870) ভ্রমক্রমে ফরাসী জিমন্যাস্ট জি. লারয়'কে তৃতীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

† Martti Jukola (*Urheilun Pikku Jattilainen,* p. 870) ভ্রমক্রমে "Dergano" বলিয়া উল্লেখ করিযাছেন। Walter Richter (*Die Olympischen Spiele in Amsterdam,* p. 166) আবার ভাচা ২৬·৭৫ পয়েন্ট অর্জন করিয়া তৃতীয় স্থান অধিকার করেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ইয়টিং-এ ২৩টি রাষ্ট্রের ১২৭ জন নাবিক অংশ গ্রহণ করে। "জ়ুইডার সি"-তে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় ৮ মিটার ক্লাস, ৬ মিটার ক্লাস এবং অলিম্পিক মনোটাইপ ক্লাস—এই তিন জাতীয় ইয়টিং প্রতিযোগিতা ক্রীড়াসূচী-ভুক্ত করা হয়। নবম অলিম্পিকের পরিচালকগণ প্রথম তিনটি ইয়টকে অলিম্পিক বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা করেন।*

আট মিটার ক্লাসে আটটি রাষ্ট্রের পক্ষে আটটি ইয়ট প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। ৭ দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় ফরাসী নাবিকবৃন্দ পরিচালিত "লা' আয়েল সিক্স" প্রথম স্থান লাভ করে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে ডাচ নাবিকবৃন্দ পরিচালিত "হল্যান্ডিয়া" ও সুইডিশ নাবিকবৃন্দ পরিচালিত "সিলভিয়া"।

৬ মিটার ক্লাসে ৭ম ও ৮ম অলিম্পিকে যথাক্রমে ২টি ও ৯টি ইয়টে যোগদান করিলেও এই অলিম্পিকে ১৩টি ইয়ট প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। ৭ দিন-ব্যাপী তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক এই প্রতিযোগিতায় সপ্তম ও অষ্টম অলিম্পিকে বিজয়ী নরওয়েজিয়ান নাবিকবৃন্দ পরিচালিত "নোরনা" প্রথম স্থান লাভ করে। ডেনিশ নাবিকবৃন্দ পরিচালিত "হি হি" ও এস্তোনিয়ান নাবিকবৃন্দ পরিচালিত "টুট্টি ফাইভ" যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে।

মনোটাইপ ক্লাসে ২০টি রাষ্ট্র হইতে ২০টি ইয়ট যোগদান করে। ৬ দিন-ব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় সুইডিশ নাবিক স্ভেন থোরেল প্রথম স্থান লাভ করেন। নরওয়ের হেনরিখ রবার্ট** ও ফিনল্যান্ডের বার্তিল ব্রোম্যান দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন।

ফুটবলে ১৭টি রাষ্ট্র হইতে ১৭টি দল অংশ গ্রহণ করে। সেমিফাইন্যালে অষ্টম অলিম্পিকে বিজয়ী উরুগুয়ে ইটালীকে ৩-২ গোলে এবং আর্জেন্টাইন ইজিপ্টকে ৬-০ গোলে পরাজিত করিয়া ফাইন্যালে উঠে। ফাইন্যালের প্রথম দিন উরুগুয়ে ও আর্জেন্টাইনের খেলা ১-১ গোলে ড্র হয়।† অবশেষে ১৩ই জুন দ্বিতীয় দিনের ফাইন্যালে উরুগুয়ে আর্জেন্টাইনকে ২-১ গোলে পরাজিত করিয়া নিজেদের পূর্ব খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখে। তৃতীয় স্থান নির্ধারণের জন্য প্রতিযোগিতায় ইটালী ইজিপ্টকে ১১-৩ গোলে পরাজিত করিয়া তৃতীয় স্থান লাভ করে। ফলাফলসহ খেলার তালিকাটি পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

ভারোত্তোলনে এই অলিম্পিকে ফেদার, লাইট, মিডল, লাইট হেভী ও হেভী—এই পাঁচটি বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ফেদারে অস্ট্রিয়ান ভারোত্তোলক ফ্রানজ আন্দ্রে'সেক ৭৫·৫+৯০+১২০‡ মোট ২৮৭·৫ কিলোগ্রাম ওজন উত্তোলন করিয়া বিজয় লাভ করেন। অষ্টম অলিম্পিকে বিজয়ী ইটালীর পাওলো গ্যাবেত্তি এবং জার্মানীর হ্যান্স ওলপার্ট উভয়েই মোট ২৮২·৫

* Dr. Ferenc Mezo : *Les Jeux Olympiques Modernes*, p. 226.

** Walter Richter-এর *"L' Album Olympique"* (p. 151) পুস্তকে ভ্রমবশতঃ ব্রোম্যানকে দ্বিতীয় ও রবার্টকে তৃতীয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

† প্রথমার্ধে উরুগুয়ে ১-০ গোলে অগ্রগামী ছিল। দ্বিতীয়ার্ধে আর্জেন্টাইন গোল পরিশোধ করিয়া দেয়। "এক্স্ট্রা টাইম" খেলাতে কোন গোল হয় না।

‡ ১) "টু হ্যান্ডস্ প্রেস" ২) "টু হ্যান্ডস্ স্ন্যাচ" ৩) "টু হ্যান্ডস্ ক্লিন এন্ড জার্ক"।

নিম্নে নবম অলিম্পিকের ফুটবল প্রতিযোগিতার বিস্তারিত তালিকা দেওয়া হইল :*

প্রাথমিক প্রতিযোগিতা		প্রথম রাউন্ড		দ্বিতীয় রাউন্ড		সেমি-ফাইন্যাল			
		জার্মানী	৪	জার্মানী	১	উরুগুয়ে	৩	উরুগুয়ে	১, ২
		সুইজারল্যান্ড	০						
		উরুগুয়ে	২	উরুগুয়ে	৪				
		নেদারল্যান্ডস	০						
		ইটালী	৪	ইটালী	১, ৭	ইটালী	২		
		ফ্রান্স	৩						
		স্পেন	৭	স্পেন	১, ১				
		মেক্সিকো	১						
		বেলজিয়াম	৫	বেলজিয়াম	৩	আর্জেন্টাইন	১	আর্জেন্টাইন	১, ১
		লাক্সেমবার্গ	৩						
		আর্জেন্টাইন	১১	আর্জেন্টাইন	৬				
		আমেরিকা	২						
পর্তুগাল	৪	পর্তুগাল	২	পর্তুগাল	১	ইজিপ্ট	০		
চিলি	২	যুগোশ্লাভিয়া	১						
		ইজিপ্ট	৭	ইজিপ্ট	২				
		তুরস্ক	১						

তৃতীয় স্থানের জন্য প্রতিযোগিতায় ইটালী ইজিপ্টকে ১১-৩ গোলে পরাজিত করে।

* *Federation Internationale de Football Association Hand-book* 1950, pp. 49-50.

কিলোগ্রাম ওজন উত্তোলন করেন বটে কিন্তু বিচারকগণ সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া গ্যাবেত্তিকে দ্বিতীয় বলিয়া ঘোষণা করেন। অষ্টম অলিম্পিকে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী অস্ট্রিয়ান ভারোত্তোলক স্ট্যাডলার ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য প্রত্যেকটি বিষয়ে অলিম্পিক ও বিশ্ব রেকর্ড ভঙ্গ করিলেও ইটালীয় ভারোত্তোলক কনকা চতুর্থ স্থান লাভ করেন। আন্দ্রিয়াসেক ও গ্যাবেত্তি প্রত্যেকটি বিষয়ে এবং উলপোর্ট প্রত্যেকটি উত্তোলনে অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন।

লাইটে জার্মানীর কুর্ট হেলবিগ ও অস্ট্রিয়ার হ্যান্স হ্যাস উভয়েই মোট ৩২২·৫ কিলোগ্রাম তুলিয়া যুগ্মভাবে প্রথম স্থান অধিকার করেন। হেলবিগ ও হ্যাস যথাক্রমে "টু হ্যান্ডস্ প্রেসে" ৯০ ও ৮৫ কিলোগ্রাম, "টু হ্যান্ডস্ স্ন্যাচে" ৯৭·৫ ও ১০২·৫ এবং "টু হ্যান্ডস্ ক্লিন এন্ড জার্কে" ১৩৫·০ কিলোগ্রাম উত্তোলন করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ডও স্থাপন করেন। মোট ৩০২·৫ এবং ২৯৭·৫ কিলোগ্রাম উত্তোলন করিয়া ফ্রান্সের আরনোঁ ও সুইজারল্যান্ডের একম্যান যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করেন। দ্বিতীয় স্থান পূরণ করা হয় নাই।

মিডল ওয়েটে অষ্টম অলিম্পিকে ষষ্ঠ স্থানাধিকারী ফ্রাঁকোয়ে রজার ১০২·৫+১০২·৫+১৩০·০, মোট ৩৩৫·০ কিলোগ্রাম উত্তোলন করিয়া জয় লাভ করেন। ৩৩২·৫, ৩২৭·৫ ও ৩২২·৫ কিলোগ্রাম উত্তোলন করিয়া দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করেন যথাক্রমে ইটালীর কার্লো গ্যালিম-বার্টি. হল্যান্ডের এ. শেফার ও জার্মানীর জিনার। এখানে উল্লেখযোগ্য বিজয় লাভ করিতে সক্ষম না হইলেও গ্যালিমবার্টি, শেফার ও জিনার কোন-না-কোনও বিষয়ে নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপনের গৌরব লাভ করেন। গ্যালিমবার্টি "টু হ্যান্ডস্ প্রেসে" নূতন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপনেরও গৌরব লাভ করেন।

লাইট হেভী ওয়েটে ইজিপ্টের সৈয়দ নাশের ১০০·০+১১২·৫+১৪২·৫, মোট ৩৫৫·০ কিলোগ্রাম উত্তোলন করিয়া নূতন অলিম্পিক ও বিশ্ব রেকর্ডসহ বিজয় লাভ করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য ভারোত্তোলনে ইহাই ইজিপ্টের প্রথম বিজয়। ১০০·০+১১০·০+১৪২·৫, মোট ৩৫২·৫ কিলোগ্রাম উত্তোলন করিয়া ফরাসী ভারোত্তোলক লুই অস্তাঁ দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। "টু হ্যান্ডস্ প্রেস" এবং "টু হ্যান্ডস্ ক্লিন এন্ড জার্কে" অস্তাঁ নাশেরের সহিত যুগ্মভাবে অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপনেরও গৌরব লাভ করেন। নেদারল্যান্ডের ভারোত্তোলক ভারহেইজেন তৃতীয় এবং জার্মানীর ভগট্ ও চেকোশ্লোভাকিয়ার পেসিনিকা যুগ্মভাবে চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

হেভী ওযেটে জার্মানীর জোসেফ স্টাসবার্জার ১২২·৫+১০৭·৫+১৪২·৫, মোট ৩৭২·৫ কিলোগ্রাম উত্তোলন করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ড সহ জয় লাভ করেন। এস্তোনিয়ার আর্নল্ড লুহারও ১০০·০+১১০·০+১৫০·০, মোট ৩৬০·০ কিলোগ্রাম উত্তোলন করেন এবং "টু হ্যান্ডস্ স্ন্যাচে" অলিম্পিক রেকর্ড সহ বিজয় লাভ করেন। ৩৫৭·৫ পাউন্ড উত্তোলন করিয়া চেকো-শ্লোভাকিয়ার জারোশ্লাভ স্কোবলা তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ষষ্ঠ স্থানাধি-কারী জার্মানীর লেপেল্ট এবং কোন স্থান লাভে সক্ষম না হইলেও জার্মানীর ভোলজ "টু হ্যান্ডস্ স্ন্যাচ" এবং "টু হ্যান্ডস্ ক্লিন এন্ড জার্কে" নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন।

অষ্টম অলিম্পিকে হকি ক্রীড়াসূচী হইতে পরিত্যক্ত হইলেও এই অলিম্পিকে পুনরায় উহা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মোট ৯টি রাষ্ট্রের ৯টি দল যোগদান করে।

ভারতবর্ষ হইতে জয়পাল সিং-এর অধিনায়কত্বে প্রথম হকি দল এই অলিম্পিকেই যোগদান করে।

প্রাথমিক প্রতিযোগিতার জন্য প্রত্যেক দলকে দুইটি গ্রুপে ভাগ করা হয় এবং 'এ গ্রুপে' ভারতবর্ষ ডেনমার্ক, বেলজিয়াম ও সুইজারল্যান্ডকে পরাজিত করিয়া 'এ গ্রুপে' সর্বোচ্চ সংখ্যক পয়েন্টের অধিকারী হিসাবে ফাইন্যালে উঠে। 'বি গ্রুপ' হইতে ফাইন্যালে উঠে হল্যান্ড। শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষ ৩-০ গোলে হল্যান্ডকে পরাজিত করিয়া হকির প্রথম স্বর্ণপদক লাভ করে। আজ পর্যন্তও দীর্ঘ ৩২ বৎসরের মধ্যে অন্য কোন দলের পক্ষে ভারতের নিকট হইতে এ অপূর্ব গৌরব ছিনাইয়া লওয়া সম্ভব হয় নাই। তৃতীয় স্থানের জন্য প্রতিযোগিতায় জার্মানী বেলজিয়ামকে ৩-০ গোলে পরাজিত করিয়া ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য ভারতীয় দল এ সময় "বৃটিশ ভারত" নামে অভিহিত হইত।*

নবম অলিম্পিকের কুস্তিতে ২৯টি রাষ্ট্রের ১৬৭ জন কুস্তিগীর অংশ গ্রহণ করেন। গ্রীসো-রোমান কুস্তিতে ১০৮ জন প্রতিযোগী ছিলেন এবং বিচারব্যবস্থা ও প্রতিযোগিতার মান পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হয়।

ব্যান্টাম ওয়েটে ১৯ জন প্রতিযোগী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং জার্মান মল্লযোদ্ধা কুর্ট লয়েট চেকোশ্লোভাকিয়ার জোসেফ মদ্রকে পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। ইটালিয়ান কুস্তিগীর গিয়োভনি গোর্জি, সুইডিশ প্রতিযোগী লিন্ডলফ তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করেন। পরবর্তী যুগের সুবিখ্যাত হাঙ্গেরিয়ান কুস্তিগীর ওডন জাম্বোরী পঞ্চম ও বিগত অলিম্পিকে বিজয়ী এস্তোনিয়ার পুটসেপ ষষ্ঠ স্থান লাভ কেরন।

ফেদার ওয়েটে এস্তোনিয়ার ভ্যাদিমির ওয়ালী অষ্টম অলিম্পিকে তৃতীয় স্থানাধিকারী সুইডিশ মল্লযোদ্ধা এরিখ ম্যামবার্গকে পরাজিত করিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইটালিয়ান মল্লযোদ্ধা গিয়াকোমো কোয়াগলিয়া তৃতীয় এবং পরবর্তী যুগে লাইট ওয়েটে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হাঙ্গেরিয়ান মল্লযোদ্ধা ক্যারোলী কারপাটি চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

লাইট ওয়েটে অষ্টম অলিম্পিকে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী হাঙ্গেরিয়ান মল্লযোদ্ধা লাজোস কেরেজটেস সে যুগের বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মল্লযোদ্ধা এডওয়ার্ড ওয়েস্টারলুন্ডকে পরাজিত করিবার অপূর্ব গৌরব লাভ করেন। ফাইন্যালে তিনি বিশ্বের অপর একজন শ্রেষ্ঠতম মল্লযোদ্ধা জার্মানীর এডুয়ার্ড স্পিয়ারলিংকে পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। ওয়েস্টারলুন্ড ও তুরস্কের মল্লযোদ্ধা তেয়ারে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করেন। এই অলিম্পিক হইতে সুইডিশ ও ফিনিশ মল্লযোদ্ধাদের আধিপত্য ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে এবং নূতন রাষ্ট্র হিসাবে হাঙ্গেরী, ইটালী, এস্তোনিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি রাষ্ট্রের তরুণ মল্লযোদ্ধাদের অভ্যুত্থান পরিলক্ষিত হইতে থাকে।

মিডল ওয়েটে ১৭ জন মল্লযোদ্ধা অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় ফিনিশ প্রতিযোগী ভেনো কোক্কাইনেন হাঙ্গেরীর ল্যাজলো প্যাপকে পরাজিত করিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। এস্তোনিয়ান কুস্তিগীর এলবার্ট কুজনেট্স তৃতীয়

* "অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ" অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

স্থান লাভ করেন। কুজনেট্স অষ্টম অলিম্পিকে লাইট ওয়েটে চতুর্থ স্থান লাভ করিয়াছিলেন।

লাইট হেভী ওয়েটে অষ্টম অলিম্পিকে চতুর্থ স্থানাধিকারী মিশরীয় মল্ল-যোদ্ধা ইব্রাহিম মোস্তাফা জার্মানীর এডলফ্ রীগারকে পরাজিত করিয়া সর্ব-প্রথম ইজিপ্টের পক্ষে মল্লযুদ্ধের স্বর্ণপদক অর্জন করেন। ফিনিশ প্রতিযোগী ওন্নি পেল্লিনেন তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

অষ্টম অলিম্পিকে ফ্রিস্টাইলের লাইট হেভীতে ও গ্রীসো-রোমানের হেভীতে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী রুডলফ্ স্ভেনসন এই অলিম্পিকে হেভী-ওয়েটে ফিনিশ মল্লযোদ্ধা জমার নিস্ট্রমকে অক্লেশে পরাজিত করিয়া বিজয় লাভ করেন। জার্মান মল্লযোদ্ধা জি. গেরিং তৃতীয় স্থান লাভ করেন। অষ্টম অলিম্পিকে তৃতীয় স্থানাধিকারী হাঙ্গেরিয়ান মল্লযোদ্ধা বাদো লাভ করেন ষষ্ঠ স্থান।

ফ্রিস্টাইলের ব্যান্টাম ওয়েটে অষ্টম অলিম্পিকে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী কার্লো* ম্যাকিনেন বেলজিয়ামের এডমন্ড স্পাপেনকে** পরাজিত করিয়া এই অলিম্পিকে স্বর্ণপদক লাভ করেন। ক্যানাডার জেমস ত্রিফুনো তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

ফেদার ওয়েটে আমেরিকার এ্যালে মরিসন অষ্টম অলিম্পিকে ব্যান্টাম ওয়েটে বিজয়ী কুস্তা পিহালাজামাকিকে পরাজিত করেন। সুইস প্রতিযোগী হ্যানস্ মিন্ডার তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

লাইট ওয়েটে এস্তোনিয়ার ওসওয়াল্ড কাম্প ফরাসী প্রতিযোগী শার্ল পাকম্‌কে পরাজিত করিয়া বিজয় লাভ করেন। অষ্টম অলিম্পিকে দ্বিতীয় ফিনিশ মল্লযোদ্ধা এনো লেইনো এবার কিন্তু লাইটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

ওয়েল্টার ওয়েটে অষ্টম অলিম্পিকে লাইট ওয়েটে তৃতীয় ফিনিশ মল্লযোদ্ধা আরভো হ্যাভিস্টো আমেরিকার লয়েড এ্যাপেলটনকে ফাইন্যালে পরাজিত করেন। তৃতীয় স্থান লাভ করেন মরিচ লেচফোর্ড। মিডল ওয়েটে সুইস প্রতিযোগী আর্নস্ট কিবুর্জ, ক্যানাডার ডি. স্টকটন ও ব্রিটিশ মল্লযোদ্ধা এস. রবিন পর্যায়ক্রমে প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করেন।

লাইট হেভীতে সুইডিশ প্রতিযোগী থোরে জস্টেডট্ প্রতিযোগী এ. বর্গলিকে অনায়াসেই পরাজিত করেন। এই ওয়েটে মাত্র সাত জন প্রতি-যোগী ছিলেন।

হেভীতেও সাতজন মল্লযোদ্ধা অংশগ্রহণ করেন। অষ্টম অলিম্পিকে যুক্ত-ভাবে পঞ্চম স্থানাধিকারী সুইডেনের জোয়ান রিখথপ্ ও ফরাসী প্রতিযোগী ই. দেম্ যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন ফিনল্যাণ্ডের উকুস্তি সিহোলা।

* P. Chr. Anderson : *Olympiaboken,* p. 212-তে ক্যালে বলিয়া উল্লেখ করা আছে।

** Bill Henry *(An Approved History of Olympic Games)* "Sapen" এবং Fick (*Olympia,* p. 53) "Spapen" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অলিম্পিক উইন্টার গেমস্

সুইজারল্যাণ্ডের অন্তর্গত সেন্ট মরিজে ১১ হইতে ১৮ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত দ্বিতীয় অলিম্পিক উইন্টার গেমস্ অনুষ্ঠিত হয়। শারমনিঞ্ঝ প্রথম ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অদ্ভুত সাফল্য লাভ করায় এই অলিম্পিকে স্বাভাবিকভাবে প্রতিযোগী সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ২৫টি রাষ্ট্রের ৪৯১ জন প্রতিযোগী (২৭ জন মহিলা সহ) এই অলিম্পিকে অংশ গ্রহণ করে।* ফিগার স্কেটিং, স্পিড স্কেটিং স্কিইং, আইস হকি, ববশ্লে প্রথম অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ক্রীড়াসূচী-ভুক্ত এই পাঁচটি ক্রীড়া ব্যতীতও "স্কেলিটন" এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগ করা হয়। প্রদর্শনী ক্রীড়ায় এবার কার্লিং বাদ দেওয়া হয় এবং কেবলমাত্র মিলিটারী পেট্রোলের প্রদর্শনী দেখান হয়। সর্বসুদ্ধ মোট ১৫টি বিষয়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। নরওয়ের জোহান গ্রোট্মস্‌বার্টেন ও ক্লাস থানবার্গ দুইটি করিয়া স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। এই প্রতিযোগিতা লইয়া ক্লাস থানবার্গ মোট ৫টি স্বর্ণ, একটি রৌপ্য ও একটি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

স্কি জাম্পে (স্পেশাল) প্রথম অলিম্পিকে বিজয়ী নরওয়ের জেকব তুলিন-থেমস্ ভগবৎকৃপায় অত্যাশ্চর্যভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল হইতে বাঁচিয়া যান। তুলিন-থেমস্ লম্ফনের সময় হঠাৎ অনেক উঁচু হইতে পড়িয়া যান। প্রত্যেকে তাঁহার মৃত্যু অবধারিত বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিলেন কিন্তু তিনি সামান্য আহত হন। নরওয়ের ই. আলফ এণ্ডারসন এ বিষয়ে বিজয় লাভ করেন।**

* (*i*) Dr. Fritz Wasner : *Olympia Lexikon*; p. 219.
(*ii*) *The Olympic Games* : published by International Olympic Committee, 1958 Edn., p. 69.
(*iii*) *De II Olympiske Vinterleker* : Saint Moritz, 1928.

** John V. Grombach (*Olympic Cavalcade of Sports*, p. 140) Johann Grottumsbraatten-কে বিজয়ী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।



দশম অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

লস এঞ্জেলস্, ১৯৩২

প্রসীদ হে দেবাদিদেব!
আমি যেন তোমার কৃপায় অমর তোরণ পার হইবার সৌভাগ্যলাভে অমর হইতে পারি, যেন ক্যালিস্টোফানোসের মাল্য মস্তক ধারণ করিয়া বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ভাগ্যবানদের একজন হইতে পারি। ভবিষ্যতের যুগযুগান্ত ধরিয়া এ্যাথলেটরা যেন আমার কীর্তিগাথায় অনুপ্রেরণা লাভ করিতে পারে।

দেবাদিদেব জিউসের প্রতি অলিম্পিয়ার জিমন্যাসিয়ামের এ্যাথলেটদের স্তোত্রভাষ্য

দশম অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

[লস এঞ্জেলস্—১৯৩২]

যোগদানকারী দেশের সংখ্যা ৩৪

প্রতিযোগী/প্রতিযোগিনীর সংখ্যা—৩৮৫

(৫৫ জন মহিলা সহ)

এ্যাথলেটিকস্ (পুরুষদের)

	প্রথম স্থান	দ্বিতীয় স্থান	তৃতীয় স্থান	চতুর্থ স্থান	পঞ্চম স্থান	ষষ্ঠ স্থান	পয়েন্ট
আমেরিকা	১১	১০	৫	৭	৬	৫	১৯৮
ফিনল্যাণ্ড	৩	৪	৪	১	১	১	৭২
গ্রেট ব্রিটেন	২	৪	২	২	২		৫৪
জার্মানী		১	২	৪	২	৬	৩৬
জাপান	১	১	২		৪	৪	৩৫
ক্যানাডা	১	১	৪	১			৩৪
আয়ারল্যাণ্ড	২			১			২৩
ইটালী	১		২			১	১৮

এ্যাথলেটিকস্ (মহিলাদের)

	প্রথম স্থান	দ্বিতীয় স্থান	তৃতীয় স্থান	চতুর্থ স্থান	পঞ্চম স্থান	ষষ্ঠ স্থান	পয়েন্ট
আমেরিকা	৫	৩	১	১		২	৭৪
পোল্যাণ্ড	১		১			১	১৬
ক্যানাডা		২	১			১	১৫
জার্মানী			১	২	১		১২

দশম অলিম্পিয়াডের ক্রীড়াসূচীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের বিজয়তালিকা

যোগদানকারী রাষ্ট্রের সংখ্যা	৩৭
প্রতিযোগী/প্রতিযোগিনীর সংখ্যা (১২৭ জন মহিলা সহ)	১৪০৮
ক্রীড়াসূচীতে অন্তর্ভুক্ত ক্রীড়ার সংখ্যা	১৭
বিভিন্ন বিষয়ে হিট ইত্যাদি লইয়া মোট প্রতিযোগিতার সংখ্যা	১২৪

	অ্যাথলেটিক্স (পুরুষ)	অ্যাথলেটিক্স (মহিলা)	মুষ্টিযুদ্ধ	সাইক্লিং	অশ্বারোহণ কলাকৌশল প্রতিযোগিতা	অসি-সঞ্চালন প্রতিযোগিতা	মডার্ন পেন্টাথ্লন	ফিল্ড হকি	জিমন্যাস্টিক	রোয়িং	শুটিং	সন্তরণ (পুরুষ)	সন্তরণ (মহিলা)	ওয়াটার পোলো	ভারোত্তোলন	কুস্তি (ফ্রিস্টাইল)	কুস্তি (গ্রীকো-রোমান)	ইয়টিং	মোট বিজয়
আমেরিকা	১১	৫	২		১				৫	৩		৩	৬			৩		২	৪১
ইটালী	১			৩		২			৪		১						১		১২
ফ্রান্স				১	২	২									৩	১		১	১০
সুইডেন							১				১					২	৪	১	৯
জাপান	১				১							৫							৭
হাঙ্গেরী			১			২			১					১					৬
ফিনল্যান্ড	৩															১	১		৫
গ্রেট ব্রিটেন	২									২									৪
আর্জেন্টিনা	১		১																৩
অস্ট্রেলিয়া				১						১			১						৩
জার্মানী										১					১		১		
ক্যানাডা	১		১																২
হল্যান্ড			১		১														২
আয়ারল্যান্ড	২																		২
পোল্যান্ড	১	১																	২
দক্ষিণ আফ্রিকা			২																২
অস্ট্রিয়া						১													১
চেকোশ্লোভাকিয়া															১				১
ভারতবর্ষ																			

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

দশম অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের পটভূমিকায় দ্বিতীয়বার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলস্ শহরে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে দশম অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অলিম্পিকে যোগদানকারী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এই অনুষ্ঠান হওয়ায় ব্যবস্থাপনা নিখুঁত হইবে বলিয়া সকল ক্রীড়ামোদীই ধারণা করিয়াছিলেন। সে হিসাবে এ অলিম্পিক অনুষ্ঠান অলিম্পিকের ইতিহাসেব এক যুগান্তকারী অধ্যায়।

যথাযোগ্য ব্যবস্থা না করিতে পারিলে ক্যালিফোর্নিয়ার সুনাম নষ্ট হইবে এই আশংকায দুর্মূল্যের বাজারেও ক্যালিফোর্নিয়ার এ্যাথলেট ও যুবকবৃন্দ অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্যালিফোর্নিয়ার রাজ্য সরকার প্রতিযোগিতা পরিচালনেব জন্য ১০ লক্ষ এবং লস এঞ্জেলস্ শহরের কর্তৃপক্ষ ১৫ লক্ষ ডলার সাহায্য মঞ্জুর করিলেন। বেসরকারী দান হিসাবে নগদে ও জিনিসপত্রে প্রায় ২০ লক্ষ ডলার পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান-সমূহের সমবেত প্রচেষ্টাতেও বহু অর্থ সংগৃহীত হয়।

এ্যাথলেটিক্সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র আমেরিকা দশম অলিম্পিককে ইতিহাসে চিরস্মরণীয করাব জন্য যথাসম্ভব শক্তি নিয়োগ করে। সে হিসাবে দশম অলিম্পিকের সাফল্য সর্বত্র স্বীকৃত। অভিনবত্বে ও বিরাটত্বে ইহা অলিম্পিকের ইতিহাসে এক নব যুগের সৃষ্টি করে। প্রতিযোগিতার জন্য যে কি বিপুল আয়োজন করা হইয়াছিল তাহা নিম্নের সংক্ষিপ্ত বিবরণী হইতে উপলব্ধি করা যাইবে . -

স্টেডিয়াম ও প্রতিযোগিতার অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন স্থান এক বৎসব পূর্ব হইতেই তৈয়ারি করা শুরু হয়। ক্রীড়াক্ষেত্রটি যন্ত্রের সাহায্যে একেবারে সমতল করিয়া ফেলা হইয়াছিল। উহার চতুর্দিকে ১,০৫,০০০ ক্রীড়ামোদীব বসিবার সর্বাঙ্গসুন্দর ব্যবস্থা করিয়া যে মূল স্টেডিয়ামটি নির্মিত হয় সে যুগে সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সেটি ছিল অভিনব। কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের জন্য ১০,০০০ লোকের বসিবার উপ-যোগী একটি ইনডোর স্টেডিয়ামও নির্মিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত চেপস্ দ্য ও ইউভোরসে কারুশিল্প প্রতিযোগিতার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল।

সন্তরণের জন্য সুইমিং পুল সহ যে সুইমিং স্টেডিয়াম নির্মিত হয় তাহাতে ১২,০০০ দর্শকের বসিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইহা ছাড়াও রক্ কোর্ট, টেনিস কোর্ট প্রভৃতির সুযোগ-সুবিধা অলিম্পিকের ইতিহাসে এক নব যুগের সৃষ্টি করে।

নৌকা বাইচের ক্যানোয়িং, রোয়িং ইত্যাদির ব্যবস্থা হয় এলমিটোস উপসাগরে। উহার উভয তীরে ১৭,০০০ দর্শকের বসিবার আসন ছিল। এমন সুন্দরভাবে আসনগুলি সাজান হইয়াছিল যে, যে-কোন স্থানে উপবেশন করিয়া সমগ্র প্রতিযোগিতা সুন্দরভাবে দেখা যাইত। ইহা ছাড়া দাঁড়াইয়াও প্রায় এক লক্ষ লোকের প্রতিযোগিতা দেখিবার সুযোগ ছিল।

প্রতিযোগীবৃন্দের বাসের জন্য লস এঞ্জেলস্ শহরের উপকণ্ঠে "অলিম্পিক গ্রাম" নির্মিত হইয়াছিল। ২৫০ একর জমির উপর নির্মিত এই গ্রামে বিভিন্ন রাষ্ট্রের এ্যাথলেটদের প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক জাতির এ্যাথলেটদের একত্রে বাসস্থান ও নিজেদের পছন্দ ও রুচিমত আহার্য সরবরাহ করা হইত। অলিম্পিকের ইতিহাসে সরকারীভাবে স্থাপিত ইহাই প্রথম "অলিম্পিক গ্রাম"। অলিম্পিক গ্রামে মহিলাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। মহিলা এ্যাথলেটদের লস এঞ্জেলস্ হোটেলে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

দশম অলিম্পিকেব পূর্বে যোগদানকারী রাষ্ট্রসমূহের এ্যাথলেট ও ব্যবস্থাপকদের আহার ও বাসস্থানের কোন ব্যবস্থা "অলিম্পিক আহ্বানকারী রাষ্ট্র" কর্তৃক করা হইত না। যোগদানকারী রাষ্ট্রসমূহ স্ব স্ব এ্যাথলেট ও ব্যবস্থাপকদের আহার, বাসস্থান ও যাতায়াতের সর্ববিধ ব্যবস্থা করিয়া লইত*। বর্ণ, জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত পুরুষ এ্যাথলেটদের জন্য স্থাপিত দশম অলিম্পিকের এই অলিম্পিক গ্রামে বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের এ্যাথলেটদের একত্র সমাবেশে অলিম্পিকের মহান আদর্শ বাস্তবে আশাতীত রূপে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তী প্রত্যেকটি অলিম্পিকে অতঃপর অলিম্পিক গ্রাম নির্মিত হইতে থাকে ও বর্তমানে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা সম্পন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আধুনিকতম ব্যবস্থা সমন্বিত একটি করিয়া উপনগরী নির্মিত হয়। এ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির কোন বিধিনির্দেশ না থাকিলেও বর্তমানে ইহা আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির অলিখিত বিধি হিসাবে গণ্য হয়।

অনুশীলনের জন্য লস এঞ্জেলস্ ও নিকটবর্তী স্থানের বিদ্যালয়, কলেজ ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানগুলির সহায়তা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল ও এক একটি জাতির এ্যাথলেটদের জন্য এক একটি বিদ্যালয়, কলেজ ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট ছিল। অলিম্পিক গ্রামেব স্বয়ং-সম্পূর্ণতার দিকে উদ্যোক্তাদেব লক্ষ্য ছিল এবং এজন্য তাঁহারা প্রয়োজনীয় সকল রকমের ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন। "অলিম্পিক ভিলেজ" নামে পোস্ট অফিসও এই অলিম্পিকের স্মরণী হিসাবে কয়েকটি ডাক টিকিটও প্রবর্তন করা হইয়াছিল। প্রতি সন্ধ্যায় অলিম্পিক অনুষ্ঠানের সবাক আলোকচিত্র প্রদর্শিত হইত। উপাসনাগার, লাইব্রেরী ও এ্যাথলেটদের জন্য আমোদ-প্রমোদাদির ব্যবস্থা কিছুরই ত্রুটি ছিল না।

সাধারণতঃ ইউরোপীয় দেশসমূহে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইলে যত প্রতিযোগী যোগদান করে, অতলান্তিকের এপারে প্রতিযোগীদের সংখ্যা স্বভাবতঃই তাহা অপেক্ষা কমিয়া যায়। আমস্টার্ডামে প্রতিযোগী সংখ্যা তিন হাজার অতিক্রম করিলেও বর্তমান অলিম্পিকে মাত্র ১৪০৯ জন প্রতিযোগী যোগদান করে। বলা বাহুল্য ইহার মধ্যে আমেরিকার প্রতিযোগী সংখ্যাই বৃহত্তম ছিল। তাহাদের দলে ছিল ৫ শত। দ্বিতীয় দল হিসাবে নূতন সূর্যের দেশ জাপানের ১৪২ জন প্রতিযোগী এবং ৪০,০০,০০,০০০ চীনার একমাত্র প্রতিনিধি চুং চেং লী, ও হাইতির মাত্র একজন প্রতিনিধি সেলভি ও. পি কেটরকে লইয়া পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত রাষ্ট্র হইতে ৭৬৭ জন এ্যাথলেট এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন।

* *The Olympic Games,* 1958 Edition Published by International Olympic Committee.

মহিলাদের এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা

মহিলাদের এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় এই অলিম্পিকে ৮০০ মিটার দৌড় ক্রীড়াসূচী হইতে পরিত্যক্ত হয় ও নূতন বিষয় ৮০ মিটার লো হার্ডল ও জেভেলিন নিক্ষেপ সংযোজিত হয়। নবম অলিম্পিকে ১০১ জন প্রতিযোগিনী অংশ গ্রহণ করিলেও এই অলিম্পিকে তাহা কমিয়া ৫৫ জন হয়।

১০০ মিটার দৌড়ে ২০ জন প্রতিযোগিনী অংশ গ্রহণ করেন। বাছাই করার প্রতিযোগিতার পর ৬ জন ফাইন্যালে উন্নীত হন এবং পোলিশ এ্যাথলেট স্টানিশ্লাভা ওয়ালাসিউইজ* ও ক্যানাডিযান এ্যাথলেট হিলদা স্টাইক উভয়েই ১১·৯ সেকেণ্ডে শেষ সীমা অতিক্রম করেন। ফটো-ফিনিশ টাইমারে দেখা যায় ওয়ালসিউইজ স্টাইকের পূর্বেই 'উল' ছিন্ন করিয়াছেন। এই সময় নূতন অলিম্পিক ও বিশ্ব রেকর্ড বলিয়া পরিগণিত হয় এবং ওয়ালসিউইজ বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড এবং স্বর্ণপদক প্রাপ্তির গৌববে ভূষিতা হন। মাত্র কয়েক ইঞ্চির ব্যবধানে পরাজিত হইয়া হিলদা স্টাইক রেকর্ডের গৌরবে বঞ্চিত হন। আমেরিকার উইলহেলমিনা ফন্ ব্রেমেন তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

৮০ মিটার হার্ডেলে ৯ জন প্রতিযোগিনী অংশ গ্রহণ করেন। ফাইন্যালে আমেরিকার সুদর্শনা ও সুগঠিতা তরুণী মিলড্রেড এলা ডেডরিকসন ১১·৭ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নূতন বিশ্বরেকর্ড সহ বিজয় লাভ করেন। অপর আমেরিকান তরুণী ইভেলিন হল ও দক্ষিণ আফ্রিকার মার্জোরী ক্লার্ক দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ইভেলিন হলও ১১·৭ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছিলেন এবং অল্পের জন্য হিলদা স্টাইকের ন্যায় বিশ্ব রেকর্ডের গৌরব হইতে বঞ্চিত হন।

উচ্চলম্ফনে আমেরিকান এ্যাথলেট জিন শিলে ১·৬৭ মিটার (৫ ফুট ৫¾ ইঞ্চি) লাফাইয়া নূতন অলিম্পিক ও বিশ্ব রেকর্ডসহ বিজয় লাভ করেন। মিলড্রেড ডেডরিকসন উচ্চলম্ফনেও যোগদান করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ লম্ফনটি বাতিল বলিয়া পরিগণিত হয়। পরবর্তী লম্ফনে তিনি ১·৬৪ মিটার (৫ফুঃ ৫¾ইঃ) লাফাইয়া দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। ১·৬০ মিটার লাফাইয়া আমেরিকার ইভা ডায়েস** তৃতীয় স্থান লাভ করেন। এখানে

* পরবর্তী জীবনে স্টানিশ্লাভা ওযালাসিউইজ আমেরিকায় চলিযা আসেন ও স্টেলা ওয়ালশ নাম গ্রহণ করেন। দশম অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাব অফিসিয়াল রিপোর্টে আমেবিকা ওযালাসিউইজ ও স্টেলা ওযালশ উভয় নামই উল্লেখ করিযাছে (১২৩ পৃঃ)। Fick : *Olympia* (p. 32)-তে উভয় নামই ব্যবহার করিয়াছেন। Bill Henry (*An Approved History of the Olympic Games*, p. 243) "Walasiewiezowana" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ভুলক্রমেই এরূপ উল্লেখ কবা হইযাছে। Harold M. Abrahams (*The Olympic Games Book,* pp. 130, 146) *"S. Walasiewiezowana"* এবং (*Track and Field Olympic Records*, pp. 93, 101) *"S. Walasiewiez"* বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

** এ সম্বন্ধে মতান্তর আছে। (*i*) Dr. Fritz Wasner (*Olympia Lexikon,* p. 66) প্রথমে দুইজনেই ১·৬৫ মিটার লাফান এবং টাই-এর ফলে পুনরায় যে লম্ফন হয় তাহাতে জিন শিলে বিজয় লাভ করেন বলিয়া উল্লেখ করিয়া-

উল্লেখযোগ্য প্রথম তিনজন প্রতিযোগিনীই পূর্ববর্তী বিশ্ব রেকর্ড ভঙ্গের সৌভাগ্য লাভ করেন।

নবম অলিম্পিকে রৌপ্য পদক প্রাপ্ত, বিশ্বরেকর্ডের অধিকারিণী ডাচ প্রতিযোগিনী ক্যারোলিনা গিসলফ চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

জেভেলিন নিক্ষেপ এই অলিম্পিক হইতেই প্রথম ক্রীড়াসূচীভুক্ত করা হয় এবং ৮ জন প্রতিযোগিনী ইহাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ৩৬·৭৩ মিটার নিক্ষেপ করিয়া ছয়জন ফাইন্যালে উন্নীত হন এবং মিলড্রেড ডেডরিকসন ৪৩·৬৮ মিটার (১৪৩ ফুঃ ৪ ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন এবং এ বিষয়ে স্বর্ণ পদক লাভ করেন। জার্মানীর ই. ব্রাউমূলার ও তিলি ফ্লাইকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ডিসকাস নিক্ষেপে আমেরিকান প্রতিযোগিনী লিলিয়ান কোপল্যান্ডও ৪০·৫৮ মিটার (১৩৩ ফুঃ ২ ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া এ বিষয়েও বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন এবং স্বর্ণ পদক অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করেন। কোপল্যান্ড নবম অলিম্পিকে এ বিষয়ে রৌপ্য পদক লাভ করিয়াছিলেন। আমেরিকান এ্যাথলেট রূথ অসবার্ন ও পোলিশ এ্যাথলেট জাদউইগা ওয়াজসোনা দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং তিলি ফ্লাইকের ও স্টানিশলাভা ওয়ালিসিউইজ চতুর্থ ও ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন।

৪×১০০ মিটার রীলেতে মেরী ক্যারু, এনেৎ রজার্স, ইভলিন ফর্টশ এবং উইলহেলমিনা ফন ব্রেমেন লইয়া গঠিত আমেরিকান জাতীয় দল এবং মিলড্রেড ও মেরী ফ্রিজেল, লিলিযান পামার ও হিলদা স্টাইক লইয়া গঠিত ক্যানাডার জাতীয় দল ৪৭ সেকেন্ডে একই সঙ্গে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন। ফটো-ফিনিশে কিন্তু প্রমাণ হয় আমেবিকান দল কয়েক ইঞ্চির ব্যবধানে বিজয় লাভ করিয়াছেন। এই সময় অলিম্পিক ও বিশ্ব বেকর্ড বলিয়া গণ্য হওয়ায় আমেরিকা স্বর্ণ পদকের সহিত নূতন রেকর্ড স্থাপনেরও গৌরব লাভ করে। অদৃষ্টের পরিহাসে ক্যানাডার প্রতিযোগিনীরা দুইবার প্রথম স্থানাধিকারিণীদের সহিত একই সময়ে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিলেও স্বর্ণ পদক অথবা রেকর্ড স্থাপনের গৌবব হইতে বঞ্চিত হন। গ্রেট ব্রিটেন এ বিষয়ে তৃতীয় স্থান লাভ করে।

মিলড্রেড ডেডরিকসনের কৃতিত্বের অপূর্ব কাহিনী এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সুদর্শনা, সুগঠিতা এই মহিলা জাতে ছিলেন নরওয়েজিয়ান। আমেরিকায় তিনি "বেব" নামেই সমধিক পরিচিত। দশম অলিম্পিকে তিনি সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। প্রথম অলিম্পিকেই কৃতিত্বের অপূর্ব স্বাক্ষর হিসাবে দুইটি স্বর্ণপদক অর্জন করেন এবং ভাগ্যদোষে তৃতীয়টি হইতে বঞ্চিত হন। সন্তরণ, গলফ্, ফিগার স্কেটিং, বাস্কেটবল, টেনিসেও তিনি সমান পার-দর্শিনী। যে সমস্ত কষ্টসাধ্য ক্রীড়া শারীরিক অসুবিধার জন্য মহিলাদের

ছেন। Harold M. Abrahams (*Track and Field Olympic Records*, p 99) উপরোক্ত অভিমত সমর্থন করিযাছেন। (*ii*) এব্রাহাম তাঁহার *The Olympic Games Book*, p. 139-এ উভয় এ্যাথলেটই ১·৬৬ মিটার লাফান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। Dr. Ferenc Mezo (*Les Jeux Olympiques Modernes*, p. 243) শিলে ১·৬৭ ও ডেডরিকসন ১·৬৪ মিটার লাফান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

নিষিদ্ধ ছিল—যেমন বে[illegible] [illegible]দ্বন্দ্ব, তাহাতেও তিনি অংশ গ্রহণ করেন এবং অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

দশম অলিম্পিকের পর তিনি একটির পর একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে আরম্ভ করেন ও প্রত্যেকটিতেই বিজয় লাভ করেন ও ক্রমে তিনি "মাস্‌ল ওম্যান" এই উপাধি লাভ করেন। এই সময় ভুল বুঝাপড়ার ফলে তিনি এক মোটরের বিজ্ঞাপনে নিজের নাম ব্যবহার করিতে সম্মতি প্রকাশ করেন। এক মুহূর্তের ভুলে তাঁহার জীবনের চরম সংকট ঘনাইয়া আসিল। এ্যামেচার এ্যাথলেটিক ইউনিয়ন তাঁহার নিকট এ সম্পর্কে সন্তোষজনক কৈফিয়ত দাবি করেন ও সাময়িকভাবে সমস্ত এ্যাথলেটিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদান নিষিদ্ধ করেন। মোটর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান জানান যে তাঁহারা এজন্য বেব ডেডরিকসনকে কোন অর্থ প্রদান করেন নাই। সমগ্র আমেরিকায় এ ব্যাপার নিয়ে প্রচুর আলোড়নের সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত কোন কৈফিয়তই গ্রাহ্য না করিয়া বেব ডেডরিকসনকে পেশাদার বলিয়া ঘোষণা করেন ও সমস্ত অপেশাদার ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদান নিষিদ্ধ করেন। এইরূপে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা হইতে এক উদীয়মান জ্যোতিষ্কের পতন হইল।

বেব ডেডরিকসনের অপেশাদার ক্রীড়া জগৎ হইতে এই নির্বাসন সম্পর্কে অনেক ক্রীড়াবিদের ধারণা এই যে এ্যামেচার এ্যাথলেটিক ইউনিয়নের এই সিদ্ধান্তকে সুবিচার বলা যায় না। স্বয়ং বেব ডেডরিকসন এ সম্বন্ধে জনৈক সাংবাদিক কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া নিম্নোক্ত অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন : "Because they did not want me to beat the rich dames".* ইহার পর বেব ডেডরিকসন অপেশাদাররূপে অন্যান্য ক্রীড়ায় আত্মপ্রকাশ করেন ও প্রত্যেকটি ক্রীড়ায় অদ্ভুত সাফল্য লাভ করিতে থাকেন। এই সময়ে গল্‌ফে তাঁহার ন্যায় সুদক্ষ প্রতিযোগিনী সমগ্র বিশ্বে আর কেহ ছিল কিনা সন্দেহ। ১৯৪৬ সালে তিনি আমেরিকা ও ইংলণ্ডের গল্‌ফ চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেন। এই সময় তিনি পেশাদার হন ও ছায়াচিত্র, রেডিও ইত্যাদিতে অংশ গ্রহণ আরম্ভ করেন।

অন্যান্য ক্রীড়া

মুষ্টিযুদ্ধে লস এঞ্জেলসের নবম অলিম্পিকে আঠারটি রাষ্ট্র হইতে মাত্র ৮৫ জন মুষ্টিযোদ্ধা অংশ গ্রহণ করেন। ফ্লাই ওয়েটে এবারও একজন হাঙ্গেরিয়ান প্রতিযোগী—ইস্তাভান ইনেকস্‌ ম্যাক্সিকোর ফ্রান্সিস্কো ক্যাবানাসকে** পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক অর্জন করেন। আমেরিকান লুই স্যালিকা তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ব্যান্টামে ক্যানাডার হোরেস গাওয়ায়েন ও জার্মানীর হ্যান্‌স ট্‌সিকলারস্কির মধ্যে লড়াই বেশ উপভোগ্য হয়। শেষ পর্যন্ত গাওয়ায়েন ট্‌সিকলারস্কিকে পরাজিত করিয়া বিজয়ীর সম্মান লাভ করেন। ফিলিপাইনের জোস ভিলানুভা† তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। রাষ্ট্র হিসাবে ফিলিপাইনের

* *Coronet* : *January,* 1948, p. 161.

** Bill Henry (*An Approved History of the Olympic Games,* p. 218) "Cabalias" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

† Fick (*Olympia,* p. 56) "Millanueva"—এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

মুষ্টিযুদ্ধে পদক প্রাপ্তি এই প্রথম। ফেদার ওয়েটের ফাইন্যালে আর্জেন্টিনার কারমেলো রবলেডো জার্মানীর জোসেফ শ্লাইনকফারকে পরাজিত করেন। লাইটের ফাইন্যালে দক্ষিণ আফ্রিকার লরেন্স স্টিভেন্স ও সুইডিশ মুষ্টিযোদ্ধা থোরে আল-কুইস্টের মুষ্টিযুদ্ধও দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দান করে। শেষ পর্যন্ত স্টিভেন্স আলকুইস্টকে পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক অর্জন করিতে সক্ষম হন। ওয়েল্টার ও মিডলে দুইজন আমেরিকান মুষ্টিযোদ্ধা এডওয়ার্ড ফ্লিন ও কারম্যান বার্থ যথাক্রমে জার্মানীর এরিখ কাম্পে ও আর্জেন্টাইনের আমাদো আজারকে পরাজিত করিয়া এই অলিম্পিকে আমেরিকার মুষ্টিযুদ্ধের স্বর্ণপদক দুইটি অর্জন করেন।

লাইট হেভীতে দক্ষিণ আফ্রিকার ডেভিড কারস্টেন্স* ও হেভীতে আর্জেন্টিনার সান্টিয়াগো লোভেল যথাক্রমে দুইজন ইটালিয়ান মুষ্টিযোদ্ধা গিনো রসি ও লুইগী রভার্টিকে পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। আমেরিকা ও জার্মানীর তিনজন করিয়া মুষ্টিযোদ্ধা তিনটি করিয়া ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। নাৎসী জার্মানীতে শারীরচর্চা কিভাবে প্রসার লাভ করিতেছিল তাহা এই অলিম্পিকের মুষ্টিযুদ্ধে ও অন্যান্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। হেভী ওয়েটে মুষ্টিযোদ্ধা সান্টিয়াগো লোভেল কিন্তু স্বদেশে ফিরিবার পথে জাহাজে অসদাচরণের জন্য গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন।

এই অলিম্পিকে সাইক্লিং প্রতিযোগিতা সাফল্য লাভ করে নাই। ১৩টি রাষ্ট্র হইতে মাত্র ৬৪ জন সাইক্লিস্ট প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। রোড রেসের দূরত্ব এই অলিম্পিকে আরও কমাইয়া ১০০ কিলোমিটার করা হয়। প্রতিযোগী সংখ্যাও যথেষ্ট হ্রাস পায় এবং ইটালিয়ান সাইক্লিস্ট আত্তিলিও প্যাভেসী ২ ঘণ্টা ২৮ মিনিট ০৫·৬ সেকেণ্ডে** শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিজয় লাভ করেন। ইটালিয়ান সাইক্লিস্ট গুগলিয়েলমো সিগাটো দ্বিতীয় ও সুইডেনের বার্নহার্ড ব্রিজ তৃতীয় স্থান লাভ করেন। দলগত রোড রেসেও প্যাভেসী, সিগাটো ও ওলামা লইয়া গঠিত ইটালীয় দল বিজয় লাভ করে। ৮টি রাষ্ট্রের সাইক্লিস্ট দল ইহাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং প্রতিটি দলের তিনজন সাইক্লিস্টের শেষ সীমান্ত অতিক্রমণের একত্র সময়ের ভিত্তিতে প্রতিযোগী দলের স্থান নির্ধারণ করা হয়। ইটালীয় দলের তিনজনের সময় লাগিয়াছিল ৭ ঘণ্টা ২৭ মিনিট ১৫·২ সেকেণ্ড। নবম অলিম্পিকে বিজয়ী ফ্রেড সোরেনসেন, এল. নিয়েলসন† এবং হেনরী হ্যানসেন লইয়া গঠিত ডেনিশ সাইক্লিস্ট দল দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। নিয়েলসন এবং হ্যানসেন নবম অলিম্পিকে বিজয়ী দলেরও সভ্য ছিলেন। সুইডেন এবারও তৃতীয় স্থান লাভ করে। ৪০০০ মিটার টিম পারস্যুটেও মার্কো চিমাত্তি, পাওলো প্যাদেরোত্তি, আলবার্টো গিলার্দি ও নিনো বোরসারি লইয়া গঠিত ইটালীয় দল ৪:৫৩·০ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিজয় লাভ করে। ইটালীয় দল একটি হিটে ৪:৫২·৯ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নূতন অলিম্পিক ও

* Fick (*Olympia*) "Cartens" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

** Dr. Fritz Wasner (*Olympia Lexikon*, p. 191)-এর মতে সময় ২ঘঃ ২৮মিঃ ৫৩·৬ সেঃ।

† Frederick Rubien : *Report of the American Olympic Committee* নিয়েলসন, নিয়েলসেন ইত্যাদি বিভিন্ন নাম ব্যবহার করিয়াছেন।

বিশ্ব রেকর্ডও করিয়াছিলেন। ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেন যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে।

১০০০ মিটার স্ক্র্যাচে হল্যাণ্ডের জে. ভ্যান এগমণ্ড, বিখ্যাত ফরাসী সাইক্লিস্ট লুই শাঈয় ও ইটালীর ব্রুনো পেলিজারী পর্যায়ক্রমে প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করেন। লুই শাঈয় ও এম. পেরাাঁ গ্রেট ব্রিটেনের আর্নেস্ট চেম্বার্স ও স্ট্যানলে চেম্বার্সকে পরাজিত করিয়া ২০০০ মিটার ট্যাণ্ডেমেরও স্বর্ণ-পদক লাভ করেন। গ্রেট ব্রিটেন নবম অলিম্পিকেও দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়া-ছিল এবং আর্নেস্ট চেম্বার্স গ্রেট ব্রিটেনের ট্যাণ্ডেম দলের সভ্য ছিলেন। ১০০০ মিটার টাইম ট্রায়ালে অস্ট্রেলিয়ার এডগার গ্রে নূতন অলিম্পিক রেকর্ড সহ বিজয় লাভ করেন। গ্রে ১০০০ মিটার স্ক্র্যাচে চতুর্থ স্থান লাভ করিয়া-ছিলেন। জে. ভ্যান এগমণ্ড ও ফরাসী প্রতিযোগী শার্ল রাঁপেলবার্গ* তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অসি-সঞ্চালন কৌশল খুব জনপ্রিয় নহে। তবুও প্রতিদিন অসি-সঞ্চালন কৌশল দেখিবার জন্য দলে দলে দর্শক সমবেত হইত। প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত ফয়েলে ইটালীর গুস্তাভ মার্জি, আমেরিকার জোসেফ লেভিস এবং নবম অলিম্পিকে তৃতীয় স্থানাধিকারী গিউলিয়ো গৌদিনী এবারও প্রথম তিনটি স্থান লাভ করেন। নবম অলিম্পিকে রৌপ্য পদকপ্রাপ্ত জার্মান অসি-সঞ্চালক কাসিমির এবার কিন্তু পঞ্চম স্থান লাভ করেন। ব্যক্তিগত প্রতি-যোগিতায় ফরাসী অসি-সঞ্চালকগণের প্রাধান্য নষ্ট হইলেও দলগত প্রতি-যোগিতায় ফ্রান্সই বিজয় লাভ করে। ব্যক্তিগত ইপিঁতেও ইটালীয় প্রতিযোগী কার্লো কর্নাগিয়া মেডিকি, ফরাসী প্রতিযোগী জি. বুখার ও ইটালীয় প্রতি-যোগী কার্লো অগোস্টিনি** পর্যায়ক্রমে প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করেন। এ বিষয়ে দলগত প্রতিযোগিতায় ফ্রান্স গতবারের বিজয়ী ইটালীয় দলকে পরাজিত করে। সেবারে ব্যক্তিগত বিষয়ে হাঙ্গেরীর জর্জি পিলার এবারও হাঙ্গেরীর সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখেন। গিউলিয়ো গৌদিনী ও অপর হাঙ্গেরিয়ান অসি-সঞ্চালক এন্দ্রে ক্যাবোস রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। কাসিমির ও নবম অলিম্পিকে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী পেটসচাউর চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান লাভ করেন। দলগত প্রতিযোগিতায় হাঙ্গেরী অনায়াসেই ইটালীকে পরাজিত করে। পোল্যাণ্ড তৃতীয় স্থান লাভ করে।

দশম অলিম্পিকের জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতায় ৭টি দেশের মাত্র ৪৬ জন† জিমন্যাস্ট অংশ গ্রহণ করেন। পাঁচদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে হোরাইজেন্টাল বার,

* *Official Programme of the Xth Olympiad—8th August,* 1932, p. 28-এ Charles Rempelberg বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

** (*i*) Dr. Meisl : *"L' album Olympique de* 1932 "Cordus" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(*ii*) Walter Richter (*Die Olympischen Spiele in Amsterdum*, p. 97) ভ্রমক্রমে "Aguosti" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

† Dr. Fritz Wasner (*Olympia Lexikon*, p. 155) তাঁহার পুস্তকে বিভিন্ন অলিম্পিকের যে প্রতিযোগী সংখ্যা দিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল : দ্বিতীয়—১৩৪, তৃতীয়—১১৯, চতুর্থ—১১৩, পঞ্চম—৩৫০, ষষ্ঠ—২৬৭.

প্যারালাল বার, সাইড হর্স, রিং, লং হর্স ভল্ট এবং ফ্রি এক্সারসাইজ—এই ছয়টি বিষয়ের বাধ্যতামূলক এবং স্বেচ্ছামূলক দুইটি করিয়া প্রতিযোগিতা—অর্থাৎ প্রত্যেক প্রতিযোগীকে এই ১২টি ক্রীড়াকৌশলে অংশ গ্রহণ করিতে হয়। প্রত্যেক দলের চারজনের পয়েন্টের ভিত্তিতে ফলাফল নির্ণীত হয়। ইটালী দল সহজেই ৫৪১·৮৫০ পয়েন্ট অর্জন করিয়া প্রথম স্থান অধিকার করে। আমেরিকা, ফিনল্যান্ড ও হাঙ্গেরী দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করে। বিংশ সহস্রাধিক দর্শক প্রতিদিন আকুল আগ্রহে এই প্রতিযোগিতা দর্শন করে। রজ্জু আরোহণ নবম অলিম্পিকে অনুষ্ঠিত না হইলেও এই অলিম্পিকে পুনরায় ক্রীড়াসূচীভুক্ত করা হয়। মুগুর ভাঁজাও দ্বিতীয় অলিম্পিকের পর এই প্রথম অনুষ্ঠিত হয় এবং টাম্বলিং-কেও ক্রীড়াসূচীভুক্ত করা হয়। অবশ্য রজ্জু আরোহণ, মুগুর ভাঁজা ও টাম্বলিং এই অলিম্পিকের পর আর কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই।

রজ্জু আরোহণে আমেরিকার রেমণ্ড ব্যাস ৬·৭ সেকেণ্ডে আরোহণ করিয়া পূর্ববর্তী সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করেন। দুইজন আমেরিকান জিমন্যাস্ট রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক দখল করিয়া এ বিষয়ে আমেরিকার নিরঙ্কুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন।

ফ্লাইং রিং-এ এ সময়ে চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ইত্যাদি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রসমূহ অংশ গ্রহণ না করাতে প্রতিযোগিতার মানের অবনতি পরিলক্ষিত হয়। প্রতিযোগিতা আমেরিকা ও ইটালীর মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে এবং আমেরিকার জর্জ কুলাক*,† উইলিয়াম ডেন্টন** এবং ইটালীর গিয়োভানি লাতুদা পর্যায়ক্রমে প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করেন। লং হর্সে এবার বাধ্যতামূলক এবং স্বেচ্ছামূলক (Voluntary) প্রতিযোগিতার বিভিন্ন কলাকৌশলকে এই দুইটি স্তরে বিভক্ত করা হয় এবং পয়েন্ট সংখ্যা বাড়াইয়া ২০ করা হয়। মাত্র ৩০ জন জিমন্যাস্ট ইহাতে অংশ গ্রহণ করে এবং ইটালিয়ান জিমন্যাস্ট স্যাভিনো গুগলিয়েলমেত্তি বিজয় লাভ করেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান লাভ করেন দুইজন আমেরিকান জিমন্যাস্ট আলফ্রেড জকিম ও এডওয়ার্ড কারমাইকেল।

সপ্তম—২৩১, অষ্টম—৭২, নবম—১৩৮, দশম—৪৬, কিন্তু John V. Grombach ক্রমক্রমে নিম্নলিখিত সংখ্যা উল্লেখ করিয়াছেন :

Only seven countries brought gymnastic teams to the X Olympiad at Los Angeles in 1932, but there were more competitors than at any gymnastic meet of the Olympics up until that time.... : *Olympic Cavalcade of Sports*, p. 68.

* প্রতিযোগিতার পয়েন্ট সংখ্যা সম্বন্ধে মতান্তর আছে। নিম্নে দুইজন বিশিষ্ট লেখকের মতামত উদ্ধৃত করা হইল :

Dr. Fritz Wasner (*Olympia Lexikon*, p. 160) 18·97, Dr. Ferenc Mezo (*Les Jeux Olympiques Modernes*, p. 252) 56·9.

** Martti Jukola (*Urheilun Pikku Jattilainen*, p. 870) A. Denta বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

† Dr. Fritz Wasner-এর মতে পয়েন্ট সংখ্যা ১৮·০৩, Dr. Ferenc Mezo-এর মতে ৫৪·১।

পোমেল্ড হর্সে মাত্র ১০ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। অষ্টম ও নবম অলিম্পিকে সুইস জিমন্যাস্টগণ অদ্ভুত সাফল্য প্রদর্শন করিলেও এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন নাই। প্রতিযোগিতার মানও অনেক নিম্নস্তরের হয়। হাঙ্গেরীর ইসথ্ভান পেল সহজেই* বিজয় লাভ করেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন ইটালিয়ান জিমন্যাস্ট ওমেরো বনোলি ও আমেরিকান প্রতিযোগী ফ্রাঙ্ক হোব্যান্ড। ইসথ্ভান পেল লং হর্সে ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন। ফ্রি এক্সারসাইজেও** ইসথ্ভান পেল ২৮·৮ পয়েন্ট অর্জন করিয়া স্বর্ণ পদক লাভ করেন। একমাত্র সুইস প্রতিযোগী জর্জেস মেইজ এবং ইটালীয় জিমন্যাস্ট ম্যারিয়ো লেরতোরা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

প্যারালাল বারে বিখ্যাত ইটালীয় জিমন্যাস্ট রোমিও নেরী† ইসথ্ভান পেল এবং ফিনিশ জিমন্যাস্ট হেইক্কি স্যাভোলেইনেন পর্যায়ক্রমে প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করেন। ইটালীর ম্যারিয়ো লেরতোরা পঞ্চম এবং আমেরিকার আলফ্রেড জকিম ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন।

হোরাইজেন্টাল বারে আমেরিকাব দাল্লাস বিক্সলার হেইক্কি স্যাভোলেইনেন এবং অপর ফিনিশ প্রতিযোগী ইনারী তেরাসভিরাটা প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করেন। পেল এ বিষয়েও চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

"সর্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও কুশলী জিমন্যাস্ট"-এর প্রতিযোগিতায় এই অলিম্পিকে হোরাইজেন্টাল বার, প্যারালাল বার, লং হর্স, পোমেল্ড হর্স, এবং রিং—এই পাঁচটি বিষয় ক্রীড়াসূচীর অন্তভুর্ক্ত কবা হয়। প্রতিযোগিতায় ১৪০·৬২৫ অর্জন কবিয়া রোমিও নেরী এই অলিম্পিকের সর্বশ্রেষ্ঠ জিমন্যাস্টের সম্মান লাভ কবেন। ইসথ্ভান পেল, হেইক্কি স্যাভোলেইনেন, ম্যারিয়ো লেরতোরা এবং স্যাভিনো গুগলিয়েলমেত্তি পর্যযক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান লাভ করেন। দলগত গ্রাউন্ড এক্সাবসাইজে আমেরিকা, হাঙ্গেরী, ও ইটালীয় জিমন্যাস্টগণ স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। ইসথ্ভান পেল সর্বশ্রেষ্ঠ জিমন্যাস্টের সম্মান লাভ না করিলেও দুইটি স্বর্ণ ও দুইটি রৌপ্য পদক লাভ করেন।

টাম্বলিং-এ আমেরিকার প্রতিযোগী রোল্যান্ড উলফ্‡, এডওয়ার্ড গ্রস ও

* Dr. Fritz Wasner-এব মতে পেলের পয়েন্ট সংখ্যা ১৯·০৭,· Dr. Ferenc Mezo-এর মতে ৫৭·০২।

** Dr. Fritz Wasner প্রভৃতি অনেক লেখক ফ্রি এক্সারসাইজ একাদশ অলিম্পিক হইতে আরম্ভ হয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু Dr. Ferenc Mezo (*Les Jeux Olympiques Modernes,* p. 253) "Exercises au sol, individual"-এর ফলাফল নবম অলিম্পিক হইতেই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

† Dr. Fritz Wasner (*Olympia Lexikon,* p. 158)-এর মতে ১৮·৯৭ পয়েন্ট এবং Dr. Ferenc Mezo (*Les Jeux Olympiques Modernes,* p. 253) ৫৬·৯ পয়েন্ট।

‡ Dr. Fritz Wasner (*Olympia Lexikon,* p. 167) রোল্যান্ড উলফ্‌কে "Sprunge Keulenubungen"—"ভল্ট, ইন্ডিয়ান ক্লাব এক্সারসাইজ"-এর বিজয়ী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। Fick (*Olympia*) টাম্বলিং-এর কোন উল্লেখই করেন নাই।

উইলিয়াম হারম্যান পর্যায়ক্রমে প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করিয়া এ বিষয়েও আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ইসথ্‌ভান পেল এ বিষয়েও চতুর্থ স্থান লাভ করেন। মুগুর ভাঁজাতেও আমেরিকার জর্জ রথ এবং অপর দুইজন আমেরিকান জিমন্যাস্ট সাফল্য লাভ করেন।*

অশ্বারোহণ কলাকৌশল প্রতিযোগিতা ধীরে ধীরে পুনরায় জনপ্রিয়তা লাভ করিতেছিল। ড্রেসেজে ফরাসী অশ্বারোহী এফ. ল্যসাজ অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া বিজয় লাভ করেন। অপর ফরাসী অশ্বারোহী শার্ল মারিয়ঁ ও আমেরিকার ক্যাপ্টেন এইচ. ট্যাটেল যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। দলগত ড্রেসেজেও ল্যসাজ, মারিয়ঁ ও জুস্সোম লইয়া গঠিত ফরাসী দলই বিজয় লাভ করে। সুইডেন ও আমেরিকা যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে। "নিয়মানুবর্তিতা, সহনশক্তি ও লম্ফন" লইয়া গঠিত তিনদিনব্যাপী ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় হল্যান্ডের সামরিক বাহিনীর লেঃ সি. এফ. পাহুদ দ্য মর্টাঙ্গেস এই অলিম্পিকেও বিজয় লাভ করিয়া অলিম্পিকে তাঁহার চতুর্থ স্বর্ণ পদক অর্জন করেন!

অষ্টম, নবম ও দশম অলিম্পিকে মর্টাঙ্গেস তিনদিনব্যাপী প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া চারিটি স্বর্ণপদক ও দুইটি রৌপ্যপদক মোট ছয়টি পদক অর্জন করেন। আজ পর্যন্ত অন্য কোন অশ্বারোহীর পক্ষে এ রেকর্ড ভঙ্গ করা সম্ভব হয় নাই। মিঃ পাহুদ দ্য মর্টাঙ্গেস বর্তমানে হল্যান্ড সামরিক বাহিনীর মেজর জেনারেল ও হল্যান্ড হইতে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

আমেরিকার অশ্বারোহী বাহিনীর লেঃ আর্ল থমসন ও সুইডেনের ক্ল্যারেন্স ভন রোজেন যথাক্রমে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জপদক লাভ করেন।

দলগত তিনদিনব্যাপী প্রতিযোগিতায় আর্ল থমসন ও সুইডেনের আর্গো ও হ্যারী চেম্বারলেন লইয়া গঠিত দল হল্যান্ডকে পরাজিত করিয়া বিজয় লাভ করে। প্রিক্স দ্য নেশনসে জাপানী অশ্বারোহী বাহিনীর ক্যাপ্টেন টাকেইচি নিশি জয়লাভ করেন। আমেরিকার মেজর চেম্বারলেন ও সুইডেনের ক্ল্যারেন্স ভন রোজেন যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। মেজর চেম্বারলেন তিনদিনব্যাপী প্রতিযোগিতায় (ব্যক্তিগত) চতুর্থ ও দলগত বিজয়ী দলের সভ্য ছিলেন। দলগত প্রিক্স দ্য নেশনসে কোন দলের তিনজন অশ্বারোহীই নির্ভুল-ভাবে নির্দিষ্ট সীমারেখা অতিক্রম করিতে সক্ষম না হওয়ায় প্রত্যেক দলকেই বাতিল করা হয়।** এই অলিম্পিকেও পোলো খেলা অনুষ্ঠিত হয় নাই।

মডার্ন পেন্টাথ্‌লনে পূর্ববর্তী অলিম্পিয়াডের ন্যায় এবারও সুইডেনের প্রাধান্য পরিস্ফুট হয়। সাগর অতিক্রম করিয়া আমেরিকাতে যাওয়া কষ্টসাধ্য ও প্রচুর খরচের প্রয়োজন হওয়ায় মাত্র দশটি দেশ হইতে প্রতিযোগীদল প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। সুইডেনের অক্সেনস্টের্না প্রথম ও লিন্ডম্যান দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। গত অলিম্পিকে বিজয়ী সেভেন থোফেল্ট চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য সেভেন থোফেল্ট—বর্তমানে সুইডিশ সেনাবাহিনীর কর্ণেল ও আন্তর্জাতিক আধুনিক পেন্টাথ্‌লন এসোসিয়েশনের

* এ সম্পর্কে বিভিন্ন লেখক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উল্লেখ করায় সঠিক ফলাফল উল্লেখ করা হইল না।

** *Report of the American Olympic Committee*, p. 145.

সম্পাদক। তৃতীয় স্থান আমেরিকার রিচার্ড মেয়ো অধিকার করেন। আধুনিক পেন্টাথ্‌লনে আমেরিকার এই প্রথম পদক প্রাপ্তি। দলগত প্রতিযোগিতায় সুইডেনেরই প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে পঞ্চম অলিম্পিয়াড হইতে মডার্ণ পেন্টাথ্‌লন অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কার্যসূচীভুক্ত হইবার পর একমাত্র একাদশ অলিম্পিয়াড ব্যতীত অন্য প্রতিটি অলিম্পিয়াডে মডার্ণ পেন্টাথ্‌লনের ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় সুইডিশ ক্রীড়াবিদ্‌গণ সাফল্য লাভ করিয়াছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে খ্যাতনামা আমেরিকান জেনারেল গাই ভি. হেনরী আমেরিকান দলের ম্যানেজার ছিলেন।

লস এঞ্জেলস হইতে ৩০ মাইল দূরবর্তী "লং বীচ মেরিন স্টেডিয়ামে" নৌবাহন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তেরটি দেশের নাবিকগণ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে ও প্রতিযোগিতা পূর্বের সমস্ত অলিম্পিয়াড অপেক্ষা অধিক প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়। সিংগল স্কালে নবম অলিম্পিক বিজয়ী হেনরী পিয়ার্স বর্তমান অলিম্পিয়াডেও ৭:৪৪·৪ মিনিটে দূরত্ব অতিক্রম করিয়া তাঁহার সাফল্য অক্ষুণ্ণ রাখেন। বিগত ছয় বৎসরে হেনরী পিয়ার্স যে কয়টি প্রতিযোগিতাতেই যোগদান করিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটিতেই তাঁহার অপরাজিত আখ্যা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। আমেরিকার উইলিয়াম মিলার ও উরুগুয়ের জি. ডগলাস্ যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ডাব্‌ল স্কালে আমেরিকার কেনেথ মেয়ার্স ও উইলিয়াম গ্যারেট্ গিল্‌মোর ৭:১৭·৪ মিনিটে দূরত্ব অতিক্রম করিয়া বিজয় লাভ করেন। জার্মান ও ক্যানাডার নাবিক পরিচালিত ডাব্‌ল স্কাল যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। দুই-দাঁড়-বিশিষ্ট সেল ধরনের নৌকার (দাঁড় সহ) প্রতিযোগিতাতেও জোসেফ্ শাখআওয়ার্স, চার্লস বিফার ও এডওয়ার্ড জেনিংস (দাঁড়ী) ৮:২৫·৮ সেকেন্ডে নূতন অলিম্পিক রেকর্ড সহ বিজয় লাভ করেন। পোল্যান্ড ও ফ্রান্স যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে। দুই-দাঁড়বিশিষ্ট সেল ধরনের নৌকা (হালছাড়া) প্রতিযোগিতায় গ্রেট ব্রিটেনের লুইস্ ক্লাইব ও আর্থার এডওয়ার্ডস সাফল্য লাভ করেন। চারদাঁড়বিশিষ্ট সেল ধরনের নৌকার প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে জার্মানী (দাঁড়সহ) ও গ্রেট ব্রিটেন (দাঁড় ব্যতীত) সাফল্য লাভ করে। "ডায়মন্ড স্কালে" চারবার বিজয়ী ও অষ্টম অলিম্পিকে সিংগল স্কালে বিজয়ী জ্যাক বেরেসফোর্ড* গ্রেট ব্রিটেন দলের সভ্য ছিলেন। অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় তিনি মোট চারবার যোগদান করিয়াছিলেন।

সপ্তম অলিম্পিয়াড হইতেই আটদাঁড়বিশিষ্ট নৌবাহন প্রতিযোগিতায় আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার শেষ পর্যায়ে প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দেয়। মোট ১,৩০,০০০ দর্শক "লং বীচ মেরিন স্টেডিয়ামে" এই প্রতিযোগিতা দর্শনের জন্য উপস্থিত ছিল। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নৌবাহন দল আমেরিকার পক্ষে প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। স্থানীয় নৌবাহন দলের আবহাওয়া প্রভৃতির অভিজ্ঞতা এবং প্রতিযোগিতার নির্দিষ্ট স্থানে অনুশীলনীর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ইটালীর নৌবাহনদল এমন

* জ্যাক বেরেসফোর্ডকে তাঁহার অপূর্ব ক্রীড়ানৈপুণ্য ও অলিম্পিক আদর্শের ধারক হিসাবে "অলিম্পিক ডিপ্লোমা অফ মেরিট" অর্পণ করা হয়।—*The Olympic Games,* published by International Olympic Committee, 1958 Edition, p. 87.

তীব্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যে তাহাদের পরাজিত করিতে স্থানীয় দলকে রীতিমত বেগ পাইতে হয়। ইটালীকে দুর্ভাগ্য বশতঃ অতিসামান্য ব্যবধানে পরাজিত হইতে হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে চারদাঁড়বিশিষ্ট সেল ধরনর নৌকা (হালসহ) প্রতিযোগিতাতেও ইটালী অতি সামান্য ব্যবধানে জার্মানীর নিকট পরাজিত হইয়াছিল। ক্যানাডা ও গ্রেট ব্রিটেন যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ কের। বেসরকারী পয়েন্ট গণনায় আমেরিকা এবারও বিজয়ী হয়। জাপানের নৌবাহনদল এই অলিম্পিকেই প্রথম যোগদান করে।

শুটিং-এ এই অলিম্পিকেও পেশাদারিত্ব ও অপেশাদারিত্ব লইয়া বিরোধ বাধে। সাধারণতঃ এই প্রতিযোগিতায় পেশাদারদের সুযোগ-সুবিধা কম। কিন্তু সে সময় প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের নগদ অর্থ দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। প্রতিযোগীদের গুলীবারুদ ও অন্যান্য দুর্মূল্য উপকরণাদি কিনিতে হইত বলিয়া এই রেওয়াজে যে কোন আপত্তি উঠিতে পারে তাহা কেহই চিন্তা করে নাই। কিন্তু অলিম্পিকের সে যুগের নিয়মানুযায়ী মাত্র এক ডলার অর্থ গ্রহণ করিলেও তাহাকে পেশাদার হিসাবে পরিগণিত করা হইত। অর্থগ্রহণকারী অলিম্পিকে যোগদানের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইত।

এই অলিম্পিয়াডের শুটিং-এ ৫০ মিটার হইতে "মিনিয়েচার (স্মল বোর) রাইফেল ও ৫০ মিটার দূরত্বে যে কোন পিস্তলে ছয়টি "ফিগার টার্গেটে গুলী ছোঁড়া" মাত্র এই দুইটি বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ফলে যোগদানকারী প্রত্যেকটি দেশ এমন কি আমেরিকা হইতেও প্রতিযোগিতার বিষয় কম করিয়া দেওয়ায় প্রবল প্রতিবাদ উত্থিত হয়।

নাৎসীচক্রভুক্ত দেশসমূহের সামরিক প্রস্তুতির নিদর্শন এই অলিম্পিকেই প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। বিভিন্ন স্থান অধিকার সম্পর্কে প্রতিযোগীদের মধ্যে টাই হইলেও পিস্তল শুটিং-এ ইটালী ও জার্মানী প্রথম চারিটি স্থানই অধিকার করে। ইটালীর রেনেজো মরিগি, ডোমেনিকো ম্যাটোউকি ও রনেন-সেগনি প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ এবং জার্মানীর হাইনজ হ্যাক্স দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

রাইফেল শুটিং-এর ফাইন্যালে সুইডেনের বার্তিল রোনমার্ক* ও ম্যাক্সিকোর গুস্তাভো হুয়েস্ট** উভয়েই ২৯৪ পয়েন্ট এবং হাঙ্গেরীর জোলতান হ্রাদেজকি-সুস্ ও ইটালীর জর্জি উভয়েই ২৯৩ পয়েন্ট পাওয়ায় প্রথম হইতে চতুর্থ স্থান নির্ধারণের জন্য প্রতিযোগীদের পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয়। শেষ পর্যন্ত রোনমার্ক, হুয়েস্ট, হ্রাদেজকি-সুস্ এবং জর্জি পর্যায়ক্রমে প্রথম চারিটি স্থান লাভ করেন।†

* Bill Henry (*An Approved History of the Olympic Games*, p. 222) এবং Frederick Rubien (*Report of the American Olympic Committee,* 1932, p. 180) "Rounmark" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

** Dr. Fritz Wasner (*Olympia Lexikon,* p. 131)-এর মতে Huet.

† John V. Grombach (*Olympic Cavalcade of Sports,* pp. 90, 91) নিম্নলিখিত বর্ণনা দিয়াছেন: "Competitors from the Sweden and Hungary tied for the first, with the Sweden win-

সন্তরণের স্টেডিয়ামে ১০,০০০ দর্শকের স্থান ছিল। তাহা সত্ত্বেও প্রতিদিন অগণিত দর্শককে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিতে হয়। আটদিন ধরিয়া প্রত্যহই প্রাতে ও অপরাহ্নে প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতা খাস আমেরিকায় অনুষ্ঠিত হইলেও এশিয়ার নবীন সূর্যের দেশ জাপান আমেরিকার ১২ বৎসরের একাধিপত্য নষ্ট করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব সহকারে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে। কেবলমাত্র মহিলা বিভাগে আমেরিকার মহিলা সাঁতারুগণ বিজয় লাভ করেন।

সাঁতারের পুরুষ বিভাগে মোট ছয়টি বিষয়ের মধ্যে জাপানী সাঁতারুরাই পাঁচটিতে প্রথম, চারিটি বিষয়ে দ্বিতীয় এবং দুইটিতে তৃতীয় স্থান লাভ করেন। সন্তবণে জাপানের পক্ষে পাঁচটি স্বর্ণপদক নিম্নলিখিত সাঁতারুগণ অর্জন করেন :

১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে ওয়াই. মিয়াজাকি, ২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে নবক অলিম্পিকে বিজয়ী ওয়াই. ৎসুরুতা, ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে এম. কিয়োকাওয়া, ১৫০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে কে. কিটামুরা ও ৪×২০০ মিটার রিলেতে মিয়াজাকি, ইয়োকোয়ামা, ইউছা ও তয়োদা লইয়া গঠিত জাপানের জাতীয় দল। এখানে উল্লেখযোগ্য, জাপানী সন্তরণবীরগণ এক ১০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক ব্যতীত প্রতিটি বিষয়েই নূতন অলিম্পিক রেকর্ড এবং রিলেতে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন। ইহা ব্যতীত ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে ইরি ও কাওয়াটসু দ্বিতীয ও তৃতীয় উভয় স্থান, ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে কাওয়াইসি দ্বিতীয়, ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে ওকোটা, ইয়াকোযামা ও সুগিমোটো তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম, ১৫০০ মিটারে মেকিনো দ্বিতীয়, ২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে কোয়িকি দ্বিতীয় স্থানও লাভ করেন।

সাধারণ উচ্চতাবিশিষ্ট বিজয়ী জাপানী সন্তরণবীরগণ "জাপানীজ ক্রল" নামক একটি নূতন ধরনের ক্রল ব্যবহার করিয়া এরূপ চমকপ্রদ সাফল্য লাভ করেন।*

একমাত্র ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে আমেরিকার পক্ষে যোগদানকারী হনলুলুর সাঁতারু ক্ল্যারেন্স (ব্যাস্টার) ক্র্যাব অল্পের জন্য ফরাসী সাঁতারু জ্যাঁ তাঁরিকে পরাজিত করেন ও আমেরিকার পক্ষে এই অলিম্পিকে সাঁতারের একমাত্র স্বর্ণ-

ning the shoot off; a Hungarian and an Italian tied for the second place, actually third, with the Hungarian winning the shoot-off." কিন্তু অন্য কোন সূত্রে ইহার কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। এমন কি Dr. Ferenc Mezo (*Les Jeux Olympiques Modernes*, p. 249) পর্যন্ত বার্তিল বোনমার্ক ও গুস্তাভো হোয়েস্ট দুইজনে ২৯৪ পয়েন্ট এবং হাঙ্গেরিয়ান হ্রাদেজকি-সুস্ ২৯৩ পয়েন্ট পাইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। Dr. Ferenc Mezo-এর *'Livre D'or des Champions Olympiques Hongaris*-এর কোনখানেও কোন হাঙ্গেরিয়ান প্রতিযোগী প্রথম স্থানে সুইডিশ প্রতিযোগী রোনমার্কের সহিত একই নম্বব পাইয়াছিলেন বলিযা উল্লেখও করেন নাই। সুতরাং John V. Grombach-এর মত নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত।

* ....Japanese Crawl were used by Miyazaki and his compatriots to score their sensational victories at the Los Angeles Olympiad of 1932.—Gilbert Collins: *The New Magic of Swimming*, p. 29.

পদক অর্জন করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ সাঁতারু জ্যাঁ তাঁরি এ সময় ২০০ হইতে ৮০০ মিটার পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী ছিলেন। ব্যাস্টার ক্র্যাব নবম অলিম্পিকে ১৫০০ মিটার ফ্রিস্টাইলেও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।*

সাঁতারে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিলেও ডাইভিং-এ জাপানী ডাইভারগণ বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। আমেরিকান লেখকদের মতে পয়েন্ট গণনায় জাপান ৮৭ পয়েন্ট পাইয়া প্রথম ও আমেরিকা ৭১ পয়েন্ট পাইয়া দ্বিতীয় স্থান লাভ কবে। কিন্তু জাপানীদের কৃতিত্বের গৌরব যতই খাটো করিবার চেষ্টা হউক না কেন একথা কোন মতে অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে সে যুগের ক্রীড়া জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র আমেরিকার সাঁতারুগণ অনুশীলন-অভিজ্ঞ শিক্ষক প্রভৃতি সমস্ত সুযোগ যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করিয়াও খাস আমেরিকাতেই জাপানী সাঁতারুদের নিকট অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করেন।

স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং-এ আমেরিকার মাইকেল গ্যালিটজেন, হ্যারল্ড স্মিথ ও রিচার্ড ডেগেনার এবং প্ল্যাটফর্ম ডাইভ-এ হ্যারল্ড স্মিথ ও গ্যালিটজেন ও ফ্রাঙ্ক কুর্ট পর্যায়ক্রমে প্রথম তিনটি স্থান লাভ করিয়া ডাইভিং-এ আমেবিকার সুনাম বক্ষা কবেন।

এই অলিম্পিয়াডের সাঁতারের আবও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সাঁতারেব স্টার্টাব আমেবিকর ক্যাপ্টেন রয় ডেভিস আটদিনের মধ্যে একটিবারও কোন ফলস্ স্টার্টের সংকেত দেওয়াব সুযোগ পান নাই। অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতি-যোগিতার সাঁতাবের ইতিহাসে ইহা এক অভূতপূর্ব ঘটনা।

ওয়াটার পোলোতে মোট তেবটি রাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এই যে, সে যুগেব বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সন্তরণবীরদের দেশ জাপান ওয়াটার পোলোতে হাঙ্গেরীর নিকট ১৭-০ গোলে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়া প্রতিযোগিতা হইতে অবসব গ্রহণ কবিতে বাধ্য হয়। আমেরিকা ও জার্মানীও জাপানকে ১০-০ গোলে পরাজিত করে। ফাইন্যালে হাঙ্গেরী দল গত অলিম্পিয়াডে বিজয়ী জার্মান দলকে ৬-২ গোলে পরাজিত করিযা অলিম্পিকের ওযাটাব পোলোতে প্রথম বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে। আমেরিকা তৃতীয় স্থান লাভ করে।

সাঁতারের মহিলা বিভাগে কিন্তু আমেবিকার মহিলা সাঁতারুগণ তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখেন। ১০০ ও ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে আমেরিকার সাঁতারু হেলেন মেডিসন উভয় বিষযেই রেকর্ড স্থাপন করেন ও এই অলিম্পিয়াডেব দুইটি স্বর্ণপদক লাভের গৌরব লাভ করেন। হল্যাণ্ডের চতুর্দশ বর্ষীয়া সুদর্শনা কিশোরী উইলি ডেন ওডেন হেলেন মেডিসনের সহিত তীব্র প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করেন ও অল্পের জন্য পরাজিত হন। পরবর্তী যুগে মিসেস জারেট নামে খ্যাত অপর আমেরিকান সাঁতারু এলিনর হোম ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে বিজয় লাভ করেন। ২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে অস্ট্রেলিয়ান সাঁতারু ক্লারা ডেনিশ আমেরিকান সাঁতারুদেব নিকট হইতে একমাত্র স্বর্ণপদক ছিনাইয়া

* ক্ল্যারেন্স (ব্যাস্টার) ক্র্যাবও পরবর্তী জীবনে অপেশাদার সন্তরণ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ছায়াচিত্রাভিনেতা হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন।

লইবার গৌরব লাভ করেন। জাপানী সাঁতারু হিদকো মায়াহাতা এ বিষয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। রিলেতেও ম্যাককিম, গ্যারাট্টি সেভিল, জনস্ ও মেডিসন ৪:৩৮ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন এবং বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করিয়া স্বর্ণপদক অর্জন করেন।

মহিলাদের স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং এবং হাই ডাইভিং উভয় বিষয়েই প্রথম তিনটি স্থান আমেরিকান ডাইভারগণ অধিকার করেন। নবম অলিম্পিকে স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং-এ দ্বিতীয় ডরোথি পয়েন্টন এবং স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং-এ তৃতীয় এবং হাই ডাইভিং-এ দ্বিতীয় জর্জিয়া কোলেম্যান যথাক্রমে হাই ডাইভিং ও স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং-এর স্বর্ণপদক লাভ করেন। কোলেম্যান এবারও হাই ডাইভিং-এর রৌপ্য পদক অর্জনের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

ভারোত্তোলনে মাত্র আটটি রাষ্ট্রের ২৯ জন ভারোত্তোলক অংশ গ্রহণ করেন। মোট পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে তিনটিতে বিজয়ী হইয়া ফরাসী ভারোত্তোলকগণ অসীম কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

ফেদার ওয়েটে রামোঁ সুর্ভিঞ্জ ৮২·৫+৮৭·৫+১১৭·৫* মোট ২৮৭·৫ কিলোগ্রাম উত্তোলন করিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। নবম অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদকপ্রাপ্ত জার্মান ভারোত্তোলক হ্যান্স** ওলপার্ট দ্বিতীয় এবং আমেরিকান ভারোত্তোলক এন্টনি তেরলাজ্জো তৃতীয় স্থান লাভ করেন। প্রতিযোগিতার মান যে বিশেষ উন্নত হয় নাই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রতিযোগীদেব ৫৩টি উত্তোলনের মধ্যে মাত্র ৩৩টিতে সফল হওয়ার ব্যাপারে। ইহা ব্যতীত ইহাতে নবম অলিম্পিকে প্রতিষ্ঠিত কোন রেকর্ডই ভঙ্গ হয় নাই।

লাইট ওয়েটে ফরাসী ভারোত্তোলক রনে দ্যুভারজে ৯৭·৫+১০২·৫+১২৫ মোট ৩২৫·০ কিলোগ্রাম উত্তোলন করিয়া নূতন অলিম্পিক বেকর্ডসহ স্বর্ণ পদক লাভ করেন। অস্ট্রিয়াব হ্যান্স হাস্ ও ইটালীর গ্যাস্টোন পিয়ারিনী দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

মিড্ল ওযেটে জার্মান ভারোত্তোলক রুডলফ ইজমায়ার ১০২·৫+১১০·০ +১৩২·৫ মোট ৩৪৫ কিলোগ্রাম উত্তোলন করেন ও নূতন অলিম্পিক রেকর্ডসহ বিজয় লাভ করেন। নবম অলিম্পিকে এ বিষয়ে ইটালীয় ভারোত্তোলক কার্লো গ্যালিমবার্তি দ্বিতীয় ও অস্ট্রিযান ভারোত্তোলক কার্ল হির্পাফিঙ্গার "টু হ্যান্ডস্ ক্লিন এন্ড জার্ক"-এ ইজমায়ারের সহিত যুক্তভাবে রেকর্ড স্থাপন ও এই প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান লাভ করেন। নবম অলিম্পিকে এ বিষয়ে বিজয়ী ফরাসী ভারোত্তোলক ফ্রাঁসোয়া চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

লাইট হেভী ওয়েটে নবম অলিম্পিকে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ফ্রান্সের লুই অস্তাঁ ১০২·৫+১১২·৫+১৫০ মোট ৩৬৫ কিলোগ্রাম উত্তোলন করিয়া এই অলিম্পিকে স্বর্ণপদক লাভ করেন। ডেনমার্কের স্ভেন্ড ওলসেন ও আমেরিকার হেনরী দুয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

* (১) "টু হ্যান্ডস্ প্রেস" (২) "টু হ্যান্ডস্ স্ন্যাচ (৩) "টু হ্যান্ডস্ ক্লিন এন্ড জার্ক"।

** *Olympia* 1932, p. 143-এ ভুলক্রমে "Johann" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে।

হেভী ওয়েটে নবম অলিম্পিকে তৃতীয় চেকোশ্লোভাক ভারোত্তোলক জারোশ্লাভ স্কোবলা* ১১২·৫+১১৫·০+১৫২·৫ মোট ৩৮০ কিলোগ্রাম উত্তোলন করেন এবং "টু হ্যান্ডস্ ক্লিন এন্ড জার্ক" এবং মোট উত্তোলনে নূতন অলিম্পিক রেকর্ডসহ এই অলিম্পিকে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন।

টু হ্যান্ডস্ স্ন্যাচ-এ অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করিয়া অপর চেকো-শ্লোভাক ভারোত্তোলক ভাক্লাব সেনিকা দ্বিতীয় এবং টু হ্যান্ডস্ প্রেস্-এ রেকর্ডসহ নবম অলিম্পিকের স্বর্ণপদক প্রাপ্ত জার্মান ভারোত্তোলক জোসেফ স্ট্রাস্বার্জার তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

মল্লযুদ্ধে এই অলিম্পিকে ১৮টি রাষ্ট্রের ৭৯ জন মল্লযোদ্ধা অংশ গ্রহণ করে। গ্রীসো-রোমান মল্লযুদ্ধে মাত্র ৪১ জন মল্লযোদ্ধা অংশ গ্রহণ করে। খাস মার্কিন মুল্লুকে অনুষ্ঠিত হইলেও কোন আমেরিকান মল্লযোদ্ধা ইহাতে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করে নাই।

ব্যান্টাম ওযেটে জার্মান মল্লযোদ্ধা জেকব ব্রেন্ডেল ইটালীর মার্কেলো নিজ্জোলাকে পরাজিত করেন। ফরাসী মল্লযোদ্ধা লুই ফ্রাঁসোয়া লাভ করেন তৃতীয় স্থান।

ফেদারে নবম অলিম্পিকে ব্যান্টাম ওয়েটে তৃতীয় ইটালীয় মল্লযোদ্ধা গিয়োভানি গোজ্জি জার্মান মল্লযোদ্ধা এবর্ল ওলফ্গংগকে** পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। ফিনিশ মল্লযোদ্ধা লাউবি কোসকেলা এবং নবম অলিম্পিকে ব্যান্টামে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী চেকোশ্লোভাকিয়ান মল্লযোদ্ধা জোসেফ মাদ'র তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

লাইট ওয়েটে প্রতিযোগী সংখ্যা ছিল মাত্র ছযজন। সুতরাং প্রতিযোগিতা আশানুরূপ সাফল্য লাভ কবে নাই। সুইডেনেব এরিখ মাম্বার্গ, ডেনিশ মল্লযোদ্ধা আব্রাহাম কুরল্যান্ড এবং জার্মান মল্লযোদ্ধা এডওয়ার্ড স্পারলিং† পর্যায়ক্রমে প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করেন।

ওয়েল্টাব ওযেট এই অলিম্পিকেই নূতন করিয়া কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রতিযোগিতায় আটজন মল্লযোদ্ধা অংশ গ্রহণ করেন ও সুইডিশ মল্ল-যোদ্ধা ইভর জোহানসন ফিনল্যান্ডের ভেনো কাজান্দার কাজোকার্পিকে পরাজিত করিযা এ বিষয়ের প্রথম স্বর্ণ পদক লাভের গৌরব লাভ করেন। ইটালিয়ান মল্লযোদ্ধা ই. গ্যালেগোত্তি তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

মিডল ওয়েটে মাত্র চারজন মল্লযোদ্ধা অংশ গ্রহণ করেন। অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচীতে সন্নিবেশিত হওযার পর ইহার পূর্বে বা পরে কোন সময়েই এত অল্পসংখ্যক প্রতিযোগী এ বিষয়ে অংশ গ্রহণ করেন নাই। নবম অলিম্পিকে এ বিষয়ে বিজযী ভেনো কোক্কিনেন‡ অনায়াসেই জার্মানীর জোহান ফয়েল-

* হেভী ওয়েট চ্যাম্পিযন জারোশ্লাভ স্কোবলাব পুত্র জিরি স্কোবলাও ইউরোপ চ্যাম্পিযন কৃতি লোহগোলক নিক্ষেপক। ষোড়শ অলিম্পিকে লোহগোলক নিক্ষেপে তিনি তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

** Fick (*Olympia,* p. 48) "Wolfvany" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

† *Olympia* 1932, p. 143-এ ভ্রমক্রমে "Eduard"-এর স্থলে "Georg" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে।

‡ Dr. Fritz Wasner : *Olympia Lexikon,* p. 171.

ডেন্নাককে পরাজিত করিয়া পর পর দুইটি অলিম্পিকে স্বর্ণপদক লাভের অপূর্ব গৌরব লাভ করেন।

লাইট হেভীর প্রতিযোগী সংখ্যা ছিল মাত্র তিনজন। সংখ্যাল্পতার দিক ধরিলে ইহা অলিম্পিকের রেকর্ডের (!) দাবি করিতে পারে। প্রতিযোগিতা যে-কোন ক্লাবের প্রতিযোগিতার ন্যায় নিম্নস্তরের হয় এবং সপ্তম অলিম্পিকে ফ্রিস্টাইলে লাইট হেভীর রৌপ্যপদক প্রাপ্ত সুইডিশ মল্লযোদ্ধা রুডলফ্ স্ভেনসন ফিনিশ প্রতিযোগী ওন্নি পেল্লিনেনকে পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন।

হেভী ওয়েটে মাত্র পাঁচজন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন ও এ বিষয়েও সুইডিশ মল্লযোদ্ধা কার্ল ওয়েস্টারগ্রীন চেকোশ্লোভাকিয়ার জোসেফ আর্বানকে পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক ও "হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ন" খ্যাতি লাভ করেন। অস্ট্রিয়ান মল্লযোদ্ধা নিকোলাস হিরসাল তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

ফ্রি-স্টাইলে আমেরিকান মল্লযোদ্ধাগণ অংশ গ্রহণ করায় প্রতিযোগী সংখ্যা অল্প কিছু বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পূর্ববর্তী অলিম্পিকের প্রতিযোগী সংখ্যার সহিত তুলনামূলক বিচারে এই সংখ্যাকে নিতান্ত নগণ্যই বলা যায়। ব্যান্টামে আমেরিকান মল্লযোদ্ধা হাঙ্গেরীর রবার্ট পিয়ার্স হাঙ্গেরীর ওডন জাম্বোরীকে পরাজিত করেন। ফেদারে সে যুগের বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মল্লযোদ্ধা হারম্যান পিহালাজামাকি আমেরিকার এডগার নেমিরকে পরাজিত করিয়া এ বিষয়ে আমেরিকার একাধিপত্য খর্ব করেন।

লাইটে সে যুগের দুইজন শ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধা—ফ্রান্সের শার্ল পাকম্ ও ক্যারোলি কারপাতি ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। শার্ল পাকম্ নবম অলিম্পিকে এ বিষয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। কারপাতিও তাঁহার অতুলনীয় "ব্রিজে"র জন্য সে যুগে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এই দুই খ্যাতনামা মল্ল-যোদ্ধার মল্লযুদ্ধ দেখিবার জন্য প্রচুর দর্শক সমাগম হইত। শেষ পর্যন্ত পাকম্ কারপাতিকে পরাজিত করিয়া এ বিষয়ের স্বর্ণপদক লাভ করেন। সুইডেনের গুস্তাভ ক্লারেন এবং কুস্তা পাহালাজামাকি যথাক্রমে তৃতীয় ও পঞ্চম স্থান লাভ করেন।

ওয়েল্টার ওয়েটে আমেরিকার জ্যাক ভন বেবার ক্যানাডার ড্যানিয়েল ম্যাক-ডোনাল্ডকে পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। অষ্টম অলিম্পিকে এ বিষয়ে দ্বিতীয় এইনো লেনো তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

গ্রীসো-রোমানে ওয়েল্টার ওয়েটে বিজয়ী ইভর জোহানসন মিডল ওয়েটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। গ্রীসো-রোমানের ওয়েল্টার ওয়েট এই অলিম্পিকেই প্রথম অনুষ্ঠিত হওয়ায় প্রতিযোগীদের দৈহিক ওজন সম্বন্ধে সঠিক নির্দেশ না থাকায় ইহা সম্ভবপর হয়। মাত্র সাতজন প্রতিযোগী ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন ও ইভর জোহানসন অনায়াসেই কয়োস্তি লুক্কোকে পরাজিত করিয়া স্বর্ণ-পদক লাভ করেন। লাইট হেভী ও হেভীতে প্রতিযোগী সংখ্যা যথাক্রমে মাত্র চার ও তিনজন ছিলেন ও এ সম্পর্কে বিশেষ কোন উৎসাহ বা উদ্দীপনার সুযোগও ছিল না। আমেরিকার পিটার মেরিঙ্গার লাইট হেভীতে বিগত অলিম্পিকে বিজয়ী সুইডিশ মল্লযোদ্ধা থুরে জোস্টেডট্ এবং হেভীতে নবম অলিম্পিকে বিজয়ী জোহান রিচথপ্ আমেরিকান জন রিলেকে পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। অস্ট্রেলিয়ার এডি স্কার্ফ লাইট ওয়েটে ও এই অলিম্পিকে গ্রীসো-রোমানের হেভীতে অস্ট্রিয়ান মল্লযোদ্ধা নিকোলাস

হিরসাল ফ্রি স্টাইলেও* তৃতীয় স্থান লাভ করেন। আজ পর্যন্তও অন্য কোন মল্লযোদ্ধার পক্ষে পর পর দুইটি অলিম্পিকে হেভী ওয়েটে বিজয় লাভ সম্ভব হয় নাই। আজ পর্যন্তও অম্লান রেকর্ডের অধিকারী জোহান রিচথপ্ সে দিক দিয়া অসীম ভাগ্যবান।

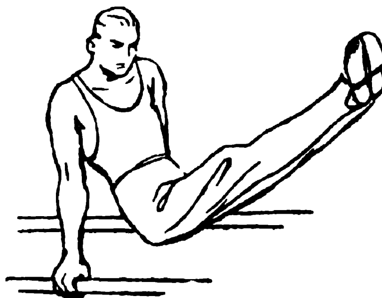
অতলান্তিকের পরপারে ফুটবল টিম প্রেরণ করিবার জন্য বিপুল অর্থ-ব্যয়ের প্রয়োজন হওয়ায় অধিকাংশ রাষ্ট্রই টিম প্রেরণে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। ফলে বাধ্য হইয়াই উদ্যোক্তা কমিটি ফুটবল খেলা ক্রীড়াসূচী হইতে বাদ দেন। প্রদর্শনী হিসাবে দুইটি আমেরিকান দল "আমেরিকান ফুটবল" (সকার ফুটবল নহে—রাগবী) প্রদর্শন করেন।

ফিল্ড হকিতে ভারতবর্ষ, জাপান ও আমেরিকা—এই তিনটি দল অংশ গ্রহণ করে ও লীগ প্রথায় খেলা হয়। ভারত জাপানকে ১১-১ গোলে ও আমেরিকাকে ২৪-১ গোলে পরাজিত করিয়া দ্বিতীয় বার অলিম্পিকের স্বর্ণপদক লাভ করে।

লস এঞ্জেলস পোতাশ্রয়ে আমেরিকার নৌবাহিনী ও উপকূলরক্ষী বাহিনীর সহযোগিতায় ইয়টিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। 'ছয় মিটার', 'আট মিটার', 'স্টার' এবং 'মনোটাইপ'—এই চার ধরনের ইয়টিং প্রতিযোগিতা ক্রীড়াসূচীভুক্ত ছিল। তৎকালীন নিয়মানুযায়ী মনোটাইপ ইয়ট একজন নাবিক, স্টার ধরনের ইয়ট দুইজন নাবিক ও ছয় ও আট মিটারের ইয়ট যথাক্রমে পাঁচজন ও সাতজন নাবিক পরিচালনা করিত। প্রতিযোগিতায় সুইডেনের "বিসবি" ছয় মিটার, আমেরিকার "জুপিটার" স্টার ধরনের ইয়টে, আমেরিকার "আঙেগলিটা" আট মিটারের ইয়ট প্রতিযোগিতায় এবং ফরাসী নাবিক জে. ল্যব্র'** মনোটাইপে বিজয় লাভ করেন।

* 60 Jahre Olympische Spiele : *Vom Osterreichischen Olympischen Comite*, p. 5.

** *Olympia*, 1932, (p, 99) "Le Brunl" বলিয়া উল্লেখ কবিয়াছেন। P. Chr. Anderson : *Olympiaboken*-এ জে. ল্যাব্র'ব স্থলে "বব" ল্যাব্র' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।



একাদশ অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

বার্লিন, ১৯৩৬

হে বিজযী
হে দেবতাব ববপুত্র'
তোমাব বিজযমাল্য
বিশ্বময ছডিযে দিযেছে তোমার
গৌরব কাহিনী.
অমব কবেছে তোমায।

'ইপিনেসিয়া'
পিন্ডার

একাদশ অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

[বার্লিন—১৯৩৬]

যোগদানকারী দেশের সংখ্যা	৪৩
প্রতিযোগী/প্রতিযোগিনীর সংখ্যা	৭৭৩
(৯৮ জন মহিলাসহ)	

এ্যাথলেটিকস্ (পুরুষদের)

	প্রথম স্থান	দ্বিতীয় স্থান	তৃতীয় স্থান	চতুর্থ স্থান	পঞ্চম স্থান	ষষ্ঠ স্থান	পয়েন্ট
আমেরিকা	১২	৭	৪	৫	৬	৫	২০৩
ফিনল্যান্ড	৩	৫	২	৪	২	১½	৮০½
জার্মানী	৩	২	৪	২½	২½	১¼	৬৯¼
জাপান	২	২	৩	২	১	১ ১৩/২২	৫১ ১৩/২২
গ্রেট ব্রিটেন	২	৩	—	১	২	১ ১/১১	৪৩ ১/১১
ক্যানাডা	—	১	১	১	৪	২ ১/১১	২২ ১/১১
ইটালী	—	২	২	১	—	১/১১	১১ ১/১১
সুইডেন	—	—	২	২	১	২ ১/১১	১৮ ১/১১

এ্যাথলেটিকস্ (মহিলাদের)

	প্রথম স্থান	দ্বিতীয় স্থান	তৃতীয় স্থান	চতুর্থ স্থান	পঞ্চম স্থান	ষষ্ঠ স্থান	পয়েন্ট
জার্মানী	১	১	২	২	—	৩	৩২
আমেরিকা	২	—	—	—	১	½	২২½
ইটালী	১	—	—	১	—	—	১৪
হাঙ্গেরী	১	—	—	—	—	—	১০
পোল্যান্ড	—	২	—	—	—	—	১০
ক্যানাডা	—	১	১	—	—	—	৯
ক্যানাডা	—	১	১	—	—	—	৯
গ্রেট ব্রিটেন	—	১	১	—	—	—	৯

সমসাময়িক পদ্ধতি অনুযায়ী—প্রথম—১০ পয়েন্ট, দ্বিতীয়—৫ পয়েন্ট, তৃতীয়—৪ পয়েন্ট, চতুর্থ—৩ পয়েন্ট, পঞ্চম—২ পয়েন্ট, ষষ্ঠ—১ পয়েন্ট।

একাদশ অলিম্পিয়াডের ক্রীড়াসূচীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের বিজয়তালিকা

যোগদানকারী রাষ্ট্রের সংখ্যা—৪৯
প্রতিযোগী/প্রতিযোগিনীর সংখ্যা—৪,০৬৯
(৩২৮ জন মহিলা সহ)
বিভিন্ন বিষয়ে হিট ইত্যাদি লইয়া
মোট প্রতিযোগিতার সংখ্যা—১৪২

	অ্যাথলেটিকস্ (পুরুষ)	অ্যাথলেটিকস্ (মহিলা)	মুষ্টিযুদ্ধ	সাইক্লিং	অশ্বারোহণ কলাকৌশল প্রতিযোগিতা	অসি-সঞ্চালন প্রতিযোগিতা	মডার্ন পেন্টাথ্‌লন	ফিল্ড হকি	জিমন্যাস্টিক	রোয়িং	শুটিং	সকার ফুটবল	সন্তরণ (পুরুষ)	সন্তরণ (মহিলা)	ওয়াটার পোলো	ভারোত্তোলন	কুস্তি (ফ্রিস্টাইল)	কুস্তি (গ্রেকো-রোমান)	ইয়টিং	ক্যানোয়িং	ফিল্ড হ্যান্ডবল	বাস্কেটবল	পোলো	মোট বিজয়
জার্মানী	৩	১	২	২	৬		১		৬	৫	১					১			১	২	১			৩২
আমেরিকা	১২	২								১			৪	২		১	১					১		২৪
হাঙ্গেরী		১	১			৩							১		১		২	১						১০
ইটালী		১	১			৪						১							১					৮
ফিনল্যান্ড	৩		১						১								১	১						৭
সুইডেন											১						১	৩		১				৬
ফ্রান্স			২	২												১	১							৬
নেদারল্যান্ডস্				১										৪					১					৬
জাপান	২												৩	১										৬
গ্রেট ব্রিটেন	২									১									১					৪
চেকোশ্লোভাকিয়া										১										৩				৪
অস্ট্রিয়া																				৩				৩
আর্জেন্টিনা			১																				১	২
ইজিপ্ট																২								২
এস্তোনিয়া																	১	১						২
সুইজারল্যান্ড									১															১
ক্যানাডা																				১				১
ভারতবর্ষ								১																১

ইহা ব্যতীত নরওয়ে, নিউজিল্যান্ড ও তুরস্ক একটি করিয়া বিষয়ে বিজয় লাভ করে

॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥

একাদশ অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

লস এঞ্জেলসের প্রতিযোগিতা শেষ হইবার পর আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির এক অধিবেশন হয়। উহাতে জার্মানীর রাজধানী বার্লিন চূড়ান্ত-ভাবে পরবর্তী অলিম্পিক অনুষ্ঠানের স্থান নির্ধারিত হয়। ইহার কয়েক মাস পর বার্লিনে নাৎসী দলের অভ্যুত্থান হয় ও নাৎসী দলের নেতা হের হিটলার জার্মানীর একচ্ছত্র ভাগ্য নিয়ন্ত্রক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে এবং জাতিসংঘ হইতে বাহির হইয়া আসে। আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি-গুলির তোষণ নীতির ফলস্বরূপ ইটালীর ইথিওপিয়া আক্রমণ ও বিষবাষ্পের ধোঁয়ায় ইথিওপিয়ার কণ্ঠরোধ, সকলেই নির্বিকারচিত্তে মানিয়া লইল। ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী লিও ব্লুমের নেতৃত্বে গঠিত সোস্যালিস্ট মন্ত্রিমণ্ডলী তাঁহাদের সোস্যালিস্ট নীতি প্রচার করিতেই ব্যগ্র ছিলেন। গ্রীসে রাজনৈতিক সংঘর্ষ চরমে পোঁছিয়াছিল। অস্ট্রিয়া আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোলে ক্ষতবিক্ষত হইয়া উঠিয়াছিল। নৌ-বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি ও অস্ত্রসজ্জায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রতি-যোগিতা চরমে উঠিয়াছিল।

গত মহাযুদ্ধের পর ইউরোপে কম্যুনিজমের অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রসমূহ প্রস্তুত হইতেছিল। মুখে শান্তির বুলি এবং ভিতরে ভিতরে অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতা ইহাই ছিল সে সময়ের পৃথিবীর নিখুঁত চিত্র। ইউরোপ পুনরায় ধীরে ধীরে অসন্তোষ ও অস্ত্রসজ্জার অন্তরালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য প্রকৃতই প্রস্তুত হইতেছিল।

এই ঘনায়িত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে বার্লিনে একাদশ অলিম্পিকের প্রস্তুতি চলিতেছিল।

উইন্টার গেমস

বার্লিন অলিম্পিকের সহিত অনুষ্ঠিত চতুর্থ উইন্টার গেম্‌সের জন্য ব্যাভেরিয়ান আল্‌পসের গারমিচ্ পার্টেন কিরকেন নির্দিষ্ট হইয়াছিল। ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতা পূর্বাহ্নেই বার্লিনে অনুষ্ঠেয় একাদশ অলিম্পিকের সুন্দর ও নিখুঁত ব্যবস্থার ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছিল। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে প্যারীতে অনুষ্ঠিত অষ্টম অলিম্পিকের সহিত প্রথম উইন্টার গেম্‌স সন্নিবেশিত হয় ও ১৯২৪, ১৯২৮ ও ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে শার-মনিঞ্চ, সেন্ট মরিজ ও লেক প্লাসিডে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু গারমিচ পার্টেন কিরকেনে সুসংগঠিত এবং অভূতপূর্ব ব্যবস্থায় সমগ্র বিশ্বের ক্রীড়ামোদীদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে।

৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর চ্যান্সলার হের হিটলার গারমিচ্ পার্টেন কিরকেনে সরকারীভাবে উইন্টার অলিম্পিক গেম্‌সের উদ্বোধন করেন। এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় অলিম্পিক গেম্‌স ও উইন্টার গেম্‌সের তাৎপর্য

বিশ্লেষণ করার পর তিনি অলিম্পিক হলের বারান্দা হইতে সমবেত এ্যাথলেট ও ব্যবস্থাপকদের মার্চপাস্টের অভিবাদন গ্রহণ করেন।* প্রতিযোগিতায় ববস্লে, ফিগার স্কেটিং (পুরুষ ও মহিলাদের), স্পিড স্কেটিং (৫০০, ৫,০০০ ও ১০,০০০ মিটার), স্কিইং (ডিসেন্ট ও স্ল্যালম, ১৮ ও ৫০ কিলোমিটার রেস, লম্ফন, দৌড় ও লম্ফন) ও আইস হকি ক্রীড়াসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রতিযোগিতার সংক্ষিপ্ত ফলাফল নিম্নে দেওয়া হইল :**

দেশ	স্বর্ণপদক	পয়েন্ট
নরওয়ে	৭	১০০
জার্মানী	৩	৪৭½
সুইডেন	২	৪৩½
ফিনল্যান্ড	১	৩৮
আমেরিকা	১	৩২½
অস্ট্রিয়া	১	২৬½

মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হইতে ম্যাগনেসিয়াম টর্চ প্রজ্বলিত হয় ও ৩,০০০ এ্যাথলেট দশদিন ও দশরাত্রি ধরিয়া সাতটি দেশের উপর দিয়া রিলে প্রথায় এই পবিত্র অগ্নি বহন করিয়া বার্লিনের স্টেডিয়ামে লইয়া আসে। ইহা হইতেই প্রতি অলিম্পিকে জিউসদেবের ভগ্ন মন্দির হইতে সংগৃহীত পবিত্র অগ্নি রিলে প্রথায় অলিম্পিক অনুষ্ঠানের স্থান পর্যন্ত লইয়া যাইবার রীতি প্রচলিত হয়†।

তৎকালীন পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক অবস্থা এই অলিম্পিকের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করাতে অলিম্পিকের সাথে সাথে রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের কিছু আলোচনা করিতে হইবে। ফরাসী সোস্যালিস্ট সরকার নাৎসী জার্মানীতে এ্যাথলেটিক দল প্রেরণের জন্য অর্থ সাহায্য করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। জার্মানী ও ফরাসীদের মধ্যে এই সময় যথেষ্ট মনোমালিন্যও দেখা দিয়াছিল। যাহা হউক, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির অনুরোধে ফরাসী সরকার ফরাসী এ্যাথলেটদের সুযোগ দিতে স্বীকৃত হইলেন। মুসোলিনী 'দেশকে উন্নত করিতে হইলে সুস্থ সবল ফ্যাসিস্ট যুবক চাই' এই নীতি অনুযায়ী ইটালিয়ান এ্যাথলেটদের বার্লিনে প্রেরণের জন্য যথেষ্ট আগ্রহ প্রদর্শন ও সহায়তা করিতেছিলেন কিন্তু ইথিওপিয়াতে যুদ্ধ বাধিয়া উঠায় ইটালিয়ান এ্যাথলেটদল সত্যই বার্লিনে উপস্থিত হইতে পারিবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিয়াছিল। ইথিওপিয়ার করুণ ক্রন্দনে পৃথিবীর অন্য কোন দেশ সাড়া না দেওয়ায় ইথিওপিয়া অল্পদিনের মধ্যে ইটালীর কবলিত হয় ও ইটালিয়ান এ্যাথলেটগণ বার্লিন অলিম্পিকে যোগদানের সুযোগ পায়। স্পেনে গৃহযুদ্ধ

* In the stadium Athletes and Paraders were officially received from the balcony of the Olympic Hall by the Chanceller himself who opened the ceremonies with a very brief fevoral speech. —*Berliner Tageblatt,* Feb. 7, 1936.
(ইংরাজীতে অনূদিত)

** *Frankfurter Zeitung,* Feb 17, 1936.

† উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জীতে ইহার বিশদ বিবরণী দেওয়া হইয়াছে।

বাধিয়া যাওয়াতে স্প্যানিশ এ্যাথলেট দল বার্লিন হইতে দেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

ব্রাজিল হইতে অলিম্পিকে দুইটি পরস্পর বিরোধী সংগঠন স্ব স্ব প্রতিযোগীদল প্রেরণ করে, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি দুইটি বিবদমান দলকে একত্র করিতে সক্ষম হয় নাই এবং অবশেষে দুইটি দলই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে।

৪৯টি দেশ হইতে ৩২৮ জন মহিলাসহ মোট ৪০৬৯ এ্যাথলেট এই অলিম্পিকে যোগদান করেন।* ইহার মধ্যে এ্যাথলেটিক্স-এ ৪৫টি দেশ, সাঁতারে ৪০টি দেশ. মুষ্টিযুদ্ধে ৩৮টি দেশ, কুস্তিতে ৩৩টি দেশ, ফেন্সিং ও সাইক্লিং-এ ৩২টি দেশ ও শুটিং-এ ৩১টি দেশ** প্রতিযোগী প্রেরণ করে।

"স্ট্যাটস্ সেক্রেটার" এবং আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভ্য ডাঃ থিয়োডোর লেহুবালৎ-এর সক্রিয় পরিচালনায় এবং "রাইখস্‌স্পোর্টস্ লিডার" হ্যান্স ফন কামেনির উন্ত অস্তেন, ডাঃ কার্ল ডায়েম, পি. হ্যামেল, ডরু. ক্লিংগবার্গ, ডাঃ ফ্রিজ ওয়াজনার প্রভৃতির সক্রিয় কর্মপ্রচেষ্টায় দীর্ঘদিন ধরিয়া একাদশ অলিম্পিকের বিরাট প্রস্তুতি চলিতেছিল। দশম অলিম্পিকের পর "স্ট্যাট্স সেক্রেটার" ডাঃ থিয়োডোর লেহুবালৎকে সভাপতি, ডাঃ কার্ল ডায়েমকে সম্পাদক ও ডরু. ক্লিংগবার্গকে টেকনিক্যাল ডাইরেক্টর করিয়া একাদশ অলিম্পিকের প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয।

একাদশ অলিম্পিকের প্রস্তুতি কমিটি এই অলিম্পিককে সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য কোন প্রচেষ্টাই বাকি রাখেন নাই। ভারতীয় মুদ্রামান অনুযায়ী প্রায় চৌদ্দ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩২৫ একর জমিতে "রাইখস্ স্পর্টসফিয়েল্ট" নির্মিত হয়। "রাইখস্‌স্পর্টসফিয়েল্ট" ৪টি স্টেডিয়াম, নীল আকাশের নীচে আচ্ছাদনহীন ১টি থিয়েটার হল্, সুইমিং পুল সুইমিং স্টেডিয়াম, বাস্কেটবল কোর্ট, পোলো মাঠ, জিমন্যাসিয়াম ইত্যাদি নির্মিত হইয়াছিল এবং প্রত্যেকটিতে বৈদ্যুতিক সংযোগ ও আধুনিক সূক্ষ্মতম যন্ত্রপাতি স্থাপিত হইয়াছিল।

জার্মানীর অন্য কয়েকটি নীতি সম্বন্ধেও অলিম্পিক পরিচালনার ব্যাপারে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। নাৎসী জার্মানীর ইহুদী বিতাড়ন নীতি অধিকাংশ দেশই সুচক্ষে দেখিতে পারে নাই। আমেরিকা প্রভৃতি কয়েকটি দেশে এ্যাথলেটিকস ও অন্যান্য খেলাধুলার ব্যাপারে ইহুদীদের যথেষ্ট অবদান ছিল। ইহা ছাড়া বিভিন্ন অলিম্পিক কমিটিকে ইহুদী ধনপতিগণ অনেক অর্থ সাহায্যও করিতেন। এই নীতির ফলে আমেরিকার অলিম্পিক কমিটিতে একাদশ অলিম্পিকে যোগদান করা উচিত হইবে কিনা ইহা লইয়া বাদ-বিসংবাদ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত সে সময়ে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির আমেরিকান সভ্য জেনারেল চার্লস সেরিল সরজমিনে তদন্তের জন্য জার্মানীতে গমন করেন। জার্মানী হইতে ফিরিয়া আসিবার পর তিনি একাদশ অলিম্পিকে যোগদানের অনুকূলে মত প্রকাশ করেন। তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেন তাঁহারা জার্মানীর আহবানে কোন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য যাইবেন না,

* *The Olympic Games,* published by International Olympic Committee, p. 66.

** (i) *Kessings Contemporary Archives*—1934-1937, p. 2158.

যাইবেন অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদানের উদ্দেশ্যে। কিন্তু তবুও এ ব্যাপারে নিষ্পত্তি সম্ভব হয় না। অবশেষে এ ব্যাপার "ন্যাশনাল কনভেনশন্"-এ প্রেরিত হয় ও সেখানে ভোটাধিক্যে একাদশ অলিম্পিকে যোগদান করা সাব্যস্ত হয়।*

বার্লিন অলিম্পিককে আধুনিক অলিম্পিক অনুষ্ঠানের প্রথম পদক্ষেপ বলিয়া গণ্য করা হয়। ইদানীন্তন যত প্রকার ক্রীড়া আছে, বার্লিনে তাহার প্রায় সবগুলিরই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এ্যাথলেটিক ব্যতীত কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ, আধুনিক পেন্টাথ্লন, রোয়িং, ভারোত্তোলন, ইয়টিং, শুটিং, হ্যাণ্ডবল, সাঁতার, সাইক্লিং, কেনোয়িং, জিমন্যাস্টিক, অসি-সঞ্চালন কৌশল, ইকুইস্টারিয়ান, সকার ফুটবল, বাস্কেটবল, ফিল্ড হকি, মোট উনিশটি বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ব্যতীত মহিলাদের এ্যাথলেটিকস্, সাঁতার ও জিমন্যাস্টিকসের প্রতিযোগিতাও হইয়াছিল।

স্টেডিয়াম হইতে অলিম্পিক গ্রামে যাইতে মাত্র ২০ মিনিট সময়ের প্রয়োজন হইত। সেখানে ২০ জন করিয়া এ্যাথলেটের বাসপোযোগী ১৫০টি মনোরম বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং প্রত্যেকটিতেই সম্ভাব্য সকল প্রকার আরামদায়ক ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের বার্চ ও পাম বৃক্ষের ছত্র ছায়ায় নির্মিত অলিম্পিক গ্রামে নিজস্ব পোস্টাফিস, বিভিন্ন খেলাধুলার জন্য মাঠ, সাঁতারের জন্য সুইমিং পুল কোন কিছুরই অভাব ছিল না।

দোভাষী, বার্তাবহ ইত্যাদি কার্যের জন্য ১৫০ জন যুবক "অলিম্পিক গ্রামে"র বার্তাবহ সদব দপ্তরে সর্বক্ষণের জন্য বাস করিত ও এ্যাথলেটদের সকল প্রকার সাহায্য করিত। কে কোন্ ভাষায় বিশেষজ্ঞ অথবা কে কোন্ দেশের এ্যাথলেটগণের বাসস্থানে কাজ করিতেছে তাহা বুঝাইবার জন্য জামার হাতায় স্বস্তিকাব ঠিক নীচেই কর্মে নিযুক্ত রাষ্ট্রের একটি ছোট পতাকা পরিধান করিত। পৃথিবীব প্রায সমস্ত দেশের ভাষা অনুবাদের জন্য দোভাষী নিয়োগ করা হইযাছিল।

ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত অলিম্পিকসমূহে যোগদানকারী এ্যাথলেটবৃন্দ জার্মান অলিম্পিক কমিটির ববস্থায হতবাক হইয়া যান। খেলাধুলা ইত্যাদি দেখিবার জন্য বিভিন্ন স্থানে নির্মিত নয়টি প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে মোট ২৩৭,০০০ জন দর্শকের স্থান হইত। ইহা ছাড়াও দণ্ডায়মান অবস্থায় আরও অনেক দর্শকের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অলিম্পিক স্টেডিয়ামে মোট ১,১০,০০০ দর্শকের স্থান নির্দিষ্ট ছিল এবং প্রতিদিন গড়ে আশি-নব্বই হাজার দর্শক প্রতিযোগিতা দেখিবার জন্য উপস্থিত থাকিতেন। গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার সময় স্টেডিয়াম পূর্ণ হইয়া যাইত। সুইমিং স্টেডিয়ামে ১৮,০০০ দর্শকের স্থান নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু তাহাতেও স্থান সংকুলান হয় নাই, কুস্তি, মুষ্টি-

* The National Convention of the American Athletic Union, the largest such organisation in United States on December 7 decided by 61 votes to 55 not to withdraw its members from Olympic Games in Germany, 1936.

(i) *New York Herald Tribune,* December 16, 1935.

(ii) *Kessings Contemporary Archives,* 1934—1937, p. 12564.

করেন ও দীর্ঘলম্ফনে বিজয়ী হন। আজ পর্যন্তও ওয়েন্স-প্রতিষ্ঠিত এই অলিম্পিক রেকর্ড ভাঙিবার সৌভাগ্য অন্য কোন এ্যাথলেটের হয় নাই। লুজ লং দ্বিতীয় ও জাপানী এ্যাথলেট নাওটো তাজিমা তৃতীয় স্থান লাভ করেন। কিন্তু প্রতিযোগিতা শেষ হইবার পর হের হিটলার লুজ লংকে গোপনে অভিনন্দিত করেন। গোপনে হইলেও এ ব্যাপার প্রত্যেকেই জানিতেন এবং স্বয়ং ওয়েন্স ১৯৫৫ সালে তাঁহার ভারত সফরকালে এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছিলেন। অবশ্য লুজও কম কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই। তিনি ৭·৮৭ মিটার (২৫ফুঃ ৯·২৭/৩২ ইঞ্চি) লাফাইয়াছেন। ইহাতে তিনি যে কেবল অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছিলেন তাহা নহে, একমাত্র ওয়েন্স ব্যতীত অন্য কাহারও পক্ষে এ দূরত্ব অতিক্রম করা সম্ভব হয় নাই। জেসি ওয়েন্স ১৯৩৫ সালে ৮·১৩ মিটার (২৬ফুঃ ৮¼ইঃ) লাফাইয়া বিশ্ব রেকর্ডও স্থাপন করিয়াছিলেন। দীর্ঘ ২৪ বৎসর পর আজ বিশ্বের সমস্ত রেকর্ড ভাঙিয়া গেলেও ওয়েন্সের দীর্ঘলম্ফনের বিশ্ব বা অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ হয় নাই।

৮০০ মিটার দৌড়ে দশম অলিম্পিয়াডে ১৯ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করিলেও এবার তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৪৩ হয়। প্রতিযোগীদের ৬টি ফার্স্ট ট্রায়াল ও ৩টি সেকেন্ড ট্রায়াল হিটে অংশ গ্রহণ করিতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত আমেরিকার জন উড্রাফ, হর্নবস্টেল, উইলিয়ামসন, ইটালীর মারিয়ো লাঞ্জী, পোল্যাণ্ডের কাজিমিয়াজ কুসরস্কি, দশম অলিম্পিকে তৃতীয়, ক্যানাডার অভিজ্ঞ দৌড়বিদ ফিল এডওয়ার্ডস, অস্ট্রেলিয়ার জিরাল্ড ব্যাকহাউস, ইংলণ্ডের ব্রায়ান ম্যাকক্যাবে এবং অস্ট্রেলিয়ার জুয়ান এণ্ডারসন—এই নয়জন প্রতিযোগীর ফাইন্যালে অংশ গ্রহণের সৌভাগ্য হয়। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মধ্য-দূরত্বের এই দৌড়বিদদের একত্র সমাবেশে স্বভাবতঃই দর্শকদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা ও ফলাফল লইয়া জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি হয়।

তরুণ নিগ্রো এ্যাথলেট উড্রাফের আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদান এই প্রথম, এজন্য আমেরিকান দলের প্রধান শিক্ষক লসন্ রবার্টসন্ তাঁহাকে স্টার্টের সাথে সাথেই অগ্রগামী হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু সক্ষম না হওয়াতে অন্যান্য অগ্রগামী এ্যাথলেটগণ তাঁহার সম্মুখে এমনভাবে বাধার সৃষ্টি করেন যে উড্রাফ বারংবার চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদের অতিক্রম করিতে অথবা গতিবেগ বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হন না। বাধ্য হইয়া তিনি অন্যান্য এ্যাথলেটদের অগ্রগামী হইতে দেন এবং নিজে অগ্রসর হইবার সুযোগ খুঁজিতে আরম্ভ করেন। প্রথম সুযোগেই তিনি গতিবেগ বৃদ্ধি করেন ও ১০০ মিটারের মধ্যেই সকলকে অতিক্রম করিয়া অগ্রগামী হন। কিন্তু গতিবেগের অনিয়মিত বৃদ্ধিতে পরিশ্রান্ত হওয়ায় ফিল এডওয়ার্ডস ও মারিয়ো লাঞ্জী পুনরায় তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হন। অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই উড্রাফ আবার অগ্রগামী হন ও ক্রমশঃ তিনি এডওয়ার্ডসকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হন।

লাঞ্জী এ সময় মাত্র কয়েক মিটার ব্যবধানে ছিলেন, অনভিজ্ঞ উড্রাফও অসম চলন ভঙ্গীতে পরিশ্রান্ত ছিলেন। ইটালীর যুবরাজ প্রিন্স উম্বার্টো এ সময় হিটলারের সহিত বিশেষ উপবেশনাগারে উপস্থিত ছিলেন, ইটালীর বিজয়ের সম্ভাবনা আছে দেখিয়া তিনি লাঞ্জীকে উৎসাহিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তীব্র প্রতিযোগিতার পর উড্রাফ লাঞ্জীকে মাত্র অর্ধ মিটারের ব্যবধানে পরাজিত করিয়া বিজয়ী হইলেন। এই দূরত্ব অতিক্রম করিতে তাঁহার ১মিঃ ৫২·৯

সেকেন্ড লাগে। ৮০০ মিটার দৌড়ের পর ৫০০০ মিটার দৌড়ের ফার্স্ট ট্রায়ালের শেষে এই দিনের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

৫ই আগস্ট বুধবারও আকাশের অবস্থা ভাল ছিল না। কৃষ্ণকায় জেসি ওয়েন্সের অদ্ভুত নৈপুণ্যের কথা সারা জার্মানীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং স্টেডিয়াম দর্শনার্থীতে একেবারে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

প্রাতে ১১০ মিটার হার্ডল, পোলভল্ট, ডিসকাস নিক্ষেপ ও ১৫০০ মিটার দৌড়ের ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হয়। সংগে সংগেই ৫০ কিলোমিটার ভ্রমণের ৩৩ জন প্রতিযোগী বার্লিনের বিভিন্ন রাস্তা ও ব্রান্ডেনবার্গ উপত্যকায় ভ্রমণে ব্যস্ত ছিলেন। পোলভল্টে দশম অলিম্পিয়াডে চারিটি রাষ্ট্র হইতে মাত্র দশজন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করিলেও এইবার ২১টি রাষ্ট্র হইতে ৩০ জন প্রতিযোগী যোগদান করেন। ফাইন্যালে যোগদানের নির্ধারিত উচ্চতা ৪·১০ মিটার কেবলমাত্র আমেরিকার বিল গ্রেবার, আর্লি মেডোজ, বিল সেফটন এবং জাপানের সুহেই নিশিদা, সুয়েরো সুয়েওই—এই পাঁচজন প্রতিযোগী অতিক্রমে সক্ষম হওয়ায় ফাইন্যালে যোগদানের যোগ্যতা অর্জন করেন। সুহেই নিশিদা লস এঞ্জেলসে দশম অলিম্পিকে দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়াছিলেন। ঝিরঝিরে বৃষ্টিপাতের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। বার চৌদ্দ ফিট উচ্চে উঠাইলে বিল গ্রেবার ব্যর্থকাম হন। ক্রমশঃ বৃষ্টি বাড়িতে থাকে ও অন্ধকার ঘনাইয়া আসে। ৪·৩৫ মিটার (১৪ফুঃ ৩¼ইঃ) বার উঠাইলে প্রথম ট্রায়ালে চারজনই ব্যর্থকাম হন। দ্বিতীয় ট্রায়ালে আর্লি মেডোজ বার অতিক্রম করেন ও পূর্বতন অলিম্পিক রেকর্ড ভংগ করিয়া নূতন রেকর্ড স্থাপন করেন। প্রত্যেকের আরও দুইটি লম্ফন বাকি ছিল। দ্বিতীয় লম্ফনে সেফটন এবং নিশিদা পুনরায় ব্যর্থকাম হইলেন। পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান নির্ধারণে জাপানী এ্যাথলেটদ্বয় নিশিদা ও সুয়েওই-এর মধ্যে টাই হয়। পুনরায় লম্ফনে এবারও নিশিদা দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। সেফটন চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

এই অলিম্পিকের পোলভল্টে একটি অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে। মাত্র ৫ জন এ্যাথলেট ফাইন্যালে যোগদানের নির্ধারিত উচ্চতা ৪·১০ মিটার অতিক্রম করিতে সক্ষম হন বটে কিন্তু ৯টি রাষ্ট্রের ১১ জন এ্যাথলেট এ উচ্চতা অতিক্রমে সক্ষম হন না। কিন্তু তাঁহারা প্রত্যেকেই ইহার পূর্বে উচ্চতা ৪·০০ মিটার (১৩ ফুঃ ১½ ইঃ) অতিক্রমে সক্ষম হইয়াছিলেন।* ফলে এই এগারজনকে

* Harold M. Abrahams : *Track and Field Records*, p. 79-এ ১১ জন প্রতিযোগীকে যুক্তভাবে নবম স্থানাধিকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহারই অপর পুস্তকে *The Olympic Games Book* (p. 102)-এ আবার উপরোক্ত ১১ জন এ্যাথলেটকে ষষ্ঠ স্থানাধিকারী বলিযা উল্লেখ করিয়াছেন। Dr. Fritz Wasner (*Olympia Lexikon*, p. 57) Harold M. Abrahams-এর শেষোক্ত মতই সমর্থন করিয়াছেন :

[এ সম্পর্কে আমি একাদশ অলিম্পিকের অফিসিয়াল রিপোর্ট সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু একাদশ অলিম্পিকের প্রস্তুতি কমিটির সম্পাদক মিঃ কার্ল ডায়েম তাঁহার ১৬ই মে, ১৯৫৮ তারিখের পত্রে জানাইয়াছেন যে বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য অফিসিয়াল রিপোর্টের কোন কপি বর্তমানে জার্মান (পশ্চিম) অলিম্পিক কমিটিব হাতে নাই। কিন্তু তিনি উপরোক্ত অভিমত সমর্থন করিয়াছেন। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির চ্যাণ্ডেলার মিঃ অটো মায়ারও তাঁহার ৬ই অক্টোবর, ১৯৫৮

যুক্তভাবে ষষ্ঠ স্থানের অধিকারী বলিয়া ঘোষণা করা হয়। অলিম্পিক প্রতিযোগিতার ইতিহাসে আজ পর্যন্তও ১১ জন এ্যাথলেটকে যুক্তভাবে যে কোন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যে কোন স্থানের অধিকারী বলিয়া ঘোষণা করা হয় নাই। সে দিক দিয়া ইহা অপূর্ব ও অভিনব।

১১০ মিটার হার্ডলে ৩১ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে ও এ্যাথলেটদের ৬টি ফার্স্ট ট্রায়াল ও ২টি সেকেন্ড ট্রায়ালে অংশ গ্রহণ করিতে হয়। একটি ট্রায়ালে আমেরিকান হার্ডলার ফরেস্ট টাউনস্ ১৪·১ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নূতন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করেন। শেষ পর্যন্ত আমেরিকার ফরেস্ট টাউনস্, ফ্রেডরিক পোলার্ড, গ্রেট ব্রিটেনের ডোনাল্ড ফিনলে ও জে. সেন্ট থর্নটন, সুইডেনের ই. লিডম্যান ও ক্যানাডার এল. জি. ও'কোনর —এই ছয়জন ফাইন্যালে উন্নীত হন।

প্রতিযোগিতা আরম্ভের সংকেতের সঙ্গে সঙ্গেই ফরেস্ট টাউনস্ অগ্রবর্তী হন ও তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁহার এই প্রাধান্য বজায় রাখেন। ১৪·২ সেকেন্ডে তিনি নূতন অলিম্পিক রেকর্ডসহ বিজয় লাভ করেন। ডোনাল্ড ফিনলে দ্বিতীয় ও ফ্রেডরিক পোলার্ড তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ডোনাল্ড ফিনলে দশম অলিম্পিকেও তৃতীয় স্থান লাভ করিয়াছিলেন। ফরেস্ট টাউনস্ সেমি-ফাইন্যালে ১৪·১ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া যে রেকর্ড স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাই শেষ পর্যন্ত বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়।

১১০ মিটার হার্ডলের পর ২০০ মিটার দৌড়ের ফাইন্যাল নির্দিষ্ট হইয়াছিল। স্টার্ট দিবার অব্যবহিত পূর্বে ৫০ কিলোমিটার ভ্রমণের প্রতিযোগীদের স্টেডিয়ামে আগমন-সংকেত করা হয় ও স্টার্ট বন্ধ থাকে। মোট ৩৩ জন এ্যাথলেট এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন ও গ্রেট ব্রিটেনের হ্যারল্ড হুইটলফ ৪ ঘণ্টা ৩০ মিনিট ৪১·৪ সেকেন্ডে কষ্টসাধ্য এই দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করেন এবং বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রতিযোগিতায় বিজয় লাভ করেন। সুইজারল্যান্ডের এ. শ্বখ্ওয়াব ও ল্যাটভিয়ার এ. বুবেংকো দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

অতঃপর ২০০ মিটার দৌড়ের ফাইন্যাল আরম্ভ হয়। ওয়েন্স ইতিমধ্যে "সিন্ডার পাথ-এর জাদুকর" আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। ওয়েন্স ব্যতীত এই প্রতিযোগিতায় আমেরিকার রবিনসন, ওসেনডার্প, সুইজারল্যান্ডের পল হায়েনী, ক্যানাডার লী ওর, এবং নেদারল্যান্ডসের ওয়ানান্দ ভন বেভারেন—এই পাঁচজন প্রতিযোগী ছিলেন। পিস্তলের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ওয়েন্স অগ্রবর্তী হন ও সম্পূর্ণ পথে অগ্রগামী থাকিয়া ২০·৭ সেকেন্ডে দূরত্ব অতিক্রম করেন ও বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করিয়া প্রতিযোগিতায় বিজয় লাভ করেন। তাঁহার চার মিটার পশ্চাতে ওসেনডার্প শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় এবং রবিনসন তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

সিন্ডারট্র্যাকের কৃষ্ণকায় জাদুকরের এই অলিম্পিকের তৃতীয় বিজয়ে জার্মান দর্শকগণ আর্যসভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের কথা ভুলিয়া তাঁহাকে বিপুল অভিনন্দন জানান। ওয়েন্স বিজয়স্তম্ভে দাঁড়াইলে সমস্ত স্টেডিয়াম তাঁহার অভিনন্দনে মুখরিত হয়। হিটলার ওয়েন্সের বিজয় পর্যন্ত তাঁহার উপবেশনাগারে

তারিখের পত্রে 'সরকারীভাবে' অলিম্পিক রেকর্ডে এগারজনকেই ষষ্ঠ স্থানাধিকারী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া জানাইয়াছেন। —লেখক]

উপস্থিত ছিলেন কিন্তু ওয়েন্স বিজয়ের পুরস্কার গ্রহণ করিবার নিমিত্ত বিজয়-স্তম্ভে উঠিবার পূর্বেই তিনি স্টেডিয়াম ত্যাগ করেন। হিটলারের স্টেডিয়াম পরিত্যাগের পর হইতেই প্রচণ্ড বেগে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয়।

ডিসকাস নিক্ষেপে ১৭টি রাষ্ট্র হইতে ৩১ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। ফাইন্যালে যোগদানের নির্ধারিত দূরত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছিল ৪৭·২২ মিটার। প্রতিযোগী সংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় বাছাই করার প্রতিযোগিতা করিতে হয়। প্রত্যেককে তিনটি ক্ষেপণের সুযোগ দেওয়া হয়। এই তিনটি ক্ষেপণের ফলাফল যাচাই করিবার পর পর্যায়ক্রমে প্রথম ছয়জন এ্যাথলেট ফাইন্যালে উন্নীত হন।

ফাইন্যালের ছয়জন এ্যাথলেট আব তিনটি ক্ষেপণের সুযোগ পান। আমেরিকার প্রতিযোগী কেনেথ কার্পেন্টার তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেপণে ৫০·৪৮ মিটার (১৬৫ফুঃ ৭ $\frac{২৯}{৬৪}$ ইঃ) নিক্ষেপ করেন ও নূতন অলিম্পিক রেকর্ড সহ বিজয় লাভ করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য নিক্ষেপের চারিটি বিষয়ে কেবল ডিসকাস ব্যতীত অন্যান্য প্রত্যেকটিতেই জার্মান এ্যাথলেটগণ বিজয় লাভ করেন। অপর আমেরিকান এ্যাথলেট গর্ডন ডান্ ও ইটালীয়ান এ্যাথলেট জি. ওবারওয়েগার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

জেভেলিন নিক্ষেপে ১৯টি রাষ্ট্র হইতে ২৮ জন এ্যাথলেট অংশ গ্রহণ করেন। এই অলিম্পিকের পূর্বে এ বিষয়ে ফিনিশ ও সুইডিশ এ্যাথলেটদেরই একাধিপত্য ছিল, কিন্তু এই অলিম্পিকে সকলকে বিস্মিত করিয়া জার্মানীর গারহার্ড শ্‌তোক ৭১·৮৪ মিটার (২৩৫ফুঃ ৮ $\frac{৩}{১৬}$ ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া বিজয়ী হন। বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী ফিনিশ এ্যাথলেট মাট্টি জার্ভিনেন এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছিলেন কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ক্রীড়াকুশলতারও অবনতি ঘটিয়াছিল। সুতরাং তিনি বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। ফিনল্যাণ্ডের ইরো নিক্কোনেন ও ক্যালেরভো টোভোনেন দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

বিগত দুইটি অলিম্পিকের ন্যায় এই অলিম্পিকেও জাপানী প্রতিযোগী নাওটো তাজিমা ১৬·০০ মিটার (৫২ফুঃ ৬ইঃ) লাফাইয়া নূতন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ডসহ হপ স্টেপ এণ্ড জাম্পে বিজয় লাভ করেন। ৩১ জন এ্যাথলেট এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন ও ১৬·৯০ মিটারের অধিক লাফাইয়া ৬ জন ফাইন্যালে উন্নীত হন। বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী অস্ট্রেলিয়ার জে. ম্যাটকাফ্ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাকে তৃতীয় স্থান লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। দ্বিতীয় স্থানও লাভ করেন অপর একজন জাপানী এ্যাথলেট মাসাও হারাদা। দশম অলিম্পিকে তৃতীয় জাপানের কে. ওসিমা লাভ করেন ষষ্ঠ স্থান। এইরূপে পর পর তিনটি অলিম্পিকে হপ স্টেপ এণ্ড জাম্পে উদীয়মান সূর্যের দেশ জাপানের এ্যাথলেটদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

এই দিন ১৫০০ মিটার দৌড়ের পর দিবসের ক্রীড়াসূচী শেষ হয়। ওয়েন্সের তিনটি বিষয়ের বিজয়ের ন্যায় ১৫০০ মিটার দৌড়ও এই অলিম্পিকের একটি স্মরণীয় ঘটনা। ১২ জন প্রতিযোগী ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং তাহার মধ্যে দশম অলিম্পিকে বিজয়ী লুইজী বেকালী, বিশ্ব রেকর্ড স্থাপনকারী গ্লেন কানিংহাম, গ্রেট ব্রিটেনের চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্র এবং নিউজিল্যাণ্ডের অধিবাসী জন এডওয়ার্ড ল্যাভলক অন্যতম।

হয় এবং সর্বপ্রথম জেভেলিন নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১০টি রাষ্ট্র হইতে ১৪ জন প্রতিযোগিনী ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন ও ফাইন্যালে যোগদানের নির্ধারিত দূরত্ব ৪১·০০ মিটারের অধিক নিক্ষেপকারিণী ছয়জন ভাগ্যবতী ফাইন্যালে উন্নীত হন।

ফাইন্যালে সুদর্শনা ও সুগঠিতা জার্মান এ্যাথলেট তিলি ফ্লাইকের তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ নিক্ষেপে ৪৫·১৮ মিটার (১৪৮ফুঃ ২¾ইঃ) পূর্ববর্তী অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিলি ফ্লাইকের দশম অলিম্পিকেও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। অপর জার্মান প্রতিযোগিনী লুইসি ক্রুযেগার এবং পোল্যাণ্ডের মারিয়া কাওয়াজনিওস্কা দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। চতুর্দিক হইতে জার্মান দর্শকগণ তিলি ফ্লাইকের-এর বিজয়ে আত্মহারা হইয়া জয়োল্লাসে নৃত্য করিতে থাকে।

বিজয় গৌরবে তিলি ফ্লাইকের যখন বিজয়স্তম্ভে আরোহণ করেন তখন স্টেডিয়ামে সমবেত ১,১০,০০০ দর্শক নিজ নিজ স্থানে 'এ্যাটেনসন' হইয়া দাঁড়ান এবং সমবেত কণ্ঠে ডয়েচল্যাণ্ড ইউবার আলেস গাহিতে থাকেন।* তিলি ফ্লাইকেরকে ফুয়েরার হিটলারের সম্মানীয় উপবেশনাগারে লইয়া যাওয়া হয় এবং রাইখস্ কান্টস্লার' তাঁহাকে সরকারীভাবে অভিনন্দিত করেন।

৩রা আগস্ট ১০০ মিটার দৌড়ের প্রাথমিক প্রতিযোগিতা ও সেমি-ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। ৬টি প্রাথমিক হিট ও ২টি সেমি-ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয় ও শেষ পর্যন্ত ছয়জন ফাইন্যালে উন্নীত হন।

৪ঠা আগস্ট ১০০ মিটার দৌড়ের ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় আমেরিকার হেলেন স্টিফেন্স ১১·৫ সেকেণ্ডে দৌড়াইয়া দশম অলিম্পিকে বিজয়িনী স্টানিস্লাভা ওয়ালাসিউইজকে পরাজিত করেন ও বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড সহ স্বর্ণপদক লাভ করেন। স্টানিস্লাভা ওয়ালাসিউইজ দ্বিতীয় ও জার্মান প্রতিযোগিনী কাথে ক্রাউস তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

অপরাহ্নে ডিসকাস নিক্ষেপ প্রতিযোগিতায় ১৯ জন প্রতিযোগিনী অংশ গ্রহণ করেন। পুরুষ ও মহিলা বিভাগের নিক্ষেপের যে কয়টি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে একমাত্র পুরুষ বিভাগে ডিসকাস ব্যতীত অন্য প্রত্যেকটি বিষয়ে জার্মান এ্যাথলেটগণ স্বর্ণ পদক লাভ করেন। মহিলাদের ডিসকাসেও বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারিণী গিজেলা মাউয়েরমায়ার ৪৭·৬৩ মিটার (১৫৬ফুঃ ৩¼ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া বিজয় লাভ করেন। কিন্তু তিনি তাঁহার বিশ্ব রেকর্ড ভাঙ্গিতে সক্ষম হন নাই।† দশম অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদক প্রাপ্ত পোলিশ

* *The Sphere* August 8, 1936

** Fredrick Rubien *Report of the American Olympic Committee* ভ্রমক্রমে "Walasiewiczowna" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

† Dr Ferenc Mezo . *Les Jeux Olympiques Modernes*, p 275 মাউয়েরমায়ারের ৪৭·৬৩কে অলিম্পিক ও বিশ্ব রেকর্ড বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু Dr Fritz Wasner : *Olympia Lexikon*, p. 67, Harold M. Abrahams · *The Olympic Games Book*, p. 147., *Track and Fields Olympic Records*, p. 101 প্রভৃতি পুস্তকে মাউয়ের-

মহিলা জাদিগা ওয়াজসোনা ও জার্মান প্রতিযোগিনী পলা মোলেনহাওয়ার রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। দুইজন জাপানী প্রাতিযোগিনী নাকামুরা ও মিনেসিমা চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান লাভ করেন। ওয়াজসোনাও পূর্ববর্তী অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন।

৬ই আগস্ট ৮০ মিটার হার্ডলের ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। ২২ জন প্রতিযোগিনী ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন এবং প্রাথমিক প্রতিযোগিতার পর ৬ জন ফাইন্যালে উন্নীত হন। প্রতিযোগিতায় প্রথম চারজন প্রতিযোগিনীই ১১·৭ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করায় ফটোফিনিশ ক্যামেরারও সাহায্য গ্রহণ করা হয় ও ইটালীর ত্রেবিছোন্দা ভাল্লা, জার্মানীর এনি স্টিউএর, ক্যানাডার এলিজাবেথ টেলর ও অপর ইটালীয়ান প্রতিযোগিনী ত্রেস্তোনি পর্যায়ক্রমে প্রথম চারিটি স্থান অধিকার করেন। ত্রেবিছোন্দা ভাল্লা একটি সেমি-ফাইন্যালে ১১·৬ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ডও স্থাপন করেন।

৮ই আগস্ট ৪×১০০ মিটার রিলের প্রাথমিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মোট আটটি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, ইহার মধ্যে ৬টি দলকে ফাইন্যালের জন্য নির্বাচিত করা হয়। হিটে এমি এলবাস, কাথে ও ক্রাউস লইয়া গঠিত জার্মান দল ৪৬·৪ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নূতন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করেন।

৯ই আগস্ট পুরুষ বিভাগের রিলের সঙ্গেই মহিলাদের রিলেরও ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। জার্মান দল প্রথম হইতে অগ্রগামী থাকিলেও শেষ জার্মান প্রতিযোগিনী নির্দিষ্ট সীমারেখার বাহিরে চলিয়া যাওয়ার অপরাধে জার্মান দলের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া প্রতিযোগিতা হইতে বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। জার্মান দল এ সময় দ্বিতীয় স্থানাধিকারী আমেরিকান দল হইতে প্রায় দশ মিটার অগ্রগামী ছিল।*

জার্মান দল বাতিল হইয়া যাওয়ায় আমেরিকার মহিলা জাতীয় দল ৪৬·৯ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া অক্লেশে বিজয় লাভ করে। গ্রেট ব্রিটেন ও ক্যানাডা দল যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে।

এই দিন উচ্চ লম্ফনেরও ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। ফাইন্যালে যোগদানের যোগ্যতা নির্ধারক উচ্চতা ১·৫৮ মিটার অতিক্রম করিয়া পাঁচজন প্রতিযোগিনী ফাইন্যালে উন্নীত হন।

প্রতিযোগিতায় হাঙ্গেরীর ইবলিয়া সিক, গ্রেট ব্রিটেনের ডরোথি ওডাম এবং জার্মানীর এলফ্রিয়েদ কান্ তিনজনই ১·৬০ মিটার লাফাইলে প্রথম স্থান লইয়া টাই হয়। পুনরায় লম্ফনে সিক ১·৬২ মিটার লাফাইয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ওডাম ও কান্ লাভ করেন দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান। বিবাহের পর সিক মিসেস ল্যাজোস কাদার নামে পরিচিত হন ও ১৯৩৮ সালে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করিয়াছিলেন।

মায়ার অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদানের পূর্বে ৪৮·৩১ মিটার নিক্ষেপ করিয়া বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়ছেন।

* Dr. Ferenc Mezo : *Les Jeux Olympiques Modernes*, p. 275.

১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে প্রতিযোগিতা প্রধানতঃ আমেরিকান ও জাপানী সাঁতারুদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। মোট ১৭টি রাষ্ট্র হইতে ৩০ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করিলেও ৫টি ট্রায়াল হিট ও ২টি সেমি-ফাইন্যালের পর কেবলমাত্র আমেরিকান ও জাপানী সাঁতারুগণই ফাইন্যালে উঠেন। প্রতিযোগিতায় আমেরিকান সাঁতারু এডলফ্ কাইফার ও এলবার্ট ভন দ্য ওয়েঘ উভয়েই গত অলিম্পিয়াডে এ বিষয়ে বিজয়ী জাপানী সাঁতারু কিয়োকাওয়াকে পরাজিত করিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় দুইটি স্থানই অধিকার করেন। এডলফ্ কাইফার ১:০৫·৯ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করেন। ভন দ্য ওয়েঘও পুরাতন অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন।

৪×২০০ মিটার রিলেতে মোট ১৮টি রাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করে। ইহার পূর্বে কোন অলিম্পিয়াডে এত অধিকসংখ্যক রাষ্ট্র রিলেতে যোগদান করে নাই। আমেরিকা প্রথমে অগ্রবর্তী থাকিলেও শেষ পর্যন্ত ইত্তসা, সোগিওরা টাগুচি ও আরাই লইয়া গঠিত জাপানের জাতীয় দল আমেরিকান সাঁতারুদের পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হয় ও ৮:৫১·৫ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নূতন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ডসহ বিজয় লাভ করে। এই সময় দশম অলিম্পিয়াডে জাপানীদেরই প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড অপেক্ষা ৭ মিনিট কম। আমেরিকা ও হাঙ্গেরী যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে।

ডাইভিং-এর পুরুষ বিভাগের দুইটি বিষয়েই আমেরিকা পূর্বের ন্যায় নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং-এ ২৪ জন প্রতিযোগী যোগদান করে ও প্রত্যেককে বাধ্যতামূলক ৫টি ডাইভ দিতে হয়। আমেরিকান প্রতিযোগী রিচার্ড ডেগেনার সম্ভাব্য ১৯৯ পয়েন্টের মধ্যে ১৬৩·৫৭ পয়েন্ট অর্জন করিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। ডেগেনার দশম অলিম্পিকেও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অপর আমেরিকান প্রতিযোগীদ্বয় মার্শাল ওয়েন ও আর্ল গ্রীন দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং জাপানের শিবাহারা চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য সপ্তম অলিম্পিয়াড হইতে এক নবম অলিম্পিয়াড ব্যতীত প্রতিটি অলিম্পিয়াডেই আমেরিকা এ বিষয়ে প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে।

হাই ডাইভিং-এ ২৬ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগীদের চারিটি বাধ্যতামূলক ও চারিটি স্বেচ্ছামূলক ডাইভ দিতে হইয়াছিল ও মোট সম্ভাব্য পয়েন্ট ছিল ১২৯। ১১৩·৫৮ পয়েন্ট পাইয়া মার্শাল ওয়েন এ বিষয়ে বিজয় লাভ করেন। অপর আমেরিকান প্রতিযোগী আলবার্ট রুট দ্বিতীয় ও জার্মানীর হারম্যান স্টোরক্ তৃতীয় স্থান লাভ করেন। শিবাহারা কিন্তু ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন।

দশম অলিম্পিকে সমুদ্র তীরবর্তী দেশ হল্যান্ডের একটি বালিকা হল্যান্ডের মহিলাদের সন্তরণে অদ্ভুত উন্নতির ইঙ্গিত দিয়াছিল। একাদশ অলিম্পিকে হল্যান্ডের সন্তরণপটিয়সী মহিলারা ছয়টি বিষয়ের মধ্যে তিনটিতে বিজয় লাভ ব্যতীতও রিলেতে নূতন অলিম্পিক রেকর্ডসহ বিজয় লাভ করিয়া মহিলাদের সন্তরণে আমেরিকানদের আধিপত্য খর্ব করিয়া দেন। হল্যান্ডের এই মহিলা সাঁতারুদলের চারজন মোট ১১টি বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী ছিলেন। সন্তরণে মহিলাদের অধিক সংখ্যায় যোগদানও এই অলিম্পিকের এক উল্লেখযোগ্য বিষয়। ইহার পূর্বে কোনও অলিম্পিকে এত অধিক সংখ্যায় মহিলা সাঁতারু প্রতি-যোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন নাই।

১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে মোট ২১ জন প্রতিযোগিনী অংশ গ্রহণ করেন ও তিনটি প্রাথমিক প্রতিযোগিতার বিজয়ী তিনজন সেমি-ফাইন্যালে অংশ গ্রহণ করিবার যোগ্যতা অর্জন করেন। হল্যাণ্ডের দিনা সেন্‌প একটি হিটে ১:১৬·৬ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করেন।

ফাইন্যালের দিন স্টেডিয়ামে তিল ধারণের স্থানও ছিল না। যে সৌভাগ্যবান দর্শকেরা স্টেডিয়ামে পূর্বেই স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা ব্যতীত আরও প্রায় ১০,০০,০০০ দর্শক প্রতিযোগিতা দর্শনের জন্য সমবেত হইয়াছিল। কিন্তু স্থানাভাবের জন্য তাহাদের হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হয়।

প্রতিযোগিতা আরম্ভের সংকেতের সংগে সংগেই দিনা সেন্‌প অগ্রবর্তী হন ও তাঁহার পশ্চাতেই হল্যাণ্ডের অপর সুদর্শনা ও সুগঠিতদেহী সাঁতারু হেণ্ড্রিকা মাস্টেনব্রোয়েক অগ্রসর হইতে থাকেন। ৪০ মিটারের পর মাস্টেন-ব্রোয়েক সেন্‌পকে ধরিয়া ফেলেন ও উভয়ের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। শেষ পর্যন্ত দিনা সেন্‌প ১:১৮·৯ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্তে উপনীত হন ও তাহার পরেই মাস্টেনব্রোয়েকও শেষ সীমান্তে পৌঁছেন। আমেরিকার এলিস ব্রিজেস তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে ২৩ জন মহিলা যোগদান করেন। মোট চারিটি যোগ্যতা নির্ধারক প্রতিযোগিতা হয় এবং একটিতে দশম অলিম্পিকে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী জাপানী সাঁতারু হিদেকো মায়েহাতা ৩:০১·৯ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্তে উপনীত হইয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করেন। যে কোন কারণেই হোক এ বিষয়ে হল্যাণ্ডের সাঁতারুগণ বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে জার্মান সাঁতারু মার্থা গেনেংগের অগ্রবর্তী থাকিলেও শীঘ্রই মায়েহাতা তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হন এবং উভয়ের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। শেষ পর্যন্ত মায়েহাতা ৩:০৩·৬ মিনিটে শেষ সীমান্তে উপনীত হইয়া বিজয় লাভ করেন ও প্রায় সংগে সংগেই মার্থা গেনেংগেরও শেষ সীমান্তে উপনীত হন। কিন্তু মায়েহাতার সহিত তীব্র প্রতিযোগিতা তাঁহাকে এত ক্লান্ত করিয়া ফেলিয়াছিল যে তিনি তাঁহার যোগ্যতা নির্ধারক প্রতিযোগিতার সময় হইতে প্রায় ১·৩ সেকেণ্ড পরে শেষ সীমান্তে পৌঁছান। ডেনমার্কের ইংগে সোরেনসেন তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

সব চাইতে বেশী প্রতিযোগিনী অংশ গ্রহণ করেন ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে। ১৪টি রাষ্ট্র হইতে ৩৩ জন প্রতিযোগিনী ৫টি যোগ্যতা নির্ধারক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন ও ৭ জন ফাইন্যালে উন্নীত হন। ইহার মধ্যে হল্যাণ্ডেরই ছিল ৪ জন।

প্রতিযোগিতা প্রধানতঃ হেণ্ড্রিকা মাস্টেনব্রোয়েক ও আর্জেন্টিনার জিনেট ক্যাম্পবেলের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে। ক্যাম্পবেল ৭৫ মিটার পর্যন্ত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ও তাহার পর তাঁহার ক্লান্তির সুস্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে ও মাস্টেনব্রোয়েক অগ্রবর্তী হন। শেষ পর্যন্ত তিনি ১:০৫·৯ মিনিটে শেষ সীমান্তে উপনীত হইয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ডসহ বিজয় লাভ করেন। ক্যাম্পবেল দ্বিতীয় ও জার্মান সাঁতারু গিজলা আরেন্ট তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ক্যাম্পবেল এবং আরেন্টও দশম অলিম্পিকে হেলেন ম্যাডিসন প্রতিষ্ঠিত অলিম্পিক রেকর্ড ভংগ করেন। দশম অলিম্পিকে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী

উইলি ডেন ওডেন এ সময় ৭টি বিশ্ব-রেকর্ডের অধিকারী ছিলেন। ইহা ব্যতীতও বিগত চার বৎসরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সন্তরণ প্রতিযোগিতায় অভূতপূর্ব সাফল্য লাভে প্রত্যেকেই তাঁহার বিজয় আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক তিনি এই সন্তরণ প্রতিযোগিতায় মোটেই তাঁহার সুনাম অনুযায়ী সন্তরণে সক্ষম হন না। এমন কি ইহার পূর্বে এই দূরত্ব অতিক্রম করিতে তাঁহার ১:৬ মিনিটের কম সময় লাগিলেও এই প্রতিযোগিতায় ১:৭·৬ সেকেণ্ড লাগে যাহা তাঁহার প্রথম জীবনের প্রতিযোগিতার সময় অপেক্ষাও বেশী। প্রতিযোগিতায় তিনি চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইলের ২০ জন প্রতিযোগিনীকে ৫টি যোগ্যতা নির্ধারক প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে হয় ও ৮ জন ফাইন্যালে উঠেন। মাস্টেনব্রোয়েক একটি যোগ্যতা নির্ধারক প্রতিযোগিতায় হেলেন মেডিসিন প্রতিষ্ঠিত পূর্বের অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন। সুদর্শনা, সুঠাম এই প্রতিযোগিনীর সাঁতার দেখিয়া প্রত্যেকেই তাঁহার বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন। দর্শকদের বিপুল হর্ষ ও করতালি ধ্বনির মধ্যে তিনি ৫:২৬·৪ মিনিটে শেষ সীমান্তে উপনীত হন ও যোগ্যতা নির্ধারক প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত নিজের অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করিয়া এই অলিম্পিকে তাঁহার তৃতীয় পদক অর্জন করেন। ডেনমার্কের রানহিল্ড হেভ্রাব ও আমেরিকার লিওনোর উইনগার্ড যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

সাঁতারে সাফল্য লাভ করিতে সক্ষম না হইলেও আমেরিকান মহিলা ডাইভারগণ কিন্তু পুরুষ ডাইভারগণের ন্যায় ডাইভিং-এ আমেরিকানদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখেন। ফ্যান্সি স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ক্রীড়াসূচীভুক্ত হইবার পর হইতেই আমেরিকা এ বিষয়ে তাহাদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিয়াছে এবং এই অলিম্পিকেও আমেরিকার মহিলা ডাইভারগণ তাঁহাদের অপূর্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখেন।

১৬ জন প্রতিযোগিনী এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিনীদের তিনটি বাধ্যতামূলক ও তিনটি স্বেচ্ছামূলক ডাইভ দিতে হয় ও আমেরিকান ডাইভার মার্জোরী গ্রেস্টিং সম্ভাব্য ১১৪ পয়েন্টের মধ্যে ৮৯·২৭ পয়েন্ট অর্জন করিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন*। অপর দুইজন আমেরিকান মহিলা ডাইভার ক্যাথরিন রাওয়ালস ও ডরোথি পয়েন্টন হিল যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। রাওয়ালস দশম অলিম্পিকেও এ বিষয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন ও পয়েন্টন হিল হাই প্ল্যাটফর্ম ডাইভে বিজয় লাভ করিয়াছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য ফ্যান্সি হাই বোর্ড ডাইভিং অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচীভুক্ত হইবার পর হইতে প্রতিটি অলিম্পিকেই স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক আমেরিকান ডাইভারগণই অর্জন করিয়াছেন।

হাই বোর্ড ডাইভিং-এ মোট ২২ জন প্রতিযোগিনী যোগদান করেন ও তাঁহাদের চারিটি বাধ্যতামূলক ডাইভিং-এ অংশ গ্রহণ করিতে হয়। প্রতিযোগ-

* এই অলিম্পিকের বিস্ময় ও সর্বকনিষ্ঠা প্রতিযোগিনী স্কুলের ছাত্রী মার্জোরী গ্রেস্টিং-এর বয়স এ সময় মাত্র তের বৎসর। ১৬ বৎসর পূর্বে ফ্যান্সি স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং যখন অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচীভুক্ত করা হয় তখন আর একজন বার বৎসরের বালিকা ডাইভার আইলিন রীগিনও প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

তায় দশম অলিম্পিকে বিজয়িনী আমেরিকান ডাইভার পয়েন্টন হিল সম্ভাব্য ৪৮ পয়েন্টের মধ্যে ৩৩·৯৩ পয়েন্ট অর্জন করিয়া বিজয় লাভ করেন। অপর আমেরিকান প্রতিযোগিনী ভেলমা দ্যুন ও জার্মানীর ক্যাথে কলার তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

৪×১০০ মিটার রিলেতে ৯টি রাষ্ট্রের ৯টি রিলে দল অংশ গ্রহণ করে। ২টি যোগ্যতা নির্ধারক প্রতিযোগিতার পর মোট ৭টি দল ফাইন্যালে উন্নীত হয়। প্রতিযোগিতা প্রারম্ভের সঙ্কেতের সঙ্গে সঙ্গেই হল্যান্ড দলের প্রথম সাঁতারু জোহানা সেলবাক অগ্রবর্তী হন বটে কিন্তু জার্মান দলের রুথ শীঘ্রই তাঁহাকে ধরিয়া ফেলেন ও ১০০ মিটার পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে থাকে! দ্বিতীয় জার্মান সাঁতারু লেনী লমার কিন্তু হল্যান্ডের দ্বিতীয় সাঁতারু ক্যাথারিনা ওয়্যাগনার অপেক্ষা অগ্রবর্তী থাকেন এবং ২০০ মিটার পর্যন্ত এই-ভাবেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে থাকে। তৃতীয় ডাচ সাঁতারু উইলি ডেন ওডেন ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে বিশেষ সুবিধা করিতে সক্ষম না হইলেও রিলেতে অদ্ভুত সন্তরণ কৌশলের পরিচয় দেন ও তৃতীয় জার্মান সাঁতারু শমিজ্‌ অপেক্ষা সমস্ত পথ অগ্রবর্তীই থাকেন। চতুর্থ জার্মান সাঁতারু আরেন্ড প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও ডাচ সাঁতারু মাস্টেনব্রোয়েকের অপূর্ব কৌশলের জন্য আর বিশেষ সুবিধা করিতে সক্ষম হন না। হল্যান্ড দল ৪:৩৬·০ মিনিটে শেষ সীমান্তে উপনীত হইয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ডসহ বিজয় লাভ করেন। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী জার্মান দলও পূর্ববর্তী অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন। সপ্তম অলিম্পিয়াড হইতে দশম অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পর্যন্ত প্রত্যেকটি অলিম্পিকে বিজয় লাভ করিলেও আমেরিকান দল এবার তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

মাত্র সতের বৎসর বয়স্কা সুদর্শনা ও সুগঠিতদেহী ১৫০ পাউন্ড ওজনের হল্যান্ডের এক স্কুলের ছাত্রী হেন্ড্রিকা মাস্টেনব্রোয়েক এই অলিম্পিকের সর্ব-শ্রেষ্ঠ সাঁতারু হিসাবে দর্শকবৃন্দ কর্তৃক বিপুলভাবে অভিনন্দিত হন। তিনি ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল এবং ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে প্রথম, ১০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে দ্বিতীয় এবং ৪×১০০ মিটার রিলেতে বিজয়ী দলের সভ্য হিসাবে এই অলিম্পিকে তিনটি স্বর্ণ ও একটি রৌপ্য পদক অর্জন করেন এবং সন্তরণের ইতিহাসে স্বদেশের সুনাম বৃদ্ধি করেন। একমাত্র মাস্টেনব্রোয়েক ব্যতীত সন্তরণের ইতিহাসে এইরূপ অপূর্ব গৌরবের অধিকারিণী হইবার সৌভাগ্য খুব কম মহিলা সাঁতারুরই হইয়াছে।

ডাইভিং সহ সন্তরণের প্রত্যেকটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করিলে বেসরকারী পয়েন্ট গণনায় আমেরিকা মাত্র ২ই পয়েন্টের ব্যবধানে জয় লাভ করে। কিন্তু সাঁতারে এই অলিম্পিকে ডাচ সাঁতারুদের সাফল্য অভূতপূর্ব। এক ২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক ব্যতীত সাঁতারের প্রত্যেকটি বিষয়ে ডাচ সাঁতারুগণ একাধি-পত্য করেন। জার্মানীও সাঁতারে অদ্ভুত উন্নতি প্রদর্শন করে।

ওয়াটার পোলোতে ১৬টি রাষ্ট্র হইতে ১৬টি দল যোগদান করে। মোট ২৪টি প্রাথমিক খেলা হয় ও সেমি-ফাইন্যালে হল্যান্ড, গ্রেট ব্রিটেন, হাঙ্গেরী, বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া, জার্মানী, ফ্রান্স ও সুইডেন এই আটটি রাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করে। ইহার মধ্যে আবার হল্যান্ড, গ্রেট ব্রিটেন, অস্ট্রিয়া ও সুইডেন পরাজিত

হইয়া অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ফাইন্যালে খেলার ফলাফল নিম্নে দেওয়া হইল :

বেলজিয়াম	(৩)	ফ্রান্স	(১)
জার্মানী	(২)	হাঙ্গেরী	(২)
হাঙ্গেরী	(৫)	ফ্রান্স	(০)
জার্মানী	(৪)	বেলজিয়াম	(১)

জার্জি ব্রোদি, মার্টন হ্যামোনি ত্যলিভাব, হ্যালসে কালজিন হ্যাজাই জেনো ব্রান্ডি, জেনস নেমেথ মিহাইলি ব্রর্জাস গঠিত হাঙ্গেরী দল বিজয় লাভ করে। এখানে উল্লেখযোগ্য ব্রোদি, হ্যামোনি, ভন হ্যালাসে ও সারকানি দশম অলিম্পিকে বিজয়ী হাঙ্গেরী দলের সভ্য ছিলেন। জার্মানী, বেলজিয়াম ও ফ্রান্স যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করে।

কিয়েল উপসাগরে বিশেষভাবে নির্মিত গ্রুনাউ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত নৌকা-বাইচ প্রতিযোগিতা দর্শনের জন্য উপসাগরের তিন দিকে প্রত্যহ অগণিত দর্শকের সমাগম হইত। বসিবার জন্য নির্দিষ্ট আসন ব্যতীতও এমনভাবে প্রতি-যোগিতার ব্যবস্থা কবা হইয়াছিল যে উপকূলের যে কোন নির্দিষ্ট স্থান হইতে প্রতিযোগিতা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবেই দেখা যাইত। ২৪টি রাষ্ট্র হইতে ৩১৪ জন নাবিক এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন।

জার্মান নাবিকবৃন্দ প্রতিযোগিতায বিজয় লাভের জন্য কি অদম্য অধ্যবসায় সহকারে অনুশীলন করিয়াছিলেন তাহা নৌকা-বাইচ প্রতিযোগিতার ফলাফল হইতে পরিষ্কারভাবে প্রকট হইয়া উঠে। ডবল্ স্কাল (হাল ব্যতীত) ও আট-দাঁড়বিশিষ্ট নৌকা-বাইচ প্রতিযোগিতা ব্যতীত অন্যান্য প্রত্যেকটির প্রতিযোগিতায় জার্মান নাবিকগণ সাফল্য লাভ করেন। প্রত্যেকটি বিষয়ে বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমবেত অগণিত জার্মান নাগরিক "ডায়েচল্যান্ড ইউবার আলেস্" সঙ্গীতে দিঙমন্ডল মুখরিত করিযা জার্মানদের অপূর্ব ক্রীড়াকুশলতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন।

সিঙ্গল স্কালে ২০ জন নাবিক অংশ গ্রহণ করেন। ২০০০ মিটারের এই প্রতিযোগিতার ফাইন্যালের প্রতিযোগী নির্বাচনের জন্য চারিটি প্রাথমিক প্রতি-যোগিতা করিতে হয ও শেষ পর্যন্ত ৬ জন ফাইন্যালের জন্য নির্বাচিত হন।

চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় জার্মান প্রতিযোগী গুস্তাফ্ শাফ্র ৮:২১·৫ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া জার্মানীর পক্ষে সিঙ্গল স্কালের স্বর্ণ-পদক অর্জন করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, চতুর্থ অলিম্পিকের পর অন্য কোন অলিম্পিকে কোন নাবিকের শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিতে ৮ মিনিটের বেশী সময়ের প্রয়োজন হয নাই। অস্ট্রিয়ার জোশেফ হ্যাজেনর্ল রৌপ্য পদক লাভ করেন।

ডবল্ স্কালে ইংলণ্ডের খ্যাতনামা "ওরস্ম্যান" জ্যাক বেরেসফোর্ড ও লেসলী সাউথউড জার্মানীর উইলি কাইডেল ও জোকিম পিরশ্কে পরাজিত করিয়া নিজেদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখেন। নির্দিষ্ট দূরত্ব ২০০০ মিটার অতিক্রম করিতে তাঁহাদের ৭:২০·৮ মিনিটের প্রয়োজন হয়।

দুই-দাঁড়বিশিষ্ট সেল ধরনের নৌকার উভয় প্রতিযোগিতাতেই জার্মান নাবিকগণ বিজয় লাভ করেন। ·হালবিশিষ্ট নৌকার প্রতিযোগিতায় জার্মানীর

গেরহার্ড গুস্তম্যান, হার্বার্ট আদমস্কি ও দিতের আরেন্ট ইটালীর এ. বারগামো, জি. শান্তি ও টি. নেগারিনিকে এবং হাল ব্যতীত নৌকার প্রতিযোগিতায় উইলি একহর্ন ও হিউগো শ্ত্রাউস ডেনমার্কের আর. ওলসেন ও এইচ. লার্সেনকে পরাজিত করে। চার-দাঁড়বিশিষ্ট সেল ধরনের নৌকার উভয় প্রতিযোগিতায় জার্মানীর বিজয় অভিযান অব্যাহত থাকে ও হাল ব্যতীত নৌকার প্রতিযোগিতায় জার্মানী গ্রেট ব্রিটেনকে ও হালসহ নৌকার প্রতিযোগিতায় জার্মানী সুইজারল্যান্ডকে পরাজিত করে।

আট-দাঁড়বিশিষ্ট নৌকার প্রতিযোগিতায় যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। আমেরিকা বিগত চারিটি অলিম্পিকে বিজয় লাভ করিয়া এ বিষয়ে রেকর্ড স্থাপন করিয়াছিল। পক্ষান্তরে ইটালীর নাবিকগণ দশম অলিম্পিকে "বোট লেংথের" অনেক কমে দুর্ভাগ্যক্রমে পরাজিত হইয়াছিলেন। জার্মানীও একমাত্র ডবল্ স্কাল ব্যতীত প্রত্যেকটি বিষয়ে বিজয় লাভ করিয়া এক নূতন ইতিহাসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সুতরাং বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম তিনটি দলের কোন্ দল বিজয় লাভ করে তাহা দেখিবার জন্য সেদিন গ্রুনাউ স্টেডিয়ামে তিল ধারণেরও স্থান ছিল না।

প্রতিযোগিতার ২০০০ মিটার জলপথে সমস্ত সময় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হয়। জার্মান দর্শকগণ জার্মানী যাহাতে বিজয় লাভ করিতে পারে তাহার জন্য প্রচণ্ড উল্লাসধ্বনি সহকারে জার্মান নাবিকদের উৎসাহিত করিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম তিনটি দল আমেরিকা, ইটালী ও জার্মানী এমনভাবে নির্দিষ্ট সীমারেখা অতিক্রম করে যে, শেষ সীমান্তের দুই পার্শ্বে অবস্থিত দর্শকদের পক্ষে বাস্তবিক পক্ষে কোন্ দল বিজয়ী হইয়াছে তাহা স্থির করা অসম্ভব হয়। শেষ সীমান্তে রক্ষিত সূক্ষ্মতম যন্ত্রপাতির সহায়তায় দেখা যায় আমেরিকার ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের "ওরম্যান্স" মাত্র এক সেকেন্ডের ব্যবধানে বিজয়ী হইয়া পঞ্চমবার তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। ইটালী এবারও দ্বিতীয় এবং জার্মানী তৃতীয় স্থান লাভ করে।

একাদশ অলিম্পিকের অসি-সঞ্চালন কৌশল প্রতিযোগিতা নানা কারণে অলিম্পিকের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ২৯টি রাষ্ট্র হইতে ৩১০ জন অসি-সঞ্চালক এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। আধুনিক যুগের অলিম্পিক প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইবার পর এত অধিক সংখ্যায় প্রতিযোগী আর কখনও অসি-সঞ্চালন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন নাই। প্রতিযোগী সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বভাবতঃই প্রতিযোগিতার সংখ্যাও বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিযোগীদের প্রাতে, অপরাহ্নে এবং সন্ধ্যার পর প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিতে হয়। প্রতিযোগিতার জন্য নির্দিষ্ট দুইটি বৃহৎ জিমন্যাসিয়ামে স্থান সংকুলান না হওয়ায় বাধ্য হইয়া ইপি ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা একটি হার্ড কোর্ট টেনিস গ্রাউন্ডে করিতে হয়। প্রতিযোগিতার সময় দীর্ঘতর হওয়ায় এবং বিশ্রামের সময় কমিয়া যাওয়ায় বয়স্ক প্রতিযোগীদের পক্ষে অসুবিধার সৃষ্টি করে এবং অনেক পুরাতন এবং অভিজ্ঞ অসি-সঞ্চালকও অল্পবয়স্ক এবং কষ্টসহিষ্ণু প্রতিযোগীদের নিকট পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হন।

"ফেডারাশিও' ইন্তারন্যাসিওন্যাল দ্য এসক্রাইম" কর্তৃক এই অলিম্পিক হইতে প্রবর্তিত বৈদ্যুতিক বিচার-ব্যবস্থা অসি-সঞ্চালন কৌশলের বিচার-ব্যবস্থায়

এক নবযুগের প্রবর্তন করে। জেনেভার এল. পাগান কর্তৃক উদ্ভাবিত এই "বৈদ্যুতিক বিচারক" অসি প্রতিপক্ষের শরীর স্পর্শ করিলে সঙ্গে সঙ্গে একটি আওয়াজ করিত। ১·২৫ সেকেণ্ড পর্যন্ত সঠিক সময় এই "বৈদ্যুতিক বিচারক" সঠিক ভাবে বিচার করিতে সক্ষম হওয়ায় দুইজন প্রতিযোগী আপাত-দৃষ্টিতে একই সঙ্গে স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া মনে হইলেও "বৈদ্যুতিক বিচারক" কোন্ প্রতিযোগী সর্বপ্রথম স্পর্শ করিয়াছে তাহা সঠিকভাবে উল্লেখ করিত। ফলে বিচারকদের আর কোনও কাজই অবশিষ্ট থাকে না এবং এই অলিম্পিকে বিচারকগণ প্রকৃতপক্ষে "বৈদ্যুতিক বিচারক"-এর ফলাফলের উপরই নির্ভর করিয়াছিলেন।

ইটালীয়ান অসিসঞ্চালকদের অদ্ভুত সাফল্যও এই অলিম্পিকের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। কেবলমাত্র সেবারের ব্যক্তিগত ও দলগত উভয় বিষয় ব্যতীত অপর প্রত্যেকটি বিষয়ে ইটালীয়ান অসিসঞ্চালকগণ বিজয় লাভ করেন। সেবারের দুইটি বিষয়েও ইটালী দ্বিতীয় স্থান লাভ করে।

ব্যক্তিগত ফয়েলে ৬২ জন অসি-সঞ্চালক অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগী সংখ্যা এত অধিক হওয়ায় প্রতিযোগীদের ৩৯৫টি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিতে হয়। ফাইন্যালে ৮ জন অসি-সঞ্চালক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ও ইটালীর গিউলিয়ো গৌদিনি প্রত্যেককে পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক অর্জন করেন। গৌদিনি সর্বপ্রথম সপ্তম অলিম্পিকে আত্মপ্রকাশ করেন এবং দীর্ঘ ১৬ বৎসর পরও স্বর্ণপদক অর্জন করিয়া অলিম্পিকের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করেন। ফ্রান্সের এদুয়াব গারদেয়ার এবং অপর ইটালীয়ান অসি-সঞ্চালক জর্জিয়ো বোকিনো যথাক্রমে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। দলগত ফয়েলেও ইটালী ফ্রান্সকে পরাজিত করিয়া উভয় বিষয়েই বিজয় লাভের কৃতিত্ব লাভ করেন।

ব্যক্তিগত ইপিতে ৬৮ জন প্রতিযোগী ছিলেন। প্রতিযোগীদের মোট ৫৫৭টি লড়াই-এ অংশ গ্রহণ করিতে হয় এবং এ বিষয়ে বিজয়ী ইটালীয়ান অসি-সঞ্চালক ফ্রাঙ্কো রিকার্ডির অংশ গ্রহণ করিতে হয় ৩১টি লড়াই-এ। প্রতিযোগিতার প্রথম তিনটি স্থানই ইটালীয়ান অসি-সঞ্চালকগণ অধিকার করেন। সেভারিয়ো রাগনো দ্বিতীয় এবং কার্লো কর্নাগিয়া মেডিকি তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

কর্নাগিয়া মেডিকি দশম অলিম্পিকে বিজয় লাভ করিলেও এই অলিম্পিকে তরুণ অসি-সঞ্চালক রিকার্ডির নিকট পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হন। দলগত ইপিতেও ইটালী সুইডেনকে পরাজিত করিয়া ইপি এবং ফয়েল উভয় বিষয়েই তাহাদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে। দশম অলিম্পিকে এ বিষয়ে বিজয়ী ফ্রান্স তৃতীয় স্থান লাভ করে।

সেবারে ৭১ জন* অসিসঞ্চালক অংশ গ্রহণ করে এবং প্রতিযোগীদের মোট ৩৯২টি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিতে হয়। প্রতিযোগিতায় নবীন হাঙ্গেরিয়ান অসি-সঞ্চালক এন্দ্রে ক্যাবস ইটালীয়ান প্রতিযোগী গুস্তাভো মার্জিকে

* *Livre D'or Des Champions Olympiques Hongaris,* Redigee par le Dr. Ferenc Mezo, p. 66-এ প্রতিযোগী সংখ্যা ৫৯ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

পরাজিত করিয়া হাঙ্গেরীর সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখেন। ক্যাবস দশম অলিম্পিকে এ বিষয়ে ব্রোঞ্জ পদক লাভ করিয়াছিলেন এবং বিজয়ী হাঙ্গেরী দলের সভ্য ছিলেন। দলগত প্রতিযোগিতাতেও হাঙ্গেরী ইটালীকে পরাজিত করে। জার্মানী তৃতীয় স্থান লাভ করে। এই বিজয়ের ফলে বিজয়ী দলের সভ্য হিসাবে এন্দ্রে ক্যাবস তাঁহার তৃতীয় স্বর্ণপদক লাভ করেন। ব্যক্তিগত বিষয়ে তৃতীয় স্থানাধিকারী আলদার গ্যারেভিচ্‌ও* দশম ও একাদশ অলিম্পিকে দলগত বিষয়ের সভ্য হিসাবে দুইটি স্বর্ণ ও একটি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বুডাপেস্টের "মার্গারেট ব্রিজ" ধ্বংস হইবার সময় একজন আহতকে উদ্ধার করিতে যাইয়া এন্দ্রে ক্যাবস শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মহিলাদের ব্যক্তিগত ফয়েল প্রতিযোগিতায় এই অলিম্পিকে প্রতিযোগিনী সংখ্যা বাড়িয়া ৪১ জন হয় ও প্রতিযোগিনীদের ২২৭টি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিতে হয়। প্রতিযোগিতায় হাঙ্গেরীর ইলোনা ইলেক (পরবর্তী যুগে মিসেস লেজলো হেপ নামে পরিচিতা) ফাইন্যালে নবম অলিম্পিক বিজয়ী জার্মানীর হেলেন মেয়ারকে পরাজিত করিয়া অশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। দশম অলিম্পিক বিজয়ী অস্ট্রিয়ান অসিসঞ্চালক এলেন প্রেইস তৃতীয় স্থান লাভ করেন:

জিমন্যাস্টিকে ১৬টি রাষ্ট্র হইতে ১৭৫ জন জিমন্যাস্ট অংশ গ্রহণ করেন। জার্মান জিমন্যাস্টদের অভূতপূর্ব সাফল্য নাৎসী জার্মানীতে শারীরচর্চা কি অদ্ভুত উন্নতিলাভ করিয়াছিল তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। হোরাইজেন্টল বারে ফিনল্যাণ্ডের আলেকসান্তেরী সারভালা ১৯·৩৬৭ পয়েন্ট অর্জন করিয়া স্বর্ণ-পদক লাভ করেন। কুশলী জার্মান জিমন্যাস্টদ্বয় কনরাদ্ ফ্রাই দ্বিতীয় ও আলফ্রেড শহ্‌বৎসমান তৃতীয় স্থান লাভ করেন। চতুর্থ স্থানও অপর এক-জন জার্মান জিমন্যাস্ট কর্তৃক অধিকৃত হয়। দশম অলিম্পিকে এ বিষয়ে রৌপ্যপদক প্রাপ্ত ফিনিশ জিমন্যাস্ট হেইক্কি স্যাভোলেইনেন এবার পঞ্চম স্থান লাভ করেন।

প্যারালাল বারে জার্মানীর কনরাদ্ ফ্রাই ও সুইজারল্যাণ্ডের মাইকেল রিউশ্ যথাক্রমে ১৯·০৬৭ ও ১৯·০৩৪ পয়েন্ট পাইয়া স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক অর্জন করেন। ১৮·৯৬৭ পয়েন্ট পাইয়া কৃতী জার্মান জিমন্যাস্ট আলফ্রেড শহ্‌বৎসমান এ বিষয়ে তৃতীয় স্থান লাভ করেন। সুইস জিমন্যাস্ট ইউজেন ম্যাক এ বিষয়ে পঞ্চম স্থান লাভ করেন। পোমেল্ড হর্সেও কনরাদ্ ফ্রাই ১৯·৩৩ পয়েন্ট পাইয়া এই অলিম্পিকে তাঁহার দ্বিতীয় স্বর্ণপদক লাভ করেন। ইউজেন

* *Livre D'or Des Champions Olympiques Hongaris*: p. 82, কিন্তু Dr. Ferenc Mezo-ই তাঁহার পুস্তক *Les Jeux Olympiques Modernes* (p. 280) Aldar Garey বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। Dr. Fritz Wasner (*Olympia Lexikon*, p. 126)-ও "Gerey" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। *Livre D'or Des Champions Olympiques Hongaris*-এ 50, 51, 70, 71, 82, 85, 86, 99, 100, 119 পৃষ্ঠায় Aladar Gerevich বলিয়া উল্লেখ করাতে এই পুস্তকেও আলদার গ্যারেভিচ্ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে গ্যারেভিচ একাদশ অলিম্পিকে আলদার গ্যারে এই ছদ্ম নামেই পরিচিত ছিলেন।

ম্যাক ও অপর সুইস প্রতিযোগী এলবার্ট বাক্‌ম্যান যথাক্রমে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

লং হর্স ভল্টিং-এ আলফ্রেড শহ্‌বৎসমান ১৯·২০ পয়েন্ট অর্জন করেন ও দশম অলিম্পিক বিজয়ী ইউজেন ম্যাককে পরাজিত করিয়া স্বর্ণ পদক লাভ করেন। অপর জার্মান জিমন্যাস্ট ম্যাথিয়াস হ্‌বলজ তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

ফ্লাইং রিং-এ চেকোশ্লোভাকিয়ার এলোইস হুদেক ১৯·৪৩৩ পয়েন্ট অর্জন করেন ও নবম অলিম্পিকে এ বিষয়ে বিজয়ী লিও স্টুকেলজকে পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। জার্মান জিমন্যাস্টদ্বয় ম্যাথিয়াস হ্‌বলজ ও আলফ্রেড শহ্‌বৎসমান তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

ফ্রি এক্সারসাইজ এই অলিম্পিক হইতেই ক্রীড়াসূচীভুক্ত করা হয়। ১১০ জন প্রতিযোগী ইহাতে অংশ গ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় নবম অলিম্পিকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও কুশলী জিমন্যাস্ট হিসাবে পরিগণিত সুইস জিমন্যাস্ট জর্জেস মেইজ ১৮·৬৭ পয়েন্ট পাইয়া এ বিষয় প্রথম স্বর্ণপদক প্রাপ্তির গৌরব লাভ করেন। এই বিষয়ে বিজয় লাভ করায় জর্জেস মেইজ তিনটি স্বর্ণ ও একটি রৌপ্য পদক প্রাপ্তির সম্মান লাভ করেন। অপর সুইস প্রতিযোগী জোশেফ হ্‌বালতার দ্বিতীয় এবং কনরাদ্‌ ফ্রাই ও সুইশ জিমন্যাস্ট ইউজেন ম্যাক যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ম্যাথিয়াস হ্‌বলজ চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও কুশলী জিমন্যাস্টদের প্রতিযোগিতায় হোরাইজেন্টলবার, প্যারালাল বার, লং হর্স, পোমেল্ড হর্স, ফ্লাইং রিং ও ফ্রি এক্সারসাইজ এই ছয়টি বিষয় ক্রীড়াসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রতিযোগিতায় আলফ্রেড শহ্‌বৎসমান ১১৩·১১০ পাইয়া সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও কুশলী জিমন্যাস্টের খ্যাতিতে ভূষিত হন। ইউজেন ম্যাক দ্বিতীয় ও কনরাদ্‌ ফ্রাই তৃতীয় স্থান লাভ করেন। সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও কুশলী জিমন্যাস্টদের দলগত প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী বিভিন্ন রাষ্ট্রের জিমন্যাস্টদের হোরাইজেন্টলবার, প্যারালালবার, সাইড হর্স, লং হর্স, রিং ও ফ্রি এক্সারসাইজের বাধ্যতামূলক ও স্বেচ্ছামূলক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে হয়। প্রতিদলে ৮ জন করিয়া জিমন্যাস্ট অংশ গ্রহণ করে ও তাহাদের মধ্যে ছয়জনের পয়েন্ট গণনা করা হয়। শহ্‌বৎসমান, ফ্রাই, হ্‌বলজ্‌, স্ট্যাডেল্‌, বেকার্ট ও স্টিফেন্‌স লইয়া গঠিত জার্মান দল ৬৫৭·৪৩০ পয়েন্ট অর্জন করিয়া দলগত বিষয়েও বিজয় লাভ করে। সুইস্‌, ফিনিশ ও চেকোশ্লোভাকিয়ান দল যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করে।

এই অলিম্পিকের তিনজন সর্বশ্রেষ্ঠ জিমন্যাস্টের পদক প্রাপ্তির হিসাব এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রতিযোগিতা শেষে দেখা যায় কনরাদ্‌ ফ্রাই তিনটি স্বর্ণ, একটি রৌপ্য ও দুইটি ব্রোঞ্জ, আলফ্রেড শহ্‌বৎসমান তিনটি স্বর্ণ, একটি রৌপ্য এবং একটি ব্রোঞ্জ এবং ইউজেন ম্যাক চারিটি রৌপ্য ও দুইটি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

দশম অলিম্পিকে মহিলাদের জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতা ক্রীড়াসূচী হইতে পরিত্যক্ত হইলেও এই অলিম্পিক হইতে পুনরায় ইহা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রতিদলে আটজন করিয়া মহিলা জিমন্যাস্ট অংশ গ্রহণ করিলেও সর্বশ্রেষ্ঠ ছয়জনের পয়েন্ট গণনা করা হয়। প্রত্যেকটি দলকে দুইটি করিয়া দলগত বিষয় এবং প্যারালাল বার, হর্সভল্ট ও বিম ব্যালেন্সের বাধ্যতামূলক ও স্বেচ্ছামূলক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিতে হয়। পুরুষ বিভাগের ন্যায় মহিলা

বিভাগেও জার্মান মহিলা দল ৫০৬·৫০ পয়েন্ট অর্জন করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। চেকোশ্লোভাকিয়া ও হাঙ্গেরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে।

অশ্বারোহণ কলাকৌশল প্রতিযোগিতায় ২১টি রাষ্ট্রের ১২৮ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। নাৎসী জার্মানীতে সামরিক মনোবৃত্তি অধিকতর জনপ্রিয় হওয়ায় অশ্বারোহণ কলাকৌশল প্রতিযোগিতার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল। নাৎসী জার্মানী কিভাবে ধীরে ধীরে আর একটি মহাযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল তাহা এই অলিম্পিকে জার্মান অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারবৃন্দ কর্তৃক গঠিত দলের অভূতপূর্ব সাফল্যে প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। আরও ২০টি রাষ্ট্র হইতেও অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারবৃন্দ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিলেও প্রত্যেকটি বিষয়েই জার্মান অফিসারবৃন্দ জয়লাভ করেন। অলিম্পিকের অশ্বারোহণ কলাকৌশল প্রতিযোগিতার ইতিহাসে ইহা এক অভূতপূর্ব ঘটনা। আজ পর্যন্তও অন্য কোন রাষ্ট্রের পক্ষে জার্মানীর এ রেকর্ড ভংগ করা সম্ভব হয় নাই।

ব্যক্তিগত তিনদিনব্যাপী প্রতিযোগিতায় (সামরিক) জার্মানীর লুডউইগ স্টাবেনডর্ফ আমেরিকার আর্ল থমসনকে পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। ডেনমার্কের হ্যান্স লুন্ডিং তৃতীয় স্থান লাভ করেন।*

দলগত প্রতিযোগিতাতেও লুডউইগ স্টাবেনডর্ফ, রুদলফ্ লিপার্ত এবং কনরাদ ফন্ ওয়াঙ্গেনহেইম** লইয়া গঠিত জার্মান দল পোল্যান্ডকে পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক অর্জনের গৌরব লাভ করে। ব্যক্তিগত ড্রেসেজেও জার্মান অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার হাইনজ্ পোলাই ও ফ্রেডরিখ গেরহার্ড ২৯ জন প্রতিযোগীকে পরাজিত করিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। অস্ট্রিয়ার এলোইচ পোডহ্যাজস্কি তৃতীয় স্থান লাভ করেন। এ বিষয়ে দলগত প্রতিযোগিতাতেও হাইনজ্ পোলাই, ফ্রেডরিখ গেরহার্ড, হারম্যান ওপলেন-ব্রোনিকওসকি লইয়া গঠিত জার্মান দল অনায়াসেই ফ্রান্সকে পরাজিত করে।

২০টি বাধা সমন্বিত ১০৫০ মিটারের "প্রিক্স দ্য ন্যাশন্স"-এর প্রতিযোগিতায় মোট ৫৪ জন অশ্বারোহী অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ সময় নির্ধারণ করা হইয়াছিল ১৬০ সেকেন্ড। ১৬ জন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতা শেষ হইবার পূর্বেই অবসর গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতা শেষে প্রথম স্থান লইয়া জার্মান ও রুমানিয়ান অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার কুর্ট হেস ও হেনরী রাঙ্গের মধ্যে টাই হয় ও শেষ পর্যন্ত পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কুর্ট হেসই বিজয় লাভ করেন। দলগত প্রতিযোগিতাতেও কুর্ট হেস, ফন্ বার্নেকও ও হাইন্জ ব্রান্ত লইয়া গঠিত দল অনায়াসেই হল্যান্ডকে পরাজিত করিয়া নিজেদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখে। হল্যান্ড ও পর্তুগাল যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে।

* Dr. Fritz Wasner : *Olympia Lexikon*, p. 146, *XI Olympiade*, Berlin, p. 902, "Hans Lunding"-এর বদলে Mathiesen-Lunding বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

** Fredrick Rubien : তাঁহার *Report of the American Olympic Committee* পুস্তকে Wangenheim-এর স্থলে "Grandjean"-এর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। Grandjean জাতিতে ছিলেন ডেনিশ; সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় এই অভিমত ভ্রান্ত।

মডার্ন পেন্টাথ্‌লনে ১৬টি রাষ্ট্র হইতে ৪২ জন সামরিক অফিসার অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগীদের মধ্যে ৭২ বৎসর বয়স্ক, বার্লিন অলিম্পিকের সর্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ প্রতিযোগী অস্ট্রিয়ান জেনারেল আর্থার ফন পনগ্রাজের ক্রীড়াকৌশল দর্শকবৃন্দকে বিমোহিত করে। অবশ্য তীব্র সহনক্ষমতাসম্পন্ন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক প্রতিযোগীদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা তাঁহার পক্ষে একরূপ অসম্ভব ছিল কিন্তু তবুও তিনি তাঁহার বয়সের অনুপাতে ভালভাবেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন। প্রতিযোগিতার অপ্রত্যাশিত ফলাফলেও প্রত্যেকে বিস্মিত হয়। তরুণ সুদর্শন জার্মাণ বাহিনীর লেঃ গটহার্ড হানদ্রিক ও আমেরিকান বাহিনীর লেঃ চার্লস লিওনার্ড অন্যান্য প্রতিযোগীদের পরাজিত করিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন।

পঞ্চম অলিম্পিকে অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচীভুক্ত হওয়ার পর হইতে দীর্ঘ ২৪ বৎসর কাল সুইডিশ বাহিনীর অফিসারবৃন্দ প্রত্যেকটি অলিম্পিকে এ বিষয়ে বিজয়ী হইয়াছেন এবং এই অলিম্পিকেও নবম অলিম্পিক বিজয়ী সেভেন থোফেল্টের নেতৃত্বে তিনজন অভিজ্ঞ সুইডিশ প্রতিযোগীরা অংশ গ্রহণ করা সত্ত্বেও হানদ্রিক ও লিওনার্ডের সাফল্য এমনকি উদ্যোক্তাদেরও হতবাক করিয়া দেয়। রাইখস্ কানটস্লার এডলফ্ হিটলার হানদ্রিকের এই অভূতপূর্ব সাফল্যে আনন্দে এত অভিভূত হইয়াছিলেন যে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তাঁহার উপবেশনাগারে আনাইয়া অভিনন্দিত করেন ও জার্মান বাহিনীর ক্যাপ্টেনের পদে উন্নীত করেন। ইটালীয়ান প্রতিযোগী সিলভানো আব্বা তৃতীয় ও সেভেন থোফেল্ট চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

ভারোত্তোলনে* ১৫টি রাষ্ট্র হইতে ৮০ জন ভারোত্তোলক অংশ গ্রহণ করে: ইহার মধ্যে ৩০ জনই ছিলেন আমেরিকা, জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার প্রতিযোগী। প্রতিযোগিতার প্রত্যেকটি বিষয়ে পূর্ববর্তী অলিম্পিক রেকর্ড ভংগ হয়।

ফেদার ওয়েটে ২১ জন ভারোত্তোলক অংশ গ্রহণ করেন। দশম অলিম্পিকে তৃতীয় স্থানাধিকারী আমেরিকান প্রতিযোগী এন্টনি তেরলাজ্জো ৯২·৫ কিলো+৯৭·৫ কিলো+১২২·৫ কিলো** মোট ৩১২·৫ কিলোগ্রাম উত্তোলন করেন ও পূর্ববর্তী অলিম্পিক রেকর্ড† ভংগ করিয়া বিজয় লাভ করেন। তেরলাজ্জো "টু হ্যান্ডস্ প্রেস" এবং "টু হ্যান্ডস্ স্ন্যাচ"-এও পূর্ববর্তী

* প্রতিযোগীদের দৈহিক ওজন অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করা সম্বন্ধে একাদশ অলিম্পিকের প্রতিযোগিতার ক্রীড়াসূচীতে "Tagesprogramm"-এ কয়েকটি মারাত্মক ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। ২রা আগস্ট ক্রীড়াসূচীর ৩৮ পৃষ্ঠায় ফেদার ওয়েটে প্রতিযোগীদের ওজন ৬১ কিলোগ্রাম পর্যন্ত বিধিবদ্ধ করা হয়; অথচ প্রকৃত পক্ষে ৬০ কিলোগ্রামের উপর হইলেই প্রতিযোগীদের লাইট ওয়েট হিসাবে গণ্য করা হয়। ৫ই আগস্টের ক্রীড়াসূচীর ৪৪ পৃষ্ঠায় লাইট ওয়েটে ৮২·৫ কিলোগ্রাম পর্যন্ত ওজনের প্রতিযোগী পর্যন্ত যোগদান করিতে পারিবে লেখা হইলেও প্রকৃত পক্ষে লাইট ওয়েটে ৬৭·৫ কিলোগ্রাম ওজনের প্রতিযোগীরা অংশ গ্রহণ করিতে পারে। স্বাভাবিক ভাবেই বুঝা যায় ইহা লাইট হেভী ওয়েট হইবে।

** ক্রমপর্যায় অনুযায়ী "টু হ্যান্ডস্ প্রেস", "টু হ্যান্ডস্ স্ন্যাচ" ও "টু হ্যান্ডস্ ক্লিন এন্ড জার্ক"।

† Dr. Ferenc Mezo (*Les Jeux Olympiques Modernes*, p. 275) অলিম্পিক ও বিশ্ব রেকর্ড বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন। খেলাধুলাতে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র আমেরিকার ভারোত্তোলনের ইতিহাসে আমেরিকার পক্ষে প্রথম স্বর্ণপদক প্রাপ্তির গৌরবে গৌরবান্বিত তেরলাজ্জোর নাম একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ৮৫ কিলো+৯৫ কিলো+১২৫ কিলো মোট ৩০৫ কিলোগ্রাম উত্তোলন করিয়া ইজিপ্টের সালে সুলেমান দ্বিতীয় ও অপর ইজিপ্টিয়ান প্রতিযোগী ইব্রাহিম শামস্ তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ইব্রাহিম শামস্ সালে সুলেমানের সঙ্গে যুগ্মভাবে "টু হ্যান্ডস্ ক্লিন এন্ড জার্ক"-এও অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করিয়াছিলেন।

লাইট ওয়েটের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক প্রতিযোগিতা দেখিতে অগণিত দর্শক ভাঙিয়া পড়ে। ইজিপ্টিয়ান প্রতিযোগী মহম্মদ মেসাবা দুইবার "টু হ্যান্ডস্ ক্লিন এন্ড জার্ক"-এ বিশ্ব রেকর্ড ভঙ্গ করেন। অপর দিকে অস্ট্রিয়ান প্রতিযোগী রবার্ট ফেইন "টু হ্যান্ডস্ প্রেস্"-এ ১০৫ কিলোগ্রাম উত্তোলন করিয়া অসীম কৃতিত্বের পরিচয় দেন। বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম এই দুইজন ভারোত্তোলকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সকলে সবিস্ময়ে দেখিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত প্রদোষের অস্পষ্টালোকে দেখা যায় দুইজন প্রতিযোগীই ৩৪২·৫ কিলোগ্রাম উত্তোলন করিয়াছেন। টাই বজায় থাকাতে বিচারকগণ "জুরী অফ এ্যাপীল"-এর শরণাপন্ন হন। জুরী অফ এ্যাপীল উভয়কেই যুগ্মভাবে অলিম্পিক বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা করেন। মহম্মদ মেসাবা ৯২·৫+১০৫·০+১৪৫·০ এবং রবার্ট ফেইন ১০৫·০+১০০·০+১৩৭·৫ কিলোগ্রাম উত্তোলন করেন। উভয়েরই তিনটি বিভাগের মিলিত ওজন ৩৪২·৫ কিলোগ্রাম অলিম্পিক রেকর্ড বলিয়া গণ্য করা হয়। তৃতীয় স্থান লাভ করেন জার্মান ভারোত্তোলক কার্ল জ্যানসেন।

মিডল ওয়েটেও ইজিপ্টিয়ান ভারোত্তোলক খাদ্‌র এল. টৌনি প্রত্যেকটি বিভাগে এবং মোট ওজন উত্তোলনে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করিয়া বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন। টৌনি তাঁহার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দশম অলিম্পিকে বিজয়ী জার্মান ভারোত্তোলক রুডলফ্ ইজমায়ার অপেক্ষা ৩৫ কিলোগ্রাম অধিক ওজন উত্তোলন করেন। তিনি ১১৭·৫+১২০·০+১৫০ মোট ৩৮৭·৫ কিলোগ্রাম ওজন উত্তোলন করিয়া নূতন অলিম্পিক ও বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন। রুডলফ্ ইজমায়ার ও অপর জার্মান প্রতিযোগী এডলফ্ ওয়াগনার উভয়েই ৩৫২·৫ কিলোগ্রাম উত্তোলন করিলেও সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া বিচারকগণ ইজ-মায়ারকেই দ্বিতীয় বলিয়া ঘোষণা করেন।

লাইট হেভী ওয়েটে দশম অলিম্পিকে মাত্র চারজন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করিলেও এই অলিম্পিকে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৪ জন হয়। প্রতিযোগিতায় দশম অলিম্পিকে বিজয়ী ফরাসী ভারোত্তোলক লুই অস্তাঁ ১১০·০+১১৭·৫+১৪৫·০ মোট ৩৭২·৫ কিলোগ্রাম উত্তোলন করেন এবং "টু হ্যান্ডস্ প্রেস", "টু হ্যান্ডস্ স্ন্যাচ" এবং মোট ওজন উত্তোলনে দশম অলিম্পিকে স্বপ্রতিষ্ঠিত অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করেন। জার্মান প্রতিযোগী ইউজিন ডায়েচ ও ইজিপ্টিয়ান প্রতিযোগী ইব্রাহিম ওয়াসিফ্ যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

হেভী ওয়েটে ১৩ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়। "টু হ্যান্ডস্ প্রেস"-এ জার্মান প্রতিযোগী যোশেফ মাজের ১৩২·৫ কিলোগ্রাম উত্তোলন করিয়া, "টু হ্যান্ডস্ স্ন্যাচ"-এ দশম

অলিম্পিকে রৌপ্য পদকের অধিকারী চেকোশ্লোভাক ভারোত্তোলক ভাক্লাভ পেসেনিকা ১২৫·০ কিলোগ্রাম উত্তোলন করিয়া এবং "টু হ্যান্ডস্ ক্লিন এণ্ড জার্ক"-এ এস্তোনিয়ান ভারোত্তোলক আর্নল্ড লুহার অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করেন। শেষ পর্যন্ত যোশেফ মাজের ১৩২·৫+১২২·৫+১৫৫·০ মোট ৪১০ কিলোগ্রাম উত্তোলন করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। পেসেনিকা ও লু-হার রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

এই প্রসঙ্গে মিশরীয় ও জার্মান ভারোত্তোলকদের প্রাধান্যের বিষয় কিছু বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। দশম অলিম্পিকেও চেকোশ্লোভাক ও ফরাসী ভারোত্তোলকদের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু একাগ্র চিত্তে অনুশীলনের ফলে অসম্ভবকেও যে সম্ভব করা যায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় এই অলিম্পিকে মিশরীয় ও জার্মান ভারোত্তোলকদের সাফল্যে। পাঁচটি বিষয়ে মোট ১৫টি পদকের মধ্যে ৬টি পদক অর্জন করেন জার্মান ও ৫টি মিশরীয় ভারোত্তোলকগণ। মিশরীয়দের পাঁচটি পদকের মধ্যে দুইটি ছিল স্বর্ণপদক। মিশরীয় ভারোত্তোলকদের পক্ষে ইহা ছিল খুবই গৌরবের।

বার্লিনে অনুষ্ঠিত একাদশ অলিম্পিকের পূর্বে আন্তর্জাতিক অপেশাদার মল্লযুদ্ধ ফেডারেশনের এক সভা বসে। এই সভায় বার্লিন অলিম্পিকের মল্লযুদ্ধ যাহাতে সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত হইতে পারে তাহার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার ব্যবস্থা করা হয়। ইহা ছাড়া বহু পূর্ব হইতেই নিয়মিত ও সুসংবদ্ধরূপে ব্যবস্থা হওয়ায় বার্লিন অলিম্পিকের মল্লযুদ্ধ পূর্ববর্তী সমস্ত অলিম্পিক অপেক্ষা সুসংবদ্ধরূপে অনুষ্ঠিত হয়। ডায়েচল্যান্ড হলে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় ২৯টি রাষ্ট্রের ২০০ জন মল্লযোদ্ধা মল্লযুদ্ধের উভয় বিভাগে অংশ গ্রহণ করেন।

২রা আগস্ট হইতে প্রতিযোগিতার ফ্রিস্টাইল কুস্তি আরম্ভ হয়। ব্যান্টাম ওয়েটে ১৪ জন কুস্তিগীর অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় প্রথম হইতেই হাঙ্গেরিয়ান কুস্তিগীর ওডন জাম্বোরী স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনিই ফাইন্যালে আমেরিকান কুস্তিগীর রস ফ্লাডকে পরাজিত করিয়া স্বর্ণ পদক লাভ করেন। জাম্বোরী দশম অলিম্পিকে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। জার্মান কুস্তিগীর জোহানেস্ হার্বার্ট তৃতীয় এবং দশম অলিম্পিকে তৃতীয় স্থানাধিকারী ফিনিশ কুস্তিগীর এ্যাটোস জ্যাসকারী পঞ্চম স্থান লাভ করেন।

ফেদার ওয়েটে ১৫ জন কুস্তিগীর অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় নবম অলিম্পিকে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী কুস্তা পাহালাজামাকি আমেরিকার ফ্রান্সিস মিলার্ডকে পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। সুইডেনের গস্টা জনসন তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

লাইট ওয়েটে ১৭ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। দশম অলিম্পিকে এ বিষয়ে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ক্যারোলী কারপাটি জার্মানীর আর্ল ওলফ্-গংগকে পরাজিত করিয়া এবার স্বর্ণপদক লাভ করেন।

দশম অলিম্পিকে ফেদার ওয়েটে বিজয়ী ফিনিশ মল্লযোদ্ধা হারম্যানি পাহালাজামাকির ওজন বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি লাইট ওয়েটে অংশগ্রহণ করেন। তিনি তৃতীয় স্থান ও বিখ্যাত ফরাসী মুষ্টিযোদ্ধা দেলপোর্ট চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

ওয়েল্টার ওয়েটে ১৬ জন মল্লযোদ্ধার মধ্যে প্রথম হইতে আমেরিকান

মল্লযোদ্ধা ফ্রাঙ্ক লুইসের প্রাধান্য পরিস্ফুট হয় এবং শেষ পর্যন্ত তিনিই সুইডেনের থুরে এণ্ডারসনকে ফাইন্যালে পরাজিত করিয়া বিজয়মাল্য লাভ করেন। ক্যানাডার যোশেফ শ্‌খ্‌লেমার তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

মিডল ওয়েটে ফরাসী কুস্তিগীর এমিল পোয়েলভের বিজয় সকলের বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। দশম অলিম্পিকে তিনি পঞ্চম স্থান লাভ করিয়াছিলেন এবং এই অলিম্পিকে সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অপেশাদার মল্লযোদ্ধাদের অন্যতম আমেরিকার রিচার্ড ভলিভা, দশম অলিম্পিকে রৌপ্য পদকের অধিকারী কে. লুকো ইত্যাদি ছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এমিল পোয়েলভে রিচার্ড ভলিভাকে পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। ভলিভা ও তুরস্কের খ্যাতনামা মল্লযোদ্ধা আহ্‌মেদ কিরেকী যথাক্রমে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

লাইট হেভী ওয়েটে ১২ জন মল্লযোদ্ধা অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় সুইডিশ প্রতিযোগী নুট ফ্রিডেল এস্তোনিয়ার অগাস্ট নিওকে পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। জার্মান প্রতিযোগী এরিখ জিয়েবার্ট তৃতীয় স্থান লাভ করেন! নুট ফ্রিডেল গ্রীসো-রোমান মল্লযুদ্ধেও সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। হেভী ওয়েটে এস্তোনিয়ান মল্লযোদ্ধা ক্রিস্টজান পালুসালু* ফ্রিস্টাইল ও গ্রীসো-রোমান উভয় বিষয়েই বিজয় লাভ করিয়া মল্লযুদ্ধের ইতিহাসে এক নূতন রেকর্ডের সৃষ্টি করেন। আজ পর্যন্তও অন্য কোন অলিম্পিকে কোন প্রতি-যোগীর পক্ষে এই সম্মান লাভ করা সম্ভব হয় নাই।

এগার জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন ও ক্রিস্টজান পালুসালু চেকোশ্লোভাকিয়ার জোসেফ ক্লাপুককে পরাজিত করিয়া বিজয় মাল্যে ভূষিত হন। নবম অলিম্পিকে গ্রীসো-রোমানের হেভী ওয়েটে রৌপ্য পদকের অধিকারী জন্মার নিস্টর্ম তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

৪ঠা আগস্ট ফ্রিস্টাইল কুস্তি শেষ হয় এবং একদিন বিশ্রাম দিবার পর ৬ই আগস্ট হইতে গ্রীসো-রোমান কুস্তি আরম্ভ হয়। ১৮ জন মল্লযোদ্ধা ব্যান্টাম ওয়েটে অংশ গ্রহণ করেন।

হাঙ্গেরিয়ান কুস্তিগীর মার্তো লরিঞ্জ অনায়াসেই সুইডেনের ইগন্‌ স্‌ভেনসনকে পরাজিত করিয়া বিজয়মাল্য লাভ করেন। তাঁহার সুন্দর ও সহজ ভঙ্গিমার জন্য সহজেই তিনি দর্শকদের অভিনন্দন লাভ করেন। একাদশ অলিম্পিকে বিজয়ী জার্মান কুস্তিগীর জেকব ব্রান্দল তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

ফেদার ওয়েটে ১৯ জন কুস্তিগীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তুরস্কের সুদেহী নবীন কুস্তিগীর ইয়াজার ইরকানও তাঁহার নৈপুণ্যের জন্য প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ফাইন্যালে তিনি ফিনিশ কুস্তিগীর আর্নে রেইনিকে অনায়াসে পরাজিত করিয়া সকলকে বিস্মিত করেন। সুইডেনের ইনাব কার্লসন তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

লাইট ওয়েটে ১৮ জন কুস্তিগীর অংশ গ্রহণ করেন। দশম অলিম্পিকে ফেদারে তৃতীয় স্থানাধিকারী ফিনিশ মল্লবীর লার্ডরি কসকেলা এই অলিম্পিকে চেকোশ্লোভাকিয়ার জোসেফ হার্দাকে পরাজিত করিয়া বিজয় লাভ করেন। এস্তোনিয়ার ভ্যাদিমির হুবালি তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

* Dr. Ferenc Mezo (*Les Jeux Olympiques Modernes*, pp. 277, 278) "Kristjan" এবং "Kristian" উভয় নামই উল্লেখ করিয়াছেন।

দশম অলিম্পিকে ক্রীড়াসূচীতে গৃহীত ওয়েল্টার ওয়েটে সেযুগের বিশ্ব-বিখ্যাত সুইডিশ মল্লবীর রুডলফ্ সুভেদবাগ্ জার্মানীর ফ্রিজ শাফ্রকে পরাজিত করিয়া নিজের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখেন। কিন্তু সর্বসময়েই ফ্রিজ শাফ্র তাঁহার সহিত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ফিনিশ প্রতিযোগী এনো ভির্তানেনও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর পরাজয় বরণ করেন। তিনি তৃতীয় স্থান লাভ করিয়াছিলেন।

সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য হয় মিডল ওয়েটের প্রতিযোগিতা। ১৬ জন প্রতিযোগী ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন ও প্রতিযোগিতার সর্বস্তরেই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হয়। প্রতিযোগীরা সকলেই ছিলেন সুদেহী এবং এইজন্য এই প্রতিযোগিতা দেখার জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক দর্শকের সমাবেশ হইত।

প্রতিযোগিতায় দশম অলিম্পিকে ফ্রিস্টাইলে বিজয়ী সুইডিশ মল্লবীর ইভর জোহানসন জার্মান প্রতিযোগী লুর্ডভিগ শ্ওয়েকার্টকে পরাজিত করিয়া এই অলিম্পিকেও একটি স্বর্ণপদক লাভ করেন।

লাইট হেভী ওয়েটেও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সুইডিশ কুস্তিগীর এক্সেল ক্যাডিয়ার তাঁহার অপূর্ব ক্রীড়াচাতুর্যে দর্শকদের বিমোহিত করেন। প্রতিযোগিতার সর্বস্তরেই তিনি প্রাধান্য বিস্তার করেন ও শেষ পর্যন্ত ফাইন্যালে লিথুয়ানিয়ার এর্ডভিন বিতেগস্কে পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক অর্জন করেন। ফ্রিস্টাইলের এ বিভাগে রৌপ্য পদকের অধিকারী এস্তোনিয়ান মল্লযোদ্ধা অগাস্ট নিও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

হেভীতে ১২ জন কুস্তিগীর অংশ গ্রহণ করেন। ক্রিশ্চিয়ান পালুসালু এ বিভাগেও যোগদান করেন। ফ্রিস্টাইলে ক্রিশ্চিয়ান পালুসালুর বিজয়ের পর এ বিষয়ে তাঁহার বিজয় সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না। শেষ পর্যন্ত পালুসালু সুইডেনের জন নিম্যানকে পরাজিত করিয়া এক অপূর্ব বিশ্ব রেকর্ডের সৃষ্টি করেন। জার্মানীর কুর্ট হর্নফিশার তৃতীয় এবং ফ্রিস্টাইলের হেভী ওয়েটে পদকপ্রাপ্ত ফিনিশ মল্লযোদ্ধা জমার নিস্টর্ম পঞ্চম স্থান লাভ করেন।

একাদশ অলিম্পিকের সাইক্লিং প্রতিযোগিতা বিশেষভাবে নির্মিত একটি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। কাষ্ঠ নির্মিত ট্র্যাক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র ইত্যাদির সহায়তায় প্রতিযোগিতা ও বিচারের ব্যবস্থা প্রায় নিখুঁত করিয়া তোলা হইয়াছিল। প্রত্যেকটি বিষয়ে বিপুল প্রতিযোগীর সমাবেশও এই অলিম্পিকের এক স্মরণীয় ঘটনা।

৬ই অক্টোবর প্রথম ১০০০ মিটার স্ক্র্যাচ রেসের প্রাথমিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ২০টি রাষ্ট্র হইতে একজন করিয়া প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন প্রাথমিক প্রতিযোগিতাসমূহ অনুষ্ঠিত হয় ও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ১২ জন সেমিফাইন্যালে উন্নীত হয়।

৭ই আগস্ট প্রাতে সেমি-ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয় ও দুইটি সেমি-ফাইন্যালের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী মোট চারজন প্রতিযোগী ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার যোগ্যতা অর্জন করেন। সে যুগের বিশ্ববিখ্যাত সাইক্লিস্ট জার্মানীর তোনি মের্কেন্স ও হল্যান্ডের আরি ফন ভ্লিয়েৎ ফাইন্যালে উন্নীত হওয়ায় স্বভাবতই এই প্রতিযোগিতা দেখিতে অগণিত দর্শকের সমাগম হয়। কিন্তু তাহাদের এক ক্ষুদ্রাংশেরই এই প্রতিযোগিতা দর্শনের সৌভাগ্য হয়। দুইজনেই দুইটি সেমি-ফাইন্যালে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ফাইন্যালে উঠেন।

সুতরাং দর্শকের মধ্যে কে বিজয়ী হইবেন তাহা লইয়া জল্পনাকল্পনার শেষ ছিল না। শেষ পর্যন্ত তোনি মের্কেনস্ দুইটি ফাইন্যালেই বিজয় লাভ করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি একটি মারাত্মক ফাউল করেন যাহার জন্য তাঁহাকে প্রতিযোগিতা হইতে বহিষ্কৃত করা উচিত ছিল, কিন্তু বিচারকগণ এই ফাউলের জন্য ১০০ মার্ক জরিমানা করেন ও তাঁহাকেই বিজয়ী বলিয়া ঘোষিত করেন।* দশম অলিম্পিকে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ফরাসী সাইক্লিস্ট লুই শাঙ্গঁয় এবার তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

১০০০ মিটার স্ট্যান্ডিং স্টার্টে ১৯ জন সাইক্লিস্ট অংশ গ্রহণ করেন। অত্যন্ত কষ্টকর এই প্রতিযোগিতা দর্শনের জন্যও প্রচুর দর্শক সমাগম হয় ও শেষ পর্যন্ত আরি ফন ভ্রিয়েৎ এ বিষয়ে বিজয়ীর সম্মান লাভ করেন। প্রতি-যোগিতা শেষে সাইক্লিস্টগণ এত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে অনেক প্রতি-যোগীকে ধরিয়া সাইকেল হইতে নামাইতে হইয়াছিল। আরি ফন ভ্রিয়েৎ ১:১২·০ মিনিটে নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপনেরও গৌরব লাভ করেন। ফরাসী প্রতিযোগী পিয়ের জরজে দ্বিতীয় ও জার্মান প্রতিযোগী রুডলফ্ কারগ্ তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

২০০০ মিটার ট্যান্ডেমে ১১টি রাষ্ট্রের ২২ জন সাইক্লিস্ট অংশ গ্রহণ করেন ও প্রাথমিক প্রতিযোগিতার পর চারিটি দল ফাইন্যালে উঠে। শেষ পর্যন্ত জার্মান সাইক্লিস্টদ্বয় এনস্ত ইভে ও কার্ল লোরেঞ্জ হল্যান্ডের লীনা বানার্ড ও হানদ্রিক ওমস্কে পরাজিত করিয়া ট্যান্ডেমে জার্মানীর প্রথম বিজয় মাল্য অর্জন করেন। ফরাসী জুটি পিয়ের জরজে ও জরজো মাত তৃতীয় স্থান লাভ করে।

৪০০০ মিটার টিম পারস্যুটে মোট ১৩টি রাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করে। সেমি-ফাইন্যালে রবেয়ার শারপাঁতিয়ে, জাঁ গুজঁ, গী লাপেবি, রজের ল্য নিজেরই লইয়া গঠিত ফরসীদল ৪:৪২·৪ মিনিটে নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করায় প্রতিযোগিতায় তাঁহাদের বিজয়ের সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছিল। ফাইন্যালেও তাঁহারাই ৪:৪৫·০ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিজয় লাভ করেন ও চারিটি অলিম্পিকে বিজয়ী ইটালীয় অলিম্পিক দলের দীর্ঘ ১৬ বৎসরের প্রাধান্য খর্ব করিয়া দেন। বিয়াঞ্চি, জেন্তিলি, লার্তিনি, রিগোনীকে

* প্রতিযোগিতার পর আরি ফন ভ্রিয়েৎ বিচারকদের নিকট এই বলিয়া প্রতিবাদ জানান যে প্রতিযোগিতার সময় মের্কেন্স ট্র্যাক হইতে বাহিরে আসিয়া অভিসন্ধিমূলক ভাবে তাঁহার বাধা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মারাত্মক ফাউল করিয়াছেন। বিচারকগণ মের্কেন্সের বিরুদ্ধে ফাউলের অভিযোগ নাকচ করিয়া দেন সত্য, কিন্তু প্রতিযোগিতার মধ্যে ট্র্যাক পরিত্যাগ করিবার জন্য ১০০ ফ্রাঙ্ক জরিমানা করিয়াও তাঁহাকেই বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা করেন।—John V. Grombach : *Olympic Cavalcade of Sports*, p. 38.

Dr. Ferenc Mezo (*Les Jeux Olympiques Modernes*, p. 283)-এর মতে ১০০ গোল্ড ফ্রাঙ্ক (100 francs-or) জরিমানা করা হয়। এ সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য উদ্ধৃত হইল : "..মের্কেন্সকে যে শাস্তি দেওয়া হয় (নগদ অর্থ জরিমানা—লেখক) তাহা অলিম্পিকের ইতিহাসে সত্যই অভূতপূর্ব। অপেশাদারী এ ক্রীড়ায় কি করিয়া নগদ অর্থ জরিমানা করিয়া বিজয়ী ঘোষণা করা হয় তাহা সত্যই বুদ্ধির অগম্য।" [মূল ফরাসী পুস্তক হইতে অনূদিত।]

লইয়া গঠিত ইটালী দল দ্বিতীয়, এবং গ্রেট ব্রিটেন ও জার্মানী তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করে।

১০০ কিলোমিটার রোড রেসে ১০০ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। প্রতিযোগীদের এক লাইনে দাঁড় করাইয়া একসংগে স্টার্ট দেওয়া হয়। "মাস্ স্টার্ট" নামে খ্যাত এইভাবের স্টার্ট ইহার পূর্বে কেবলমাত্র প্রথম অলিম্পিক এবং প্যান হেল্লেনিক গেম্সে দেওয়া হইয়াছিল। মাত্র একজন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় যোগদানের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। শেষ পর্যন্ত ফরাসী সাইক্লিস্ট রবেয়ার শারপাঁতিয়ে ২ ঘণ্টা ৩৩:০৫·০ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া এই অলিম্পিকে তাঁহার প্রথম স্বর্ণপদক অর্জন করেন। মাত্র ০·২ সেকেণ্ড পর শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া অপর ফরাসী প্রতিযোগী গী লাপেবি দ্বিতীয় এবং ·৮ সেকেণ্ডের ব্যবধানে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া সুইস সাইক্লিস্ট আর্নস্ট নিভারগেল্ট তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

এইবার প্রতিযোগীসংখ্যা অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং প্রতিযোগিতার নির্দিষ্ট রাস্তা যথেষ্ট চওড়া না হওয়ায় অনেক প্রতিযোগী পড়িয়া যান এবং অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। পেরুর একজন সাইক্লিস্টের সংগে অন্য একজন সাইক্লিস্টের সংঘর্ষ হওয়ায় উভয়েই পড়িয়া যান এবং সংগে সংগে আশপাশের আরও ২০ জন সাইক্লিস্টও ধরাশায়ী হন। যোগদানকারী প্রতিযোগীদের মধ্যে শতকরা ৫০ জনই অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

১০০ মিটার দলগত রোড রেস প্রতিযোগিতায় ২৩টি রাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করে। রবেয়ার শাঁরপাঁতিয়ে, গী লাপেবি ও রবেয়ার দরজব্রে লইয়া গঠিত ফরাসী দল এ বিষয়েও বিজয় লাভ করিয়া রোড রেসের উভয় বিষয়েই নিজেদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখে। এই বিজয়ের ফলে রবেয়ার শাঁরপাঁতিয়ে এই অলিম্পিকে তিনটি স্বর্ণপদক অর্জন করিয়া সাইক্লিং-এ ফ্রান্সের বিশ্বব্যাপী সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখেন। গী লাপেবি দুইটি স্বর্ণ ও একটি রৌপ্য পদক লাভ করেন। সুইশ ও বেলজিয়ান সাইক্লিস্ট দল যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে।

শুটিং-এ কেবলমাত্র ৫০ মিটার দূরত্বে মিনিয়েচার রাইফেল, ২৫ মিটার দূরত্বে অটোম্যাটিক পিস্তল এবং ৫০ মিটার দূরত্বে যে কোন টার্গেট পিস্তলের গুলী নিক্ষেপের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

মিনিয়েচার রাইফেলের প্রতিযোগিতায় ২৫টি রাষ্ট্রের ৬৬ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন এবং নরওয়েজিয়ান প্রতিযোগী উইলি রোজবার্গ সম্ভাব্য ৩০০ পয়েন্টের মধ্যে ৩০০ পয়েন্টই অর্জন করিয়া নূতন অলিম্পিক ও বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন। হাংগেরীর ডাঃ রাফ্ বার্জসেনী, পোল্যাণ্ডের লাদিশ্লাভ কারাশ, ফিলিপাইনের গিসন, ব্রাজিলের ত্রিনদাদে এবং ফরাসী প্রতিযোগী মাজোয়ার প্রত্যেকেই ২৯৬ পয়েন্ট পাইলে দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে পাঁচটি স্থান নির্ধারণের জন্য বিচারকদের বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়। স্থান নির্ধারণের জন্য বিশেষভাবে বিবেচনার পর বিচারকগণ ডাঃ রাফ বার্জসেনী ও লাদিশ্লাভ কারাশকে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বলিয়া ঘোষণা করেন। গ্রীসন, ত্রিনদাদে ও মাজোয়ার পর্যায়ক্রমে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন।

অটোম্যাটিক পিস্তল অথবা রিভলবারের প্রতিযোগিতায় ২২টি রাষ্ট্রের ৫৩ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় জার্মান প্রতিযোগীদ্বয় কর্নেলিয়াস ফন্ ওয়েন ও হাইনৎস্ হাক্স ৩৬ ও ৩৫ পয়েন্ট পাইয়া প্রথম ও

দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। সুইডেনের থর্স্টেন উলম্যান তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

৫০ মিটার দূরত্বে যে কোন টার্গেট পিস্তল শুটিং-এ থর্স্টেন উলম্যান কিন্তু স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯টি রাষ্ট্র হইতে ৪৩ জন প্রতিযোগী ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন এবং থর্স্টেন উলম্যান সম্ভাব্য ৬০০ পয়েন্টের মধ্যে ৫৫৯ পয়েন্ট পাইয়া নূতন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ডসহ বিজয় লাভ করেন এখানে উল্লেখযোগ্য, থর্স্টেন উলম্যানের রেকর্ড ভঙ্গ করা আজ পর্যন্তও অন্য কোন প্রতিযোগীর পক্ষে সম্ভব হয় নাই। সেদিক হইতে থর্স্টেন উলম্যান জেসি ওয়েন্সের ন্যায় অসীম ভাগ্যবান। জার্মানীর এরিখ ক্রেম্পেল ৫৪৪ পয়েন্ট অর্জন করিয়া এবং ফরাসী প্রতিযোগী শার্ল দ্য জামোনিয়ের ৫৪০ পয়েন্ট পাইয়া যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

জার্মান নৌ-বাহিনীর সহযোগিতায় কিয়েল উপসাগরে অনুষ্ঠিত ইয়টিং প্রতিযোগিতায়ও যথেষ্ট উৎসাহ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ২৬টি রাষ্ট্রের ১৬৯ জন নাবিক এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। চিলি, উরুগুয়ে, ব্রাজিল ও তুরস্কের নাবিকগণ এই অলিম্পিকেই সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। ৬ মিটার, ৮ মিটার, "ইন্টারন্যাশনাল স্টার ক্লাস" এবং "অলিম্পিক মনোটাইপ ক্লাস"— এই চারিটি স্তরে প্রতিযোগিতা বিভক্ত ছিল। একাদশ অলিম্পিকের প্রস্তুতি কমিটি যোগদানকারী প্রতিযোগীদের "অলিম্পিক মনোটাইপ ক্লাস ইয়ট" সরবরাহ করেন।

পাঁচজন নাবিক পরিচালিত ইন্টারন্যাশনাল ৬ মিটার ক্লাসে ১২টি রাষ্ট্রের ১২টি ইয়ট অংশ গ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় ৬৭ পয়েন্ট অর্জন করিয়া গ্রেট ব্রিটেনের ইয়ট "লালাগে" বিজয় লাভ করে। মাত্র এক পয়েন্টের ব্যবধানে পরাজিত নরওয়েজিয়ান নাবিক পরিচালিত "লুলি-২" প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াও একান্ত দুর্ভাগ্যক্রমেই পরাজিত হয়। সুইডিশ নাবিক পরিচালিত "মে বি" তৃতীয় স্থান লাভ করে।

ছয়জন নাবিক পরিচালিত ইন্টারন্যাশনাল ৮ মিটার ক্লাসে ১০টি রাষ্ট্রের ১০টি ইয়ট অংশ গ্রহণ করে। ইহার পূর্বে অন্য কোন অলিম্পিকে এত অধিক সংখ্যক ইয়ট প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে নাই। ইটালীয় নাবিক পরিচালিত "ইটালিয়া" ৫৫ পয়েন্ট অর্জন করে এবং নরওয়েজিয়ান নাবিক পরিচালিত "সিলজা"কে মাত্র দুই পয়েন্টের ব্যবধানে পরাজিত করিয়া সর্বপ্রথম ইয়টিং প্রতিযোগিতার স্বর্ণপদক লাভ করে। জার্মান নাবিকবৃন্দ কর্তৃক পরিচালিত "জার্মানিয়া-৩" তৃতীয় স্থান লাভ করে।

দুইজন নাবিক পরিচালিত ইন্টারন্যাশনাল স্টার ক্লাস-এ ১২টি রাষ্ট্রের ১২টি ইয়ট অংশ গ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় জার্মান নাবিক পরিচালিত "ওয়ার্নাস" ৮০ পয়েন্ট অর্জন করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করে। সুইডেনের "সান-শাইন" এবং হল্যান্ডের "বিম-২" দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে।

একজন পরিচালিত "অলিম্পিক মনোটাইপ ক্লাস"-এ সর্বাধিক নাবিক অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় হল্যান্ডের তরুণ নাবিক ড্যানিয়েল ক্যাগচেল্যান্ড পরিচালিত "নুরনবার্গ" ১৬৩ পয়েন্ট পাইয়া বিজয় লাভ করে। জার্মানীর ওয়ার্নার ক্রুগম্যান পরিচালিত ইয়ট "রস্টক" এবং পিটার স্কট পরিচালিত "পটস্‌ডাম" দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে। দশম অলিম্পিকে এ বিষয়ে বিজয়ী ফরাসী নাবিক ল্যব্র এই অলিম্পিকে কিন্তু ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন।

ফিল্ড হকিতে এই অলিম্পিকে ১১টি দল অংশ গ্রহণ করে। প্রতিযোগী দলসমূহকে ‘এ’, ‘বি’ ও ‘সি’ এই তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করা হয় এবং ভারতবর্ষ, হল্যান্ড ও জার্মানী এই তিনটি গ্রুপে বিজয় লাভ করে। ভারতকে ‘এ’ গ্রুপে মোট তিনটি খেলায় খেলিতে হয় ও ভারত জাপানকে ৯-০ গোলে, হাঙ্গেরীকে ৪-০ গোলে ও আমেরিকাকে ৭-০ গোলে পরাজিত করে। ভারত তিনটি খেলায় মোট ২০টি গোল করে, কিন্তু অন্য কোন দলের পক্ষে ভারতকে একটি গোলও দেওয়া সম্ভব হয় নাই। পক্ষান্তরে হল্যান্ড তিনটি খেলার একটিতে ড্র করে ও জার্মানী দুইটি খেলাতেই জয়লাভ করিলেও আফগানিস্থানের নিকট একটি গোল খায়।

সেমি-ফাইন্যালে ভারত ও ফ্রান্স এবং জার্মানী ও হল্যান্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ফ্রান্স ‘সি’ গ্রুপে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেও গোলসংখ্যার গড়-পড়তা হিসাবে সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হয়। শেষ পর্যন্ত ভারত ফ্রান্সকে ১০-০ গোলে এবং জার্মানী হল্যান্ডকে ৩-০ গোলে পরাজিত করিয়া ফাইন্যালে উঠে।

বার্লিনে অলিম্পিক অনুশীলনী হিসাবে একটি খেলায় ভারত জার্মান একাদশের নিকট ৪-১ গোলে পরাজয় বরণ করায় জার্মান দর্শকগণ হকিতে বিজয়ের আশা করিতেছিলেন। কিন্তু ভারতীয় ফরওয়ার্ড দল ধ্যানচাঁদের নেতৃত্বে এমন তীব্র গতিবেগের সৃষ্টি করে যে তাহাদের বাধা দেওয়া জার্মান দলের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। বিপর্যস্ত জার্মান দল সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষ ৮-১ গোলে জার্মানীকে পরাজিত করিয়া পর পর তিনটি অলিম্পিকে বিজয়মাল্য লাভ করে।

ফুটবলে ১৬টি রাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু এই অলিম্পিকের ফুটবল খেলায় কতকগুলি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যার ফলে এমন কি আন্তর্জাতিক মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। আমেরিকা ও ইটালীর মধ্যে খেলায় ইটালীর খেলোয়াড়গণ অহেতুক দৈহিক শক্তির প্রয়োগ আরম্ভ করিলে জার্মান রেফারী কর্তৃক সতর্কিত হন। কিন্তু ইটালীয়ান ফ্যাসিস্ট সমর বিভাগের খেলোয়াড়গণ রেফারীর কথা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে নাই। পেরু ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে খেলাটিতে পেরুভিয়ানরা ৪-২ গোলে বিজয় লাভ করিলে অস্ট্রিয়া কতকগুলি নিয়মবিরুদ্ধ ব্যাপারের প্রতি ‘জুরী অফ অ্যাপিল’-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জুরী পূর্বের খেলাটি নাকচ করিয়া খেলাটি পুনর্বার অনুষ্ঠানের আদেশ দেন। পেরুভিয়ানরা প্রতিবাদে খেলায় যোগদানে বিরত থাকে। “ফিফা”* কর্তৃপক্ষ তখন পেরুর ফুটবল দলের প্রতি শাস্তিমূলক বিধান প্রয়োগ করেন ও অস্ট্রিয়াকে সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত করেন**। কিন্তু ইহার নিষ্পত্তি এত সহজেই হয় নাই। জার্মানদের এ বিষয়ে কোন হাত না থাকিলেও সারা পেরু রাষ্ট্র ব্যাপিয়া জার্মানদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলিতে থাকে। লিমা নগরে বিক্ষোভ চরমে উঠে। সেখানকার বিক্ষুব্ধ নাগরিকগণ জার্মান রাষ্ট্রদূতের অফিস ও আবাস গৃহ আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। বন্দরে বন্দরে নোঙর-করা সমস্ত জার্মান জাহাজে শ্রমিকগণ মাল তুলিতে অস্বীকার করে।

* *Federation Internationale de Football Association.*

** *Federation Internationale de Football Association-Handbook* 1950, p. 48.

প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইন্যালে ইটালী নরওয়েকে ২-১ গোলে এবং অস্ট্রিয়া পোল্যাণ্ডকে ৩-১ গোলে পরাজিত করিয়া ফাইন্যালে উঠে। ইটালী সহজেই ২-১ গোলে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করিয়া বিজয়মাল্য লাভ করে। নিম্নে একাদশ অলিম্পিকের ফুটবল প্রতিযোগিতার বিবরণ দেওয়া হইল·

প্রথম রাউন্ড		দ্বিতীয় রাউন্ড		সেমি-ফাইন্যাল		ফাইন্যাল	
ইটালী	১	ইটালী	৮				
আমেরিকা	০			ইটালী	২		
জাপান	৩	জাপান	০				
সুইডেন	২					ইটালী (বিজয়ী)	২
নরওয়ে	৪	নরওয়ে	২				
তুরস্ক	০			নরওয়ে	১		
জার্মানী	৯	জার্মানী	০				
লুক্সেমবার্গ	০						
অস্ট্রিয়া	৩	অস্ট্রিয়া	২				
ইজিপ্ট	১			অস্ট্রিয়া	৩		
পেরু	৭	পেরু	৪				
ফিনল্যাণ্ড	৩						
পোল্যাণ্ড	৩	পোল্যাণ্ড	৫			অস্ট্রিয়া (রানার্স)	১
হাঙ্গেরী	০			পোল্যাণ্ড	১		
গ্রেট ব্রিটেন	২	গ্রেট ব্রিটেন	৪				
চীন	০						

তৃতীয় স্থান নির্ধারণের জন্য পরাজিত দুইটি সেমি-ফাইন্যালিস্ট দল নরওয়ে ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে খেলায় নরওয়ে পোল্যাণ্ডকে ৩-২ গোলে পরাজিত করিয়া ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।

৭ই আগস্ট হইতে বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন উৎসবে বাস্কেটবলের স্রষ্টা ডাঃ জেমস এ. নেসমিথ প্রতিযোগীদের উদ্দেশে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বাস্কেটবলের সৃষ্টির ইতিহাস বর্ণনা করেন।

বাস্কেটবল ইহার পূর্বে সেন্ট লুই-এর তৃতীয় অলিম্পিকে এবং আমস্টার্ডামের নবম অলিম্পিকে প্রদর্শনী হিসাবে অনুষ্ঠিত হইলেও এই অলিম্পিকে প্রথম সরকারীভাবে অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রতিযোগিতায় ২১টি দেশ সরকারীভাবে অংশ গ্রহণ করে। চতুর্থ রাউণ্ডের খেলার পর আমেরিকা, মেক্সিকো, ক্যানাডা ও পোল্যাণ্ড সেমি-ফাইন্যালে উঠে। সেমি-

ফাইন্যালে আমেরিকা মেক্সিকোকে ২৫:১০ পয়েন্টে ও ক্যানাডা পোল্যাণ্ডকে ৪২:১৫ পয়েন্টে পরাজিত করিয়া ফাইন্যালে উঠে। অলিম্পিকে নবপ্রবর্তিত এই ক্রীড়াটি দেখিবার জন্য জার্মান দর্শকদের বিপুল সমাগম হয় ও শেষ পর্যন্ত বাস্কেটবলের জন্মভূমি আমেরিকার প্রতিযোগিগণ অনায়াসেই ক্যানাডাকে ১৯:৮ পয়েন্টে* পরাজিত করিয়া নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, আজ পর্যন্তও বাস্কেটবলে আমেরিকাকে পরাজিত করা অন্য কোন রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

দীর্ঘ বার বৎসর কাল বন্ধ থাকার পর পোলো পুনরায় এই অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচীভুক্ত করা হইয়াছিল। পাঁচটি রাষ্ট্র এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে ও অষ্টম অলিম্পিকে এ বিষয়ে বিজয়ী আর্জেন্টিনা গ্রেট ব্রিটেনকে পরাজিত করিয়া এবারও তাহাদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখে।

বর্তমান অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচীর নবতম সংযুক্তি হ্যান্ডবলও যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল। ছয়টি রাষ্ট্রের হ্যান্ডবল দল ইহাতে অংশ গ্রহণ করে ও ফাইন্যালে জার্মানী অস্ট্রিয়াকে ১০-৬ গোলে পরাজিত করিয়া বিজয় লাভ করে। হ্যান্ডবল আর কখনও অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।

প্রদর্শনী হিসাবে অনুষ্ঠিত বেসবল ও গ্লাইডিং-ও দর্শকদের প্রচুর আনন্দের খোরাক জোগায়। বেসবলে আমেরিকারই দুইটি দল "ওয়ারল্ড্ এমেচারস্" ও "ইউ. এস. অলিম্পিক্স" প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। গ্লাইডিং-এ ৭টি রাষ্ট্রের ৯২ জন পাইলট অংশ গ্রহণ করেন। পরবর্তী যুগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ক্রীট ও অন্যান্য ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে গ্লাইডারের সাহায্যে সৈন্যাবতরণে সমগ্র বিশ্বে যে আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল এই অলিম্পিকের গ্লাইডিং-এ জার্মান পাইলটদের অপূর্ব ক্রীড়াকৌশল তার বিপুল ও অপূর্ব প্রস্তুতির আভাস-ইঙ্গিত প্রদান করে।

গ্লাইডিং প্রতিযোগিতার সময় একটি দুর্ঘটনা উৎসবমুখর অলিম্পিক প্রতিযোগিতার সমস্ত আনন্দ ম্লান করিয়া দেয়। উড্ডীয়মান অবস্থায় অস্ট্রিয়ান পাইলট ইগনাজ স্টিয়েসার গ্লাইডার হঠাৎ আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায় ও ক্রীড়াক্ষেত্রের অদূরেই ভাঙিয়া পড়ে। আহত পাইলটকে সাহায্যের জন্য তৎক্ষণাৎ এম্বুলেন্স ও সহায়তাকারিগণ ছুটিয়া যান কিন্তু তাঁহারা পৌঁছিবার পূর্বেই ইগনাজ স্টিয়েসা প্রাণ হারান। অলিম্পিক প্রতিযোগীদের নামের সঙ্গে দ্বিতীয় শহীদ** হিসাবে ইগনাজ স্টিয়েসার নামও চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

১৫ই অক্টোবর বার্লিনের একাদশ অলিম্পিকের সমাপ্তি অনুষ্ঠান হয়। অলিম্পিকের পঞ্চচক্রশোভিত পতাকা ও অন্যান্য রাষ্ট্রের পতাকা আনুষ্ঠানিক-ভাবে অবনমিত হয়। পূত অলিম্পিক মশাল-বহ্নি স্তম্ভশীর্ষ হইতে অবনমিত করা হয়। চারি বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর সকল দেশের এ্যাথলেট, সাঁতারু, অশ্ব-

* Dr. Ferenc Mezo (*Les Jeux Olympiques Modernes*, p. 294) ফাইন্যালে আমেরিকা ক্যানাডাকে ১৮-৮ পয়েন্টে পরাজিত করে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

** ১৯১২ খৃষ্টাব্দে স্টকহলমে অনুষ্ঠিত পঞ্চম অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সর্বপ্রথম ম্যারাথন প্রতিযোগী লাজারো মৃত্যুমুখে পতিত হন।

চালক, সাইকেল-চালক, কুস্তিগীর, মুষ্টিযোদ্ধা, নৌ-চালকগণ যে আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া কঠোর অনুশীলনে প্রবৃত্ত ছিলেন তাহার অবসান ঘটে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন দেশে হকি, হ্যান্ডবল, বাস্কেটবল খেলার অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার লইয়া যে ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল সে সবের পরিসমাপ্তি ঘটে ও সমস্ত উত্তেজনা ও উন্মাদনার অবসান হয়।

১৯৩২ সালে জার্মানীর প্রতিযোগিগণ পয়েন্টে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৯৩৬ সালে পয়েন্টে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তাঁহারা দেখাইলেন যে আপ্রাণ চেষ্টা করিলে উন্নততর ফলাফল দেখান মানুষের সাধ্যাতীত নহে। জার্মানগণ পয়েন্টে প্রথম স্থান কিভাবে অর্জন করিলেন তাহা লইয়া অনেকের সন্দেহ জাগিবে। কিন্তু এ্যাথলেটিক্‌সের সকল বিষয়েই তাঁহারা যে বিশেষ পারদর্শী তাহা অলিম্পিকের ফলাফল হইতে নির্ণীত হইবে। জার্মান প্রতিযোগিগণ সকল বিষয়েই কিছু কিছু পয়েন্ট সংগ্রহ করিয়াছেন। অশ্বারোহণ কলাকৌশল ও হ্যান্ডবল খেলায় তাঁহারা অপূর্ব সাফল্য অর্জন করেন। নৌ-প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহারা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই প্রথম স্থান লাভ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া মুষ্টিযুদ্ধ, সাইকেল চালনায়ও তাঁহারা কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। এ্যাথলেটিক্‌সে লৌহগোলক নিক্ষেপ, জেভেলিন নিক্ষেপ ও হাতুড়ি নিক্ষেপে তাঁহারা প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। এইরূপে প্রতিযোগিতার প্রায় সকল বিষয়েই তাঁহাদের সাফল্যের জন্য সর্বাধিক পয়েন্ট অর্জন সম্ভব হইয়াছে।

নিম্নে বার্লিন অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় প্রথম দশটি দেশের স্থান ও প্রথম তিনটি দেশের পয়েন্ট কিরূপ হইয়াছে তাহা দেওয়া হইল :

দেশ	পয়েন্ট	প্রথম (স্বর্ণ পদক)	দ্বিতীয় (রৌপ্য পদক)	তৃতীয় (ব্রোঞ্জ পদক)
জার্মানী	৫৮৪	৩৩	২৬	৩০
আমেরিকা	৩৮৯	২৪	২০	১২
ইটালী	১৫৫	৮	৯	৫
হাঙ্গেরী		১০	১	৫
ফ্রান্স		৭	৬	৬
ফিনল্যান্ড		৭	৬	৬
সুইডেন		৬	৫	৯
জাপান		৬	৪	৮
হল্যান্ড		৬	৪	৭
ইংলন্ড		৪	৭	৩

পয়েন্ট হিসাবে জার্মানী প্রথম, আমেরিকা দ্বিতীয়, ইটালী তৃতীয় ও হাঙ্গেরী চতুর্থ স্থান লাভ করে। ভারতবর্ষ একটি স্বর্ণপদক লাভের গৌরব অর্জন করে ও দশ পয়েন্ট পায়।

নবযুগ

অলিম্পিক—২৫

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

উঠে হাহাকার,
কত বীররক্তস্রোতে কত বিধবার
অশ্রুধারা পড়ে আসি—রত্ন অলঙ্কার
বধূহস্ত হতে খসি পড়ে শত শত
চূতলতা কুঞ্জবনে মঞ্জরীর মতো
ঝঞ্ঝাবাতে।

—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

হারানো দুইটি অলিম্পিয়াড

বার্লিনে অলিম্পিক অনুষ্ঠান চলিবার সময় ৩১শে জুলাই আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির পঞ্চত্রিংশতিতম (৩৫) অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে দ্বাদশ অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা জাপানের রাজধানী টোকিওতে হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।* টোকিও নগরীর কর্তৃপক্ষ এবং জাপানের জাতীয় অলিম্পিক কমিটি মহানন্দে এ সম্মানের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সম্মতি প্রকাশ করে।

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির এই সিদ্ধান্ত টোকিওতে পেঁছিলে প্রাচ্য ভূখণ্ডে সর্বপ্রথম মনোনীত টোকিও নগরীতে আনন্দের বন্যা বহিয়া যায়। নগর কর্তৃপক্ষ তিন দিনের ছুটি ঘোষণা করেন ও টোকিও নগরী উৎসবমুখর হইয়া উঠে।

প্রিন্স আয়েসাটো টোকুগাওয়ার সভাপতিত্বে অবিলম্বে প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হইল। আয়-ব্যয় সম্বন্ধীয় খুঁটিনাটি আলোচনার পর স্থির করা হইল অলিম্পিক ক্রীড়া পরিচালনার জন্য ভারতীয় মুদ্রামান অনুযায়ী প্রায় বিশ কোটি টাকার প্রয়োজন হইবে। জাপান সরকার ও টোকিও নগরীর কর্তৃপক্ষ প্রত্যেকেই ভারতীয় মুদ্রামান অনুযায়ী ছয় কোটি টাকার অধিক সাহায্য হিসাবে মঞ্জুর করিলেন। অর্থসংগ্রহ ও অন্যান্য প্রাথমিক প্রস্তুতি আরম্ভ হইয়া গেল।

প্রতিযোগিতার জন্য ভারতীয় মুদ্রামান অনুযায়ী প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে এক লক্ষ কুড়ি হাজার দর্শকের উপযোগী একটি স্টেডিয়াম নির্মাণের পরিকল্পনা করা হইল। প্রাকৃতিক দৃশ্যে মনোরম বিখ্যাত কিনুতা পর্বতের সানুদেশে অলিম্পিক ভিলেজের জন্য ৮০০ একর জমি সংগ্রহ করিয়া তাহা সমতল করার কাজ দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিল। টোকিও বার্লিন অলিম্পিকের চেয়েও সুন্দরভাবে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়া সমগ্র জগতকে বিস্মিত করিবার জন্য বহির্জগতের অজ্ঞাতসারে প্রস্তুত হইতে লাগিল। এমন কি দূরাগত বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিযোগিগণের যাতায়াতের জন্য জাপানের অলিম্পিক কমিটি আর্থিক সাহায্য দানেরও প্রস্তাব জানাইলেন।

কিন্তু বার্লিনের অলিম্পিকের পর ঘটনাচক্র দ্রুত আবর্তিত হইতেছিল। এই অলিম্পিকে সমবেত এ্যাথলেটবৃন্দ তখনও বুঝিতে পারেন নাই অলিম্পিকের অন্তরালে অলিম্পিকের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিয়া এক্সিস শক্তিবর্গ নাৎসী জার্মানীর নেতৃত্বে মহাযুদ্ধের জন্য কি বিরাট প্রস্তুতিতে মগ্ন রহিয়াছে। তাঁহারা মহা-কালের দূরাগত পদধ্বনি সেদিন শুনিতে সক্ষম হন নাই।

বার্লিনে অনুষ্ঠিত এই আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা যাহাতে জার্মানীর সুনাম বৃদ্ধি করে সেজন্য হিটলার অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া-

* *Berliner Tageblatt*—August 1, 1936.

ছিলেন। তাই বার্লিন অলিম্পিক শেষ না হওয়া পর্যন্ত ধ্বংসযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইবার অভিপ্রায় তাঁহার ছিল না।

কিন্তু বার্লিন অলিম্পিকের স্তম্ভশীর্ষে অলিম্পিকের পবিত্র বহ্নি নির্বাণের পূর্ব হইতেই হিটলার তাঁহার সুপরিকল্পিত নরমেধ যজ্ঞের আয়োজন আরম্ভ করিলেন। মুসোলিনীর সহিত রোম-বার্লিন এক্সিস চুক্তি করিয়া তিনি রণদেবতার যাত্রাপথ উন্মুক্ত করিলেন। টোকিওতে দ্বাদশ অলিম্পিকের সম্ভাবনা ক্রমশই মিলাইয়া যাইতে লাগিল।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে হিটলারের অস্ট্রিয়া গ্রাসে রণদেবতার রথযাত্রার পথ সুগম হইয়া গেল। অলিম্পিকের আদর্শ ও সৌভ্রাত্রের বাণী রণদেবতার রথের ঘর্ঘর ধ্বনিতে মিলাইয়া গেল। সারা ইউরোপে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। প্রত্যেক দেশেই ঝড়ের পূর্ব মুহূর্তের ন[redacted] চাপা উত্তেজনা পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। প্রকাশ্যে শান্তির প্রচেষ্টা চলিতে থাকিলেও ইউরোপে আর একটি নরমেধ যজ্ঞের জন্য প্রস্তুতি সমাপ্ত হইয়াছিল। গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার মধ্যেও গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্রের হিটলার তোষণ নীতি হিটলারকে আরও সাহসী করিয়া তুলিল। অবশেষে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ফ্যাসিস্ট জার্মানী পোল্যান্ড আক্রমণ করিয়া বসিল। কিছুদিনের মধ্যেই জাপানের সহিত চীনের বিরোধ দেখা দিল। জাপানী নাগরিকদের স্বার্থরক্ষার অজুহাতে যুদ্ধ ঘোষণা না করিলেও জাপান চীনের ভূমিতে আক্রমণ চালাইতে লাগিল।

যুদ্ধ ঘোষণা না করা সত্ত্বেও চীনের উপর জাপানের এই আক্রমণ বিশ্বের জনমতকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংবাদপত্রসমূহে এ সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা আরম্ভ হইল। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সদর দপ্তরেও জাপান যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায় দ্বাদশ অলিম্পিক টোকিও হইতে সরাইয়া অন্য কোনও স্থানে নির্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য আবেদনপত্র প্রেরিত হইতে লাগিল।

জাপান সরকার কিন্তু এ বিষয়ে অনমনীয় ভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সরকারীভাবে তাঁহারা জানাইলেন যে জাপান চীনের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধই ঘোষণা করে নাই, সুতরাং যুদ্ধরত জাপানে দ্বাদশ অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতি-যোগিতার অনুষ্ঠান হওয়া উচিত নয় এ যুক্তি হাস্যকর।

কিন্তু বিশ্বের জনমত এ যুক্তি মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং জাপানে ত্রয়োদশ অলিম্পিকের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে সমগ্র বিশ্বে তীব্র বিক্ষোভ চলিতে লাগিল। এমন কি গ্রেট ব্রিটেন ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান রাষ্ট্রসমূহে দ্বাদশ অলিম্পিক বর্জনেরও তুমুল আন্দোলন চলিতে লাগিল।

কিন্তু জাপান ক্রমশঃ চীনের সহিত যুদ্ধে আরও লিপ্ত হইয়া পড়িল। ফলে এমন কি খাস জাপানেও দ্বাদশ অলিম্পিকের প্রস্তুতিতে ভাটা পড়িতে লাগিল। অবশেষে এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে জাপানের অলিম্পিক কমিটি এ বিষয়ে সরকারীভাবে জাপান সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

১৫ই জুলাই তারিখে জাপানী মন্ত্রিসভা অলিম্পিক সম্পর্কে জনকল্যাণ মন্ত্রী মার্কুইস কিদোর এক প্রস্তাব সরকারীভাবে অনুমোদন করে। এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছিল যে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিতে হইলে যে বিপুল অর্থ ব্যয় করিতে হইবে এবং স্টেডিয়াম, অলিম্পিক গ্রাম প্রভৃতি

নির্মাণের জন্য যে বিরাট প্রস্তুতির প্রয়োজন হইবে, বর্তমান অবস্থায় জাপান সরকারের পক্ষে তাহা সংগ্রহ করা একেবারে অসম্ভব। এমতাবস্থায় নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও জাপান সরকার ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ভার গ্রহণ করিতে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি যে আবেদন করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহারের জন্য আবেদন জানাইতেছে।*

জাপানী অলিম্পিক কমিটি কর্তৃক প্রত্যাহারের সরকারীভাবে আবেদন পাইবার পর আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি ফিনিশ অলিম্পিক কমিটিকে দ্বাদশ অলিম্পিকের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিতে আমন্ত্রণ জানান। ফিনিশ অলিম্পিক কমিটি আনন্দের সংগে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে।

ফিনিশ অলিম্পিক কমিটি ঘোষণা করে দ্বাদশ অলিম্পিকে বর্তমানে প্রচলিত ক্রীড়াসমূহ ব্যতীতও ক্রীড়াসূচীতে এমন কতকগুলি ক্রীড়া গ্রহণ করা হইবে যাহা প্রাচীন যুগের অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় প্রচলিত ছিল,** এবং এই সব ক্রীড়াকে জনপ্রিয় করিবার জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাইয়া যাওয়া হইবে।

কিন্তু ফিনল্যান্ড অলিম্পিক কমিটি কর্তৃক অলিম্পিকের প্রস্তুতির পূর্বেই ফিনল্যান্ড সরকারের সহিত রাশিয়ার মনোমালিন্য আরম্ভ হয়। সুতরাং ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ফিনল্যান্ডের পক্ষে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন যথোপযুক্তভাবে করা সম্ভবপর ছিল না। অবশেষে ১৯৩৯ সালে ফিনল্যান্ডের সহিত রাশিয়ার যুদ্ধ বাধিলে ফিনল্যান্ডে অলিম্পিক অনুষ্ঠানের আশা নির্মূল হইয়া গেল।

এত বাধা-বিপত্তিসত্ত্বেও কিন্তু আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি নিরাশ হয় নাই। লন্ডনে অনুষ্ঠিত ১৯৩৯ সালের জুন মাসের অষ্টাত্রিংশতিতম (৩৮) অধিবেশনে ১৯৪৪ সালের ত্রয়োদশ অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান লন্ডনে হইবে বলিয়া স্থির করেন। সুইজারল্যান্ড নানা অসুবিধার জন্য উইন্টার অলিম্পিক গেম্‌স অন্য কোন স্থানে ব্যবস্থা করিবার জন্য আবেদন জানানোতে এই অধিবেশনে স্থির করা হয় উইন্টার অলিম্পিক গেমস্ সেন্ট মরিজের স্থলে গারমিচ পার্টেন কিশ্চেনে অনুষ্ঠিত হইবে।†

অবশ্য আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিলে এ সময় অলিম্পিক অনুষ্ঠানের আশা একেবারেই নির্মূল হইয়া গিয়াছিল। ফিনল্যান্ডের উপর লাল ফৌজের আক্রমণ আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল আর ফিনিশ শহরসমূহের উপর ঝরিয়া পড়িতেছিল সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপী "মলোটোভ ককটেল"। গ্রেট ব্রিটেনও লুৎভাফের বিমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্যই সমস্ত শক্তি ব্যয় করিতেছিল। রাতের পর রাত চলিতেছিল সে নৃশংস আক্রমণ, আর তার মধ্যে একমাত্র বিমান-আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য ভূনিম্নস্থ আশ্রয়স্থল ব্যতীত অলিম্পিক গ্রাম নির্মাণের কথা কাহারও কল্পনাতেই আসিত না।

* (i) *Dome Agency,* July 16, 1938. (ii) *Kessings Contemporary Archives,* 1938.

** (i) *Sevenska Dagbladet,* July 20, 1938, (ii) *Kessings Contemporary Archives,* p. 3155.

† *Times,* July 10, 1939.

১৯৩৯ সালের ২রা সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি দ্বাদশ অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বন্ধ করা হইল বলিয়া ঘোষণা করে।* আমেরিকান অলিম্পিক কমিটি আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির নিকট দ্বাদশ অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিবার আশ্বাস দিলেও যুদ্ধরত কোন দেশ অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগী প্রেরণ করিবে না এবং অতলান্তিক মহাসাগরে জার্মান "ই" বোট এবং "ইউ" বোটের উপদ্রবের জন্য আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি দ্বাদশ অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আমেরিকায় করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না।** ইহার পরেও অবশ্য ত্রয়োদশ অলিম্পিকের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা যে সমস্ত দেশ যুদ্ধরত নহে এমন কোন দেশে ব্যবস্থা করিবার কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু ইউরোপীয় রণাঙ্গনে এত তাড়াতাড়ি পটপরিবর্তন হইতে আরম্ভ হইয়াছিল যে সমগ্র বিশ্ব বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেল। জার্মান প্যানৎসার বাহিনীর আক্রমণে একে একে নরওয়ে, ডেনমার্ক ও নেদারল্যান্ডের পতন ঘটিল। "পিন্সার" আক্রমণে সমগ্র ফ্রান্সে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠিল। দিগ্বিজয়ী জার্মান সেনার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সমগ্র ইউরোপ তাহার সর্বশক্তি নিয়োগ করিল। নরনক্তের উন্মাদনায়, সাময়িক বুদ্ধিবিভ্রমে মানবজাতি মহাপুরুষদের শান্তির চিরন্তন মহান বাণী বিস্মৃত হইয়া গেল। সেই সাময়িক বিস্মৃতিতে তলাইয়া গেল দুইটি অলিম্পিয়াড—দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অলিম্পিয়াড।

* *Manchester Guardian,* Dec. 3, 1939.

** *Kessings Contemporary Archives,* p. 3827.

চতুর্দশ অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

লণ্ডন, ১৯৪৮

হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে অলিম্পিকের আলোকবর্তিকা এক নূতন পথের ইশারা দিয়াছে।

জে. সিগফ্রিড এডস্ট্রম

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক

কমিটির সভাপতি।

চতুর্দশ অলিম্পিকের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

[লণ্ডন—১৯৪৮]

যোগদানকারী দেশের সংখ্যা ৫৩
প্রতিযোগী/প্রতিযোগিনীর সংখ্যা ৮১৫
(মহিলা সহ)

এ্যাথলেটিকস্ (পুরুষদের)

	প্রথম স্থান	দ্বিতীয় স্থান	তৃতীয় স্থান	চতুর্থ স্থান	পঞ্চম স্থান	ষষ্ঠ স্থান	পয়েন্ট
আমেরিকা	১১	৫	৯	৫	২	৫	১৯৫
সুইডেন	৪	৩	৪	১	৭	৩	৯১
ফিনল্যাণ্ড	১	১		২	২	৩	২৮
ফ্রান্স		৩	১	১	২	২	২৮
অস্ট্রেলিয়া	১	২			২	১	২৫
জ্যামাইকা	১	২		১		১	২৪
ইটালী	১	১	১			১	২০
নরওয়ে		১		৪	১		১৯
আর্জেন্টিনা	১			২	১		১৮
চেকোশ্লোভাকিয়া	১	১		১			১৮

এ্যাথলেটিকস্ (মহিলাদের)

	প্রথম স্থান	দ্বিতীয় স্থান	তৃতীয় স্থান	চতুর্থ স্থান	পঞ্চম স্থান	ষষ্ঠ স্থান	পয়েন্ট
হল্যাণ্ড	৪			১	১	২	৪৭
ফ্রান্স	২		২	২			৩৪
গ্রেট ব্রিটেন		৪		১	১	১	২৬
অস্ট্রিয়া	১		১		২	২	২০
আমেরিকা	১		১	১			১৭
অস্ট্রেলিয়া		১	২	১			১৬

চতুর্দশ অলিম্পিয়াডের ক্রীড়াসূচীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের অর্জিত স্বর্ণপদকের সংখ্যা

	অ্যাথলেটিকস্ (পুরুষ)	অ্যাথলেটিকস্ (মহিলা)	মুষ্টিযুদ্ধ	সাইক্লিং	অশ্বারোহণ	কলাকৌশল প্রতিযোগিতা	মডার্ণ পেন্টাথলন	অসি-সঞ্চালন	শিল্প প্রতিযোগিতা	জিমন্যাস্টিকস্	শুটিং	সকার ফুটবল	ফিল্ড হকি	বাস্কেটবল	সন্তরণ (পুরুষ)	সন্তরণ (মহিলা)	ওয়াটারপোলো	ভারোত্তোলন	কুস্তি (ফ্রিস্টাইল)	কুস্তি (গ্রীকো-রোমান)	রোয়িং	ইয়াটিং	ক্যানোয়িং	মোট স্বর্ণপদকের সংখ্যা
আমেরিকা	১১	১			১						১			১	৮	৪		৪	২		২	২	১	৩৮
সুইডেন	৫				১		১					১								৫			৪	১৭
হাঙ্গেরী	১	১	২					৩		১	১								১					১০
ফ্রান্স		২		৩	১			৩																৯
ইটালী	১		১	২				১									১			১	১			৮
ফিনল্যান্ড	১									৪									১					৬
তুরস্ক																			৪	২				৬
চেকোশ্লোভাকিয়া	১		১							১													৩	৬
সুইজারল্যান্ড					১					৩	১													৫
ডেনমার্ক																২					১	১	১	৫
নেদারল্যান্ড		৪														১								৫
আর্জেন্টিনা	১		২																					৩
গ্রেট ব্রিটেন																					২		১	৩
বেলজিয়াম	১			১																				২
অস্ট্রেলিয়া	১																				১			২
ইজিপ্ট																		২						২
মেক্সিকো					২																			২
* সাউথ আফ্রিকা			২																					২
ভারতবর্ষ													১											১

যোগদানকারী রাষ্ট্রের সংখ্যা ৫৯

প্রতিযোগী/প্রতিযোগিনীর সংখ্যা (৪৩৮ জন মহিলা সহ) ৪৪৬৮

ক্রীড়াসূচীতে অন্তর্ভুক্ত ক্রীড়ার সংখ্যা ১৯

বিভিন্ন বিষয়ে হিট ইত্যাদি লইয়া মোট প্রতিযোগিতার সংখ্যা ১৩৮

ইহা ব্যতীত জ্যামাইকা, পেরু ও নরওয়ে ও একটি করিয়া বিষয়ে বিজয় লাভ করে।

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

চতুর্দশ অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সমগ্র বিশ্ব ধ্বংসের উন্মত্ততায় এমন আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল যে, অলিম্পিকের শান্তি, মৈত্রী ও আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্যের বাণীতে কর্ণপাত করিবার মত অবসর কাহারও ছিল না। চারিদিকে কেবল মৃত্যু আর সংহার। জার্মান প্যানৎসার বাহিনীর সাঁড়াশী আক্রমণে কত শত শত জনপদ ধ্বংস হইল, কামানের অগ্নিবর্ষণে কত লক্ষ লক্ষ অট্টালিকা বিনষ্ট হইল. বোমা ও বিমানের লব্ধগ্রাসে কত নিরপরাধ অসহায় নরনারী ও শিশুর জীবনান্ত ঘটিল, দীর্ঘ আট বৎসরের ইতিহাসে সে মর্মান্তিক কাহিনী বিস্তারিতভাবে লিখিত আছে। রক্তের নেশায় রণনায়কগণ এমন সব কাজ করিয়াছেন যাহা মানুষের কল্পনাতীত। সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রসমূহ নির্বিচারে ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া হইল। শান্তি ও মৈত্রীর ললিত বাণী সামরিক বুটের পেষণে জগৎ হইতে মিলাইয়া গেল।

কিন্তু এই সাময়িক উন্মত্ততা মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক শুভবুদ্ধিকে ধ্বংস করিতে সক্ষম হয় নাই। ১৯৪৪ সালে ত্রয়োদশ অলিম্পিক লণ্ডনে অনুষ্ঠিত হইবার কথা হইয়াছিল, তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ গুলীর প্রতিধ্বনি মিলাইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে বিমান আক্রমণে বিধ্বস্ত লণ্ডন নগরীতে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির এক সভা হয়। এই সভায় ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের চতুর্দশ অলিম্পিক লণ্ডন নগরীতে হইবে বলিয়া স্থির হয়।

কিন্তু এই অলিম্পিকের সংবাদ বৃটিশ জনগণের মধ্যে কোন সাড়া জাগাইতে পারে নাই। দীর্ঘকালব্যাপী লুৎভাফের (জার্মান বিমানবাহিনী) বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামে যুদ্ধবিধ্বস্ত লণ্ডন নগরীতে গৃহ সমস্যা অত্যন্ত প্রকট হইয়াছিল। তাহা ছাড়া খাদ্যদ্রব্য, যানবাহন ও অন্যান্য দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বণ্টন ব্যবস্থার (রেশন) মাধ্যমে নাগরিকগণকে প্রদত্ত হইত। জনসাধারণের মধ্যে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইলে দেশের খাদ্য ও নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উপর অসম্ভব চাপ পড়িবে ও সে অবস্থায় জনগণের দুঃখ-দুর্দশার সীমা থাকিবে না এই আশঙ্কায় অনেক বৃটিশ ব্যবস্থাপক অলিম্পিক অনুষ্ঠান লণ্ডনে হওয়ার বিরুদ্ধে ছিলেন।

অনেকে আবার মহাযুদ্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে অসন্তোষ ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে অলিম্পিক অনুষ্ঠান কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখিবার পক্ষপাতী ছিলেন।

পঞ্চম উইণ্টার অলিম্পিক গেমস

কিন্তু ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে সুইজারল্যাণ্ডের সেণ্ট মরিজে অনুষ্ঠিত পঞ্চম উইণ্টার অলিম্পিক গেমস্ প্রমাণ করিয়া দিল মহাযুদ্ধে বিভিন্ন জাতির মধ্যে অসন্তোষ ও তীব্র বিদ্বেষের জন্য অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতি-

যোগিতার পুনরুজ্জীবন অসম্ভব—এ ধারণা অমূলক। আবহাওয়ার অবস্থা খারাপ থাকার দরুণ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছিল, বিভিন্ন জাতির মধ্যে তীব্র মনোমালিন্য ও অসন্তোষেরও সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু তবুও সকল বাধাবিঘ্ন অক্লেশে অতিক্রম করিয়া পঞ্চম উইন্টার অলিম্পিক গেম্‌স বেশ ভাল-ভাবেই অনুষ্ঠিত হয়।

সেন্ট মরিজে উইন্টার অলিম্পিক ইহাই প্রথম নহে। ১৯২৮ সালে দ্বিতীয় উইন্টার অলিম্পিক গেম্‌সও সেন্ট মরিজেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ৩০শে জানুয়ারী হইতে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয় ও ২৮টি রাষ্ট্র হইতে ৯০ জন মহিলাসহ ৮৭৮* জন প্রতিযোগী ও প্রতিযোগিনী ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন।

এই উইন্টার অলিম্পিক গেম্‌সে আমেরিকার এ্যামেচার এ্যাথলেটিক ইউ-নিয়ন ও এ্যামেচার হকি এসোসিয়েশন দুইটি দল প্রেরণ করে ও তাহাদের মধ্যে কোন্‌ দলটি সত্যই যোগদানের অধিকারী তাহা লইয়া তীব্র বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। অবশেষে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির হস্তক্ষেপে ব্যাপারটি আপসে নিষ্পত্তি হয়।

প্রতিযোগিতায় ফিগার স্কেটিং, স্পিড স্কেটিং, স্কিইং, আইস হকি, বব্‌শ্লে রেস ও স্কেলিটন ক্রীড়াসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রদর্শনী হিসাবে মিলিটারী পেট্রল ও উইন্টার পেন্টাথ্‌লনও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উইন্টার পেন্টাথ্‌লন অবশ্য ইহার পূর্বে অথবা পরে অন্য কোন অলিম্পিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। নর্ডিক ইভেন্টস্‌-এ সুইডেন, আলপাইন ইভেন্টস্‌-এ সুইজারল্যান্ড ও স্পিড স্কেটিং-এ নরওয়ে প্রাধান্য বিস্তার করে। সমস্ত বিষয়ে পয়েন্ট গণনায় সুই-ডেন, সুইজারল্যান্ড, আমেরিকা ও নরওয়ে ৭০, ৬৮, ৬৪½ ও ৫৭½ পয়েন্ট পাইয়া পর্যায়ক্রমে প্রথম চারটি স্থান অধিকার করে।

৮ই ফেব্রুয়ারী পঞ্চম উইন্টার অলিম্পিক গেমসের পরিসমাপ্তি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সামরিক বাদ্যের সুইশ জাতীয় সংগীত ও পতাকা অবনমনের নির্দিষ্ট ঐকতানের সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্য প্রদত্ত আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির পঞ্চচক্রশোভিত পতাকা** অবনমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগিতার পরিসমাপ্তি সরকারীভাবে ঘোষিত হয়।

চতুর্দশ অলিম্পিকের প্রস্তুতি পর্ব

এই সময় বৃটিশ অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সর্বময় কর্তা ছিলেন আন্ত-র্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এ্যাথলেট ডেভিড বার্গলে। বিরুদ্ধবাদীদের বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও তিনি চতুর্দশ অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা আরম্ভ করিলেন। ভাইকাউন্ট পোর্টালকে প্রতিযোগিতা ব্যবস্থার সভাপতি, লর্ড বার্গলেকে প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি, ই. জে. হোল্টকে ডাইরেক্টর অফ অর্গানিজেশন ও লেঃ কর্নেল টি. এম.

* John V. Grombach (*Olympic Cavalcade of Sports*, p. 141) প্রতিযোগীসংখ্যা ৯৪২ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যান্য বিভিন্ন পুস্তকেও ইহার ব্যতিক্রম থাকাতে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি প্রকাশিত (*The Olympic Games*, p. 68) প্রতিযোগীসংখ্যা উল্লেখ করা হইল।

** প্রথম ও দ্বিতীয় পতাকা অপহৃত হইয়াছিল। John Kieran and Arther Daley : *The Story of the Olympic Games*, p. 278.

বিভানকে সম্পাদক করিয়া ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রাথমিক ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হইল।

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভ্য সকল রাষ্ট্রকেই প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়া প্রস্তুতি কমিটি হইতে নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হইল। যাহারা মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে শত্রু রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে জার্মানী ও জাপানের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ অত্যন্ত তীব্র হওয়ায় কেবলমাত্র এই দুইটি দেশ আমন্ত্রিতের তালিকা হইতে বাদ পড়িল।

কিন্তু ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে বার্লিন অলিম্পিকে যে ধরনের বিরাট অলিম্পিক স্টেডিয়াম ও অন্যান্য ব্যবস্থা ও সাজসরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, চতুর্দশ অলিম্পিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত লণ্ডনের পক্ষে তাহা একরূপ অসম্ভব ছিল। ব্যবস্থাদির জন্য অন্যের দ্বারস্থ হওয়া অপেক্ষা নিজেদের সংগতির উপর নির্ভর করাই গ্রেট ব্রিটেনের অলিম্পিক কমিটি শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত ওয়েম্বলি স্টেডিয়াম মূল অলিম্পিক স্টেডিয়াম ও এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতার জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল। সাইক্লিং, "হার্ন হিলে", সন্তরণ ওয়েম্বলির "এম্পায়ার পুলে", জিমন্যাস্টিক, ভারোত্তোলন ও মুষ্টিযুদ্ধ "এম্প্রেস হলে", অসি-সঞ্চালন কৌশল ওয়েম্বলির "প্যালেস অফ ইঞ্জিনিয়ারিং-এ.", বোয়িং এবং ক্যানোয়িং "হেনলি অন টেমসে", শুটিং "বিসলে ক্যাম্পে" ও অশ্বারোহণ কলাকৌশল প্রতিযোগিতা ওয়েম্বলির এল্ডারশর্ট এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়। একমাত্র ওয়েম্বলির "এম্প্রেস হলে" মুষ্টিযুদ্ধের জন্য রিং ব্যতীত অন্যান্য ব্যবস্থা প্রায় নিখুঁতই হইয়াছিল।

যুদ্ধবিধ্বস্ত লণ্ডন শহরে গৃহ সমস্যার জন্য পৃথকভাবে অলিম্পিক গ্রাম নির্মাণ করা উদ্যোক্তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ফলে লণ্ডন শহর ও উপকণ্ঠে অনেকগুলি বিধ্বস্ত অট্টালিকা নির্বাচন করিয়া তাহাদের সাময়িকভাবে বসবাসের উপযোগী করিয়া মেরামত করা হয়। এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়িয়া প্রতিযোগী-দের বসবাসের বন্দোবস্ত করাতে যোগাযোগের বিশেষ অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়। মাথাপিছু দৈনিক ১ পাউণ্ড ৫ শিলিং ধার্য করা হয় এবং প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় প্রতিযোগীদের আহার, বাসস্থান ও বিনামূল্যে যানবাহনের ব্যবস্থা করা হইবে। কিন্তু বিনামূল্যে যানবাহন অধিকাংশ সময়ে পাওয়া সম্ভব হয় নাই। প্রতিযোগি-তায় যোগদানকারী অনেক রাষ্ট্রের মতে প্রয়োজনীয় সুবিধার বদলে যে অর্থ লওয়া হইয়াছে তাহা অত্যধিক।*

এই অলিম্পিকে ইস্রায়েলের যোগদান লইয়া প্রথম বিরোধ বাধে। আরব রাষ্ট্র-সমূহ ইস্রায়েলকে অলিম্পিকে যোগদানের অনুমতি দিলে অলিম্পিক পরিত্যাগ করার ভয় দেখায়। কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালীন সৃষ্ট নবতম রাষ্ট্র ইস্রায়েল আন্ত-র্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভ্য না হওয়ায় তাহাকে যোগদানের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা হয়। সোভিয়েট রাশিয়া আমন্ত্রিত হইয়াও যোগদান করে নাই। অবশ্য তাহারা সেন্ট মরিজ ও লণ্ডন উভয় স্থলেই দর্শক হিসাবে প্রতিনিধি প্রেরণ করে।

১৭ই জুলাই অলিম্পিয়ার জিউসদেবের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হইতে একজন সুন্দরী সুসজ্জিতা গ্রীক মহিলা অতসী কাঁচের সহায়তায় পবিত্র অলিভ বৃক্ষের

* *Report of the Indian Olympic Tour*, 1948, published by Indian Olympic Committee, p. 6.

একটি শাখায় অগ্নি প্রজ্বলন করেন ও এই অগ্নি হইতে জিউসদেবের মন্দিরের একটি পুরাতন প্রদীপে অগ্নিসংযোগ করা হয়। অবশেষে এই অগ্নি হইতেই একটি মশাল প্রজ্বলিত হয় ও এই মশালটি মহিলা একজন গ্রীক এ্যাথলেটের হস্তে প্রদান করে।

২৩ বৎসর বয়স্ক এই এ্যাথলেটের নাম কনস্ট্যানটাইন ডিমিট্রেটিস। গ্রীক বাহিনীতে এ সময় কনস্ট্যানটাইন কমিউনিস্ট গরিলাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 'কম্যাণ্ডো' হিসাবে নিয়োজিত ছিল। পবিত্র হেরোমোনিয়া মাসে অস্ত্রশস্ত্রসহ চলাফেরার বিরুদ্ধে জিউসদেবের আদেশ পালনের জন্য কনস্ট্যানটাইন তাহার পূর্ণ সামরিক পরিচ্ছদে মন্দির প্রাঙ্গণের ধ্বংসাবশেষ পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং তাহার সামরিক পরিচ্ছদ ও রাইফেল পরিত্যাগ করিয়া মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রবেশ করে ও মহিলার নিকট হইতে ভক্তি ও নিষ্ঠার সহিত মশাল গ্রহণ করে। হাতে যখন তাহার জিউসদেবের পবিত্র অঙ্গনে প্রজ্বলিত জ্বলন্ত মশাল তখন সে আর সৈনিক নয়; জিউসদেবের কৃপায় অমর প্রাচীন এ্যাথলেটদের প্রতিভূ।

গ্রীসদেশ হইতে লণ্ডন পর্যন্ত ২০০০ মাইল পর্যন্ত এই মশাল লইয়া বিভিন্ন দেশের এ্যাথলেটদের রীলে প্রথায় দৌড়াইবার কথা ছিল কিন্তু গ্রীসদেশে গরিলা যুদ্ধের জন্য সেখানকার পথ ৫০০ মাইল হইতে কমাইয়া ৫০ মাইল করা হয়। গ্রীক এ্যাথলেটগণ এই মশাল কাটাকোলো বন্দর পর্যন্ত বহন করিয়া লইয়া যান। সেখান হইতে একটি গ্রীক ডেস্ট্রয়ার কর্ফু বন্দর পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। কর্ফু বন্দরে বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ এইচ. এম. এস. 'ওয়াইস্যাণ্ড' ১৯শে জুলাই বারী বন্দরে লইয়া আসে। বারী বন্দর হইতে ইটালীয়ান এ্যাথলেটগণ ইহাকে ফরাসী সীমান্তে পৌঁছাইয়া দেন এবং ফরাসী এ্যাথলেটগণ এই পবিত্র মশাল ক্যালে বন্দর পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। ক্যালে বন্দরে বৃটিশ নৌ-বাহিনীর এইচ. এম. এস. 'বিসেস্টার' মশালটি ডোভার পর্যন্ত লইয়া আসে ও বৃটিশ এ্যাথলেটবৃন্দ মশালের ভার গ্রহণ করেন। ২৯শে জুলাই মশাল স্টেডিয়ামে পৌঁছে।

ভারতীয় দল

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পর অলিম্পিকে যোগদান এই সর্বপ্রথম। ৮ জন এ্যাথলেট, ১৫ জন সাঁতারু এবং ওয়াটারপোলো খেলোয়াড়, ৬ জন মল্ল-যোদ্ধা, ২ জন ভারোত্তোলক, ১৮ জন ফুটবল খেলোয়াড়, ২১ জন হকি খেলোয়াড়, ৭ জন মুষ্টিযোদ্ধা ও দশজন সাইক্লিস্ট লইয়া ভারতীয় দল গঠিত হয়। ভারতীয় দলের সর্বময় কর্তা ছিলেন জনাব এস. এম. মৈনুল হক। হকি ব্যতীত দলের অন্যান্য প্রতিযোগী ৪ঠা জুন 'এম্পায়ার ব্রেন্ট' জাহাজযোগে লণ্ডন যাত্রা করেন। হকিদল বিমানপথে ১৪ই জুন ইংলণ্ড পৌঁছে। ভারতীয় দলকে রিচমণ্ড পার্ক অলিম্পিক সেন্টারে বসবাসের স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়।

ভারতীয় দলকে কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছিলেন ৮ই জুলাই-এর পর আর কোন দলকে স্থান পরিবর্তন করিতে হইবে না, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ২৫শে জুন হইতে ২৩শে জুলাই পর্যন্ত "রিচমণ্ড পার্ক" অলিম্পিক সেন্টার থাকা সত্ত্বেও প্রতি-যোগিতা আরম্ভ হওয়ার মাত্র ছয়দিন পূর্বে হঠাৎ রিচমণ্ড পার্ক হইতে পিনার কাউন্টি কাউন্সিল বিদ্যালয়ে স্থান পরিবর্তনের আদেশ দেওয়া হয়। ১০০ জন প্রতিনিধিকে স্থান পরিবর্তনের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা নিজেদের করিয়া নিতে হয়, আর সেজন্য অনুশীলনের জন্য প্রয়োজন অমূল্য তিনটি দিন নষ্ট হইয়া যায়। স্থানান্তরের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কোনই সহায়তা করেন নাই।

অন্যান্য দেশের অনেক প্রতিযোগীরা তখনও আসিয়া পেঁৗছেন নাই। সুতরাং যাঁহারা পরে আসিবেন তাঁহাদের থাকিবার জন্য পিনার কাউন্টি কাউন্সিল বিদ্যালয় অনায়াসেই নির্দিষ্ট করা যাইত।

স্কুল ভবনটির দীর্ঘকাল কোন সংস্কার হয় নাই, তাহা ছাড়া ভারতীয় দলের আসিবার পূর্বে একেবারে পরিষ্কার না করাতে বাসের অযোগ্য ছিল। খেলার মাঠ ও জিমন্যাসিয়ামের কোনরূপ সুবন্দোবস্ত ছিল না। সংস্কারাদির ভার যাঁহার উপর ছিল তাঁহাকে এ বিষয় জানাইলে তিনি জানান "আমরা আমাদের সাধ্যমত করিয়াছি, স্কুল বাড়ী তো হোটেল নয়।"* ফলে অনুশীলনের জন্য প্রতিযোগিগণকে প্যাডিংটন, ওয়েম্বলি, রিচমণ্ড পার্ক এবং কিংসটন বাথে নিয়মিতভাবে যাইতে হইত। সিংহল, ব্রহ্মদেশ, জ্যামাইকা, বার্মুদা ও পাকিস্তানকেও ভারতীয় দলের ন্যায় হঠাৎ স্থান পরিবর্তনের আদেশ দেওয়ার একই প্রকার দুর্ভোগ ভুগিতে হয়।**

লণ্ডনের সংবাদপত্রসমূহ প্রথম দিকে কিন্তু অলিম্পিক প্রতিযোগিতাকে আশানুরূপ গুরুত্ব দেয় নাই। ২৫শে জুলাই পর্যন্ত খেলাধুলার পাতা অস্ট্রেলিয়ার সহিত ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ এবং ঘোড় দৌড় ও কুকুর দৌড়ের সংবাদেই পূর্ণ থাকিত। প্রচার বিভাগ থাকা সত্ত্বেও প্রতিযোগিতার সংবাদ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হইতে আগত সাংবাদিকগণকে সরবরাহ করা হইত না। নিজেদের চেষ্টায় যতটুকু সম্ভব খবর তাঁহারা জোগাড় করিতেন এবং তাহারই উপর কাগজগুলি নির্ভর করিত। প্রচার বিভাগ ও অনুসন্ধান অফিসে সুবন্দোবস্তের অভাবে বিভিন্ন দেশের সাংবাদিক, প্রতিযোগী ও ব্যবস্থাপকগণকে বিবিধ বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

প্রতিযোগিতার দুই দিন পূর্ব হইতে কর্তৃপক্ষ হঠাৎ প্রচারের দিকে মনোযোগ দেন। দেশব্যাপী অলিম্পিক অনুষ্ঠানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া প্রচারপত্র বিলি ও সংবাদপত্র এবং বেতার মারফত প্রচার চলিতে থাকে।

প্রতিযোগিতার জন্য নির্দিষ্ট ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে লক্ষাধিক লোকের বসিবার ব্যবস্থা ছিল। মাঠের ঘাস এত সুন্দর করিয়া ছাঁটা হইয়াছিল যে দেখিলেই বিলিয়ার্ড টেবিলের কথা মনে পড়িত। মাঠে গাঢ়ো লাল রঙের ট্র্যাক সুন্দর ভাবে লাল সিন্ডারে নির্মিত হইয়াছিল। ২৯শে জুলাই অনুষ্ঠান উৎসবের সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়া যায়। সকাল হইতেই টিউব, বাস, ট্রাম ও মোটর গাড়ীতে করিয়া দর্শকবৃন্দ ওয়েম্বলির দিকে আসিতে থাকে। এত ভীড় হয় যে মাঝে-মাঝেই যানবাহন চলাচল বন্ধ হইয়া যাইতে থাকে।

বেলা ২টায় উদ্বোধনের সময় নির্দিষ্ট হইয়াছিল। একটার মধ্যেই ৫৯টি দেশের ৬০০০ জন এ্যাথলেট অংশ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহার

* আনন্দবাজার পত্রিকা ২৫শে জুলাই ১৯৪৮।

** এ সম্পর্কে জনাব মৈনুল হকের রিপোর্টের অংশ এখানে উদ্ধৃত হইল: "The fact remains that it was an unfortunate arrangement which caused avoidable disturbance and irritation to the teams. Thoughtfulness or inefficiency or a combination of both was perhaps at its bottom.—*Report of the Indian Olympic Tour,* 1948, published by Indian Olympic Committee, p. 8.

অনেক আগেই স্টেডিয়াম উৎসুক দর্শকে একেবারে পূর্ণ হইয়া যায়। বাকিংহাম রাজপ্রাসাদের রাজকীয় অশ্বারোহী বাহিনীর ট্রামপেটের ঐকতান বাদনের পর অনুষ্ঠানের স্থান গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট সামরিক বাহিনী স্থান গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। লাল টিউনিক, সবুজ প্যান্ট ও ভল্লুক চর্মাবৃত শিরস্ত্রাণে ৬½ ফুট দীর্ঘ "গ্রেনেডিয়ার্স" দল এবং হাইল্যান্ডার পোশাকে সজ্জিত স্কচ বাহিনী স্টেডিয়ামে এক মনোরম দৃশ্য রচনা করে!

অল্পক্ষণের মধ্যেই জনতার মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। রাজা জর্জ আসতেছেন! পোর্টাল ও লন্ডন শহরে লর্ড মেয়র স্যার ফ্রেডরিক্ ওয়েলস রাজাকে অভ্যর্থনা জানান ও আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি জে. এডস্টর্ম ও বৃটিশ অলিম্পিক কমিটির চেয়ারম্যান লর্ড বার্গলে সমভিব্যহারে নির্দিষ্ট পথ বাহিয়া রাজকীয় নৌবহরের সজ্জায় সজ্জিত রাজা ষষ্ঠ জর্জ রানী এলিজাবেথ, রাজকুমারী মার্গারেট, রাজমাতা মেরী এবং গ্লস্টারের ডিউক ও ডাচেস সহ রাজকীয় উপবেশনাগারে উপস্থিত হইলেন।

অতঃপর ৫৯টি দেশের ৬০০০ এ্যাথেলেট মার্চ্চ পাস্ট করিয়া যান। এক ঘন্টারও বেশী সময় রাজা জর্জ "এ্যাটেনশন" অবস্থায় দাঁড়াইয়া প্রত্যেক দলের অভিবাদন সামরিক শৃঙ্খলার সহিত গ্রহণ করেন। অলিম্পিকের প্রবর্তক রাষ্ট্র হিসাবে গ্রীস প্রথম ও তাহার পর ইংরাজী বর্ণমালা অনুযায়ী বিভিন্ন রাষ্ট্র মার্চপাস্ট করে। অলিম্পিকের আহ্বায়ক হিসাবে ইংলন্ডের দল সকলের শেষে ছিল। ফিকে নীল রঙের মস্তকাবরণ ও ব্লেজার এবং সাদা প্যান্ট পরিহিত ভারতীয় দলকে দর্শকবৃন্দ বিপুল উৎসাহে অভিনন্দিত করে। ভারতীয় দলের পতাকা বহন করেন এ্যাথলেটিকস্ দলের ক্যাপ্টেন সোমনাথ। মার্চপাস্টের পর অলিম্পিক প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি লর্ড বার্গলের অনুরোধে রাজা জর্জ ১৬টি কথায় সরকারী ভাবে চতুর্দশ অলিম্পিকের উদ্বোধন করেন। সঙ্গে সঙ্গে ট্রামপেটের ঐকতান ধ্বনিত হয়, স্কাউটরা সাত হাজার শ্বেত পারাবত ছাড়িয়া দেয়। সমগ্র আকাশ শ্বেত পারাবতের ঝাঁকে ছাইয়া যায়।

অতঃপর পঞ্চচক্রশোভিত অলিম্পিকের শ্বেত পতাকা উত্তোলিত হয় ও অভিবাদনের জন্য কামানশ্রেণী বজ্রনির্ঘোষে একুশবার গর্জন করিয়া উঠে। কামান গর্জনের মধ্যেই অলিম্পিক মশাল হস্তে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাথ-লেট জন মার্ক নির্দিষ্ট পথে স্টেডিয়ামে প্রবেশ করেন। প্রবেশ পথে তিনি স্বল্পকালের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়ান ও তাহার পর ট্র্যাকে দৌড়াইতে আরম্ভ করেন। তাহার পশ্চাতে জ্বলন্ত মশাল হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে থাকে।

এক পাক দৌড়াইয়া মার্ক অলিম্পিকের অগ্নিশিখা প্রজ্বলনের নির্দিষ্ট স্তম্ভে আরোহণ করেন ও হস্তধৃত ম্যাগনেসিয়ামের মশালে স্টেডিয়ামে অগ্নি-শিখার জন্য রক্ষিত নির্দিষ্ট আধারে অগ্নিসংযোগ করেন। দাউ দাউ করিয়া অলিম্পিয়া হইতে ১৬০০ এ্যাথলেট কর্তৃক বাহিত পূতবহ্নি জ্বলিয়া উঠে।

কিপলিং-এর অলিম্পিক প্রশস্তি সংগীত ১২০০ জন গায়ক কর্তৃক গীত হইবার পর ইয়র্কের আর্কবিশপের নেতৃত্বে স্বস্তিবাচন পাঠ করা হয়। অতঃপর ব্রিটেনের সর্বশ্রেষ্ঠ "হার্ডলার" উইং কমান্ডার ডোনাল্ড ফিনলে (ডন ফিনলে—১৯৩২ সালে লস এঞ্জেলসে ও ১৯৩৬ সালে বার্লিনে ইনি ১১০ মিটার হার্ডলে যথাক্রমে তৃতীয় ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন) যোগদানকারী সমবেত এ্যাথলেট-দের পক্ষ হইতে অলিম্পিক প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। জাতীয় সঙ্গীত গীত

এবং প্যানহেল্লেনিক গেমসে আমেরিকান এ্যাথলেটগণ নয়টিতে সাফল্য লাভ করেন। একমাত্র দশম অলিম্পিকে আমেরিকায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ক্যানাডিয়ান এ্যাথলেট ম্যাকনাউটন ইহার ব্যতিক্রম।

প্রতিযোগিতায় আমেরিকার জর্জ স্ট্যানিক, ড্বাইট এডলম্যান, ভার্ল ম্যাকগ্র, গ্রেটব্রিটেনের এলান প্যাটারসন, অস্ট্রেলিয়ার জন উইন্টার, নরওয়ের বজর্ন পলসন, এবং ফরাসী মরক্কোর জি. ডোমিটো ফাইন্যালে উঠিয়াছিলেন। আমেরিকার প্রত্যেকটি প্রতিযোগী ইহার পূর্বে ৬ ফুট ৮ ইঞ্চি লাফাইয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ম্যাকগ্র এমনকি ৬ফুঃ ২ $\frac{৩}{৪}$ ইঃ লম্ফনে অসমর্থ হইয়া প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

বার ১.৯৫ মিটার (৬ ফুঃ ৪$\frac{৩}{৪}$ ইঃ) উঠাইলে লম্ফনের সময় অস্ট্রেলিয়ার ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি দীর্ঘ এ্যাথলেট উইন্টার পৃষ্ঠে আঘাত পান। এম্বুলেন্স এবং ডাক্তার তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসে এবং তাঁহার আঘাতের প্রাথমিক শুশ্রূষা করেন। পাঁচ ঘণ্টা ধরিয়া অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক প্রতিযোগীই অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বার ১.৯৮ মিটার (৬ ফুট ৬ ইঞ্চি) উচ্চে উঠান হইলে আঘাতের বেদনা সত্ত্বেও উইন্টার আর একবার চেষ্টা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। প্রথমেই তাঁহাকে আহ্বান করা হইল। সাবলীল ভঙ্গিতে উচ্চতা অতিক্রম করিয়া তিনি সম্মুখের ঘাসের উপর শুইয়া পড়িলেন। এম্বুলেন্সের শুশ্রূষাকারিগণ তাঁহার শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু আর চারজন প্রতিযোগীই ১.৯৮ মিটার লম্ফনে অসমর্থ হইলেন। ফলে প্রতিযোগিতায় নরওয়ের বজর্ন পলসন দ্বিতীয়, আমেরিকার জর্জ স্ট্যানিক এবং এডলম্যান যুগ্মভাবে তৃতীয়*, ডোমিটো চতুর্থ ও প্যাকস পঞ্চম স্থান লাভ করেন।

প্রথমদিনের শেষ ফাইন্যালটি ছিল মহিলাদের চাকতি নিক্ষেপ। ফরাসী মহিলা মিশলিন অস্টারমেয়ার ৪১.৯২ মিটার (১৩৭ ফুঃ ৬$\frac{১}{২}$ ইঃ) দূরে ডিসকাস নিক্ষেপ করিয়া প্রতিযোগিতায় অলিম্পিক রেকর্ডসহ বিজয় লাভ করেন। ইটালির ভি. ই কর্ডিয়ালি জেন্টিল ও ফ্রান্সের জে. ম্যাজিয়াস যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

এইদিন ১০০, ৪০০ ও ৮০০ মিটার দৌড়ের হিটও অনুষ্ঠিত হয়। ১০০ মিটার দৌড়ের দ্বিতীয় রাউন্ডে ৪টি হিট অনুষ্ঠিত হয় এবং আমেরিকান প্রতিযোগী হ্যারিসন ডিলার্ড, হেনরী ইওয়েল, মার্লভিন প্যাটন, গ্রেটব্রিটেনের কে. জোন্স, ম্যাকডোনাল্ড বেইলি, এ. ম্যাকরকুমোডেল, ক্যানাডার লা বিচ, উরুগুয়ের লোপেজ তেস্তা, অস্ট্রেলিয়ার জে. ট্রেলোয়ার, এম. কিউরোট্টা, জে. ব্রাট্রাম, কিউবার আর. চাকন এবং পানামার জন সেমিফাইন্যালে উঠেন। ইহার মধ্যে ডিলার্ড ও প্যাটন দুইজনেই ১০.৪ সেকেণ্ডে শেষসীমান্ত অতিক্রম করেন। এইরূপে প্রাথমিক প্রতিযোগিতার ১২টি হিট ও দ্বিতীয় রাউন্ডের ৪টি হিটে প্রতিযোগী সংখ্যা ৭০ হইতে কমিয়া ১২-তে দাঁড়ায়।

৪০০ মিটার হার্ডলের হিট ও সেমিফাইন্যালে সুইডিশ এ্যাথলেট রুণ লার্সন এবং আমেরিকান প্রতিযোগী রয় ককরান ৫১.৯ সেকেণ্ডে দূরত্ব অতিক্রম

* Dr. Ferenc Mezo (*Les Jeux Olympiques Modernes*, p. 311) জর্জ স্ট্যানিককেই তৃতীয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

করিয়া দুইবার অলিম্পিক রেকর্ড ভংগ করেন। সিংহলের প্রতিযোগী ডানকান হোয়াইটের এইরূপ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সম্পর্কে সবিশেষ অভিজ্ঞতা না থাকিলেও ফাইন্যালে উন্নীত হন। ৮০০ মিটার দৌড়ের মাত্র প্রাথমিক হিটটি এইদিন অনুষ্ঠিত হয়। আমেরিকার বিমানবহরের সার্জেন্ট মেলভিন হুইট ফিল্ড ১:৫২·৮ সেকেন্ডে দৌড়াইয়া হিটে প্রথম স্থান লাভ করেন।

সেমি-ফাইন্যালে হিট হইবার পর ১০০ মিটার দৌড়ে আমেরিকার মেলভিন প্যাটন, হ্যারিসন ডিলার্ড, হেনরী ইউয়েল, ইংলণ্ডের ১৯০ পাউণ্ড ওজনের দীর্ঘাকৃতী এ্যাথলেট· আলিস্তার ম্যাককরকুয়োডেল এবং ম্যাকডোনাল্ড বেইলি ও ক্যানাডার লয়েড লা বিচ এই ছয়জন এ্যাথলেট ফাইন্যালে যোগদানের সৌভাগ্য লাভ করেন। এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য, ভারতীয় প্রতিনিধি "ফিলিপস্" দ্বাদশ হিটে দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়া দ্বিতীয় রাউণ্ডে দৌড়াইবার সৌভাগ্য অর্জন করিলেও কোয়ার্টার-ফাইন্যালে যোগদানের সুযোগ লাভ করিতে সক্ষম হন নাই।

৩১শে জুলাই প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনে প্রায় ৮৩,০০০ দর্শক স্টেডিয়ামে সমবেত হন। প্রথমেই ১০০ মিটার দৌড়ের ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়।

স্টার্টারের সংকেতের সংগে সংগে ষষ্ঠ লেনে স্থান গ্রহণকারী ডিলার্ড অগ্রবর্তী হন ও ক্রমশ তাঁহার গতিবেগ বৃদ্ধি করেন। ইউয়েল, প্যাটন এবং লা বিচকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হন। কিন্তু ষষ্ঠ লেনে থাকায় তিনি ডিলার্ডকে লক্ষ্য করেন নাই! ডিলার্ড সর্বপ্রথম দৌড়াইয়া শেষ সীমান্তে পৌঁছেন, প্রায় সংগে সংগেই হেনরী ইউয়েল শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন ও বিজয় লাভ করিয়াছেন এই ভুল ধারণার বশবর্তী হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। কিন্তু তাঁহার ভুল শীঘ্রই ভাঙিয়া যায়। ডিলার্ড হার্ডলার হিসেবেই অলিম্পিকে যোগদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু প্রতিযোগিতার পূর্বে আমেরিকায় প্রতিযোগী নির্বাচন সম্পর্কে যে প্রতিযোগিতা হয় তাহাতে সাফল্য লাভে সমর্থ না হওয়ায় ১০০ মিটারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ও স্প্রিন্টার হিসাবে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য নির্বাচিত হন। লয়েড লা বিচ তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। প্রতিযোগিতায় ডিলার্ড ১০·৩ সেকেন্ডে দৌড়াইয়া পূর্বতন রেকর্ডের সমান করেন। লা বিচ, ম্যাককরকুয়োডেল, প্যাটন ও ম্যাকডোনাল্ড বেইলি যথাক্রমে, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন।

৪০০ মিটার হার্ডল রেসের ফাইন্যালে আমেরিকার রয় ককরান ও আল্ট, সুইডেনের রুণে লারসন, সিংহলের ডানক্যান হোয়াইট, ফ্রান্সের ইভিস ক্রস ও ইটালির মিসোনি ছিলেন। প্রতিযোগিতায় ককরান পূর্বদিন অপেক্ষা উন্নততর ফল প্রদর্শন করেন ও ৫১·১ সেকেন্ডে দূরত্ব অতিক্রম করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ডসহ বিজয় লাভ করেন। সিংহলের ডানকান হোয়াইটও ৫১·৮ সেকেন্ডে দূরত্ব অতিক্রম করিয়া পূর্বতন অলিম্পিক রেকর্ড ভংগ করেন ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। লারসেন, আল্ট, ক্রস ও মিসোনী যথাক্রমে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন। অখ্যাত ও অনভিজ্ঞ প্রতিযোগী ডানকান হোয়াইটের বিজয় প্রত্যেককে আশ্চর্যান্বিত করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ক্রীড়া মানের যে ক্রমাবনতি ঘটিয়াছে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় দৈর্ঘ্যলম্ফনের প্রাথমিক প্রতিযোগিতা হইতে। ফাইন্যালে উঠিবার যোগ্যতার পরিমাণ নির্ধারিত হয় ৭:২০ মিটার (২৩ ফুট ৭½ ইঞ্চি)। কিন্তু তবুও মাত্র চারজন প্রতিযোগী এ দূরত্ব অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়। বাধ্য

হইয়া পরিচালকবর্গকে অসফল প্রতিযোগীবৃন্দ হইতে পর্যায় অনুযায়ী আরও আটজনকে লইয়া সংখ্যাপূরণ করিতে হয়।

আমেরিকার নিগ্রো এ্যাথলেট উইলি স্টীলি অলিম্পিকে যোগদানের পূর্বে কয়েকবার ২৬ ফুট লাফাইয়াছিলেন এবং বিশ্বে যে পাঁচজন এ্যাথলেটের ২৬ ফুট লম্ফনের সৌভাগ্য হইয়াছিল তিনি ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। প্রতিযোগিতার পূর্বে স্টীলির মাংসপেশীতে সঙ্কোচন আরম্ভ হয় কিন্তু সেই অবস্থাতেই তিনি মাত্র একবার লাফ দেন ও ৭:৮২ মিটার (২৫ ফুঃ ৮ ইঃ) লাফাইয়া প্রতিযোগিতায় বিজয় লাভ করেন। আজ পর্যন্ত এক জেসী ওয়েন্স, লুজ লং ও গ্রেগরী বেল ব্যতীত অন্য কোন এ্যাথলেটের পক্ষে এই দূরত্ব অতিক্রম করা সম্ভব হয় নাই। অস্ট্রেলিয়ার থিয়োডর ব্রুস. আমেরিকার হার্বার্ট ডগলাস, লোরেঞ্জ রাইট, ইংলন্ডের প্রিন্স এ. এডিডোয়েন এবং ফ্রান্সের জে. ডেমিটো যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, একাদশ অলিম্পিকে প্রথম ছয় জন প্রতিযোগীই ৭·৬২ মিটারের (২৫ ফুট) অধিক লম্ফনে সমর্থ হইলেও এই অলিম্পিকে স্টীলি ব্যতীত অন্য কোন এ্যাথলেটের সে সৌভাগ্য হয় নাই।

হাতুড়ি নিক্ষেপের ফাইন্যাল কার্যসূচীর তৃতীয় বিষয় ছিল। অল্পবয়স্ক সুঠাম ও সুগঠিত দেহ হাঙ্গেরিয়ান এ্যাথলেট ইরমি নেমেথ ৫৬·০৭ মিটার (১৮৩ ফুট ১১½ ইঞ্চি) দূরে হাতুড়ি নিক্ষেপ করিয়া প্রতিযোগিতায় বিজয় লাভ করেন*। যুগোশ্লাভিয়ার ইভান গুবিজান, আমেরিকার রবার্ট বেনেট, শ্যাম, ফেল্টন, ফিনল্যান্ডের লিও ট্যামিনেন এবং সুইডেনের বো এরিকসন যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন। ইরমি নেমেথ মাত্র অল্পকাল পূর্বে ৫৯·০২ মিটার নিক্ষেপ করিয়া বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করিলেও এই অলিম্পিকে নিজের সুনাম অনুযায়ী নিক্ষেপে সক্ষম হন নাই। এমনকি ১২ বৎসর পূর্বে জার্মান এ্যাথলেট কার্ল হাইনের অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গের সৌভাগ্যও তিনি অর্জন করিতে পারেন নাই। হাতুড়ি নিক্ষেপে ভারতীয় প্রতিযোগী সোমনাথ মাত্র ৪৯ মিটার নিক্ষেপে করিতে অসমর্থ হওয়ায় প্রাথমিক প্রতিযোগিতা হইতেই অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

হাতুড়ি নিক্ষেপের পর ৫০,০০০ মিটার ভ্রমণের ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। পিস্তলের আওয়াজের সঙ্কেতে প্রতিযোগিগণ ভ্রমণের জন্য স্টেডিয়াম হইতে বাহির হইয়া যান ও প্রায় পাঁচঘন্টা পর সকল প্রতিযোগী আবার স্টেডিয়ামে ফিরিয়া আসেন। বিচার-ব্যবস্থার এমনভাবে সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছিল যে সমস্ত পথেই প্রতিযোগীরা যাহাতে নিয়ম মানিয়া ভ্রমণ সমাপ্ত করেন তাহার প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখা হয়। প্রথম হইতেই সুইডিশ প্রতিযোগী জন লুনগ্রেন অগ্রগামী হন। ৫০০০ মিটার দূরত্বের সঙ্কেতস্থলে তিনি অন্যান্য প্রতিযোগী অপেক্ষা ৪০ সেকেন্ড অগ্রগামী ছিলেন এবং তাঁহার পশ্চাতে ছিলেন নরওয়ের ব্রাউন ও একাদশ অলিম্পিকে বিজয়ী হুইটলক। ১০,০০০ মিটারে এই দূরত্ব আরও বৃদ্ধি পায় এবং ২৫,০০০ মিটারে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় লুনগ্রেনের

* এই বিজয়ের পুরস্কারস্বরূপ হাঙ্গেরিয়ান সরকার তাঁহাকে বুদাপেস্ট পিপলস্ স্টেডিয়ামের ডাইরেক্টর হিসাবে নিয়োগ করেন। *Livre D'or Des Champions Olympiques Hongaris*: Radigee par Le Dr. Ferenc Mezo, p. 78.

বিজয় নিশ্চিত। ৩৫,০০০ মিটার দূরত্বে হুইটলক অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। স্টেডিয়ামে প্রবেশ করিবার সময় অন্যান্য প্রতিযোগীর সহিত তাঁহার দূরত্ব ছিল প্রায় ৬ ফার্লং। ৪ ঘণ্টা ৪১·৫২ মিনিটে দূরত্ব অতিক্রম করিয়া জন লুনগ্রেন বিজয় লাভ করেন। সুইজারল্যাণ্ডের গ্যাস্টন গোডেল ও ইংলণ্ডের টেবস জনসন দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

শেষ অনুষ্ঠান ছিল মহিলা বিভাগের জেভেলিন নিক্ষেপ। অস্ট্রিয়ার ফ্রাউলিন হার্মা বউমা ৪৫·৫৭ মিটার (১৪৯ফুঃ ৬ইঃ) দূরে জেভেলিন নিক্ষেপ করিয়া প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করেন ও নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করেন। ফিনল্যাণ্ডের কাইসা পাররভিনেন প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় এবং ডেনমার্কের এল. এম. কার্লস্টেড তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

এইদিন ৮০০ মিটার দৌড়ের সেমিফাইন্যাল ও ৫০০০ মিটার দৌড়ের প্রথম রাউণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। ৮০০ মিটার দৌড়ে ফ্রান্সের মার্শেল হ্যানসেন ১মিঃ ৫০:৫ সেকেণ্ডে দূরত্ব অতিক্রম করিয়া প্রথম হিটে বিজয় লাভ করেন। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী আমেরিকার হুইটফিল্ডের এই দূরত্ব অতিক্রম করিতে ১ সেকেণ্ড সময় বেশী লাগে। তৃতীয় স্থানাধিকারী গ্রেট ব্রিটেনের এ. পালেটও ফাইন্যালে উন্নীত হন।

৫০০০ মিটার দৌড়ের প্রথম রাউণ্ডে এমিল জেটোপেক ও সুইডেনের এরিখ এ্যালডেনের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। এ্যালডেন কিন্তু ০·২ সেকেণ্ডের ব্যবধানে জেটোপেককে পরাজিত করেন। অবশ্য জেটোপেক দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়া পরবর্তী রাউণ্ডে দৌড়াইবার যোগ্যতা অর্জন করেন।

পরবর্তী দিবস রবিবার বিশ্রাম দিবস হিসাবে গণ্য হওয়াতে কোন প্রতিযোগিতাই হয় নাই। ২রা অগস্ট সোমবার ব্যাংক-হলিডে ছিল বলিয়া সকাল হইতেই দর্শকের সমাবেশ হইতে থাকে। কিন্তু আবহাওয়ার অবস্থা এইদিন অত্যন্ত খারাপ ছিল।

৮৩,০০০ দর্শকের সম্মুখে এই দিবসের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। মধ্যে মধ্যে প্রবল বৃষ্টিপাত হইতেছিল। দর্শকদল ছাতি ও বর্ষাতি মাথায় দিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছিল। ক্রমাগত বৃষ্টিপাতে মাঠের অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

সর্বপ্রথম ৮০০ মিটার দৌড়ের ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। এই বিষয়ে সকলেই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা আশা করিয়াছিলেন। প্রতিযোগীদের মধ্যে ফ্রান্সের হ্যানসেন এবং চেফ্ দ্য হোটেল, জ্যামাইকার ৬ফুঃ ৪ইঃ দীর্ঘ নিগ্রো এ্যাথলেট আর্থার উইন্ট, সুইডেনের ইংগভার বেঙ্গট্সন, নরওয়ের এন. সোরেনসেন, গ্রেট ব্রিটেনের এইচ. পালেট এবং আমেরিকার সার্জেন্ট ম্যালভিন হুইটফিল্ড, এইচ. বার্টেন, আর. চেম্বার্স ছিলেন। প্রসংগক্রমে উল্লেখযোগ্য অলিম্পিকে জ্যামাইকার ইহাই প্রথম যোগদান। সংকেতের সংগে সংগে প্রতিযোগীবৃন্দ দৌড়াইতে আরম্ভ করেন। এই সময় চেফ দ্য হোটেল, উইন্ট এবং হুইটফিল্ড প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে দৌড়াইতেছিলেন। ৪০০ মিটার চিহ্নিত স্থান হইতে হুইটফিল্ড তাঁহার গতিবেগ বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করেন এবং ক্রমশ উইন্ট ও চেফ দ্য হোটেলকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রবর্তী হন। চেফ দ্য হোটেল ও উইন্ট ক্রমশ পিছাইয়া পড়িতে থাকেন। ৬০০ মিটার চিহ্নিত স্থানে বেঙ্গট্সন সকলকে অতিক্রম করেন ও ঠিক হুইটফিল্ডের পরেই দৌড়াইতে থাকেন।

চতুর্দশ অলিম্পিক হইতে মহিলাদের এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা প্রকৃতপক্ষে অলিম্পিক ক্রীড়াসূচীতে প্রাধান্য লাভ করে। এই অলিম্পিকে প্রতিযোগিনী সংখ্যা পূর্ববর্তী সমস্ত অলিম্পিককে ছাড়াইয়া যায়। ২০০ মিটার দৌড়, দীর্ঘ লম্ফন ও লৌহগোলক নিক্ষেপ এই তিনটি বিষয় নূতন করিয়া ক্রীড়াসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করাতে মহিলাদের প্রতিযোগিতার বিষয় বাড়িয়া নয় হয়। ইহা ব্যতীত নেদারল্যাণ্ডের প্রতিযোগিনী, দুইটি সন্তানের জননী মিসেস ফ্যানি ব্ল্যাঙ্কার্স-কোয়েনের অপূর্ব ক্রীড়াকৌশলে মহিলাদের এ্যাথলেটিক্সে এক নবযুগের সৃষ্টি হয়।

১০০ মিটার দৌড়ে প্রতিযোগিনী সংখ্যা ছিল মোট ৪১ জন। প্রতি-যোগিনীদের মোট নয়টি প্রাথমিক হিটে বিভক্ত করা হয় ও প্রত্যেকটি হিটের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিযোগিনী সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হন। সেমি-ফাইন্যালে তিনটি হিটের পর নেদারল্যাণ্ডের ফ্যানি ব্ল্যাঙ্কার্স-কোয়েন, গ্রেট ব্রিটেনের ডরোথি ম্যানলে, অস্ট্রেলিয়ার শার্লি স্ট্রিকল্যান্ড, ক্যানাডার ভি. মেয়ার্স ও পি. জোন্স, জ্যামাইকার সি. থমসন এই ছয়জন ফাইন্যালে উঠেন। পরবর্তী যুগে মহিলাদের স্প্রিন্টিং ও হার্ডলে অস্ট্রেলিয়ার প্রতিযোগিনীবৃন্দ যে অভূত-পূর্ব সাফল্য লাভ করেন শার্লি স্ট্রিকল্যান্ডকে তাহার অগ্রদূত বলা যায়।

ক্রমাগত বৃষ্টিতে মাঠের অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় প্রতিযোগিনীদের উন্নত-তর ফল প্রদর্শনে বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ফলে একাদশ অলিম্পিকে এ বিষয়ে বিজয়ী হেলেন স্টিফেন্স ১১·৫ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিলেও এই অলিম্পিকে ১২টি হিটের মধ্যে এক ফ্যানি ব্ল্যাঙ্কার্স-কোয়েন ব্যতীত অন্য কাহারও এমন কি ১২·০০ সেকেন্ডেও শেষ সীমান্তও অতিক্রম করা সম্ভব হয় নাই।

ফাইন্যালে স্টার্টারের পিস্তলের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই ফ্যানি ব্ল্যাঙ্কার্স-কোয়েন অগ্রগামী হন এবং তাঁহার সাবলীল পদক্ষেপ দেখিয়া তাঁহার বিজয় সম্পর্কে কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না। ১১·৯ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিযা তিনি অনায়াসেই বিজয় লাভ করেন। গ্রেট ব্রিটেনের ডরোথি ম্যানলে এবং অস্ট্রেলিয়ার শার্লি স্ট্রিকল্যান্ড উভয়েই ১২·০২ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করায় এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসিবার জন্য বিচারকদের ফটো ফিনিশ ক্যামেরার সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়। শেষ পর্যন্ত সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া ম্যানলেকে দ্বিতীয় ও স্ট্রিকল্যান্ডকে তৃতীয় বলিয়া ঘোষণা করা হয়। মেয়ার্স, জোন্স ও থমসন পর্যায়ক্রমে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। সরকারীভাবে এই তিনজনের শেষ সীমান্ত অতিক্রমণের কোনও সময় ঘোষণা করা হয় নাই।

২০০ মিটাব সেমি-ফাইন্যালের পর এই দিনের ক্রীড়াসূচী শেষ হয়। ২০০ মিটারে ৫৩ জন এ্যাথলেট অংশ গ্রহণ করায় মোট ১২টি হিটের বন্দোবস্ত করিতে হয় এবং প্রত্যেকটি হিটের প্রথম দুইজন সেমি-ফাইন্যালে উঠেন। ভারতীয় প্রতিযোগী ই. এল. ফিলিপস তৃতীয় হিটে সর্বশেষ স্থান অধিকার করায় প্রাথমিক প্রতিযোগিতা হইতেই অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

দ্বিতীয় রাউন্ডেও ২৪টি প্রতিযোগী থাকায় ৪টি হিটের বন্দোবস্ত করিতে হয়। প্রত্যেকটি হিট হইতে তিনজন করিয়া মোট ১২ জন প্রতিযোগী সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হন। ইহার মধ্যে জ্যামাইকার হার্বার্ট ম্যাকেনলে ও আমে-

রিকার বোরল্যান্ড প্রাথমিক প্রতিযোগিতা ও সেকেন্ড রাউণ্ডে দুইবার করিয়া ২১·৩ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন।

এইদিন অপরাহ্নে অলিম্পিক কর্তৃপক্ষের বিবৃতিতে জানা যায় যে পূর্ব-বর্তী চার দিনে একমাত্র ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে মোট ৩,০০,০০০ দর্শকের সমাবেশ হয়। টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থের হিসাব করিয়া দেখা যায় সমস্ত খরচ বাদ দিয়াও ব্রিটেনের অলিম্পিক কর্তৃপক্ষের বেশ কিছু অর্থাগম হইবে।

৩রা আগস্ট মঙ্গলবারও আবহাওয়ার কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও স্টেডিয়ামে মোট ৭০,০০০ দর্শকের সমাগম হয়।

এইদিন প্রথমে ২০০ মিটার দৌড়ের ফাইন্যাল হয়। প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটার দৌড়ের দ্বিতীয় স্থানাধিকারী হেনরী ইউয়েল তৃতীয় স্থানাধিকারী লয়েড লা বিচ. পঞ্চম স্থানাধিকারী ম্যালভিন প্যাটন ব্যতীত জ্যামাইকার হার্বার্ট ম্যাকেনলে, লেইং এবং আমেরিকার ক্লিফ বোরল্যান্ড ছিলেন।

সূচনা হইতেই প্যাটন অগ্রগামী হন ও ইউয়েল ঠিক তাঁহার পশ্চাতে দৌড়াইতে থাকেন। ১০০ মিটারে ডিলার্ড কর্তৃক পরাজিত হওয়ায় ইউয়েল ২০০ মিটারে বিজয়ের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ২১·১ মিনিটে তিনি ও প্যাটন উভয়েই শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিলেও মাত্র এক পা অগ্রবর্তী থাকায় প্যাটন বিজয়ী বলিয়া ঘোষিত হন। ১০০ মিটারে তৃতীয় স্থানাধিকারী কৃষ্ণকায় লা বিচ ২১·২ সেকেন্ডে দূরত্ব অতিক্রম করিয়া এবারেও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ম্যাকেনলে, বোরল্যান্ড ও লেইং যথাক্রমে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। অষ্টম অলিম্পিকের পর প্যাটনই শ্বেতকায় এ্যাথলেট হিসাবে স্প্রিন্টের প্রথম স্বর্ণপদক অর্জন করেন।

লৌহগোলক নিক্ষেপে ২৪ জন এ্যাথলেট অংশ গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের মধ্যে ১২ জন যোগ্যতানির্ধারক প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করিয়া ফাইন্যালে উঠেন।

আমেরিকান প্রতিযোগী উইলবার থমসনের প্রথম নিক্ষেপেই ১৪·৪৬ মিটার (৫৪ ফুট) অতিক্রম করায় তিনি অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন। অপর দুইজন আমেরিকান প্রতিযোগী ফ্রাঙ্ক ডিলানে ও জিম ফুচও তাঁহাদের প্রথম নিক্ষেপেই অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন। উইলবার থমসনের দ্বিতীয় নিক্ষেপ প্রথম নিক্ষেপকেও ছাড়াইয়া যায়। ১৭·১২ মিটার (৫৬ফুঃ ২ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া তিনি তাঁহার এই নিক্ষেপে স্বর্ণপদক অর্জনের গৌরব লাভ করেন। ১৪·৬৮ মিটার (৫৭ফুঃ ৮ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া ফ্রাংক ডিলানে দ্বিতীয় এবং ১৪·৪২ মিটার (৫৩ফুঃ ১০ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া জিম ফুচ তৃতীয় স্থান লাভ করেন। পোল্যান্ডের এম. লোমাউস্কি. সুইডেনের জে. আরভিডসন এবং ফিনল্যান্ডের ওয়াই. লেটিনা যথাক্রমে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন।

হপস্টেপ এন্ড জাম্প-এ ২৯ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। ফাইন্যালে উন্নীত হইবার যোগ্যতা নির্ধারক দূরত্ব ১৪·৫০ মিটার (৪৬ফুঃ ৬ইঃ) অতিক্রম করিয়া মোট ১৪ জন ফাইন্যালে উঠেন। নবম, দশম ও একাদশ অলিম্পিক বিজয়ী জাপান প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ না করায় প্রতিযোগিতার মান অত্যন্ত নিম্নস্তরের হয়। একাদশ অলিম্পিকে জাপানী প্রতিযোগী এন. তাজিমা ১৬·০০ (৫২ফুঃ ৬ইঃ) লাফাইয়া বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করিলেও এই অলিম্পিকে সুইডেনের আর্নে আমন ১৫·৪০ মিটার (৫০ফুঃ ৬ইঃ) লাফাইয়া বিজয় লাভ

করেন। অস্ট্রেলিয়ার গর্ডন আভেরী, তুরস্কের রুহি সারিআল্প, ডেনমার্কের প্রেবেন লারসেন, ব্রাজিলের জি. ওলিভারিয়া এবং ফিনল্যাণ্ডের কে. রাউটিও যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন।

ভারতীয় প্রতিযোগী হেনরী রেবেলো প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় প্রথম লম্ফনেই ১৪·৬৫ মিটার অতিক্রম করিয়া ফাইন্যাল-এর জন্য মনোনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু ফাইন্যালে লাফাইবার সময় দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার উরুর মাংসপেশীতে টান ধরায় তাঁহাকে স্ট্রেচার যোগে ক্রীড়াক্ষেত্র হইতে স্থানান্তরিত করিতে হয়। লারসেন, ওলিভারিয়া ও রাউটিও তিনটি লম্ফনে যথাক্রমে ১৪·৮৩, ১৪:৮২·৫ ও ১৪·৭০ মিটার লাফাইয়াছিলেন। সে স্থলে প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় রেবেলো ১৪·৬৫ মিটার লাফানোতে ইহা অনুমান করা অসংগত হইবে না যে, রেবেলো বিজয়ী প্রতিযোগীদের প্রথম ছয়জনের মধ্যে স্থান অবশ্যই পাইতেন।*

মহিলা বিভাগের ৮০ মিটার হার্ডলে ১৩টি রাষ্ট্র হইতে ২২ জন প্রতিযোগিনী অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিনীদের ৪টি প্রাথমিক হিট অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকটি হিটের প্রথম তিনজন সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হন। প্রথম হিটে ফ্যানি ব্ল্যাংকার্স-কোয়েন ১১·৩ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করেন।

সেমি-ফাইন্যালেও দুইটি হিট অনুষ্ঠিত হইলেও প্রাথমিক প্রতিযোগিতার মত অত উন্নত ধরনের ফলাফল পরিলক্ষিত হয় নাই। শেষ পর্যন্ত দুইটি হিটেরই প্রথম তিনজন প্রতিযোগিনী ফাইন্যালে উন্নীত হন।

ফাইন্যালে স্টার্টারের পিস্তলের আওয়াজের সংগে সংগেই গ্রেট ব্রিটেনের মরিন গার্ডনার অগ্রবর্তী হন। শার্লি স্ট্রিকল্যাণ্ডও ঠিক মিস গার্ডনারের পরেই আসিতে থাকেন এবং প্রথম দুইটি হার্ডল পর্যন্ত এই দুইজনই অগ্রগামী ছিলেন ও তাহার পর ফ্যানি ব্ল্যাংকার্স-কোয়েন হার্ডল অতিক্রম করিয়া আসিতেছিলেন। শেষদিকে মিস গার্ডনারের সংগে ব্ল্যাংকার্স-কোয়েনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয় ও দুইজনই ১১·২ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন। প্রকৃতপক্ষে প্রথম স্থান কে অধিকার করিয়াছেন তাহা নির্ধারণের জন্য ফটো ফিনিশ ক্যামেরার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। ফটো ফিনিশ ক্যামেরায় দেখা যায় ফ্যানি ব্ল্যাংকার্স-কোয়েন প্রথম ও মরিন গার্ডনার দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়াছেন। ১৪·৪ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া শার্লি স্ট্রিকল্যাণ্ড তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

ফ্যানি ব্ল্যাংকার্স-কোয়েন ও গার্ডনার উভয়েই ১২·২ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া পূর্ববর্তী অলিম্পিক রেকর্ডের সময় অপেক্ষা ০·৪ সেকেণ্ড উন্নত করেন। ফ্যানি ব্ল্যাংকার্স-কোয়েন এইরূপে ১৯৩৯ সালে সি. টেস্টোনি ও ১৯৪২ সালে স্বপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ব রেকর্ড ভংগ করেন। প্রসংগক্রমে উল্লেখযোগ্য, চতুর্দশ অলিম্পিকে প্রতিষ্ঠিত ইহাই একমাত্র বিশ্ব রেকর্ড। ফ্যানি ব্ল্যাঙ্কার্স-কোয়েন ৮০ মিটার হার্ডলে যোগদানের জন্য উচ্চলম্ফনে যোগদান করিবেন না

* এ সম্পর্কে "British Olympic Association" *Official Report of the London Olympic. Games,* 1948-এর ভাষ্যকার Harold Abrahams-এর মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত হইল : Rebello of India whom I looked upon as a likely winner did not gain a place. (p. 33).

বলিয়া স্থির করেন। ফ্যানি ব্ল্যাংকার্স-কোয়েন এ সময় দীর্ঘলম্ফনে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারিণী ছিলেন।

১০,০০০ মিটার ভ্রমণ প্রতিযোগিতার দুইটি হিট হয়। প্রথম হিটে চারজন জন মাইকেলসন (সুইডেন), সি. মরিস (ইংলণ্ড), ই. ম্যাগি (ফ্রান্স), জি. দর-দোনি (ইটালী) পূর্বতন অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন ও দ্বিতীয় হিটে প্রথম এ্যাথলেট এইচ. চার্টার পূর্বতন অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন। ভারতীয় প্রতিযোগী ছোটা সিং ম্যারাথনের জন্য শক্তি সঞ্চয় করার জন্য এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন নাই। অপর প্রতিযোগী সুবোধ সিংহ দেড় ল্যাপ ঘুরিবার পর অবৈধ উপায় গ্রহণের জন্য অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

এইদিন স্টিপল চেজ ও ১১০ মিটার হার্ডলের সেমি-ফাইন্যালও অনুষ্ঠিত হয়। ১১০ মিটার হার্ডলে ভারতীয় প্রতিযোগী জে. ভিকার্স ১৪·৭ সেকেণ্ডে চতুর্থ হিটে প্রথম স্থান লাভ করিয়া সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হন। ইহার পূর্বে কেবলমাত্র রেবেলো ও গুরুনাম সিং সেমি-ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

৪ঠা আগস্ট ইংলণ্ডের রানী এলিজাবেথের জন্মদিন হওয়ায় তিনি ও রাজা জর্জ অলিম্পিক স্টেডিয়ামে আসিয়াছিলেন। স্বভাবতঃই এইদিন দর্শক সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং সমগ্র স্টেডিয়াম পূর্ণ হইয়া যায়।

এইদিন প্রথমে ১১০ মিটার হার্ডেলের ফাইন্যাল হয়। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ হার্ডলার হিসাবে খ্যাত হইলেও ডিলার্ড হার্ডলার হিসাবে অলিম্পিকে যোগদান করিতে সক্ষম হন নাই এবং কেবলমাত্র দর্শক হিসাবে এ্যাথলেটদের উপবেশনা-গারে উপবিষ্ট ছিলেন। ফাইন্যালে আমেরিকার উইলিয়াম পোর্টার, ক্লাইড স্কট, ক্রেইগ ডিক্সন, আর্জেন্টিনার আংগলো ত্রিয়ুলজি, অস্ট্রেলিয়ার পি. গার্ডনার ও সুইডেনের এইচ. লিডম্যান ফাইন্যালে অংশগ্রহণ করেন। শেষ পর্যন্ত তিনজন আমেরিকান এ্যাথলেট প্রায় একসঙ্গে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ইহার মধ্যে উইলিয়াম পোর্টার ১৩·৯ সেকেণ্ডে দূরত্ব অতিক্রম করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করেন এবং ক্লাইড স্কট ও ক্রেইগ ডিক্সন ১৪·১ সেকেণ্ডে দূরত্ব অতিক্রম কবিয়া পূর্বতন অলিম্পিক রেকর্ডের সমান করেন। আংগলো ত্রিয়ুলজি, জন গার্ডনার ও হ্যাক্স লিডম্যান যথাক্রমে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন।

জেভেলিন নিক্ষেপে ফিনল্যাণ্ডের সুদর্শন ছায়াচিত্রাভিনেতা ক্যাজ ট্যাপিয়ো রাউটাভারা তাঁহার প্রথম নিক্ষেপেই ৬৯·৭৪ মিটার (২২৮ফুঃ ৯¾ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া অগ্রগামী হন।

প্রথম তিনটি নিক্ষেপের পর দেখা যায় রাউটাভারা, আমেরিকার স্টিফেন সিমুর এবং হাঙ্গেরীর জোসেফ ভার্সেগি পর্যায়ক্রমে প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করিয়াছেন। ২২ জন প্রতিযোগীর মধ্যে মোট ১২ জন ফাইন্যালে উন্নীত হইবার যোগ্যতা নির্ধারক দূরত্ব অতিক্রম করিয়া নিক্ষেপ করেন।

ফাইন্যালে রাউটাভারা তাঁহার পূর্ব নিক্ষেপকে আরও উন্নত করেন। ৬৯·৭৭ মিটার (২২৮ফুঃ ১০½ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া এই সুদর্শন ছায়াচিত্রাভিনেতা স্বর্ণপদক লাভ করেন।

ডাঃ স্টেভ সিমুর ৬৭·৫৬ মিটার (২২১ফুঃ ৭½ইঃ) দূরে নিক্ষেপ করিয়া দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। হাঙ্গেরীর জে ভার্সেগী, ফিনল্যাণ্ডের পি. ভেস্টা-রিনেন, নরওয়ের ওড্ মেলাম এবং আমেরিকার মার্টিন বিলেস যথাক্রমে তৃতীয়,

চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন। বিলেস প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় ২২২ ফুট ১/২ ইঞ্চি দূরে জেভেলিন নিক্ষেপ করিয়াছিলেন কিন্তু ফাইন্যালে তিনি মাত্র ২১৩ ফুট দূরে জেভেলিন নিক্ষেপ করেন।

মহিলাদের লৌহগোলক নিক্ষেপে মোট ১৯ জন প্রতিযোগিনী অংশ গ্রহণ করেন। প্রথম তিনটি নিক্ষেপের পর ১২ জন প্রতিযোগিনী ফাইন্যালে উন্নীত হন।

ফাইন্যালে জেভেলিন নিক্ষেপে বিজয়ী ফরাসী এ্যাথলেট মিশলিন অস্টার-মেয়ার ১৩·৭৫ মিটার (৪৫ফুঃ ১১/২ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া এই অলিম্পিকে তাঁহার দ্বিতীয় স্বর্ণপদক লাভ করেন। ইটালীর আমেলিয়া পিক্কিনি, অস্ট্রিয়ার ইনা শাফার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

মহিলাদের দীর্ঘলম্ফনের ফাইন্যালে হল্যান্ড দলের ম্যানেজার এবং ফ্যানি ব্ল্যাঙ্কার্স-কোয়েনের স্বামী মিঃ জ্যান ব্ল্যাঙ্কার্স-কোয়েন জানান যে, মিসেস ব্ল্যাঙ্কার্স-কোয়েন দীর্ঘলম্ফনেও যোগদান করিবেন না। তিনি যোগদান করিলে দীর্ঘলম্ফনেও তাঁহার বিজয় লাভের সুনিশ্চিত সম্ভাবনা ছিল।

মহিলাদের দীর্ঘলম্ফনে ২৯ জন প্রতিযোগিনী অংশ গ্রহণ করেন ও তাহার মধ্যে ৬ জন প্রতিযোগিনীর ফাইন্যালে উন্নীত হওয়ার সৌভাগ্য হয়। এই প্রতিযোগিতায় বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। প্রথম ছয়জন এ্যাথলেটের প্রত্যেকেরই প্রায় একই মাপ হয়। ফলাফল বিচারের সময় দেখা যায় প্রথম হইতে ছয়জন প্রতিযোগিনীর মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান মাত্র এক ফুট। নিম্নে ফলাফল দেওয়া হইলঃ—মিসেস ওলগা গ্যারমাতি (হাঙ্গেরী) ৫·৬৯মিঃ (১৮ফুঃ ৮১/২ইঃ), এন. এস. দ্য পোর্টেলা (আর্জেন্টিনা) ৫·৬০মিঃ (১৮ফুঃ ৪১/২ইঃ), এ্যানে লেম্যান (সুইডেন) ৫·৭৫ মিটার, ভিঃ ক্যাড ক্যাডিজ্‌স্‌ (হল্যান্ড) ৫·৫৭মিঃ, এ্যান কার্লসে (হল্যান্ড) ৫·৫৪মিঃ, কে. রাসেল (জ্যামাইকা) ৫·৪৯ মিটার।

৪০০ মিটারের দ্বিতীয় রাউন্ডে জ্যামাইকার ম্যাকেনলে, আমেরিকার ডাভ্‌ বোলেন ও হুইটফিল্ড তিনজনই ৪৮·০ সেকেন্ডে দৌড়াইয়া সেমি-ফাইন্যালে উঠিয়াছিলেন। আর্থার উইন্ট কিন্তু ৪৭·৭ সেকেন্ডে এই দূরত্ব অতিক্রম করিয়াছিলেন।

১৫০০ মিটারের ৪টি হিটে সুইডেনের লেনার্ট স্ট্র্যান্ড ৩:৫৪·২, উই-লেম স্লিজখুইস ৩:৫২·৪, হেনরী এরিকসন (সুইডেন) ৩:৫৩·৮ এবং গোয়েস্টা বার্গক্ভিস্ট ৩:৫১·৮ সেকেন্ডে দূরত্ব অতিক্রম করিয়া চারিটি হিটে প্রথম হন। ১৫০০ মিটার দৌড়ের প্রাথমিক প্রতিযোগিতার পরে এই দিনের ক্রীড়াসূচী শেষ হয়।

সন্ধ্যায় পরিচালকবর্গের এক সভায় উচ্চলম্ফনের ও ১০,০০০ মিটার দৌড়ের ফলাফলের পরিবর্তন করা হয়। ১০,০০০ মিটারে সেভার্ট ডেনলফ্‌ এবং মার্টিন স্টোকেনের মধ্যে ফলাফলের পরিবর্তন করিয়া স্টোকেনকে চতুর্থ ও ডেনলফ্‌কে পঞ্চম বলিয়া ঘোষণা করা হয়। উচ্চলম্ফনে স্ট্যানিক এবং এডেলম্যান যুগ্মভাবে তৃতীয়, ডেমিটো পঞ্চম ও জ্যাকস ষষ্ঠ স্থান লাভ করিলেন বলিয়া সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়।

প্রতিযোগিতার ষষ্ঠ দিন ৫ই আগস্ট সকাল হইতেই বৃষ্টিপাতে মাঠের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া দাঁড়ায়। বলা বাহুল্য এইদিন দর্শকসংখ্যাও কম ছিল।

প্রথম ৪০০ মিটার দৌড়ের ফাইন্যাল হয়। জ্যামাইকার ম্যাকেনলে ৪৪০ গজ ও ৪০০ মিটার যথাক্রমে ৪৬সেঃ ও ৪৫:৯ সেকেণ্ডে দৌড়াইয়া বিশ্বরেকর্ড করায় স্বভাবতঃই তাঁহার বিজয় সম্পর্কে সকলেই নিশ্চিত ছিলেন।

স্টার্টারের পিস্তলের আওয়াজের সংগে সংগে ম্যাকেনলে অগ্রগামী হন। প্রথম ল্যাপের পর ম্যাকেনলের চার গজ পশ্চাতে উইন্ট দৌড়াইতেছিলেন। ম্যাকেনলে তাঁহার বিশ্ববিজয়ী আখ্যা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন কিন্তু ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি দীর্ঘ বৃটিশ বিমানবহরের সৈনিক আর্থার উইন্ট ক্রমশই ম্যাকেনলের সহিত তাঁহার ব্যবধান কমাইয়া আনিতেছিলেন। শেষ ল্যাপে তিনি অগ্রবর্তী হন এবং ম্যাকেনলেকে পরাজিত করিয়া ৪৬·২ সেকেণ্ডে দূরত্ব অতিক্রম করেন ও পূর্বতন অলিম্পিক রেকর্ডের সমান করেন। তাঁহার দুই গজ পশ্চাৎবর্তী ম্যাকেনলে ৪৬·৪ সেকেণ্ডে ও হুইটফিল্ড ৪৬·৬ সেকেণ্ডে দূরত্ব অতিক্রম করিয়া যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। আমেরিকার বোলেন, অস্ট্রেলিয়ার এম. কিউরোটা ও আমেরিকার জি. গুইদা যথাক্রমে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন।

৩,০০০ মিটার স্টিপল চেজে সুইডিশ এ্যাথলেটগণ প্রথম তিনটি স্থান লাভ করিয়া স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ তিনটি পদকই লাভ করে। ৯মিঃ ০৪·৬ সেকেণ্ডে দূরত্ব অতিক্রম করিয়া থোরে জোয়েস্ট্রাণ্ড প্রথম স্থান লাভ করেন। এরিখ এলমসায়েটার ও গস্টা হ্যাগসস্টর্ম যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ফ্রান্সের আলিং গুয়াডো, ফিনল্যাণ্ডের পিভি সিলটালোপ্পি এবং যুগোশ্লাভিয়ার পি. সেগেদিন যথাক্রমে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন।

এইদিন ডেকাথ্‌লনের পাঁচটি বিষয়ের প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়। ৫টি বিষয়ে পয়েন্টে প্রথম দিনের ফলাফলে দেখা যায় আর্জেন্টাইনের সামরিক অফিসার এনরিখ কিশেচনম্যাকার প্রথম, ২০ বৎসর বয়স্ক ফ্রান্সের ইর্গনেস্ট হাইনরিখ দ্বিতীয় ও আমেরিকার ১৭ বৎসর বয়স্ক স্কুলের ছাত্র রবার্ট বুস (বব) ম্যাথিয়াস তৃতীয় স্থান লাভ করিয়াছেন।

সকাল ১০-৩০মিঃ-এর সময় এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয় এবং অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারার মধ্যে কুয়াসার অস্পষ্ট অন্ধকারে, এমন কি রাত্রিতেও কর্দমাক্ত মাঠে ১২ ঘণ্টা ধরিয়া প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে। অলিম্পিকের সর্বাপেক্ষা দুরূহ, অক্লান্ত কর্মশক্তি ও ধৈর্যের প্রতীক এই প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগীবৃন্দকে মোট দশটি বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয় ও দশটি বিষয়ের ফলাফলের উপর পয়েন্টের ভিত্তিতে প্রতিযোগিতার বিচার ফল নির্ধারিত হয়। প্রতিযোগীবৃন্দকে দুইটি দলে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং ম্যাথিয়াস দ্বিতীয় দলে পড়িয়াছিলেন। মাঝে মাঝে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হওয়ায় প্রতিযোগিতার সাময়িক বিরতি হইতেছিল ও স্পোর্টস্‌ পোশাক-পরা এ্যাথলেটবৃন্দ বাধ্য হইয়া দৌড়াইয়া কোন ছাউনিতে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিলেন। কিন্তু তাহাতে দুর্দশার লাঘব হয় নাই। এ্যাথলেটদের মধ্যাহ্ন ভোজনের "লাঞ্চ প্যাকেট" দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তখন অধিকাংশ এ্যাথলেটের খাইবার স্পৃহা ছিল না।

সন্ধ্যার পূর্বে দ্বিতীয় দলের ডিসকাস ও পোলভল্ট শেষ হইয়াছিল। জেভেলিন নিক্ষেপের সময় রাত্রি হইয়া গিয়াছিল তাহার উপর মাঠ অন্ধকার ও ভেজা। প্রতিযোগীদের সুবিধার জন্য ফ্লাড লাইটের ব্যবস্থা করিতে হয়।

গতিতে দৌড়াইয়া ব্যবধান কমাইয়া দেন ও প্রতিযোগিতায় হল্যান্ড দলকে বিজয়ী করেন। অস্ট্রেলিয়াও প্রায় একসঙ্গে শেষসীমান্তে পোঁছে। প্রতিযোগিতার বিচারের জন্য ফটো ফিনিশ ক্যামেরার সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়। এবং তাহাতে দেখা যায় হল্যান্ড দল প্রথম ও অস্ট্রেলিয়া দল দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়াছে। ফ্যানি ব্ল্যাংকার্স-কোয়েন এই বিজয়ের ফলে অলিম্পিকের চতুর্থ স্বর্ণপদক লাভ করেন ও পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠা মহিলা এ্যাথলেট বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। হল্যান্ড দল ৪৭·৫ সেকেন্ডে দৌড়াইয়া বিজয় লাভ করেন।

ষষ্ঠ দিনে ওয়েমব্লি স্টেডিয়ামে ডাক্তার ও এম্বুলেন্সের লোকদের যেরূপ ছুটাছুটি করিতে দেখা গিয়াছে তাহা অলিম্পিকের ইতিহাসে বিরল। ৪০০ মিটার দৌড়ের ফাইন্যালে যে তিনজন বিজয়ী হন তাঁহাদের প্রত্যেকেরই ডাক্তারের সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়।

ডেনমার্কের মহিলা সাঁতারু গ্রেটা এন্ডারসন সর্বাপেক্ষা বিপদের সৃষ্টি করেন। পঞ্চম ল্যাপের সময় হঠাৎ দেখা যায় তিনি ডুবিয়া যাইতেছেন। হাঙ্গেরীর সাঁতারু জাটমেরী তীব্র বেগে পুলের অপর দিকে অগ্রসর হইয়া এন্ডারসনকে তুলিয়া ধরেন। এন্ডারসন বেশ কিছু জল খাইয়াছিলেন। তাঁহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করিতে হয়।

মহিলাদের ২০০ মিটার দৌড়ের হিটে চেকোশ্লোভাকিয়ার সিনারোভো শেষ সীমানা হইতে সাড়ে পাঁচ গজ দূরে হঠাৎ মাটিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যান। ইহার পরেই বারমুডার মার্জোরী লাইটবোর্ন শেষ সীমানায় পোঁছাইয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়েন। দুইজনকেই স্ট্রেচারযোগে হাসপাতালে প্রেরণ করিতে হয়। মহিলাদের ২০০ মিটার দৌড়ের সেমি-ফাইন্যালে দক্ষিণ আফ্রিকার মিস রবকে গোড়ালীতে আঘাতের জন্য স্ট্রেচারে বহন করিতে হয়। ফ্রান্সের চ্যাম্পিয়ন ১৫০০ মিটার সাঁতারু সাঁতারে যোগদান করিতে আসিয়া পেটের যন্ত্রণার জন্য প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করেন ও তাঁহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করিতে হয়।

এই অলিম্পিকে এ্যাথলেটিকসে সর্বাপেক্ষা উত্তেজনার সঞ্চার করে মহিলাদের দীর্ঘ লম্ফন। ১৩ জন প্রতিযোগিনী এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারিণী মিসেস ফ্যানি ব্ল্যাংকার্স-কোয়েন এই প্রতিযোগিতাতেও অংশ গ্রহণ করেন নাই।

বার ১·৫৮ মিটার (৫ফুঃ ২¼ইঃ) উঠাইলে ছয়জন ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত প্রতিযোগিনী অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ইহার মধ্যে দীর্ঘলম্ফনে বিজয়িনী হাঙ্গেরীর ওলগা গ্যায়ারমাতিও ছিলেন।

বার ১·৬১ মিটাব (৫ফুঃ ৩¼ইঃ) উঠান হইলে আরও তিনজন প্রতিযোগিনী অসমর্থ হন। শেষ পর্যন্ত আমেরিকার এলিস কোচম্যান, গ্রেট ব্রিটেনের ডরোথি টেলর এবং লৌহ গোলক ও ডিসকাস নিক্ষেপে বিজয়িনী মিশলিন অস্টারমেয়ারের মধ্যে প্রতিযোগিতা নিবদ্ধ থাকে। ১·৬৪ মিটারে (৫ফুঃ ৪¼ইঃ)-তে মিশলিন অস্টারমেয়ারও অসমর্থ হন।

১·৬৬ মিটার (৫ফুঃ ৫¼ইঃ) এলিস কোচম্যান ও ডরোথি টেলর উভয়েই সাবলীল ভঙ্গিতে অতিক্রম করিয়া যান এবং পূর্ববর্তী অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন। ১·৬৮ মিটারে (৫ফুঃ ৬¼ইঃ) এলিস কোচম্যান অনেকক্ষণ ধরিয়া অপেক্ষা করিয়া লাফান এবং প্রথম লম্ফনেই বার অতিক্রম করেন। ডরোথি টেলর কিন্তু প্রথম লম্ফনে অসমর্থ হন। সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া তিনি দ্বিতীয়-

বার যে চেষ্টা করেন তাহাতে বার অতিক্রম করিতে সক্ষম হন। বার ১·৭০ মিটার (৫ফুঃ ৭ইঃ) উঠান হইলে উভয় প্রতিযোগিনীই অসমর্থ হন এবং ১·৬৮ মিটার প্রথম প্রচেষ্টাতেই বার অতিক্রম করাতে এলিস কোচম্যানই বিজয়িনী বলিয়া ঘোষিত হন।

দুইটি সন্তানের জননী ডরোথি টেলর একাদশ অলিম্পিকেও রৌপ্য পদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কুমারী অবস্থায় তাঁহার নাম ছিল ডরোথি ওডাম। উভয় অলিম্পিকেই তিনি প্রথম স্থানাধিকারী যে উচ্চতা অতিক্রম করেন ঠিক সেই উচ্চতা অতিক্রম করিলেও দুইবারই দুর্ভাগ্যক্রমে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। মিশলিন অস্‌টারমেয়ার এই প্রতিযোগিতা লইয়া দুইটি স্বর্ণ ও একটি ব্রোঞ্জ পদক প্রাপ্ত হন।

ম্যারাথন দৌড়ে ৪১ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। দুই মাইল নির্দেশক স্থানে প্রথম আর্জেন্টিনার ই. গুইনেজ এবং তাঁহার পর চীনের উয়েন লাউ ও বেলজিয়ামের ইটেন গেইলি দৌড়াইতেছিলেন। ছয় মাইল নির্দেশক স্থান হইতে ইটেন গেইলি অগ্রবর্তী হন।

১৭ মাইল নির্দেশক স্থানেও প্রথম বেলজিয়ামের ইটেন গেইলি অগ্রবর্তী ছিলেন। তাঁহার পরেই ক্ষুদ্রাকৃতি কোরিয়ান এ্যাথলেট ইয়ুন চিল চোই তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া অগ্রবর্তী হন। ২৫ মাইলের চিহ্নিত এলাকায় গেইলি আবার ইয়ুন চিল চোইকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হন।

ভারতীয় এ্যাথলেট ছোটা সিং ১০ মাইল পর্যন্ত বেশ ভালভাবেই দৌড়াইয়াছিলেন কিন্তু তাহার পর তাঁহার ডান পায়ের গোড়ালী মচকাইয়া যাওয়াতে তিনি দৌড়াইতে অসুবিধা বোধ করেন। ১৫ মাইলের সময় এম্বুলেন্স তাঁহাকে তুলিয়া লইতে বাধ্য হয়। ঐ এম্বুলেন্সটি স্টেডিয়ামের দিকে অগ্রসর হইলে স্টেডিয়ামের নিকট রাস্তার ধারে ফরাসী এ্যাথলেট পিসীকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তুলিয়া লয়।

ম্যারাথন দৌড়েব প্রথম হইতেই স্টেডিযামে ধারা বিবরণী প্রচারিত হইতেছিল। প্রথম এ্যাথলেট স্টেডিযামে প্রবেশ করিতেছেন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকবৃন্দ উত্তেজনায় দণ্ডায়মান হন। প্রথমেই দেখা যায খর্বাকৃতি বেলজিয়ান এ্যাথলেট গেইলি ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহে কোনমতে স্টেডিযামে প্রবেশ করিতেছেন। তাঁহার শোচনীয় অবস্থা দেখিযা মনে হয় যেন স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে দৌড়াইতেছেন। গেইলিব এই শোচনীষ অবস্থা লণ্ডন শহরেই অনুষ্ঠিত চতুর্থ অলিম্পিকেব ম্যারাথন দৌড়েব প্রতিযোগী ডোরাণ্ডো পিঁয়েত্রীর কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। সকলের মনে তখন এক প্রশ্ন—গেইলিরও কি ডোরাণ্ডো পিঁয়েত্রীর মত অবস্থা হইবে?

ইহার কিছু পরেই দেখা যায আর্জেন্টিনার ডেলফো ক্যাব্রেরা বড় বড় পা ফেলিয়া স্টেডিয়ামে প্রবেশ করিতেছেন ও তাঁহার পরেই শেষ সীমান্তে পৌঁছাইবার জন্য দ্রুত পদক্ষেপে দৌড়াইতে আরম্ভ করেন। ২ ঘণ্টা ৩৪মিঃ ৫১·৬ সেকেণ্ডে ক্যাব্রেরা শেষ সীমান্তে অতিক্রম করেন ও প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন। ইংলণ্ডের টম রিচার্ডস ইহার পর স্টেডিয়ামে প্রবেশ করেন ও শেষ সীমানার দিকে অগ্রসব হন। গেইলি এ সময় টলিতে টলিতে অগ্রসর হন ও টম রিচার্ডস তাঁহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট ০৭·৬ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিযা দ্বিতীয় স্থান অধিকাব করেন। গেইলি এ সময় তাঁহার সম্পূর্ণ শক্তি একত্র করিয়া ২ ঘন্টা ৩৫ মিনিট ৩৩·৬ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম

প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে ভি. রেস্কোকে ধরাশায়ী করিয়া বিজয় লাভ করায় তাঁহার বিজয় সম্পর্কে প্রত্যেকেই নিঃসন্দেহ হন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সিরিজের মুষ্টি-যুদ্ধেও তিনি লাক্সেমবুর্গের জে. ওয়েল্টার এবং বেলজিয়ামের এ. ক্যাভিকনাককে নক আউটে পরাজিত করিয়া তাঁহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিঃসংশয়াতীতরূপে প্রমাণ করেন।

সেমি-ফাইন্যাল এবং ফাইন্যালে ইটালীর ইভানো ফন্টানা এবং গ্রেট ব্রিটেনের জে. রাইটকে অক্লেশে পরাজিত করিয়া অলিম্পিকে তাঁহার প্রথম স্বর্ণ পদক অর্জন করেন। ইভানো ফন্টানা তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ভারতীয় প্রতিযোগী জনি নাটাল প্রথম সিরিজের মুষ্টিযুদ্ধে বাই পাইয়া দ্বিতীয় সিরিজে উন্নীত হইলেও ইভানো ফন্টানা তাঁহাকে দ্বিতীয় সিরিজে অনায়াসেই পরাজিত করেন।

লাইট হেভী ওয়েটে ২৪ জন মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন। প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ আফ্রিকার জর্জ হান্টার অনায়াসেই বিজয় লাভ করেন। তাঁহার নিজস্ব মুষ্টি-যুদ্ধের ধারা ও সাবলীল ক্রীড়াচাতুর্যের জন্য তাঁহাকে "ভাল্ বার্কার ট্রফি" প্রদান করা হয়। সমস্ত মুষ্টিযুদ্ধের মধ্যে তাঁহার কোন মুষ্ট্যাঘাতে নিয়মের কোন ব্যতিক্রম কখনও পরিলক্ষিত হয় নাই। ইহা ব্যতীত যেখানে যে ধরনের মুষ্ট্যাঘাত প্রয়োজন সেখানে তিনি তাহাই ব্যবহার করিয়াছেন এবং তাঁহার কোন মুষ্ট্যাঘাত কোন সময়েই ব্যর্থ হয় নাই।

ফাইন্যালে তাঁহার প্রতিযোগী ছিলেন গ্রেট ব্রিটেনের মিলিটারী পুলিশের ডোনাল্ড স্কট। নাকে আঘাত এবং গোড়ালি মচকান সত্ত্বেও তাঁহাকে পরাজিত করিতে হান্টারকে বেশ বেগ পাইতে হয় এবং সামান্য পয়েন্টের ব্যবধানেই তিনি বিজয় লাভ করেন। অস্ট্রেলিয়ার এ. হোমস্‌কে পরাজিত করিয়া আর্জেন্টিনার এম. বি.. তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ভারতীয় প্রতি-যোগী এম. জোয়াকিম প্রথম সিরিজের লড়াইতেই পোল্যাণ্ডের এফ. স্জিমুরার নিকট পরাজিত হইয়া অবসর গ্রহণ করেন।

হেভী ওয়েটে ১৭ জন মুষ্টিযোদ্ধা অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতার প্রথম সিরিজে একটিমাত্র মুষ্টিযুদ্ধ হয এবং আমেরিকান মুষ্টিযোদ্ধা ই ল্যাম্বার্ট ব্রাজিলের ভি. স্যান্টোসকে পরাজিত করিয়া দ্বিতীয় সিরিজে লড়াইয়ের যোগ্যতা অর্জন করেন। কি- তৃতীয় সিরিজের লড়াই-এ তাঁহার পঞ্জরাস্থিতে আঘাত লাগায় অবসব গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। গ্রেট ব্রিটেনের জে. গার্ডনারও তৃতীয় সিরিজের লড়াই-এ আহত হইয়া অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এই দুইজন মুষ্টিযোদ্ধা আহত না হইলে বেশ ভাল ফল প্রদর্শন করিতেন বলিয়া বিশেষজ্ঞদেব ধাবণা।

প্রতিযোগিতায় আর্জেন্টিনার প্রতিযোগী র‍্যাফেল ইগলেসিয়াস দ্বিতীয় সিরিজে স্পেনের জে. ফার্নাণ্ডে- তৃতীয় সিবিজে ইটালীর ইউ. ব্যাকিলিয়ারি এবং সেমি-ফাইন্যালে দক্ষিণ আফ্রিকাব জে. আর্থারকে পরাজিত করিয়া ফাই-ন্যালে উঠেন। এই তিনটি মুষ্টিযুদ্ধেই তিনি পয়েন্টে বিজয় লাভ করেন এবং তাঁহার মুষ্টিযুদ্ধ দেখিয়া কেহই কল্পনা কবিতে পারেন নাই যে তিনি ফাই-ন্যালে শক্তি সঞ্চয় করিবার জন্যই এভাবে লড়িয়াছেন।

ফাইন্যালে র‍্যাফেল ইগলেসিয়াসের মুষ্টিযুদ্ধের ধারার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়া যায় এবং তিনি প্রথম হইতেই সুইডেনের নিলসনকে তাঁহার প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে জর্জরিত করিয়া তোলেন। দ্বিতীয় রাউণ্ডে গানার নিলসনের

এমন কি আত্মরক্ষারও ক্ষমতা ছিল না এবং ইগলেসিয়াস দ্বিতীয় রাউণ্ডেই নক আউটে বিজয় লাভ করেন। সুইজারল্যাণ্ডের এইচ. মুলার স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করায় জে. আর্থার বিনা লড়াইতেই তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

সাইক্লিং

সাইক্লিং-এর ফলাফল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের অনুমান মোটেই ফলপ্রসূ হয় নাই। প্রতিযোগিতায় প্রধানতঃ ইটালী ও ফ্রান্সেরই আধিপত্য প্রকাশ পায়। সাংবাদিকরা বেসরকারীভাবে রাষ্ট্রগত ফলাফল নির্ধারণের জন্য যে পরিসংখ্যান তৈয়ারি করেন তাহাতে দেখা যায় ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন, ইটালী ও বেলজিয়াম পর্যায়ক্রমে প্রথম চারিটি স্থান অধিকার করিয়াছে।

১০০০ মিটার স্প্রিণ্টে আন্তর্জাতিক সাইক্লিং ইউনিয়নের কমিশারদের মতানুযায়ী ১,০০০ মিটার হইতে কমাইয়া হার্নহিল ভেলোড্রোমের দুই ল্যাপ করা হয়। এই দূরত্ব প্রকৃতপক্ষে ৯২০ মিটার।

মোট ২৩ জন সাইক্লিস্ট এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। প্রথম রাউণ্ডেব ১১টি হিটের বিজয়ী পরবর্তী রাউণ্ডে উন্নীত হয়।

চতুর্থ হিটে গ্রেট ব্রিটেনের সাইক্লিস্ট রেজিন্যাল্ড হেরিস ভারতীয় প্রতি-যোগী আর. মুল্লাফিরোজকে পরাজিত করেন। দ্বিতীযবার প্রতিযোগিতারও কিউবার আব. পি. বর্ডারিগসের নিকট পরাজিত হওয়ায় তিনি অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। চীনের প্রতিনিধি হাওয়ার্ড উইং-এর কণ্ঠাস্থি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় গ্রীসের এম ক্লডিযাস তাঁহার শূন্য স্থান পূরণ করেন।

এইটথ্ ফাইন্যাল, কোয়ার্টার ফাইন্যালে অসফল প্রতিযোগীদের বাদ দেওয়ার পর ইটালীর মারিযো ঘেল্লা, ডেনমার্কের আলেক্স শানড্রপ, গ্রেট ব্রিটেনের রেজিনাল্ড হেরিস ও অস্ট্রেলিয়ার সি. বাজ্জানো সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হন। সেমি-ফাইন্যালে ঘেল্লা ও হ্যারিস দুইটি হিটেই যথাক্রমে শান-ড্রপ ও বাজ্জানোকে পরাজিত করিযা প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান নির্ধারণের ফাই-ন্যালে উন্নীত হন। শানড্রপ এবং বাজ্জানোও তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান্ নির্ধারণের ফাইন্যালে উঠেন। প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান নির্ধারণের ফাইন্যালের দুইটি হিটেই মারিয়ো ঘেল্লা রেজিন্যাল্ড হ্যারিসকে পরাজিত করেন। ফলে ঘেল্লা স্প্রিণ্টিং-এর স্বর্ণপদক ও হ্যারিস রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হন। শানড্রপও দুইটি হিটেই বাজ্জানোকে পরাজিত করিয়া ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

২০০ মিটাব ট্যাণ্ডেমে ১০টি রাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করে। প্রথম রাউণ্ডের পর সুইজারল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, ইটালী, ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেন এবং পরাজিত দল-সমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতায় বেলজিয়াম, নিউজিল্যাণ্ড ও আমেরিকা কোয়ার্টার ফাইন্যালে উঠে। শেষ পর্যন্ত গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালী ও সুইজারল্যাণ্ড যথাক্রমে নেদারল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, আমেরিকা ও বেলজিয়ামকে পরাজিত করিয়া সেমি-ফাইন্যালে উঠে।

সেমি-ফাইন্যালের দুইটি হিটে গ্রেট ব্রিটেন ও ইটালী ফ্রান্স ও সুইজার-ল্যাণ্ডকে পরাজিত করায় প্রথম স্থান নির্ধারণের জন্য ফাইন্যালে ও ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ড তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান নির্ধারণের জন্য ফাইন্যালে উঠে।

প্রতিযোগিতার কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থাব জন্য ইটালী ও গ্রেট ব্রিটেনের প্রথম স্থান নির্ধারণের ফাইন্যালটি যখন আরম্ভ হয় তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। ফলে তিনটি হিটের শেষ হিটটি যখন অনুষ্ঠিত হয় তখন গভীর

অন্ধকারে চারিদিক ছাইয়া গিয়াছে। তিনটি হিটের প্রথমটিতে গ্রেট ব্রিটেন জয় লাভ করিলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিটে ফ্রান্সেস্কো লতরুন্জি ও আর. পেরানা লইয়া গঠিত ইটালী দল বিজয় লাভ করায় স্বর্ণপদক লাভ করে। রেজিন্যাল্ড হ্যারিস ও এ্যালান ব্যানিস্টার লইয়া গঠিত গ্রেট ব্রিটেন দল রৌপ্য ও আর. ফে ও জি দ্র* লইয়া গঠিত ফরাসী দল ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।

৪,০০০ মিটার টিম পারস্যুটে ১৫টি রাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করে। প্রথম রাউণ্ডে বিজয়ী গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, ইটালী, উরুগুয়ে, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক এবং ওয়াক ওভার পাইয়া ফিনল্যান্ড কোয়ার্টার ফাইন্যালে উঠে। ইহা ব্যতীত পরাজিত দলসমূহের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া সর্বাপেক্ষা কম সময়ে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করায় অস্ট্রেলিয়াও সেমি-ফাইন্যালে প্রতিযোগিতার সুযোগ পায়।

আর. মুল্লাফিরোজ, জে. আমিন, আর. নোবল, পি. সরকারিকে* লইয়া গঠিত ভারতীয় দল প্রথম রাউণ্ডেই ইটালী কর্তৃক পরাজিত হইয়া অবসর গ্রহণে বাধ্য হয়।

কোয়ার্টার ফাইন্যালে ফ্রান্স সুইজারল্যান্ডকে এবং সেমি-ফাইন্যালে গ্রেট ব্রিটেনকে পরাজিত করিয়া এবং ইটালী বেলজিয়াম ও উরুগুয়েকে পরাজিত করিয়া প্রথম স্থান নির্ধারণের ফাইন্যালে উঠে। গ্রেট ব্রিটেন ও উরুগুয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান নির্ধারণের ফাইন্যালে প্রতিযোগিতার সুযোগ পায়। ফাইন্যালে ফ্রান্স ইটালীকে পরাজিত করিয়া প্রথম স্থান এবং তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান নির্ধারণের ফাইন্যালে গ্রেট ব্রিটেন উরুগুয়েকে পরাজিত করিয়া তৃতীয় স্থান লাভ করে।

ক্রমাগত বৃষ্টিপাতে ট্র্যাকের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুতরাং ১০০০ মিটার টাইম ট্রায়ালে কেহই উন্নততর সময়ের আশা করে নাই। ২১ জন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে এবং কাহারও ফল আশানুরূপ হয় নাই। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ফরাসী সাইক্লিস্ট জ্যাক দ্যুপোঁ মাত্র কিছুকাল পূর্বে বর্দোতে ১:৮·৬ মিনিটে এ দূরত্ব অতিক্রম করিলেও এই অলিম্পিকে তাঁহার ১:১৩·৫ মিনিট লাগে। ইহা হইতেই মাঠের অবস্থা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। বেলজিয়ামের পিয়ারে নিহান্ত, গ্রেট ব্রিটেনের টমাস গডউইন, সুইজারল্যান্ডের এ. ফ্রুকিগার, ডেনমার্কের আলেক্স শানড্রপ পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান লাভ করেন।

অলিম্পিক রোড রেসের দূরত্ব এবার ১৯৪·৬৩৩ কিলোমিটার (১২০ মাইল ৯১৪ গজ) নির্ধারিত করা হয়। উইন্ডসর গ্রেট পার্ক-এর চারিদিক ১৭০ ল্যাপ ঘুরিতে হইবে দূরত্ব এইভাবে স্থির করা হয়। পথ যেভাবে নির্ধারিত করা হয় তাহা অলিম্পিকের মত একটি আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উপযুক্ত ছিল না। একজন প্রতিযোগীর সাইকেলের টায়ারে আটবার ছিদ্র হওয়ায় তাঁহাকে প্রত্যেক বার মেরামত করিয়া প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে

* *Report of the Indian Olympic Tour of the XIVth Olympiad,* published by Indian Olympic Association-এর ১৭ পৃষ্ঠায় আমিন, মুল্লাফিরোজ, নোবেল এবং সরকারীকে লইয়া ভারতীয় দল গঠিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে, কিন্তু *Official Report of the London Olympic Games,* published by British Olympic Association-এর ৪৬ পৃষ্ঠায় ভারতীয় দলে মুল্লাফিরোজের স্থলে এ. হ্যাভেওয়ালার নাম দেওয়া হইয়াছে।

হয়। ইহা বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র নহে। প্রায় প্রত্যেক প্রতিযোগী এইরূপ নানা অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছিলেন।

প্রতিযোগিতার প্রথম দিকে এইচ. ফ্যানহফ্, জি. পি. ভূর্টিং (নেদারল্যাণ্ডস্), এবং নিলস্ জোহানসন (সুইডেন) অন্যান্য প্রতিযোগী অপেক্ষা অগ্রবর্তী ছিলেন। কিন্তু জোহানসনের সাইকেলের টায়ারে ছিদ্র হওয়ায় তাঁহাকে পিছাইয়া পড়িতে হয় এবং ফ্যানহফ্ ও ভূর্টিং তাঁহাদের অগ্রগতি অক্ষুণ্ণ রাখেন।

শেষদিকে প্রতিযোগীদের সংখ্যা ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল এবং মাত্র আটজন সাবলীল গতিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। এক ল্যাপ বাকী থাকিতে বেলজিয়ামের এল. দেলাথোয়ার সর্বপ্রথমে অগ্রসর হইতেছিলেন কিন্তু তাঁহার গতি ক্রমশই কমিয়া আসিতেছিল। ভূর্টিং ও গ্রেট ব্রিটেনের জি. টমাস এল. দেলাথোয়ারকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হন কিন্তু ফরাসী সাইক্লিস্ট জোস বিয়ের্তে এ সময় তীব্রগতিতে সকলকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রবর্তী হন এবং ৫ ঘণ্টা ১৮ মিনিট ১২·৬ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া এই দুরূহ সাইক্লিং প্রতিযোগিতায় বিজয় লাভ করেন। নেদারল্যাণ্ডের গিরিট ভূর্টিং এবং বেলজিয়ামের লুই ওটার্স উভয়েই ৫ ঘণ্টা ১৮ মিনিট ১৬·২ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং এল. দেলাথোয়ার, এন. জোহানসন, গ্রেট ব্রিটেনের আর. মেটল্যাণ্ড, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন।

১০১ জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিলেও মাত্র ২৮ জনের শেষ সীমান্ত অতিক্রমণের সুযোগ হয়। বাকী ৭৩ জন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতা শেষ করিবার পূর্বেই অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ভারতীয় প্রতিযোগী ই মিস্ত্রি, এইচ প্যাভরি, আর. মেহেরা এবং ম্যালকম* প্রতিযোগিতা শেষ করিবার পূর্বেই অবসর গ্রহণে বাধ্য হন।

দলগত রোড রেসে লুই ওটার্স (তৃতীয়), এল দেলাথোয়ার (চতুর্থ) এবং ই. ফন রুসব্রোয়েক (দ্বাদশ) লইয়া গঠিত বেলজিয়াম দল (তিন জনের সময় একত্রে ১৫ ঘণ্টা ৫৮ মিনিট ১৭·৪ সেকেণ্ড) বিজয় লাভ করে। আর. মেটল্যাণ্ড (ষষ্ঠ), জি. টমাস (অষ্টম) এবং সি এস. স্কট (ষোড়শ) লইয়া গঠিত গ্রেট ব্রিটেন দল (মোট সময় ১৬ ঘণ্টা ৩ মিনিট ৩১·৬ সেকেণ্ড) দ্বিতীয় এবং জোস বিয়ের্তে (প্রথম), আল্যাঁ মোযানো (একাদশ) এবং জাক্ দ্যুপোঁ (সপ্তদশ) লইয়া গঠিত ফরাসী দল (মোট সময় ১৬ ঘণ্টা ৮ মিনিট ১৯·৪ সেকেণ্ড) তৃতীয় স্থান লাভ করে।

সন্তরণ

চতুর্দশ অলিম্পিকের সন্তরণ প্রতিযোগিতা অলিম্পিকের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সৃষ্টি করে। এ্যাথলেটিকসের মানের ক্রমাবনতি ঘটিলেও

* *Official Report of the London Olympic Games*, p. 46-এ ভারতীয় দলে L. Halvadar, R. Mehra, E. Mistry এবং H. Pavri-কে ভারতীয় প্রতিযোগী বলিয়া প্রদর্শন করা হইয়াছে। কিন্তু *Report of the Indian Olympic Tour of the XIVth Olympiad,* published by Indian Olympic Committee-এর p. 37-এর L. Halvadar-এর বদলে Malcom-এর নাম আছে।

লাভ করেন। এ সময় মার্শালের সহিত তাঁহার ব্যবধান ছিল প্রায় ১৫ মিটার। মার্শাল, মিত্রো, সোরদাস, যুগোশ্লাভিয়ার এম. স্টিপেটিক ও আমেরিকার জে. নরিস্ পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন।

১০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে ৩৯ জন সাঁতারু যোগদান করেন। প্রতিযোগীদের ছয়টি হিটে অংশ গ্রহণ করিতে হয় এবং মোট ১৬ জন সেমি ফাইন্যালে উন্নীত হন। তৃতীয় হিটে আমেরিকান সাঁতারু জোসেপ ভার্দুর ২:৪০·০ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করিয়া চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। ভারতীয় প্রতিযোগী প্রফুল্ল মল্লিক পঞ্চম হিটে শেষ স্থান লাভ করায় প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

সেমিফাইন্যালের দ্বিতীয় হিটে ভার্দুর পুনরায় ২:৪০·৭ সেকেণ্ডে অর্থাৎ পূর্ববর্তী অলিম্পিক রেকর্ড অপেক্ষা কম সময়ে পুনরায় শেষ সীমান্ত অতিক্রমের গৌরব লাভ করেন। ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে চতুর্থ স্থানাধিকারী কে. ই. কার্টার এই হিটে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। প্রথম হিটে এই অলিম্পিকের তীব্রতম প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হয়। প্রথম চার জন সাঁতারু ইজিপ্টের এ. কান্দিল, ব্রাজিলের ডব্লু জর্ডন, আমেরিকার আর. সল ও অস্ট্রেলিয়ার জে. ডেভিস এই চারজন সাঁতারু প্রায় একই সঙ্গে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন এবং এই চার জনের ব্যবধান ছিল এক গজেরও কম।

ফাইন্যালে আটজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। জোসেফ ভার্দুর বিজয় একরূপ নিশ্চিতই ছিল এবং প্রথম হইতেই তিনি অগ্রগামী ছিলেন। ২:৩৯·৩ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া তিনি পুনরায় স্বপ্রতিষ্ঠিত অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করিয়া বিজয় লাভ করেন। অন্য দুইজন আমেরিকান প্রতিযোগী কেইথ কার্টার ও রবার্ট সল দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। কার্টারও পূর্ববর্তী অলিম্পিক রেকর্ড অপেক্ষা কম সময়ে শেষ সীমান্ত অতিক্রমের গৌরব লাভ করেন। অস্ট্রেলিয়ার ডেভিস, যুগোশ্লাভিয়ার টি. সেরার এবং ব্রাজিলের ডব্লু. জর্ডন যথাক্রমে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন। ইজিপ্টের এ. কান্দিল সেমি-ফাইন্যালের প্রথম হিটে ২:৪৩·৭ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিলেও ফাইন্যালে ২:৪৭·৫ মিনিট প্রয়োজন হওয়ায় সপ্তম স্থান অধিকার করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, ফাইন্যালে একমাত্র নেদারল্যাণ্ডের বি. বন্তে ব্যতীত প্রত্যেক প্রতিযোগীই "বাটারফ্লাই স্ট্রোক" প্রথায় সন্তরণ করেন। বন্তে কিন্তু পুরাতন ব্রেস্ট স্ট্রোক প্রথায়ই সাঁতার কাটেন।

১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে ৩৯ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগীদের ৬টি হিটে যোগদান করিতে হয় ও ষোল জন সেমি-ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৌভাগ্য লাভ করেন। ভারতীয় প্রতিযোগী কান্তি শা ও প্রতীপ মিত্র প্রথম ও চতুর্থ হিটে সর্বশেষ স্থান লাভ করায় প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ১:৪·০ সেকেণ্ডে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপনকারী আমেরিকান সাঁতারু এলেন স্ট্যাক কিন্তু তাঁহার সুনাম অনুযায়ী সাঁতার কাটিতে সক্ষম হন নাই। পঞ্চম হিটে তিনি ১:০৬·৬ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন।

সেমি-ফাইনালে কিন্তু কেহই নিজের সুনাম অনুযায়ী সাঁতার কাটিতে সক্ষম হন নাই। প্রথম হিটে বিজয়ী এলেন স্ট্যাক ১:০৭·৩ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় হিটে বিজয়ী আমেরিকান

সাঁতারু রবার্ট কাওয়েল পঞ্চম হিটে ১:০৬·৯ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিজয় লাভ করিলেও সেমি-ফাইন্যালে তাঁহার ১:০৮·৫ মিনিট লাগে।

ফাইন্যালের ৮ জন প্রতিযোগীর মধ্যে স্ট্যাকের বিজয় সম্পর্কে কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না। প্রথম হইতেই তিনি অগ্রগামী হন ও ১:০৬·৪ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিজয় লাভ করেন। মাত্র ০·১ সেকেন্ড পর শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া রবার্ট কাওয়েল দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। ফরাসী সাঁতারু জর্জ ভালেরী আর্জেন্টিনার এম. চেভস্, মেক্সিকোর সি. এভিলা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার জে. ওয়াইল্ড তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন।

৪×২০০ মিটার রিলেতে ১৪টি রাষ্ট্রের জাতীয় দল অংশ গ্রহণ করে। আমেরিকান দল নিজেদের বিজয় সম্বন্ধে এতই নিশ্চিত ছিল যে রিজার্ভ সাঁতারুদের লইয়া প্রাথমিক প্রতিযোগিগণের রিলে দল গঠন করে। প্রথম হিটে হাঙ্গেরী রিলে দলের নিকট আমেরিকা পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হয়। প্রাথমিক প্রতিযোগিতার পর হাঙ্গেরী, আমেরিকা, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, ফ্রান্স, যুগোশ্লাভিয়া, সুইডেন ও মেক্সিকো এই আটটি দল ফাইন্যালে উন্নীত হয়।

ফাইনালে আমেরিকা তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ সাঁতারুদের লইয়া দল গঠন করে। ১০০ মিটারে বিজয়ী ওয়াল্টার রিস, ৪০০ মিটারে বিজয়ী উইলিয়াম স্মিথ, ১৫০০ মিটারে বিজয়ী জেমস ম্যাকলেন এবং ওয়ালেস উলফকে লইয়া আমেরিকান দল গঠিত হয়। কিন্তু প্রতিযোগিতার স্টার্টিং হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতেকটি মিটার আমেরিকান দলকে হাঙ্গেরিয়ান দলের সহিত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। শেষ সীমান্তে হাঙ্গেরী দলের কাদাসের মধ্যে ক্লান্তির লক্ষণ ফুটিয়া উঠে ও এই সুযোগে আমেরিকা শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া যায়। ৮:৪৬·০ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া আমেরিকা নূতন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ডসহ বিজয় লাভ করে। ইমরে নিয়েকি, জর্জি মিত্রো, ই. জাটমারি ও গেজা কাদাস লইয়া গঠিত হাঙ্গেরিয়ান দল আমেরিকান দলের ০২·৪ সেকেন্ড পর শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। ফ্রান্স, সুইডেন, যুগোশ্লাভিয়া ও আর্জেন্টিনা দল যথাক্রমে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান লাভ করে। হাঙ্গেরী দলও পূর্ববর্তী অলিম্পিক রেকর্ড হইতে কম সময়ে শেষ সীমান্ত অতিক্রমের সৌভাগ্য লাভ করে।

মহিলাদের ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে ৩০ জন মহিলা সাঁতারু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রতিযোগিনীদের পাঁচটি হিটে বিভক্ত করা হয় এবং ১৬ জন সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হন। চতুর্থ হিটে দীর্ঘদেহী আমেরিকান সাঁতারু এ্যান কার্টিসও ডেনমার্কের গ্রেটা এন্ডারসনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দর্শকগণের প্রচুর উত্তেজনার সঞ্চার করে। কার্টিস মাত্র ০·২ সেকেন্ডের ব্যবধানে এন্ডারসনকে পরাজিত করেন। মাত্র ১৪ বৎসর বয়স্কা অস্ট্রেলিয়ান সাঁতারু মার্জোরী ম্যাককুয়েডর সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হওয়ায়ও দর্শকবৃন্দ আনন্দ লাভ করে।

সেমি-ফাইন্যালের প্রথম হিটে গ্রেটা এন্ডারসন ১:০৫·৯ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া পূর্ববর্তী অলিম্পিক রেকর্ডের সমান সময়ে বিজয় লাভ করেন। দ্বিতীয় হিটে কার্টিস ১:০৭·৬ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিজয় লাভ করেন।

ফাইন্যালে প্রত্যেকেই এন্ডারসন ও কার্টিসের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার আশা

করিয়াছিলেন এবং সেদিক দিয়া দর্শকদের অনুমান সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। প্রথম বার মোড় ঘোরা পর্যন্ত দুজনেই একত্র যাইতেছিলেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রথম স্থানে ছিলেন ডেনমার্কের এফ. কার্স্টেনসেন। কিন্তু তার পরই গ্রেটা এণ্ডারসন তাঁহার গতিবেগ বৃদ্ধি করিয়া অগ্রগামী হন। কার্টিস প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও আর এণ্ডারসনের সহিত পাল্লা দিতে সক্ষম হন না। গ্রেটা এণ্ডারসন ১:০৬·৩ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিজয় লাভ করেন ও কার্টিসকে ০·২ সেকেণ্ডের ব্যবধানে পরাজিত করিয়া পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। নেদারল্যাণ্ডসের মেরী ভ্যাসেন, ডেনমার্কের কে. হারুপ. সুইডেনের আই. ফ্রেদিন ও নেদারল্যাণ্ডসের অপর প্রতিযোগিনী আই. শুমেকার পর্যায়ক্রমে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন। কার্স্টেনসেন কিন্তু সর্বশেষে শেষ সীমান্তে উপনীত হন।

৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে ১২ জন প্রতিযোগিনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রতিযোগিনীদের তিনটি প্রাথমিক হিটে বিভক্ত করা হয় ও মোট ১৫ জন সেমি-ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। দ্বিতীয় হিটে বিজয়িনী এ্যান কার্টিস ৫:২৬·৪ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া পূর্ববর্তী অলিম্পিক রেকর্ডের সমান করেন।

ফাইন্যালে ৮ জন প্রতিযোগিনী অংশ গ্রহণ করেন। এ্যান কার্টিস প্রথম হইতেই অগ্রবর্তী হন ও ৫:১৭·৮ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ডসহ বিজয়লাভ করেন। ডেনমার্কের কারেন হারুপ, গ্রেট ব্রিটেনের ক্যাথি গিবসন, বেলজিয়ামের এফ. ক্যারোয়ে, আমেরিকার এইচ, হ্যালসার ও ব্রাজিলের পি. ট্যাভারেস দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, প্রথম পাঁচজন সাঁতারু পূর্ববর্তী অলিম্পিক রেকর্ড অপেক্ষা কম সময়ে শেষ সীমান্ত অতিক্রমের সৌভাগ্য লাভ করেন।

২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে ২২ জন মহিলা অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিনীদের তিনটি হিটে বিভক্ত করা হয় এবং তিনটি হিটেই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হয়। প্র[illegible] হিটে অস্ট্রেলিয়ান সাঁতারু বিট্রিস লায়ন্স এবং হাঙ্গেরীর ইভা নোভাক যখন শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন তখন উভয়ের মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র কয়েক ইঞ্চি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিটে বিজয়িনী হাঙ্গেরীর ইভা জেকেলী এবং হল্যাণ্ডের নেলী ভন ভ্যায়েৎ উভয়েই পূর্ববর্তী অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন।

সেমি-ফাইন্যালে ১৬ জন প্রতিযোগিনী ছিলেন এবং তাঁহাদের দুইটি হিটে বিভক্ত করা হইয়াছিল। সেমি-ফাইন্যালেও দুইটি হিটের প্রথম ও দ্বিতীয়টিতে বিট্রিস লায়ন্স ও নেদারল্যাণ্ডসের এ. ই. দ্য গ্রুট, নেলী ভন ভ্যায়েৎ এবং ইভা নোভাক এই চারজনই অলিম্পিক [illegible] ভঙ্গ করেন। ইভা জেকেলি কিন্তু সেমি-ফাইন্যালে তাঁহার সুনাম অনুযায়ী সাঁতার কাটিতে সক্ষম হন নাই।

ফাইন্যালে সকলেই নেলী ভন ভ্যায়েৎ এবং ইভা নোভাকের মধ্যেই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার আশা করিয়াছিলেন। ১০০ গজ পর্যন্তও এই দুইজনই অগ্রগামী ছিলেন কিন্তু তাহার পর বিট্রিস লায়ন্স ইভা নোভাককে পশ্চাতে ফেলিয়া দ্বিতীয় স্থানে সাঁতার কাটিতে আরম্ভ করেন। আর ৫০ মিটার পর্যন্ত তিনি নেলী ভন ভ্যায়েতের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে থাকেন। কিন্তু তারপর হইতেই

তিনি পিছাইয়া পড়িতে আরম্ভ করেন। নেলী ভন ভ্যায়েৎ* শেষ পর্যন্ত ২:৫৭·০ সেকেণ্ডে নূতন অলিম্পিক রেকর্ডসহ বিজয় লাভ করেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিট্রিস লায়ন্স এবং ইভা নোভাকও পূর্ববর্তী অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন। ইভা জেকেলি এবং এ. ই. দ্য গ্রুট চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান লাভ করেন।

১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে ২৩ জন প্রতিযোগিনী ছিলেন। প্রতিযোগিনীদের চারিটি হিটে বিভক্ত করা হয় এবং ১৫ জন সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হন। প্রাথমিক হিটেই ডেনমার্কের কারেন হারুপ ও অস্ট্রেলিয়ার জুডি ডেভিস পূর্ববর্তী অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন। সেমি-ফাইন্যালেও কারেন হারুপ আর একবার অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন।

ফাইন্যালে কারেন হারুপের বিজয় সম্পর্কে কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না। ১:১৪·৪ সেকেণ্ডে তিনি নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করিয়া বিজয় লাভ করেন। আমেরিকার সুজান জিম্মারম্যানও ১:১৬·০ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া পূর্বতন অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। জুডি ডেভিস ও ইভা নোভাক তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করেন।

৪×১০০ মিটার রিলেতে ১১টি রাষ্ট্রের জাতীয় দল অংশ গ্রহণ করে। দুইটি প্রাথমিক হিট অনুষ্ঠিত হয় ও দ্বিতীয় হিটে বিজয়ী নেদরাল্যাণ্ডস্ দল একাদশ অলিম্পিকে স্থাপিত নিজেদের রেকর্ডকে আরও উন্নত করে। প্রথম হিটে বিজয়ী ডেনমার্ক দল এবং আমেরিকান দলও পূর্ববর্তী অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করে।

ফাইন্যালে মেরী করিডন, থেলমা কালামা, ব্রেন্দা হেলমার ও এ্যান কার্টিস লইয়া গঠিত আমেরিকান দল ৪:২৯·২ মিনিটে নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করিয়া বিজয় লাভ করে। ইভা রিলসে, কারেন হারুপ, গ্রেটা এণ্ডারসন ও ফ্রিজি কার্স্টেনসেন লইয়া গঠিত ডেনমার্ক দল দ্বিতীয়, একাদশ অলিম্পিকে বিজয়ী নেদারল্যাণ্ডস্ দল তৃতীয়, গ্রেট ব্রিটেন চতুর্থ ও হাঙ্গেরী ও ব্রাজিল পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান লাভ করে! প্রকৃতপক্ষে পঞ্চম স্থান লাভ করে সুইডেন দল। কিন্তু আইনকানুন ভঙ্গের অভিযোগে তাঁহাদের বাতিল করিয়া দেওয়া হয় এবং হাঙ্গেরী পঞ্চম স্থান লাভ করে। প্রথম চারিটি দল এবং সুইডেন পূর্ববর্তী অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করিবার সৌভাগ্য অর্জন করে।

চতুর্দশ অলিম্পিকে ডাইভিং-এর অদ্ভুত উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। অলিম্পিকের ইতিহাসে সর্বপ্রথম কাভার্ড পুলে এই ডাইভিং প্রতিযোগিতায় বাহিরের আবহাওয়ার অবস্থা বিশেষ অনুকূল না হওয়া সত্ত্বেও ডাইভারদের নিরুদ্বিগ্ন মনে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিতে দেখা যায়। আমেরিকান ডাইভারগণ প্রত্যেকটি বিষয়েই বিজয়লাভ করিলেও তাঁহাদের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইতে হয়।

হাই ডাইভিং-এর প্রতিযোগী সংখ্যা ছিল ২৫ জন। আমেরিকান প্রতিযোগী ডাঃ সামুয়েল লী ১৩০·০৫ পয়েন্ট অর্জন করিয়া অনায়াসেই স্বর্ণপদক

* *Official Report of the London Olympic Games*: 1948 by British Olympic Association, p. 56-এ নেলী ভন ভ্যায়েৎকে সেমি-ফাইন্যালে পি. ভন ভ্যায়েৎ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ডের স্থানে নাম এন. ভন ভ্যায়েৎই আছে।

লাভ করেন।' অপর আমেরিকান ডাইভার ব্রুস হারলন্ ১২২·৩০ পয়েন্ট পাইয়া দ্বিতীয় ও মেক্সিকোর জোয়াকুইন পেরেজ ক্যাপিলা ১১৩·৫২ পয়েন্ট পাইয়া তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ইউরোপের হাই বোর্ড চ্যাম্পিয়ন টমাস ক্রিশ্চিয়ানসেনকে (ডেনমার্ক) কিন্তু ষষ্ঠ স্থান লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়।

স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং-এ কিন্তু আমেরিকান ডাইভারগণ প্রথম তিনটি স্থানই অধিকার করেন। হাই বোর্ড-এ দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ব্রুস হারলন্ ১৬৩·৬৪ পয়েন্ট পাইয়া প্রথম, মিলার এন্ডারসন ১৫৭·২৯ পয়েন্ট পাইয়া দ্বিতীয় এবং ডাঃ স্যামুয়েল লী ১৪৫·৫২ পয়েন্ট পাইয়া তৃতীয় স্থান লাভ করেন। জোয়াকুইন ক্যাপিলা এ বিষয়ে চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

মহিলাদের হাই এবং স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং উভয় বিষয়েই আমেরিকান ডাইভারদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। ৬৮·৮৭ এবং ১০৮·৭৪ পয়েন্ট অর্জন করিয়া উভয় বিষয়েই স্বর্ণপদক লাভ করেন ভিক্টোরিয়া ড্রেভস্। প্যাট্রিসিয়া এলসেনারও হাই ডাইভিং-এর রৌপ্য ও স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং-এর ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। হাই ডাইভিং-এ ডেনমার্কের বিরতে ক্রিস্টোফারসেন ও অস্ট্রিয়ার স্টাউডিঙ্গার তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করেন। স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং-এ জো ওলসন (আমেরিকা) দ্বিতীয় এবং এন পেলিসার (ফ্রান্স) চতুর্থ স্থান লাভ করেন। এন. পেলিসার হাই ডাইভিং-এও ষষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছিলেন।

ওয়াটার পোলোতে ১৮টি রাষ্ট্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। বিচার ব্যবস্থার ত্রুটির ফলে অনেক সময় বিভিন্ন খেলার গতি রুদ্ধ হয় ও খেলোয়াড়দের যথেচ্ছ ফাউল করিতে দেখা যায়। ফলে এই অলিম্পিকের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে এমন কি সরকারী মহলেও বিরূপ মন্তব্য পরিলক্ষিত হয়।*

প্রতিযোগী দলসমূহকে প্রথম রাউন্ডে ৬টি গ্রুপে বিভক্ত করা হয় ও প্রত্যেককে দুইটি করিয়া প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিতে হয়। সি. গ্রুপে ভারত প্রথম খেলায় চিলিকে ৭-৪ গোলে পরাজিত করে ও নেদারল্যান্ড-এর কাছে ১২-১ গোলে পরাজিত হয় ও দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলিবার যোগ্যতা অর্জন করে।

দ্বিতীয় রাউন্ডে মোট ১২টি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এইচ. গ্রুপে ভারতবর্ষ স্পেনের নিকট ১১-১ গোলে পরাজিত হইয়া অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।

*...the appointed referees could not stop the riot of fouling. All too often the game degenerated into a rough house, when defending backs wrapping their arms and legs around the opposing forwards. It was not a case of accidental fouling due to excitement of a close game. It was deliberate planned fouling.

One thing is certain : If the standard of refereeing is not considerably improved, Waterpolo will be erased from the aquatic programme of future Olympiads.—British Olympic Association, *Official Report of the London Olympic Games, 1948*, p. 62.

দ্বিতীয় রাউণ্ডে চারটি দল অবসর গ্রহণ করে ও আটটি দল সেমি-ফাইন্যালে অংশ গ্রহণ করে।

সেমি-ফাইন্যালে চারটি দল অবসর গ্রহণ করিবার পর বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ড, ইটালী ও হাঙ্গেরী ফাইন্যাল গ্রুপে উন্নীত হয়। মাত্র এক বৎসর পূর্বে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ইটালী বিজয় লাভ করিয়াছিল এবং এই অলিম্পিকেও ইটালীর খেলা দেখিয়া তাহাদের বিজয় সম্পর্কে প্রত্যেকেই নিশ্চিত ছিলেন। শেষ পর্যন্ত ইটালী ৪-২ গোলে বেলজিয়াম ও নেদারল্যাণ্ডকে পরাজিত করায় এবং হাঙ্গেরী ৩-০ গোলে বেলজিয়ামকে পরাজিত করিলেও নেদারল্যাণ্ডের সহিত ৪-৪ গোলে ড্র হওয়ায় ইটালী স্বর্ণপদক ও হাঙ্গেরী রৌপ্য পদক এবং নেদারল্যাণ্ড ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে। বেলজিয়াম, সুইডেন ও ফ্রান্স যথাক্রমে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান লাভ করে।

ওয়েম্বেলীর "প্যালেস অফ ইঞ্জিনিয়ারিং"-এ অনুষ্ঠিত অসি সঞ্চালন প্রতিযোগিতায় এই অলিম্পিকে অসি-সঞ্চালকের সংখ্যা পূর্বেকার অন্যান্য অলিম্পিকের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক অধিক হয়।

ব্যক্তিগত ফয়েলে ৭১ জন অসি-সঞ্চালক অংশ গ্রহণ করে। প্রথম হইতেই ফরাসী অসি-সঞ্চালকদের প্রাধান্য পরিস্ফুট হয় এবং শেষ পর্যন্ত তিনজন ফরাসী অসি-সঞ্চালক ফাইন্যালে উন্নীত হন।

ফাইন্যালে ফরাসী অসি-সঞ্চালক জাঁ বুয়াঁ ও ক্রীশ্চান দোরিয়েলা এবং হাঙ্গেরিয়ান অসি-সঞ্চালক ল্যাজোস মাসজেন্ন যথাক্রমে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, ক্রীশ্চান দোরিয়েলা এ সময় মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী ছিলেন।

দলগত ফয়েলে ২০টি দল অংশ গ্রহণ করে। প্রথম রাউণ্ডে ফ্রান্স এবং ইটালী ১৬টি প্রতিযোগিতাতেই বিজয়ী হইয়া দ্বিতীয় রাউণ্ডে উন্নীত হওয়ায় প্রত্যেকেই এই দুইটি রাষ্ট্রের অসি-সঞ্চালকদের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার আশা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় রাউণ্ডেও ফ্রান্স ১৬টি প্রতিযোগিতাতে বিজয় লাভ করিয়া সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হয় কিন্তু ফিনল্যাণ্ড ৯টি প্রতিযোগিতার পর অবসর গ্রহণ করাতে ইটালী ৯টিতে বিজয় লাভ করিয়া সেমি-ফাইন্যালে উঠে। সেমি-ফাইন্যালেও ইটালীর প্রতিদ্বন্দ্বী হাঙ্গেরী দলের সহিত ১১টি প্রতিযোগিতার মধ্যে ইটালী ৯টিতে বিজয়ী হইয়া এবং ফ্রান্স ১৩টিতে বিজয়ী হইয়া ফাইন্যালে উঠে। ফাইন্যাল পুলে ফ্রান্স, ইটালী, বেলজিয়াম ও আমেরিকা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৌভাগ্য লাভ করে।

ফাইন্যাল পুলে ইটালী ও ফ্রান্সের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। ফ্রান্সের জাঁ বুয়াঁ ৪টি প্রতিযোগিতার মধ্যে চারটিতেই জয় লাভ করিয়া ফ্রান্সকে নিশ্চিত পরাজয়ের হাত হইতে রক্ষা করেন। ফ্রান্স এবং ইটালী উভয়েই ১১টিতে জয় লাভ করিলেও ইটালীর দুইটি আঘাত (হিটে) বেশী (৬২-৬০) হওয়ায় জাঁ বুয়াঁ, এ. বুয়িং, রেনে বুয়িয়ল, জাক লাতাস্ত লইয়া গঠিত ফ্রান্স স্বর্ণপদক ও রেনজো নস্তিনি, গিউলিয়ানো নস্তিনি, এদোয়ার্দো ম্যাংগিয়ারত্তি ও ম্যানলিয়ো দ্য রোজা লইয়া গঠিত ইটালী রৌপ্য পদক লাভ করে। বেলজিয়াম ও আমেরিকা তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করে।

ব্যক্তিগত ইপিতে অসি-সঞ্চালকের সংখ্যা ছিল ৫৫। প্রতিযোগীদের আটটি প্রাথমিক পুলে বিভক্ত করা হয় ও দ্বিতীয় রাউণ্ডে ৪৩ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ পায়। শেষ পর্যন্ত ১৮ জন অসি-সঞ্চালক সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হয়

ও সেমি-ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ১০ জন ভাগ্যবান ফাইন্যালে লড়িবার সুযোগ পায়। কলম্বিয়ার প্রতিযোগী আর. ক্যামারগো সেমি-ফাইন্যালে আহত হওয়ার প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

ফাইন্যালে লুইগি ক্যানটোনের বিজয় কিছুটা বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। ক্যানটোন দ্বিতীয় রাউণ্ডে ৪টি প্রতিযোগিতায় বিজয় লাভ করিয়াছিলেন আর দ্বিতীয় স্থানাধিকারী সুইজারল্যাণ্ডের অসওয়াল্ড জাপেল্লি ৬টি প্রতিযোগিতায় বিজয় লাভ করেন। সেমি-ফাইন্যালেও ক্যানটোন ৪টি প্রতিযোগিতায় বিজয় লাভ করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য অনেক প্রতিযোগী ৫টি-৬টি করিয়া বিজয় লাভ করেন। কিন্তু তবুও ফাইন্যালে লুইগি ক্যানটোনই ৭টি প্রতিযোগিতায় বিজয় লাভ করেন ও স্বর্ণপদক লাভ করেন। অসওয়াল্ড জাপ্পোলি ও এদোয়ার্দো মাঙ্গিয়ারত্তি রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

দলগত ঈপিতে ২২টি দল অংশ গ্রহণ করে। প্রথম হইতেই ফরাসী দল এ বিষয়ে আধিপত্য বিস্তার করে। দ্বিতীয় রাউণ্ডের লড়াই-এ ডেনমার্ককে ১২-৪ এবং সেমি-ফাইন্যালে সুইজারল্যাণ্ডকে ১২-৩, ডেনমার্ককে ৭-৫-এ পরাজিত করিয়া ফাইন্যালে উন্নীত হয়। অবশ্য বেলজিয়ামের নিকট তাহাদের ১০-৫ লড়াই-এ পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছিল।

ফাইন্যালে আঁরি গুয়েরাঁ, আঁরি লেপাজ, এম. দেসপ্রে এবং মিশেল পেশু লইয়া গঠিত ফরাসী দল সুইডেনকে ১১-৪, ইটালীকে ১১-৫ এবং ডেনমার্ককে ৯-১ লড়াই-এ পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করে। ইটালী, সুইডেন ও ডেনমার্ক দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করে।

সেবারে ব্যক্তিগত বিষয়ে ৬৯ জন প্রতিযোগী এবং দলগত বিষয়ে ২০টি দল অংশ গ্রহণ করে। তিন ধরনের অসি-সঞ্চালন প্রতিযোগিতার মধ্যে সেবারের প্রতিযোগিতাই সর্বাপেক্ষা উন্নত ধরনের হয়। অবশ্য বিগত তিনটি অলিম্পিকে বিজয়ী হাঙ্গেরিয়ান অসি-সঞ্চালকগণের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না। অনায়াসেই হাঙ্গেরী ব্যক্তিগত ও দলগত উভয় বিষয়েই বিজয় লাভ করে।

প্রতিযোগিতায় ১৯৩৫ সালে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন একাদশ অলিম্পিকে সেবারে বিজয়ী হাঙ্গেরী দলের সভ্য ও ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ পদক প্রাপ্ত আলদার গেরেভিচ* প্রথম হইতেই তাঁহার অসি-সঞ্চালন কৌশলে সকলকে মুগ্ধ করেন। দ্বিতীয় রাউণ্ডের তৃতীয় পুলে তিনি প্রত্যেকটি লড়াই-এ বিজয় লাভ করিয়া সেমি ফাইন্যালে উঠেন এবং সেমি-ফাইন্যালেও বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া ফাইন্যালে উন্নীত হন। ফাইন্যাল পুলেও তিনি তাঁহার অপরাজিত আখ্যা অক্ষুণ্ণ রাখেন এবং অক্লেশে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ইটালীর ভিনসেঞ্জো পিন্টন এবং হাঙ্গেরীর পল কোভাকস উভয়েই ৫টি লড়াইয়ে বিজয় লাভ করিলেও পিন্টন মাত্র একটি হিটের ব্যবধানে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। কোভাকস ও মেক্সিকোর এ. হ্যারো অলিভা তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

দলগত বিষয়েও প্রথম হইতেই হাঙ্গেরী প্রাধান্য বিস্তার করে। সেমি-ফাইন্যালের প্রথম পুলে হাঙ্গেরী ১৫-১ লড়াই-এ আর্জেন্টিনাকে ও ১২-৩ লড়াইতে পোল্যাণ্ডকে পরাজিত করিয়া ফাইন্যালে উঠে। ফাইন্যালেও হাঙ্গেরী

* আলদার গেরেভিচ এসময় আলদার গ্যারে এই ছদ্ম নামে পরিচিত ছিলেন।
—Dr. Ferenc Mezo : *Les Jeux Olympiques Modernes*, p. 280.

১০-৬-এ ইটালী ও আমেরিকা এবং ৯-১ লড়াই-এ বেলজিয়ামকে পরাজিত করে ও তিনটি বিজয় লাভ করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করে। বিজয়ী হাঙ্গেরিয়ান দলের সভ্য ছিলেন আলদার গেরভিচ, রুডলফ কারপাটি, পল কোভাকস্, ল্যাজলো রাসক্সানায়ি এবং বার্তালন প্যাপ ও তাইবর বার্কজেলি।*

আলদার গেরভিচ

আলদার গেরভিচের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব সম্বন্ধে কিছু লেখা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। লস এঞ্জেলসের দশম অলিম্পিকে তিনি প্রথম আত্ম-প্রকাশ করেন এবং দশম ও একাদশ অলিম্পিকে বিজয়ী হাঙ্গেরী দলের সভ্য হিসাবে দুইটি স্বর্ণপদক অর্জন করেন। এই অলিম্পিকেও তিনি ব্যক্তিগত ও দলগত উভয় বিষয়েই দুইটি স্বর্ণপদক অর্জন করিয়া একটি নূতন রেকর্ডের সৃষ্টি করেন। অবশ্য পঞ্চদশ ও ষোড়শ অলিম্পিকেও তিনি বিজয়ী হাঙ্গেরী দলের সভ্য হিসাবে মোট ছয়টি স্বর্ণপদক অর্জনের অপূর্ব গৌরব অর্জন করেন। ইহা ব্যতীত তিনি পঞ্চদশ অলিম্পিকে একটি রৌপ্য এবং একাদশ অলিম্পিকে একটি ব্রোঞ্জ পদকও লাভ করেন।**

আলদার গেরভিচ ১৯৩৫ সাল (লুজান), ১৯৫১ (স্টকহলম) ও ১৯৫৫ (রোম) এই তিনবার সেবারে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেন। ইহা ব্যতীত তিনি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে দুইবার দ্বিতীয় এবং একবার তৃতীয় স্থান লাভ করেন।†

এলোনা শাখরের এলেক

মহিলাদের ব্যক্তিগত ফয়েল প্রতিযোগিতায় ৪২ জন অসি-সঞ্চালিকা অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় একাদশ অলিম্পিকে বিজয়িনী এলোনা শাখরের

* ভ্রমক্রমে হাঙ্গেরিয়ান অলিম্পিক কমিটি ছয়জন অসি-সঞ্চালকের বদলে আট-জনের নাম প্রেরণ করায় ফেডারেশিওঁ ইন্তারন্যাশিওনাল দ্য এসক্রাইম হাঙ্গেরীর দুইজন শ্রেষ্ঠ অসি-সঞ্চালকের নাম বাতিল করিয়া দেয়। ইহার মধ্যে আলদার গেরভিচও ছিলেন। এ সম্পর্কে হাঙ্গেরীর প্রতিনিধির হস্তক্ষেপের পর ফেডারেশিওঁ ইন্তারন্যাশিওনাল দ্য এসক্রাইম হাঙ্গেরীর অলিম্পিক কমিটির ইচ্ছানুযায়ী দুইজনকে বাদ দেওয়ার প্রস্তাবে স্বীকৃত হয় এবং আলদার গেরভিচ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণে সক্ষম হন। —Dr. Ferenc Mezo (*Les Jeux Olympiques Modernes,* p. 319.)

** (i) Dr. Ferenc Mezo (*Les Jeux Olympiques Modernes,* pp. 248, 280, 318, 358.

(ii) Dr. Ferenc Mezo (*XVI Olympic Games, Melbourne,* 1956, p. 15).

(iii) *Livre D'or des Champions Olympiques Hongaris,* per le Dr. Ferenc Mezo, pp. 51, 70, 82, 86, 100.

(iv) *Twenty-five Hungarian Sportsmen Relate,* Ed. Gyorgy Szepesi and Laszlo Lukacs, pp. 53-56.

† Federation Internationale D' Escrime (EIE) : *statuts et Renseignments Generax,* p. 45.

এলেক এবারও অনায়াসেই বিজয় লাভ করেন। সমস্ত প্রতিযোগিতায় একমাত্র ডেনমার্কের কারেন লাখম্যান ব্যতীত আর কেহ তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সক্ষম হন নাই। অনায়াসেই ছয়টি লড়াই-এ বিজয় লাভ করিয়া দীর্ঘ বার বৎসর পরও এলোনা শাখ্রের এলেক তাঁহার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখেন। এই অলিম্পিকে তিনি এলোনা এলেক নামে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিস এলেক ১৯৩৪ (ভার্সাই), ১৯৩৫ (লণ্ডন), ১৯৩৬ (বার্লিন), ১৯৫১ (স্টকহলম)-এর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপেও বিজয়িনীর গৌরব লাভ করেন। ইহা ব্যতীত তিনি তিনবার দ্বিতীয় ও একবার তৃতীয় স্থানও লাভ করেন।

আন্তর্জাতিক অসি-সঞ্চালক ফেডারেশন ১৯৫১ সালে এলোনা এলেককে মহিলাদের মধ্যে অসি-সঞ্চালনকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার জন্য এবং প্রসারের অদ্ভুত কৃতিত্বের জন্য বিশেষভাবে সম্মানিত করে।* ইনি বিবাহিত জীবনে মিসেস ল্যাজলো হ্যাপ নামে পরিচিতা ছিলেন এবং পঞ্চদশ অলিম্পিকেও অংশ গ্রহণ করেন। ডেনমার্কের কারেন ল্যাকম্যান এবং দশম অলিম্পিকে বিজয়িনী এলেন মুলার প্রেইস তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

চতুর্দশ অলিম্পিকের ভারোত্তোলনে যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বব্যাপী সমরানলের জন্য যখন এ্যাথলেটিক্‌স ও অন্যান্য অনেকগুলি ক্রীড়ার মানের ক্রমাবনতি পরিলক্ষিত হয় তখন এম্প্রেস হলে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের ভারোত্তোলকরা একটির পর একটি করিয়া অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করিতেছিলেন। পূর্ববর্তী প্রত্যেকটি অলিম্পিক রেকর্ডই ভঙ্গ হইয়াছিল এবং সাতটি বিষয়ের রেকর্ড পূর্ববর্তী বিশ্ব রেকর্ড অপেক্ষাও উন্নত হয়। ৩০টি রাষ্ট্র হইতে ১২০ জন ভারোত্তোলক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে।

ব্যান্টাম ওয়েটে ১৯ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় মাত্র সাড়ে চার ফুট উচ্চ "হারকিউলিশের ক্ষুদ্র সংস্করণ" নামে খ্যাত আমেরিকান প্রতিযোগী জোসেফ দ্য পিয়াত্রো মোট ৩০৭·৫ কিলোগ্রাম (৬৭৭½ পাউণ্ড) উত্তোলন করিয়া নূতন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করিয়া বিজয় লাভ করেন। (প্রেস—১০৫ কিলোগ্রাম+স্ন্যাচ ৯০ কিলোগ্রাম+জার্ক ১১২·৫ কিলোগ্রাম—ইহার মধ্যে প্রেসে তিনি নূতন অলিম্পিক রেকর্ডও স্থাপন করেন।) ২৯৭·৫ কিঃ গ্রাঃ উত্তোলন করিয়া গ্রেট ব্রিটেনের জুলিয়ান ক্রুয়েস দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। ক্রুয়েস স্ন্যাচে অলিম্পিক রেকর্ডও স্থাপন করেন। আমেরিকার টম রবার্ট তৃতীয় স্থান লাভ করেন। কোরিয়া কে. লী ও প্রাচ্য ভূখণ্ডের শ্রেষ্ঠ

* এ সম্বন্ধে Federation Internationale D' Escrime : *Status et Renseignments Generax* থেকে উদ্ধৃত করা হইল।

Challenge << *Chevalier Feyerick* >>

Attributions : Madame Ilona *Elek*.

For having by the pattern of her fencing carrier, rich with bright success, (three titles at the World Championship, two Olympic titles) and by the pattern of her Sportive conscience, athletic and organising, contributed usefully in the Spirit of the International Federation of Fencing particularly for the development International Ladies Fencing. (মূল ফরাসী পুস্তক হইতে অনূদিত।)

ভারোত্তোলক ইরানের এম. নামদজ্ যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান লাভ করেন। নামদজ্ও জার্কে ১২২·৫ কিঃ গ্রাঃ উত্তোলন করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করেন।

ফেদার ওয়েটে পর পর চারজন পূর্ববর্তী অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন। শেষ পর্যন্ত ইরানের জাফর সালমাসি ১০০ কিলোগ্রামের রেকর্ডই বজায় থাকে। ইহার পরই ইজিপ্টের তরুণ ভারোত্তোলক মামুদ ফৈদ স্ন্যাচে ১০৫ কিলোগ্রাম উত্তোলন করিয়া নূতন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করিলে এম্প্রেস হল মুগ্ধ ক্রীড়ামোদীদের আনন্দব্যঞ্জক করতালিধ্বনিতে ফাটিয়া পড়ে। মামুদ পুনরায় জার্কে ১৩৫ কিলোগ্রাম উত্তোলন করিয়া নূতন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করেন ও মোট ৩৩২·৫ কিলোগ্রাম (৯২·৫+১০৫+১৩৫) উত্তোলন করিয়া স্বর্ণপদক অর্জন করেন। তাঁহার মোট ৩৩২·৫ কিলোগ্রাম উত্তোলনও নূতন অলিম্পিক রেকর্ড বলিয়া স্বীকৃত হয়। ত্রিনিদাদের তরুণ কৃষ্ণকায় উত্তোলক রডনে উইল্‌স ৩১৭·৫ কিলোগ্রাম উত্তোলন করিয়া দ্বিতীয় এবং জাফর সালমাসি তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

লাইট ওয়েটে একটির পর একটি অলিম্পিক রেকর্ড ভাঙিগতে থাকে। প্রথমে ক্যানাডার জে. স্টুয়ার্ট প্রেসে পূর্ববর্তী অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন। ইহার পরই গ্রেট ব্রিটেনের জেমস হ্যালিডে, ইজিপ্টেব ইব্রাহিম শামস, আম্পিয়া হামুদা একে একে নূতন রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পর শামস স্ন্যাচে নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করেন। এই দুইজনের মোট উত্তোলন দেখিয়া বুঝা যায় যে এই দুইজনের মধ্যেই কেহ বিজয়ী হইবেন।

জার্কে ১৪৫ কিঃ গ্রাঃ উত্তোলন করায় হামুদা মোট ৩৬০ কিলোগ্রাম (১০৫+১১০+১৪৫ কিঃ গ্রাঃ) উত্তোলন করিয়া অগ্রগামী হন। স্পষ্টই বুঝা যায় জার্কে ১৪৭·৫ কিলোগ্রাম উত্তোলন করিতে না পারিলে শামসের পরাজয় নিশ্চিত। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া এক জায়গায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া তিনি উত্তোলনের জন্য অগ্রসর হইলেন। সমস্ত এম্প্রেস হল একেবারে নিস্তব্ধ; প্রত্যেকে আগ্রহ সহকারে শামসের উত্তোলনের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

হঠাৎ এক ঝট্‌কায় শামস্ ওজন তুলিয়া ফেলিলেন—প্রয়োজনীয় ১৪৭·৫ কিলোগ্রাম। সমস্ত এম্প্রেস হল দর্শকদের করতালিধ্বনিতে ফাটিয়া পড়িল। ইব্রাহিম শামসও ৩৬০ কিলোগ্রাম (৯৭·৫+১১৫+১৪৭·৫ কিঃ গ্রাঃ) উত্তোলন করিয়াছেন। শামস এর দৈহিক ওজন হামুদাব চেযে কম। সুতরাং ইব্রাহিম শামসই লাভ করিলেন স্বর্ণপদক। দৈহিক ওজন শামস্ অপেক্ষা অধিক হওয়ার দরুন আম্পিয়া হামুদা লাভ করিলেন রৌপ্য পদক। গ্রেট ব্রিটেনেব জেমস্ হ্যালিডে কিন্তু তৃতীয় স্থান লাভ করিলেন।

মিডল ওয়েটে অনেকেই একাদশ অলিম্পিকে বিজয়ী ইজিপ্টিয়ান ভারো-ত্তোলক এল. টৌনির বিজয়ের আঁশা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রথম উত্তোলনেই পূর্বের অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই কোরিয়ান প্রতিযোগী সুং কিম এই রেকর্ড ভঙ্গ করিয়া দেন। টৌনি ইহার পর স্ন্যাচে পুনরায় অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন। কিন্তু আমেরিকান প্রতিযোগী ফ্রাঙ্ক স্পেলম্যান ও পিটার জর্জ এইবারও টৌনির রেকর্ড ভঙ্গ করিয়া টৌনি অপেক্ষা অধিক ওজন উত্তোলন করেন। স্বর্ণপদকের লড়াই ইহার পর প্রধানতঃ স্পেলম্যান ও জর্জের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে। জর্জ এ সময় কেবলমাত্র স্কুলের ছাত্র।

জর্জ ইহার পর এক অদ্ভুত কার্য করিয়া বসিলেন। তিনি জার্কে ১৬৫ কিলোগ্রাম উত্তোলনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। মনে মনে সর্বশক্তিমানের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া তিনি ১৬৫ কিলোগ্রাম ওজন মাথার উপর তুলিয়া ধরিলেন। কিন্তু তিনি ভারসাম্য রক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন না, তাঁহার হাত হইতে ওজন খসিয়া পড়িল। ৩৯০ কিলোগ্রাম (১১৭·৫+১২০+১৫২·৫ কিঃ গ্রাঃ) উত্তোলন করিয়া ফ্রাংক স্পেলম্যান প্রথম এবং পিটার জর্জ দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। সুং কিম ও কে এল. টৌনি তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

লাইট হেভী ওয়েটে আমেরিকার স্ট্যানলি স্টানজিকের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার মত অন্য কোন প্রতিযোগী ছিল না। প্রত্যেকটি উত্তোলনেই তিনি নূতন অলিম্পিক রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন এবং অন্যান্য প্রতিযোগী অপেক্ষা ১০।১৫ কিলোগ্রাম করিয়া অধিক উত্তোলন করেন। ৪১৭·৫ কিলোগ্রাম (১৩০+১৩০+১৫৭·৫) উত্তোলন করিয়া অনায়াসেই তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেন। অপর আমেরিকান ভারোত্তোলক হ্যারল্ড শাকাত্য ও সুইডেনের গোস্টা মাগনুসন দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

স্ট্যানভিক ১৯৪৬ সালে বিশ্ব লাইট ওয়েট চ্যাম্পিয়নশিপ এবং ১৯৪৭ সালে বিশ্ব মিডল ওয়েট চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেন। এই অলিম্পিকে তিনি লাইট হেভী ওয়েটে বিজয় লাভ করায় পর পর তিনটি বছরে তিনটি ওয়েটে চ্যাম্পিয়নশিপের অপূর্ব গৌরব লাভ করেন। ভারোত্তোলনের ইতিহাসে এইরূপ রেকর্ড বিরল।

হেভী ওয়েটেও আমেরিকান প্রতিযোগী জন ডেভিস তাঁহার অপূর্ব কৃতিত্বের স্বাক্ষরে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন। তিনি তাঁহার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আমেরিকার নরবার্ট শুমানস্কি অপেক্ষা ২৮·৫ কিলোগ্রাম অধিক ওজন উত্তোলন করেন। তাঁহার মোট উত্তোলন ৪৫২·৫ কিলোগ্রাম (১৩৭·৫+১৩৭·৫+১৭৭·৫) এবং প্রত্যেকটি বিভাগেব উত্তোলনই অলিম্পিক রেকর্ড এবং জার্কে ১৭৭·৫ বিশ্ব রেকর্ড হিসাবেও মর্যাদা লাভ করে। নরবার্ট শুমানস্কি দ্বিতীয় এবং হল্যাণ্ডের এ. চ্যাবিতে তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

চতুর্দশ অলিম্পিকের অশ্বারোহণ কলাকৌশল প্রতিযোগিতায় ড্রেসেজ (ব্যক্তিগত) তিনদিনব্যাপী প্রতিযোগিতা প্রিক্স দ্য ন্যাশন্স ক্রীড়াসূচীভুক্ত ছিল। ১৬টি রাষ্ট্রেব ১০৯ জন অশ্বারোহী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। অশ্বারোহীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল সামরিক অফিসার। এল্ডারশটের কমান্ড সেন্ট্রাল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ড্রেসেজ (ব্যক্তিগত) প্রতিযোগিতায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হয়। প্রথম চারজনের মধ্যে মাত্র ১৯ পয়েন্টের ব্যবধান ছিল।

সুইডেনের ক্যাপ্টেন হ্যান্স মোজার অনায়াসেই ৪৯২·৫ পয়েন্ট অর্জন করিয়া বিজয় লাভ করেন। ফরাসী অশ্বারোহী কর্নেল আন্দ্রে জুস্সোম দ্বিতীয়, সুইডেনের ক্যাপ্টেন গুস্তাভ বোল্টারস্টার্ন তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ক্যাপ্টেন মোজার ও কর্নেল জুস্সোম একাদশ অলিম্পিকেও অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। দলগত প্রতিযোগিতায় আন্দ্রে জুস্সোম, জ্যাঁ পেয়ার্দ, মরিস বুরে লইয়া গঠিত ফরাসী দল ১.২৬৯ পয়েন্ট পাইয়া বিজয় লাভ করে। আমেরিকা ও পর্তুগাল

দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে।* পর্তুগাল ও আর্জেন্টিনার অশ্বারোহণ কলাকৌশল প্রতিযোগিতায় যোগদান এই প্রথম।

থ্রি ডে ইভেন্টের (ব্যক্তিগত) ড্রেসেজে কর্নেল জ্যুসোম অনায়াসেই ৩২২ পয়েন্ট পাইয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। সহনশক্তির পরীক্ষা গতি প্রতিযোগিতা ও ক্রস কান্ট্রি রেসেও ফরাসী অশ্বারোহী ক্যাপ্টেন বার্নাদ শেভালিয়ের +৪ পয়েন্ট অর্জন করিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। বার্নাদ শেভালিয়ের ব্যতীত অন্য কোন অশ্বারোহীর পক্ষে প্লাস (+) পয়েন্ট অর্জন করার সৌভাগ্য হয় নাই। আমেরিকার লেঃ সি. এন্ডারসন –১৫ ও লেঃ কর্নেল ফ্রাঙ্ক হেনরী –২১ পয়েন্ট পাইয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। কর্নেল আন্দ্রে জ্যুসোম –২৯১ পয়েন্ট পাইয়া সর্বশেষ স্থান অধিকার করেন। সমস্ত বিষয় লইয়া ক্যাপ্টেন বার্নাদ শেভালিয়ের +৪ পয়েন্ট পাইয়া থ্রি ডে ইভেন্টের ব্যক্তিগত বিষয়ের স্বর্ণপদক অর্জন করেন। বার্নাদ শেভালিয়ের থ্রি ডে ইভেন্টের ড্রেসেজেও ২৯৬ পয়েন্ট পাইয়া ষষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছিলেন। –২১ পয়েন্ট পাইয়া আমেরিকার লেঃ কর্নেল ফ্রাঙ্ক হেনরী দ্বিতীয় ও –২৫ পয়েন্ট পাইয়া সুইডিশ অশ্বারোহী ক্যাপ্টেন জে. সেলফেল্ট তৃতীয় স্থান লাভ করেন। দলগত প্রতিযোগিতায় আমেরিকা ১৬১½ পয়েন্ট পাইয়া প্রথম স্থান লাভ করে। সুইডেন ও মেক্সিকো দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে। মাত্র পাঁচটি দল ব্যতীত অন্য কোন দলেরই তিনজন অশ্বারোহীর পক্ষে প্রতিযোগিতা শেষ করা সম্ভব হয় নাই।

১৬টি প্রতিবন্ধক সমন্বিত প্রিক্স দ্য ন্যাশনস্ প্রতিযোগিতা ওয়েম্বলী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। বৃষ্টির ফলে প্রতিবন্ধকের সম্মুখস্থ ভূমি পিচ্ছিল হওয়ায় চারিপাশে বালুকা ছড়াইয়া দেওয়া হয় কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অধিকাংশ ঘোড়াই লম্ফনে অস্বীকৃত হয়। প্রায় অর্ধেক প্রতিযোগীই অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। একমাত্র মেক্সিকোর হুম্বার্টো ম্যারিলেস কর্টেস-এর ৬½ ফল্টে বিজয় লাভ করার সৌভাগ্য হয়। মেক্সিকোর রুবেন উরিজা ও ফ্রান্সের জাঁ দ্য ওর্ডিয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

দলগত বিষয়ে কেবলমাত্র তিনটি দলের প্রতিযোগিতা সমাপ্ত করিবার সৌভাগ্য হয়। মেক্সিকো, স্পেন ও গ্রেট ব্রিটেন পর্যায়ক্রমে প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করে।

চতুর্দশ অলিম্পিকে পেন্টাথ্লন প্রতিযোগীদের সান্ডহার্স্টের রয়াল মিলিটারী কলেজে বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিলেও প্রতিযোগিতা বিভিন্ন স্থানে

* প্রকৃতপক্ষে সুইডেন ১৩৬৬ পয়েন্ট অর্জন করিয়া প্রতিযোগিতার পর স্বর্ণপদক অর্জন করে ও ফরাসী দল দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। (*Official Report of the London Games* published by British Olympic Association, p. 96) কিন্তু ১৯৫৩ সালে Federation equestre internationale সুইডেন দলে Persson Gehnall নামে একজন অশ্বারোহী বে-আইনীভাবে অংশগ্রহণ করিয়াছেন এই অভিযোগে সুইডেন দলকে বাতিল করিবার সুপারিশ চতুর্দশ অলিম্পিকের প্রস্তুতি কমিটির নিকট প্রেরণ করেন। এই সুপারিশ গ্রহণ করিয়া প্রস্তুতি কমিটি সুইডেন দলকে বাতিল এবং ফরাসী দলকে প্রথম বলিয়া ঘোষণা করেন।—Dr. Ferenc Mezo (*Les Jeux Olympiques Modernes*, p. 320).

অনুষ্ঠিত হয়। ৩০শে জুলাই ২২টি লম্ফন-সমন্বিত ৫,০০০ মিটার অশ্বারোহণ কলাকৌশল প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া মডার্ন পেন্টাথ্লনের সূচনা করা হয়।

সুইডেনের ক্যাপ্টেন উইলিয়াম গ্রুট ৯:১৮·২ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া প্রতিযোগিতায় বিজয় লাভ করেন। আমেরিকার ক্যাপ্টেন জর্জ মুর ও গ্রেট ব্রিটেনের লেঃ জে. লামসডেন তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ৪৭ জন প্রতিযোগী মডার্ন পেন্টাথ্লনের জন্য নাম প্রেরণ করিলেও দুইজন কোন প্রতিযোগিতাতেই অংশ গ্রহণ করেন নাই ও একজন আহত হইয়া প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় দিন অসি-সঞ্চালন প্রতিযোগিতায় ৪২ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। প্রত্যেক প্রতিযোগীকে অন্য ৪২ জন প্রতিযোগীর সহিত লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করিতে হওয়ায় প্রতিযোগিতা সমাপ্ত করিতে ১০ ঘণ্টা লাগে। ক্যাপ্টেন গ্রুট ও ব্রাজিলের লেঃ মবো কোহেলহো দুইজনই ২৮টি লড়াইয়ে বিজয়ী হইয়া যুগ্মভাবে প্রথম স্থান অধিকার করেন। লেঃ জর্জ মুর এই প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

২রা আগস্ট বিসলের পিস্তল রেঞ্জে পিস্তল শুটিং প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। প্রত্যেকেই হাঙ্গেরীর প্রতিযোগী পিস্তল শুটিং-এ স্বনামধন্য হাঙ্গেরীর ক্যাপ্টেন এল. কারাকসনের বিজয়ের আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম দিনে অশ্বারোহণ প্রতিযোগিতায় পতনের ফলে তাঁহার কণ্ঠাস্থি ভাঙিয়া যায়। তবু তিনি বামহাতে অসি-সঞ্চালন কৌশলে অংশ গ্রহণ করেন। চিকিৎসকের উপদেশ অমান্য করিয়া তিনি পিস্তল শুটিং-এ অংশ গ্রহণ করেন বটে কিন্তু তাঁহার প্রথম গুলিটিই টার্গেটের বাহিরে চলিয়া যাওয়ায় তাঁহার সকল আশা নির্মূল হইয়া যায়। দীর্ঘদিনের অধ্যবসায় সহকারে অনুশীলনের ফল ভাগ্যদেবীর বিরূপ ভ্রূকুটিতে একেবারেই নিষ্ফল হইয়া গেল। তিনি প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

প্রতিযোগিতায় পাঁচজন প্রতিযোগী ১৯০ পয়েন্ট পাইয়া পর্যায়ক্রমে প্রথম পাঁচটি স্থান লাভ করেন। সুইজারল্যান্ডের লেঃ বি. রায়েম ও স্মিদ্ প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। ১৯০ পয়েন্ট অর্জন করা সত্ত্বেও ক্যাপ্টেন গ্রুট মডার্ন পেন্টাথ্লনের নিয়মানুযায়ী পঞ্চম স্থান অধিকার করেন।

২রা আগস্ট অপরাহ্ণ হইতেই প্রবল বর্ষণ আরম্ভ হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অল্ডারশট বরো কাউন্সিলের সুইমিং বাথে প্রচুর দর্শক সমাগম হয়। প্রতিযোগিতায় ক্যাপ্টেন গ্রুট ৪:১৭ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত স্পর্শ করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ডসহ বিজয় লাভ করেন। হাঙ্গেরীর সার্জেন্ট জন্দি দ্বিতীয় ও ফিনল্যান্ডের লেঃ ভিলকো তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

প্রতিযোগিতার শেষ দিন ৪ঠা আগস্ট আবহাওয়া বেশ ভালই ছিল। রয়াল মিলিটারী একাডেমীর সন্নিকটস্থ এলাকায় ৪,০০০ মিটার ক্রস কান্ট্রি রেস আরম্ভ হয়। গ্রুটের বিজয় সম্পর্কে কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না কিন্তু প্রথম নয়জনের মধ্যে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিলে গ্রুট নূতন রেকর্ড স্থাপন করিতে পারিবেন বলিয়া প্রত্যেকে তাঁহার ফলাফলের উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করেন।

পর্বতসংকুল ঘন অরণ্যের চড়াই উতরাই-এর মধ্যে ক্রস কান্ট্রি রেসে প্রতিযোগীদের বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। তাহা সত্ত্বেও সুইডেনের লেঃ উইলিন ১৪:০৯·৯ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন। ফিনিশ প্রতি-

বোগী ভিলকো প্লাতানও ১৫ মিনিটের পূর্বে শেষ সীমান্ত অতিক্রমের সৌভাগ্য লাভ করেন।

প্রতিযোগিতায় সমস্ত বিষয়ের পয়েন্ট মিলাইয়া ক্যাপ্টেন ১৬ পয়েন্ট পাইয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। আমেরিকার ক্যাপ্টেন জর্জ মুরে ৪৭ পয়েন্ট পাইয়া এবং সুইডেনের গস্টা গার্ডিন ৪৯ পয়েন্ট পাইয়া পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ৪৪৭ পৃষ্ঠায় পর্যায়ক্রমে প্রথম চারজন প্রতিযোগীর প্রতিযোগিতার বিশদ ফলাফল দেওয়া হইল।

লণ্ডন চতুর্দশ অলিম্পিকের স্থান হিসাবে নির্দিষ্ট হওয়ার পর আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির স্টকহলমের চত্বারিংশতম অধিবেশনে স্থির হয় যে জিমন্যাস্টিক্‌স প্রতিযোগিতা চতুর্দশ অলিম্পিক প্রতিযোগিতার মূল স্টেডিয়াম অর্থাৎ ওয়েম্বলী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হইবে। গ্রেট ব্রিটেনের অপেশাদার জিমন্যাস্টিক এসোসিয়েশন এই সিদ্ধান্তকে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিতে পারে নাই কারণ ঐ সময়ে গ্রেট ব্রিটেনের আবহাওয়া অনুযায়ী খোলা ময়দানে জিমন্যাস্টিক্‌সের প্রতিযোগিতা খুব সহজসাধ্য হইত না।

৯ই আগস্ট জিমন্যাস্টিক্‌সের প্রতিযোগিতা ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে আরম্ভ করা হয়। ৮ই আগস্ট রাত্রে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হইয়াছিল। প্রতিযোগিতা আরম্ভের ঘোষণার সংগে সংগে বিভিন্ন রাষ্ট্র হইতে মাঠের পিচ্ছিল অবস্থার জন্য আন্তর্জাতিক জিমন্যাস্টিক্‌স ফেডারেশনের নিকট প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়। অবিলম্বে আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের টেকনিক্যাল কমিটির জরুরী অধিবেশন বসে এবং স্থির করা হয় পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগের প্রতিযোগিতাই ১২ হইতে ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত এম্প্রেস হলে অনুষ্ঠিত হইবে। গ্রেট ব্রিটেনের অপেশাদার জিমন্যাস্টিক এসোসিয়েশন প্রাণপণ চেষ্টা চালাইয়া ১১ই আগস্ট রাত্রের মধ্যে 'এম্প্রেস হল' কোন মতে প্রতিযোগিতার উপযুক্ত করিয়া দেয়।

পুরুষ বিভাগে ১৬টি ও মহিলা বিভাগে ১১টি দল অংশ গ্রহণ করে। পুরুষ জিমন্যাস্টদের ৮টি করিয়া দুইটি দলে বিভক্ত করা হয় ও একই সংগে এই আটটি দলের হোরাইজেন্টাল বার, প্যারালাল বার, রিং, পোমেল্ড হর্স, লং হর্স, ভল্টিং এবং হলের এক পাশে একটি পাটাতনের উপর ফ্রি এক্সারসাইজ চলিতে থাকে। একই সংগে মহিলাদেরও বিম ব্যালেন্স, সাইড হর্স ভল্টিং, সুইমিং রিং এবং দলগত প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে।

একই সংগে সমস্ত প্রতিযোগিতা চলিতে থাকায় দর্শকদের বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। ইচ্ছা থাকিলেও একই সংগে চলার জন্য অনেক ভাল ভাল প্রদর্শনী দেখা অনেক দর্শকের ভাগ্যে ঘটে নাই। প্রতিযোগিতা কিছুটা অগ্রসর হইবার পর পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় পুরুষ বিভাগে ফিনল্যাণ্ড এবং সুইজারল্যাণ্ডের মধ্যে এবং মহিলা বিভাগে চেকোশ্লোভাকিয়া এবং হাংগেরীর মধ্যে প্রথম স্থানের জন্য প্রতিযোগিতা নিবদ্ধ থাকিবে।

সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক দর্শক সমাগম হয় হোরাইজেন্টাল বারে। প্রতিযোগিতার মানও এত উন্নত ধরনের হয় যে এমনকি বিচারকদের পর্যন্ত বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী সুইজারল্যাণ্ডের যোশেফ স্ট্যাডলার সম্ভাব্য ৪০ পয়েন্টের মধ্যে ৩৯·৭ পয়েন্ট অর্জন করেন। ৩৯·৪ পয়েন্ট অর্জন করিয়া অপর সুইস জিমন্যাস্ট ওয়াল্টার লেম্যান এবং ৩৯·২ পয়েন্ট পাইয়া ফিনল্যাণ্ডের ভেইক্কো হুটানেন দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

নাম	রাষ্ট্র	অশ্বারোহণ কলাকৌশল প্রতিযোগিতা			অসি-সঞ্চালন প্রতিযোগিতা		শ্যুটিং			সন্তরণ		ক্রস কান্ট্রি রেস		সর্বসাকুল্যে
		সময়	পয়েন্ট	স্থান	বিজয়	স্থান	হিট	পয়েন্ট	স্থান	সময়	স্থান	সময়	স্থান	পয়েন্ট
ক্যাপ্টেন উইলিয়াম গ্রুট	সুইডেন	৯:১৮·২	১০০	প্রথম	২৮	প্রথম	২০	১৯০	পঞ্চম	৪:১৭	প্রথম	১৫:২৮·৯	অষ্টম	১৬
মেজর জর্জ মুর	আমেরিকা	৯:২২·৭	১০০	দ্বিতীয়	২৬	তৃতীয়	২০	১৮৩	একবিংশ	৫:৯·২	সপ্তদশ	১৫:০৬·৫	চতুর্থ	৪৭
লে. গস্টা গার্ডিন	সুইডেন	৯:৪২·৬	১০০	ষষ্ঠ	১৯	সপ্তদশ	২০	১৮৮	দশম	৪:৪৩·১	একাদশ	১৫:৮·৭	পঞ্চম	৪৯
লে. এল. ভিল্কো	ফিনল্যাণ্ড	৯:৫৫·২	৯২	সপ্তদশ	১৩	অষ্টাবিংশৎ	২০	১৯০	চতুর্থ	৪:২৪	তৃতীয়	১৪:২১·৯	দ্বিতীয়	৬৪

অন্যান্য বিষয়েও প্রতিযোগিতার মান বিশেষ উন্নত ধরনেরই হয়। ৩৯·৫ পয়েন্ট অর্জন করিয়া সুইস জিমন্যাস্ট মাইকেল রিউস প্যারালাল বারে স্বর্ণপদক অর্জন করেন। মাত্র ০·২ পয়েন্টের ব্যবধানে ভেইক্কো হুটানেন এ বিষয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। অপর দুইজন সুইস জিমন্যাস্ট ক্রিশ্চিয়ান কিফার ও জোসেফ স্ট্যাডলার যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ফ্লাইং রিং-এও সুইস প্রতিযোগীদ্বয় কার্ল ফ্রেই ও মাইকেল রিউস ৩৯·৬ ও ৩৯·১ পয়েন্ট অর্জন করিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার ঝদনেক রুদিকা তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। জোসেফ স্ট্যাডলার এ বিষয়ে পঞ্চম স্থান অধিকার করেন।

ফ্রি এক্সারসাইজ ব্যতীত অন্যান্য দুইটি বিষয়ে ফিনিশ জিমন্যাস্টদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয। পোমেল্ড হর্সে প্যাভো আলতোনেন, ভেইক্কো হুটানেন ও হেইকি স্যাভোলেইনেন এই তিনজন ফিনিশ জিমন্যাস্টই ৩৮·৭ পয়েন্ট অর্জন করিয়া যুক্তভাবে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইটালীর লুইগী জ্যানেত্তি ৩৮·৩ পয়েন্ট এবং গুইদো ফিগোন ৩৮·২ পয়েন্ট পাইয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। মাইকেল রিউস এ বিষয়ে পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। লং হর্স ভল্টেও ফিনিশ জিমন্যাস্ট প্যাভো আলতোনেন ও ওলাভি রোভ ৩৯·১ ও ৩৯ পয়েন্ট পাইয়া প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ৩৮·৫ পাইয়া যুক্তভাবে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন হাঙ্গেরীর জানস্ মোগিওরসি ক্লেনেক্স, ফেরেঙ্ক পাটাকি ও চেকোশ্লোভাকিয়ার এল. সোটেরনিক*। ভেইক্কো হুটানেন এ বিষয়ে চতুর্থ স্থান অধিকাব করেন।

ফ্রি এক্সারসাইজে হাঙ্গেবীব ফেরেঙ্ক পাটাকি ও জানস্ মোগিওরসি ক্লেনেক্স ৩৮·৭ ও ৩৮·৪ পয়েন্ট অর্জন করিযা প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার ঝদনেক রুদিকা ও এল. সোটোরনিক তৃতীয় ও ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন।

সকল বিষয়ে কুশলী ও শ্রেষ্ঠ জিমন্যাস্ট প্রতিযোগিতায় ফিনল্যাণ্ডের ভেইক্কো হুটানেন ২২৯·৭ পয়েন্ট অর্জন কবিয়া প্রথম ফিনল্যাণ্ডের পক্ষে এ বিষয়ের স্বর্ণপদক অর্জন করেন। ২২৯·০ পয়েন্ট পাইয়া সুইজারল্যাণ্ডের ওয়াল্টার লেম্যান রৌপ্য ও প্যাভো আলতোনেন ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

সর্ববিষয়ে কুশলী ও শ্রেষ্ঠ জিমন্যাস্টেব দলগত প্রতিযোগিতায় ভেইক্কো হুটানেন, প্যাভো আলতোনেন, হেইকি স্যাভোলেইনেন, ওলাভি রোভ, এনারি তেরাসভিরটা, আলে সারভালা, ক্যালেভি লেটিনেন ও সুলো স্যালামি লইয়া গঠিত ফিনিশ জিমন্যাস্ট দল ১৩৫৮·৩ পয়েন্ট অর্জন করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করে। ১৩৫৬·৭ পয়েন্ট পাইয়া সুইজারল্যাণ্ড দ্বিতীয় ও হাঙ্গেরী তৃতীয় স্থান লাভ করে। মহিলাদের দলগত প্রতিযোগিতায় চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী ও আমেরিকা পর্যায়ক্রমে প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করে।

ফিনিশ জিমন্যাস্ট ডাঃ হেইকি স্যাভোলেইনেনের কৃতিত্বের অপূর্ব বিবরণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৯২৮ সালে আমস্টার্ডামে নবম অলিম্পিকে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন এবং পোমেল্ড হর্সে প্রথম ফিনল্যাণ্ডের পক্ষে ব্রোঞ্জ পদক অর্জনের গৌরব লাভ করেন। ইহার পর তিনি লস এঞ্জেলসের দশম

* *Official Report of the London Olympic Games,* published by British Olympic Association, p. 76.

অ্যালুম্পিয়াডে হোরাইজেন্টল বারের রৌপ্য পদক এবং সর্ববিষয়ে কুশলী ও শ্রেষ্ঠ জিমন্যাস্টের প্রতিযোগিতায় (ব্যক্তিগত ও দলগত) দুইটি এবং প্যারালাল বারে একটি—মোট তিনটি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। বার্লিনের একাদশ অলিম্পিকেও সর্ববিষয়ে কুশলী ও শ্রেষ্ঠ জিমন্যাস্টের দলগত প্রতিযোগিতায় তিনি রৌপ্য পদক লাভ করেন। দীর্ঘ আট বৎসর পর লণ্ডনের চতুর্দশ অলিম্পিকে তিনি দুইটি স্বর্ণ ও একটি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। পদক ব্যতীতও এই চারিটি অলিম্পিকে তিনি কয়েকবারই বিভিন্ন বিষয়ে প্রথম ছয়জনের মধ্যে ছিলেন'

বহুবার ফিনিশ চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করা ব্যতীতও তিনি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপেও কয়েকবার অংশ গ্রহণ করেন এবং বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে হোরাইজেন্টল বারেও বিজয় লাভ করিয়াছিলেন. ১৯২৮ সালে আমস্টার্ডামে প্রথম আত্মপ্রকাশের পর দীর্ঘ ২৪ বৎসর ব্যবধানে তিনি তাঁহার পঞ্চম অলিম্পিক—হেলসিংকির পঞ্চদশ অলিম্পিকে অংশ গ্রহণ করেন ও হোরাইজেন্টল বারে চতুর্থ ও পোমেল্ড হর্সে নবম স্থান অধিকার করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য দুইটি অলিম্পিক প্রতিযোগিতা বন্ধ না থাকিলে তাঁহার কৃতিত্বের অপূর্ব বিবরণ আরও দীর্ঘ স্থান অধিকার করিত সন্দেহ নাই।*

২রা আগস্ট হইতে ৬ই আগস্ট পর্যন্ত বিসলে ক্যাম্প রাইফেল ও পিস্তল শুটিং রেঞ্জে চতুর্দশ অলিম্পিকের শুটিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় ৫০ মিটার ফ্রি পিস্তল. ২৫ মিটার "ফ্রি স্মল বোর রাইফেল" (·২২ বোর), ২৫ মিটার অটোমেটিক পিস্তল ও ৩০০ মিটাব ফ্রি রাইফেল এই চারিটি বিষয় ক্রীড়াসূচীভুক্ত ছিল।

৫০ মিটার ফ্রি পিস্তলে ৫০ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগীদের প্রত্যেক বারে দশটি করিয়া ছয়বার মোট ৬০টি গুলি নিক্ষেপ করিতে হয়। প্রত্যেক প্রতিযোগী একই সঙ্গে গুলি নিক্ষেপ করেন।

প্রতিযোগিতায় পেরুর প্রতিযোগী ক্যাম ই ভ্যাসকুয়েজ মোট ৫৪৫ পয়েন্ট অর্জন করিয়া স্বর্ণপদক অর্জন করেন। সুইজারল্যাণ্ডের রুডলফ্ শখ্নাইডার, সুইডেনের থর্স্টেন উলম্যান ও আমেরিকার এইচ. ব্যানার তিনজনেই ৫৩৯ পয়েন্ট পাওয়ায় দ্বিতীয় স্থান লইয়া টাই হয়। শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক অপেশাদার শুটিং ইউনিয়নের নিয়মানুযায়ী টার্গেট পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া শখ্নাইডাব, উলম্যান ও ব্যানারকে পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

৫০ মিটার ফ্রি রাইফেলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ৭১ জন রাইফেলচালক অংশ গ্রহণ কবেন। প্রতিযোগীদেব প্রতিবারে ১৫ মিনিটের মধ্যে ১০টি করিয়া মোট ৬ বারে ৬০টি গুলি নিক্ষেপ করিতে হয়। প্রতিযোগিতায় আমেবিকান প্রতিযোগিদ্বয়—আর্থার কুক্ ও ওয়াল্টার থমসন উভয়েরই ৫৯টি গুলি "বুলস্ আই"-এ বিদ্ধ হয় এবং কেবল একটি গুলি সরিয়া যাওয়ায় উভয়েই সম্ভাব্য ৬০০-এর মধ্যে ৫৯৯ পয়েন্ট প্রাপ্ত হন। আন্তর্জাতিক অপেশাদার শুটিং ইউনিয়নের নিয়মানুযায়ী বিশেষ বিচার-বিবেচনার পর কুক্ ও থমসন যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় বলিয়া ঘোষিত হন। সুইডেনের জোনাস জনসন এবং নরওয়ের এইচ. কংগসজোর্ডেন ও টি. স্ক্রেডগার্ড তিনজনই ৫৯৭ পয়েন্ট পাওয়ায় আবার

* *Finland and Sports,* published by State Sports Board, Gymnastics.

তৃতীয় স্থান লইয়া টাই হয়। শেষ পর্যন্ত বিশেষ বিচার-বিবেচনার পর জনসন, কংগসজোর্ডেন ও স্ক্রেডগার্ডকে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

২৫ মিটার অটোমেটিক পিস্তলে ৫৯ জন অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগীদের সিল্যুট টার্গেটে মোট ৬০টি গুলি নিক্ষেপ করিতে হয়। প্রতিযোগিতায় সর্বাপেক্ষা অধিক দর্শক সমাগম হয।

প্রতিযোগিতায় হাঙ্গেরিয়ান সামরিক বিভাগীয় অফিসার ক্যারোলি ট্যাকাস ৫৮০ পয়েন্ট অর্জন করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ডসহ স্বর্ণপদক লাভ করেন। প্রখ্যাত এই প্রতিযোগী ১৯২৯ হইতে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত ডান হাতেই গুলি নিক্ষেপ করিতেন কিন্তু ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বরে একটি সামরিক মহড়ায় তাঁহার হাতে একটি হাতবোমা বিস্ফোরিত হওয়ায় তাঁহার ডান হাত উড়িয়া যায়। সেই হইতেই তিনি বাম হাতে পিস্তল নিক্ষেপ আরম্ভ করেন ও একটি হাত কৃত্রিম হওযা সত্ত্বেও অপর হস্তে অলিম্পিক রেকর্ডসহ স্বর্ণপদক লাভ করায় প্রচুর অভিনন্দন লাভ করেন। আর্জেন্টিনার এনরিক ডায়াজ সায়েঞ্জ ভ্যালেন্টাইন ও সুইডেনের এম. ল্যান্ডকুইস্ট রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

৩০০ মিটার ফ্রি রাইফেল প্রতিযোগিতার জন্য বিখ্যাত সেঞ্চুরি রেঞ্জে একটি "কাভার্ড ফায়ারিং বেঞ্জ" বিশেষভাবে নির্মিত হয়। ৩৬ জন রাইফেল চালক এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ কবেন এবং কেবলমাত্র ৯ মিলিমিটার কম বোরের এবং ৯ কিলোগ্রাম কম ওজনের রাইফেলসমূহ এই প্রতিযোগিতার জন্য অনুমোদন করা হয়। "প্রোন, নিলিং এবং স্ট্যান্ডিং" এই তিনটি অবস্থায় গুলি নিক্ষেপ করিতে হইত এবং সুইজারল্যান্ডের এমিল গ্রুনিগ প্রোনে ৩৯০, নিলিং-এ ৩৭৫ এবং স্ট্যান্ডিং-এ ৩৫০ পযেন্ট এবং সর্বসাকুল্যে ১১২০ পয়েন্ট অর্জন করিযা স্বর্ণপদক অর্জন কবেন। ফিনল্যান্ডের পৌলি জ্যানহোনেন, নরওয়ের উইলি রোজবার্গ যথাক্রমে মোট ১,১১৪ ও ১,১১২ পযেন্ট পাইয়া রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক প্রাপ্ত হন।

চতুর্দশ অলিম্পিকে মল্লযোদ্ধাদের সংখ্যা পূর্ববর্তী সমস্ত অলিম্পিকের মল্লযোদ্ধাদের সংখ্যাকে ছাড়াইযা যায। ২১টি রাষ্ট্র হইতে ২৬৬ জন মল্লযোদ্ধা মল্লযুদ্ধের উভয় বিষয়ে অংশ গ্রহণ করেন। ইহার মধ্যে ১৯৫ জন ছিলেন ফ্রিস্টাইলের প্রতিযোগী আর ১৮০ জন ছিলেন গ্রীসো-রোমানে।

প্রতিযোগী সংখ্যা এত বেশী হওযায ৩০শে জুলাই হইতে ৬ই আগস্ট পর্যন্ত মল্লযুদ্ধের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তিনটি ৪০ ফিটের পাটাতনেব উপর অলিম্পিক প্রতিযোগিতার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত ২৬ বর্গফুটের ম্যাট, বৈদ্যুতিক ফলাফল নির্ণাযক ও প্রতিযোগিতাব ফলাফল দর্শকদের জানাইবাব জন্য বিপুল-আয়তন একটি স্কোব বোর্ড এবং প্রতিযোগিতা সুপরিচালনেব জন্য আধুনিকতম অন্যান্য ব্যবস্থা পূর্বাপর অলিম্পিকের সমস্ত ব্যবস্থাকে ম্লান করিয়া দিয়াছিল।

প্রথম দিন সকাল সাতটায় ও অন্যান্য দিন সকাল আটটা হইতে প্রতিযোগীদের দৈহিক ওজন লওয়া হয়। প্রতিযোগিতায় সুস্পষ্টভাবেই তুরস্ক ও সুইডেনের মল্লযোদ্ধারা প্রাধান্য বিস্তার করে। তুরস্ক ফ্রিস্টাইলে ৪টি ও গ্রীসো-রোমানে ২টি মোট ছয়টি স্বর্ণপদক অর্জন করে। তুরস্ক অবশ্য চারিটি রৌপ্য ও একটি ব্রোঞ্জ পদকও অর্জন করে। সুইডেন গ্রীসো-রোমানের পাঁচটি স্বর্ণপদক ব্যতীতও পাঁচটি রৌপ্য ও তিনটি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।

ফ্রিস্টাইলের ফ্লাই ওয়েটে ফিনল্যাণ্ডের লেনার্ত ভিটালা বিজয় লাভ করেন। তিনি প্রথম রাউণ্ডে রৌপ্যপদকপ্রাপ্ত তুরস্কের মল্লবীর হালিৎ বালামিরকে পয়েন্টে পরাজিত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাউণ্ডে তিনি বেল-জিয়ামের এলেমোঁ এবং আমেরিকার বি. জের্নিগানকে পরাজিত করিয়া এবং চতুর্থ রাউণ্ডে বাই পাইয়া পঞ্চম রাউণ্ডে উন্নীত হন। পঞ্চম রাউণ্ডে তিনি সুইডেনের কে. জোহানসনকে পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। তুরস্কের হালিৎ বালামির ও সুইডেনের থুরে জোহানসন যথাক্রমে রৌপ্য ও ব্রো॰ পদক লাভ করেন।

ভারতীয় মল্লবীর কে. ডি. যাদব প্রথম রাউণ্ডে অস্ট্রেলিয়ার বি. হ্যারিস ও দ্বিতীয় রাউণ্ডে আমেরিকার বি. জের্নিগানকে পয়েন্টে পরাজিত করেন এবং তৃতীয় রাউণ্ডে ইরানের এম. রইসির নিকট পরাজিত হওয়ায় প্রতিযোগিতায় ষষ্ঠ স্থান ও ভারতের পক্ষে একটি পয়েন্ট অর্জন করেন।*

ব্যান্টাম ওয়েটে তুরস্কের মল্লযোদ্ধা নাসুয়া আকর সহজেই পঞ্চম রাউণ্ডে উন্নীত হন এবং ফরাসী মল্লযোদ্ধা শার্ল কুয়োসকে পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। আমেরিকার জিরাল্ড লিম্যান ও ফ্রান্সের শার্ল কুয়োস দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

ভারতীয় মল্লযোদ্ধা নির্মল বসু প্রথম রাউণ্ডেই জিরাল্ড নিউম্যানের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় রাউণ্ডেও ফিনিশ মল্লযোদ্ধা ই. জোহানসনের নিকট পরাজিত হওয়ায় তিনি অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

ফেদারওয়েটে তুরস্কের মল্লবীর গজনফর বিলজে অনায়াসেই বিজয় লাভ করেন। সুইডেনের ইভব জোলিন ও সুইজারল্যাণ্ডের এডলফ্ মুলার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ভারতীয় মল্লযোদ্ধা বি. সূর্যবংশী প্রথম ও দ্বিতীয় রাউণ্ডে পরাজিত হইয়া প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

লাইট ওয়েটেও তুরস্কের মল্লযোদ্ধা সেলাল আতিক প্রথম রাউণ্ডে আমে-রিকার ডব্লু. কল, দ্বিতীয় রাউণ্ডে ভারতের বান্তা সিং, তৃতীয় রাউণ্ডে দক্ষিণ আফ্রিকার এ. রায়েস, চতুর্থ রাউণ্ডে ফিনল্যাণ্ডের লেপানেন, পঞ্চম রাউণ্ডে ইটালীর জি নিস্জোলা ও ষষ্ঠ রাউণ্ডে সুইডেনের গস্টা ফ্রাণ্ডফোর্সকে পরাজিত করিয়া বিজয় লাভ করেন। সুইডেনের গস্টা ফ্রাণ্ডফোর্স ও সুইজার-ল্যাণ্ডের হারম্যান বোম্যান যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। বান্তা সিং প্রথম ও দ্বিতীয় রাউণ্ডে পরাজিত হইয়া অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

ওয়েল্টার ওয়েটেও তুরস্কের ইয়াজার দগু** ছয়টি রাউণ্ডে ছয়টি মল্লযুদ্ধে বিজয় লাভ করিয়া এবং একটি রাউণ্ডে বাই পাইয়া তুরস্কের পক্ষে চতুর্থ স্বর্ণ-পদক অর্জন করেন। অস্ট্রেলিয়ার রিচার্ড গেরার্ড ও আমেরিকার লেল্যাণ্ড মারিল রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। ভারতীয় প্রতিযোগী এ. ভার্গব প্রথম রাউণ্ডেই

* অবশ্য বেসরকারীভাবে মল্লযোদ্ধার পয়েন্ট অর্জন ইহাই প্রথম নয়। সপ্তম অলিম্পিকে ভারতীয় মল্লযোদ্ধা সিন্ধে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া ভারতের পক্ষে প্রথম পয়েন্ট অর্জন করেন।

** *The Album of the "U.S.A. Olympic Committee"* ভ্রমক্রমে হাঙ্গেরীর গুয়ালো বরিসকে হেভী ওয়েটের স্থলে ওয়েল্টার ওয়েটের বিজয়ী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে।

ইয়াজার দগ্নুর সঙ্গে মল্লযুদ্ধে পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হন। দ্বিতীয় রাউণ্ডে তিনি মেক্সিকোর ই. ওজেদাকে পরাজিত করিয়া তৃতীয় রাউণ্ডে উন্নীত হন বটে কিন্তু তৃতীয় রাউণ্ডে রিচার্ড গেরার্ড-এর নিকট পুনরায় পরাজিত হইয়া অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এই ওয়েটের বিজয়ী ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর সঙ্গে লড়িতে না হইলে হয়তো এ. ভার্গবও কে. যাদবের ন্যায় ভারতের পক্ষে আরও একটি অমূল্য পয়েন্ট অর্জনে সক্ষম হইতেন।

মিডল ওয়েটে আমেরিকান প্রতিযোগী গ্লেন ব্রাণ্ড বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম চারজন মল্লযোদ্ধাকে পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক অর্জন করেন। তিনি চতুর্থ রাউণ্ডে তুরস্কের খ্যাতনামা মল্লযোদ্ধা আদিল কাণ্ডেমিরকেও পরাজিত করিবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। আদিল কাণ্ডেমির রৌপ্য ও সুইডেনের এরিখ লিণ্ডেন ব্রোঞ্জ পদক প্রাপ্ত হন। ভারতীয় প্রতিযোগী কে. পি. রায় প্রথম ও দ্বিতীয় রাউণ্ডে পরাজিত হইয়া অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

লাইট হেভী ওয়েটেও আমেরিকান মল্লযোদ্ধা হেনরী উইটেনবার্গ বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ছয়জন মল্লযোদ্ধাকে পরাজিত করিয়া আমেরিকাব পক্ষে দ্বিতীয় স্বর্ণ পদক অর্জনের গৌরব লাভ করেন। সুইজারল্যাণ্ডের ফ্রিজ স্টকলি ও সুই-ডেনের বেঙ্গট্ ফলক্‌ভিস্ট দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

হেভী ওয়েটে হাঙ্গেরীর গুয়ালা ববিস চারজন মল্লযোদ্ধাকে পরাজিত কবিয়া হেভী ওযেটের স্বর্ণপদক লাভ করেন। সুইডেনের বার্তিল এণ্ডারসন ও অস্ট্রেলিয়ার জে. আর্মস্ট্রং রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

গ্রীসো-রোমান মল্লযুদ্ধ

গ্রীসো-বোমান মল্লযুদ্ধেব ফ্লাই ওয়েটে ইটালীর পিয়েত্রো লম্বার্ডি অনায়াসেই বিশ্বের ৫ জন শ্রেষ্ঠতম মল্লযোদ্ধাকে পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। কিন্তু ষষ্ঠ রাউণ্ডে রৌপ্য পদকের অধিকারী তুরস্কের মল্লবীর কেনান ওলকের সহিত মল্লযুদ্ধে তাঁহাব বিজয় বিচারকদের মতভেদের কারণ হইযা দাঁড়াইযাছিল। ফিনিশ মল্লযোদ্ধা রেইনো কাঙ্গাসমাকি এ বিষয়ে ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

ব্যান্টাম ওয়েটে সুইডেনেব কুর্ট প্যাটারসন ইটালীর এফ. সুম্পো, হাঙ্গেরীর এল. বিরিঙ্গাব, ফিনল্যাণ্ডের টি. লেম্পিনেন এবং ইজিপ্টের মহম্মদ হাসান আলিকে* পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক অর্জন করেন। কিন্তু তৃতীয় রাউণ্ডে নরওয়ের আর মেয়ার্লির নিকট তাঁহাকে পরাজয় বরণ করিতে হইয়া-ছিল। ইজিপ্টের মহম্মদ হাসান আলি ও তুরস্কের এইচ. কায়া যথাক্রমে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেন।

ফেদার ওয়েটে তুরস্কের মল্লবীর মহম্মদ ওকতাভ অনায়াসেই ফিনিশ মল্ল-যোদ্ধা ই. তালোসা, সুইডেনেব ওল আন্দেরবার্গ, ইজিপ্টের এস. এম. কান্দিল এবং অস্ট্রিয়ার জে. ওয়েভনারকে পরাজিত করিয়া তুরস্কের পক্ষে মল্লযুদ্ধের পঞ্চম স্বর্ণপদক অর্জন করেন। সুইডেনের ওল আন্দেরবার্গ এবং হাঙ্গেরীর ফেরেঙ্ক টথ দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

* Comite Olympique Egyptien : *Bulletin D' Informations,* September 1956.

লাইট ওয়েটে সুইডেনের কার্ল ফ্রেইজ* অনায়াসেই তাঁহার পাঁচজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়া সুইডেনের পক্ষে দ্বিতীয় স্বর্ণপদক অর্জন করেন। নরওয়ের আগে এরিখসন ও হাঙ্গেরীর ক্যারোলি ফেরেঞ্জ দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

ওয়েল্টার ওয়েটেও সুইডিশ প্রতিযোগী গস্টা এন্ডারসন নেদারল্যান্ডের জে. শউটেন, ডেনমার্কের সি. হ্যানসেন, ইটালীর এল. রিগামন্টি, ফ্রান্সের আর. চেসর্নো এবং হাঙ্গেরীর মিকলোস জিলভ্যাসিকে পর্যায়ক্রমে পরাজিত করিয়া বিজয় লাভ করেন। মিকলোস জিলভ্যাসি ও সি. হ্যানসেন দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

মিডল ওয়েটেও বিজয়ী সুইডিশ মল্লবীর এক্সেল গ্রোনবার্গ ছয়জন প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়া সুইডেনের সুনাম বৃদ্ধি করেন। তুরস্কের এম. টাইফুর এবং ইটালীর এক্রোল গ্যালেগ্যাটি দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

লাইট হেভী ওয়েটেও সুইডিশ মল্লযোদ্ধা কার্ল নিলসন তাঁহার ছয়জন প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়া সুইডেনের পক্ষে পঞ্চম স্বর্ণপদক অর্জন করেন। ষষ্ঠ রাউন্ডে তিনি রৌপ্য পদকের অধিকারী ফিনিশ মল্লবীর কায়েলপো গ্রনধালকে পরাজিত করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ইজিপ্টের ইব্রাহিম ওরাবি এ বিষয়ে তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

হেভী ওয়েটে তুরস্কের আমেদ কিরৌক তুরস্কের ষষ্ঠ এবং শেষ স্বর্ণ পদকটি অর্জন করেন। সুইডেনের টর নিলসন ও গুইদো ফ্যান্টৌনি এ বিষয়ের রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

নৌ-বাহন প্রতিযোগিতা

চতুর্দশ অলিম্পিকের রোয়িং প্রতিযোগিতা বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম "রোয়িং কোর্স" "হেনলী অন টেমসে" অনুষ্ঠিত হয়। টেম্পেল দ্বীপ হইতে হেনলীর "রিগাট্টা ফিনিশিং লাইন" পর্যন্ত ১৮৮০ মিটার প্রতিযোগিতার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। ২৬টি রাষ্ট্রের প্রতিযোগিগণ এই নৌবাহন প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সিঙ্গল স্কালে ১৪টি রাষ্ট্রের ১৪ জন নাবিক অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগীদের মধ্যে ডায়মন্ড স্কালের তিনজন বিজয়ী—অস্ট্রেলিয়ার মেরভিন উড, আমেরিকার সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অলিম্পিকের সিঙ্গল স্কাল ও ডাবল্ স্কালের বিজয়ী জন কেলীর পুত্র জন (জুনিয়ার) কেলী ও ফ্রান্সের শেফারিয়াডস্ ছিলেন। ফাইন্যালে অস্ট্রেলিয়ার মেরভিন উড ৭:২৪·৪ মিনিটে শেষসীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিজয় লাভ করেন। উরুগুয়ের এডওয়ার্ড রিসো ও ইটালীর রোমালো ক্যাটাস্টা যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

ডাবল স্কালে বিজয়ী গ্রেট ব্রিটেন দলের প্রথম রাউন্ডে ফ্রান্সের নিকট পরাজয় এমনকি বিশেষজ্ঞদেরও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত রিপেচেজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হইয়া গ্রেট ব্রিটেন ফাইন্যালে যোগদানের সুযোগ লাভ

* *Official Report of the London Olympic Games,* published by British Olympic Association, p. 66. প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাউন্ডে জি. ফ্রেইজ এবং চতুর্থ ও পঞ্চম রাউন্ডে কে. ফ্রেইজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মনে হয় ভুলক্রমেই জি. ফ্রেইজ করা হইয়াছে।

করে ও আর. বার্নেল এবং বি. বুশনেল পরিচালিত ব্রিটেনের ডাবল্ স্কালই ৬:৫১·৩ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিজয় লাভ করে। আমেরিকা ও বেলজিয়াম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে। প্রথম রাউণ্ডে ফ্রান্স ৬:৪৭·৮ মিনিটে শেষসীমান্ত অতিক্রম করিলেও ফাইন্যালে কোন স্থান লাভ করিতেই সমর্থ হয় নাই। দুইদাঁড়বিশিষ্ট সেল ধরনের নৌকার (হাল ব্যতীত) প্রতিযোগিতাতেও গ্রেট ব্রিটেনের জে. উইলসন ও ডব্লু. লার্ডীর পরিচালিত সেলই ৭:২১·১ মিনিটে শেষসীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিজয় লাভ করে। সুইজারল্যাণ্ড ও ইটালী দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে।

দুইদাঁড়বিশিষ্ট সেল ধরনের নৌকা (হাল ব্যতীত) প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইন্যালে ডেনমার্ক মাত্র ০·২ সেকেণ্ডের ব্যবধানে ফ্রান্সকে পরাজিত করায় অনেকেই ডেনমার্কের বিজয়ের আশা করিয়াছিলেন। তাহাদের সে আশা বিফল হয় নাই। সেমি-ফাইন্যালে ৮:১২·১ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিলেও ফাইন্যালে এফ. পেডারসেন, টি. হেন্ড্রিকসন ও সি. এন্ডারসন (দাঁড়ী) পরিচালিত ডেনমার্ক দল ৮·০৫ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করে ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ইটালীকে ১১·৭ সেকেণ্ডের ব্যবধানে পরাজিত করে। চারদাঁড়বিশিষ্ট সেল ধরনের নৌকা (হাল ব্যতীত) প্রতিযোগিতায় কিন্তু ইটালী ডেনমার্ককে পরাজিত করিয়া দুইদাঁড়বিশিষ্ট সেল ধরনের নৌকা (হাল ব্যতীত) প্রতিযোগিতায় পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

গিয়ুসিপ্পে ময়িলি, এলিও মরিল, গিয়োভানি ইনভারনিজ্জি ও ফ্যাঙ্কো ফ্যাগি পরিচালিত ইটালীর এই সেল ৬:৩৯ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করে এবং ডেনমার্ককে ৪·৫ সেকেণ্ডের ব্যবধানে পরাজিত করে।

চারদাঁড়বিশিষ্ট সেল ধরনের নৌকা (হালসহ) প্রতিযোগিতায় ওয়ারেন ওয়েস্টলুন্ড, রবার্ট মার্টিন, রবার্ট উইল, গর্ডন গিয়োভানোত্তি ও এলেন মর্গান (দাঁড়ী) পরিচালিত আমেরিকান “কন্সড ফোরস্” ফাইন্যালে ৬:৫০·৩ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করে ও ·০৩ সেকেণ্ডের ব্যবধানে সুইজারল্যাণ্ডকে পরাজিত করিয়া বিজয় লাভ করে। ডেনমার্ক তৃতীয় স্থান লাভ করে।

আটদাঁড়বিশিষ্ট সেল ধরনের নৌকা প্রতিযোগিতায় আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ তৃতীয় হিটে ৬ মিনিটের কম সময়ে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করায় অলিম্পিকে তাহাদের একটানা ষষ্ঠ বিজয় সম্পর্কে কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না। ফাইন্যালে তাহারা ৫:৫৬·৭ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করে ও গ্রেট ব্রিটেনকে ১০·২ সেকেণ্ডের ব্যবধানে পরাজিত করে। সপ্তম অলিম্পিক হইতে আমেরিকার আটদাঁড়বিশিষ্ট সেল ধরনের নৌকা প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব আজ পর্যন্তও অন্য কোন জাতির পক্ষে ক্ষুণ্ণ করা সম্ভব হয় নাই। নরওয়ে এবিষয়ে তৃতীয় স্থান লাভ করে।

চতুর্দশ অলিম্পিকের ক্যানোয়িং প্রতিযোগিতাও হেনলি-অন-টেমসে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় নয়টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়—এর মধ্যে ৪টি ১০,০০০ মিটার, ৪টি ১,০০০ মিটার এবং একটি ছিল ৫০০ মিটার প্রতিযোগিতা। তিন ধরনের কায়াক ব্যবহার করা হয়। কায়াক সিংগলস এন্ড পেয়ার্স (কে. ১ ও কে. ২), ক্যানাডিয়ান সিংগলস ও পেয়ার্স (সি. ১ ও সি. ২) এবং মহিলাদের জন্য ব্যবহৃত কায়াক। মহিলাদের জন্য কায়াক প্রতিযোগিতা এই অলিম্পিক হইতেই প্রথম আরম্ভ করা হয়।

প্রথম দিনে ১০,০০০ মিটারের সমস্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ফিনিশিং লাইন হইতে টেম্পল দ্বীপ দুইবার ভাটিতে ও দুইবার উজানে যাইতে হইবে এইভাবে প্রতিযোগিতার দূরত্ব নির্ধারিত হইয়াছিল। প্রতিযোগিতা আরম্ভের পূর্বে প্রবল ঝঞ্ঝা-বৃষ্টি হওয়ায় দর্শকসংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল।

প্রতিযোগিতায় সুইডিশ নাবিকগণই প্রাধান্য বিস্তার করে। ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা-খ্যাত গার্ট ফ্রেডারিক্‌সন অলিম্পিকে তাঁহার অদ্ভুত শারীরিক শক্তি ও সুকৌশল দাঁড় চালনায় দর্শকবৃন্দকে আনন্দ দান করেন। প্রথম আবির্ভাবেই ১,০০০ ও ১০,০০০ মিটার কায়াক সিঙ্গলসে দুইটি স্বর্ণ-পদক অর্জন তাঁহার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভবনার ইঙ্গিত প্রদান করে।

১,০০০ মিটার কায়াক সিঙ্গলসের হিটে ৪:৫১·৯ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিলেও ফাইন্যালে ৪:৩৩·২ মিনিটে শেষসীমান্ত অতিক্রম করিয়া গার্ট ফ্রেডারিক্‌সন তাঁহার অসীম ক্ষমতার পরিচয় দেন। তিনি দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ডেনমার্কের জে. এন্ডারসন অপেক্ষা ৬·৭ সেকেন্ড পূর্বেই শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন। ফ্রান্সের এইচ. এবারহার্ট তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

মহিলাদের কায়াক সিঙ্গলসে ১০ জন প্রতিযোগিনী অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় ডেনমার্কের কে. হফ্‌ ২:৩১·৯ মিনিটে শেষসীমান্ত অতিক্রম করিয়া মহিলাদের কায়াক প্রতিযোগিতার সর্বপ্রথম স্বর্ণ পদক অর্জনের গৌরব লাভ করেন। নেদারল্যান্ডের এলিদা ফন্‌ দ্য এঙ্কার-ডোয়েডানস্‌ দ্বিতীয় ও অস্ট্রিয়ার ফ্রিৎজি শউইঙ্গ তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

১,০০০ মিটারের কায়াক পেয়ার্সেও সুইডেনের হ্যান্‌স বারগ্লুন্ড ও লেনার্ট ক্লিংগস্টর্ম ৪:০৭·৩ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া কায়াকে সুইডেনের দ্বিতীয় বিজয় অর্জন করেন। ডেনমার্ক ও ফিনল্যান্ড রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে। ১০,০০০ মিটার কায়াক সিঙ্গলসে গার্ট ফ্রেডারিক্‌সন ৫০:৪৭·৭ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিজয় লাভ করেন। ফিনিশ প্রতিযোগী কুর্ট ভায়ার্স ও নরওয়েব ইভিন্ড স্কাবো দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। শেষ সীমান্ত অতিক্রমের পর ভায়ার্স শ্রান্তি ও ক্লান্তিতে অবসন্ন হইয়া কায়াক হইতে জলে পড়িয়া যান। অন্য একজন প্রতিযোগী তাঁহাকে উদ্ধার করেন।

১০,০০০ মিটার কায়াক পেয়ার্সেও সুইডিশ প্রতিযোগী গানার আকের-লুন্দ ও হ্যানস্‌ ওয়েটারস্টর্ম পরিচালিত কায়াক ৪৬:০৯·৪ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া কায়াক প্রতিযোগিতার প্রত্যেকটি বিষয়েই সুইডেনের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য স্থাপিত করে। নরওয়ে ও ফিনল্যান্ড এবিষয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে।

একদাঁড় পরিচালিত ক্যানো প্রতিযোগিতায় (ক্যানাডিয়ান সিঙ্গলস্‌ ১,০০০ ও ১০,০০০ এবং ক্যানাডিয়ান পেয়ার্স ১,০০০ ও ১০,০০০) চেকো-শ্লোভাকিয়ার প্রতিযোগিগণের প্রাধান্য প্রকাশ পায়।

১০০০ মিটার সিঙ্গলসে চেকোশ্লোভাকিয়ার জোশেফ হোলেক ৫:৪২ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিজয় লাভ করেন। ক্যানাডিয়ান ধরনের ক্যানো প্রতিযোগিতা হইলেও ক্যানাডিয়ান প্রতিযোগী ডি. বেনেট এবিষয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। ফ্রান্সের রবেয়ার বোর্টিন' তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ১,০০০ মিটার পেয়ার্সেও চেকোশ্লোভাকিয়ার জাঁ বরজাককেলিস্ক

ও বহ্মিল কুদ্রনা ৫:০৭·১ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিজয় লাভ করেন। স্টিফেন লাইসাক ও স্টিফেন ম্যাকনোম্কি পরিচালিত আমেরিকান ক্যানো দ্বিতীয় এবং ফ্রান্স তৃতীয় স্থান লাভ করে।

১০,০০০ মিটার ক্যানো প্রতিযোগিতায় চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতিযোগী এফ. ক্যাপেক বিশেষ ধরনে নির্মিত এক প্রকার ক্যানো পরিচালনা করিয়া ৬১:০৫·২ মিনিটে শেষসীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিজয় লাভ করেন। চেকোশ্লোভাকিয়া আমেরিকান প্রতিযোগী ফ্রাঙ্ক হেভেনস্‌কেও এই ধরনের একটি ক্যানো ব্যবহার করিতে দেন এবং এই ক্যানো পরিচালন করিয়া হেভেনস্ দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। ক্যানাডার নর্মান লেন তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

১০,০০০ মিটার পেয়ার্সে আমেরিকার স্টিফেন লাইসাক ও স্টিফেন ম্যাকনোম্কি প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইতেই অগ্রগামী হন ও ৫৫:৩৫·৪ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া আমেরিকার পক্ষে ক্যানোয়িং-এর প্রথম স্বর্ণপদক অর্জন করেন। মোড় ঘ্রিবার সময় ফাউল করায় আমেরিকার বিজয় বাতিল করিবার প্রশ্ন উঠিয়াছিল কিন্তু বিচারকগণ তাহা অগ্রাহ্য করেন। চেকোশ্লোভাকিয়া দ্বিতীয় ও ফ্রান্স তৃতীয় স্থান লাভ করে।

চতুর্দশ অলিম্পিকের ইয়টিং প্রতিযোগিতা ডিভনসায়ারের অন্তর্গত "টরবে"তে অন্ষ্ঠিত হয়। ২রা আগস্ট ইয়টিং প্রতিযোগিতার উদ্বোধন উপলক্ষে ঐতিহাসিক "টরবে"র ধ্বংসাবশেষের সম্মুখস্থ ময়দানে একটি অনাড়ম্বর উৎসব প্রতিপালিত হয়। ওয়েম্বলি হইতে অলিম্পিকের প্ত অগ্নিশিখা বহন করিয়া ১০৭ জন এ্যাথলেট "টরবে"তে লইয়া আসেন এবং অগ্নিশিখা রাখিবার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত আধারে অগ্নিসংযোগ করেন। ওয়েম্বলির ন্যায় এখানেও ১২ই আগস্ট প্রতিযোগিতা শেষ হওয়া পর্যন্ত অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত থাকে।

অলিম্পিক স্তোত্র "নন নবিশ ডোমিন" গীত হওয়ার পর অলিম্পিকের পঞ্চচক্রশোভিত শ্বেত পতাকা উত্তোলন করা হয়। সামরিক ব্যান্ডের সুমধুর ঐকতানের সঙ্গে সঙ্গে যোগদানকারী ২৫টি রাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি জে. সিগফ্রিড এডস্টর্মের ভাষণের পর উদ্বোধন উৎসব শেষ হয়।

প্রতিযোগিতায় চেকোশ্লোভাকিয়া ও হাঙ্গেরীর ইয়টসমূহ না আসার দরুন ২৩টি রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। ৫টি বিষয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের ৭৫টি ইয়ট অংশ গ্রহণ করে।

৬ মিটার ক্লাসের ইয়ট প্রতিযোগিতায় ৭ দিনের পর যে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ফলাফল ঘোষণা করা হয় তাহাতে জানা যায় যে আমেরিকান ইয়ট "লানোরিয়া" ৫,৪৭২ পয়েন্ট অর্জন করিয়া প্রথম স্থান অধিকার করে। আর্জেন্টিনা (ইয়ট—ড্জিনিন) ও সুইডেন (আলিবাবা—২) দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে।

"ড্রাগন" ধরনের প্রতিযোগিতায় সাত দিনের প্রতিযোগিতার ফলাফল একত্র করিবার পর দেখা যায় ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ নরওয়ের উপকূলের নাবিক পরিচালিত "প্যান" ৪,৭৪৬ পয়েন্ট অর্জন করিয়া বিজয় লাভ করিয়াছে। সুইডিশ ইয়ট "স্ল্যাগহোকেন" ও ডেনমার্কের "স্ন্যাপ" দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে।

স্টার ক্লাসের প্রতিযোগিতায় আমেরিকার "হিলারিয়াস" সাতদিনের প্রতিযোগিতা শেষ হইবার পর ৫,৮২৮ পয়েন্ট অর্জন করিয়া বিজয়ী বলিয়া ঘোষিত হয়। কিউবার "কুরুশ-৩" ও হল্যাণ্ডের "স্টারিটা" যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে।

সোয়ালো ধরনের ইয়ট প্রতিযোগিতায় গ্রেট ব্রিটেনের "সুইফ্‌ট্"-এর বিজয় বৃটিশ দর্শকবৃন্দের মনে যথেষ্ট আনন্দের সঞ্চার করে। পর্তুগালের "সিম্ফোনি" ও আমেরিকার "মিগ্র্যান্ট" রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে। ফায়ার ফ্লাই ধরনের* প্রতিযোগিতায় ডেনমার্কের পল এলভস্টর্ম, আমেরিকার র‍্যালফ্ ইভান্স ও হল্যাণ্ডের জেকোবাস দ্য জঙ্গ পর্যায়ক্রমে প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করেন।

বৃটিশ নৌবাহিনীর সুবন্দোবস্তে প্রতিযোগিতার প্রত্যেকটি বিষয় সুপরিচালিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিখ্যাত যুদ্ধজাহাজ "কিং জর্জ ফিফ্‌থ্", "এনসন", বিমানবাহী জাহাজ "ভিক্টোরিয়াস" প্রভৃতি এ সময়ে "টরবে"তে নোঙর করিয়া ছিল। এ ছাড়াও ছিল আরও অনেক যুদ্ধজাহাজ ও বাণিজ্যপোত। উৎসাহী দর্শক হিসাবে নোঙর-করা এ সমস্ত জাহাজের হাজার হাজার নাবিকও ইয়টিং-এর প্রতিযোগীদের অদ্ভুত অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমেরিকান সৈন্যেরা বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আমেরিকান সৈনিকদের মধ্যে বাস্কেটবল অত্যন্ত জনপ্রিয় হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই আমেরিকান সৈনিকদের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বাস্কেটবলের জনপ্রিয়তা বাড়িয়া যায়। ২৩টি রাষ্ট্র এই অলিম্পিকের বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে।

আমেরিকান দলের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না। শেষ পর্যন্ত ফাইন্যালে আমেরিকা ফ্রান্সকে ৬৫-২১ পয়েন্টে পরাজিত করিয়া দ্বিতীয় বার অলিম্পিকের স্বর্ণপদক লাভ করে। তৃতীয় স্থানের জন্য প্রতিযোগিতায় ব্রাজিল মেক্সিকোকে ৫২-৪৭ পয়েন্টে পরাজিত করিয়া ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।

ফুটবলে ১৮টি দল অংশ গ্রহণ করে। প্রাথমিক পর্যায়ে মাত্র দুইটি খেলা হয় ও বাকী ১৬টি দল প্রথম রাউণ্ডে অংশ গ্রহণ করে। ভারতীয় দল প্রথম রাউণ্ডে ভাল খেলিয়াও ফরওয়ার্ডদের ব্যর্থতার জন্য ফ্রান্সের নিকট ২-১ গোলে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয় *। ৪৫৮ পৃষ্ঠায় এই অলিম্পিকের ফুটবল খেলার পূর্ণ তালিকা দেওয়া হইল।

* John V. Grombach (*Olympic Cavalcade of Sports*, p. 208) পল এলভস্টর্মকে মনোটাইপ ও ফায়ার-ফ্লাই উভয় বিষয়েই বিজয়ী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি সোয়ালো ধরনের ইয়ট প্রতিযোগিতার কথা ১৬৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিলেও ২০৮ পৃষ্ঠায় কোনখানে তাহার উল্লেখ করেন নাই। সরকারীভাবে "মনোটাইপ" এই নামে কোন ইয়টের প্রতিযোগিতা এই অলিম্পিকে অনুষ্ঠিতও হয় নাই।

* এ সম্পর্কে *Official Report of the London Olympic Games*, published by British Olympic Association-এর ভাষ্যকারের মন্তব্য উদ্ধৃত হইল (p. 49) :- "There remains the Indian side who played really delightful football. ...They proved excellent ball players, but could not score, not even from the penalty shot, otherwise I think they would have defeated France."

চতুর্দশ অলিম্পিকের ফুটবল খেলার পূর্ণ-তালিকা*

প্রাথমিক পর্যায়ের খেলা		প্রথম রাউন্ড		দ্বিতীয় রাউন্ড		সেমিফাইন্যাল		ফাইন্যাল	
		সুইডেন	৩	সুইডেন	১২				
		অস্ট্রিয়া	০			সুইডেন	৪		
		কোরিয়া	৫						
		মেক্সিকো	৩	কোরিয়া	০				
		ইটালী	৯					সুইডেন (বিজয়ী)	৩
		আমেরিকা	০	ইটালী	৩				
		ডেনমার্ক	৩			ডেনমার্ক	২		
		ইজিপ্ট	১	ডেনমার্ক	৫				
লাক্সেমবার্গ	৬	লাক্সেমবার্গ	১						
আফগানিস্থান	০	যুগোশ্লাভিয়া	৬	যুগোশ্লাভিয়া	৩	যুগোশ্লাভিয়া	৩		
		চীন	০						
		তুরস্ক	৪	তুবস্ক	১			যুগোশ্লাভিয়া (রানার্স আপ)	১
নেদারল্যান্ডস্	৩	গ্রেট ব্রিটেন	৪						
আয়ারল্যান্ড	১	নেদারল্যান্ডস্	৩	গ্রেট ব্রিটেন	১	গ্রেট ব্রিটেন	১		
		ফ্রান্স	২						
		ভারতবর্ষ	১	ফ্রান্স	০				

* *FIFA (Federation Internationale de Football Association) handbook* 1950-এ ভ্রমক্রমে 12th Olympiad-এর ফুটবল খেলা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

ফাইন্যালে প্রথমার্ধেই সুইডেনই প্রথম গোল করে বটে কিন্তু যুগোশ্লাভিয়া গোল পরিশোধ করায় ১-১ গোলে ড্র হয়। যুগোশ্লাভিয়ার সেন্টার ফরোয়ার্ড বোবেক এই গোলটি শোধ করেন এবং অবস্থা দেখিয়া কোন্ দল বিজয়মাল্য লাভ করিবে তাহা বুঝা সত্যই দুষ্কর ছিল। কিন্তু হঠাৎ বোবেক আহত হওয়ায় যগোশ্লাভিয়ার সমস্ত আশা নির্মূল হইয়া যায়। দ্বিতীয়ার্ধে সুইডেন এক গোলে অগ্রগামী হয় এবং শেষ মুহূর্তে পেনাল্টিতে দলের শেষ গোলটি করে। তৃতীয় স্থানের জন্য প্রতিযোগিতায় ডেনমার্ক গ্রেট ব্রিটেনকে ৫-৩ গোলে পরাজিত করিয়া ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।

চতুর্দশ অলিম্পিকের হকিতে ১৮টি রাষ্ট্র নাম প্রেরণ করিলেও প্রকৃতপক্ষে ১৩টি দল অংশ গ্রহণ করে। এই তেরটি দলকে তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করা হয় ও প্রথমে লীগ প্রথায় প্রাথমিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং অতঃপর 'এ' ও 'বি' গ্রুপের বিজয়ী ও 'সি' গ্রুপের বিজয়ী ও রানার্স আপ সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হয়। সেমি-ফাইন্যাল হইতে প্রতিযোগিতা 'নক আউট' প্রথায় খেলা হয়। 'এ' গ্রুপে ভারতবর্ষ অনায়াসেই অন্যান্য দলকে পরাজিত করিয়া সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হয়। এক স্পেন ব্যতীত অন্যান্য কোন দলই ভারতীয় হকি দলের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই। 'বি' গ্রুপ হইতে গ্রেট ব্রিটেন এবং 'সি' গ্রুপের বিজয়ী ও রানার্স আপ হিসাবে পাকিস্তান ও নেদারল্যান্ড সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হয়। নিম্নে বিভিন্ন গ্রুপ ও সেমি-ফাইন্যাল খেলার বিশদ বিবরণী দেওয়া হইল :

প্রাথমিক প্রতিযোগিতা

দলের নাম	খেলা	জয়	পরাজয়	ড্র	গোল সংখ্যা পক্ষে	গোল সংখ্যা বিপক্ষে	পয়েন্ট
'এ' গ্রুপ							
ভারতবর্ষ	৩	৩	০	০	১৯	১	৬
আর্জেন্টিনা	৩	১	১	১	৫	১২	৩
অস্ট্রিয়া	৩	০	১	২	২	১০	২
স্পেন	৩	০	২	১	৩	৬	১
'বি' গ্রুপ							
গ্রেট ব্রিটেন	৩	২	০	১	১৯	০	৫
সুইজারল্যান্ড	৩	১	০	২	৪	২	৪
আফগানিস্থান	৩	১	১	১	৩	৯	৩
আমেরিকা	৩	০	৩	০	১	১৬	০
'সি' গ্রুপ							
পাকিস্তান	৪	৪	০	০	২০	৩	৮
নেদারল্যান্ড	৪	৩	১	০	১১	৮	৬
বেলজিয়াম	৪	২	২	০	৬	৮	৪
ফ্রান্স	৪	০	৩	১	৪	৯	১
ডেনমার্ক	৪	০	৩	১	৪	১৭	১

মূল প্রতিযোগিতা

গ্রুপ 'এ'

ভারতবর্ষ	৮	অস্ট্রিয়া	০
আর্জেন্টিনা	৩	স্পেন	২
ভারতবর্ষ	৯	আর্জেন্টিনা	১
স্পেন	১	অস্ট্রিয়া	১
অস্ট্রিয়া	১	আর্জেন্টিনা	১
ভারতবর্ষ	২	স্পেন	০

গ্রুপ 'বি'

গ্রেট ব্রিটেন	০	সুইজারল্যান্ড	০
আফগানিস্থান	২	আমেরিকা	০
আফগানিস্থান	১	সুইজারল্যান্ড	১
গ্রেট ব্রিটেন	১১	আমেরিকা	০
গ্রেট ব্রিটেন	৮	আফগানিস্থান	০
সুইজারল্যান্ড	৩	আমেরিকা	১

গ্রুপ 'সি'

নেদাবল্যান্ড	৪	বেলজিয়াম	১
ফ্রান্স	২	বেলজিয়াম	২
নেদারল্যান্ড	৪	ডেনমার্ক	১
পাকিস্থান	২	বেলজিয়াম	১
নেদারল্যান্ড	২	ফ্রান্স	০
পাকিস্থান	৯	ডেনমার্ক	০
পাকিস্থান	৩	ফ্রান্স	১
পাকিস্থান	৬	নেদারল্যান্ড	১
বেলজিয়াম	২	ফ্রান্স	১
বেলজিয়াম	২	ডেনমার্ক	১

সেমি-ফাইন্যালে ভারতবর্ষ নেদারল্যান্ডকে ২-১ গোলে এবং গ্রেট ব্রিটেন পাকিস্তানকে ২-০ গোলে পরাজিত করিয়া ফাইন্যালে উন্নীত হয়। ফাইন্যালে ২৫,০০০ দর্শক গ্রেট ব্রিটেন ও নবম অলিম্পিক হইতে অলিম্পিক ও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে বিজয়ী ভারতীয় দলের খেলা দেখিতে ওয়েম্বলী স্টেডিয়ামে উপস্থিত হয়। মাঠ ভিজা থাকায় বৃটিশ খেলোয়াড়দেরই সুবিধা পরিলক্ষিত হয় কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ভারতীয় দল ৪-০ গোলে গ্রেট ব্রিটেনকে পরাজিত করিয়া দীর্ঘ কুড়ি বৎসর পর্যন্ত ভারতের বিশ্ববিজয়ী আখ্যা অক্ষুণ্ণ রাখে। তৃতীয় স্থানের জন্য প্রতিযোগিতায় নেদারল্যান্ড পাকিস্তানকে ৪-১ গোলে পরাজিত করে।

অলিম্পিক প্রতিযোগিতার নিয়মানুযায়ী প্রদর্শনী হিসাবে দুইটি ক্রীড়াকে ক্রীড়াসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। চতুর্দশ অলিম্পিকের প্রস্তুতি কমিটি গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যে প্রদর্শনী ক্রীড়া হিসাবে লেক্রোসী খেলার বন্দোবস্ত করেন। ইহার পূর্বে তৃতীয় অলিম্পিকে (সেন্ট লুই), চতুর্থ অলিম্পিকে (লন্ডন) এবং নবম (আমস্টার্ডাম) ও দশম অলিম্পিকে (লস এঞ্জেলসে) লেক্রোসীর প্রদর্শনী খেলার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল।

পঞ্চদশ অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

হেলসিঙ্কি, ১৯৫২

হে অলিম্পিকের পবিত্র অগ্নিশিখা!
হিংসা, দ্বেষ আর স্বার্থকুটিল চক্রান্ত,
ধ্বংস আর উন্মত্ততার পঙ্কিলতা,
কলুষিত করেছে মানব জাতিকে
ছেয়ে গেছে সমস্ত ভুবন।
পথ প্রদর্শন কর, বিশ্বের শান্তির পথ,
সুখ, সমৃদ্ধি আর স্বাচ্ছন্দ্যের পথ—
যাতে মানবসন্তান লাভ করতে পারে
প্রশান্তি আর অনাবিল আনন্দ।

পঞ্চদশ অলিম্পিকের "অলিম্পিক প্রশস্তি স্তোত্র" হইতে উদ্ধৃত।

(অনূদিত)

পঞ্চদশ অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

[হেলসিঙ্কি—১৯৫২]

যোগদানকারী দেশের সংখ্যা ৫৭
প্রতিযোগী/প্রতিযোগিনীর সংখ্যা [illegible]২৬২*
(২৬৭ জন মহিলা সহ)

এ্যাথ্‌লেটিক্‌স (পুরুষদের)

	প্রথম স্থান	দ্বিতীয় স্থান	তৃতীয় স্থান	চতুর্থ স্থান	পঞ্চম স্থান	ষষ্ঠ স্থান	পয়েন্ট
আমেরিকা	১৪	১০	৬	৪		১	২৩১
সোভিয়েট রাশিয়া		৪	২	৬	২	৫	৫৫
চেকোস্লোভাকিয়া	৩	১		১	১	১	৪১
জ্যামাইকা	২	৩			২		৩৯
গ্রেট ব্রিটেন			২	৬	৫	১	৩৭
জার্মানী		২	৩	১	১	৪	৩৫
সুইডেন	১		৩	১	২	১	৩০
হাঙ্গেরী	১		৪		১		২৮

এ্যাথ্‌লেটিক্‌স (মহিলাদের)

	প্রথম স্থান	দ্বিতীয় স্থান	তৃতীয় স্থান	চতুর্থ স্থান	পঞ্চম স্থান	ষষ্ঠ স্থান	পয়েন্ট
সোভিয়েট রাশিয়া	২	৪	৫	৩		১	৭৩
অস্ট্রেলিয়া	৩		১	২			৪০
জার্মানী		২	১	২	৩	১	২৭
গ্রেট ব্রিটেন		১	২	১	১		১৮
দক্ষিণ আফ্রিকা	১	১				১	১৬
চেকোস্লোভাকিয়া	১				২		১২
আমেরিকা	১					১	১১
নিউজিল্যান্ড	১					১	১১

সমসাময়িক পদ্ধতি অনুযায়ী—প্রথম ১০ পয়েন্ট, দ্বিতীয় ৫ পয়েন্ট, তৃতীয় ৪ পয়েন্ট, চতুর্থ ৩ পয়েন্ট, পঞ্চম ২ পয়েন্ট, ষষ্ঠ ১ পয়েন্ট।

* ব্যক্তিগত বিষয়ের প্রতিযোগী ও প্রতিযোগিনী সংখ্যা। দলগত বিষয়ে (রিলে) পুরুষ বিভাগে ৪×১০০ মিটারে ২৬টি ও ৪×৪০০ মিটারে ২৪টি দল যোগদান করে মহিলাদের ৪×১০০ মিটারে ১৫টি দল অংশ গ্রহণ করে।

পঞ্চদশ অলিম্পিয়াডের ক্রীড়াসূচীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের বিজয় তালিকা

যোগদানকারী রাষ্ট্রের সংখ্যা	৬৯
প্রতিযোগী/প্রতিযোগিনীর সংখ্যা (৫৭৩ জন মহিলা সহ)	৫,৮৬৭
ক্রীড়াসূচীতে অন্তর্ভুক্ত ক্রীড়ার সংখ্যা	১৮
বিভিন্ন বিষয়ে হিট ইত্যাদি লইয়া মোট প্রতিযোগিতার সংখ্যা	১৪৯

	এ্যাথ্‌লেটিক (পুরুষ)	এ্যাথ্‌লেটিক (মহিলা)	মুষ্টিযুদ্ধ	সাইক্লিং	অশ্বারোহণ কলাকৌশল প্রতিযোগিতা	অসি-সঞ্চালন কৌশল প্রতিযোগিতা	মডার্ন পেন্টাথ্‌লন	ফিল্ড হকি	জিমন্যাস্টিক (পুরুষ)	জিমন্যাস্টিক (মহিলা)	রোয়িং	শুটিং	সকার ফুটবল	সন্তরণ (পুরুষ)	সন্তরণ (মহিলা)	ওয়াটার পোলো	ভারোত্তোলন	কুস্তি (ফ্রিস্টাইল)	কুস্তি (গ্রীকো-রোমান)	ইয়টিং	ক্যানোয়িং	বাস্কেটবল	মোট বিজয়
আমেরিকা	১৪	১	৫								২	১		৬	২	৪	১			২	১	১	৪০
সোভিয়েট রাশিয়া		২							৫	৪	১	১					৩	২	৪				২১
হাঙ্গেরী	১		১			২	১			২		১	১		৪	১			২				১৬
সুইডেন	১				৪		১		১	১								২	১		১		১২
চেকোস্লোভাকিয়া	৩	১	১								১										১		৭
ইটালী			১	২		৩														১			৭
ফিনল্যাণ্ড			১																১		৪		৬
ফ্রান্স					১	২					১			১							১		৬
অস্ট্রেলিয়া		৩		২										১									৬
নরওয়ে												২								১			৩
সুইজারল্যাণ্ড									২														১
বেলজিয়াম				২																			২
তুরস্ক																		২					২
দক্ষিণ আফ্রিকা		১													১								২
জ্যামাইকা	২																						২
ডেনমার্ক																				১	১		২
ভারতবর্ষ								১															১

ইহা ব্যতীত পোল্যাণ্ড, ক্যানাডা, গ্রেট ব্রিটেন, জাপান, নিউজিল্যাণ্ড, রুমানিয়া, আর্জেন্টিনা, যুগোশ্লাভিয়া, লাক্সেমবার্গ, ব্রাজিলও একটি করিয়া বিষয়ে বিজয় লাভ করে।

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

পঞ্চদশ অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

পঞ্চদশ অলিম্পিকের অনুষ্ঠান ফিনল্যাণ্ডের রাজধানী হেলসিংকি শহরে অনুষ্ঠিত হয়। ফিনল্যাণ্ডের লোক সংখ্যা ৪,০৩২,৫৩৮ ও হেলসিংকির লোক সংখ্যা মাত্র ৩৬৭,৪৬২। ফিনল্যাণ্ড রাশিয়ার উত্তরে ছোট একটি দেশ। তাহার পক্ষে অলিম্পিকের মত এত বড় একটি আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন করা সম্ভব কিনা তাহা লইয়া অনেক গবেষণা হইয়াছে। সমস্ত গবেষণাকে বিফল করিয়া ফিনল্যাণ্ডবাসী জগতের সম্মুখে প্রমাণ করিয়াছে যে তাহাদের দেশ ক্ষুদ্র ও সম্পদ স্বল্প হইলেও দেশের সমগ্র জনগণের আপ্রাণ চেষ্টায় হেলসিংকির অলিম্পিক অনুষ্ঠান অন্য যে কোন দেশ অপেক্ষা কোন অংশে খারাপ হয় নাই।

এরিখ ফন ফ্রাংকেলকে সভাপতি এবং জেনারেল এ. ই. মার্তোলকে "ডাইরেক্টর অফ অর্গানিজেশন" করিয়া একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। ইহা ব্যতীতও দল-মতনির্বিশেষে সমগ্র ফিনিশ নেতৃবৃন্দ সাধ্যানুসারে হেলসিংকির অলিম্পিককে সফল করিবার জন্য সর্বক্ষণ চেষ্টা করিয়াছেন।

অলিম্পিক অনুষ্ঠানে সমাগত অতিথিবর্গের যাহাতে কোন অসুবিধা না হয় তাহার জন্য জাতীয় নেতৃবর্গ আবেদন জানাইয়াছিলেন। সমগ্র ফিনিশ জনগণ তাহাতে সাড়া দেয়। অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ছাড়া সমস্ত দ্রব্য অলিম্পিক অনুষ্ঠানের বহু পূর্ব হইতেই অতিথিবর্গের জন্য সঞ্চিত হইতে থাকে। হেলসিংকির অনুষ্ঠানের সহিত ফিনিশ জনগণের দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

প্রায় এক লক্ষ দর্শকের উপযোগী করিয়া মূল স্টেডিয়ামটি তৈয়ারী হয়। ইহা ব্যতীত ২০ হাজার দর্শকের উপযোগী একটি জলক্রীড়ার স্টেডিয়ামের সংস্কার করা হয়। বাহিরের কি পরিমাণ দর্শক অলিম্পিক অনুষ্ঠানের পূর্বেই স্থান রিজার্ভ করে তাহা হইতেই এই অলিম্পিকের বিরাটত্ব অনুভূত হইবে: সুইডেন--৮,০০০, আমেরিকা—৪,৫০০, কানাডা—৪,০০০, ডেনমার্ক—৩,০০০, ব্রিটেন ও জার্মানী—২,৫০০, রাশিয়া—১,৫০০, ইহা ছাড়া বিশ্বের অন্যান্য সমস্ত দেশ হইতেই অল্প বিস্তর স্থান পূর্বেই রিজার্ভ করা হয়।

এই বিপুল জন সমাগমের যাহাতে কোন অসুবিধা না হয় তাহার জন্য হোটেল ও রেস্তোরার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় ও সমস্ত পতিত জমিতে তাঁবু খাটাইয়া স্থান সংকুলান করা হয়।

প্রতিযোগীদের জন্য হেলসিংকি হইতে ৩ মাইল দূরে কেপ্যালেতে অলিম্পিক গ্রাম স্থাপন করা হয়। প্রত্যেক দেশের প্রতিযোগীদের অনুশীলনের জন্যও স্থান বাঁটিয়া দেওয়া হয়। অনুশীলনের নির্দিষ্ট স্থানসমূহের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন অভিজ্ঞ ফিনিশ শিক্ষকগণ।

প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের জন্য প্রতিযোগীদের সংখ্যানুযায়ী বাড়ী অথবা ফ্ল্যাটের বন্দোবস্ত করা হয়। প্রত্যেকটি ফ্ল্যাট আবার কয়েকটি শয়নকক্ষে বিভক্ত ছিল এবং

ফ্ল্যাটের সঙ্গেই ছিল সংযুক্ত স্নানাগার ও রান্নাঘর। রান্নাঘরকেও প্রয়োজনীয় সংস্কার করিয়া শয়নকক্ষে পরিণত করা হইয়াছিল।

প্রতিযোগীদের আহারের জন্য যে সমস্ত রেস্তোরাঁর বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল তাহাতে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিযোগীদের রুচি অনুযায়ী খাদ্যের ব্যবস্থা করিবার জন্য সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা কবা হইয়াছিল।

হেলসিঙ্কির পুরাতন বিমানক্ষেত্রকে সম্প্রসারণ করা হয় এবং আলমি ও সেটুলাতে দুইটি সাময়িক বিমানক্ষেত্র নির্মাণ করা হয। লোকবল স্বল্প থাকায় দুই বৎসর ধরিয়া কেবলমাত্র অপবাধীদের নিযোজিত করিয়া সেটুলার বিমানক্ষেত্র নির্মাণ করা হয়।

দর্শকদের মধ্যে যাঁহাদের হেলসিঙ্কিতে স্থান সংকুলানের অসুবিধা ছিল তাঁহাদের জন্য স্টকহলম ও সুইডেনের বিভিন্ন শহরে ও ডেনমার্কেও থাকিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল' যাহাতে তাঁহারা নিয়মিতভাবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা দর্শন করিতে পারেন সেজন্য দ্রুতগামী স্টীমারের সাহায্য লওয়া হয়।

আহার, বাসস্থান, যানবাহন কোন বিষয়েই ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় নাই। প্রত্যেকটি নাগরিকের (অধিকাংশ নাগরিকই অতিথিদের নিজ পরিবারে স্থান দিয়া) অতিথিবৎসল আচরণ ও অমায়িক ব্যবহার সমস্ত দেশের ক্রীড়ামোদীদের মুগ্ধ করিয়াছে।

ষষ্ঠ অলিম্পিক উইণ্টার গেম্‌স

[অস্‌লো —১৯৫২]

১৯৪৭ সালের ২২শে জুন স্টকহলমে অলিম্পিক কংগ্রেসের অধিবেশনে ষষ্ঠ অলিম্পিকেব স্থান হিসাবে নবওয়ের বাজধানী অসলো নির্বাচিত হয।* কোন বাষ্ট্রের রাজধানীতে উইন্টার গেমসের অনুষ্ঠান এই প্রথম। শহবের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বিসলে স্টেডিযামকে এজন্য নববুপাষণে রুপায়িত করা হয় ও ২৯,০০০ দর্শকেব জন্য নুতন করিযা ব্যবস্থা কবা হয। আইস হকির জন্য জোর্ডাল আফিতে একটি নুতন স্টেডিযাম নির্মিত হয। ২৩টি রাষ্ট্র হইতে ৯২৩ জন প্রতিযোগী ও প্রতিযোগিনী এই শৈত্য ক্রীড়ায় অংশ গ্রহণ করে।**

৭টি স্বর্ণ, ৩টি রৌপ্য ও ৬টি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করিযা নরওয়ে এই শৈত্য-ক্রীড়ায়ও প্রথম স্থান লাভ করে। ৪টি স্বর্ণ, ৬টি রৌপ্য ও একটি ব্রোঞ্জ পদক প্রাপ্ত হইয়া আমেবিকা দ্বিতীয ও ফিনল্যান্ড তৃতীয় স্থান লাভ করে। আইস হকিতে অপরাজিত ক্যানাডা দল মাত্র একটি খেলায় ড্র করে ও সম্ভাব্য ১৬ পয়েন্টের মধ্যে ১৫ পযেন্ট পাইযা স্বর্ণ পদক লাভ করে।

* (i) *Official Report of the Olympic Winter Games,* Oslo, 1952. published by the Finish Olympic Committee.

(ii) P. Chr. Anderson: *Olympic Winter Games,* Oslo, 1952, p. 13.

** *The Olympic Games* : published by International Olympic Committee, p. 68.

অলিম্পিক গ্রামের উদ্বোধন

৫ই জুলাই তারিখে হেলসিঙ্কি শহর হইতে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত কেপ্যালেতে পঞ্চদশ অলিম্পিক কমিটির সভাপতি এরিখ ফন্ ফ্রেঙ্কেল অলিম্পিক গ্রামের উদ্বোধন করেন। কেপ্যালেতে ৫ হাজার প্রতিযোগী ও ব্যবস্থাপকের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অলিম্পিক ও ফিনিশ জাতীয় পতাকা ভিন্ন জাপান ও সিংহলের পতাকা উত্তোলন করা হয়। যোগ-দানকারী ৬৯টি দেশের মধ্যে মাত্র এই দুইটি দেশই তাহাদের প্রতিযোগী লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

১০ই জুলাই অলিম্পিক গ্রামে ফন ফ্যাঙ্কেল 'অলিম্পিক শান্তি' অনুষ্ঠানের ঘোষণা করেন। তিনি ঘোষণা করেন পুরাকালে গ্রীসে অলিম্পিয়ার জিউস মন্দিরের প্রাঙ্গণে পবিত্র অগ্নি প্রজ্বলিত হইবার পূর্ব হইতেই পবিত্র জিউস-দেবের নামে শান্তি ঘোষিত হইত, কোষবদ্ধ অস্ত্র উন্মুক্তকরণ নিষিদ্ধ ছিল। বর্তমান যুগেও অলিম্পিক বিশ্বের একমাত্র সর্ববাদীসম্মত ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতাতে পুরাকালের হেল্লাসভূমির ন্যায় সমগ্র বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববন্ধনে একত্র হউক ও হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া এক নতুন বিশ্ব গড়িয়া উঠুক।

পবিত্র অগ্নিশিখা বহন

২৫শে জুন অলিম্পিয়া পাহাড়ের ঘন অরণ্যে পরিবেষ্টিত জিউসদেবের ভগ্ন মন্দির হইতে অলিম্পিয়া এলাকার একটি ছাত্র এ. প্যানাগোপোলাস* আতশী কাঁচের সাহায্যে একটি মশালে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া পবিত্র অগ্নিশিখা সংগ্রহ করে। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া আলবার্গের টাউন হলে একটি আধারে ইহা প্রজ্বলিত রাখা হয়। ২৮শে জুন এই পবিত্র অগ্নিশিখা হইতে পুনরায় একটি মশাল প্রজ্বলিত করা হয় এবং একজন অশ্বারোহী মহিলা এ্যাথলেট ইহা গ্রহণ করেন। এই অগ্নি লইয়া সমগ্র শহর প্রদক্ষিণ করিয়া তিনি শহরের প্রান্তঃসীমায় গমন করেন ও এই অগ্নি গ্রহণ করিবার জন্য আগত একটি ডেনিশ ক্রীড়া সমিতির একজন এ্যাথলেটের হস্তে অর্পণ করেন। বিভিন্ন ক্রীড়াকুশলী সহ মোটর সাইকেলে বাহিত হইয়া এই অগ্নি ২৯শে জুন রাত্রিতে জেটল্যাণ্ডে পৌঁছে। জলপথে বাহিত হইয়া ৩০শে জুন এই অগ্নি পূর্ব ডেনমার্কের অন্তর্গত করসকে্ হইয়া ঐ দিনই কোপেনহেগেনে পৌঁছে ও সুইডেন হইতে মোটর বোটে আগত এ্যাথলেটগণ কর্তৃক গৃহীত হয়। ১লা জুলাই সুইডিশ এ্যাথলেটগণ ইহাকে লইয়া মলমো পৌঁছেন।

বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগী ও এ্যাথলেট কর্তৃক বাহিত হইয়া অতঃপর ইহা স্টকহলমে পৌঁছে। স্টকহলম স্টেডিয়ম সুইডেনের বিগত অলিম্পিকে স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হেনরী এরিখ স্টেডিয়ামে রক্ষিত পবিত্র আধারে মশাল দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করেন ও সেই মশাল লইয়া ফিনল্যাণ্ডের সীমানাব দিকে অগ্রসর হন। ফিনিশ সীমান্তে ফিনিশ অলিম্পিক কমিটি ইহার ভার গ্রহণ করেন ও বিভিন্ন এ্যাথলেট কর্তৃক বাহিত হইয়া টৌমিয়েতে পৌঁছে।

৫ই জুলাই ফিনিশ অলিম্পিকের পবিত্র অগ্নি ফিনিশ ল্যাপল্যাণ্ডের পালাস্টুনটুরী গ্রাম হইতে মধ্যরাত্রির সূর্যরশ্মি দ্বারা আতশী কাঁচের সাহায্যে

* এসোসিয়েটেড প্রেসের ২৫শে জুনের প্রেরিত খবর অবলম্বনে।

ফিনিশ এ্যাথলেট পেক্কো র্যমি কর্তৃক প্রজ্বলিত হয়। দুইদিন পর্যন্ত ফিনিশ অলিম্পিকের এই অগ্নিশিখায় একটি বৃহদাকার প্রদীপ প্রজ্বলিত রাখা হয়। ৭ই জুলাই পবিত্র অগ্নি লইয়া ফিনিশ এ্যাথলেটগণ টোমিয়েতে পেঁাছেন। সেখানে একটি স্বল্পস্থায়ী অনুষ্ঠানের পর ফিনিশ অলিম্পিক বহ্নিশিখা অলিম্পিয়া হইতে আগত পবিত্র অলিম্পিক বহ্নিশিখার সহিত মিলিত করা হয়। অতঃপর এই অগ্নি লইয়া ফিনিশ এ্যাথলেটগণ হেলসিঙ্কির দিকে অগ্রসর হন। জল. স্থল ও অন্তরীক্ষপথে অলিম্পিয়া হইতে এই অগ্নি লইয়া হেলসিঙ্কি পেঁাছিতে বিভিন্ন দেশের এ্যাথলেটদের মোট ২৪ দিন লাগে। শেষ মশালটি স্টেডিয়ামে বহন করেন বিশ্ববিখ্যাত দূরপাল্লার দৌড়বীর "ফ্লাইং ফিন" অতুলনীয় প্যাভো নুরমি।

পঞ্চদশ অলিম্পিকের উদ্বোধন

ফিনল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতি ৮২ বৎসর বয়স্ক ডাঃ জুহো প্যাসিকিভি ১৯শে জুলাই পঞ্চদশ অলিম্পিকের উদ্বোধন করেন। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও কখনও মৃদু কখনও বা মুষলধারে বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও বিশ্বেব প্রায় সমস্ত দেশ হইতে আগত ৭০ হাজার দর্শক. প্রতিযোগী ও ব্যবস্থাপক এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার জন্য দর্শকবৃন্দ ছাতা মেলিয়া বসিয়াছিলেন। সমগ্র স্টেডিয়ামের যে দিকেই নজর করা যায় সর্বত্রই শুধু ছাতার মেলা!

ডাঃ প্যাসিকিভি প্রথম আন্তর্জাতিক অলিম্পিক সংস্থাব সভ্যগণের নিকট পরিচিত হন ও তাঁহাদের সহিত কবমর্দন করেন। ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন তদানীন্তন পেপসুর রাজপ্রমুখের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা যাদবেন্দ্র সিংহ।

যোগদানকারী ৬৯টি দেশেব প্রতিযোগিগণ অতঃপব কুচকাওয়াজ করিয়া স্টেডিয়াম প্রদক্ষিণ করেন। পুবাতন প্রথা অনুযায়ী গ্রীক প্রতিযোগিগণ সর্ব-প্রথম কুচকাওয়াজ করিয়া যাইবার সৌভাগ্য লাভ করেন ও পঞ্চদশ অলিম্পিকেব হোতা হিসাবে ফিনল্যাণ্ড সর্বশেষে কুচকাওযাজ করিযা যান। বাকী ৬৭টি দেশের প্রতিযোগিগণ ইংবাজী বর্ণমালা অনুযাযী একেব পব এক জাতীষ পতাকা লইয়া ইটের মত লাল সিণ্ডার ট্র্যাকের উপব দিয়া মার্চ করিয়া যান। একঘণ্টা দশ মিনিট ধরিযা সামরিক বাদ্যের মধুর ঐকতানধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে এই কুচকাওয়াজ চলিতে থাকে।

এই সময় সুদর্শনা, শ্বেতবসনা একজন মহিলা হঠাৎ বক্তৃতামঞ্চে উঠিয়া দর্শকদের কিছু বলিতে চেষ্টা কবে। প্রাচীন গ্রীসীয় মহিলাদের মত পোশাক-পরিচ্ছদ পরিহিতা এই মহিলা লাউড স্পিকারে জার্মান ভাষায় বলিতে আরম্ভ করেন, "বন্ধুগণ...

একজন ব্যবস্থাপক তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে সরাইয়া দিবার চেষ্টা করেন কিন্তু তিনি ইংরাজী ভাষায় পুনরায় বলিতে আরম্ভ করেন, "সমবেত মহিলা ও ভদ্রমহোদয়বৃন্দ...

এই সময় পুলিস তাহাকে টানিয়া বক্তৃতা-মঞ্চ হইতে নামাইয়া দেয় ও নিকটবর্তী পুলিস স্টেশনে লইয়া যায়। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ মহিলাকে পশ্চিম জার্মানীর ছাত্রী বারবারা রোটাল্ট বলিয়া সনাক্ত করেন।

কুচকাওয়াজে নীল জ্যাকেট, ধূসর বর্ণের ট্রাউজার ও স্কার্টেরই আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সর্বপ্রথম যোগদানকারী

সোভিয়েটের প্রতিযোগিগণ ও নীল জ্যাকেট ও সাদা স্কার্ট পরিহিতা প্রতিযোগিনীদের জনতা বিপুল হর্ষধ্বনি সহকারে অভিনন্দন জানায়।

আমেরিকান দলের পতাকা বহন করেন বিগত চারিটি অলিম্পিকের অভিজ্ঞ অসি-সঞ্চালক নর্মান আর্মিটেজ। তাঁহার পশ্চাতেই ছিলেন নব-নির্বাচিত আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি মিঃ আভেরী ব্রান্ডেজ। আমেরিকান দলও দর্শকবৃন্দ কর্তৃক বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়।

ডেনিশ প্রতিযোগী দল গাঢ় লাল বর্ণের জ্যাকেট পরিয়া এবং গুয়াতেমালা গোলাপী রং-এর জ্যাকেট পরিয়া কুচকাওয়াজে অংশ গ্রহণ করে।

মহাযুদ্ধের পর জার্মানী ও জাপানী এ্যাথলেটগণ এই অলিম্পিকেই পুনরায় অংশ গ্রহণ করেন। গণতান্ত্রিক চীন সরকারীভাবে নাম প্রেরণ করিলেও কুচকাওয়াজে অনুপস্থিত ছিল। ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে ভারতের ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা বহন করেন ভারতীয় হকি দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড বলবীর সিংহ।

সামরিক বিউগিলের ঐকতানধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে অলিম্পিকের পঞ্চচক্র-শোভিত পতাকা উত্তোলিত হইবার পর যোগদানকারী ৬৭টি দেশের জাতীয় পতাকা স্টেডিয়ামের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত একত্রে ধীরে ধীরে উত্তোলিত হইলে স্টেডিয়ামটি বিভিন্ন রং-এর পতাকার বর্ণসুষমায় অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত হইয়া এক নয়নাভিরাম দৃশ্যের সৃষ্টি করে। প্রায় সাড়ে তিন হাজার পারাবত একত্রে উড়াইয়া দেওয়া হয় এবং অলিম্পিকের সম্মানে ২১ বার তোপ-ধ্বনি করা হয়। তোপধ্বনির পর পবিত্র অলিম্পিক-বহ্নি ফিনল্যাণ্ডের ফ্লাইং ফিনস্ গোষ্ঠীর বিখ্যাত দূরপাল্লার দৌড়বাজ প্যাভো নুরমি কর্তৃক বাহিত হইয়া অলিম্পিক স্টেডিয়ামে প্রবেশ করে। দক্ষিণ হস্তে পবিত্র অগ্নির মশাল ধারণ করিয়া ফিকে নীল ও সাদা রানিং স্যুট পরিহিত নুরমি ট্র্যাকের মধ্য দিয়া দৌড়াইয়া যান ও স্টেডিয়ামে অবস্থিত পবিত্র অগ্নির আধারে অগ্নিসংযোগ করেন। পূত বহ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। অতঃপর তিনি এই পূত মশাল ফ্লাইং ফিনস্ গোষ্ঠীর প্রথম এ্যাথলেট হ্যান্স কোলেম্যানেনের হস্তে অর্পণ করেন ও তিনি ২৫০ ফুট উচ্চ স্তম্ভের শীর্ষে অবস্থিত আধারে অগ্নি-সংযোগ করেন। পঞ্চদশ অলিম্পিক প্রতিযোগিতার শেষ দিন পর্যন্ত ইহা প্রজ্বলিত থাকে।

পাঁচটি অলিম্পিক-খ্যাত ও দুইটি স্বর্ণ, একটি রৌপ্য, পাঁচটি ব্রোঞ্জ পদক-প্রাপ্ত ফিনল্যাণ্ডের বিখ্যাত জিমন্যাস্ট ডাঃ এইচ. স্যাভোলেইনেন অতঃপর অলিম্পিকের শপথ গ্রহণ করান ও অলিম্পিকের স্তোত্র পাঠ, সমবেত সঙ্গীত ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পর পঞ্চদশ অলিম্পিকের উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন হয়। একে একে উদ্বোধন উৎসবে যোগদানকারী প্রতিযোগী ও দর্শকরা অলিম্পিক স্টেডিয়াম ত্যাগ করেন। সমস্ত রাত্রিব্যাপী কর্মিগণ অক্লান্তভাবে প্রতিযোগিতার জন্য স্টেডিয়ামকে প্রস্তুত করিতে থাকেন।

যোগদানকারী প্রতিযোগী

পঞ্চদশ অলিম্পিকে প্রায় ৫,৮৬৭ জন প্রতিযোগী যোগদান করেন। যোগ-দানকারী প্রতিযোগীদের সংখ্যা এবার সমস্ত অলিম্পিকের সংখ্যাকে হার মানাইয়া দেয়। ৫৬ বৎসর পূর্বে ব্যারন দ্য কুবার্তা কর্তৃক অলিম্পিকের পুনরুজ্জীবনের সময় এথেন্সের প্রথম অলিম্পিকে মাত্র ২৮৫ জন প্রতিযোগী

যোগদান করিয়াছিলেন। মাত্র ৫৬ বৎসরে এই প্রতিযোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৫,৮৬৭ জন হয়। প্রতিযোগীর সংখ্যা যে ভাবে বাড়িয়া গিয়াছে তাহাতে উহা অলিম্পিকের জনপ্রিয়তার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

১৯৫২ সালের অলিম্পিকে এ্যাথলেটিকসে প্রতিযোগীর সংখ্যাও পূর্বের সমস্ত সংখ্যাকে অতিক্রম করিয়া যায়। এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় মোট ১০৫১ জন প্রতিযোগী যোগদান করেন। ইহার পূর্বে অন্য কোন অলিম্পিকে এ্যাথলেটিক্সের বিষয়ে প্রতিযোগীর সংখ্যা সহস্রের অধিক হয় নাই। সোভিয়েট রাশিয়া এ বৎসর অলিম্পিকে প্রথম যোগদান করে। এই অলিম্পিকে সোভিয়েট রাশিয়া হইতে ব্যবস্থাপক, দর্শকসহ প্রায় ৭০০ জন প্রতিযোগী যোগদান করেন।

ফটোফিনিশ ক্যামেরা

পঞ্চদশ অলিম্পিকে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে ট্র্যাক ও ফিল্ড বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত বিচারের জন্য চারিটি ফটো-ফিনিশ ক্যামেরার ব্যবহার। ইহার প্রত্যেকটির মূল্য প্রায় দুই লক্ষ টাকা এবং ইহার প্রধান গুণ হইতেছে প্রতিযোগিতার অব্যবহিত পরেই প্রতিযোগিতার ফলাফল ফটোর সাহায্যে নিরূপিত করা। ইহা ছাড়াও এই ক্যামেরায় প্রত্যেক প্রতিযোগীর ক্রমপর্যায় ও তাহার সঠিক সময়ও লিপিবদ্ধ হয়।

এই ফটোফিনিশ ক্যামেরার আর একটি বিশেষত্ব এই যে ইহা এক সেকেণ্ডের ১০০ ভাগের এক ভাগ সময়ও সঠিকভাবে নিরূপণ করে। ফলে সাধারণ চোখে যখন একাধিক প্রতিযোগী একই সময়ে শেষসীমান্ত অতিক্রম করিয়াছেন, যখন ১/১০ সেকেণ্ড নিরূপণে সক্ষম এমন স্টপ ওয়াচেও একই সময় ধরা পড়িয়াছে তখন ফটো-ফিনিশ ক্যামেরা অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে বিচারকদের সহায়তার জন্য এবং নির্ভুলভাবেই বিচার-ফল নিরূপণ করিয়াছে।

প্রতিযোগিতার অব্যবহিত পরেই দর্শকদের নির্ভুল ফলাফল জানাইবার বৈদ্যুতিক "রেজাল্ট বোর্ড"ও এই অলিম্পিকের নিখুঁত ব্যবস্থাপনার জ্বলন্ত স্বাক্ষরের পরিচয় দিয়াছিল। ক্রীড়াজগতে অগ্রণী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যেও অনেক রাষ্ট্রে এই ধরনের বৈদ্যুতিক রেজাল্ট বোর্ডের প্রচলন সম্ভব হয় নাই।

এই অলিম্পিকের সমস্ত ক্রীড়ার সময় রক্ষার জন্য সুইস বিশেষজ্ঞদের উপর ভার অর্পণ করা হয়। চারিটি ফটো-ফিনিশ ক্যামেরা ব্যতীতও ৪৪১টি বিভিন্ন ধরনের ক্রোনোমিটারও এই অলিম্পিকে ব্যবহৃত হয়।

আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব

পূর্বাপর অলিম্পিকের ন্যায় পঞ্চদশ অলিম্পিকেও আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। অলিম্পিক অনুষ্ঠানের পুনরুজ্জীবনের পর মাত্র দুইটি অলিম্পিক ব্যতীত প্রতিবারই আমেরিকা দলগত চ্যাম্পিয়ন হইয়াছে।

পঞ্চদশ অলিম্পিকে আমেরিকার প্রতিযোগিগণ চল্লিশটি বিষয়ে প্রথম, ১৮টি বিষয়ে দ্বিতীয়, ১৭টি বিষয়ে তৃতীয় স্থান লাভ করিয়া বেসরকারী পয়েন্ট গণনায় মোট ৩৫২৫ পয়েন্টের মধ্যে ৬১৫ পয়েন্ট লাভ করে।

অলিম্পিকে প্রথম যোগদান করিয়াও রাশিয়া বেসরকারী পয়েন্ট গণনায় ৫৪১½ পয়েন্ট অর্জন করিয়া দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। রাশিয়ান প্রতিযোগিগণ ২২টি বিষয়ে প্রথম, ৩০টি বিষয়ে দ্বিতীয় স্থান ও ১৫টি বিষয়ে তৃতীয় স্থান

লাভ করেন। রাশিয়ান মহিলা প্রতিযোগিগণ ও জিমন্যাস্টগণ অদ্ভুত সাফল্যের পরিচয় দেন।

এই অলিম্পিকে সর্বাপেক্ষা বিস্মিত করিয়াছে পূর্ব ইউরোপের ছোট একটি দেশ হাঙ্গেরী। জলক্রীড়ায় অদ্ভুত সাফল্য অর্জন করিয়া এবৎসর হাঙ্গেরী অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান লাভ করে।

হাঙ্গেরিয়ান ক্রীড়াবিদ্‌গণ ১৬টি বিষয়ে প্রথম, ১০টি বিষয়ে দ্বিতীয় ও ১৫টি বিষয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া নিজেদের দেশকে বেসরকারী পয়েন্ট গণনায় ৩০৫ পয়েন্ট অর্জনে সহায়তা করিয়াছেন। ইহা কম সাফল্যের কথা নহে।

ইংলণ্ডের প্রতিযোগিগণ পঞ্চদশ অলিম্পিকে মোটেই সুবিধা করিতে পারে নাই। ইংলণ্ড একটি বিষয়ে প্রথম, দুইটি বিষয়ে দ্বিতীয় ও আটটি বিষয়ে তৃতীয় স্থান লাভ করিয়া বেসরকারী পয়েন্ট গণনায় মোট ১১৭ পয়েন্ট অর্জন করিয়া প্রতিযোগিতায় নবম স্থান লাভ করিয়াছে। ভারত একটি বিষয়ে প্রথম (হকি) ও একটি বিষয়ে তৃতীয় (কুস্তি) স্থান লাভ করিয়া বেসরকারী পয়েন্ট গণনায় মোট ১৭ পয়েন্ট অর্জন করিয়া একত্রিংশ স্থান লাভ করে। পাকিস্তান মাত্র তিন পয়েন্ট পাইয়া দ্বিচত্বারিংশ স্থান লাভ করে। স্পেনের দুইজন শ্রেষ্ঠ এ্যাথলেট এন্টোনিও এমোরেজ ও জোশী ফার্মিকা অনুশীলনের সময় আহত হওয়ায় স্পেন ১৪ই জুলাই সরকারীভাবে এ্যাথলেটিক্‌স হইতে অবসর গ্রহণ করে।

১৪ই জুলাই হেলসিংকির বিরাট ইনডোর স্টেডিয়ামে বাস্কেট বলের প্রাথমিক প্রতিযোগিতা দিয়া বেসরকারী ভাবে পঞ্চদশ অলিম্পিকের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইলেও সরকারী ভাবে ২০শে জুলাই সকাল ১০টা হইতে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। প্রথমেই দুইটি ফিল্ড ইভেন্টের যোগ্যতা নির্ধারক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মাঠের একদিকে মহিলাদের ডিসকাস নিক্ষেপ ও অপর দিকে পুরুষদের উচ্চলম্ফনের প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে।

সকাল হইতে বৃষ্টি হওয়ায় মাঠের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। উদ্যোক্তাগণ পেট্রোলের আগুনে মাঠ শুষ্ক করিয়া কোনমতে প্রতিযোগিতার উপযুক্ত করিয়া দেন।

উচ্চ লম্ফনের যোগ্যতা নির্ধারক প্রতিযোগিতায় প্রথম বার ১·৭০ মিটার (৫ফুঃ ৭ইঃ) রাখা হয়। অধিকাংশ প্রতিযোগীই অক্লেশে একলম্ফনেই এই উচ্চতা অতিক্রম করেন। ভারতের মেহেংগা সিংও অনায়াসেই এই উচ্চতা অতিক্রম করেন।

দ্বিতীয় স্তরে ১·৮০ মিটার (৫ফুঃ ১০¾ইঃ) উঠাইলে ভারতের মেহেংগা সিং ও ইজিপ্টের ই. সফি এই উচ্চতা অতিক্রমণে অসমর্থ হইয়া প্রতিযোগিতা হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। শেষ পর্যন্ত ১·৮৭ মিটার (৬ফুঃ ১½ইঃ) লাফাইয়া ওয়াল্টার ডেভিস, আর্নল্ড এলান পেটার্সন, পিটার ওয়েলস ও (আমেরিকা), কার্ল ওয়েজনার (জার্মানী), টেলিস দা কর্নকিকাও (ব্রাজিল), জি. বি. সুভেনসন (সুইডেন), আর. সি পেভিট (গ্রেট ব্রিটেন), সোয়েটার (রুমানিয়া) ফাইন্যালে যোগদানের যোগ্যতা অর্জন করেন।

বৈকাল ৩টায় ১০০ মিটার দৌড়ের হিট ও উচ্চলম্ফনের ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি সত্ত্বেও ৫০,০০০ দর্শক এসময় স্টেডিয়ামে উপস্থিত ছিলেন।

উচ্চলম্ফনের ফাইন্যালে আমেরিকার ওয়াল্টার ডেভিস*, কেনেথ ওয়েজনার, ব্রাজিলের জে. টেলিস দ্য কনকিকাও, সুইডেনের জি. স্ভেনসন, গ্রেট ব্রিটেনের আর. সি. পেভিট, রুমানিয়ার আই. সোয়েটার ইত্যাদি ছিলেন। সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিযোগিগণ উচ্চলম্ফনে সুবিধা করিতে পারেন নাই।

বার ১·৯৫ মিটার (৬ফুঃ ৪¾ইঃ) উঠাইলে ডেভিস্, কেনেথ ওয়েজনার, জে. টেলিস দ্য কনকিকাও, জি. স্ভেনসন তাঁহাদের প্রথম লম্ফনে অক্লেশেই অতিক্রম করেন। সোয়েটার ও পেভিট দুইজনেই প্রথম লম্ফনেই অসমর্থ হন। দ্বিতীয় লম্ফনে পেভিট অতিক্রম করেন কিন্তু সোয়েটার এবারও অসমর্থ হন। তৃতীয় লম্ফনে তিনি সাফল্য লাভ করেন।

১·৯৮ মিটার (৬ফুঃ ৬ইঃ)-তে কিন্তু পেভিট ও সোয়েটার তাঁহাদের তিনটি লম্ফনেই অকৃতকার্য হইয়া প্রতিযোগিতা হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। স্ভেনসন প্রথমে অকৃতকার্য হইলেও দ্বিতীয় লম্ফনে বার অতিক্রম করিতে সক্ষম হন। ডেভিস, ওয়েজনার ও কনকিকাও এবারও অক্লেশে অতিক্রম করেন। স্ভেনসনেরও হাতে লাগিযা বার পড়িয়া যায়। ওয়েজনাব ও ডেভিস এবারও অক্লেশে সুন্দর ভঙ্গিমায় অতিক্রম করেন। দ্বিতীয় লম্ফনে কনকিকাও সফল হইলেও স্ভেনসন বার অতিক্রম করিতে সক্ষম হন না। তৃতীয় লম্ফনেও অকৃতকার্য হওয়ায় বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বিদায় গ্রহণ করিতে হয়।

২·০১ মিটারেও (৬ফুঃ ৭¼ইঃ) কনকিকাও প্রথম লম্ফনে অকৃতকার্য হন। মাত্র তিনজন প্রতিযোগীর মধ্যে কনকিকাওর অসাফল্য আমেরিকার প্রতিযোগীদের সাফল্য সম্বন্ধে কাহারও আর কোন সন্দেহ ছিল না। দ্বিতীয় ও তৃতীয় লম্ফনেও অকৃতকার্য হওয়ায় তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ডেভিস এবারও সাফল্য লাভ করেন। কিন্তু ওয়েজনারের মধ্যে ক্লান্তির চিহ্ন সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। প্রথম লম্ফনে অসমর্থ হইলেও তিনি দ্বিতীয় বার সফল হন।

বার এবার ২·০৪ মিটার (৬ফুঃ ৮¼ইঃ) তোলা হয়। শেষ দুইজন আমেরিকান প্রতিযোগীর মধ্যে ওয়াল্টার ডেভিসের সাফল্য সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না। ওয়েজনার তিনটি লম্ফনেই অসমর্থ হইয়া প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

প্রতিযোগিতায় ওয়াল্টাব ডেভিস ২·০৪ মিটার (৬ফুঃ ৮¼ইঃ) লাফাইয়া অলিম্পিক রেকর্ডসহ স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। কেনেথ ওয়েজনার ও টেলিস দ্য কনকিকাও রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক প্রাপ্ত হন। স্ভেনসন, পেভিট ও সোয়েটার যথাক্রমে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন।

এই প্রসঙ্গে এই অলিম্পিকে এ্যাথলেটিক্সে প্রথম স্বর্ণপদক প্রাপ্তির গৌরবে গরীয়ান ওয়াল্টার ডেভিসের "প্রতিযোগী সংখ্যার" কথাও আসিয়া পড়ে। ওয়াল্টার ডেভিসের প্রতিযোগী সংখ্যা ছিল ১,০১৬। ইহার পূর্বে অন্য কোন প্রতিযোগীর পক্ষে সহস্রাধিক প্রতিযোগী সংখ্যায় এ্যাথলেটিক্সের স্বর্ণপদক পাওয়ার সৌভাগ্য হয় নাই। ইহার পর ৪০০ মিটার হার্ডল ও ৮০০ মিটার দৌড়ের প্রাথমিক প্রতিযোগিতাসমূহ অনুষ্ঠিত হয়।

* বাল্যকালে দীর্ঘদিন তিনি শৈশবের পক্ষাঘাত রোগে ভুগিয়াছিলেন।
—*Le Rapport Olympique Austriechien*—1952, p. 46.

একাদশ স্থান লাভ করিলেও তাঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা রেক্স হুইটলক চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। চতুর্দশ অলিম্পিক বিজয়ী সুইডেনের জন জুনাগ্রেনও অংশগ্রহণ করেন ও নবম স্থান লাভ করেন।

বৈকাল চার ঘটিকায় ৪০০ মিটার হার্ডেলের প্রাথমিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় ৪০ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগীদের ৮টি হিটে বিভক্ত করা হয় ও প্রত্যেক হিটের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তিনজন করিয়া মোট ২৪ জন ফাইন্যালে উন্নীত হন। আমেরিকার চার্লস মুর প্রথম রাউণ্ডে সর্বাপেক্ষা কম সময় ৫১·৮ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রমের সৌভাগ্য লাভ করেন। মাঠের অন্য পাশে এ সময় লৌহগোলক নিক্ষেপের ফাইন্যাল চলিতেছিল। প্রতিযোগীদের মধ্যে বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী জেমস ফুচ, আমেরিকান এ্যাথলেটদ্বয় প্যারী ও'ব্রায়েন ও ক্ল্যারেন্স হুপার থাকায় স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ তিনটি পদকই আমেরিকান এ্যাথলেট তিনজনই অধিকার করিবেন এ বিষয় প্রাথমিক প্রতিযোগিতা হইতেই প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রথম নিক্ষেপেই ও'ব্রায়েন ১৭·৪১ মিটার (৫৭ফুঃ ১½ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন। হুপার তাঁহার প্রথম নিক্ষেপে ১৭·০২ মিটার (৫৫ফুঃ ১০ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া দ্বিতীয় ও ফুচ তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। অন্যান্য প্রতিযোগীদের মধ্যে কেহই ১৭ মিটারও নিক্ষেপ করিতে সক্ষম হন নাই।

আর চারিটি নিক্ষেপে অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না। ষষ্ঠ নিক্ষেপে হুপার ১৭·৩৯ (৫৭ফুঃ ০¾ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। ফুচ পর পর তিনবার চেষ্টা করিয়া পঞ্চম নিক্ষেপে ১৭·০৬ মিটার (৫৫ফুঃ ১১¾ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ১৬·৭৮ মিটার নিক্ষেপ করিয়া রাশিয়ার ও গ্রিগালকা চতুর্থ হন এবং সুইডেনের আর. নিলসন ও গ্রেট ব্রিটেনের জে স্যাভিজ পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন।

প্যারী ও'ব্রায়েনের হাত বাল্যকালে ভীষণভাবে আহত হয় এবং তাঁহার একটি হাত স্বাভাবিক অবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ খাট ছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি তাঁহার প্রথম নিক্ষেপেই ১৭·৪১ মিটার নিক্ষেপ করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ডসহ অলিম্পিকের প্রথম স্বর্ণপদক লাভ করেন। অবশ্য পরবর্তী জীবনে তিনি তাঁহার অক্লান্ত অধ্যবসায় সহকারে অনুশীলন করিতে থাকেন ও ষোড়শ অলিম্পিকেও স্বর্ণপদক লাভ করেন। ইহা ব্যতীত লৌহগোলক নিক্ষেপে তিনি আজও বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী এবং দৈনিকই তাঁহার বিশ্ব রেকর্ড উন্নত হইতেছে।

বৈকাল ৪ ঘটিকার পর দীর্ঘলম্ফনের ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। যোগ্যতা নির্ধারক প্রাথমিক প্রতিযোগিতার ফলাফল হইতে প্রত্যেকে আমেরিকান এ্যাথলেটদের সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন। প্রাথমিক তিনটি করিয়া লম্ফনের পর জেরোম বিফ্‌লে, মেরিডিথ গোরডিন (আমেরিকা), ওডন ফোলডেসী (হাঙ্গেরী), ফ্যাকান হ্যাডেসা (ব্রাজিল), জে. ভেলতোনেন (ফিনল্যাণ্ড), এল. গ্রিগরজেভ (সোভিয়েট রাশিয়া) ব্যতীত একে একে অন্য সকল প্রতিযোগী বিদায় গ্রহণ করেন। প্রথম লম্ফনে ওডন ফোলডেসী ৭·৩০ মিটার (২৩ফুঃ ১১½ইঃ) লম্ফন করিবার পর গোরডিন তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া ৭·৫৩ মিটার (২৪ফুঃ ৮½ইঃ) লাফান।

সোভিয়েট রাশিয়ার এল. গ্রিগরজেভ কিন্তু ৭·১৪ মিটার (২৩ফুঃ ৫½ইঃ)-এর বেশী অতিক্রম করিতে সক্ষম হন না। ভেলতোনেনের শ্রেষ্ঠ লম্ফনও ৭·১৬ মিটার (২৩ফ্ঃ ৬ইঃ) হয়। ফোলডেসীও অল্পের জন্য ২৪ ফুট লম্ফন দিতে সক্ষম হন না। ফ্যাকান দ্য সাও ৭.২৩ মিটারের (২৩ ফ্ঃ ৮¾ ইঃ) বেশী লম্ফনে সমর্থ হন না। বিফ্‌লে কিন্তু ৭·৫৭ মিটার (২৪ফুঃ ১০ইঃ) লাফাইয়াছিলেন।

সর্বাপেক্ষা অধিক বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন আমেরিকার জে. ব্রাউন। প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় ৭·৩২ মিটার (২৪ফুঃ ০¼ইঃ) লাফাইলেও ফাইন্যালে তাঁহার তিনটি লম্ফনই বাতিল হইয়া যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার এন. প্রাইসও ৭·৩০ মিটারের লম্ফনে সমর্থ হইলেও ফাইন্যালে আহত হইয়া অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

গৌরডিন তাঁহার শেষ লম্ফনে ৭·৫৩ মিটারের অধিক (২৪ফ্ঃ ৮½ইঃ) লম্ফনে সমর্থ না হওয়ায় জেরোম বিফ্‌লে অগ্রগামী থাকেন। গ্রিগরজেভ তাঁহার শেষ লম্ফনে কোন উন্নতি করিতে সক্ষম হন না। ভেলতোনেনের শেষ লম্ফন "টেক অফ বোর্ড" অতিক্রম করায় বাতিল হইয়া যায়। ফলে ৭·৫৭ মিটার অতিক্রম করিয়া জেরোম বিফলে স্বর্ণপদক, ৭·৫৩ মিটার অতিক্রম করিয়া মেরিডিথ গৌরডিন রৌপ্য ও ৭·৩০ মিটার (২৩ফুট ১১½ইঃ) অতিক্রম করিয়া ওডন ফোলডেসী ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। ফ্যাকান দ্য সা, জে. ভেলতোনেন ও এল. গ্রিগরজেভ যথাক্রমে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন। দীর্ঘ লম্ফনের ফলাফল কিন্তু ক্রীড়া বিশেষজ্ঞদের মোটেই সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। অবশ্য একাদশ অলিম্পিকে জেসি ওয়েন্স প্রতিষ্ঠিত অলিম্পিক রেকর্ড আজও অক্ষুণ্ণ আছে কিন্তু চতুর্দশ অলিম্পিকেই এ বিষয়ে বিজয়ী উইলি স্টীলি ৭·৮২ মিটার (২৫ফ্ঃ ৮ইঃ) লাফাইয়াছিলেন। এই অলিম্পিকে মানের ক্রমাবনতি প্রকট হইয়া উঠে যখন এমন কি বিজয়ী জেরোম বিফলে উইলি স্টীলির দূরত্বকেও অতিক্রম করিতে সক্ষম হন না।

১০০ মিটার দৌড়ের দ্বিতীয় হিটে ২৩ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রতিযোগীদের ৪টি হিটে বিভক্ত করা হয় ও প্রত্যেকটি হিটের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হন। ভারতীয় প্রতিযোগী লেভি পিন্টো দ্বিতীয় হিটে ১০·৭ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হইয়াছিলেন।

সেমি-ফাইন্যালে ১২ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। জ্যামাইকার হার্বার্ট ম্যাকেনলে ১০·৪ সেকেন্ডে দ্বিতীয় হিটে বিজয় লাভ করিয়া ফাইন্যালে উন্নীত হন। ১০·৫ সেকেন্ডে প্রথম হিটে বিজয় লাভ করিয়া ম্যাকডোনাল্ড বেইলী ও দ্বিতীয় হিটে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া লিন্ডি রেমিগিনো ফাইন্যালে উঠেন। আমেরিকার এফ. স্মিথ, সোভিয়েট রাশিয়ার ভি. সুখারেভ এবং অস্ট্রেলিয়ার জে. ট্রেলেয়ার ১০·৬ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ফাইন্যালে উঠেন। ভারতীয় প্রতিযোগী লেভী পিন্টো প্রথম হিটে ১০.৭ সেকেন্ডে শেষসীমান্ত অতিক্রম করিয়া চতুর্থ স্থান লাভ করায় ফাইন্যালে যোগদানের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হন।

১০০ মিটার দৌড়ের সেমি ফাইন্যালের পর মহিলাদের ১০০ মিটার দৌড়ের হিট অনুষ্ঠিত হয়। ৫৬ জন প্রতিযোগিনী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন ও তাঁহাদের ১২টি হিটে বিভক্ত করা হয়। অষ্টম হিটে বিজয়িনী অস্ট্রেলিয়ার

মার্জোরী জ্যাকসন ১১·৬ সেকেণ্ডে দৌড়াইয়া প্রাথমিক প্রতিযোগিতার সর্বাপেক্ষা কম সময়ে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তাঁহার এই সময় পূর্ববর্তী অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করে ও বিশ্ব রেকর্ড অপেক্ষা মাত্র ·0১ সেকেণ্ড কম হয়। মিসেস ফ্যানি ব্ল্যাঙ্কার্স-কোয়েন, দক্ষিণ আফ্রিকার ডি. হ্যাসেনজাগের, ই. ম্যাসকেল, আমেরিকার সি. হার্ডি প্রত্যেকে ১১·৯ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন ও নিজ নিজ হিটে বিজয় লাভ করেন। ভারতীয় প্রতিযোগিনী নীলিমা ঘোষ প্রথম হিটে ১৩·৬ সেকেণ্ডে এবং মেরী ডি. সুজা নবম হিটে ১৩·১ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নিজ নিজ হিটে সর্বশেষ স্থান অধিকার করেন ও প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

পুরুষদের ১00 মিটার দৌড়ের সেমি ফাইন্যাল ও ফাইন্যালের মধ্যে পুনরায় এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় ট্র্যাকের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফলে ১00 মিটার দৌড়ের ফাইন্যালের প্রথম ও শেষ লেনের প্রতিযোগীদের কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

স্টার্টারের পিস্তলের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ম্যাকডোনাল্ড বেইলী সর্বপ্রথম স্টার্ট নেন কিন্তু রেমিগিনো দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করেন। ফলে ৫0 মিটারের মধ্যে তিনি বেইলীকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রগামী হন। স্মিথ আর ম্যাকেনলে এসময় তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে দৌড়াইতেছিলেন। শেষ সীমান্তের মাত্র তিন মিটার হইতে ১00 মিটার দৌড়ের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। যে জন্যই হোক বেইলী স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় দৌড়াইতে সমর্থ হন না এবং তাঁহার সোজা হইয়া দৌড়াইবার প্রচেষ্টায় বিশেষজ্ঞরা বিস্মিত হন। ম্যাকেনলে কিন্তু সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া দর্শনীয়ভাবে দৌড়াইতেছিলেন।

শেষ সীমান্তে লিণ্ডি রেমিগিনো, হার্বার্ট ম্যাকেনলে, এমানুয়েল ম্যাকডোনাল্ড বেইলী ও এফ স্মিথ প্রায় একই সঙ্গে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন। চারজনের সময়ই ১0·৪ সেকেণ্ড হয়। একই সঙ্গে টেপ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় কে বিজয়ী হইয়াছেন তাহা ঠিক করা দর্শকদের পক্ষে দুষ্কর হইয়া দাঁড়ায়। বিচারকগণ রেমিগিনোকে বিজয়ী বলিয়া স্থির করিলেও এ অবস্থায় ফটো-ফিনিশের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। সে কি উত্তেজনাময় মুহূর্ত! দর্শকদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন ক্রমশ সমগ্র স্টেডিয়াম ছাইয়া ফেলিল। প্রত্যেকেই নিজেদের পছন্দমত চারজনের একজনকে বিজয়ী বলিয়া দাবী করিতে আরম্ভ করিলেন ও চাপা গুঞ্জন ক্রমশ কোলাহলে পরিণত হইল।

অবশেষে বিচারকগণ বিচারফল ঘোষণা করিলেন। ফটো-ফিনিশের ফলাফল অনুযায়ী লিণ্ডি রেমিগিনো, হার্বার্ট ম্যাকেনলে, এমানুয়েল ম্যাকডোনাল্ড বেইলী ও এফ. স্মিথ পর্যায়ক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছেন। রেমিগিনো ও ম্যাকেনলের মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র এক ইঞ্চি। ফলাফল নিয়া অবশ্য তীব্র বাদানুবাদের সৃষ্টি হয় এবং অনেকে অভিযোগ করেন প্রতিযোগিগণ শেষ সীমান্ত অতিক্রমের পরমুহূর্তে ঐ ফটো উঠায় শেষ সীমান্তের সঠিক ফলাফলের সিদ্ধান্ত ঐ ফটো দেখিয়া গ্রহণ করা অন্যায় হইয়াছে। অবশ্য বিশেষজ্ঞদের মতে ফটো ফিনিশের ফটো অভ্রান্ত। অলিম্পিকের রেকর্ডে এই প্রথম চারজন প্রতিযোগী ১0·৪ সেকেণ্ডে শেষসীমান্ত অতিক্রম করিলেন।

১০.৫ সেকেণ্ডে শেষসীমান্ত অতিক্রম করিয়া সুখারেভ ও ট্রেলোয়ার পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন।

পূর্বদিন ৮০০ মিটার দৌড়ের প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় ৫০ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রতিযোগীদের আটটি হিটে বিভক্ত করা হইয়াছিল ও ২৩ জন প্রতিযোগী সেমি ফাইন্যালে উন্নীত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় হিটে চতুর্দশ অলিম্পিক বিজয়ী আমেরিকার ম্যালভিন হুইটফিল্ড ১ : ৫২.৫ মিনিটে শেষসীমান্ত অতিক্রম করিলেও ষষ্ঠ হিটে জার্মান প্রতিযোগী হাইনজ উলঝেমার ১:৫১·৪ মিনিটে শেষসীমান্ত অতিক্রম করিয়া সর্বাপেক্ষা কম সময়ে শেষসীমান্ত অতিক্রমের সৌভাগ্য লাভ করেন। ভারতীয় প্রতিযোগী সোহন সিংও এই হিটে ১:৫২·০ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করায় সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হন।

মোট ২৩ জন প্রতিযোগী সেমি ফাইন্যালে উন্নীত হন। প্রতিযোগীদের তিনটি হিটে বিভক্ত করা হয়। প্রথম হিটে ডেনমার্কের জি. নিয়েলসন ও ম্যালভিন হুইটফিল্ডের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যায় ও শেষ পর্যন্ত নিয়েলসন ১:৫০·০ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিজয় লাভ করেন। চতুর্দশ অলিম্পিকে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী আর্থার উইন্ট ১:৫২·৭ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় হিটে এবং হাইনজ উলঝেমার ১:৫১·৯ মিনিটে শেষসীমান্ত অতিক্রম করিয়া তৃতীয় হিটে বিজয় লাভ করেন। প্রত্যেকটি হিটের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফাইন্যালে যোগদানের সুযোগ লাভ করেন।

৪০০ মিটার হার্ডেলের ফাইন্যালে আমেরিকার চার্লস মুর, রাশিয়ার ইউরি লিটুয়েভ ও এ. জুলিন, গ্রেট ব্রিটেনের এইচ. হুইটল, নিউজিল্যাণ্ডের জন হল্যাণ্ড এবং ইটালীর এ. ফিলিপুট এই ছয়জন প্রতিযোগী ছিলেন। আমেরিকার চার্লস মুর এ সময় বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ হার্ডলার ছিলেন এবং দ্বিতীয় রাউণ্ডেই ৫০·৮ সেকেণ্ডে শেষসীমান্ত অতিক্রম করায় এবং প্রথম অথবা দ্বিতীয় রাউণ্ডে অন্য কোন প্রতিযোগীর পক্ষে ৫১ মিনিটের কম সময়ে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করার সৌভাগ্য না হওয়ায় তাঁহার বিজয় সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না। পিস্তলের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অগ্রগামী হন ও সাবলীল ভঙ্গিতে সমস্ত হার্ডল অতিক্রম করিয়া পুনরায় ৫০·৮ সেকেণ্ডে শেষসীমান্ত অতিক্রম করেন ও স্বপ্রতিষ্ঠিত অলিম্পিক রেকর্ডের সমান করেন। ৫১·৩ সেকেণ্ডে শেষসীমান্ত অতিক্রম করিয়া ইউরি লিটুয়েভ দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। জন হল্যাণ্ড তৃতীয়, এ. জুলিন চতুর্থ, এইচ. হুইটল পঞ্চম ও এ. ফিলিপুট ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন।

দ্বিতীয় দিনে এ্যাথলেটিকসের শেষ বিষয় ছিল মহিলাদের ১০০ মিটার হিটের দ্বিতীয় রাউণ্ড। প্রথম রাউণ্ডের ১২টি হিটের প্রথম ২ জন দ্বিতীয় রাউণ্ডে উন্নীত হওয়ায় দ্বিতীয় হিটে প্রতিযোগিনী সংখ্যা ছিল ২৪। প্রতিযোগিনীদের ৪টি হিটে বিভক্ত করা হয়। প্রথম হিটে অস্ট্রেলিয়ার মার্জোরি জ্যাকসন দ্বিতীয় রাউণ্ডের সর্বাপেক্ষা কম সময়—১১·৬ সেকেণ্ডে শেষসীমান্ত অতিক্রম করেন। দ্বিতীয় হিটে এম. স্যাণ্ডার কর্তৃক মিসেস ফ্যানি ব্ল্যাঙ্কার্স-কোয়েনের পরাজয় দর্শকদের বিস্ময় সৃষ্টি করে। স্যাণ্ডার ও ব্ল্যাঙ্কার্স-কোয়েন উভয়েই ১২·০ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিলেও ফটো ফিনিশে দেখা যায় স্যাণ্ডার ফ্যানি ব্ল্যাঙ্কার্স-কোয়েনের পূর্বেই শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছেন। ফ্যানি ব্ল্যাঙ্কার্স-কোয়েন মাত্র একমাস পূর্বে রটারডামে ১১·৪

সেকেণ্ডে শেষসীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু অলিম্পিক প্রতিযোগিতার কয়েক দিন পূর্বে কার্বাঙ্কল রোগে আক্রান্ত হন। এইদিন তাঁহার দৌড় দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যাইতেছিল তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিতে পারেন নাই।

২১শে জুলাইও রাত্রিতে বৃষ্টি হওয়ায় মাঠের অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। তবে প্রাতে কেবল মাত্র পুরুষদের ডিসকাস নিক্ষেপের প্রাথমিক প্রতিযোগিতা ছিল। মূল প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য যোগ্যতানির্ধারক দূরত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছিল ৪৬ মিটার (১৫০ফুঃ ১১ইঃ)। প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী ৩২ জন প্রতিযোগীর মধ্যে মাত্র ১৭ জন মূল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেন। এই ১৭ জনের মধ্যে চতুর্দশ অলিম্পিকে প্রথম তিনজন এডলফো কনসোলিনি, গিউসিপ্পে টোসি ও ফরচুন গর্ডিয়েনও ছিলেন। ইহা ব্যতীত বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী আমেরিকার সিম ইনেস ও আমেরিকান চ্যাম্পিয়ন জেমস্ ডিলিয়নও ছিলেন।

মূল প্রতিযোগিতায় প্রথম নিক্ষেপেই সিম ইনেস ৫৩·৪৭ মিটার (১৭৫ফুঃ ৫½ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন। তৃতীয় নিক্ষেপে তিনি ৫৫·০৩ মিটার নিক্ষেপ করিয়া পূর্বের নিক্ষেপকে আরও উন্নত করেন। ডিলিয়ন ও গর্ডিয়েনও প্রথম নিক্ষেপে ৫২·৪২ মিটার (১৭২ ফুট) নিক্ষেপ করেন। প্রথম তিনটি নিক্ষেপের পর সর্বশ্রেষ্ঠ ছয়জন সিম ইনেস, এডলফো কনসোলিনি জেমস্ ডিলিয়ন, ফরচুন গর্ডিয়েন, চতুর্দশ অলিম্পিকে পঞ্চম স্থানাধিকারী এফ. ক্লিকস ও রাশিয়ার ও. গ্রিগলকা ফাইন্যালে উন্নীত হন।

বৈকাল ৩ ঘটিকায় ২০০ মিটার দৌড়ের প্রথম রাউণ্ডের হিট অনুষ্ঠিত হয়। ৮৯ জন প্রতিযোগী নাম প্রেরণ করিলেও ৭১ জন প্রতিযোগী প্রকৃতপক্ষে অংশ গ্রহণ করেন। দ্বাদশ হিটে বিজয়ী আমেরিকার জেমস্ গেথার্স এই রাউণ্ডের সর্বাপেক্ষা কম সময়—২১·২ সেকেণ্ডে শেষসীমান্ত অতিক্রম করেন। দ্বিতীয় হিটে ওয়াল্টার বেকার ও ত্রয়োদশ হিটে ম্যাকডোনাল্ড বেইলী ২১·৪ সেকেণ্ডে শেষসীমান্ত অতিক্রম করেন। ভারতের লেভি পিণ্টো অষ্টাদশ হিটে ২১·৬ সেকেণ্ডে শেষসীমান্ত অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। প্রতিযোগিতা শেষে প্রত্যেক হিটের প্রথম ও দুইজন দ্বিতীয় রাউণ্ডে উন্নীত হন।

একই সময়ে পোলভল্টের ফাইন্যালও চলিতেছিল। যে ১৩ জন মূল প্রতিযোগিতায় উন্নীত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ৪·২০ মিটার লম্ফনে অসমর্থ হওয়ায় ৪ জন প্রতিযোগী অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাকী ৯ জনের মধ্যে জাপানের বি. সাওয়াদা, সোভিয়েট রাশিয়ার ভি. ব্রাজনিক ও ভি. নাজেভ এবং আমেরিকার জি. ম্যাটস ৪·২০ মিটার লম্ফনে সমর্থ হইলেও পরবর্তী উচ্চতা ৪·৩০ মিটার (১৪ফুঃ ১½ইঃ) লম্ফনে অসমর্থ হওয়ায় অবসর গ্রহণে বাধ্য হন।

প্রতিযোগিতা এবার আমেরিকার রেভাঃ রবার্ট রিচার্ডস, ডোনাল্ড লাজ, ইউরোপিয়ান রেকর্ডের অধিকারী সুইডেনের রাগনার লুণ্ডবার্গ, সোভিয়েট রাশিয়ার পি. ডেনিসিঙ্কো এবং ফিনল্যাণ্ডের ভি. ওলেনিয়াসের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে। ৪·৪০ মিটারে (১৪ফুঃ ৫¼ইঃ) ওলেনিয়াস তিনটি লম্ফনেই উচ্চতা অতিক্রম করিতে সক্ষম না হওয়ায় অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এই উচ্চতা অতিক্রম করাতে ডেনিসিঙ্কো ইউরোপিয়ান রেকর্ডের সমান করেন। চারজন এ্যাথলেটই প্রথম চেষ্টাতেই এই উচ্চতা অতিক্রম করেন ও পূর্ববর্তী অলিম্পিক

রেকর্ড ভঙ্গ করেন। বার ৪·৫০ মিটার (১৪ ফুঃ ৯১/৪ ইঃ) উঠান হইলে রিচার্ডস ও লাজ প্রথম লম্ফনে অসমর্থ হন কিন্তু দ্বিতীয় লম্ফনে অতিক্রম করিতে সক্ষম হন। ডোনিসিঙ্কো ও লুন্ডবার্গ তিনবার লম্ফনেই অসমর্থ হন। ৪·৫৫ মিটারে (১৪ফুঃ ১১১/৪ইঃ) রিচার্ডস ও লাজ প্রথম লম্ফনে অসমর্থ হন। রিচার্ড দ্বিতীয় লম্ফনে এই উচ্চতাও অতিক্রম করেন বটে কিন্তু লাজের তিনটি প্রচেষ্টাই বিফল হয়। রিচার্ড ইহার পরও ১৫ফুঃ ১ইঃ অতিক্রম করিতে চেষ্টা করেন বটে কিন্তু সমর্থ হন না। ফলে রেভাঃ রবার্ট রিচার্ডস ডোনাল্ড লাজ, রাগনার লুন্ডবার্গ, পি. ডোনিসিঙ্কো, ভি. ওলোনিয়াস এবং বি. সাওয়াদা পর্যায়ক্রমে প্রথম ছয়টি স্থান অধিকার করেন।

বেলা চারটায় ডিসকাস নিক্ষেপের ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। সিম ইনেসের তৃতীয় নিক্ষেপের পর তাঁহার বিজয় সম্পর্কে কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না। এডলফো কনসোলিনি ও ফরচুন গর্ডিয়েনও এ সময় যথাক্রমে ৫৫·৭৮ মিটার (১৭৬ফুঃ ৫১/২ইঃ) ও ৫২·৬৬ মিটার (১৭২ফুঃ ৯১/২ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

ফাইন্যালে একমাত্র জেমস ডিলিয়ন ব্যতীত অন্য কেহ প্রথম তিনটি নিক্ষেপের দূরত্বকে অতিক্রম করিতে সক্ষম হন নাই। ডিলিয়ন ফাইন্যালে তাঁহার প্রথম নিক্ষেপেই ৫৩·২৮ মিটার (১৭৪ফুঃ ৯১/২ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া ফরচুন গর্ডিয়েন নিক্ষিপ্ত সীমারেখা অতিক্রম করেন ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ফলে সিম ইনেস ৫৫·০৩ মিটার, এডলফো কনসোলিনি ৫৫·৭৮ মিটার, জেমস ডিলিয়ন ৫৩·২৮ মিটার ও ফরচুন গর্ডিয়েন ৫২·৬৬ মিটার নিক্ষেপ করিয়া পর্যায়ক্রমে প্রথম চারিটি স্থান লাভ করেন। ক্লিকস্ ও গ্রিগলকা পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন।

৪-৪৫ মিনিটে মহিলাদের ১০০ মিটার দৌড়ের সেমি-ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় সংবাদ আসে রক্তদুষ্টির জন্য মিসেস ব্ল্যাংকার্সকোয়েন হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাঁহাকে পেনিসিলিন ইনজেকসন দিতে হইতেছে। সুতরাং বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইয়াছে। প্রত্যেক প্রতিযোগী ও ক্রীড়ামোদী অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে এই সংবাদ গ্রহণ করে। সকলে আশা করেন তিনি নিশ্চয়ই পঞ্চম দিবসে হার্ডেলে অংশ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবেন।

সেমি-ফাইন্যালে ১১ জন প্রতিযোগিনী অংশ গ্রহণ করেন। প্রথম হিটে মার্জোরী জ্যাকসন ১১·৫ সেকেন্ডে ও দ্বিতীয় হিটে দাফেন হ্যাসেনজাগের ১১·৯ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া হিট দুইটিতে বিজয় লাভ করেন। দ্বিতীয় রাউন্ডে সোভিয়েট রাশিয়ার এন. খিনিকিনা ১২·০ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিলেও সেমি-ফাইন্যালে আমেরিকার হ্যাগসের নিকট তাঁহার পরাজয় রীতিমত বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। ফলে হ্যাগস্ ও খিনিকিনা উভয়েই ১২·০ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিলেও একান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ খিনিকিনা ফাইন্যালের যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হন না। দুইটি হিটের প্রথম তিনজন ফাইন্যালে উন্নীত হন।

৮০০ মিটার দৌড়ের ফাইন্যালে দুইজন আমেরিকান, দুইজন জার্মান, দুইজন সুইডিশ, আর্থার উইন্ট, গ্রেট ব্রিটেনের ওয়েবস্টার ও ডেনমার্কের নিয়েলসন এই নয়জন ফাইন্যালে উন্নীত হইয়াছিলেন।

স্টার্টারের পিস্তলের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় লেনে উইন্ট সর্ব-প্রথম স্টার্ট নেন ও তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া হাইনজ উলঝেমার দৌড়াইতে থাকেন। হোয়াইটফিল্ড এ সময় দৃঢ় পদক্ষেপে দৌড়াইতেছিলেন। এক ল্যাপ শেষ হইবার পর দেখা যায় উইন্ট তখনও অগ্রগামী আছেন ও ৫৩·৭ সেকেণ্ডে ৪০০ মিটার অতিক্রম করিয়াছেন। হোয়াইটফিল্ড এ সময় পঞ্চম স্থানে দৌড়াইতে-ছিলেন। শেষ সীমান্ত হইতে আনুমানিক ৮৫ মিটার বাকী থাকিতে হঠাৎ দর্শনীয়ভাবে তিনি তাঁহার গতিবেগ বৃদ্ধি করিতে থাকেন এবং একে একে প্রত্যেককে অতিক্রম করিয়া উইন্টের ঠিক পশ্চাতেই দৌড়াইতে থাকেন। উইন্টের কিন্তু আর গতিবেগ বৃদ্ধির ক্ষমতা ছিল না, উইন্টকেও অতিক্রম করিয়া ম্যালভিন হোয়াইটফিল্ড ১:৪৯·২ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন ও চতুর্দশ অলিম্পিকে স্বপ্রতিষ্ঠিত অলিম্পিক রেকর্ডের সঙ্গে একই সময়ে পর পর দুইটি অলিম্পিকে বিজয় লাভের গৌরব লাভ করেন। আর্থার উইন্টও ৩৩ বৎসর বয়সে পর পর দুইটি অলিম্পিকে একই বিষয়ে রৌপ্য পদক অর্জনের গৌরব লাভ করেন। উইন্টের শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিতে ১:৪৯ ৪ সেকেণ্ড লাগে। হাইনজ উলঝেমার ১:৪৯·৭ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া তৃতীয় স্থান লাভ করেন। নিয়েলসন, ওয়েবস্টার ও জার্মানীর জে. স্টেইনেস যথাক্রমে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন।

৮০০ মিটার দৌড়ের পর ৫,০০০ মিটার দৌড়ের প্রাথমিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মধ্যদূরত্ব ও দূরপাল্লার ৪৩ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগীদের তিনটি হিটে বিভক্ত করা হয়।

প্রাথমিক প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ফলাফলকে অপ্রত্যাশিত বলা যাইতে পারে। সোভিয়েট রাশিয়ার এন. পোপোভ, আই. সেমানোভ, হাঙ্গেরীর আই. কোভাকস, নরওয়ের এম. স্টোকেন প্রভৃতি অনেক বিশ্ববিখ্যাত দৌড়বীর ফাইন্যালে উন্নীত হন নাই। আবার রাশিয়ার এ. এনোফ্রিয়েভের নিকট জেটোপেকের ও বি. আলবার্টসনের পরাজয়েও কম বিস্ময়ের সৃষ্টি হয় নাই। প্রথম হিটে ফরাসী এ্যাথলেট আলো মিমোঁ ১৪·১৯·০ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন ও চতুর্দশ অলিম্পিক বিজয়ী গ্যাস্টন রীফকে পরাজিত করিবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। দ্বিতীয় হিটে জার্মানীর হার্বার্ট শাদে ১৪:১৫·৪ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গের একমাত্র গৌরব লাভ করেন। তৃতীয় হিটে এনোফ্রিয়েভ ১৪:২৩·৬ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া জেটোপেক ব্যতীতও পিরি, চ্যাটাওয়ে ইত্যাদি বিশ্ববিখ্যাত এ্যাথলেটদের পরাজিত করিবার গৌরব লাভ করেন। তিনটি হিট হইতে প্রথম পাঁচজন এ্যাথলেট ফাইন্যালে যোগদানের সৌভাগ্য লাভ করেন।

৫,০০০ মিটার দৌড়ের পর মহিলাদের ১০০ মিটার দৌড়ের ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় চতুর্দশ অলিম্পিকের মত কোন উত্তেজনা ছিল না এবং সাবলীল ভঙ্গিমায় দৌড়াইয়া মার্জোরী জ্যাকসন অনায়াসেই বিজয় লাভ করেন। ১১·৫ সেকেণ্ডে দৌড়াইয়া সেমি-ফাইন্যালের ন্যায় ফাইন্যালেও বিশ্ব রেকর্ডের সমান করেন। ১১·৮ সেকেণ্ডে দৌড়াইয়া দাফেন হ্যাসেন-জাগের ও ১১·৯ সেকেণ্ডে দৌড়াইয়া শার্লি স্ট্রিকল্যাণ্ড ডিলা হান্টি তৃতীয়

স্থান লাভ করেন। অস্ট্রেলিয়ার ডব্লু. ক্রিপস্, জার্মানীর এম. স্যান্ডর ও আমেরিকার এম. ফ্যাগস্ চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন।

এইদিন ক্রীড়াসূচীর সর্বশেষ বিষয় ছিল ২০০ মিটার দৌড়ের দ্বিতীয় রাউণ্ডের হিট। মোট ৩৬ জন প্রতিযোগী দ্বিতীয় রাউণ্ডে উন্নীত হইলেও ৩৫ জন অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগীদের ৬টি হিটে বিভক্ত করা হয় ও প্রথম ও দ্বিতীয় হিটে আমেরিকার জেমস্ গ্যাথার্স ও ওয়াল্টার বেকার, চতুর্থ হিটে আর্জেন্টিনার জি. বনহফ এই তিনজনই ২১·৪ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন ও নিজ নিজ হিটে বিজয় লাভ করিয়া সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হন। ই. ম্যাকডোনাল্ড বেইলী ২১·০ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন।

আমেরিকার এণ্ড্রু স্ট্যানফিল্ড কি প্রচণ্ড উদ্যম ও শক্তির অধিকারী তাহা দ্বিতীয় রাউণ্ডে বুঝা যায়। প্রথম রাউণ্ডে সপ্তম হিটে তিনি ২১·৮ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিলেও এই রাউণ্ডের প্রতিযোগিতায় তিনি সর্বাপেক্ষা কম সময় ২০·৯ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন।

প্রতিযোগিতা শেষে ৬টি হিটের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হন। লেভি পিন্টো প্রথম হিটে ২১·৬ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করায় সেমি-ফাইন্যালে যোগ-দানের যোগ্যতা অর্জন করেন।

তৃতীয় দিনেও রাত্রিতে বৃষ্টি হওয়ায় মাঠের অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। বেলা দশটায় হপ স্টেপ এণ্ড জাম্প, পুরুষদের জেভেলিন ও মহিলাদের দীর্ঘ-লম্ফনের যোগ্যতা নির্ধারক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

হপস্টেপ এণ্ড জাম্পে ৪১ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। মূল প্রতি-যোগিতায় যোগদানের যোগ্যতা নির্ধারক দূরত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছিল ১৪·৫৫ মিটার (৪৭ফুঃ ৮¾ইঃ)। ২৬ জন প্রতিযোগী এই দূরত্ব অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইয়া অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এই ২৬ জনের মধ্যে চতুর্দশ অলিম্পিকে ষষ্ঠ স্থানাধিকারী ফিনিশ প্রতিযোগী কে. রাউটিয়ো এবং এই অলিম্পিকে উচ্চলম্ফনে তৃতীয় স্থানাধিকারী ব্রাজিলের জে. টেলিস দ্য কন-কিকাও অন্যতম।

প্রথম রাউণ্ডে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী ব্রাজিলের আধেমার ফেরেরা দ্য সিলভা ১৫·৯৫ মিটার (৫২ফুঃ ৪ইঃ) লাফাইয়া অন্যান্য প্রতিযোগী অপেক্ষা অগ্রগামী ছিলেন। ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন রাশিয়ার লিওনিড শারবাখভ* ৪৯ফুঃ ৬ইঃ লাফাইয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় লম্ফনে দ্য সিলভা সকলের সহর্ষ ধ্বনির মধ্যে ১৬·১২ মিটার (৫২ফুঃ ১০¾ইঃ) লাফাইয়া নূতন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন। অন্যান্য প্রতিযোগীদের স্থানের কোন পরিবর্তন হয় না। তিনটি লম্ফনের পর দ্য সিলভা, শারবাখভ, ভেনজুয়েলার আরনল্ডো ডেভোনিশ,** আমেরিকার ডব্লু. এসবাগ, নরওয়ের আর. নিলসেন ও জাপানের ওয়াই. লিমুরো এই ছয়জন ফাইন্যালে উন্নীত হন।

* Dr. Ferenc Mezo (*Les Jeux Olympiques Modernes,* p. 349) Leonid Chtcherbakov বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

** *"Les XVes Olympiades"* (p.97) ভুলক্রমে "Devinish" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে।

করেন। রবার্ট ম্যাথিয়াস দ্বিতীয় ও ফিনল্যান্ডের রেক্কো তৃতীয় স্থান লাভ করেন। অপর ছয়জন প্রতিযোগী একই সঙ্গে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করাতে একই পয়েন্ট প্রাপ্ত হন।

বেলা ১১টায় দীর্ঘলম্ফনের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সোভিয়েট রাশিয়ার ভি. ভলকভ ও এস. কুজনেটসভ ৭·০৯ মিটার (২৩ফুঃ ৩½ইঃ) লাফাইয়া এ বিষয়ে যুগ্মভাবে প্রথম স্থান লাভ করেন। ৭·০৬ মিটার (২৩ফুঃ ২ইঃ) লাফাইয়া আমেরিকার ফ্লয়েড সিমন্‌স ও ভেনেজুয়েলার ভি. ইরিয়ার্তে যুগ্মভাবে দ্বিতীয় ও রবার্ট ম্যাথিয়াস ৭·৯৮ মিটার (২২ফুঃ ১০¼ইঃ) লাফাইয়া তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

বৈকাল ৩ ঘটিকায় ৪০০ মিটার দৌড়ের সেমি-ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগীদের দুইটি হিটে বিভক্ত করা হয় এবং আর্থার উইন্ট ও জর্জ রডেন প্রথম ও দ্বিতীয় হিটে যথাক্রমে ৪৬·৩ ও ৪৬·৪ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিজয় লাভ করেন। দুইটি হিটেরই প্রথম তিনজন ফাইন্যালে উঠেন।

একই সঙ্গে ডেকাথ্‌লনের লৌহগোলক নিক্ষেপের প্রতিযোগিতাও চলিতে-ছিল। রবার্ট ম্যাথিয়াস ১৫·৩০ মিটার (৫০ফুঃ ২¼ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া প্রতি-যোগিতায় অনায়াসেই বিজয় লাভ করেন। ১৩·৮৯ মিটার (৪৫ফুঃ ৬¾ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া মিল্টন ক্যাম্পবেল দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। জার্মানীর এস. হিপ এ বিষয়ে তৃতীয় স্থান লাভ করেন। তিনটি প্রতিযোগিতার ফলাফলে দেখা যায় রবার্ট ম্যাথিয়াস ২৬৩৯ পয়েন্ট, মিল্টন ক্যাম্পবেল ২৫০০ পয়েন্ট ও ফ্লয়েড সিমন্‌স ২২২৯ পয়েন্ট অর্জন করিয়া যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করিয়াছেন।

ডেকাথ্‌লনের প্রতিযোগিতার পর মহিলাদের ২০০ মিটার দৌড়ের প্রাথমিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ৩৮ জন প্রতিযোগিনী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। প্রথম রাউন্ডের বাছাই করার প্রতিযোগিতা শেষ করিয়া যাহাতে সেমি-ফাইন্যালের প্রতিযোগিতা আরম্ভ করা যায় তাহার জন্য প্রতিযোগিনীদের ছয়টির বদলে সাতটি লেনে দৌড়ানর ব্যবস্থা করা হয় ও সাতটি হিটের ব্যবস্থা করা হয়।

প্রতিযোগিতায় মার্জোরী জ্যাকসন তৃতীয় হিটে প্রাথমিক প্রতিযোগিতার সর্বাপেক্ষা কম সময় ২৩·৬ সেকেন্ডে শেষসীমান্ত অতিক্রম করেন। এই হিটেই ভারতীয় প্রতিযোগী মেরী ডিসুজা ২৬·৩ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া সর্বশেষস্থান অধিকার করায় প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ৭টি হিটের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিযোগিনী সেমি-ফাইন্যালে যোগ-দানের যোগ্যতা লাভ করেন।

৪·২০ মিনিটে ৩,০০০ মিটার স্টিপলচেজের ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। ফাইন্যালের ১২ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ৮ জনই হিটে পূর্ববর্তী অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছিলেন। স্টার্টারের পিস্তলের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার সালতিকভ অগ্রগামী হন এবং তাঁহার পিছনেই ছিলেন এসেনফেল্টার ও কাজান্টসেভ। প্রায় ১০০০ মিটার পর্যন্ত অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না কিন্তু তাহার পর কাজান্টসেভ অগ্রগামী হন ও তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া এসেনফেল্টার দ্বিতীয় স্থানে দৌড়াইতে থাকেন। সালতিকভ ক্রমশঃ পিছাইয়া পড়িতে থাকেন।

ল্যাপ স্কোরারের শেষ ল্যাপের ঘণ্টা বাজান পর্যন্তও কাজান্টসেভ ও এসেন-ফেল্টার প্রথম স্থানেই দৌড়াইতেছিলেন কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনের জন ডিসলে অগ্রগামী হইয়া তৃতীয় স্থানে দৌড়াইতেছিলেন। শেষ ল্যাপে এসেনফেল্টার ও কাজান্টসেভের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয় ও এসেনফেল্টার ৮:৪৫·৪ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন ও নূতন অলিম্পিক রেকর্ডসহ আমেরিকার পক্ষে স্টিপলচেজের প্রথম স্বর্ণপদক অর্জন করেন। ৮:৫১·৬ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া কাজান্টসেভ রৌপ্য ও ৮:৫১·৬ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া জন ডিসলে ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। ও. রিনটিনপা (ফিনল্যান্ড), সি. সোডারবার্গ (সুইডেন), জি. হ্যাসেলম্যান (জার্মানী) ও সালতিকভ পর্যায়ক্রমে চতুর্থ হইতে সপ্তম স্থান লাভ করেন।

সাড়ে চারটায় ডেকাথ্‌লনের উচ্চ লম্ফনের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সুইডেনের জি. ওয়াইডেনফেল্ট ১·৯৫ মিটার (৬ফুঃ ৪¾ইঃ) লাফাইয়া প্রথম স্থান, ফ্রয়েড সিমনস্ ১·৯২ মিটার (৬ফুঃ ৩½ইঃ) লাফাইয়া দ্বিতীয় ও রবার্ট ম্যাথিয়াস ১·৯০ মিটার (৬ফুঃ ২¾ইঃ) লাফাইয়া তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

বেলা চারটার পর ৪০০ মিটারের ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। রডেন, ম্যাকেনলে, ম্যাটসন (আমেরিকা), কার্ল হ্যাস (জার্মানী), আর্থার উইন্ট ও ম্যালভিন হুইটফিল্ড এই ছয়জন ফাইন্যালে উঠিয়াছিলেন। তীব্র উত্তেজনার মধ্যে মধ্য-দূরত্বে বিশ্বের ৬ জন শ্রেষ্ঠ দৌড়বীর স্টার্টিং লাইনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দর্শকবৃন্দের মনেও প্রতিযোগীদের চাপা উত্তেজনার ছোঁয়াচ লাগিয়াছিল। মৃদু গুঞ্জনে সমস্ত স্টেডিয়াম তখন মুখরিত।

স্টার্টারের সংকেতে প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সীমারেখায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু প্রতিযোগীদের উত্তেজনার ফলে প্রথমটিই "ফলস্ স্টার্ট" হইল। স্টার্টার প্রতিযোগীদের ফিরাইয়া আনিয়া স্টার্টের সংকেত করিলেন।

উইন্ট কিন্তু স্টার্টিং হইতেই গতিবেগ অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ২০০ গজ চিহ্নিত স্থানে উইন্ট অন্যান্য প্রতিযোগী অপেক্ষা প্রায় তিন মিটার অগ্রগামী ছিলেন। বিশেষজ্ঞরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে উইন্ট শেষ পর্যন্ত এই গতিবেগ রক্ষা করিতে পারিবেন না।

ট্র্যাকের বাঁক হইতেই উইন্টের গতিবেগ শ্লথ হইতে আরম্ভ করে ও রডেন ও ম্যাকেনলে একে একে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া অগ্রগামী হইলেন। শেষ ২৫ মিটারে ম্যাকেনলে ও রডেনের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইল। রডেন ও ম্যাকেনলে উভয়েই ৪৫·৯ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন বটে কিন্তু ফটো ফিনিশে দেখা যায় জর্জ রডেন হার্বার্ট ম্যাকেনলের পূর্বেই শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছেন। রডেন ও ম্যাকেনলের ১·১ সেকেণ্ড পর শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া আমেরিকার ওলি ম্যাটসন তৃতীয় স্থান লাভ করেন। জার্মানীর কার্ল হ্যাস চতুর্থ ও আর্থার উইন্ট পঞ্চম স্থান লাভ করেন। ৮০০ মিটারে বিজয়ের পর যে জন্যই হোক ম্যালভিন হুইটফিল্ড ঠিকভাবে দৌড়াইতে সমর্থ হন নাই এবং তিনি ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন।

৪০০ মিটারের পর ১,৫০০ মিটারের সেমি-ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ জন প্রতিযোগীকে ২টি হিটে বিভক্ত করা হয়। প্রথম হিটে ডি. জোহানসন (ফিনল্যান্ড) ও দ্বিতীয় হিটে জে. বার্থেল (লাক্সেমবার্গ) বিজয় লাভ করেন। ২টি হিটেরই প্রথম পাঁচজন ফাইন্যালে উন্নীত হন।

এইদিন ক্রীড়াসূচীর শেষ বিষয় ছিল ডেকাথ্‌লনের ৪০০ মিটার দৌড়।

একই সংগে ডেকাথ্‌লনের জেভেলিন নিক্ষেপেরও প্রতিযোগিতা চালতে-ছিল। ৫৯·২১ মিটার (১৯৪ফুঃ ৩½ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া রবার্ট ম্যাথিয়াস এ বিষয়েও বিজয় লাভ করেন। ফিনল্যাণ্ডের ই. ল্যাণ্ডস্ট দ্বিতীয় এবং পোর্টোরিকোর আর. অলিভার এ বিষয় যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থান লাভ করেন। রবার্ট ম্যাথিয়াস এই বিজয়ের ফলে তাঁহার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মিল্টন ক্যাম্পবেল অপেক্ষা ৮০০ পয়েন্ট অগ্রগামী ছিলেন।

ট্র্যাকে এসময় ৪×৪০০ মিটার দৌড়ের প্রাথমিক প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি চলিতেছিল। ১৮টি রাষ্ট্র হইতে ১৮টি জাতীয় দল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। দলগুলিকে তিনটি হিটে বিভক্ত করা হয় ও জ্যামাইকা, আমেরিকা এবং জার্মানী হিট তিনটিতে বিজয় লাভ করে। তিনটি হিটে প্রথম দুইটি দল ফাইন্যালে উন্নীত হন।

মহিলাদের ২০০ মিটার দৌড়ের ফাইন্যালে ছয়জন প্রতিযোগিনী প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করেন। মার্জোরী জ্যাকসনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না এবং তিনিই ২৩·৭ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। এই সময় পূর্ববর্তী অলিম্পিক রেকর্ড অপেক্ষা উন্নত হইলেও সেমি-ফাইন্যালে তিনি প্রথম হিটে ২৩·৪ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া যে রেকর্ড করিয়াছিলেন উহাকেই বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ডের সম্মান দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় স্থানের জন্য কিন্তু তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হয়। নেদার-ল্যাণ্ডের বার্থা ব্রাউয়াব, নাদেজা খিনকিনা ও অস্ট্রেলিয়ার ডব্লু. ক্রিপ্‌স তিনজনই ২৪·২ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন। ফটো-ফিনিশের সাহায্য গ্রহণ করা হয়; ব্রাউযার, খিনকিনা, ক্রিপ্‌স পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এইচ. ক্লিন (জার্মানী) ও হ্যাসেনজেগাব (দক্ষিণ আফ্রিকা) পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন।

এইদিন ডেকাথ্‌লনের শেষ বিষয় ১,৫০০ মিটার দৌড়ের সংগে সংগে দিনের ক্রীড়াসূচীরও সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। তখন স্টেডিয়ামে সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে রবার্ট ম্যাথিয়াসের বিজয় স্থিরনিশ্চিত হওয়ায় দর্শক-বৃন্দের মনেও তেমন কোন উত্তেজনা ছিল না। সমস্ত দিন আর চারিটি বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া প্রতিযোগীরাও তখন প্রত্যেকেই পরিশ্রান্ত। ফিনল্যাণ্ডের ও. রিক্কো, ভি ভোলকভ এবং জি. ওয়াইডেনফেল্ট পর্যায়ক্রমে প্রথম তিনটি স্থান লাভ করেন।

প্রতিযোগিতায় ৭,৮৮৭ পয়েন্ট অর্জন করিয়া রবার্ট ম্যাথিয়াস বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড সহ দ্বিতীয়বার ডেকাথলনের স্বর্ণপদক লাভ করেন। আজ পর্যন্তও অন্য কোন এ্যাথলেটের পক্ষে রবার্ট ম্যাথিয়াসের এ রেকর্ড ভংগ করা সম্ভব হয় নাই। মিল্টন ক্যাম্পবেল ফ্লয়েড সিমন্‌স, ভি. ভোলকভ, এস. হিপ (জার্মানী) এবং জে. ওয়াইডেনফেল্ট পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন। ৪৯৮ পৃষ্ঠায় পর্যায়ক্রমে প্রথম ছয়জনের বিস্তারিত ফলাফল ও প্রত্যেকটি বিষয়ে অর্জিত পয়েন্টের সংখ্যা দেওয়া হইল। প্রতিযোগিতায় ২৮ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করিলেও ৭ জন বিভিন্ন কারণে প্রতিযোগিতা শেষ হইবার পূর্বেই অবসর গ্রহণ করেন। চতুর্দশ অলিম্পিকে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ইগনেস হাইনরিখ প্রথম দিনেই আহত হওয়ায় প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

প্রতিযোগীর নাম	রাষ্ট্র	১০০ মিঃ দৌড়	দীর্ঘ লম্ফন	লৌহগোলক নিক্ষেপ	উচ্চ লম্ফন	৪০০ মিটার দৌড়	১১০ মিটার হার্ডল	ডিসকাস নিক্ষপ	পোল ভল্ট	জেভেলিন নিক্ষেপ	১৫০০ মিটার দৌড়	মোট পয়েন্ট-সংখ্যা
রবার্ট ম্যাথিয়াস	আমেরিকা	১০.৯ সেঃ ৯৪৮ পঃ	২২'১০¾" ৭৭৯ পঃ	৫০'২¼" ৯১২ পঃ	৬'০¾' ৯০০ পঃ	৫০.২ সে. ৮২৮ পঃ	১৪.৭ সেঃ ৮৯৪ পঃ	১৫৩'১০" ৮৩৮ পঃ	১৩'১½" ৭৪৫ পঃ	১৯৪'৩⅛" ৭১৫ পঃ	৪:৫০.৮ মিঃ ৩২৮ পঃ	৭,৮৮৭ পঃ
মিল্টন ক্যাম্পবেল	„	১০.৭ সেঃ ১০৩৪ পঃ	২২'১⅛" ৭০৭ পঃ	৪৫'৬¾' ৭৫৯ পঃ	৬'০¾' ৮৩২ পঃ	৫০.৯ সেঃ ৭৭৯ পঃ	১৪.৫ সেঃ ৯৫৩ পঃ	১৩২'১০½" ৬৪০ পঃ	১০'১০" ৪৩৮ পঃ	১৭৮'১১¾" ৬১৭ পঃ	৫:০৭.২ মিঃ ২১৬ পঃ	৬,৯৭৫ পঃ
ফ্লয়েড সিমন্স	„	১১.৫ সেঃ ৭৩৭ পঃ	২৩'২' ৮০৪ পঃ	৪৩'২⅞" ৬৮৮ পঃ	৬'৩½' ৯৩০ পঃ	৫১.১ সেঃ ৭৬৫ পঃ	১৫ সেঃ ৮১৩ পঃ	১২৩'১১" ৫৬৬ পঃ	১১'৯⅞" ৫৫৬ পঃ	১৭৯'৫⅞" ৬২০ পঃ	৪:৫৩.৪ মিঃ ৩০৯ পঃ	৬,৭৮৮ পঃ
ভি. ভলকভ	সোভিয়েট রাশিয়া	১১.৪ সেঃ ৭৬৮ পঃ	২৩'৩⅞' ৮১৫ পঃ	৪১'৪¾" ৬৩৭ পঃ	৫'৮⅞ ৭১১ পঃ	৫১.২ সেঃ ৭৫৮ পঃ	১৫.৮ সেঃ ৬৩২ পঃ	১২৪'৯⅝" ৫৭৩ পঃ	১২'৫⅞" ৬৪৫ পঃ	১৮৫'১১½" ৬৬০ পঃ	৪:৩৩.২ মি ৪৭৫ পঃ	৬ ৬৭৪ পঃ
এস. হিপ	জার্মানী	১১.৪ সেঃ ৭৬৮ পঃ	২২'৫⅞" ৭৪০ পঃ	৪৩'৬" ৬৯৬ পঃ	৫'৮⅞" ৭১১ পঃ	৫১.৩ সেঃ ৭৫১ পঃ	১৬.১ সেঃ ৫৭৫ পঃ	১৫০'৮¾" ৮০২ পঃ	১১'৭¾" ৫১৬ পঃ	১৭৭'৭½" ৬০৯ পঃ	৪.৫৭.২ মিঃ ২৮১ পঃ	৬,৪৪৯ পঃ
জে. ওয়াই-ডেনফেল্ট	সুইডেন	১১.৪ সেঃ ৭৬৮ পঃ	২২'২⅞" ৭১৩ পঃ	৩৮'১" ৫৪৮ পঃ	৬'৪⅞ ৯৬০ পঃ	৫১.৩ সেঃ ৭৫১ পঃ	১৬.১ সেঃ ৫৭৫ পঃ	১২৯'৮¼" ৬১৩ পঃ	১১'৫¾" ৫১৬ পঃ	১৬১'১১¼" ৫১৭ পঃ	৪:৩৮.৬ মিঃ ৪২৭ পঃ	৬,৩৮৮ পঃ

দ্রষ্টব্য ঃ উচ্চতা ও দূরত্ব মিটার হইতে মান পরিবর্তন করিয়া ফুট ও ইঞ্চিতে দেওয়া হইয়াছে।

রবার্ট ম্যাথিয়াস

এমিল জেটোপেকের ন্যায় রবার্ট ম্যাথিয়াসও এই অলিম্পিকের বিস্ময় বলিয়া পরিগণিত হন। তাঁহার পিতা ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত টুলার শহর-তলীর এক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের চিকিৎসক ছিলেন। প্রথম হইতেই তিনি রবার্ট ম্যাথিয়াসের বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যচর্চার দিকেও নজর দেন ও তাঁহারই সক্রিয় সহায়তায় রবার্ট ম্যাথিয়াস বাল্যকাল হইতেই বিভিন্ন ক্রীড়ায় পারদর্শী হইয়া উঠেন।

ডিসকাস ও লৌহ গোলক নিক্ষেপ তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় বিষয় হইলেও তাঁহার শিক্ষকের উপদেশে এ্যাথলেটিকসের অন্যান্য বিষয়েও তিনি যোগদান করেন ও শীঘ্রই ক্যালিফোর্নিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ডেকাথলন প্রতিযোগী হিসাবে তাঁহার সুনাম ছড়াইয়া পড়ে।

মত্র ১৯ বৎসর বয়সে তিনি আমেরিকাব সর্বশ্রেষ্ঠ ডেকাথলন প্রতিযোগীব সম্মান লাভ করেন। তাঁহার অদ্ভুত ক্রীড়া-কুশলতার জন্য তাঁহাকে চতুর্দশ অলিম্পিকে ডেকাথলনে আমেরিকান প্রতিযোগী হিসাবে নির্বাচিত হয়।

ওয়েম্বলীব স্টেডিয়ামে প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনে কখনও ধীরে ধীরে কখনও মুষলধাবে বৃষ্টি হইতেছিল। একটি আচ্ছাদনের নীচে তাঁহার মাতা ও পিতা ম্যাথিয়াসের জন্য কম্বল লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। ম্যাথিয়াসের নম্বর ডাকা হইবাব সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগীর পোশাকে ম্যাথিয়াস প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ কবিয়া আবার সঙ্গে সঙ্গেই দৌড়াইয়া মায়ের কোলে ফিরিয়া আসিতেছিলেন আর তাঁহাব পিতা মাতা পরম যত্নে আবার কম্বল ঢাকা দিয়া, মালিশ করিয়া এবং উৎসাহ বাক্যে তাঁহাকে উৎসাহিত করিতেছিলেন।

ক্রমে রাত্রিব অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, সঙ্গে সঙ্গে শীতের হিমেল হাওয়া। ম্যাথিযাসেব পিতামাতা বার বাবই তাঁহাকে উৎসাহিত করিতেছিলেন। তাঁহাদের আদবের 'বব' আজ বিশ্বজনেব মধ্যে একজন হিসাবে সুনাম অর্জন করিবে! ববের পিতামাতার তখন কি প্রশান্তি!

শেষ পর্যন্ত সব বিশ্বেব "সর্ববিদ্যাবিশারদ এ্যাথলেটের" স্বর্ণপদক লাভ কবিলেন—মাত্র উনিশ বৎসর বযসে ডেকাথলনের মত দুঃসহ প্রতিযোগিতার বিজযীর সম্মান। বব কিন্তু সব সময়েই এ কথা বলিয়া আসিয়াছেন, প্রতি-যোগিতার সময তাঁহার পিতা ও মাতার সান্নিধ্য ও উৎসাহ-বাণীতে উৎসাহিত না হইলে ডেকাথলন বিজযীব সম্মান লাভ করা সম্ভব হইত না।'

চাব বৎসব পর চতুর্দশ অলিম্পিযাড ধুরিয়া পঞ্চদশ অলিম্পিক আসিয়া উপস্থিত হইযাছে।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে হেলসিঙ্কিতে। সমগ্র বিশ্বে সাজ সাজ বব। আবাব সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িল ম্যাথিযাসের নাম। ১লা ও ২রা জুলাই আমেরিকান চ্যাম্পিয়নশিপে দুইদিনব্যাপী ডেকাথলন প্রতিযোগিতায় ৭,৮২৫ পয়েন্ট অর্জন করিযা ম্যাথিয়াস বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করিলেন। তারই মাত্র ২৫ দিন পর আবার অলিম্পিক বিজয়, অলিম্পিক রেকর্ড ও বিশ্ব রেকর্ড।

হেলসিঙ্কিতে ডেকাথলন প্রতিযোগিতা দুইদিন ধরিয়া অনুষ্ঠিত হয় এবং ফিনল্যান্ডের প্রচন্ড শীতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে। শেষদিন সাড়ে এগার ঘন্টা ধরিয়া এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে কিরূপ শক্তিক্ষয় হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রতিযোগিতার বিজয়

লাভ করিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে পিতা মাতার নিকট ফিরিয়া আসিয়াও ববের মনের কোন পরিবর্তন হয় নাই। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বব তাঁহার মাতাপিতাকে জানান যে "এত পরিশ্রান্ত তিনি জীবনে আর কোনদিনই হন নাই এবং যে-কোন মূল্যের বিনিময়েও আর এই প্রতিযোগিতায় যোগদানে ইচ্ছুক নহেন।"

এ্যাথলেটিকস্ প্রতিযোগিতার শেষদিন ২৭শে জুলাই প্রাতে কেবল মাত্র মহিলাদের উচ্চলম্ফনের প্রাথমিক প্রতিযোগিতা ক্রীড়াসূচীতে নির্দিষ্ট ছিল কিন্তু নানা কারণে অপরাহ্নের পূর্বে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করা সম্ভব হয় নাই।

প্রতিযোগিতা ১·৪০ মিটার হইতে আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় উচ্চতা ১·৫০ মিটারে দুইজন প্রতিযোগিনী অসমর্থ হইয়া বিদায় গ্রহণ করেন ও প্রতিযোগিতা ১৫ জনের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে। বিশেষ আশ্চর্যের কথা এই যে ১·৭২ মিটারে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারিণী গ্রেট ব্রিটেনের শেলা লেরউইল প্রথম লম্ফনে এই উচ্চতা অতিক্রমে অসমর্থ হন। অবশ্য দ্বিতীয় বার তিনি সফল হন। ১·৫৫ মিটারে প্রতিযোগিতা ১১ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ১·৫৮ মিটারে বার্লিন ও লণ্ডন অলিম্পিকে রৌপ্য পদকের অধিকারী ডরোথি (ওডাম) টাইলর তাঁহার শেষ লম্ফনে কোনমতে বার অতিক্রম করেন। ১·৬১ মিটারে থেলমা হপকিন্স (গ্রেট ব্রিটেন), ও. মোদ্রাচোভা (চেকোশ্লোভাকিয়া) ও এফ শেনেক (অস্ট্রিয়া) তিনজনই অসমর্থ হন ও পূর্ববর্তী লম্ফনের ফলাফল অনুযায়ী চতুর্থ. পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। থেলমা হপকিন্স এ সময় ১৬ বৎসরের বালিকা। ইস্থার ব্রান্ড (দক্ষিণ আফ্রিকা) ও শেলা লেরউইল প্রথম লম্ফনেই এই উচ্চতা অতিক্রম করিতে সমর্থ হন কিন্তু আলেকজান্দ্রা সুদিনা তাঁহার দ্বিতীয় লম্ফনে সমর্থ হন।

১·৬৫ মিটারে (৫ফুঃ ৫ইঃ) ইস্থার ব্রান্ড তাঁহার দ্বিতীয় লম্ফনে এবং লেরউইল তাঁহার তৃতীয় লম্ফনে বার অতিক্রম করেন কিন্তু সুদিনা তিনবারই ব্যর্থ হন। ১·৬৭ মিটারে স্বর্ণপদকের লড়াই শুরু হয়। লেরউইল তাঁহার তিনটি লম্ফনেই বার ফেলিয়া দেন ও ইস্থার ব্রান্ড দুইবার বার ফেলিয়া দিলেও তৃতীয় বার সমর্থ হন ও ১·৬৭ মিটার লাফাইয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১·৬৫ ও ১·৬৩ মিটার লাফাইয়া লেরউইল ও সুদিনা রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

ট্র্যাকে এ সময় মহিলাদের ৪×১০০ মিটারের প্রাথমিক প্রতিযোগিতা চলিতেছিল। ১৫টি রাষ্ট্রের মহিলা রিলে দল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে ও তাঁহাদের তিনটি হিটে বিভক্ত করা হয়। প্রথম হিটে শার্লি স্ট্রিকল্যাণ্ড, ভি· জনসন, ডব্লু. ক্রিপস্ এবং মার্জোরী জ্যাকসন লইয়া গঠিত অস্ট্রেলিয়া দল ৪৬·১ সেকেণ্ডে দৌড়াইয়া পূর্ববর্তী অলিম্পিক ও বিশ্ব-রেকর্ড ভঙ্গ করে ও হিটে বিজয় লাভ করে। দ্বিতীয় হিটে আমেরিকা ও তৃতীয় হিটে জার্মানী বিজয় লাভ করে। জার্মান দলও পূর্ববর্তী অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গের গৌরব লাভ করে। তিনটি হিটেরই প্রথম দুইটি দল ফাইন্যালে উন্নীত হয়।

অপরাহ্নে ৩·২৮ মিনিটে ম্যারাথন দৌড়ের স্টার্ট দেওয়া হয়। বেশ সুন্দর আবহাওয়ায়, পরিপূর্ণ স্টেডিয়ামে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ৬৬ জন দূরপাল্লার দৌড়বীর স্টার্টারের নির্দেশে স্টার্টিং লাইনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রতিযোগী-দের মধ্যে চতুর্দশ অলিম্পিক বিজয়ী ডেলফো ক্যাব্রেরা, বোস্টন ম্যারাথনে বিজয়ী গুয়াতেমালার ফ্লোরেস, গ্রেট ব্রিটেনের জিম পিটার্স, সোভিয়েট রাশিয়া

লাইট ওয়েল্টার ওয়েটে ২৮ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে এবং প্রথম প্রতিযোগিতার স্বর্ণপদক অর্জন করেন আমেরিকান নিগ্রো ছাত্র ১৯ বৎসর বয়স্ক চার্লস অ্যাদ্কিনস। চার্লস আদ্কিনস্ প্রকৃত পক্ষে ওয়েল্টার ওয়েটে রিজার্ভ হিসাবেই ছিলেন এবং মাত্র চার দিন পূর্বে আমেরিকান দলে স্থান লাভ করেন। ফাইন্যালে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন রাশিয়ার ভিক্টর মেডনভ। আদ্কিনস্ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত আক্রমণ চালাইয়া মেডনভকে পর্যুদস্ত করেন। ব্রুনো ভিসিন্টিন (ইটালী) এবং ইরকি ম্যালোনিয়াস (ফিনল্যাণ্ড) যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। আদ্কিনসের নিকট মেদনভের পরাজয় এমনকি বিশেষজ্ঞদেরও বিস্মিত করে। অবশ্য মেদনভ আহত অবস্থায় ফাইন্যালে অংশ গ্রহণ করেন।

ওয়েল্টার ওয়েটে ২৯ জন মুষ্টিযোদ্ধা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন জিগমুণ্ড শিশ্‌লা তৃতীয় সিরিজের লড়াই-এ চতুর্দশ অলিম্পিক বিজয়ী জিওলা টোৰমাকে পরাজিত করায় তাঁহার বিজয়ের পথ নিষ্কন্টক হইয়া যায়। ফাইন্যালে সোভিয়েট রাশিয়ার সার্গেই শারবাখভের সহিত তাঁহার মুষ্টি-যুদ্ধ বেশ উপভোগ্য হয় ও তিনি শারবাখভকে পয়েন্টে পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। ভিক্টর জোর্গেনসন (ডেনমার্ক) ও গান্থার হাইডম্যান যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

ভারতীয় প্রতিযোগী রন নরিস প্রথম সিরিজের লড়াইয়ে বাই পাইয়া দ্বিতীয় সিরিজের লড়াইয়ে উন্নীত হন। দ্বিতীয় সিরিজের লড়াইযে তিনি ক্যানাডার জি. বুটুলাকে পরাজিত করিলেও তৃতীয় সিরিজের লড়াইয়ে ডেনমার্কের ভি. জার্গেনসেনের নিকট পরাজিত হইয়া অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

লাইট মিডল ক্লাসে ২০ জন মুষ্টিযোদ্ধা অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় এই অলিম্পিকের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় মুষ্টিযোদ্ধা ও চতুর্দশ অলিম্পিকে মিডল ওয়েটের স্বর্ণপদক প্রাপ্ত ল্যাজলো প্যাপ এই অলিম্পিকে তাঁহার দ্বিতীয় স্বর্ণপদক অর্জন করেন। ইহার পূর্বে একমাত্র লে: হ্যারি ম্যালিন ব্যতীত অন্য কোন মুষ্টিযোদ্ধার পক্ষে পর পর দুইটি অলিম্পিকের স্বর্ণপদক অর্জন করা সম্ভব হয় নাই। প্যাপ প্রথমেই আমেরিকার বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা ই. ওয়েবকে দ্বিতীয় রাউণ্ডে নক আউটে পরাজিত করিয়া তাঁহার মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা আরম্ভ করেন এবং দ্বিতীয় লড়াইয়ে ক্যানাডার সি. চেজকেও নক আউটে পরাজিত করিয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেন। ইহার পরের দুইটি লড়াই তিনি অনায়াসেই পয়েন্টে জয় লাভ করিয়া ফাইন্যালে পৌঁছান এবং দক্ষিণ আফ্রিকার থিউনিস ফন্ শলওয়াককে পরাজিত করিয়া জয় লাভ করেন। বরিশ তিশিন (সোভিয়েট রাশিয়া) এবং এলাদিও হেরেরা (আর্জেণ্টাইন) যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

মিডল ওয়েটে এই অলিম্পিকের সর্বকনিষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা, ১৭ বৎসর বয়স্ক আমেরিকান ফ্লয়েড প্যাটারসন ল্যাজলো প্যাপের ন্যায় তাঁহার অপূর্ব মুষ্টিযুদ্ধ কৌশলে দর্শকদের বিমোহিত করেন। একমাত্র ফরাসী মুষ্টিযোদ্ধা ও. তেবাক্কা ব্যতীত অন্য কোনও প্রতিযোগীই তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমর্থ হন নাই। ফাইন্যালে প্রথম রাউণ্ডেই মাত্র ৭৪ সেকেণ্ডের মধ্যে রুমানিয়ার ভেসিলি টিটাকে পরাজিত করিয়া তিনি স্বর্ণপদক অর্জন করেন। বরিশ নিকোলফ (বুল-গেরিয়া) ও কার্ল জেন্সিন (সুইডেন) যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

লাইট হেভীওয়েটে ১৮ জন মুষ্টিযোদ্ধা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। লাইট হেভী ও হেভীতে উপভোগ্য মুষ্টিযুদ্ধ খুব কমই দেখা যায়; কিন্তু এই অলিম্পিকে বিজয়ী আমেরিকার নোর্ভেল লীর মুষ্টিযুদ্ধ খুবই উপভোগ্য হয়। চার্লস আদ্কিনসের ন্যায় লীও রিজার্ভ হিসাবেই ছিলেন এবং প্রতিযোগিতার মাত্র চার দিন পূর্বে আমেরিকান দলভুক্ত হন। ফাইন্যালে অংশ গ্রহণ করার সময় তাঁহার ডান চোখের নিচেই আঘাত ছিল কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি আর্জেণ্টিনার এণ্টোনিও পেসেঞ্জাকে পরাজিত করিয়া স্বর্ণ পদক লাভ করেন। এন্টোলি পেরভ (সোভিয়েট রাশিয়া) ও হ্যারী সিলজাণ্ডার (ফিনল্যাণ্ড) যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ভারতীয় প্রতিযোগী অস্কার ওয়ার্ড প্রথম সিরিজের মুষ্টিযুদ্ধের দ্বিতীয় রাউণ্ডেই জার্মানীর কে. কিসনারের নিকট নক আউট হন।

২২ জন হেভীওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা স্বর্ণপদকের লড়াই-এ অংশ গ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় ৬ ফুট ২ ইঞ্চি লম্বা আমেরিকান নাবিক এডওয়ার্ড স্যাণ্ডার্স* তাঁহার তিনজন প্রতিযোগীর মধ্যে দুইজনকেই নক আউট করিয়া ফাইন্যালে পেঁছান।

ফাইন্যালে তাঁহার প্রতিযোগী সুইডিশ মুষ্টিযোদ্ধা ইলমার জোহানসন প্রতিযোগিতায় "সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করার অপরাধে" বিচারক আর. ভেসবার্গ কর্তৃক প্রতিযোগিতার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন** এবং এডওয়ার্ড স্যাণ্ডার্সকে বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা করা হয়। দ্বিতীয় স্থান পূরণ করা হয় না। এণ্ড্রিস নিয়েমান (দক্ষিণ আফ্রিকা) এবং ইলফা কর্সাক (ফিনল্যাণ্ড) যুগ্মভাবে তৃতীয় বলিয়া ঘোষিত হন।

এই অলিম্পিকের মিডল ওয়েটে বিজয়ী ফ্লয়েড প্যাটারসন এবং ফাইন্যালে প্রতিযোগিতা হইতে বহিষ্কৃত ইলেমার জোহানসন উভয়েই পরে পেশাদার হেভিওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৯৬০ সালের ২১শে জুন নিউ ইয়র্কের "পোলো গ্রাউণ্ডে" ইলেমার জোহানসনকে নক আউটে পরাজিত করিয়া ফ্লয়েড প্যাটারসনের দ্বিতীয় বার পেশাদার হেভিওয়েটে চ্যাম্পিয়নরূপে আত্মপ্রকাশের কথা হয়তো পাঠকদের এখনও স্মরণ আছে।

*স্যাণ্ডার্স চতুর্দশ অলিম্পিকেও অংশ গ্রহণ করেন। *U.S.A. Olympic Book*, 1952-এর ১৫৯ ও ১৬৩ পৃষ্ঠায় তাঁহার নাম এডওয়ার্ড স্যাণ্ডার্স ও ৬৩ পৃষ্ঠায় হায়েস স্যাণ্ডার্স বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

পঞ্চদশ অলিম্পিক প্রতিযোগিতার পর তিনি পেশাদাররূপে আত্মপ্রকাশ করেন ও ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৫৪ মুষ্টিযুদ্ধে আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। Dr. Ferenc Mezo: *Les Jeux Olympiques Modernes*, p. 356.

** (i) *Les XXes Olympiades d' Helsinki*, p. 399.

(iii) *U.S.A. Olympic Book*, 1952, p. 163.

(iii) এ বিষয়ে Dr. Ferenc Mezo-র (*Les Jeux Olympiques Modernes*, p. 356 হইতে উদ্ধৃত করা হইল:

"The Judge R. Vaisberg disqualified the Swedish Ingemar Johansson in the second round, because of so much passive fight. Thus, in this catagory there was no second." মূল ফরাসি ভাষা হইতে অনূদিত।

পঞ্চদশ অলিম্পিকের সন্তরণ প্রতিযোগিতা অলিম্পিকের ইতিহাসে এক নবযুগের প্রবর্তন করে। প্রতিযোগী সংখ্যা, ব্যবস্থাপনা, বিচার ব্যবস্থা এবং সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য যোগদানকারী প্রত্যেকটি রাষ্ট্র ফিনল্যান্ডের প্রভূত সুখ্যাতি করে। ফেডারেশিওঁ ইন্তারন্যাজিওনাল দ্য ন্যাটেশন আমেত্যুরের অন্তর্ভুক্ত ৭০টি রাষ্ট্রের মধ্যে ৪৮টি রাষ্ট্র প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে।

১৯৪০ সালের অলিম্পিক ক্রীড়ার প্রস্তুতি হিসাবে যে অলিম্পিক পুলটি নির্মিত হইয়াছিল তাহাকেই সংস্কার করিয়া এই অলিম্পিকে ব্যবহার করা হয়। ৫০ মিটারের এই পুলটিতে আটটি লেন ছিল এবং সংলগ্ন একটি পুলে কংক্রিটের "স্টেজ" সহ ডাইভিং প্রতিযোগিতার জন্য দুইটি আধুনিকতম স্প্রিং বোর্ড ও প্ল্যাটফর্ম বোর্ড এবং অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ন্যায় আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সুষ্ঠু পরিচালনের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহার কোনই অভাব ছিল না অলিম্পিক সুইমিং স্টেডিয়ামে। সুইমিং পুলের জল পরি-শোধন এবং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা প্রত্যেক প্রতিযোগীর অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। পোশাক পরিবর্তনাগারের স্নানাগারে সর্বদা গরম জল এবং অন্যান্য আধুনিকতম ব্যবস্থার কোনই ত্রুটি ছিল না।

কিন্তু ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি কমিটিকে একটি ব্যাপারে সত্যই চিন্তান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। হেলসিংকিতে সুইমিং পুলের কোন অভাব না থাকিলেও সে সময়ে শীতের হিমেল আবহাওয়ার দরুন জলের তাপমাত্রা এতই নামিয়া যায় যে, ৬০০ অধিক প্রতিযোগী ও প্রতিযোগিনীর অনুশীলনের ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুতি কমিটিকে হিমসিম খাইয়া যাইতে হয়। এর মধ্যে আবার প্রত্যেক প্রতিযোগী অথবা প্রতিযোগিনী অলিম্পিক সুইমিং পুলেই অনুশীলনের জন্য ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুতি কমিটিকে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন।

শুক্রবার ২৫শে জুলাই হইতে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। এই দিন সকাল আটটা হইতে ওয়াটার পোলো প্রতিযোগিতা আরম্ভ করা হয়। ২৬শে জুলাই হইতে প্রকৃতপক্ষে সন্তরণের ক্রীড়াসূচী আরম্ভ করা হয়।

১০০ মিটারের হিটে ৬১ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। প্রতিযোগী-দের নয়টি হিটে বিভক্ত করা এবং প্রত্যেক হিটের প্রথম তিনজন সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হন। ষষ্ঠ হিটে সুইডিশ প্রতিযোগী গোরান লারসন ৫৭·৫ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া হিটে সর্বাপেক্ষা কম সময়ে শেষ সীমান্ত অতি-ক্রমের গৌরব লাভ করেন। ভারতীয় প্রতিযোগী আইজ্যাক মনসুর চতুর্থ হিটে ৭০ ৮ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া সর্বশেষ স্থান অধিকার করায় প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। হিটে অন্য কোন প্রতি-যোগীই শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিতে এত অধিক সময় গ্রহণ করেন নাই।

সেমি-ফাইন্যালে ২৪ জন প্রতিযোগী ছিলেন। প্রথম হিটে আমেরিকার ক্লার্ক স্কোলস ৫৭·১ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া পূর্ববর্তী অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন। প্রত্যেক সেমি-ফাইন্যাল হইতে প্রথম ও দ্বিতীয় সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হন এবং হিটে তিনজন প্রতিযোগী ৫৮·৩ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করায়, ফাইন্যালের সপ্তম ও অষ্টম প্রতিযোগী নির্বাচনের জন্য এই তিনজনের মধ্যে পুনরায় প্রতিযোগিতা করিতে হয় এবং প্রথম দুইজন ফাইন্যালে উন্নীত হন।

২৭শে জুলাই অপরাহ্নে ১০০ মিটারের ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। ৮ জন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন এবং স্বর্ণ পদকের জন্য চার্লস স্কোলস ও হিরোসি সুজুকির মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয় ও শেষ পর্যন্ত উভয়েই ৫৭·৪ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত স্পর্শ করিলেও মাত্র এক চুলের ব্যবধানে চার্লস স্কোলস বিজয় লাভ করেন। স্বর্ণ পদক ব্যতীতও চার্লস্ স্কোলসের সেমি ফাইন্যালে ৫৭·১ সেকেন্ড সময় অলিম্পিক রেকর্ড বলিয়াও গণ্য করা হয়। গোরান লারসন হিটে ৫৭·৫ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিলেও ফাইন্যালে ৫৮·২ সেকেন্ড লাগাতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

৪০০ মিটার ফ্রি-স্টাইলে ৫১ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগীদের ৮টি হিটে বিভক্ত করা হয় এবং প্রত্যেকটি হিটের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হন। সুইডেনের পার ওলাফ ওস্ট্রান্ড* ৪:৩৮·৬ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করেন ও হিটে সর্বাপেক্ষা কম সময়ে শেষ সীমান্ত অতিক্রমের সৌভাগ্য অর্জন করেন। চতুর্দশ অলিম্পিকে এ বিষয়ে দ্বিতীয় জেমস ম্যাকলেন ও তৃতীয় জন মার্শাল কিন্তু বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। অবশ্য উভয়েই সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হন।

সেমি-ফাইন্যালের প্রথম হিটে ফ্রান্সের জাঁ বোয়াতো ও পার ওলাফ ওস্ট্রান্ডের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত ৪:৩৩·১ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া জাঁ বোয়াতো ০৫ সেকেন্ডের ব্যবধানে পার ওলাফ ওস্ট্রান্ডকে পরাজিত করিয়া হিটে বিজয় লাভ করেন। দ্বিতীয় হিটে ওয়েন মুব উভয়েই পূর্ববর্তী অলিম্পিক রেকর্ড ভংগ করেন। দ্বিতীয় হিটে ওয়েন মুর ও তৃতীয় হিটে ফের্ড কোনো (আমেরিকা) বিজয় লাভ করেন। হিটের সময় অনুযায়ী প্রথম হিটের চারজন, দ্বিতীয় হিটে কেবল ওযেন মুর ও তৃতীয় হিটের তিনজন ফাইন্যালে উন্নীত হন।

ফাইন্যালে প্রকৃতপক্ষে জাঁ বোয়াতো ও ফোর্ড কোনোর মধ্যেই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হয়। এবং শেষ পর্যন্ত জাঁ বোয়াতো ৪:৩০·৭ মিনিটে পুনরায় নূতন অলিম্পিক রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করিযা স্বর্ণপদক অর্জন করেন। ফোর্ড কোনো ও পার ওলাফ ওস্ট্রান্ড রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

জাঁ বোয়াতো সন্তরণে ফ্রান্সের পক্ষে প্রথম স্বর্ণ পদক অর্জন করেন। ফাইন্যালের শেষ প্রতিযোগী শেষ সীমান্ত স্পর্শের সংগে সংগেই জাঁ বোয়াতোর পিতা তাঁহার পোশাক পরিচ্ছদসহই অলিম্পিক পুলে ঝাঁপাইয়া পড়েন। চারিদিক হইতে সাংবাদিকদের প্রশ্নবাণের উত্তরে গম্ভীর এবং গর্বিতভাবে তিনি জানান যে, তিনিই জাঁ বোয়াতোর পিতা।

১৫০০ মিটার ফ্রি-স্টাইলের ৩৭ জন প্রতিযোগীকে ছয়টি হিটে বিভক্ত করা হয়। জাপানের সিরো হাসিজুম প্রথম হিটে ১৮ : ৩৪·০ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া হিটে সর্বাপেক্ষা কম সময়ে শেষ সীমান্ত অতিক্রম ও অলিম্পিক রেকর্ড ভংগের গৌরব লাভ করেন। ১১ জন প্রতিযোগীই লন্ডন অলিম্পিকে বিজয়ী জেমস ম্যাকলেনের সময় অপেক্ষা কম সময়ে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন। প্রতিযোগিতা শেষে প্রতিযোগীদের হিটের সময় বিবেচনা করিয়া আট

* পঞ্চদশ অলিম্পিকের সরকারী প্রোগ্রাম *"The XVth Olympiad"*-এর প্রতিযোগী তালিকায় পার ওলাফ্ স্ট্রান্ডের নাম পাওয়া যায় না।

জনকে ফাইন্যালে যোগদানের সুযোগ দেওয়া হয়। জাঁ বোয়াত্যো চতুর্থ হিটে বিজয় লাভ করিলেও মাত্র ·০২ সময়ের জন্য ফাইন্যালে যোগদানের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হন।

ফাইন্যালে ফোর্ড কোনো ও সিরো হাসিজুমের মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক এবং উপভোগ্য হয়। ১,১০০ মিটার পর্যন্ত কোনো হাসিজুমকে অগ্রগামী হইতে দেন কিন্তু তিনিও হাসিজুমকে অনুসরণ করিয়া সাঁতার কাটিতে থাকেন। ১,২০০ মিটার কোনো হাসিজুমকে অতিক্রম করিয়া অগ্রগামী হন। ক্রমশঃ তিনি এই গতিবেগ বৃদ্ধি করিতেই থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত ১৮ : ৩০·০ মিনিটে নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করিয়া বিজয় লাভ করেন। ১৮ : ৪১·৪ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া হাসিজুম দ্বিতীয় ও ব্রাজিলের টেটসুযো ওকামোটো তৃতীয় ও জেমস্ ম্যাকলেন চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

১৫০০ মিটারে চতুর্দশ অলিম্পিকে দ্বিতীয় এবং আটটি বিষয়ে বিশ্ব-রেকর্ডের অধিকারী জন মার্শাল কিন্তু শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেন। ৪০০ মিটারে তিনি ফাইন্যালেই স্থান লাভ করিতে সক্ষম হন নাই এবং ১৫০০ মিটারেও শেষ স্থান লাভ করেন। এক জন মার্শাল ব্যতীত ফাইন্যালের অন্য ৭ জন সাঁতারুই পূর্ববর্তী অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন।

২০০ মিটার ব্রেষ্ট্র স্ট্রোকের ৪০ জন প্রতিযোগীকে ৬টি হিটে বিভক্ত করা হইয়াছিল। পঞ্চম হিটে জি. হোলান (আমেরিকা) ২:৩৬·৮ মিনিটে শেষ-সীমান্ত অতিক্রম করিয়া হিটে সর্বাপেক্ষা কম সময়ে শেষসীমান্ত অতিক্রমের সৌভাগ্য অর্জন করেন ও নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করেন। আমেরি-কান বোয়েন স্ট্যাস্ফোর্থ ও বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী এইচ. ক্লেইন (জার্মানী) উভয়েই পূর্ববর্তী অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন। প্রতিযোগিতা শেষে হিটের সময় অনুযায়ী ১৬ জন সেমি-ফাইন্যালে অংশ গ্রহণের জন্য নির্বাচিত হন।

সেমি-ফাইন্যালের প্রথম হিটে আমেরিকার মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জন ডেভিস ২:৩৬·৮ মিনিটে শেষসীমান্ত অতিক্রম করিয়া জি. গোলানের রেকর্ডের সমান করেন। দ্বিতীয় হিটে ক্লেইন বিজয় লাভ করেন।

অলিম্পিক প্রতিযোগিতার কিছুদিন পূর্বে জন ডেভিস ২২০ গজে বিশ্ব-রেকর্ড ভঙ্গ করায় ও সেমি-ফাইন্যালে ক্লেইন অপেক্ষা উন্নততর সময়ে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করায় প্রত্যেকেই ক্লেইন ও ডেভিসের স্বর্ণপদকের জন্য প্রতি-দ্বন্দ্বিতা দর্শনের জন্য উন্মুখ ছিলেন। ইহা ব্যতীত স্ট্যাস্ফোর্থ ও তিনজন জাপানী সাঁতারু হিরায়ামা, কাজিকাওয়া ও নাগাসাওয়া ফাইন্যালে উঠায় স্বভাবতই প্রতিযোগিতার আকর্ষণ বাড়াইয়া দিয়াছিল।

ডেভিসের কৌশল ছিল ধীরে সুম্থে স্টার্ট নেওয়া ও মধ্যদূরত্ব হইতে গতিবেগ বৃদ্ধি করা। ফাইন্যালে সর্বপ্রথম ক্লেইনই স্টার্ট নেন ও তীব্রবেগে সন্তরণ আরম্ভ করেন। ডেভিস এ সময় অনেক পশ্চাতে ছিলেন।

মধ্যদূরত্ব হইতে স্ট্যাস্ফোর্থ ও ডেভিস গতিবেগের তীব্রতা বৃদ্ধি আরম্ভ করেন ও ১৫০ মিটারের মধ্যেই স্ট্যাস্ফোর্থ অনিয়মিত গতিবেগ বৃদ্ধিতে ক্লান্ত ক্লেইনকে অতিক্রম করিয়া অগ্রগামী হন। শেষসীমান্তের কিছু দূরে ডেভিস ক্লেইন ও স্ট্যাস্ফোর্থ উভয়কেই অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হন ও ২:৩৪·৪ মিনিটে নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করিয়া বিজয় লাভ করেন। স্ট্যাস্ফোর্থ ও ক্লেইন যথাক্রমে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

-১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে ৩৯ জন প্রতিযোগীকে ৬টি হিটে বিভক্ত করা হয় ও যশিনেবু ওয়াকাওয়া চতুর্থ হিটে ১:০৬·০ মিনিটে শেষসীমান্ত অতিক্রম করিয়া হিটের সর্বপেক্ষা কম সময়ে শেষসীমান্ত অতিক্রমের সৌভাগ্য অর্জন করেন। হিটের সময় অনুযায়ী ১৪ জন সাঁতারু সেমি-ফাইন্যালের জন্য নির্বাচিত হন। ভারতীয় সাঁতারু কান্তিলাল শা প্রথম হিটে ১:১৮·৩ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া শেষ স্থান অধিকার করেন, অপর প্রতিযোগী বিজয় বর্মনও চতুর্থ হিটে ১·২৭·৩ মিনিটে শেষসীমান্ত অতিক্রম করিয়া শেষ স্থান অধিকার করেন। বলাবাহুল্য উভয় সাঁতারুই অবসর গ্রহণে বাধ্য হন।

সেমি-ফাইন্যালের দুইটি হিটে ওয়াকাওয়া ও গিলবার্ট বোজোঁ (ফ্রান্স) যথাক্রমে ১:০৫ ৭ ও ১:০৬·৬ মিনিটে শেষসীমান্ত অতিক্রম করিয়া অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন।

ফাইন্যালে প্রকৃতপক্ষে ওয়াকাওয়া, জ্যাক টেলর ও এ. স্ট্যাক এই তিনজন আমেরিকান সাঁতারু ও গিলবার্ট বোজোঁর মধ্যে প্রতিযোগিতা নিবদ্ধ থাকে। গিলবার্ট বোজোঁ এ সময় বিশ্বরেকর্ডের সমান সময়ে সাঁতারের গৌরব লাভ করায় অনেকেই তাঁহার বিজয়ের আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু যশিনেবু ওয়াকাওয়া প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য বিস্তার করেন ও ১:০৫·৪ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ডসহ বিজয় লাভ করেন। গিলবার্ট বোজোঁ ও টেলর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

৪×২০০ মিটার রিলেতে ১৭টি রাষ্ট্রের জাতীয় দল অংশ গ্রহণ করে। প্রতিযোগী দলসমূহকে তিনটি হিটে বিভক্ত করা হয এবং তৃতীয় হিটে জাপানী-দল ৮:৪২·১ মিনিটে শেষসীমান্ত অতিক্রম করিয়া পূর্বতন অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন। মোট আটটি দল ফাইন্যালে যোগদান করিবার যোগ্যতা অর্জন করে।

ফাইন্যালে প্রতিযোগিতা প্রধানতঃ আমেরিকা ও জাপানের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে। আমেরিকা হিটে তাহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সাঁতারুদের দলভুক্ত না করিলেও ওয়েন মুর, উইলিযাম উলসে, ফোর্ড কোনো ও জেমস ম্যাকলেনকে লইযা ফাইন্যালে আমেরিকান দল গঠিত হয। জাপান তাহার দ্রুতগতিসম্পন্ন সাঁতারুদের প্রথম তিনটি "লেগে" রাখায় প্রথম তিনটি 'লেগ' পর্যন্ত জাপানী সাঁতারুরাই অগ্রগামী থাকে। অবশ্য অনভিজ্ঞ দলসমূহের নিকট এই প্রথা ফলবতী হইতে পারে কারণ প্রথম তিনটি লেগে বিপক্ষদল অগ্রগামী হইলে অনেক দলেরই মনোবলের উপর তাহা প্রচন্ড আঘাত হানে কিন্তু আমেরিকার মত একটি অভিজ্ঞ দলের বিরুদ্ধে এই কৌশল ফলবতী হয না। শেষ লেগে আমেরিকা অগ্রগামী হয় ও ৮.৩১·১ মিনিটে শেষসীমান্ত অতিক্রম করিয়া নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রাখে। হিবোশি সুজুকি, যোশিহিরো হামাগুচি, টরু গোটো ও তেইজিরো তানিকাওয়া লইযা গঠিত জাপানী দল ৪:৩৩·৫ মিনিটে শেষসীমান্ত অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় ও ফ্রান্স তৃতীয় স্থান লাভ করে।

মহিলাদের ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলের ৪১ জন প্রতিযোগিনীকে ৬টি হিটে বিভক্ত করা হয় ও পঞ্চম হিটে বিজয়িনী জুডিথ টেমস্ (হাঙ্গেরী) ১:০৬·৫ মিনিটে শেষসীমান্ত অতিক্রম করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ড ও সর্বাপেক্ষা কম সময়ে শেষসীমান্ত অতিক্রমের গৌরব লাভ করেন। ভারতীয় প্রতিযোগিনী ডলি নাজির দ্বিতীয় হিটে ১:২৪·৬ মিনিটে শেষসীমান্ত অতিক্রম করিয়া শেষ স্থান অধিকার করায় প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

ডলি নাজির ব্যতীত যে প্রতিযোগিনীটি হিটে সর্বাপেক্ষা অধিক সময়ে শেষ-সীমান্ত অতিক্রম করেন তাহা অপেক্ষাও ডলি নাজিরের ০৭·৩ সেকেন্ড বেশী সময় লাগে।

সেমি-ফাইন্যালে জে. এন্ডারসন (আমেরিকা) ১:০৬·৬ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করেন ও প্রথম হিটে বিজয়িনী হন। দ্বিতীয় হিটেও জোয়ান হ্যারিসন ১:০৭·২ মিনিটে অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করিয়া বিজয় লাভ করেন। এই দুইজন ব্যতীতও দ্বিতীয় হিটে কাটালিন জোকে (হাঙ্গেরী) ও এ. বার্ণওয়েল (গ্রেট ব্রিটেন, পূর্বতন অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন।

ফাইন্যালে সর্বপ্রথম জুডিথ টেমস অগ্রবর্তী হন ও প্রায় ৮০ মিটার পর্যন্ত অগ্রবর্তী থাকেন। শেষ ২০ মিটারে প্রকৃত পক্ষে জোয়ান হ্যারিসন, জোহানা তারমিউলেন (নেদারল্যান্ডস্)-এর মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। মাত্র ৫ মিটার বাকী থাকিতে কাটালিন জোকে তীরের বেগে সাঁতার কাটিয়া অন্য প্রত্যেককে অতিক্রম করেন ও ৬৬·৮ (১:০৬·৮ মিঃ) সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ড সহ বিজয় লাভ করেন। সুদর্শনা ও দীর্ঘদেহী কাটালিন জোকে মহিলাদের সন্তরণে হাঙ্গেরীর পক্ষে প্রথম স্বর্ণ-পদক অর্জন করেন। জোহানা তারমিউলেন ও জুডিথ টেমস রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে ৩৪ জন প্রতিযোগিনীকে ৫টি হিটে বিভক্ত করা হয়। চতুর্থ হিটে ইভলিন কাওয়ামোটো (জাপান) ও ডি. এম উইলকিনসন (গ্রেট ব্রিটেন) ৫ ১৬·৬ মিনিটে শেষসীমান্ত অতিক্রম করিয়া পূর্ববর্তী অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ কবেন ও হিটের সর্বাপেক্ষা কম সময়ে শেষ সীমান্ত অতিক্রমণের সৌভাগ্য অর্জন কবেন। হিটেব ফলাফল বিবেচনা করিয়া মোট ১৬ জন সেমি-ফাইন্যালের জন্য নির্বাচিত হন। সেমি-ফাইন্যালের প্রথম হিটে কাওয়ামোটো ও দ্বিতীয় হিটে ভ্যালেরিযা গ্যায়েঞ্জি (হাঙ্গেরী) বিজয় লাভ করেন। সেমি-ফাইন্যালেব ফলাফল অনুযায়ী ৮ জন ফাইন্যালে উন্নীত হন।

ফাইন্যালে ১২ বৎসব পূর্বে বিশ্বরেকর্ড স্থাপনকারিণী আর. এন্ডারসন ভেজার সর্বপ্রথম অগ্রগামী হন। তিনি তাঁহার গতিবেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া অন্যান্য প্রতিযোগিনীদেব বহু পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হন ও ২৫০ মিটাব পর্যন্ত তাঁহাব এই শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকে কিন্তু তাঁহার মধ্যে ক্লান্তিব সুস্পষ্ট লক্ষণ ফুটিয়ে উঠে। ২৭৫ মিটারে গ্যায়েঞ্জি, কাওয়ামোটো, ইভা নোভাক (হাঙ্গেরী), ক্যারোল গ্রীন (আমেরিকা) তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হন। শেষ ১০০ মিটারে এই চারজন প্রতিযোগিনীর মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিলেও শেষ পর্যন্ত ভ্যালেরিয়া গ্যায়েঞ্জি ৫:১২·১ মিনিটে শেষসীমান্ত অতিক্রম করিযা প্রথম ও অপর হাঙ্গেরিয়ান প্রতিযোগিনী ইভা নোভাক দ্বিতীয় স্থান লাভ কবেন। কাওযামোটো, গ্রীন ও এন্ডারসন ভেজাব তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। ষষ্ঠ স্থানও হাঙ্গেরীর ইভা জেকেলি কর্তৃক অধিকৃত হয়।

১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে ২০ জন প্রতিযোগিনী অংশ গ্রহণ করে। প্রথম হিটে নেদারল্যান্ডের গিয়ার্টজে উইলেমা ১:১৩·৮ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করায় অনেকেই তাঁহার বিজয় সম্বন্ধে আশান্বিত ছিলেন।

তিনটি হিটের ফলাফল অনুযায়ী ৮ জন প্রতিযোগিনী ফাইন্যালে উন্নীত হইয়াছিলেন। প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটারে চতুর্থ স্থানাধিকারী দক্ষিণ আফ্রিকার অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ সাঁতারু জোয়ান হ্যারিসন ১:১৪·৩ মিনিটে শেষসীমান্ত অতিক্রম করেন ও বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাকস্ট্রোক সাঁতারু গিয়ার্টজে উইলেমাকে ·০২ সেকেন্ডের ব্যবধানে পরাজিত করিয়া সকলকে বিস্মিত করেন। মাত্র ১৬ বৎসর বয়স্কা জোয়ান হ্যারিসন দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে সাঁতারের প্রথম স্বর্ণপদক অর্জন করেন। নিউজিল্যান্ডের জিন স্টুয়ার্ট তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে ৩৩ জন প্রতিযোগিনী অংশ গ্রহণ করেন। প্রথম হইতেই হাঙ্গেরিয়ান সাঁতারুদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় ও প্রথম হিটে বিশ্ব-রেকর্ডের অধিকারিণী ইভা নোভাক ২:৫৪·০ মিনিটে ও চতুর্থ হিটে ইভা জেকেলি ২:৫৫·১ মিনিটে শেষসীমান্ত অতিক্রম করিয়া পূর্ববর্তী অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন। ভারতীয় প্রতিযোগিনী আরতি সাহা (বর্তমানে আরতি গুপ্তা) ৩:৪০·৮ মিনিটে এবং ডলি নাজির ৩:৩৭·৯ মিনিটে শেষসীমান্ত অতিক্রম করিয়া তৃতীয় ও চতুর্থ হিটে সর্বশেষস্থান অধিকার করেন ও প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। বর্তমানে ইংলিশ চ্যানেল সন্তরণ করিয়া আরতি গুপ্তা স্বনামধন্যা হইলেও সে সময়ে হিটের সর্বশেষ সময়ে শেষসীমান্ত অতিক্রম করিয়াছিলেন।

সেমি-ফাইন্যালের ১৬ জনের মধ্যেও হাঙ্গেরীর ইভা নোভাক, ইভা জেকেলি ও কে. কিলারম্যান তিনজনই পূর্ববর্তী অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করায় এ বিষয়ে হাঙ্গেরীর জয়লাভ সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই দৃঢ়মূল ধারণা হয়।

ফাইন্যালে ইভা জেকেলি বাটারফ্লাই স্ট্রোকে সন্তরণ করিয়া ২:৫১·৭ মিনিটে অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করেন ও প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক লাভ করেন। তাঁহার ০২·৭ সেকেন্ড পর শেষসীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী ইভা নোভাক রৌপ্য পদক লাভ করেন। মাত্র এক চুলের ব্যবধানে হাঙ্গেরীর কে. কিলারম্যানকে পরাজিত করিয়া গ্রেট ব্রিটেনের হেলেন গর্ডন তৃতীয় স্থান লাভ করেন ও এ বিষয়ে হাঙ্গেরীর নিকট হইতে একটি নিশ্চিত পদক ছিনাইয়া লইবার গৌরব লাভ করেন।

৪×১০০ মিটার রিলেতে ১৩টি রাষ্ট্রের জাতীয় দল অংশ গ্রহণ করে ও তাঁহাদের দুইটি হিটে বিভক্ত করা হয়। ১৯৫২ সালে এ বিষয়ে বিশ্বরেকর্ড স্থাপনকারী চারজন সাঁতারুকে লইয়াই হাঙ্গেরী দল গঠিত হইয়াছিল ও মহিলাদের সন্তরণে হাঙ্গেরিয়ান সাঁতারুদের সাফল্য ৪×১০০ মিটার রিলেতেও তাঁহাদেরই বিজয়ের ইঙ্গিত বহন করিতেছিল। হিটে জুডিথ টেমসের বদলে মারিকা লিট্রোমারেস্কিকে দলভুক্ত করিলেও হাঙ্গেরী ৪:৩২·৫ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিজয় লাভ করে। দ্বিতীয় হিটে আমেরিকা বিজয় লাভ করে।

ফাইন্যালে আটটি দল অংশ গ্রহণ করে। প্রথম হইতেই হাঙ্গেরী অগ্রগামী হয় ও শেষ পর্যন্ত ৪:২৪·৪ মিনিটে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করে। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী নেদারল্যান্ডস অপেক্ষা হাঙ্গেরী ০৫·৪ সেকেন্ড পূর্বেই শেষ সীমান্ত অতিক্রম করে; ইহা হইতেই হাঙ্গেরিয়ান সাঁতারুদের অপূর্ব সাফল্যের পরিচয় বোধগম্য হইবে। ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে

এই অলিম্পিকের বিজয়ী কাটালিন জোকে ১:০১·৮* মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন আর হাঙ্গেরিয়ান রিলে দলের চারজন সাঁতারু ১০০ মিটার নিম্নলিখিত সময়ে অতিক্রম করেনঃ ইলোনা নোভাক—১:০৭·৮, জুডিথ টেমস—১:০৫·৮, ইভা নোভাক ১:০৫·১ এবং কাটালিন জোকে ১:০৫·৭। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য পঞ্চদশ অলিম্পিকে এই একটি মাত্র বিষয়েই বিশ্ব রেকর্ড স্থাপিত হয়। নেদারল্যান্ড ও আমেরিকা যথাক্রমে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।

এ্যাথলেটিকসে জেটোপেক দম্পতির ন্যায় সাঁতার ও ওয়াটার পোলো প্রতিযোগিতাতেও দুইটি দম্পতি হেলসিংকিতে তিনটি ও দুইটি স্বর্ণপদক অর্জনের গৌরব লাভ করেন। ইঁহারা হইলেন কে. জোকে ও কালমান মার্কোভিকস্ দম্পতি এবং ইভা জেকেলি ও ডেসজো গ্যায়ারমতি দম্পতি। ডেসজো গ্যায়ারমতি ইহার পূর্বে চতুর্দশ অলিম্পিকেও একটি রৌপ্য পদক অর্জন করিয়াছিলেন। অবশ্য ইভা জেকেলি ও ডেসজো গ্যায়ারমতি ষোড়শ অলিম্পিকেও যথাক্রমে একটি রৌপ্য ও একটি স্বর্ণপদক অর্জন করেন।

কাটালিন জোকে শিশু বয়স হইতেই সন্তরণ ক্রীড়ামোদীদের পরিচিত। তাঁহার বয়স যখন ছয় মাস তখন হইতেই তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ প্রবন্ধ বাহির হইতে থাকে। তাঁহার মাতাও হাঙ্গেরীর স্বনামধন্যা সাঁতারু ছিলেন এবং কয়েক বার হাঙ্গেরীর ব্রেস্ট স্ট্রোক চ্যাম্পিয়ন হইয়াছিলেন। দুই বৎসর পূর্বে হইতেই তিনি অন্য কাহারও সহায়তা ব্যতীত ভাসিয়া থাকিতে পারিতেন এবং ১১ বৎসর হইতে নিয়মিত সাঁতারের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। "Kati, the water nymph", "Kati, the world's first water proof Baby" প্রভৃতি নামে বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদপত্রাদিতে তাঁহাকে সে সময় অভিহিত করা হইত।**

স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং-এ ৩৬ জন ডাইভার অংশ গ্রহণ করে। প্রতিযোগীদের প্রথমে ছয়টি করিয়া ডাইভ দিতে হয় এবং ক্রমপর্যায় অনুযায়ী নির্বাচিত কেবলমাত্র প্রথম আটজন অলিম্পিক প্রতিযোগিতার নিয়মানুযায়ী আরও ছয়টি ডাইভ দিবার জন্য মনোনীত হন।

আমেরিকার ডাইভারগণ প্রতিযোগিতার সর্বস্তরেই প্রাধান্য বিস্তার করেন এবং পর্যায়ক্রমে ২০৫·৫৯, ১৯৯·৮৪ ও ১৮৮·৯২ পয়েন্ট অর্জন করিয়া আমেরিকার ডেভিড ব্রাউনিং, মিলার এন্ডারসন ও রবার্ট ক্লটওয়ার্দি স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ তিনটি পদকই লাভ করেন। আর্জেন্টিনার জোয়াকুইম† ক্যাপিলা প্যাবেজ চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

* Dr. Ferenc Mezo (*Les Jeux Olympiques Modernes*, p. 366) ভ্রমক্রমে সময় ১০:০১·৮ মিনিট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

** (i) *Livre D'or des Champions Olympiques Hongaris*, pp. 95-96. (ii) Gyorgy Szepesi and Laszlo Lukacs : *Twenty Five Hungarian Sportsman Relate*, pp. 29-32.

† Dr. Ferenc Mezo : *Les Jeux Olympiques Modernes*, Joaquin (p. 325) ও Yosquin (p. 366) উভয় নামই ব্যবহার করিয়াছেন। *British Olympic Association Official Report of XVth Olympic Games*, pp. 57, 58-এ Joaquim বলিয়া উল্লেখ আছে।

হাইবোর্ড ডাইভিং-এ ৩১ জন ডাইভার অংশ করেন। ছয়টি ডাইভের পর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীদের মধ্যে ক্রমপর্যায় অনুযায়ী আটজনকে "অলিম্পিক টেস্ট"-এর নিয়মানুযায়ী ১০টি ডাইভ দিবার জন্য মনোনীত করা হয় ও এ বিষয়ে আমেরিকার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত না হইলেও গত অলিম্পিকে বিজয়ী ডাঃ স্যামুয়েল লী ১৫৬·২৮ পয়েন্ট অর্জন করিয়া এবারও তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রাখেন। বিগত অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদক প্রাপ্ত জোয়াকুইম ক্যাপিলা প্যারেজ দ্বিতীয় ও জার্মানীর গান্থার হেস তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

জেসি ওয়েন্স এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকায় এ্যাথলেটগণের ন্যায় ডাঃ স্যামুয়েল লীকেও কেবলমাত্র কৃষ্ণকায় বলিয়া অনেক অপমানিত হইতে হইয়াছে। বাল্যকালে তিনি এক শ্বেতাঙ্গ বন্ধুর জন্মদিনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইয়া জানিতে পারিলেন, যেহেতু তিনি কৃষ্ণাঙ্গ, সেইজন্য তিনি যতক্ষণ থাকিবেন ততক্ষণ উৎসব আরম্ভ হইবে না। অপমানিত বোধ করিয়া তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি অপরাধে তিনি নিমন্ত্রিত হইয়াও এইভাবে অপমানিত হইলেন?" পিতা তাঁহার ভাগ্যের দোষ দিলেও এই অপমান তাঁহাকে পীড়া দিত। মনে মনে তিনি তাই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন একদিন তিনি এই কলঙ্ক কালিমা ঘুচাইবেন। তাই প্রথমবার অলিম্পিকের স্বর্ণ-পদক প্রাপ্তির পর যখন চারিদিক হইতে শ্বেতাঙ্গ ক্রীড়াবিদ্-গণ অভিনন্দন জানাইতে তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিলেন, তখন তিনি আনন্দে কাঁদিয়া উঠিলেন। ক্রীড়াবিদদের জন্য আমেরিকার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার "জেমস্ ই সুলিভান ট্রপি" প্রাপ্তির সৌভাগ্যও তাঁহার হইয়াছে। বর্তমানে ডাঃ লী সামরিক বিভাগে "চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা বিশেষজ্ঞ" হিসাবে নিযুক্ত আছেন।

ডাইভিং-এ বিচারকদের ফলাফল সম্বন্ধে বিভিন্ন পুস্তকে কটাক্ষ করা হইয়াছে। অনেকের মতে জার্মানীর গান্থার হেস সম্বন্ধে বিচারকগণ সুবিচার করেন নাই। ইহা ব্যতীত ডাইভিং-এর সময় উদ্যোক্তাগণের ত্রুটির ফলে ফটো-গ্রাফার ও অন্যান্য অননুমোদিত জনসাধারণের অহেতুক চলাফেরার দরুনও অনেক সময় অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে।

মহিলাদের স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং-এ ১৫ জন প্রতিযোগিনী ছিলেন। ৫টি ডাইভের পর ৮ জনকে আরও ৫টি ডাইভ দিবার জন্য নির্বাচিত করা হয়।

প্রতিযোগিতার মান অত্যন্ত নিম্নস্তরের হয় এবং অনেকের মতে এই অলিম্পিকের ন্যায় নিম্নস্তরের ডাইভিং প্রতিযোগিতা অলিম্পিকে খুব কমই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিযোগিতায় আমেরিকান ডাইভার প্যাট্রিসিয়া ম্যাককর্মিক ১৪৭·৩০ পয়েন্ট অর্জন করিয়া এ বিষয়ে স্বর্ণ পদক অর্জন করেন। দুইবার ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সের মাদি মেরে পশ্চাদ্দিকের দেড় পাকের সমার-সল্ট ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় অল্পের জন্য স্বর্ণপদক হইতে বঞ্চিত হন। বিগত অলিম্পিকে রৌপ্য পদক প্রাপ্ত জো এ্যান ওলসেন-জেনসেন সম্মুখের আড়াই পাকের সমারসল্টের সময় বাধা প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া বিচারকদের রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। পুনরায় তাঁহাকে ডাইভ দিবার অনুমতি দেওয়া হয়। এই ডাইভ দেওয়া সত্ত্বেও কিন্তু ওলসেন-জেনসেন তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

হাই বোর্ড ডাইভিং-এও ১৫ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ৪টি ডাইভ দিবার পর ৮ জনকে অলিম্পিকের নিয়মানুযায়ী মূল প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে দেওয়া হয়।

প্যাট্রিসিয়া ম্যাককর্মিক ৭৯·৩৭ পয়েন্ট অর্জন করিয়া হাই বোর্ড-এরও স্বর্ণ পদক লাভ করেন। অপর দুইজন আমেরিকান প্রতিযোগিনী পউলা মেয়ার্স ও জুনো আরউইন রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

ওয়াটার পোলোতে ৩০টি রাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করে। প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় এই ২০টি দলকে দুইটি দলে বিভক্ত করিয়া খেলান হয় ও পরাজিত ১০টি দলের মধ্যে দ্বিতীয় প্রাথমিক প্রতিযোগিতার পর ১৫টি দল মূল প্রতিযোগিতায় উন্নীত হয়। ভারতীয় দল প্রথম খেলায় ইটালীর নিকট ১৬-১ গোলে পরাজিত হইলেও দ্বিতীয় প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় খেলিবার সুযোগ পায়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রাথমিক প্রতিযোগিতাতেও সোভিয়েট রাশিয়ার নিকট ১২-০ গোলে পরাজিত হওয়ায় অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য, ভারতীয় দল ব্যতীত অন্য কোন দল এই অলিম্পিকের ওয়াটার-পোলা প্রতিযোগিতায় ১৬ গোলে পরাজয় বরণ করে নাই।

প্রথম রাউন্ডের খেলায় প্রতিযোগী দলসমূহকে চারিটি গ্রুপে বিভক্ত করা হয় ও চারিটি গ্রুপের প্রথম দুইটি দল সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হয়। নেদারল্যান্ড ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে খেলায় যুগোশ্লাভিয়া পরাজিত হইয়া রেফারীর ক্রীড়া পরিচালনার ত্রুটির অজুহাতে প্রতিবাদ জানায় এবং আশ্চর্যের বিষয় এই প্রতিবাদ গ্র্যাহ্য হয় ও 'রিপ্লের' আদেশ হয়। রিপ্লেতে যুগোশ্লাভিয়া ২-১ গোলে নেদারল্যান্ডকে পরাজিত করায় যুগোশ্লাভিয়া সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হয়। খেলা পরিচালনা এবং এই রিপ্লে লইয়া প্রচন্ড বাদানুবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। সেমি-ফাইন্যালের ফলাফল অনুযায়ী যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরী, ইটালী, আমেরিকা ফাইন্যাল রাউন্ডে উন্নীত হয়। নিম্নে ফাইন্যালের ফলাফল দেওয়া হইল :

দেশ	খেলা	জয়	গোল বিপক্ষে	গোল স্বপক্ষে	পয়েন্ট	স্থান
হাঙ্গেরী	৩	২	১৩	৪	৫	প্রথম
যুগোশ্লাভিয়া	৩	২	৯	৫	৫	দ্বিতীয়
ইটালী	৩	১	৮	১৪	২	তৃতীয়
আমেরিকা	৩	×	৬	১৩	০	চতুর্থ

হেলসিঙ্কির "ওয়েস্ট এন্ড টেনিস ক্লাবে" অনুষ্ঠিত অসি-সঞ্চালন প্রতিযোগিতায় ৩২টি রাষ্ট্র হইতে ৩০২ জন অসি-সঞ্চালক অংশ গ্রহণ করেন। অলিম্পিক ভিলেজ হইতে প্রতিযোগিতার স্থানের দূরত্ব অত্যধিক হওয়ায় প্রতিযোগী ও ব্যবস্থাপকদের অনেক সময় বেশ অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে।

অসি-সঞ্চালন প্রতিযোগিতা

ব্যক্তিগত ইপিতে ১০৪ জন অসি-সঞ্চালক অংশ গ্রহণ করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় রাউন্ডে প্রতিযোগীদের ১৩টি পুলে বিভক্ত করা হয় এবং ২০ জনকে সেমি-ফাইন্যালে যোগদানের সুযোগ দেওয়া হয়। ফাইন্যালে লন্ডন অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদক প্রাপ্ত ইটালীর এডোয়ার্ডো ম্যাঞ্জিয়ারত্তি সাতটি লড়াইয়ে বিজয় লাভ করায় স্বর্ণ পদক লাভ করেন। তাঁহার ভ্রাতা ১৯৪৯ সালের বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন এবং ১৯৫০ সালে রানার্স আপ ডোরিয়ো ম্যাঞ্জিয়ারত্তি লন্ডন অলিম্পিকে দ্বিতীয়, ওসওয়াল্ড জাপ্পেলী (সুইজারল্যান্ড) এবং এল. বাক (লাক্সেমবার্গ) তিনজনই ছয়টি করিয়া জয়লাভ করায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানের জন্য পুনরায় লড়াই হয়।

শেষ পর্যন্ত ডোরিয়ো ম্যাঙ্গিয়ারত্তি ও ওসওয়াল্ড জ্যাপেলী দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। এডোয়ার্ডো ম্যাঙ্গিয়ারত্তি লন্ডন অলিম্পিকে রৌপ্য পদক প্রাপ্ত ফয়েল দলের এবং ম্যাঙ্গিয়ারত্তি ভ্রাতৃদ্বয় রৌপ্য পদক প্রাপ্ত ইপি দলের সভ্য ছিলেন। দলগত প্রতিযোগিতায় ২০টি দল অংশ গ্রহণ করে এবং প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয় রাউন্ডে লন্ডন অলিম্পিক ও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে বিজয়ী ফরাসী দলের পরাজয় বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় ইটালী. সুইডেন, সুইজারল্যান্ড ও লাক্সেমবার্গ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ইটালী দলের প্রধান অসি-সঞ্চালক ছিলেন মিলানের বিখ্যাত অসি-সঞ্চালন শিক্ষাদাতা ম্যাঙ্গিয়ারত্তির পুত্রদ্বয় এডোয়ার্ডো ও ডোরিয়ো। শেষ পর্যন্ত ইটালী সুইডেন. সুইজারল্যান্ড ও লাক্সেমবার্গকে পরাজিত করিয়া এ বিষযেও বিজয় লাভ কবে।

ব্যক্তিগত ফয়েলে ৬২ জন অসি-সঞ্চালক অংশ গ্রহণ করে। প্রতিযোগীদের প্রথম ও দ্বিতীয় রাউন্ডে ১৩টি পুলে বিভক্ত করা হয় ও শেষ পর্যন্ত ১৮ জন সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হয়। সেমি-ফাইন্যালে প্রতিযোগীদের তিনটি পুলে ভাগ করা হয়। চতুর্দশ অলিম্পিকবিজয়ী জাঁ বুয়োঁ ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দোরিয়েলা এবং এডোয়ার্ডো ম্যাঙ্গিয়ারত্তি তিনটি পুলে বিজয় লাভ কবেন। ফাইন্যালে তিনটি পুলের প্রথম তিনজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং এই অলিম্পিকের সর্বশ্রেষ্ঠ ফয়েল প্রতিযোগী ক্রীশ্চান দোরিয়েলা প্রত্যেকটি লড়াইয়ে বিজয় লাভ করিযা এক অপূর্ব ইতিহাসের সৃষ্টি করেন। ছযটিতে বিজয় লাভ করিয়া ই. ম্যাঙ্গিয়ারত্তি ও ৫টিতে বিজয় লাভ করিয়া ১৯৫১ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিযন ইটালীব ম্যানলিয়ো ডি. রোসা যথাক্রমে বৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

চতুর্দশ অলিম্পিকে রৌপ্য পদক প্রাপ্তির পর ক্রীশ্চান দোরিয়েলাব ক্রমশঃ উন্নতি হয়। ১৯৪৯ সালে তিনি দ্বিতীয় বার বিশ্ব চ্যাম্পিযনশিপ লাভ করেন। ইহার পর হইতে তাঁহার মূত্রাশযের গন্ডগোল দেখা দেয় ও তিনি সাংঘাতিক ভাবে অসুস্থ হইয়া দীর্ঘদিন শয্যাগত থাকেন। এই অলিম্পিকেব কিছুদিন পূর্ব হইতে তিনি পুনরায় অনুশীলন আরম্ভ করেন এবং ফয়েলে তাঁহার অদ্ভূত নৈপুণ্যের পবিচয় দেন। ১৯৫৩ (ব্রুসেলস) ও ১৯৫৪ (লাক্সেমবার্গ) এই দুই বৎসরও তিনিই পর পর বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হন ও ১৯৫৫ সালে (রোম) বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন।* ফয়েলে তিনি নিঃসন্দেহে বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অসি-সঞ্চালক। ষোড়শ অলিম্পিকেও তিনি ফয়েলে বিজয় লাভ করেন।

দলগত ফয়েলে ১৪টি রাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করে। প্রথম ও দ্বিতীয় রাউন্ডে প্রতিযোগী দলসমূহকে আটটি পুলে বিভক্ত করা হয় ও আটটি দল সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হয়। সেমি-ফাইন্যালের ফলাফল অনুযায়ী ইটালী, হাঙ্গেরী, ফ্রান্স, ইজিপ্ট এই চারিটি দল ফাইন্যালে অংশ গ্রহণ করে ও ফ্রান্স হাঙ্গেরী, ইটালী ও ইজিপ্ট তিনটি দলকেই পরাজিত করিয়া পর পর দুইটি অলিম্পিকে বিজয়ের সৌভাগ্য লাভ করে। ক্রীশ্চান দোরিয়েলার অপূর্ব অসি সঞ্চালনের জন্য ফ্রান্সের

* *Federation Internationale d' Escrime (F. I. E.)* Statuts et Renseignements Generaux (Edition 1955), p. 43.

এই গৌরব লাভ সম্ভব হয়। ফাইন্যালে ১২টির ভিতর ১১টিতেই তিনি বিজয় লাভ করেন। দুইটিতে বিজয় লাভ করিয়া ইটালী এবং একটিতে বিজয় লাভ করিয়া হাঙ্গেরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

ব্যক্তিগত সেবারে ৬৬ জন অসি-সঞ্চালক অংশ গ্রহণ করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় রাউণ্ডে প্রতিযোগীদের ১২টি পুলে বিভক্ত করা হয় ও ২০ জন সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হন। ১৯৫০ সালের ফয়েলে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইটালীর আর. নোস্তিনি অসুস্থতার দরুন অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন ও প্রত্যেকটি পুল হইতে তিনজন করিয়া ফাইন্যালে উন্নীত হন। চতুর্দশ অলিম্পিকে তৃতীয় হাঙ্গেরীর পল কোভাক্‌স্‌ তাঁহার আটজন প্রতিদ্বন্দ্বীকেই অনায়াসে পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক অর্জন করেন। চতুর্দশ অলিম্পিকে বিজয়ী আলদার গারভিচ দ্বিতীয় ও তাইবর বার্কজেলী তৃতীয় স্থান লাভ করেন। এইরূপে হাঙ্গেরিয়ান অসি-সঞ্চালকগণ তিনটি পদকই অর্জন করিয়া এ বিষয়ে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রাখেন।

দলগত সেবারে ১৯টি দল অংশ গ্রহণ করে ও প্রথম হইতেই হাঙ্গেরিয়ান অসি-সঞ্চালকদের প্রাধান্য পরিস্ফুট হয়। ফাইন্যালে হাঙ্গেরী, ইটালী, ফ্রান্স ও আমেরিকা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ও ইটালী, ফ্রান্স ও আমেরিকাকে পরাজিত করিয়া দলগত বিষয়েও হাঙ্গেরী নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখে। দুইটি এবং একটি প্রতিযোগিতায় বিজয় লাভ করিয়া ইটালী ও ফ্রান্স রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে। এই বিজয়ের ফলে ১৯৩৭ সালে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন পল কোভাকস্‌ অলিম্পিকে আত্মপ্রকাশের দীর্ঘ ১৬ বৎসর পর ব্যক্তিগত বিষয়ের স্বর্ণপদক লাভ করেন।

ক্রীশ্চান দোরিয়েলার ন্যায় ম্যাঙ্গিয়ারত্তি ভ্রাতৃদ্বয়ের কৃতিত্বের বিবরণও এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এডোয়ার্ডো ম্যাঙ্গিয়ারত্তি একাদশ অলিম্পিকে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেন এবং দলগত ইপিতে প্রথম বৎসরই একটি স্বর্ণ-পদক অর্জন করেন। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ অলিম্পিকে এডোয়ার্ডো দুইটি স্বর্ণ, তিনটি রৌপ্য ও একটি ব্রোঞ্জ এবং ডোরিয়ো একটি স্বর্ণ ও দুইটি রৌপ্য পদক অর্জন করেন। এইরূপে ম্যাঙ্গিয়ারত্তি ভ্রাতৃদ্বয় অলিম্পিকের চারিটি স্বর্ণ, পাঁচটি রৌপ্য ও একটি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। ক্রীশ্চান দোরিয়েলা দুইটি অলিম্পিকে তিনটি স্বর্ণ ও একটি রৌপ্য পদক লাভ করেন। এডোয়ার্ডো ম্যাঙ্গিয়ারত্তি ষোড়শ অলিম্পিকেও দুইটি স্বর্ণ পদক লাভ করেন।

মহিলাদের ফয়েল প্রতিযোগিতায় ৩৭ জন প্রতিযোগিনী অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিনীদের প্রথম ও দ্বিতীয় রাউণ্ডে দশটি পুলে বিভক্ত করা হয় ও ১৬ জন সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হন। সেমি-ফাইন্যালে দশম অলিম্পিকে বিজয়ী এবং একাদশ ও চতুর্দশ অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদক প্রাপ্ত এলেন মুলার-প্রেইসের পরাজয় সকলের বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। সেমি-ফাইন্যালের ফলাফল অনুযায়ী আটজন প্রতিযোগিনী ফাইন্যালে উঠেন।

ফাইন্যালে প্রথম তিনটি প্রতিযোগিতায় একাদশ ও চতুর্দশ অলিম্পিকে বিজয়ী ইলোনা ইলেক বিজয় লাভ করায় প্রত্যেকে তাঁহার বিজয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলেন। কিন্তু আমেরিকার ম্যাক্সিম মিচেলের সঙ্গে লড়াই-এর সময় যে জন্যই হউক তিনি পূর্বের ন্যায় দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সহিত লড়িতে সক্ষম হন না, যাহার জন্য তাঁহার কতকগুলি মারাত্মক ত্রুটি হয় ও ম্যাক্সিম মিচেলের নিকট তাঁহার পরাজয় ঘটে। ফলে তিনি ও ইটালীর ইরিন ক্যাম্বার

উভয়েই পাঁচটি করিয়া বিজয় লাভ করেন ও প্রথম স্থান লইয়া টাই হয়। পুনরায় লড়াইয়ে তিনি মাত্র একটি বেশী 'আঘাতে' পরাজিত হন ও ক্যাম্বার স্বর্ণ পদক লাভ করেন।* চতুর্দশ অলিম্পিকে দ্বিতীয় কারেন লাকম্যান ও অপর তিনজন প্রতিযোগিনী চারটি করিয়া বিজয় লাভ করায় তৃতীয় স্থান নির্ধারণের জন্যও পুনরায় লড়াই হয় ও কারেন লাকম্যান তৃতীয় স্থান লাভ করেন। বিখ্যাত অসি-সঞ্চালক পল আনস্পাক এই প্রতিযোগিতায় বিচারক ছিলেন।

জিমন্যাষ্টিক

চতুর্দশ অলিম্পিকের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির নির্দেশে পঞ্চদশ অলিম্পিকের প্রস্তুতি কমিটি পঞ্চদশ অলিম্পিকের জিমন্যাষ্টিক প্রতিযোগিতা মেসুহাল্লিতে জিমন্যাষ্টিকসের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত একটি আচ্ছাদিত "জিমন্যাষ্টিক এরিনা" নির্মাণ করে। ক্রীড়াক্ষেত্রে ১০,০০০ দর্শকদের বসিবার বন্দোবস্ত ছিল।

নূতন ও আধুনিকতম যন্ত্রপাতি, ফ্রি-স্ট্যান্ডিং এক্সারসাইজের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত ম্যাট, ক্রীড়া-ক্ষেত্রের আলোকসম্পাতের অভূতপূর্ব ব্যবস্থা যোগদানকারী প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের প্রশংসা অর্জন করে। প্রতিযোগিতায় এই অলিম্পিকে যোগদানকারী রাশিয়ান পুরুষ ও মহিলা জিমন্যাষ্টদের অদ্ভুত ক্রীড়া-কৌশল প্রথম হইতেই উপস্থিত প্রত্যেককে বিমোহিত করে। বাধ্যতামূলক প্রতিযোগিতা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝা যায় সোভিয়েট রাশিয়ার জিমন্যাষ্টরা এই অলিম্পিকে জিমন্যাষ্টিকসে এক নবযুগের সূচনা করিবে। চেকোশ্লোভাকিয়া, সুইজারল্যান্ড, ফিনল্যান্ড—পূর্ববর্তী অলিম্পিকে বিজয়ী রাষ্ট্রসমূহের জিমন্যাষ্টদের ক্রীড়া-কৌশলের তুলনায় রাশিয়ান জিমন্যাষ্টদের ক্রীড়া-কৌশল ছিল অনেক ছন্দোময় ও অপূর্ব, প্রত্যেকটি ভঙ্গিমা উন্নততর ও প্রত্যেক জিমন্যাষ্টের মনে ছিল এক দৃঢ় সংকল্পের ছাপ।

সোভিয়েট রাশিয়ার ক্রীড়া-কৌশলের মান সম্পর্কে ইহার পূর্বে ক্রীড়া-জগতের খুব সুস্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না, কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার ভিক্টর চুখারিন হাঙ্গেরিয়ান-চেকোশ্লোভাকিয়ান জিমন্যাষ্টদের এক সম্মিলিত প্রতিযোগিতা এবং ১৯৫১ সালে বার্লিনে বিশ্ব-ছাত্র ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করায় চুখারিনের নাম বিশ্বের জিমন্যাষ্টদের অজানা ছিল না। ইহা ব্যতীত মেসুহাল্লিতে অনুশীলনের সময় সোভিয়েট জিমন্যাষ্টদের ক্রীড়া-কৌশল ইতিমধ্যেই যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাই প্রতিযোগিতার সময় মেসুহাল্লিতে দর্শকদের আসন সব সময়েই পূর্ণ থাকিত।**

সোভিয়েট রাশিয়ার জিমন্যাষ্টদের বিশেষত্ব ছিল তাঁহারা প্রত্যেকটি বিষয়েই সমান পারদর্শী। সুতরাং, অন্যান্য রাষ্ট্রের জিমন্যাষ্টদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সর্বদাই সোভিয়েট জিমন্যাষ্টদেরই প্রাধান্য প্রকাশ পায়। এক সুইস জিম-

* *Livre D'or Des Champions Olympiques Hongaris*: Redigee par le Dr. Ferenc Mezo, p. 68.

** *Soviet Olympic Champions*: published by Foreign Language Publishing House, Moscow, p. 19.

ন্যাস্টরা সোভিয়েট জিমন্যাস্টদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সক্ষম হন। অন্যান্য রাষ্ট্রের জিমন্যাস্টরা মোটেই সুবিধা করিতে সক্ষম হন নাই।

ভারতবর্ষের দুইজন জিমন্যাস্ট মেলবোর্ন অলিম্পিকে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহারা ব্রিটিশ দলভুক্ত হইয়া জিমন্যাষ্টিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় সন্তোষজনক ফল প্রদর্শন করিতে সক্ষম না হইলেও তাঁহারা দর্শকগণ কর্তৃক বিপুলভাবে অভিনন্দিত হন। প্রবীণ ফিনিশ জিমন্যাস্ট ডাঃ হেইক্কি স্যাভোলেইনেনের যোগদান এই অলিম্পিকের আর একটি স্মরণীয় ঘটনা। তিনি হোরাইজেন্টাল বার ও পোমেল্ড হর্সে যথাক্রমে চতুর্থ ও নবম স্থান অধিকার করেন।

হোরাইজেন্টলবারে সোভিয়েট প্রতিযোগিগণ বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে সক্ষম হন নাই। সুইজারল্যাণ্ডের জ্যাক গুন্থারর্ড ১৯·৫৫ পয়েন্ট অর্জন করিয়া এ বিষয়ে স্বর্ণ পদক অর্জন করেন। জার্মানীর আলফ্রেড শাওয়ার্জমান এবং জোশেপ স্ট্যাডলার (সুইজারল্যাণ্ড) ১৯·৫০ পয়েন্ট অর্জন করিয়া যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ব্রোঞ্জ পদক অর্পিত না হওয়ায় ডাঃ স্যাভোলেইনেন ১৯·৪৫ পয়েন্ট অর্জন করা সত্ত্বেও অল্পের জন্য একটি নিশ্চিত পদক প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হন। ভিক্টর চুখারিন পঞ্চম স্থান লাভ করেন। স্ট্যাডলার চতুর্দশ অলিম্পিকে এ বিষয়ে স্বর্ণ পদক এবং প্যারালাল বারে ব্রোঞ্জ পদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

প্যারালাল বারেও সুইজারল্যাণ্ডের হ্যানস্ ইউগস্টার ১৯·৬৫ পয়েন্ট অর্জন করিয়া সুইজারল্যাণ্ডের পক্ষে দ্বিতীয় স্বর্ণপদক অর্জন করেন। ১৯·৬০ ও ১৯·৫০ পয়েন্ট অর্জন করিয়া যথাক্রমে ভিক্টর চুখারিন ও জোশেপ স্ট্যাডলার রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। এ বিষয়ে প্রথম ১০ জনের মধ্যে ৫ জনই ছিলেন সোভিয়েট জিমন্যাস্ট।

ফ্লাইং রিং-এ জি. চাগুইনিয়ান (রাশিয়া) ১৯·৭৫ পয়েন্ট পাইয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯·৫৫ পয়েন্ট অর্জন করিয়া ভিক্টর চুখারিন এ বিষয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। ইউগস্টার ও ডিমিত্রি লিওকিন (সোভিয়েট রাশিয়া) যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। এ বিষয়েও প্রথম দশটি স্থানের মধ্যে পাঁচটিই অধিকার করেন সোভিয়েট জিমন্যাস্টরা।

পোমেল্ড হর্স-এ ভিক্টর চুখারিন তাঁহার প্রথম স্বর্ণপদক অর্জন করেন। গ্রান্ট চাগুইনিয়ান ও ইউর্জোনি কোরোলকভ যুগ্মভাবে দ্বিতীয় ও এম. পেরেলমান চতুর্থ স্থান লাভ করেন। এইরূপে পর্যায়ক্রমে প্রথম চারজন এবং প্রথম দশ জনের মধ্যে পাঁচজনই ছিলেন সোভিয়েট জিমন্যাস্ট।

লং হর্স-এ ভিক্টর চুখারিন ১৯·২০ পয়েন্ট অর্জন করিয়া তাঁহার দ্বিতীয় স্বর্ণপদক অর্জন করেন। এ বিষয়ে কিন্তু জাপানী জিমন্যাস্টদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। ১৯·১৫ পয়েন্ট অর্জন করিয়া মাসাও টাকেমোটো রৌপ্য ও ১৯·১০ পয়েন্ট পাইয়া তাদাও ওয়েসাকো ও টাকাসি ওনো যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। এইরূপে প্রথম চারিটি স্থানের মধ্যে তিনটিই জাপানী জিমন্যাস্টগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়। ১৮·৮৫ পয়েন্ট অর্জন করিয়া দুইজন জিমন্যাস্ট যুগ্মভাবে এ বিষয়ে নবম স্থান অধিকার করেন।

ফ্রি-স্ট্যাণ্ডিং এক্সারসাইজ-এও সোভিয়েট জিমন্যাস্টগণ বিশেষ সুবিধা করিতে সক্ষম হন নাই। সুইডেনের কার্ল থোরেসন ১৯·২৫ পয়েন্ট অর্জন করিয়া এ বিষয়ে স্বর্ণপদক অর্জন করেন। জাপানের তাদাও ওয়েসাকো ও

পোল্যাণ্ডের জারাজ জোকরেল ১৯·১৫ পয়েন্ট অর্জন করিয়া এ বিষয়ে যুগ্ম-ভাবে রৌপ্য পদক অর্জন করেন। টাকাসি ওনো চতুর্থ স্থান লাভ করেন। তৃতীয় স্থান পূর্ণ করা হয় নাই। সোভিয়েট জিমন্যাস্টদের মধ্যে কেবলমাত্র চাগুইনিয়ান এ বিষয়ে নবম স্থান অধিকার করেন।

১২টি বিষয় লইয়া সর্ববিষয়ে কুশলী ও শ্রেষ্ঠ জিমন্যাস্টের প্রতিযোগিতায় ভিক্টর চুখারিন ১১৫·৭০ পয়েন্ট অর্জন করিয়া তাঁহার তৃতীয় স্বর্ণপদক অর্জন করেন। ১১৪·৯৫ ও ১১৪·৭৫ পয়েন্ট অর্জন করিয়া গ্রান্ট চাগুইনিয়ান ও জোশেপ স্ট্যাডলার এ বিষয়ে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। ভি. মুরাটোভ (সোভিযেট রাশিয়া), হ্যানস্ ইউগস্টার ও ইউর্জেন কোরোলকোভ যথাক্রমে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন। প্রথম দশজনের মধ্যে ছয়জনই ছিলেন সোভিয়েট রাশিয়ার জিমন্যাস্ট।

দলগত প্রতিযোগিতায় ৫৭৩·৬০ পয়েন্ট অর্জন করিয়া সোভিয়েট রাশিয়াই স্বর্ণ পদক অর্জন করে। সুইজারল্যাণ্ড ও ফিনল্যাণ্ড রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে। ৫২৫ পৃষ্ঠায় প্রথম ছয়টি রাষ্ট্রের বিশদ ফলাফল দেওয়া হইল। সর্ব-নিম্ন (২৯তম) স্থান অধিকার করিলেও তুলনামূলক বিচারের জন্য ভারতের ফলাফলও দেওয়া হইল।

এই বিজয়ের ফলে ভিক্টর চুখারিন তাঁহার চতুর্থ স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। চুখারিন এই অলিম্পিকে ৪টি স্বর্ণপদক ছাড়াও আরও ২টি পদক লাভ করেন। ইহার পূর্বে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় কোনও প্রতিযোগী একই অলিম্পিকে একই সাথে ৬টি পদক অর্জনের সৌভাগ্য অর্জন করেন নাই। অবশ্য ভিক্টর চুখারিন ষোড়শ অলিম্পিকেও তিনটি স্বর্ণ ও দুইটি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেন।

মহিলাদের প্রতিযোগিতায় সোভিয়েট মহিলা জিমন্যাস্টগণ পুরুষ বিভাগ অপেক্ষাও সাফল্য অর্জন করেন। বিম ব্যালেন্সে প্রথম দশ জনের মধ্যে ছয় জনই ছিলেন সোভিযেট প্রতিযোগিনী। সোভিয়েট রাশিয়ার নিনা বোটচারোভা ও মারিয়া গোরোখোভস্কাজা ১৯ ২২ ও ১৯·১৩ পযেন্ট অর্জন করিযা প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। হাঙ্গেরীর মারগিট কোরোন্দি তৃতীয়, এ ক্যালেটি চতুর্থ এবং সোভিয়েট প্রতিযোগিনী জি. আরবানোভিচ পঞ্চম স্থান লাভ করেন।

প্যারালাল বারে হাঙ্গেরীর মারগিট কোরোন্দি ১৯·৪০ পয়েন্ট অর্জন করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। মারিয়া গোরোখোভস্কাজা ও এগনেস ক্যালেটি ১৯·২৬ ও ১৯·১৬ পয়েন্ট অর্জন কবিয়া রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। প্রতিযোগিতা রাশিয়া ও হাঙ্গেরীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে ও প্রথম দশটি স্থানের মধ্যে রাশিয়া সাতটি ও হাঙ্গেরী তিনটি স্থান অধিকার করে।

লং হর্সে প্রথম ছয়টি স্থানই সোভিয়েট রাশিয়ার জিমন্যাস্টগণ অধিকার করে। ১৯·২০, ১৯·১৯ ও ১৯·১৬ পয়েন্ট অর্জন করিয়া পর্যায়ক্রমে একাতারিনা কালিনথ্যেউক, মারিয়া গোরোখোভস্কাজা ও গ্যালিনা মিনাইটচেভা স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। নিনা বোটচারোভা এ বিষয়ে ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন।

ফ্রি স্ট্যাণ্ডিং এক্সারসাইজে সোভিয়েট জিমন্যাস্টগণ তেমন সুবিধা করিতে সক্ষম হন নাই। তাহা সত্ত্বেও প্রথম দশ জনের মধ্যে পাঁচ জনই ছিলেন সোভিয়েট জিমন্যাস্ট। ১৯·৩৬ পয়েন্ট অর্জন করিয়া এগনেস ক্যালেটি এ বিষয়ের স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯·২০ ও ১৯·০০ পয়েন্ট পাইয়া গোরোখোভস্কাজা

পুরুষদের জিমন্যাস্টিকের দলগত প্রতিযোগিতার ফলাফল

রাষ্ট্র	ফ্রি এক্সারসাইজ	পোমেল্ড হর্স	লং হর্স	ফ্লাইং রিং	প্যারালাল বার	হাই বার	সর্বসাকুল্যে পয়েন্ট
সোভিয়েট রাশিয়া	৯৩·৬৫	৯৬·৭০	৯৪·০৫	৯৭·২০	৯৬·৭৫	৯৫·২৫	৫৭৩·৬০
সুইজারল্যান্ড	৯০·৭০	৯৪·৫০	৯৪·০৫	৯৪·৪০	৯৬·৪৫	৯৬·৮০	৫৬৬·৯০
ফিনল্যান্ড	৯৩·৭৫	৯২·৮৫	৯২·৭৫	৯৪·০৫	৯৩·২৫	৯৫·৭৫	৫৬২·৪০
জার্মানী	৮৯·২৫	৯৪·০৫	৯৩·৮৫	৯৩·০৫	৯৪·৭০	৯৪·৯০	৫৫৯·৮০
জাপান	৯৪·৩৫	৮৮·৪০	৯৪·৫৫	৯২·৫৫	৯২·৮০	৯৪·২০	৫৫৬·৮৫
হাঙ্গেরী	৯২·৬০	৯৩·১০	৯২·৭০	৯৩·২৫	৯১·১০	৯১·৭০	৫৫৪·৪৫
চেকোশ্লোভাকিয়া	৯২·৪৫	৯১·৯৫	৯২·৭০	৯৪·১৫	৯৩·০৫	৯০·১৫	৫৫৪·৪৫
ভারতবর্ষ	১৫·৫০	৬·২৫	১১·২৫	১০·৫০	৯·৭৫	১৩·৫০	৭৪·৭৫

ও কোরোন্দি রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। হাঙ্গেরীর জিমন্যাস্ট এ বিষয়ে প্রথম দশটি স্থানের মধ্যে পাঁচটি স্থান অধিকার করেন। টিম ড্রিলে সুইডেন, সোভিয়েট রাশিয়া ও হাঙ্গেরী ৭৪·২০, ৭৩·০০ ও ৭১·৬০ পয়েন্ট অর্জন করিয়া পর্যায়ক্রমে প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করে।

সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও কুশলী জিমন্যাস্টদের দলগত প্রতিযোগিতায় সোভিয়েট রাশিয়া, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া যথাক্রমে প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করে। নিম্নে পর্যায়ক্রমে প্রথম চারটি দলের বিস্তারিত ফলাফল দেওয়া হইল :

রাষ্ট্র	বিম	বার	হর্স	ফ্রি স্ট্যাণ্ডিং	টিম ড্রিল	সর্বসাকুল্যে পয়েন্ট
সোভিয়েট রাশিয়া	১১৩·৪৯	১১৩·৭৯	১১৪·৮১	১১৩·৩৭	৭৩·০০	৫২৮·৪৬
হাঙ্গেরী	১১১·৪৯	১১৩·৩৬	১১১ ২৪	১১৩·৬৫	৭১·৬০	৫২১·৩৪
চেকোশ্লোভাকিয়া	১০৯·৫৬	১০৮·৭৪	১০৮ ৬৫	১০৭ ৭৯	৭০·০০	৫০৪·৭৪
সুইডেন	১০৫.৬৫	১০৪ ০১	১১০ ০৭	১০৮·৬৩	৭৪·২০	৫০২·৫৯

অশ্বারোহণ কলাকৌশল প্রতিযোগিতা

পঞ্চদশ অলিম্পিকের অশ্বারোহণ কলাকৌশল প্রতিযোগিতা ২৮শে জুলাই "রুশকেশুয়ো এরিনা"তে আরম্ভ করা হয়। চারিদিকে লম্বা লম্বা পাইন গাছে ঘেরা পাহাড়ী এলাকায় চিরসবুজ বিভিন্ন বৃক্ষের ছত্রচ্ছায়ায় শান্ত ও নির্জন পরিবেশে নির্মিত "রুশকেশুয়ো এরিনা" স্থান হিসাবে সত্যই নয়নমুগ্ধকর ও প্রতিযোগিতার জন্য সুনির্বাচিত হইয়াছিল ইহা প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রতিযোগিগণ অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করিয়াছেন।

সর্বপ্রথম আরম্ভ হয় ব্যক্তিগত ড্রেসেজে। "প্রিক্স দ্য ড্রেসেজে" ২৭ জন অশ্বারোহী ও অশ্বারোহিণী অংশ গ্রহণ করে ও সুইডিশ অশ্বারোহী কর্ণেল হেনরী সেন্ট ক্যার তাঁহার "মাস্টার রুফাস" ঘোটকের সাহায্যে ৫৫৬·৫ পয়েন্ট অর্জন করিয়া স্বর্ণপদক অর্জন করেন। তাঁহার সহিত যিনি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তিনি একজন মহিলা—ডেনমার্কের মিসেস লিস হার্টেল। ষোল পয়েন্টের ব্যবধানে পরাজিত হইয়া তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। চতুর্দশ অলিম্পিকে ব্যক্তিগত ড্রেসেজে দ্বিতীয় ও দলগত ড্রেসেজ বিজয়ী ফ্রান্স দলের সভ্য কর্ণেল আন্দ্রে জুস্সোমও ৫৪১ পয়েন্ট অর্জন করেন ও অল্পের জন্য তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

মিসেস হার্টেলের রৌপ্য পদক লাভ তাঁহার প্রশংসায় মুখরিত করে। বাল্যকালে তিনি শিশু-পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। ফলে চিরকালই তাঁহাকে খোঁড়াইয়া চলিতে হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি অশ্বারোহণ কলাকৌশল অনুশীলন আরম্ভ করেন ও ধীরে ধীরে শারীরিক অসুবিধা সত্ত্বেও এ বিষয়ে সাফল্য অর্জন করেন। এই অলিম্পিকে তাঁহার সাফল্য বস্তুতই বিস্ময়কর। পদক গ্রহণের জন্য যখন তিনি বিজয়ী কর্ণেল ক্যারের কাঁধে ভর দিয়া ধীরে ধীরে বিজয়স্তম্ভের দিকে যাইতেছিলেন তখন উপস্থিত

প্রত্যেকে বিপুল হর্ষধ্বনি সহকারে তাঁহাকে অভিনন্দন জানায়।* দলগত প্রতিযোগিতাতেও গুস্তাভ বোল্টারস্টার্ন কর্ণেল সেন্ট ক্যার ও গেনাল পার্সন লইয়া গঠিত সুইডিশ দলই ১,৫৯২·৫ পয়েন্ট অর্জন করিয়া প্রথম স্থান অর্জন করে। সুইস ও জার্মান দল দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করে। জার্মান দলে যোগদানকারিণী ইদা ফন নাগেলই অলিম্পিক ক্রীড়ার অশ্বারোহণ কলাকৌশল প্রতিযোগিতায় যোগদানকারিণী প্রথম মহিলা।**

৩০শে জুলাই "থ্রি ডে ইভেন্ট" আরম্ভ হয়। অশ্বারোহণ কলাকৌশল প্রতিযোগিতার মধ্যে ইহাই কঠিনতম বিষয় এবং ইহাকে এ্যাথলেটিক্সের ডেকাথ্লন প্রতিযোগিতার অশ্বারোহণ কলাকৌশল সংস্করণ বলা যায়। ড্রেসেজ, সহনশক্তির প্রতিযোগিতা (২৪ কিলোমিটার অশ্বারোহণ প্রতিযোগিতা, ৩ ২ কিলোমিটার অশ্বের গতি প্রতিযোগিতা, ৮ কিলোমিটার ষ্টিপলচেজ কোর্স এবং ৩৪টি লম্ফন সহ ক্রস কাণ্ট্রি কোর্স) ইত্যাদি থ্রি ডে ইভেণ্টের অন্তর্গত।

প্রতিযোগিতায় ৫৯ জন অশ্বারোহী অংশ গ্রহণ করে। প্রতিযোগী সংখ্যা এত অধিক হওয়ায় একদিনের বদলে দুইদিন ধরিয়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ড্রেসেজে এম রোহিযা (ফিনল্যান্ড) ডব্লু বুসিং (জার্মানী) এবং এল মার্নজিন (ইটালী) যথাক্রমে প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করেন।

অপেক্ষাকৃত সহজ ড্রেসেজ প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক অশ্বারোহীই সক্ষম হইলেও সহনশক্তির প্রতিযোগিতা এত সহজেই সম্পন্ন হয় নাই। মোট ২৩ জন অশ্বারোহী নানা কারণে প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। প্রতিযোগিতা শেষে সুইডেনের হ্যানস্ ভন রিক্সেন ফিনেক ২৮ ৩৩ পয়েণ্টে প্রথম স্থান লাভ করেন। ৫৪ ৫ পয়েণ্টে ফরাসী প্রতিযোগী গাই লেফ্রাঁ† দ্বিতীয় এবং

* এ সম্পর্কে Dr Ferenc Mezo-র মতামত (*Les Jeux Olympiques Modernes*, p 360) হইতে উদ্ধৃত করা হইল:

"অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদানকারিণী মহিলাদের মধ্যে তাঁহার (Lis Hartel—*লেখক*) মত উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করা অন্য কোন প্রতিযোগিনীর পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তাহার এই সাফল্যের গৌরবে সত্যই আশ্চর্য হইতে হয় কারণ ১৯৪৭ সালে যখন তাঁহার বিশ বৎসর ও তাঁহার দ্বিতীয় সন্তান তাঁহার গর্ভে তখন তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। হেলসিংকি অলিম্পিকের পূর্বে তাঁহার দুইটি পা-ই আবার পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়। কিন্তু দৈহিক শক্তি অপেক্ষা মানসিক শক্তির জোর যে সত্যই বেশী তাঁহা তিনি তাঁহার বিজয়ের ফলে প্রমাণ করেন। (মূল ফরাসী পুস্তক হইতে অনূদিত।)

** *The Olympic Games*: published by International Olympic Committee (1949 Edition), এবং *"Olympic Rules"* (1949 Edition, p 19, paragraph 41) অশ্বারোহণ কলাকৌশল প্রতিযোগিতার যে নিয়মাবলী উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে "মহিলারাও অশ্বারোহণ কলাকৌশল প্রতিযোগিতায় যোগদানের অধিকারিণী' এমন কথা কোথাও লেখা নাই। সেই হইতেই অলিখিত নিয়মাবলীতে মহিলারাও অশ্বারোহণ কলাকৌশলে যোগদান করিয়া আসিতেছেন।

† *"Bulletin des XVes Olympiades d' Helsinki"* (n. 16, p. 49) পুস্তকে নাম Le Frant বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মনে হয় ভ্রমবশতঃ এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

জার্মানীর উইলহেলম বুসিং তৃতীয় স্থান লাভ করে। দলগত প্রতিযোগিতা-তেও হ্যান্স ভন ব্লিক্সেন ফিনেক, নিলস্ ষ্টুহার ও কার্ল ফ্রলেন লইয়া গঠিত সুইডিস দল ২২১·৯৪ পয়েণ্টে প্রথম স্থান অধিকার করে। উইলহেলম বুসিং. ক্রুস ওয়াগনার ও অটো রথ লইয়া জার্মান দল দ্বিতীয় ও আমেরিকান দল তৃতীয় স্থান লাভ করে।

শেষদিনে "প্রিক্স দ্য ন্যাশনস্" লম্ফন প্রতিযোগিতায় ৪৮ জন অশ্বারোহী অংশ গ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা শেষে দেখা যায় পাঁচজন অশ্বারোহীর আটটি করিয়া "ফল্ট" হওয়ায় প্রথম স্থান লইয়া টাই হইয়াছে। ফলে পুনরায় প্রথম স্থান নির্ধারণের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ও ফরাসী অশ্বারোহী পি. জোঁকুরেস দ্য অরিয়োলা নির্ভুলভাবে প্রতিযোগিতা শেষ করিয়া স্বর্ণ পদক অর্জন করেন। চিলির অস্কার ক্রিষ্টি ও জার্মানীর ফ্রিজ থিয়েডারম্যান এ বিষয়ে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেন। দলগত প্রতিযোগিতায় ডগলাস ষ্টুয়ার্ট উইলিয়াম হোয়াইট ও হেনরী লেওয়েলিন লইয়া গ্রেট ব্রিটেন দল ৪০·৭৫ "ফল্টে" বিজয় লাভ করেন। চিলি ও আমেরিকা এ বিষয়ে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, পঞ্চদশ অলিম্পিকে গ্রেট ব্রিটেনের ইহাই একমাত্র স্বর্ণপদক।

পঞ্চদশ অলিম্পিকের মডার্ন পেণ্টাথলন হেলসিংকির ৮০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে হামিনলিনা শহরে অনুষ্ঠিত হয়। শহরটিতে একটি ফিনিশ লাইট ব্রিগেডের হেড কোয়ার্টার্স থাকায় সামরিক বিভাগের সহায়তায় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাপনা সত্যই প্রশংসনীয় হয়। শহরতলীতে একটি হ্রদের তীরে প্রতিযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাপনার অফিসের নিকটে যোগদানকারী রাষ্ট্রের পতাকাসমূহ উত্তোলন ও উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। হেলসিংকি হইতে মহাসমারোহে অলিম্পিক মশাল রিলে প্রথায় আনীত হয় এং একটি গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন হয়। এই হ্রদের নিকটবর্তী একটি বিশেষভাবে নির্বাচিত স্থানে একটি সুইমিং বাথ সংস্কার করিয়া প্রতিযোগিতার উপযুক্ত করা হয়। অসি সঞ্চালন প্রতিযোগিতার জন্য ছাউনি নির্মিত হয় এবং ক্রস কাণ্ট্রি রেসের ষ্টার্টিং ফিনিশিং লাইন নির্মিত হয়। পিস্তল শুটিং প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয় নিকটবর্তী পর্বতাঞ্চলে।

১৯টি রাষ্ট্রের ৫১ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ১১ জন চতুর্দশ অলিম্পিকে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নশিপে যোগদানকারী অনেক প্রতিযোগীও এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। দলগত প্রতিযোগিতায় ১৬টি রাষ্ট্রের ১৬টি দল অংশ গ্রহণ করেন।

অশ্বারোহণ কলাকৌশল প্রতিযোগিতার জন্য ২৪টি বাধা সমন্বিত ৫,০০০ মিটার কোর্স নির্ধারিত করা হয়। পর্বত অরণ্য বনপ্রান্তরের মধ্য দিয়া অশ্ব চালনা করিয়া শেষ পর্যন্ত লেকের তীরে যেখানে অলিম্পিক পতাকা ছিল সেখানে আসিয়া একটি উল্টান নৌকা লাফ দিয়া অতিক্রম করার পর শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিতে হইবে এইভাবে পথ নির্দিষ্ট করা হয়।

২১শে জুলাই প্রাতে বিভিন্ন প্রতিযোগীদের মধ্যে অশ্ব বণ্টনের জন্য লটারী করিবার পর বেলা ১টায় প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। পাঁচ মিনিট পর পর প্রতিযোগীদের ছাড়া হইতে থাকে এবং এমনভাবে বন্দোবস্ত হয়, যাতে পূর্বের কোন অশ্বারোহীর সংবাদ ষ্টার্টিং লাইনে না পৌঁছে। সুইজারল্যাণ্ডের মিণ্ডার

ষ্টার্ট লাইনে-ষ্টার্ট দিবার পূর্বেই তাঁহার ঘোড়া তাঁহাকে ফেলিয়া দিয়া আস্তাবলের দিকে ছুটিয়া গেলে ষ্টার্টিং লাইনেও কিঞ্চিৎ উত্তেজনার সঞ্চার হয়।

বেলা পাঁচটায় শেষ দুইজন অশ্বারোহী গ্রেট ব্রিটেনের এল. লামসডেন এবং সুইডেনের লার্স হল রিং ত্যাগ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল বৃষ্টিপাত শুরু হইয়া যায়। লার্স হলই ৯:৩·০০ সেকেণ্ডে সীমান্ত অতিক্রম করিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। লার্স হল ১৯৫০ ও ১৯৫১ দুই বৎসরই মডার্ন পেণ্টাথ্লনে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করিয়াছিলেন। ফিনল্যান্ডের ও. ম্যানোনেন ও হাঙ্গেরীর ইসথ্ভান জোন্দি দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। প্রথম দিনের শেষে উপরোক্ত তিনজনই পর্যায়ক্রমে প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করেন। দলগতভাবে সুইডেন, হাঙ্গেরী ও আমেরিকা যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

দ্বিতীয় দিন প্রাতঃকাল হইতেই অসি সঞ্চালন কৌশলের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। দশ ঘণ্টাব্যাপী প্রতিযোগিতায় শেষ পর্যন্ত ব্রাজিলের এ. আলভেস বোর্জেস ৩৪টি বিজয় লাভ করিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। হাঙ্গেরীর গেবর বেনেডেক ও ইসথ্ভান জোন্দি ৩০টি বিজয় লাভ করিলেও পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

তৃতীয় দিনে পিস্তল শুটিং প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। প্রথম "ডিটেলে" জোন্দি প্রথম ১৮৩ পয়েণ্ট অর্জন করিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। কিন্তু তাহার পরই ফিনল্যান্ডের এল. ভিলকো ১৯৬ পয়েণ্ট অর্জন করিয়া জোন্দিকে পরাজিত করেন। দ্বিতীয় "ডিটেলে" আই. নোভিকভ (সোভিয়েট রাশিয়া) ১৮৭ পয়েন্ট এবং এ. অবিজ (উরুগুয়ে) ১৯০ পয়েন্ট. লার্স হল ১৮২ ও বেনডক ১৮৫ পয়েণ্ট অর্জন করেন। দিনের শেষে দেখা যায় ভিলকো, অরিজ প্রথম ও দ্বিতীয় এবং ১৮৮ পয়েণ্ট পাইয়া এফ. ফুয়েণ্টেস বেসোয়াইং (চিলি) তৃতীয় স্থান লাভ করিয়াছেন।

চতুর্থ দিনে ৫০ মিটার খোলা "পুলে" ৩০০০ মিটার সন্তরণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পুলের জল গরম করিবার জন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না এবং শীতের হিমেল হাওয়া ও মেঘলা আকাশে সন্তরণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তাপমাত্রা ৬৮° ফারেনহিটে নামিয়া যাওয়ায় প্রতিযোগিতার ফলাফল আশানুরূপ হয় না। হল ৪:০৫·৪ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিজয় লাভ করিলেও এমনকি ১৯৫১ সালের বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নশিপে তাঁহার সময় ইহার চেয়ে উন্নত ছিল। ৪:১১·৫ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ব্রাজিলের ই. লিল গ্যাডিয়োরিস দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। ডব্লু. ম্যাকআর্থার (আমেরিকা), আই. নোভিকভ ও জোন্দি তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান লাভ করেন। জোন্দি চতুর্দশ অলিম্পিকে পেণ্টাথ্লনের সাঁতারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সন্তরণে বিজয়ের ফলে হল জোন্দি অপেক্ষা অধিক পয়েণ্ট অর্জন করিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। জোন্দি, বেনডক ও নোভিকভ দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করেন। দলগত বিষয়ে সুইডেন প্রভূত উন্নতি করিলেও হাঙ্গেরী অপেক্ষা তিন পয়েণ্ট পশ্চাতে থাকে। আমেরিকা এ-দিনও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াই থাকে।

শেষ দিন ৪০০০ মিটার ক্রস কান্ট্রি রেস অনুষ্ঠিত হয়। লেকের ধার ঘেঁষিয়া একটি পাহাড়ের রাস্তায় দৌড়াইয়া আবার লেকের পারে আসিয়া দৌড় শেষ করিতে হইবে, এভাবে রাস্তা নির্দিষ্ট হয়। আমেরিকার ডব্লু.

[illegible] বিজয় লাভ করেন। বেনডক দ্বিতীয় এবং গ্রেট [illegible] জে. আর. [illegible] তৃতীয় স্থান লাভ করেন। হল অষ্টম এবং জোন্দি সপ্তদশ স্থান লাভ করেন। শেষ পর্যন্ত পাঁচটি বিষয়ের সর্বসাকুল্যে পয়েন্ট গণনায় লার্স হল ৩২ পয়েন্ট অর্জন করিয়া প্রথম, গেবর বেনডক ৩৯ পয়েন্ট অর্জন করিয়া দ্বিতীয় এবং ইসথ্ভান জোন্দি ৪১ পয়েন্ট অর্জন করিয়া তৃতীয় এবং আই. নোভিকভ চতুর্থ স্থান লাভ করেন। পরপৃষ্ঠায় এই চারজন প্রতিযোগীর প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ের বিস্তারিত ফলাফল দেওয়া হইল :

দলগত প্রতিযোগিতায় আন্দার কোভাকসি, ইসথ্ভান জোন্দি, গেবর বেনডক লইয়া গঠিত হাঙ্গেরী দল ২১+১৬+৪৫+৪৬+৩৮* মোট ১৬৬ পয়েন্ট অর্জন করিয়া দলগত প্রতিযোগিতার সর্বপ্রথম স্বর্ণপদক অর্জন করেন। সুইডেন ও ফিনল্যান্ড দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। গেবর বেনডক ১৯৫৩ সালে সান্টিয়াগোতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপও লাভ করিয়াছিলেন।**

শুটিং

অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় পঞ্চদশ অলিম্পিকের শুটিং প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাপনাকেও প্রায় নিখুঁতই বলা যায়। হেলসিঙ্কির কয়েক মাইলের মধ্যেই অবস্থিত মলমি ও হোপালাঠিতে শুটিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

২৫শে জুলাই একই সংগে "ক্লে পিজিয়ন শুটিং" ও "ফ্রি পিস্তল শুটিং" যথাক্রমে হোপালাঠি ও মলমিতে অনুষ্ঠিত হয়। ক্লে পিজিয়ন শুটিং-এ ৪০ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। দুইদিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগিগণকে প্রত্যেক দিন ১০০টি করিয়া ক্লে পিজিয়নে (গোলাকৃতি সসারের আকৃতির মাটির চাকতি, এগুলি যন্ত্রের সাহায্যে ঝোলান থাকিত এবং গতি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থা ছিল।) গুলি নিক্ষেপ করিতে হয়।

প্রথম দিন ১০০টি ক্লে পিজিয়ন শুটিং-এ সুইডেনের হ্যানস লিলজেধাল এবং নরওয়ের হ্যানস্ আসনায়েস উভয়েই ৯৬টি করিয়া "কিল"†-এ অগ্রবর্তী থাকেন। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে আরও ১০০টি ক্লে পিজিয়নে গুলি নিক্ষেপের পর ১৭ বৎসর বয়স্ক ক্যানাডিয়ান প্রতিযোগী জর্জ জেনেরিও ৯৭টি "কিল্"-এ প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং পূর্ব দিনে ৯৫টি "কিল্" থাকায় দুইদিনের মোট ১৯২টি "কিলে" স্বর্ণপদক লাভ করেন। সুইডেনের নুট হেমকুইস্টও প্রথম দিন ৯৫টি "কিলে" দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন, দ্বিতীয় দিনে ৯৬টি "কিল" হওয়ায় দুইদিনে মোট ১৯১টি "কিলে" দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। লালজেধালের দ্বিতীয় দিনে ৯৪টি "কিল" হওয়ায় প্রথম দিনের ৯৬টি "কিল"সহ মোট ১৯০টি "কিলে" তিনি তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

মলমিতে ২৫শে তারিখ হইতে "ফ্রি পিস্তল শুটিং" প্রতিযোগিতা চলিতেছিল। প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৫০ মিটার দূরত্বে একটি টার্গেটে ছয়বার

* পর্যায়ক্রমে অশ্বারোহণ কলাকৌশল প্রতিযোগিতা, অসি-সঞ্চালন প্রতিযোগিতা, শুটিং, সন্তরণ ও ক্রস কান্ট্রি রেস।

** Gyorgy Szepesi and Laszlo Lukacs : *Twentyfive Hungarian Sportsman Relate*, p. 62.

† Kill—ক্লে পিজিয়নে বিধান অনুযায়ী গুলি লাগাকে "কিল্" বলা হয়।

পেণ্টাথ্‌লন প্রতিযোগিতার প্রথম চারজন প্রতিযোগীর বিস্তারিত ফলাফল

		অশ্বারোহণ কলাকৌশল		অসি সঞ্চালন			শুটিং		সন্তরণ		ক্রস কান্ট্রি রেস	
প্রতিযোগীর নাম	দেশ	সময় (মিনিট)	স্থান	পয়েণ্ট	বিজয়	স্থান	পয়েণ্ট	স্থান	সময় (মিনিট)	স্থান	সময় (মিনিট)	স্থান
লার্স হল	সুইডেন	৯ ০৩·০	প্রথম	১০০	২৮	সপ্তম	১৮২	পঞ্চদশ	৪ ০৫ ৪	প্রথম	১৫ : ০৮·৪	অষ্টম
গেবর বেন্দেক	হাঙ্গেরী	৯ · ৪৭ ৬	অষ্টম	১০০	৩০	দ্বিতীয়	১৮৫	নবম	৪ . ৩৯·৭..	অষ্টাদশ	১৪ : ৪০·৯	দ্বিতীয়
ইসথ্‌ভান্‌ জোন্দি	হাঙ্গেরী	৯ : ২৪ ৯	তৃতীয়	১০০	৩০	চতুর্থ	১৮৩	দ্বাদশ	৪ .১৯ ৯	পঞ্চম	১৫ : ৪৪·৫	সপ্তদশ
ইগর নোভিকভ	সোভিয়েট রাশিয়া	১০ : ৪১·০	চতুর্বিংশতি	৯৫·৫	২৫	ত্রয়োদশ	১৮৭	চতুর্থ	৪:১৬·৯	চতুর্থ	১৫ : [illegible]	দশম

দশটি করিয়া গুলি নিক্ষেপ করিতে হয়। প্রতিযোগিতায় আমেরিকার হুলেট বেনার, স্পেনের এঞ্জেল লিও, এবং হাঙ্গেরীর আমব্রাস বালো যথাক্রমে ৫৫৩, ৫৫০ ও ৫৪৯ পয়েন্ট অর্জন করিয়া প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করেন।

২৭শে জানুয়ারী ফ্রি রাইফেল শুটিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ৩০০ মিটার রেঞ্জে প্রতিযোগীদের "স্ট্যান্ডিং, নীলিং এবং প্রোন পজিশনে" টার্গেটে প্রত্যেক পজিশনে ৪০টি করিয়া মোট ১২০টি গুলি নিক্ষেপ করিতে হয়। মোট ৩২ জন প্রতিযোগী ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন।

আধ ঘন্টা প্রতিযোগিতা চলিবার পরই প্রত্যেকের দৃষ্টি রাশিয়ার আন তোলি বোগদানভের প্রতি নিবদ্ধ হয়। ৪০টি গুলিতে সম্ভাব্য ৪০০ পয়েন্টের মধ্যে ২০টি গুলি নিক্ষেপের দেখা যায় বোগদানভ ১৯৭ পয়েন্ট অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার গুলি নিক্ষেপ দেখিয়া বিশেজ্ঞদের ধারণা হইয়াছিল তিনি অলিম্পিক রেকর্ড তো ভঙ্গ করিবেনই এবং হয়তো বিশ্ব রেকর্ড ও স্পর্শ করিতে পারেন।

বোগদানভ ইহার পর 'নীলিং" পজিশনে ৩৭৬ ও স্ট্যান্ডিং পজিশনে ৩৫৯ পয়েন্ট অর্জন করেন। পুনরায় প্রোন পজিশনের শুটিং-এ তিনি যে কারণেই হউক পূর্বের ন্যায় অদ্ভুত ফলাফল দেখাইতে সক্ষম হন না এবং ১৯১ পয়েন্ট অর্জন করিয়া প্রোনে ৪০০ পয়েন্টের মধ্যে ৩৮৮ পয়েন্ট অর্জন করেন। কিন্তু তিনি ৩৫৯+৩৭৬+৩৮৮* এবং সর্বসাকুল্যে ১২০০ পয়েন্টের মধ্যে ১১২৩ পয়েন্ট অর্জন করিয়া অলিম্পিক রেকর্ড সহ শুটিং-এ রাশিয়ার প্রথম স্বর্ণ পদক অর্জন করেন। ১১২০ ও ১১০৯ পয়েন্ট অর্জন করিয়া সুইজারল্যান্ডের রবার্ট বার্কলার ও সোভিয়েট রাশিয়ার লিও ভেনষ্টেইন** রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। ১,০৭৭ পয়েন্ট অর্জন করিয়া চতুর্দশ অলিম্পিকের রৌপ্য পদক প্রাপ্ত ফিনিশ প্রতিযোগী পৌলি জেনহেনেন দ্বাদশ এবং ২৯৯–৩৩৬–৩৫৯ মোট ৯৯৪ পয়েন্ট অর্জন করিয়া ভারতীয় প্রতিযোগী ডাঃ হরিহর ব্যানার্জি চতুর্বিংশতি স্থান লাভ করেন।

শুটিং সর্বাপেক্ষা দর্শনীয় প্রতিযোগিতা সিলুট শুটিং-এ ৫৩ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। ২৫ মিটার দূরত্বে "মনুষ্য অবয়বের মাপে" ৫টি টার্গেটে মোট ৬০টি গুলি নিক্ষেপ করিতে হয়। টার্গেটগুলি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে চালনা করিয়া যথাস্থানে লইয়া আসা হইত এবং ৮, ৬ ও ৪ সেকেণ্ডের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে থাকিত। প্রত্যেকটি টার্গেটে ৮, ৬ ও ৪ সেকেণ্ডে একটি করিয়া অর্থাৎ ৫টি টার্গেটে এক একবারে ১৫টি করিয়া গুলি নিক্ষেপ করিতে হইত এবং প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৩০টি গুলি নিক্ষেপের জন্য দুইবার গুলি নিক্ষেপ করিতে হইত।

প্রথম দিনের শেষে ডব্লু. ম্যাকমিলান (আমেরিকা) ২৯০ পয়েন্ট অর্জন করিয়া প্রথম, ই. আলভা (স্পেন) ও পি. লিন্নসভুয়ো (ফিনল্যান্ড) ২৮৯ পয়েন্ট অর্জন করিয়া যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে চতুর্দশ অলিম্পিকে এ বিষয়ে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত ক্যারোলি ট্যাকাস ও তাঁহার ছাত্র সপ্তদশ বয়স্ক জিলার্ড কুন ২৯২ ও ২৯৪ পয়েন্ট অর্জন করায় যথাক্রমে স্বর্ণ

* যথাক্রমে স্ট্যান্ডিং, নীলিং, প্রোন পজিশনের পয়েন্ট।

** British Olympic Association : *Official Report of the XVth Olympic Games, Helsinki,* p. 102-এ L. Vajnschlejn বলিয়া উল্লেখ আছে।

ও রৌপ্য পদক অর্জন করেন। রুমানিয়ার জি. লিচিয়ার্ডপোল ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। চতুর্দশ অলিম্পিকে রৌপ্য পদক প্রাপ্ত এনরিখ ডি. ভ্যালেন্টাইন চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। নিম্নে এই চারজনের বিস্তারিত ফলাফল দেওয়া হইল :

	প্রথম দিন		দ্বিতীয় দিন		মোট	
	"হিট"	পয়েন্ট	"হিট"	পয়েন্ট	"হিট"	পয়েন্ট
ক্যারোলি ট্যাকাস	৩০	২৮৭	৩০	২৯২	৬০	৫৭৯
জিলার্ড কুন	৩০	২৮৪	৩০	২৯৪	৬০	৫৭৮
জি. লিচিয়ার্ডপোল	৩০	২৮৮	৩০	২৯০	৬০	৫৭৮
ই. ভ্যালেন্টাইন	৩০	২৮৭	৩০	২৯০	৬০	৫৭৭

ক্যারোলি ট্যাকাসের বিজয় এই অলিম্পিকের শুটিং প্রতিযোগিতার এক স্মরণীয় ঘটনা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বেও ক্যারোলি ট্যাকাস ডানহাতে গুলি নিক্ষেপ করিয়া বিশ্বের পিস্তল শুটিং এর চ্যাম্পিয়ন ছিলেন এবং ডান হাত হারাইয়াও বাঁ হাতেই তাঁহার সেই গৌরব দীর্ঘ দিন ধরিয়া অক্ষুণ্ন রাখেন। তাঁহার মনোবল এত বেশী যে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর রেঞ্জে যখন হাঙ্গেরিয়ান রেডিওর প্রতিনিধি তাঁহার সঙ্গে দেখা করেন তখন তিনি পকেট হইতে লিখিত একটি বিবৃতি বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দেন; বিজয় সম্বন্ধে তিনি এতই নিশ্চিন্ত ছিলেন। ক্যারোলি ট্যাকাস বর্তমানে হাঙ্গেরিয়ান পিপলস্ আর্মির মেজর।*

"রানিং ডিয়ার শুটিং"-এও দুইদিন ধরিয়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ক্যানভাসের উপর অঙ্কিত একটি পূর্ণবয়স্ক হরিণের আকৃতির টার্গেট ১০০ মিটার দূরত্বে "বাটে" রেলের উপর রাখা হইয়াছিল এবং এই রেলের উপর চালনা করিয়া ইহাকে "দৌড়ানর কৃত্রিম গতি" দেওয়া হইত। প্রথম দিনে ২৫টি করিয়া দুইবারে ৫০টি "সিঙ্গল শট" এবং দ্বিতীয় দিনে ২৫টি "ডাবল শট ফায়ার" করিতে হইত। প্রতিযোগিতায় মাত্র ১২ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে।

নরওয়ের জন লার্সেন দুইদিনে মোট ৪১৩ পয়েন্ট অর্জন করিয়া নূতন অলিম্পিক ও বিশ্বরেকর্ড সহ এ বিষয়ে স্বর্ণপদক অর্জন করেন। ৪০৯ এবং ৪০৭ পয়েন্ট অর্জন করিয়া পার স্কাল্ডবার্গ (সুইডেন) ও তাইনো মাকি এ বিষয়ে যথাক্রমে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেন।

শেষ দিন স্মল-বোর রাইফেল শুটিং-এ সর্বাধিক প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। প্রোন পজিশনে ৫০ মিটার দূরত্বে চার বার দশটি করিয়া গুলী নিক্ষেপ করিতে হয় এবং রুমানিয়ার জোসেপ সার্বু ও সোভিয়েট রাশিয়ার বোরিশ আন্দ্রেয়ায়েভ উভয়েই ৪০০-র মধ্যে ৪০০ পয়েন্ট অর্জন করাতে প্রথম স্থান লইয়া টাই হয়। কিন্তু "এক্স" রিং-এ সার্বুর ৩৩টি ও আন্দ্রেয়াভের ২৮টি গুলী থাকায় সার্বু প্রথম ও আন্দ্রেয়াযেভ দ্বিতীয় বলিয়া ঘোষিত হন। আমেরিকার আর্থার জ্যাকসন ৩৯৯ পয়েন্ট অর্জন করিয়া তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ভারতীয় প্রতিযোগী ডাঃ হরিহর ব্যানার্জি ও এস. চৌধুরী ৩৯৪ ও ৩৯১ পয়েন্ট অর্জন করিয়া ঊনত্রিংশতম ও ঊনচত্বারিংশতম স্থান অধিকার করেন।

* Gyorgy Szepesi and Laszlo Lukacs : *Twentyfive Hungarian Sportsman Relate*, p. 71.

স্মল-ব্যোর রাইফেলের "স্ট্যাণ্ডিং, নীলিং ও প্রোন" পজিশনের গুলী নিক্ষেপে ৪৯ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগীদের ৫০টি মিটার হইতে প্রত্যেক "পজিশনে" ৪০টি করিয়া গুলী নিক্ষেপ করিতে হয়। নরওয়ের আরলিং কংসহগ, ফিনল্যাণ্ডের ভিলহো ইলোনেন এবং প্রোনে রৌপ্য পদক প্রাপ্ত আন্দ্রেয়ায়েভ যথাক্রমে প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করেন। ভারতীয় প্রতিযোগী ডাঃ হরিহর ব্যানার্জি ষট্‌ত্রিংশৎ স্থান অধিকার করেন। নিম্নে প্রথম তিনজন প্রতিযোগী ও ডাঃ হরিহর ব্যানার্জির বিস্তারিত ফলাফল দেওয়া হইল :

	স্ট্যাণ্ডিং	নিলিং	প্রোন	মোট	"এক্স" রিং-এ গুলীর সংখ্যা
আরলিং কংসহগ্	৩৮০	৩৮৭	৩৯৭	১১৬৪	৫৩
ভিলহো ইলোনেন	৩৭৩	৩৯৪	৩৯৭	১১৬৪	৪৯
বরিশ আন্দ্রেয়ায়েভ	৩৭৬	৩৮৭	৪০০	১১৬৩	৫৮
ডাঃ হরিহর ব্যানার্জি	৩২৫	৩৭৬	৩৯৪	১০৯৫	২৮

ভারোত্তোলন

পঞ্চদশ অলিম্পিকের ভাবোত্তোলনে ৪০টি রাষ্ট্রের ১৪০ জন ভারোত্তোলক অংশ গ্রহণ কবেন। ইহার পূর্বে অন্য কোন অলিম্পিকে এত অধিক সংখ্যক ভারোত্তেলক অংশ গ্রহণ করেন নাই। প্রতিযোগিতায সাতটি বিশ্বরেকর্ড ভঙ্গ হয়, পাঁচটি বেকর্ডেব সমান হয়, ১৮টি নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপিত হয় এবং ১৬টি অলিম্পিক রেকডের সমান হয়; ইহা হইতেই প্রতিযোগিতার মান কিরূপ উন্নততব হয় তাহা বুঝা যাইবে। মেসুহাল্লিতে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতা মাত্র ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে শেষ হইয়া যায। ইহা হইতেই প্রতিযোগিতার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ইংগিত পাওয়া যায। অবশ্য প্রতিযোগীদের শরীর ও মনের উপর অসম্ভব চাপ পড়ে।

প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাপনা প্রশংসনীয় হইলেও বিচার-ব্যবস্থা সন্তোষজনক হয নাই। ফলে অনেক সময প্রতিযোগী এমনকি ব্যবস্থাপকদের মধ্যেও অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়ছে। দুইজন বিচারক তাঁহাদের বিচারফল "জুরী অফ এ্যাপীল" কর্তৃক পরিবর্তিত হইলে প্রতিবাদে পদত্যাগও করেন।*

ব্যান্টাম ওযেটে ১৮ জন ভাবোত্তোলক অংশ গ্রহণ কবেন। ইরানের মামুদ নামদজোর নাম এ সময়ে ভাবী বিজয়ী হিসাবে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল কিন্তু তিনি পাকস্থলীর রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। তাহা সত্ত্বেও তিনি প্রেসে ৯৫ কিলোগ্রাম উত্তোলন করিয়াছিলেন কিন্তু নিয়মভঙ্গের অপরাধে ইহা অগ্রাহ্য করা হয়।

১৯৪৯ সালে বিশ্ব ছাত্র ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ব্যান্টাম ওয়েটে বিজয়ী সোভিয়েট রাশিযার আইভান উডোডভ্ এ সময় আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। স্ন্যাচে ৯৭·৫ কিলোগ্রাম উত্তোলন করিয়া বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করাতে অনেকে তাঁহার বিজয় সম্বন্ধে আশান্বিত হন। জর্কেও ১২৭·৫ কিলোগ্রাম উত্তোলন করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করিয়া তিনি নামদজো অপেক্ষা ৭·৫ কিলোগ্রাম অধিক উত্তোলন করেন। প্রেসে উভয়েই ৯০

* *Official Report of the Olympic Games*, 1952, by British Olympic Association (published by World Sports), p. 99.

বিচারকরা উত্তোলন করার স্থান ৯০+৯৭·৫+১২৭·৫ মোট ৩১৫ কিলোগ্রাম করিয়া প্রত্যেকটি বিষয়ে নূতন অলিম্পিক রেকর্ড ভংগ করেন ও সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষে প্রথম স্বর্ণপদক অর্জন করেন। ৯০+৯৫+১২২·৫ মোট ৩০৭·৫ উত্তোলন করিয়া নামদজো রৌপ্য পদক এবং অপর ইরানীয়ান প্রতিযোগী আলি মির্জা ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

ফেদার ওয়েটে ২২ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। স্বর্ণপদকের লড়াই প্রধানতঃ দুইজন সোভিয়েট প্রতিযোগী র‍্যাফেল চিমিশকিয়ান ও নিকোলাই সাক্সোনভের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে। চিমিশকিয়ান প্রেসে সাক্সোনভ অপেক্ষা ২·৫ কিলোগ্রাম অধিক উত্তোলন করিয়া অলিম্পিক রেকর্ডের সমান করেন এবং স্ন্যাচে উভয়েই ১০৫ কিলোগ্রাম উত্তোলন করায় পূর্বতন অলিম্পিক রেকর্ডের সমান হয়। জার্কে চিমিশকিয়ান অধিকতর ওজন উত্তোলন করেন এবং ৯৭·৫+১০৫+১৩৫ মোট ৩৩৭·৫ উত্তোলন করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। চিমিশকিয়ানের প্রত্যেক বিভাগের ভারোত্তোলন পূর্বতন অলিম্পিক রেকর্ডের সমান এবং মোট উত্তোলন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড হিসাবে গণ্য করা হয়। ৯৫+১০৫+১৩২·৫ মোট ৩৩২·৫ কিলোগ্রাম উত্তোলন করিয়া সাক্সোনভ রৌপ্য পদক ও ত্রিনিদাদের রডনে উইল্‌ফ্‌ ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। ফিলিপাইনের আর. দেল্‌ রোজারিয়ো প্রেসে ১০৫ কিলোগ্রাম উত্তোলন করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করিলেও চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

লাইট ওয়েটে ২৪ জন ভারোত্তোলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রতিযোগিতার আমেরিকান প্রতিযোগী টমাস কোনো প্রেস ও জার্কে বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিলেও স্ন্যাচে নূতন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন ও ১০৫+১১৭·৫+১৪০ মোট ৩৬২·৫ কিলোগ্রাম উত্তোলন করেন ও নূতন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড* স্থাপন করিয়া স্বর্ণপদক অর্জন করেন। দ্বিতীয় স্থান লইয়া ইভগুয়েনি লোপাটিন ও ভার্ন বারবেরিসের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয় ও বারবেরিস প্রেসে ও লোপাটিন স্ন্যাচে অধিকতর ভার উত্তোলন করেন। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় স্থান লাভের জন্য বারবেরিস স্ন্যাচে ১০৭·৫ উত্তোলনের চেষ্টা করেন কিন্তু পা পিছলাইয়া পতনের ফলে তাঁহার ডান পায়ের হাঁটুতে আঘাত লাগে। লোপাটিন (১০০+১০৭·৫+১৪২·৫) ও বারবেরিস (১০৫+১০৫+১৪০) উভয়েই ৩৫০ কিলোগ্রাম উত্তোলন করেন বটে কিন্তু লোপাটিনের দৈহিক ওজন অধিক হওয়ায় রৌপ্য পদক প্রাপ্ত হন। চতুর্দশ অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদকপ্রাপ্ত গ্রেট ব্রিটেনের জেম্‌স হ্যালিডে দ্বাবিংশতম স্থান লাভ করেন।

মিডল ওয়েটে ২১ জন প্রতিযোগী ছিলেন। আমেরিকার পিটার জর্জ বিজয় লাভ করিলেও অনেকেই এই বিজয়ে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। ক্যানাডার জেরাল্ড গ্র্যাটন স্ন্যাচে ১২৭·৫ কিলোগ্রাম উত্তোলন করেন বটে কিন্তু আমেরিকার তরফ হইতে এ বিষয়ে প্রতিবাদ জানান হয় ও "জুরী অফ এ্যাপীল" এই উত্তোলনকে বাতিল করিয়া দেন। এই বাতিল করিবার ব্যাপারে ফরাসী বিচারক মসিয়ে জে. দামের সংগে "জুরী অফ এ্যাপিলে'র তীব্র বাদানুবাদের

* *Official Report of the Olympic Games*, 1952, by British Olympic Association (published by World Sports), p. 99-এ কেবলমাত্র অলিম্পিক রেকর্ড বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

সৃষ্টি হয় ও গ্র্যাটনের দ্বিতীয় বার স্ন্যাচের সময়ও উচ্চৈস্বরে এই বাকবিতণ্ডা চলিতে থাকায় গ্র্যাটনের মনঃসংযোগের ব্যাঘাত ঘটে ও তিনি আর অধিকতর ওজন উত্তোলনে সমর্থ হন না। শেষ পর্যন্ত পিটার জর্জ ১১৫+১২৭·৫ +১৫৭·৫ মোট ৪০০ কিলোগ্রাম উত্তোলন করেন ও প্রত্যেকটি বিভাগ ও মোট উত্তোলনে অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১২২·৫ +১১২·৫+১৫৫ মোট ৩৯০ কিলোগ্রাম উত্তোলন করিয়া জেরাল্ড গ্র্যাটন রৌপ্য ও দক্ষিণ কোরিয়ার সুং জিপ কিম ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। পিটার জর্জ ও সুং কিম চতুর্দশ অলিম্পিকে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করিয়াছিলেন।

লাইট হেভী ওয়েটে প্রতিযোগী সংখ্যা ছিল ২২ জন। চতুর্দশ অলিম্পিকে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত আমেরিকার স্ট্যানলি স্ট্যানজিকের সহিত সোভিয়েট রাশিয়ার ট্রোফিম লোমাকিন ও আরকাদি ভোরোবিয়েভের সহিত প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয় ও শেষপর্যন্ত জার্কে স্ট্যানজিক অপেক্ষা অধিক ভারোত্তোলন করিয়া স্ট্যানজিককে ২·৫ কিলোগ্রামের ব্যবধানে পরাজিত করেন ও ৪১৭·৫ (১২৫+১২৭·৫ +১৬৫) উত্তোলন করিয়া অলিম্পিক রেকর্ডের সম উত্তোলনে স্বর্ণপদক লাভ করেন। ভোরোবিয়েভ দ্বিতীয় স্থান লাভের আশায় ১৭০ কিলোগ্রাম উত্তোলনের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তিনি এই ওজন উত্তোলন করিয়া তুলিয়া ধরেন বটে কিন্তু ২ সেকেন্ড ধরিয়া রাখিতে না পারায় স্ট্যানলি স্ট্যানজিকই ৪১৫ কিলোগ্রাম ওজন উত্তোলনে (১২৭·৫+১২৭·৫+১৬০) দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন।

মিডল হেভীতে ২০ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় চতুর্দশ অলিম্পিকে হেভী ওয়েটে রৌপ্য পদকপ্রাপ্ত আমেরিকার নরবার্ট শেমানস্কি ও রাশিয়ার গ্রিগরী নোভাকের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। প্রেসে শেমানস্কি ১২৭·৫ কিলোগ্রাম উত্তোলন করেন বটে কিন্তু নোভাক ১৪০ কিলোগ্রাম উত্তোলন করেন ও নূতন অলিম্পিক ও বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করিয়া সকলকে বিস্মিত করেন। সকলেই তাঁহার বিজয়ের আশা করিতেছিলেন কিন্তু স্ন্যাচে উত্তোলনের সময় পায়ে আঘাত লাগে ও তাঁহার বিজয়ের আশা সম্পূর্ণ নির্মূল হইয়া যায়। ফলে শেমানস্কি একরূপ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয় লাভ করেন।

একমাত্র প্রেস ব্যতীত স্ন্যাচ ও জার্ক উভয় বিষয়েই শেমানস্কি বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন ও তাঁহার মোট উত্তোলন ৪৪৫ কিলোঃ (১২৭·৫+১৪০+১৭৭·৫) বিশ্ব রেকর্ড হিসাবে গণ্য হয়। পায়ে আঘাত সত্ত্বেও গ্রিগরী নোভাক ১৪০+ ১২৫+১৪৫ মোট ৪১০ কিলোগ্রাম উত্তোলন করিয়া দ্বিতীয় স্থান এবং ত্রিনিদাদের লেনক্স কিলগোর তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ভারতীয় ভারোত্তোলক কে. ঈশ্বর রাও প্রেসে ১০৭·৫ এবং স্ন্যাচে ১০৫ কিলোগ্রাম উত্তোলন করেন ও ২০ জন প্রতিযোগীর মধ্যে উনবিংশতি স্থান অধিকার করেন।

হেভী ওয়েটে ১৩ জন ভারোত্তোলক অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় চতুর্দশ অলিম্পিকে বিজয়ী আমেরিকার জন ডেভিস এই অলিম্পিকেও ১৫০ +১৪৫+১৬৫ মোট ৪৬০ কিলোগ্রাম উত্তোলন করেন ও প্রেস, স্ন্যাচ ও মোট উত্তোলনে নূতন অলিম্পিক রেকর্ড সহ দ্বিতীয় বার স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। চতুর্দশ অলিম্পিকে বিজয়ীদের মধ্যে একমাত্র তাঁহারই দ্বিতীয় বার স্বর্ণপদক অর্জনের সৌভাগ্য হয়। ১৪০+১৩২·৫+১৬৫ মোট ৪৩৭·৫ কিলোগ্রাম উত্তোলন করিয়া অপর আমেরিকান ভারোত্তোলক জেমস্ ব্রাডফোর্ড রৌপ্যপদক লাভ করেন।

"এই অলিম্পিকের সর্বাপেক্ষা বিস্ময় উনিশ বৎসর বয়স্ক আর্জেন্টিনার ভারোত্তোলক হম্বার্টো সেলভেত্তির প্রেসে জন ডেভিসের সঙ্গে অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন। কেবল তাহাই নহে, ১৫০+১২০+১৬২·৫ মোট ৪৩২·৫ কিলোগ্রাম উত্তোলন করিয়া তিনি ব্রোঞ্জ পদকও লাভ করেন। চতুর্দশ অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদক প্রাপ্ত নেদারল্যাণ্ডের ভারোত্তোলক এ. চ্যারিতে কিন্তু এবার সর্বশেষ স্থান লাভ করেন।

মল্লযুদ্ধ

অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় মল্লযুদ্ধেও অন্যান্য অলিম্পিক অপেক্ষা অনেক অধিক সংখ্যায় মল্লযোদ্ধা অংশ গ্রহণ করে। ফ্রি-স্টাইলে মল্লযোদ্ধার সংখ্যা ছিল ২৩২ এবং গ্রীসো রোমানে ১৯১। প্রতিযোগী সংখ্যা অধিক হওয়ায় মল্লযুদ্ধের সংখ্যাও বাড়িয়া যায় এবং দশ দিন ধরিয়া প্রত্যহ সকাল ১০টা হইতে বেলা ২টা পর্যন্ত এবং সন্ধ্যা ৭টা হইতে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে এই প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে।

চতুর্দশ অলিম্পিকে তুরস্কের কুস্তিগীরদের যথেষ্ট সাফল্যে এবারও অনেকে তুরস্কের অধিকতর সাফল্যের আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু চতুর্দশ অলিম্পিকের চারজন অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নের নাম ঠিক সময়ে হেলসিঙ্কিতে প্রেরিত না হওয়ায় হেলসিঙ্কিতে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা অলিম্পিকে যোগদানের অধিকার হইতে বঞ্চিত হন।

ইতিপূর্বে সোভিয়েট রাশিয়ার ক্রীড়ার মান সম্বন্ধে বহির্জগতের খুব বেশী জ্ঞান না থাকায় সোভিয়েট রাশিয়া সম্পর্কে কেহই খুব বেশী আশান্বিত ছিলেন না বটে, তবে কৌতূহলের ভাব বিদ্যমান ছিল। কিন্তু গ্রীসো-রোমানে চারিটি স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হওয়ায় এ সম্পর্কে সকলের ধারণার পরিবর্তন হইয়া যায়। সোভিয়েট কুস্তিগীররা ফ্রি-স্টাইলের দুইটি স্বর্ণ পদকও অর্জন করিয়াছিলেন।

গ্রীসো-রোমানের ফ্লাই ওয়েটে ১৭ জন কুস্তিগীর অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় সোভিয়েট রাশিয়ার বরিস গোরেভিচ, বি. ভুকভ (যুগোশ্লাভিয়া), এস. টমসেন (ডেনমার্ক), বি. কেনেজ (হাঙ্গেরী), এম. মিউইস (বেলজিয়াম) এবং এল. হনকালাকে পরাজিত করিয়া সপ্তম রাউণ্ডে উন্নীত হন ও ইটালীর ইগনাজিয়ো ফ্যাবরাকে পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। ইগনাজিয়ো ফ্যাবরা ও ফিনল্যাণ্ডের লিও হনকালা যথাক্রমে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক প্রাপ্ত হন।

ব্যান্টমেও প্রতিযোগী সংখ্যা ছিল ১৭। প্রতিযোগিতা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয় এবং এমন কি চতুর্থ রাউণ্ডেও বলা সম্ভব ছিল না, স্বর্ণ পদকের লড়াইয়ে কোন্ ভাগ্যবান বিজয়ী হইবেন। প্রতিযোগিতা লেবাননের জ্যাকেরিয়া চিহাব, হাঙ্গেরীর ইমরে হোডোস ও সোভিয়েট রাশিয়ার আরতেম তেরিয়ানের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে ও শেষ পর্যায়ের মল্লযুদ্ধে চিহাব তেরিয়ানকে এবং তেরিয়ান হোডোসকে পরাজিত করে। কিন্তু সমস্ত বিচার ফল বিবেচনা করার পর তেরিয়ানের নিকট পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও ইমরে হোডোসই স্বর্ণ পদক লাভ করেন ও চিহাব ও তেরিয়ান লাভ করেন রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক।

১৭ জন প্রতিযোগী ফেদারওয়েটেও অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় প্রথম হইতেই সোভিয়েট কুস্তিগীর জকভ পোনকিন প্রাধান্য লাভ করেন ও শেষ পর্যন্ত পঞ্চম ও ষষ্ঠ রাউণ্ডে হাঙ্গেরীর ইমরে পোলিয়াক ও ইজিপ্টের এ.

[illegible] পরাজিত করিয়া তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেন। [illegible] ও [illegible] যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

লাইট ওয়েটে ১৯ জন প্রতিযোগী ছিলেন। এ বিষয়ে সোভিয়েট কুস্তিগীর খাসমে স্যাফিন্ প্রথম রাউন্ড হইতেই আধিপত্য বিস্তার করেন ও পর পর ৫টি প্রতিযোগিতায় বিজয় লাভ করিয়া সপ্তম রাউন্ডে উন্নীত হন। সপ্তম রাউন্ডে তিনি সুইডেনের কার্ল ফ্রেইজকে পরাজিত করিয়া স্বর্ণ পদক লাভ করেন। ষষ্ঠ রাউন্ডে ফ্রেইজ চেকোশ্লোভাকিয়ার মিকুলাস আথানসোভকে পরাজিত করায় রৌপ্য পদক প্রাপ্ত হন। আথানাসাভ ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

ওয়েল্টার ওয়েটের প্রতিযোগী সংখ্যা ছিল ১৮। হাঙ্গেরীর মিকলোস জিলভাসি প্রথম রাউন্ডেই নরওয়ের এইচ. ওলসেনকে "ফলে" পরাজিত করিয়া তাঁহার জয়যাত্রা শুরু করেন ও দ্বিতীয় রাউন্ডেও ইজিপ্টের ওসমানকে "ফলে", তৃতীয় রাউন্ডে জার্মানীর এ. ম্যাকোউইককে পয়েন্টে এবং চতুর্থ রাউন্ডে লেবাননের খলিল তাহা-কে "ফলে" পরাজিত করিয়া ষষ্ঠ রাউন্ডে উন্নীত হন। ষষ্ঠ রাউন্ডে তিনি অনায়াসেই সুইডেনের গস্টা এন্ডারসনকে পয়েন্টে পরাজিত করিয়া স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। এন্ডারসন ও তাহা যথাক্রমে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

মিড্‌ল ওয়েটে মাত্র এগার জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় চতুর্দশ অলিম্পিকে স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত সুইডিশ প্রতিযোগী এক্সেল গ্রনবার্গ তিনজন প্রতিযোগীকে পরাজিত করিয়া চতুর্থ রাউন্ডে উন্নীত হন ও চতুর্থ রাউন্ডেও সোভিয়েটের নিকোলাই বেলভকে পরাজিত করেন। পঞ্চম রাউন্ডে তিনি বাই পাইলেও ফিনিশ প্রতিযোগী কালেরভো রাওহালার "ব্যাড মার্ক" তাঁহার অপেক্ষা অধিক হওয়ায় তিনিই স্বর্ণ পদক ও রাওহালা রৌপ্য পদক লাভ করেন। সোভিয়েট রাশিয়ার বেলভ ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

লাইট হেভীতে চতুর্দশ অলিম্পিকে রৌপ্য পদক প্রাপ্ত ফিনিশ কুস্তিগীর কায়েলপো গ্রনধাল অনায়াসেই এই অলিম্পিকের লাইট হেভীর স্বর্ণ পদক লাভ করেন। চতুর্দশ অলিম্পিকে এ বিষয়ে বিজয়ী কার্ল নিলসন সোভিয়েট প্রতিযোগী খালভা শিখলাজের নিকট পরাজিত হইয়া তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ষষ্ঠ রাউন্ডে গ্রনধাল ও শিখলাজ মিলিত হন এবং শিখলাজ পয়েন্টে পরাজিত হওয়ায় গ্রনধাল স্বর্ণ পদক লাভ করেন। বলা বাহুল্য, শিখলাজ লাভ করেন রৌপ্য পদক।

হেভী ওয়েটে সোভিয়েট প্রতিযোগী জোহানেস কটকাসের* সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার মত অন্য কোন প্রতিযোগী ছিল না বলিলেই চলে এবং তিনি তাঁহার চারজন প্রতিদ্বন্দ্বীকেই 'ফলে" পরাজিত করেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার জোসেফ রুজিকা এবং ফিনল্যান্ডের তৌনো কোভানেন দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। চারজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে 'ফলে" পরাজিত করিতে তাঁহার মোট ১৩

* *Official Report of the Olympic Games,* 1952 by British Olympic Association (published by World Sports), p. 93 ইগোমেস কটকাস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু Dr. Ferenc Mezo (*Les Jeux Olympiques Modernes,* p. 355) এবং *Soviet Olympic Champions* : published by Foreign Language Publishing House, Moscow, pp. 58, 68-এও জোহানেস কটকাস বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।

ঘণ্টা ৩৬ মিনিট লাগে এবং ইহার পূর্বে আর কখনও কোন হেভী ওয়েট মল্লযোদ্ধার চারজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে এত কম সময়ের মধ্যে 'ফলে' পরাজিত করা সম্ভব হয় নাই।*

ফ্রি-স্টাইলের ফ্লাই-ওয়েটে প্রতিযোগী সংখ্যা ছিল ১৬। প্রথম হইতেই এ বিষয়ে তুরস্কের প্রতিযোগী হাসান জেমিকির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। তিনি প্রথম রাউণ্ডে ফিনিশ প্রতিযোগী ও টিমোনেন, দ্বিতীয় রাউণ্ডে এল. চিথাম (গ্রেট ব্রিটেন) এবং তৃতীয় রাউণ্ডে জে. ডেগিওরগিকে (ইটালী) পরাজিত করিয়া চতুর্থ রাউণ্ডে উন্নীত হন। চতুর্থ রাউণ্ডে তিনি ইরানের মামুদ মোল্লাগাসেমির নিকট পরাজিত হন ও পঞ্চম রাউণ্ডে জাপানী প্রতিযোগী ইউসু কিটানোকে পরাজিত করেন। ষষ্ঠ রাউণ্ডে জাপানের ইউসু কিটানো আরা মোল্লাগাসেমিকে পরাজিত করেন। তিনজন প্রতিযোগীই একটি করিয়া মল্লযুদ্ধে পরাজয় বরণ করেন বটে, কিন্তু হাসান জেমিকি দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাউণ্ডে "ফলে" জয়লাভ করেন ও এজন্য "ব্যাড মার্ক" কম হওয়ার জন্য স্বর্ণ পদক লাভ করেন। কিটানো ও মোল্লাগাসেমি রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। ভারতীয় প্রতিযোগী এন. দাস প্রথম ও দ্বিতীয় রাউণ্ডে যথাক্রমে মোল্লাগাসেমি ও এইচ. ওয়েবারের (জার্মানী) নিকট "ফলে" পরাজিত হইয়া অবসর গ্রহণে বাধ্য হন।

ব্যান্টাম-ওয়েটে ২০ জন কুস্তিগীর অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হয়। সোহাচি ইসি (জাপান), রসিদ মামেদবেকভ (সোভিয়েট রাশিয়া) ও কে ডি. যাদবের (ভারতবর্ষ) মধ্যে স্বর্ণ পদকের লড়াই আরম্ভ হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় রাউণ্ডে কে বিজয়ী হইবেন তাহা বলা শক্ত ছিল। ইসি ও মামেদবেকভ প্রথম রাউণ্ডে এম. যগোবি (ইরান) ও টি. জ্যাসকারিকে (ফিনল্যাণ্ড) পয়েণ্টে এবং যাদব এ. পলতুইন (ক্যানাডা)-কে পয়েন্টে পরাজিত করেন। দ্বিতীয় রাউণ্ডে জাপানের ইসি ব্রিটেনের অরভিনকে 'ফলে" ও যাদব পি. বসুয়ার্টোকে (মেক্সিকো) পয়েন্টে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের জয়যাত্রা অব্যাহত রাখেন। মামেদবেকভ ওয়াক-ওভার পান। তৃতীয় রাউণ্ডে ইসি সি. সারিবাসাক (তুরস্ক) ও যাদব এফ স্মিজকে (জার্মানী) পয়েন্টে পরাজিত করেন। অবশ্য যাদবের জয়লাভ সম্বন্ধে বিচারকগণ একমত হইতে পারেন নাই। মামেদবেকভ "ফলে" জয়লাভ করেন। চতুর্থ রাউণ্ডে ইসি স্মিজকে পয়েন্টে পরাজিত করেন ও মামেদবেকভ হাঙ্গেরীর এল. বঞ্জের নিকট পরাজিত হন। যাদব বাই পান। স্বর্ণ পদকের লড়াই এই রাউণ্ডেই নির্ধারিত হইয়া গিয়াছিল। মামেদবেকভ ও যাদবের মধ্যে আরম্ভ হইয়াছিল রৌপ্য পদকের লড়াই। মামেদবেকভ পরাজিত হওয়ায় যাদবের জয়ের সম্ভাবনা বাড়িয়া গিয়াছিল।

পঞ্চম রাউণ্ডে যাদব মামেদবেকভের নিকট পরাজিত হওয়ায় দ্বিতীয় স্থান লইয়া পুনরায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। ইসি এই রাউণ্ডেও অনায়াসেই বিজয় লাভ করেন। ষষ্ঠ ও সপ্তম রাউণ্ডে ইসি যাদব ও মামেদবেকভকে পরাজিত করিয়া জাপানের পক্ষে মল্লযুদ্ধের প্রথম স্বর্ণ পদক অর্জন করেন। শেষ পর্যন্ত মামেদবেকভ ও যাদব যথাক্রমে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। হকি ও এ্যাথলেটিকস্ ব্যতীত অলিম্পিকে ভারতের এই প্রথম পদক প্রাপ্তি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, চতুর্দশ অলিম্পিকে যাদব ষষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছিলেন।

* *Soviet Olympic Champions*: Published by Foreign Language Publishing House, Moscow, p. 68.

ফেদার-ওয়েটেও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়ে চতুর্দশ অলিম্পিকের অভিজ্ঞ তুরস্কের মল্লযোদ্ধাগণ অংশগ্রহণ করিতে সক্ষম না হইলেও তরুণ মল্লযোদ্ধা বৈরাম সিট এই অলিম্পিকেও স্বদেশের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখেন। চারজন প্রতিযোগীর মধ্যে দুইজনকে "ফলে" ও দুইজনকে পয়েন্টে পরাজিত করিয়া এবং পঞ্চম রাউণ্ডে বাই পাইয়া সিট ষষ্ঠ রাউণ্ডে উন্নীত হন এবং নাসের গুইভেটচিকে (ইরান) পরাজিত করিয়া স্বর্ণ পদক লাভ করেন। গুইভেটচি রৌপ্য ও আমেরিকার জে. হ্যানসেন ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

ভারতীয় প্রতিযোগী কে. মাংগাভে প্রথম রাউণ্ডে বাই এবং দ্বিতীয় রাউণ্ডে ওয়াকওভার পান এবং তৃতীয় রাউণ্ডে গুইভেটচির নিকট পরাজিত হন। চতুর্থ রাউণ্ডে ক্যানাডার এ. বার্নাডকে পরাজিত করায় তিনি পঞ্চম রাউণ্ডে উন্নীত হন এবং পুনরায় জে. হ্যানসেনের নিকট পরাজিত হওয়ায় অবসর গ্রহণ করেন। তিনি তিনটি মল্লযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়া দুইটিতে পরাজিত হইলেও অন্যান্য মল্লযোদ্ধা অপেক্ষা তাঁহার 'ব্যাড মার্ক' কম হওয়ায় তিনি চতুর্থ স্থান লাভ করেন ও ভারতের পক্ষে মূল্যবান তিনটি পয়েন্ট সংগ্রহ করেন।

লাইট ওয়েটে প্রতিযোগী সংখ্যা ছিল ২৩। চতুর্দশ অলিম্পিকে গ্রীসো-রোমান স্টাইলের ফেদার ওয়েটে দ্বিতীয় সুইডেনের ওল আণ্ডেরবার্গ এই অলিম্পিকে অনায়াসেই ছয়জন প্রতিযোগীকে পরাজিত করিয়া স্বর্ণ পদক লাভ করেন। আমেরিকার টমাস ইভানস্ দ্বিতীয় এবং ইরানের জাহাবক্ত তফিব তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

ওয়েল্টার ওয়েটে আমেরিকার উইলিয়াম স্মিথ প্রথম রাউণ্ডেই তাঁহার প্রতি-পক্ষকে "ফলে" পরাজিত করায় অনেকে তাঁহার বিজয় সম্পর্কে আশান্বিত ছিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাউণ্ডে পয়েন্টে বিজয়ী হইয়া চতুর্থ রাউণ্ডে ইজিপ্টের এম. মুসাকে পুনরায় "ফলে" পরাজিত করায় তাঁহার বিজয়ের আশা বৃদ্ধি পায়। পঞ্চম রাউণ্ডে তিনি কিন্তু সুইডেনের পার বার্লিনের নিকট পরাজিত হন। পার বার্লিন আবার ইরানের আবদুল্লা মজতাবাভির নিকট পরাজিত হওয়ায় ফলাফল অনিশ্চিত হইয়া দাঁড়ায়। উইলিয়াম স্মিথ কিন্তু মজতাবাভিকে অনায়াসেই সপ্তম রাউণ্ডে পরাজিত করিতে সক্ষম হন ও ওয়েল্টারের স্বর্ণ পদক লাভ করেন। পার বার্লিন রৌপ্য ও মজতাবাভি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

মিডল ওয়েটে সোভিয়েট রাশিয়ার ডেভিড সিমাকোরিজের প্রথম রাউণ্ডে সুইডেনের বি. লিণ্ডব্লাডের নিকট পরাজয় সকলকে বিস্মিত করে। অবশ্য এই প্রতিযোগিতার বিচারফল বিচারকদের মতভেদের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাউণ্ডে ডি. হজ (আমেরিকা)-ও এস. হাসানকে "ফলে" পরাজিত করায় তাঁহার উন্নততর কৌশলের সহিত পরিচিত হইয়া অনেকে তাঁহাকে সম্ভাব্য বিজয়ী হিসাবে অনুমান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সে অনুমান ব্যর্থ হয় নাই। চতুর্থ রাউণ্ডে বাই পাইয়া সিমাকোরিজ পঞ্চম রাউণ্ডে উন্নীত হন এবং জর্জি গুরিকস্ (হাঙ্গেরী) ও গোলাম রেজা তক্তিকে (ইরান) পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। গোলাম রেজা তক্তি ও জর্জি গুরিকস্ যথাক্রমে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

লাইট হেভী-ওয়েটে ১৩ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় রাউণ্ডে জয়লাভ করিলেও চতুর্দশ অলিম্পিকে বিজয়ী আমেরিকার হেনরী উইটেনবার্গের তরুণ সুইডিশ মল্লযোদ্ধা উইকিং পামের নিকট পরাজয় সকলকে বিস্মিত করে। চতুর্থ ও পঞ্চম উভয় রাউণ্ডেই উইকিং পাম ও হেনরী

উইটেনবার্গ উভয়েই বিজয় লাভ করিলেও তৃতীয় রাউন্ডের পরাজয়ে উইটেন-বর্গের স্বর্ণ পদকের আশা লোপ পাইয়াছিল। ষষ্ঠ রাউন্ডেও তুরস্কের আদিল আতানকে পরাজিত করায় উইকিং পাম সংগতভাবেই স্বর্ণ পদক অর্জন করেন। উইটেনবার্গ রৌপ্য এবং আতান ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

হেভীওয়েটে প্রত্যেকেই তিনবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বার্তিল এন্টনসনের* বিজয়ের আশা করিয়াছিলেন। বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদপত্রেও তাঁহাকেই ভাবী বিজয়ী বলিয়া চিত্রিত করা হইয়াছিল। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার "স্ট্রং ম্যান" বলিয়া খ্যাত আর্সেন মেকোকিশভিলি প্রথম রাউন্ডে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হাঙ্গেরীর এন্টন কোভাকসকে মাত্র ছয় মিনিট পাঁচ সেকেন্ডে "ফলে" পরাজিত করায় প্রত্যেকেই স্বর্ণ পদকের জন্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে বলিয়া বুঝিতে পারেন। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রাউন্ডে বিজয় লাভের পর পঞ্চম রাউন্ডে এন্টনসন ও মেকোকিশভিলি ম্যাটে পরস্পরের সম্মুখীন হন। তিন মণেরও অধিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম দুইজন মল্লযোদ্ধা মত্ত হস্তির মত দুই জন দুই জনকে আক্রমণ করিলেন।

এন্টনসনের "হাফ নেলসন" সে-যুগে বিখ্যাত ছিল এবং প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী প্রতিপক্ষকে হাফ নেলসন ব্যবহার করিলে নিজের কাঁধ বাঁচাইবার জন্যই আত্মসমর্পণ করিতে হইত। অসীম শক্তিধর মেকোকিশভিলি কিন্তু এন্টনসনের হাফ নেলসনের প্রচন্ড চাপ যে কেবলমাত্র সহ্য করেন তাহাই নহে, তৃতীয় রাউন্ডেও সন্দেহাতীতভাবে এন্টনসনকে পরাজিত করেন। ষষ্ঠ রাউন্ডেও তিনি অনায়াসেই কে. রিচমন্ডকে পরাজিত করিয়া স্বর্ণ পদক লাভ করেন। এন্টনসন রৌপ্য ও রিচমন্ড ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

সাইক্লিং

পঞ্চদশ অলিম্পিকের সাইক্লিং-এ ৩০টি রাষ্ট্র হইতে সাইক্লিস্ট দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। অলিম্পিক ভিলেজ হইতে কয়েক শত গজ দূরে অবস্থিত "হেলসিংকি ভেলোড্রোমেই" রোড রেস ব্যতীত অন্যান্য প্রতিযোগিতাসমূহ অনুষ্ঠিত হয়।

১০০০ মিটার টাইম ট্রায়ালে ২৮ জন সাইক্লিস্ট অংশ গ্রহণ করেন। প্রতি-যোগিতায় অস্ট্রেলিয়ান সাইক্লিস্ট রাশেল মকরিজ প্রথম হইতেই তাঁহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। ১:১১·১ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া তিনি বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ডসহ বিজয় লাভ করেন। ইটালীর ম্যারিনো মোরেত্তোনি

* Dr. Ferenc Mezo-র *Les Jeux Olympiques Modernes*, p. 34) মতে Hans কিন্তু *Soviet Olympic Champions*, published by Foreign Language Publishing House, pp. 38-43 ও *Official Report of the Olympic Games of British Olympic Association*, published by World Sports, p. 93-এর মতে বার্তিল। *Official Report of the Olympic Games of the British Olympic Association*, published by World Sports, p. 97 সময় ৬:০৫ সেকেন্ড বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু *Soviet Olympic Champions*, published by Foreign Language Publishing House, p. 41 সময় ৪ মিনিট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় ও দক্ষিণ আফ্রিকার রেমণ্ড রবিনসন তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ভারতীয় প্রতিযোগী এস. চক্রবর্তী ১:২৬·০০ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া সর্বশেষ স্থান লাভ করেন। মকরিজ চতুর্দশ অলিম্পিকে টিম পারস্যুট রেস ও দলগত রোড রেসে অস্ট্রেলিয়ান দলের সভ্য ছিলেন।

১০০০ মিটার স্প্রিণ্টের প্রাথমিক প্রতিযোগিতার হিটে আন্তর্জাতিক সাইক্লিস্ট ইউনিয়নের এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দূরত্ব কমাইয়া ভেলোড্রোমের দুই ল্যাপ অর্থাৎ আটশত মিটার করা হয়। কোয়ার্টার ফাইন্যাল হইতে অবশ্য নির্দিষ্ট দূরত্ব ১০০০ মিটার কোর্সেই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

২৭ জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতাতেও অংশ গ্রহণ করে এবং তাঁহাদের আটটি হিটে বিভক্ত করা হয়। প্রথম আটজন সরাসরি কোয়ার্টার ফাইন্যালে উন্নীত হন এবং পরাজিত ১৬ জনকে পুনরায় চারিটি হিটে বিভক্ত করিয়া দ্বিতীয়বার সুযোগ দেওয়া হয়। এই চারিটি হিটের চারজন বিজয়ীও কোয়ার্টার ফাইন্যালে উন্নীত হন। ভারতীয় প্রতিযোগী এন· বসাক মূল প্রাথমিক প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় হিটে সর্বশেষ স্থান অধিকার করেন ও প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

কোয়ার্টার ফাইন্যালের মূলে প্রতিযোগিতায় চারিটি হিটে বিভক্ত করা হয় ও হিটে বিজয়ী চারজন সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হন। পরাজিত প্রতিযোগীদের দ্বিতীয়বার সুযোগ দেওয়া হয় এবং দুইটি হিটের বিজয়ী দুইজনও সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হন। ফরাসী প্রতিযোগী এফ. লা নরমাঁ বেলজিয়ামের এস. মার্টেনের সঙ্গে সংঘর্ষের পর অবসর গ্রহণ করায় ফ্রান্সের বিজয়ের আশা নির্মূল হইয়া যায়। অপর ফরাসী প্রতিযোগী রেনেও প্রতিযোগিতার প্রথমেই আহত হইয়া অবসর গ্রহণ করেন। সেমি-ফাইন্যালে এনজো সাকি (ইটালী) ও লিয়োনেল কক্স (অস্ট্রেলিয়া) দুইটি হিটে বিজয়ী হইয়া ফাইন্যালে উন্নীত হন। পরাজিতদের মধ্যে দ্বিতীয় বার প্রতিযোগিতায় ওয়ার্থার পোজার্নহেইম (জার্মানী) ফাইন্যালে উন্নীত হন।

ফাইন্যালে এনজো সাকি ১২ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিজয় লাভ করেন। লিয়োনেল কক্স ও ওয়ার্নার পোজার্নহেইম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

তিনদিনব্যাপী ট্যাণ্ডেম রেসে ১৪টি রাষ্ট্রের ট্যাণ্ডেম দল অংশ গ্রহণ করে। প্রাথমিক মূল প্রতিযোগিতার সাতটি হিটে বিজয়ী সাতটি দল ও পরাজিত দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় প্রতিযোগিতার ১টি—মোট আটটি দল কোয়ার্টার ফাইন্যালে উঠে। কোয়ার্টার ফাইন্যালের পর ইটালী, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স ও দক্ষিণ আফ্রিকা সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হয়। এফ. লা নরমাঁ আহত হইয়া অবসর গ্রহণ করায় এ বিষয়েও ফ্রান্সের সমস্ত আশা নির্মূল হইয়া যায় ও ফ্রান্স অংশ গ্রহণ না করায় দক্ষিণ আফ্রিকা সরাসরি ফাইন্যালে উন্নীত হয়। অপর সেমি-ফাইন্যালে অস্ট্রেলিয়া ইটালীকে পরাজিত করিয়া ফাইন্যালে উন্নীত হয়।

ফাইন্যালে রাশেল মকরিজ ও লিয়োনেল কক্স লইয়া গঠিত অস্ট্রেলিয়ান দল ও রেমণ্ড রবিনসন ও টমাস সার্ডোলো লইয়া গঠিত দক্ষিণ আফ্রিকা দলের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয় ও শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া দল ১১ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিজয় লাভ করে। ইটালী এ বিষয়ে তৃতীয় স্থান লাভ করে।

৪০০০ মিটার টিম পারস্যুটে ২২টি দল অংশ গ্রহণ করে। সর্বাপেক্ষা কম সময়ে প্রথম যে আটটি দল শেষ সীমান্ত অতিক্রম করে পর্যায়ক্রমে তাহারাই কোয়ার্টার ফাইন্যালে উন্নীত হয়। শেষ পর্যন্ত সেমি-ফাইন্যালের প্রথম হিটে ইটালী গ্রেট ব্রিটেনকে পরাজিত করিয়া ফাইন্যালে উন্নীত হয়। দ্বিতীয় হিটে ফরাসী দলের দুইজনের সাইকেলের চাকায় ছিদ্র হওয়ায় ফরাসী দল দুর্ভাগ্যক্রমে অবসর গ্রহণে বাধ্য হয় এবং ট্যান্ডেমের ন্যায় এ বিষয়েও দক্ষিণ আফ্রিকা দল ফাইন্যালে উন্নীত হয়।

ফাইন্যালে ম্যারিনো মোরেত্তোনি, গুইদো মেসিনা, মিনো দ্য রোসি ও লরিস ক্যাম্পানা লইয়া গঠিত ইটালী দল ৪ : ৪৬·০১ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করে এবং দক্ষিণ আফ্রিকা দলকে পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করে। তৃতীয় স্থান নির্ধারণের প্রতিযোগিতায় গ্রেট ব্রিটেন ফ্রান্সকে পরাজিত করিয়া তৃতীয় স্থান লাভ করে। এন. বসাক, এস. চক্রবর্তী, আর. মেহেরা ও টি. শেঠকে লইয়া গঠিত ভারতীয় দল প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় সর্বশেষ স্থান অধিকার করায় প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।

রোড রেসে ২৮টি রাষ্ট্রের ১১২ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। অলিম্পিক ভিলেজের উত্তরে ১১·২ কিলোমিটার (প্রায় ৭ মাইল) একটি গোলাকৃতি এলাকা লইয়া রাস্তার উপর এই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। বলা বাহুল্য, প্রতিযোগিতার সময় এই এলাকাতে প্রতিযোগী, ব্যবস্থাপক ও বিচারক ভিন্ন জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। প্রতিযোগিতার দূরত্ব নির্ধারিত হইয়াছিল ১৯০ ৪ কিলোমিটার (১১৮ মাইল) অর্থাৎ ১৭ ল্যাপের কিছু বেশী।

প্রতিযোগিতা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই সুইডেনের এস. মার্টেনসন অগ্রগামী হন ও ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত তাহার প্রাধান্য বজায় থাকে। এ সময় তিনি অন্যান্য প্রতিযোগী অপেক্ষা প্রায় ৮০০ মিটার অগ্রগামী ছিলেন।

এ সময়ে অন্যান্য প্রতিযোগিগণও অগ্রসর হইয়া আসিতেছিলেন। আর. রবিনসন (গ্রেট ব্রিটেন), এন্ডারসন (ডেনমার্ক), ভিক্টর (বেলজিয়াম) এই তিনজন মার্টেনসনকে দ্রুত অনুসরণ করিতেছিলেন এবং ৪৫ মিটারে চারজন এক সাথেই অগ্রসর হইতেছিল। মোড় ঘুরিবার সময় আর দুইজন সাইক্লিষ্ট অগ্রবর্তী সাইক্লিষ্টদের সঙ্গে যোগ দেন। ৬৫ কিলোমিটার চিহ্নিত স্থানে ১০ জন সাইক্লিষ্ট সর্বপ্রথম একে অপরকে অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু আবার অপরদিকে অবসর গ্রহণকারীদের সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায় মোট সাইক্লিষ্টদের সংখ্যাও হ্রাস পাইতেছিল। ৭৫ কিলোমিটারে অগ্রবর্তী সাইক্লিষ্টদের সংখ্যা বাড়িয়া ২০ দাঁড়ায় ও অর্ধদূরত্বে নেদারল্যান্ডের মায়েনেন সকলকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হন ও তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া বেলজিয়ামের চারজন সাইক্লিষ্ট এ. নোয়েল, আর. গ্রোন্ডেলায়েযার্স, এল. ভিক্টর ও বেলজিয়াম চ্যাম্পিয়ন সাইক্লিষ্ট ভ্যান লোয়ে অগ্রসর হইতেছিলেন। ইহার পরই ভ্যান লোয়ের সাইকেলে ছিদ্র হইয়া যাওয়ায় তিনি সাইকেল হইতে পড়িয়া যান ও অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন এবং জার্মান সাইক্লিষ্ট এ. ভি. জিগলার তাঁহার স্থান অধিকার করেন।

প্রায় ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না এবং তাহার পর হইতে মায়েনেন ক্রমশঃ পিছাইয়া পড়িতে থাকেন। অবশিষ্ট পথে বেলজিয়াম সাইক্লিষ্টদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার মত কেহ ছিল না এবং তাঁহারা স্বচ্ছন্দ গতিতে অগ্রসর হইতে থাকেন। মাত্র ১৫০০ মিটার বাকী থাকিতে

এল. ভিক্টর ও এ. ভি. জিগলারের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। নোয়েল ও গ্রোন্ডেলায়েয়ার্স এ সময় প্রায় ২০০ মিটার অগ্রসর হইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু ভিক্টরের মধ্যে ক্লান্তির সুস্পষ্ট চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছিল এবং জিগলার তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইলে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা চালাইয়াও তাঁহার নাগাল ধরিতে সক্ষম হন না। শেষ পর্যন্ত আন্দ্রে নোয়েল পাঁচ ঘণ্টা ০৬ মিনিট ০৩·৪ সেকেন্ডে, রবার্ট গ্রোন্ডেলায়েয়ার্স ৫ ঘণ্টা ০৬ মিনিট ৫১.২ সেকেন্ডে, এ. ভি. জিগলার ৫ ঘণ্টা ০৭ মিনিট ৪১·৫ সেকেন্ডে এবং লুসিয়াঁ ভিক্টর ৫ ঘণ্টা ০৭ মিনিট ৫২·০ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া পর্যায়ক্রমে এই ম্যারাথন সাইকেল রেসে প্রথম চারটি স্থান অধিকার করেন। ইটালীর দিনো ব্রুনি, ভিনসেঞ্জো, জুকোনেল্লি, গিয়ান্নি গিধনি যথাক্রমে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন।

দলগত প্রতিযোগিতায় অন্দ্রে নোয়েল, রবার্ট গ্রোন্ডেলায়েয়ার্স ও লুসিয়াঁ ভিক্টর প্রথম স্থান (তিনজনের মোট সময় ১৫ ঘণ্টা ২০ মিনিট ৪৬·৬ সেকেন্ড), দিনো ব্রুনি, ভিনসেঞ্জো জুকোনেল্লি ও গিয়ান্নি গিধনি (তিনজনের মোট সময় ১৫ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট ২৭·৩ সেকেন্ডে) দ্বিতীয় স্থান এবং ফরাসী দল তৃতীয় স্থান লাভ করে। ২৮টি রাষ্ট্রের মধ্যে মাত্র ১৩টি দল দলগত প্রতিযোগিতায় স্থান লাভ করে।

রোড রেসে ভারতবর্ষ হইতে আর. মেহেরা, এন. বসাক, এস. চক্রবর্তী এবং টি. শেঠ অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু চারজনের মধ্যে কাহারও শেষ সীমান্ত অতিক্রমের সৌভাগ্য হয় নাই। চারজনই অবসর গ্রহণ করায় দলগত বিষয়েও ভারতবর্ষের নাম বাতিল হইয়া যায়।

নৌ-বাহন প্রতিযোগিতা

হেলসিঙ্কির নিকটবর্তী মেলাটিতে ২০শে হইতে ২৩শে জুলাই পঞ্চদশ অলিম্পিকের রোয়িং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার নির্দিষ্ট কোর্স "হেনলি-অন-টেমসের" ন্যায় অপূর্ব না হইলেও সুনির্বাচিত হইয়াছিল এ বিষয় নিঃসন্দেহে বলা যায়।

সিঙ্গল স্কালে ১৮ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। প্রতিযোগীদের চারিটি হিটে বিভক্ত করা হয় ও টনি ফক্স (গ্রেট ব্রিটেন) চতুর্দশ অলিম্পিকে বিজয়ী মেরভিন উড, আমেরিকার কেলী পরিবার খ্যাত জন. বি. কেলী এবং রাশিয়ার টুকালভ ফাইন্যালে উঠেন। পরাজিত ১০ জন প্রতিযোগীকে দ্বিতীয় বার যে সুযোগ দেওয়া হয় তাহাতে আরও চারজন সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হন।

সেমি-ফাইন্যালের মূল দুইটি প্রতিযোগিতায় টনি ফক্স ও ইউরি টুকালভ বিজয় লাভ করেন। কিন্তু প্রথম হিটে টনি ফক্সের নিকট চতুর্দশ অলিম্পিক বিজয়ী মেরভিন উডের অপ্রত্যাশিত পরাজয় সকলের বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। সেমি-ফাইন্যালে পরাজিত প্রতিযোগীদের দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ আফ্রিকার আয়ান স্টিফেন, হাঙ্গেরীর টিয়োডোর কোসেরকার এবং মেরভিন উডও ফাইন্যালে উন্নীত হন।

ইউরি টুকালভের রাশিয়ার বাহিরে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যোগদান এই প্রথম। কিন্তু সেমি-ফাইন্যালে সর্বাপেক্ষা কম সময়ে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করায় অনেকেই তাঁহার বিজয়েরও আশা করিয়াছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত নাবিক

মেরভিন উড, জন কেলী অপেক্ষা অনেক কম সময়ে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করায় এই ধারণা আরও দৃঢ়মূল হয়।

ফাইন্যালে টুকালভ অপূর্ব আত্মবিশ্বাস লইয়া প্রতিযোগিতা আরম্ভ করেন ও একে একে মেরভিন উড, টনি ফক্স ও টিয়োডোর কোসেরকাকে অতিক্রম করিয়া অগ্রগামী হন। শেষ পর্যন্ত তিনিই ৮:১২·০৮ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন ও রোয়িং-এ রাশিয়ার পক্ষে প্রথম স্বর্ণপদক অর্জন করেন। মেরভিন উড ও টিয়োডোর কোসেরকা দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। একাদশ অলিম্পিকে এ বিষয়ে দ্বিতীয় এ. রিসো প্রাথমিক প্রতিযোগিতাতেই পরাজিত হইয়া অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

ডাবল স্কালে ১৬টি রাষ্ট্রের প্রতিযোগীগণ অংশ গ্রহণ করে ও তাহাদের চারিটি হিটে বিভক্ত করিয়া মূল প্রাথমিক প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। চারিটি হিটের প্রথম দুইটি করিয়া দল সরাসরি সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হয় ও পরাজিত আটটি দলের মধ্যে দুইটি সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হয়।

মূল প্রতিযোগিতায় সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত দলসমূহকে দুইটি হিটে বিভক্ত করা হয়। চেকোশ্লোভাকিয়া ও আর্জেন্টিনা বিজয় লাভ করিয়া সরাসরি ফাইন্যালে উন্নীত হয়। সেমি-ফাইন্যালের দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায় সোভিয়েট রাশিয়া, উরুগুয়ে ও ফ্রান্স ফাইন্যালে উন্নীত হয়।

ফাইন্যালে সিঙ্গল স্কালের ন্যায় অপ্রত্যাশিত ফলাফল সকলের বিস্ময়ের সঞ্চার করে। ৭:২৩·০১ মিনিটে সেমি-ফাইন্যালে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিলেও ত্রানকুইলো ক্যাপাজ্জো ও এদোয়ার্দো গুইরেরো বাহিত আর্জেন্টিনার ডাবল স্কালের শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিতে ৭:৩২·০২ মিনিট লাগে। চেকোশ্লোভাকিয়া সেমি-ফাইন্যালের মূল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হইয়া ফাইন্যালে উন্নীত হইলেও সর্বশেষ স্থান লাভ করে। সোভিয়েট রাশিয়া সেমি-ফাইন্যালে তৃতীয় স্থান লাভ করিলেও ফাইন্যালে অদ্ভুত উন্নতি প্রদর্শন করে।

আর্জেন্টিনা, সোভিয়েট রাশিয়া ও উরুগুয়ে প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করে। আর্জেন্টিনা ও সোভিয়েট রাশিয়ার বিজয় অনেকেরই অপ্রত্যাশিত ছিল।

দুইদাঁড়বিশিষ্ট সেল ধরনের নৌকা প্রতিযোগিতায় ১৫টি দল অংশ গ্রহণ করে। প্রাথমিক মূল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী সেল সমূহকে চারিটি হিটে বিভক্ত করা হয়। মূল প্রতিযোগিতা ও পরাজিত দলসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতার পর মোট আটটি দল সেমি-ফাইন্যালে উঠে।

সেমি-ফাইন্যালের দুইটি হিটে বিজয়ী ফ্রান্স ও ইটালী সরাসরি ফাইন্যালে উন্নীত হয়। পরাজিত দলসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতায় জার্মানী, ডেনমার্ক ও ফিনল্যাণ্ডও শেষ পর্যন্ত ফাইন্যালে উঠে। চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় রেমোঁ সাল, গাস্তোঁ ম্যারসিয়ে ও বার্নার মালিভোয়ার-বাহিত ফ্রান্সের সেল ৮:২৮·৬ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করে। জার্মানী ও ডেনমার্ক যথাক্রমে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে। ইটালী দলকে চতুর্থ স্থান লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়।

অলিম্পিক প্রতিযোগিতার বিস্ময় ফ্রান্সের এই "কক্সড্ পেয়ারে"র হালরক্ষী বার্নার মালিভোয়ারের বয়স এ সময় মাত্র বার বৎসর। অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় সর্বকনিষ্ঠ প্রতিযোগীদের তিনি অন্যতম। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নৌবাহন প্রতিযোগিতায় অভিজ্ঞ অলিম্পিক প্রতিযোগীদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায়

বার্নার মালিভোয়ার হালরক্ষীর মত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে তাহার তুলনা মেলে না।

দুই-দাঁড়বিশিষ্ট সেল ধরনের নৌকা (হাল ব্যতীত) প্রতিযোগিতায় ১৫টি দল অংশ গ্রহণ করে। প্রতিযোগীদের চারিটি হিটে বিভক্ত করা হয় ও হিটের প্রথম দুইটি দল সরাসরি সেমি-ফাইন্যালে ও পরাজিত প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় দুইটি দল সেমি-ফাইন্যালে উঠে। সেমি-ফাইন্যালে মূল ও দ্বিতীয় প্রতিযোগিতার পর আমেরিকা, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স ফাইন্যালে উন্নীত হয়!

ফাইন্যালে আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ ছিল না এবং চার্লস লগ ও টমাস প্রাইস লাইয়া গঠিত আমেরিকা দল ৮ : ২০·০৭ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া অনায়াসেই বিজয় লাভ করে। বেলজিয়াম ও সুইজারল্যান্ড দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং চতুর্দশ অলিম্পিক বিজয়ী গ্রেট ব্রিটেন চতুর্থ স্থান লাভ করে।

চার-দাঁড়বিশিষ্ট সেল ধরনের নৌকা প্রতিযোগিতায় (হালসহ) যোগদানকারী রাষ্ট্রের সংখ্যা ছিল ১৭। "কক্সড্ ফোরস্"সমূহকে চারিটি হিটে বিভক্ত করা হয় ও প্রত্যেক হিটের প্রথম দুইটি ও পরাজিত দলসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতায় তিনটি দল সেমি ফাইন্যালে উঠে। সেমি-ফাইন্যালে অসফল রাষ্ট্রের "কক্সড্ ফোরস্"সমূহকে বাদ দেওয়ার পর চেকোশ্লোভাকিয়া, সুইজারল্যান্ড, আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন ও ফিনল্যান্ড ফাইন্যালে উন্নীত হয়। শেষ পর্যন্ত কারেল মেজতা, জিরি হাভলিস, জাঁ জিন্দ্রা, স্টানিশ্লাভ লুসক্ ও মিরোশ্লাভ কোরান্দাকে লইয়া গঠিত চেকোশ্লোভাক দল ৭:৩৩·০৪ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিজয় লাভ করে। সুইজারল্যান্ড ও আমেরিকা যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে।

চার-দাঁড়বিশিষ্ট সেল ধরনের নৌকা (হাল ব্যতীত) প্রতিযোগিতাতেও ১৭টি দল অংশ গ্রহণ করে। প্রাথমিক প্রতিযোগিতা ও সেমি-ফাইন্যালের পর যুগোশ্লাভিয়া, ফ্রান্স, ফিনল্যান্ড, গ্রেট ব্রিটেন ও পোল্যান্ড ফাইন্যালে উঠে। শেষ পর্যন্ত দুজে বোনাকিক, ভেলিমির ভ্যালেন্টা, মাতে ত্রোজানোভিক ও পিটার সেগভিক লইয়া গঠিত যুগোশ্লাভিয়া দল ৭:১৬·০০ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিজয় লাভ করে। ফ্রান্স দ্বিতীয় এবং ফিনল্যান্ড তৃতীয় স্থান লাভ করে।

আট-দাঁড়বিশিষ্ট নৌকা প্রতিযোগিতায় ১৪টি রাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করে। আমেরিকার "নেভী একাডেমীর ওরস্ম্যান" তাঁহাদের প্রথম আবির্ভাবেই তাঁহাদের বিজয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করে। সুষ্ঠু অনুশীলনের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখা যায় আট জন দাঁড়ীর একই সঙ্গে তালে তালে দাঁড় ফেলা ও "স্ট্রোকের" মধ্যে। শক্তি, সৌন্দর্য ও সহনক্ষমতার এক অপূর্ব সমাবেশ পরিলক্ষিত হয় সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এই তরুণ নাবিকদের মধ্যে।

আমেরিকা, সোভিয়েট রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, গ্রেট ব্রিটেন ও জার্মানী ফাইন্যালে অংশ গ্রহণ করে ও আমেরিকা অনায়াসেই ৬:২৫·৯ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া স্বর্ণপদক অর্জন করে। কিন্তু দ্বিতীয় স্থানাধিকারী অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় নবতম যোগদানকারী রাষ্ট্র সোভিয়েট রাশিয়ার নিকট অস্ট্রেলিয়া, গ্রেট ব্রিটেন ও জার্মানীর মত অভিজ্ঞ রাষ্ট্রসমূহের নাবিকদের

পরাজয় সকলের বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। অস্ট্রেলিয়া, গ্রেট ব্রিটেন ও জার্মানী যথাক্রমে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান অধিকার করে।

ক্যানোয়িং

হেলসিঙ্কির তৈভাল্লাটিতে পঞ্চদশ অলিম্পিকের ক্যানোয়িং প্রতিযোগিতা ২৭ ও ২৮ শে জুলাই অনুষ্ঠিত হয়। মোট ২০টি রাষ্ট্র হইতে প্রতিযোগীদল ক্যানোয়িং প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে।

প্রতিযোগিতার সময় ঝড়-বৃষ্টি হওয়ায় প্রধানতঃ ক্যানাডিয়ান সিঙ্গলসের প্রতিযোগীদের বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়। অবশ্য ফাইন্যালের দিন আকাশ শান্তই ছিল। ৫০০ ও ১০০০ মিটার "স্টেট কোর্স" অনুষ্ঠিত হয় ও রঙিন বয়ার সাহায্যে সমস্ত কোর্সটি চিহ্নিত করা হয়। শেষ সীমান্তে ফটো-ফিনিশ যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল।

১০০০ মিটার কায়াক সিঙ্গলসে ২০ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। প্রতিযোগীদের তিনটি হিটে বিভক্ত করা হয ও প্রত্যেক হিটের প্রথম তিনজন ফাইন্যালে উন্নীত হয়। তৃতীয় হিটে ফিনল্যান্ডের থোরভাল্ড স্ট্রমবার্গের নিকট চতুর্দশ অলিম্পিকে এ বিষয়ে বিজয়ী সুইডিশ প্রতিযোগী গার্ট ফ্রেডরিকসনের পরাজয় সকলকে বিস্মিত করে। ফাইন্যালে অবশ্য গার্ট ফ্রেডরিকসন ৪:০৭·৯ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া তাঁহার তৃতীয় স্বর্ণপদক অর্জন করেন। থোরভাল্ড স্ট্রমবার্গ ও ফরাসী প্রতিযোগী লুই গাঁতোযা তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

১০০০ মিটার কায়াক পেয়ারে ১৯টি রাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করে। কায়াকসমূহকে তিনটি হিটে বিভক্ত করা হয় ও প্রত্যেক হিটেব প্রথম তিনটি দল ফাইন্যালে উন্নীত হয়। চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিযোগিতায চতুর্দশ অলিম্পিকে ১০,০০০ মিটার কায়াক সিংগলসে দ্বিতীয় ফিনল্যান্ডের কুর্ট ভায়ার্স ও ইরজো হেটোনেন লইয়া গঠিত ফিনল্যান্ড দল ও লার্স গ্লেসাব ও হেরল্ড হেডবার্গ লইয়া গঠিত সুইডিশ দল একই সঙ্গে ৩:৫১·০১ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করায় সঠিক ফলাফলের জন্য বিচারকদের ফটো ফিনিশের সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়। পুঙখানুপুঙখরূপে বিচার করিবার পর বিচারকগণ ফিনল্যান্ডকে প্রথম ও সুইডেনকে দ্বিতীয় বলিয়া ঘোষণা করেন। অস্ট্রিয়া এ বিষয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এই প্রতিযোগিতা শেষে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় এই অলিম্পিকে সুইডেন আর কায়াকের প্রতিযোগিতায় একাধিপত্য করিতে সক্ষম হইবে না।

১০,০০০ কায়াক সিঙ্গলসে প্রতিযোগী সংখ্যা ছিল ১৭ জন। প্রতিযোগিতা প্রধানতঃ থোরভাল্ড স্ট্রমবার্গ ও গার্ট ফ্রেডরিকসনের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে এবং ফ্রেডরিকসন চতুর্দশ অলিম্পিকে তাঁহার বিজয়ের পুনরাবৃত্তি করিতে সক্ষম হন কিনা তাহার জন্য প্রত্যেকেই উৎসুক ছিলেন।

গার্ট ফ্রেডরিকসন কিন্তু প্রথম দিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহার সর্বশক্তি প্রয়োগ করেন নাই। তাঁহার আশা ছিল তাঁহার ফিনিশ প্রতিযোগী ইহাকে কৌশল মনে করিয়া তাঁহার মতই প্রথমে সর্বশক্তি প্রয়োগ করিবে না। কিন্তু তিনি স্ট্রমবার্গকে ভুল বুঝিয়াছিলেন। নিজের শিক্ষা ও শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশে এবং আত্মবিশ্বাসে দৃঢ় স্ট্রমবার্গ গার্ট ফ্রেডরিকসনের কৌশলের কথা বিন্দুমাত্র খেয়াল

না করিয়া নিজস্ব পদ্ধতিতে তাঁহার কায়াক বাহিয়া শেষ সীমান্তের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

গার্ট ফ্রেডরিকসন যখন নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন তখন স্ট্রমবার্গ তাঁহার নাগালের বাহিরে, তবুও শেষ মুহূর্তের প্রচেষ্টায় তিনি তাঁহার সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া বাহিয়া চলিলেন; সে সময় আর কিছুই করিবার ছিল না। ৪৭ : ২২·৮ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া স্ট্রমবার্গ বিজয় লাভ করিয়াছেন। স্ট্রমবার্গের ১১·৩ সেকেন্ডের পর সীমান্ত অতিক্রম করিয়া গার্ট ফ্রেডরিকসন দ্বিতীয় স্থান লাভ করিলেন। জার্মানীর মাইকেল শেউয়ের তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

১০,০০০ মিটার কায়াক পেয়ারে ১৫টি রাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করে। গার্ট ফ্রেডরিকসনের পরাজয়ের পর ফিনিশ প্রতিযোগীদের সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই ঔৎসুক্য বাড়িয়া গিয়াছিল। চতুর্দশ অলিম্পিকে এ বিষয়ে বিজয়ী গানার আকেরলুন্দ ও হ্যানস্ ওয়াটারস্টর্ম এই অলিম্পিকে সুইডেনের প্রতিনিধিত্ব করেন। পক্ষান্তরে ১,০০০ মিটার কায়াক পেয়ারে বিজয়ী কুর্ট ভায়ার্স ও ইরজো হেটানেন ১০,০০০ মিটারেও ফিনল্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করায় প্রকৃতপক্ষে কোন্ দল বিজয় লাভ করিবে তাহা হইয়া জল্পনা-কল্পনার সীমা ছিল না।

বিশেষজ্ঞদের অনুমান অনুযায়ী সত্যই ফিনল্যান্ড ও সুইডেনের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয় ও শেষ পর্যন্ত ফিনল্যান্ড ৪৪:২১·৩ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিজয় লাভ করে ও বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কায়াক দল হিসাবে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। সুইডেন ও হাঙ্গেরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে।

অলিম্পিক প্রতিযোগিতার পূর্বে আমেরিকা প্রতিযোগীদের জন্য সুইডেন হইতে একটি "কে-১" খরিদ করে। কিন্তু প্রতিযোগিতার পূর্বে দেখা যায় এই "কায়াকটি" অলিম্পিকের নির্দিষ্ট বিধি অনুযায়ী নির্মিত হয় নাই। ফলে এমন একটি অবস্থা দাঁড়ায় যে অবিলম্বে একটি "কে-১" সংগ্রহ করিতে না পারিলে আমেরিকা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না। অলিম্পিক আদর্শের যোগ্য খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব লইয়া অবিলম্বে সাতটি রাষ্ট্র আমেরিকাকে প্রয়োজনীয় "কে-১" সরবরাহ করিতে রাজী হয়। অবশ্য আমেরিকা এ বিষয়ে সুবিধা করিতে পারে নাই।

ক্যানাডিয়ান সিঙ্গলসে (১০০০ মিটার) এই অলিম্পিকে দশটি রাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করে ও দুইটি হিটের পর আট জন ফাইন্যালে উন্নীত হন। চতুর্দশ অলিম্পিক বিজয়ী চেকোশ্লোভাকিয়ার জে. হোলাসেক এবারও অনায়াসেই বিজয় লাভ করিয়া পর পর দুইটি অলিম্পিকের স্বর্ণ পদক লাভ করেন। এই দূরত্ব অতিক্রম করিতে তাঁহার ৪ : ৫৬·৩ মিনিট লাগে এবং তিনি দ্বিতীয় স্থানাধিকারী হাঙ্গেরীর জেনোস পারতি অপেক্ষা ৭·৩ সেকেন্ড পূর্বেই শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন। ফিনল্যান্ডের এ. ওজানপেরা তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

১০,০০০ মিটার ক্যানাডিয়ান সিঙ্গলসে মাত্র ১০ জন প্রতিযোগী ছিলেন এবং বিগত অলিম্পিকে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী আমেরিকার ফ্রাঙ্ক হেভেন্স্ ৫৭ : ৪১·০১ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া এই অলিম্পিকে স্বর্ণ পদক লাভ করেন। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী হাঙ্গেরীর গেবর নোভাক অপেক্ষা তিনি ৮·১ সেকেন্ড পূর্বেই শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছিলেন। চেকোশ্লো-

অধিকারী আলফ্রেড জিন্দ্রা তৃতীয় ও বিগত অলিম্পিকে তৃতীয় স্থানাধিকারী ফ্রান্সের রবেয়ার বর্তিয়ে অষ্টম স্থান লাভ করেন।

ক্যানাডিয়ান পেয়ারে (১০০০ মিটার) ১১টি রাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করে। প্রতিযোগী ক্যানোসমূহকে দুইটি হিটে বিভক্ত করা হয়। প্রথম হিটে বেণ্ট রাসশ্ ও ফিন হোনস্ট্প্ট্ কর্তৃক পরিচালিত ক্যানো চতুর্দশ অলিম্পিকে বিজয়ী জন বরজাক ও বহুমিল কুদ্রানা পরিচালিত চেকোশ্লোভাকিয়ার ক্যানোকে পরাজিত করিলে সকলের বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়। ফাইন্যালে আটটি রাষ্ট্রের ক্যানো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ও বেণ্ট রাসশ্, এফ. হোনস্ট্প্ট্ পরিচালিত ডেনিশ ক্যানো চেকোশ্লোভাকিয়ার ক্যানোকে এবারও পরাজিত করিয়া স্বর্ণ পদক লাভ করে। জার্মানী তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

ক্যানাডিয়ান পেয়ার (১০,০০০ মিটার) প্রতিযোগিতায় নয়টি রাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করে ও জর্জ তুরলিয়ে ও জাঁ লদে পরিচালিত ফ্রান্সের ক্যানো ৫৪:০৮·৩ মিনিটে ১০,০০০ মিটার অতিক্রম করিয়া বিজয় লাভ করে। ক্যানাডা ও জার্মানী দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে। পেয়ারের দুইটি বিষয়েই জার্মানীর ক্যানোর নাবিক ছিলেন ইগন ড্রুস এবং উইলফ্রায়েড সোলতাউ।

কায়াক ফিনল্যাণ্ডের জনপ্রিয় ক্রীড়াসমূহের অন্যতম। পুরুষ বিভাগ হইতেই ইহার পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ফিনিশ মহিলারাও যে এবিষয়ে পশ্চাদপদ নহে তাহার প্রমাণ মেলে মহিলাদের কাযাক প্রতিযোগিতায়। ১৩ জন প্রতিযোগিনী প্রতিযোগিতায অংশ গ্রহণ কবেন এবং হিটের পর ৯ জন ফাইন্যালে উন্নীত হন। ফিনিশ প্রতিযোগিনী সিল্ভি সাইমো অনায়াসেই ২ : ১৮·৪ মিনিটে ৫০০* মিটার অতিক্রম করিয়া এ বিষয বিজয়িনীর সম্মান লাভ করেন। অস্ট্রিয়ান প্রতিযোগিনী গারট্রুড লিবেভার্ট** দ্বিতীয় ও সোভিয়েট রাশিয়ার নিনা স্যাভিনা তৃতীয় স্থান লাভ করেন। চতুর্দশ অলিম্পিকে দ্বিতীয় স্থানাধিকারিণী নেদারল্যাণ্ডের এলিদা ফন্ দ্য আঙ্কের-ডোয়েডেন্স চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

ইয়টিং

হেলসিঙ্কি অলিম্পিক স্টেডিয়ামে পঞ্চদশ অলিম্পিকের উদ্বোধনের পর অনুরূপ একটি অনুষ্ঠান "মেরিনকাভিজাঠ ইযট ক্লাবে"র প্রধান দপ্তরে অলিম্পিক ইয়টিং প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। ২৯টি রাষ্ট্রের প্রতিযোগী দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে।

৫টি বিষয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের ৯৩টি ইযট অংশ গ্রহণ করে ও প্রতিযোগিতার মানও পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হয। অশান্ততরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষে বিভিন্ন রাষ্ট্রের বহুবর্ণ শোভিত ইয়টসমূহের পাল এক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা করে।

৬ মিটার ক্লাসে ১১টি রাষ্ট্রের ইয়ট অংশ গ্রহণ করে। সাতদিন ব্যাপী প্রতিযোগিতায় চতুর্দশ অলিম্পিকে বিজয়ী আমেরিকার "লানোরিয়া" তিন দিনই বিজয় লাভ করে ও মোট ৪,৮৭০ পয়েণ্ট অর্জন করিয়া এই অলিম্পিকেও

* *Les XVes Olympiades* (p.636) ভ্রমক্রমে দূরত্ব ১০০০ মিটার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে।

** *60 Jahre Olympische Spiele*: Vom Osterreichischen Olympischen Comite.

তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখে। ব্রহ্মা-বিক্ষুব্ধ নরওয়ের উপকূলের নাবিকবৃন্দ পরিচালিত "এলিজাবেথ-১০" দ্বিতীয় ও ফিনিশ নাবিক পরিচালিত "র‍্যালিয়া" তৃতীয় স্থান লাভ করে।

৫·৫ মিটার ক্লাসের প্রতিযোগিতা এই অলিম্পিক হইতেই ক্রীড়াসূচীভুক্ত করা হয় ও প্রথম বৎসরেই ১৬টি রাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় সাত-দিনের মধ্যে আমেরিকান ইয়ট "কমপ্লেক্স-২"ও "লানোরিয়া"র ন্যায় তিনদিন বিজয় লাভ করে ও শেষ পর্যন্ত ৫,৭৫১ পয়েন্ট অর্জন করিয়া আমেরিকা এ বিষয়েরও স্বর্ণ পদক অর্জন করে। নরওয়ের "এন্‌কোর" ও সুইডেনের "হোজাওয়া" যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে।

ড্রাগন ক্লাসে দর্শাদিনব্যাপী প্রতিযোগিতায় বিগত অলিম্পিকে বিজয়ী নরওয়েজিয়ান নাবিক পরিচালিত "প্যান" তিনদিন বিজয় লাভ করে ও মোট ৬,১৩০ পয়েন্ট অর্জন করিয়া পর পর দুইটি অলিম্পিকের স্বর্ণ পদক লাভ করে। বিগত অলিম্পিকে এ বিষয়ে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী সুইডেন তাহাদের নব কলেবরে রূপায়িত "টর্নেডো"র সহায়তায় দ্বিতীয় ও জার্মানীর "গুস্টেল-১০" তৃতীয় স্থান লাভ করে।

স্টার ক্লাসের সাতদিনব্যাপী প্রতিযোগিতার মধ্যে আমেরিকা চারদিন ও ইটালী তিনদিন বিজয়লাভ করিলেও ইটালীর "মেরোপ" ৭,৬৩৫ পয়েন্ট অর্জন করিয়া বিগত অলিম্পিক বিজয়ী আমেরিকাকে ৪১৯ পয়েন্টের ব্যবধানে পরা-জিত করে। এই অলিম্পিকে আমেরিকান ইযটের নাম পবিবর্তন করিয়া "কামাণ্ড" রাখা হইয়াছিল। পর্তুগালের "এসপাদার্তে" তৃতীয় স্থান লাভ করে।

ফিন ক্লাসে* বিগত অলিম্পিকে "ফায়ারফ্লাই" ক্লাসে বিজয়ী পল এলভষ্টর্ম এই অলিম্পিকের ৮,২০৯ পয়েন্ট অর্জন করিয়া বিজয় লাভ করেন। গ্রেট ব্রিটেনের চার্লস ক্যারে ও সুইডেনের রিচার্ড সার্বি যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

ফুটবল

পঞ্চদশ অলিম্পিকের ফুটবল প্রতিযোগিতা ১৫ই জুলাই হইতে আরম্ভ হইয়া ২রা আগস্ট শেষ হয়। ২৫টি দল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে ও "ফিফার" আইন অনুযায়ী ১৬টি দলের মূল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় ১৫ই আগস্ট হইতেই বাছাই করার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। ফলে অলিম্পিক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পূর্বেই পরাজিত হওয়ায় চিলি, ভারতবর্ষ ও আমেরিকা উদ্বোধনের উৎসবের অনাবিল আনন্দ হইতেই বঞ্চিত হয়। মনে হয় আর একটু সুষ্ঠু পরিকল্পনার সঙ্গে বিচার বিবেচনা করিলে ফুটবলের প্রতিযোগীদের উদ্বোধনের মার্চ পাস্টের আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতে হইত না।

বাছাই করার প্রতিযোগিতায় নয়টি দল বিদায় গ্রহণ করে ও মোট ১৬টি দল মূল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। হেলসিঙ্কি, আবো, কোটকা ও লাটিস এই চারিটি শহরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

* Dr. Ferenc Mezo : *Les Jeux Olympiques Modernes*, p. 372, *Racer Olympique* এবং *Les XVes Olympicades*, p. 653-তে "Single-handed class" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রতিযোগিতার সুইডেন, হাঙ্গেরী, ব্রাজিল, যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে স্বর্ণ পদকের লড়াই নিবদ্ধ থাকিবে বলিয়া সকলের ধারণা হয়। কিন্তু সুইডেনের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের অধিকাংশই বিভিন্ন রাষ্ট্রে পেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে যোগদান করায় সুইডেনের আর পূর্বেকার সেই শ্রেষ্ঠত্ব ছিল না। ফলে সুইডেন সেমি-ফাইন্যালেই পরাজিত হয়।

যুগোশ্লাভিয়া ও হাঙ্গেরী উভয়েই থার্ড ব্যাক সিস্টেমে "স্টপার"কে কেন্দ্র করিয়া রক্ষণভাগকে শক্তিশালী করিয়াছিল, কিন্তু হাঙ্গেরীর "টিম ওয়ার্ক" অত্যন্ত সুন্দর ছিল। কিন্তু তাহাদের ইনসাইড ফরোয়ার্ড ফেরেঙ্ক পুসকাস (ক্যাপ্টেন) ও এস. কর্কসিসের ক্রীড়াকৌশল ছিল সত্যই অপূর্ব। সে তুলনায় যুগোশ্লাভিয়ার মিটিক বা বোবেকের খেলাকে ক্ষীণপ্রভই বলা যায়। যুগো-শ্লাভিয়ার "উইং"ও হাঙ্গেরীর চেয়ে অনেক দুর্বল ছিল।

প্রতিযোগিতায় প্রাথমিক রাউন্ডে হাঙ্গেরী ও রুমানিয়ার মধ্যে খেলাটি অত্যন্ত তিক্ততার সৃষ্টি করে। উভয় দলই ফাউল করিয়া খেলে কিন্তু রুমানিয়া মাত্রা ছাড়াইয়া যায়। ফলে কয়েকজন হাঙ্গেরিয়ান খেলোয়াড়কে আহত অবস্থায় মাঠ ত্যাগ করিতে হয়। হাঙ্গেরী এই খেলায় ২-১ গোলে বিজয় লাভ করে ও রুমানিয়া মূল প্রতিযোগিতায় যোগদানে সমর্থ হয় না। দ্বিতীয় খেলায় ইটালী আমেরিকাকে ৮-০ গোলে পরাজিত করিয়া মূল প্রতিযোগিতায় যোগ-দানের যোগ্যতা অর্জন করে।

সোভিয়েট রাশিয়া ও বুলগেরিয়ার খেলাটি প্রথমে গোলশূন্যভাবে শেষ হয়। অতিরিক্ত সময়ে সোভিয়েট রাশিয়া ২-১ গোলে বুলগেরিয়াকে পরাজিত করিয়া মূল প্রতিযোগিতায় উন্নীত হয়। অন্য ছয়টি খেলায় ডেনমার্ক গ্রীসকে ২-১ গোলে, পোল্যান্ড ফ্রান্সকে ২-১ গোলে, ইজিপ্ট চিলিকে ৫-৪ গোলে, ব্রাজিল নেদারল্যান্ডকে ৫-১ গোলে ও লাক্সেমবুর্গ গ্রেট ব্রিটেনকে ৫-৩ গোলে পরাজিত করিয়া মূল প্রতিযোগিতায় উন্নীত হয়।

ভারতীয় দল

১৫ই জুলাই অলিম্পিক প্রতিযোগিতার প্রাথমিক রাউন্ডের খেলায় ভারতীয় দল শোচনীয়ভাবে ১০-১ গোলে যুগোশ্লাভিয়ার নিকট পরাজিত হয়। ভারতীয় দলে সাতজন খালি পায়ে ও চারজন বুট পরিয়া খেলেন।

ভারতীয় দল টসে বিজয়ী হইয়া পশ্চিমদিকের গোল গ্রহণ করে। মাঠ ছোট হওয়ায় ভারতীয় দলকে প্রথম হইতেই বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়। খেলা আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে যুগোশ্লাভিয়ান দল চাপিয়া ধরে এবং এক জটলার মধ্যে জেবেক প্রথম গোল করেন। ষষ্ঠ মিনিটে যুগোশ্লাভিয়া দল আর একটি গোলের সুযোগ পায় কিন্তু গোলকীপার এন্টনী সুন্দরভাবে বলটি বারের উপর দিয়া চালাইয়া দেন। ১৩ মিনিটের সময় মিটিক ও ১৮ মিনিটের মধ্যে জেবেক দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোল করেন। ২২ মিনিটের সময় যুগো-শ্লাভিয়ার গোল সীমানার বাহিরে একটি ফ্রি কীক্ দেওয়া হয় কিন্তু দলের অধিনায়ক মান্না গোলের পাশ দিয়া মারিয়া সুযোগ নষ্ট করেন। ইহার পর বল ভারতীয় গোলের সম্মুখে যায় ও জেবেক দলের চতুর্থ গোল করেন। ভারতীয়

দলের ভেংকটেশ নিজ প্রচেষ্টায় একটি বল লইয়া অগ্রসর হন ও কোণাকুণিভাবে গোলে শট করেন কিন্তু গোলকীপার বেয়ারা কৃতিত্বের সহিত গোল রক্ষা করেন। বিশ্রামের এক মিনিট পূর্বে মিটিক দলের পঞ্চম গোল্ করেন।

বিশ্রামের পর পাঁচ মিনিটের মধ্যে অগজানোভ দলের ষষ্ঠ গোল করেন। ইহার পর ভারতীয় দল একটি কর্নার পায় কিন্তু কোন লাভ হয় না। কর্নারের পর যুগোশ্লাভিয়া দল পুনরায় আক্রমণ করিলে মান্না মুখে আঘাত পান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তিনি পুনরায় খেলিতে নামেন। যুগোশ্লাভিয়া দলের আক্রমণের তীব্রতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৬ মিনিটে জেবেক, ১৮ মিনিটে ভুকাশ ও ২৩ মিনিটে মিটিক পর পর তিনটি গোল করেন। খেলা শেষ হইবার পূর্বে জেবেক দলের দশম গোল করেন। খেলা শেষ হইবার কয়েক সেকেন্ড পূর্বে আমেদ খাঁ মাত্র ২০ গজ দূর হইতে তীব্র শট করিয়া দলের একমাত্র গোল করেন।

বি. এন্টনী, আজিজ, এস. মান্না (অধিনায়ক), এ. লতিফ, আর. চন্দন সিং, টি. সুম্মুখম, পি ভেংকটেশ, এম. সাত্তার, এস. মোইনুদ্দিন, এম. আমেদ খাঁ ও জে. এন্টনীকে লইয়া ভারতীয় দল গঠিত হয়।

সেমি-ফাইন্যালে হাঙ্গেরী সুইডেনকে ৬-০ গোলে ও যুগোশ্লাভিয়া জার্মানীকে ৩-১ গোলে পরাজিত কবিয়া ফাইন্যালে উঠে।

ফাইন্যালে প্রথম দিকে বিশ্ববিখ্যাত দুইটি দলের খেলার মধ্যে এমন কিছু অসাধারণত্ব ছিল না। দুইটি দলই মামুলিভাবে খেলে। মিটিক ও বোবেকের নেতৃত্বে যুগোশ্লাভিয়া কযেকবাব আক্রমণ চালাইলেও তাহার মধ্যে তেমন কোন তীব্রতা ছিল না এবং হাঙ্গেরীযান গোলরক্ষক গ্রোসিট অত্যন্ত সহজভাবেই দুর্বল কয়েকটি শট প্রতিরোধ করেন।

৭০ মিনিট পূর্ব পর্যন্ত খেলায উভয় দলই সমানভাবে খেলে। অবশ্য কয়েকবার আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণ চলে। যুগোশ্লাভিযা দলের ক্যাপ্টেন জ্যাকোভস্কি সর্বদাই পুসকাসের উপর তীব্র দৃষ্টি রাখেন।

৭০ মিনিটের সময় যুগোশ্লাভিয়া দলের মুহূর্তের ভুলে পুসকাস বল পান। সঙ্গে সঙ্গেই খেলার মধ্যে অদ্ভুত প্রাণসঞ্চার হয। সমস্ত যুগোশ্লাভিয়া দল যেন কেমন এক অদ্ভুত আঘাতে হতভম্ব হইয়া যায। যুগোশ্লাভিয়ার রক্ষণ-ভাগের প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের চক্ষের সম্মুখে পুসকাস বল লইয়া যুগোশ্লাভিয়া গোলের দিকে অগ্রসর হইতেছেন আর বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম দল যুগোশ্লাভিয়ার রক্ষণভাগ শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহাকে প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইতেছেন না—সে এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। শেষ মুহূর্তে গোলকিপার বেয়ারা অগ্রসর হইয়া পুসকাসকে প্রতিরোধের চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহার আগেই পুসকাসের বল নেটে প্রবেশ করিয়াছে। যুগোশ্লাভিয়া দলের আর কোনও কিছু করিবার ছিল না। হাঙ্গেরিয়ান খেলোয়াড়দের মধ্যে তখন নূতন প্রাণের সঞ্চার হইয়াছে। তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত হাঙ্গেরীর আক্রমণ আসিতে লাগিল। শেষ মুহূর্তে হাঙ্গেরী দলের আউট জিবর দ্বিতীয় বা শেষ গোলটি করিয়া হাঙ্গেরীকে নিঃসন্দেহাতীতভাবে বিজয়ী করেন।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় পঞ্চদশ অলিম্পিকের ফুটবল প্রতিযোগিতার বিশদ ফলাফল দেওয়া হইল :

প্রাথমিক প্রতিযোগিতা		প্রথম রাউন্ড		দ্বিতীয় রাউন্ড		সেমি-ফাইন্যাল		ফাইন্যাল	
হাঙ্গেরী	২								
রুমানিয়া	১	হাঙ্গেরী	৩						
ইটালী	৮			হাঙ্গেরী	৭				
আমেরিকা	০	ইটালী	০			হাঙ্গেরী	৬		
		তুরস্ক	২						
		নেদারল্যান্ডস এন্টিলেস	১	তুরস্ক	১			হাঙ্গেরী বিজয়ী	২
		সুইডেন	৪	সুইডেন	৩				
		নরওয়ে	১			সুইডেন	০		
		অস্ট্রিয়া	৪	অস্ট্রিয়া	১				
		ফিনল্যান্ড	৩						
যুগোশ্লাভিয়া	১০	যুগোশ্লাভিয়া**	৩	যুগোশ্লাভিয়া	৫				
ভারতবর্ষ	১								
সোভিয়েট রাশিয়া*	২	সোভিয়েট রাশিয়া	১						
বুলগেরিয়া	১					যুগোশ্লাভিয়া	৩		
ডেনমার্ক	২	ডেনমার্ক	২						
গ্রীস	১			ডেনমার্ক	৩				
পোল্যান্ড	২	পোল্যান্ড	০						
ফ্রান্স	১							যুগোশ্লাভিয়া রানার্স	০
ইজিপ্ট	৫	জার্মানী	৩	জার্মানী*	৪				
চিলি	৪	ইজিপ্ট	১						
ব্রাজিল	৫					জার্মানী	১		
নেদারল্যান্ডস	১	ব্রাজিল	২						
লাক্সেমবার্গ*	৫			ব্রাজিল	২				
গ্রেট ব্রিটেন	৩	লাক্সেমবার্গ	১						

তৃতীয় স্থান নির্ধারণের খেলা

সুইডেন ২ জার্মানী ১

*অতিরিক্ত সময়ের খেলার ফলাফল।

**প্রথম দিন ৫-৫ গোলে ড্র থাকে। অতিরিক্ত সময়ে কোন গোল হয় নাই।

Supplement of FIFA (Federation Internationale de Football Association) Handbook 1950 (published in 1954), pp. 22 23.

হকি

হেলসিঙ্কি ভেলোড্রোমে ২০শে জুলাই হইতে ২৪শে জুলাই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ অলিম্পিকের হকি প্রতিযোগিতায় ১২টি রাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করে। চতুর্দশ অলিম্পিকে প্রথম স্থানাধিকারী চারিটি দল—ভারতবর্ষ, গ্রেট ব্রিটেন, নেদারল্যান্ড ও পাকিস্তান সরাসরি মূল প্রতিযোগিতার প্রথম রাউন্ডে উন্নীত হয় ও বাকী আটটি দলের মধ্যে বাছাই করার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বাছাই করার প্রতিযোগিতায় অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, জার্মানী ও ফ্রান্স জয় লাভ করিয়া মূল প্রতিযোগিতার প্রথম রাউন্ডে খেলিবার সুযোগ পায়।

প্রথম রাউন্ডে চারিটি খেলা হয়। ভারতবর্ষ অনায়াসেই অস্ট্রিয়াকে ৪-০ গোলে পরাজিত করিয়া সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হয়। গ্রেট ব্রিটেন বেলজিয়ামকে ১-০ গোলে, নেদারল্যান্ড জার্মানীকে ১-০ গোলে এবং পাকিস্তান ফ্রান্সকে ৬-০ গোলে পরাজিত কবিয়া সেমি-ফাইন্যালের অপর তিনটি স্থান পূর্ণ করে।

সেমি-ফাইন্যালে ভারতবর্ষ ও গ্রেট ব্রিটেনের খেলা বেশ উপভোগ্য হয়। শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষ ৩-১ গোলে গ্রেট ব্রিটেনকে পবাজিত করিয়া ফাইন্যালে উন্নীত হয়। অপর দিকে নেদারল্যান্ড পাকিস্তানকে ১-০ গোলে পরাজিত করিয়া ফাইন্যালে উঠে।

ফাইন্যালে ভাবতবর্ষ ও নেদারল্যান্ড স্বর্ণপদকের লড়াইতে দ্বিতীয় বার মিলিত হয়। ভারতবর্ষ অনায়াসেই নেদারল্যান্ডকে ৬-১ গোলে গোলে পরাজিত করিয়া পঞ্চম বার অলিম্পিকের স্বর্ণপদক লাভ কবে। নিম্নে এই অলিম্পিকের হকি খেলার বিস্তারিত ফলাফল দেওয়া হইল।

প্রাথমিক প্রতিযোগিতা		প্রথম রাউন্ড		সেমি-ফাইন্যাল		ফাইন্যাল
অস্ট্রিয়া	২	ভারতবর্ষ	৪	ভ বতবর্ষ	৩	ভারতবর্ষ ৬ বিজয়ী
সুইজারল্যান্ড	১	অস্ট্রিয়া	০			
বেলজিয়াম	৬	গ্রেট ব্রিটেন	১	গ্রেট ব্রিটেন	১	
ফিনল্যান্ড	০	বেলজিয়াম	০			
জার্মানী	৭	নেদারল্যান্ড	১	নেদারল্যান্ড	১	নেদারল্যান্ড রানার্স
পোল্যান্ড	২	জার্মানী	০			
ফ্রান্স	৫	পাকিস্তান	৬	পাকিস্তান	০	
ইটালী	০	ফ্রান্স	০			

তৃতীয় স্থানের জন্য প্রতিযোগিতায় গ্রেট ব্রিটেন পাকিস্তানকে ২-১ গোলে পরাজিত করিয়া ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।

বাস্কেটবল

পঞ্চদশ অলিম্পিকের বাস্কেটবল ২৫শে জুলাই হইতে ২রা আগস্ট পর্যন্ত মূল অলিম্পিক স্টেডিয়ামের সন্নিকটে "টেনিস প্যালাস্ট" ও "মেসুহাল্লি-২"তে

অনুষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক প্রতিযোগিতার জন্য স্থান নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল টেনিস প্যালাস্টিতে এবং সেমি-ফাইন্যাল ও ফাইন্যাল খেলা মেসুহাল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়। উভয় স্থানেই দর্শকদের জন্য নির্দিষ্ট স্থান অপর্যাপ্ত হওয়ায় বহু দর্শককে নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল।

হেলসিঙ্কিতে মোট ২৩টি দল অংশ গ্রহণের জন্য আসে। কিন্তু আন্ত-র্জাতিক বাস্কেটবল ফেডারেশনের নিয়মানুযায়ী কেবলমাত্র ১৬টি দল মূল প্রতিযোগিতাতে খেলিবার অধিকারী হওয়ায় বাছাই করার প্রতিযোগিতা করিতে হয়। ইহাদের মধ্যে আবার নিম্নলিখিত দশটি দল গুণানুযায়ী মূল প্রতি-যোগিতায় উন্নীত হয় :

(১) একাদশ অলিম্পিকের পর্যায়ক্রমে প্রথম ছয়টি দল—আমেরিকা, ফ্রান্স, ব্রাজিল, মেক্সিকো, উরুগুয়ে, চিলি।

(২) ১৯৫০ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের বিজয়ী আর্জেন্টিনা দল।

(৩) ১৯৫১ সালে ইউরোপ চ্যাম্পিয়নশিপে বিজয়ী ও রানার্স—সোভিয়েট রাশিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া।

(৪) অলিম্পিক আহ্বায়ক রাষ্ট্র ফিনল্যান্ড।

বাকী ১৩টি দলকে তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করিয়া বাছাই করার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক গ্রুপের বিজয়ী ও রানার্স মূল প্রতিযোগিতার প্রথম রাউন্ডে উন্নীত হয়।

মূল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ১৬টি দলকে চারিটি গ্রুপে বিভক্ত করা হয় ও সিংগল লীগ প্রথায় খেলা হয়। চারিটি গ্রুপের প্রথম দুইটি দল সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হয়। সেমি-ফাইন্যালে ৮টি দলকে দুইটি গ্রুপে বিভক্ত করা হয় এবং খেলাগুলি সিংগল লীগ প্রথায় অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নে সেমি-ফাইন্যালের দুইটি গ্রুপের ফলাফল দেওয়া হইল। প্রত্যেকটি দলই তিনটি করিয়া খেলিবার সুযোগ পায়।

রাষ্ট্র	জয়	পরাজয়
আমেরিকা	৩	—
সোভিয়েট রাশিয়া	২	১
উরুগুয়ে	২	১
আর্জেন্টিনা	২	১
ব্রাজিল	১	২
বুলগেরিয়া	১	২
ফ্রান্স	১	২
চিলি	—	৩

সেমি-ফাইন্যালে আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়ার খেলার উপর সকলেই গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন কিন্তু খেলাটিতে আমেরিকা সম্পূর্ণভাবে আধিপত্য বিস্তার করিয়া ৮৬-৫৮ পয়েন্টে জয়লাভ করে। অবশ্য রাশিয়া ব্রাজিলকে ৫৪-৪৯ ও চিলিকে ৭৮-৬০ পয়েন্টে পরাজিত করে। আমেরিকা অপরাজিত থাকিয়া সোভিয়েট রাশিয়া ব্যতীতও ব্রাজিলকে ৫৭-৫৩ ও চিলিকে ১০৩-৫৫ পয়েন্টে পরাজিত করে। সোভিয়েট রাশিয়া, উরুগুয়ে ও আর্জেন্টিনা ২টি

করিয়া খেলার পরাজিত হওয়ায় দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান নির্ধারণের জন্য ফাইন্যালের খেলার প্রথম গ্রুপে সোভিয়েট রাশিয়া ৬১-৫৭ পয়েন্টে উরুগুয়েকে এবং আমেরিকা ৮৫-৭৬ পয়েন্টে আর্জেন্টিনাকে পরাজিত করে ও পর্যায়ক্রমে আমেরিকা. সোভিয়েট রাশিয়া, উরুগুয়ে ও আর্জেন্টিনা প্রথম চারিটি স্থান অধিকার করে।

আমেরিকা দল সম্বন্ধে বলা যায় যে, বাস্কেটবল সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকভাবে গবেষণা করিয়া তাঁহারা এ বিষয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছে। আমেরিকা দলের প্রত্যেকটি সভ্যের মাপ ছিল ছয় ফুট বা তদূর্ধ্বে এবং তাঁহাদের মধ্যে চারজন ছিলেন ছয় ফুট চার ইঞ্চির বেশী লম্বা। একাদশ অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী রবার্ট কুরল্যান্ডকে আবার অস্বাভাবিক লম্বাই বলা যায় কারণ তিনি ছিলেন ৭ ফুট ১ ইঞ্চি লম্বা।* আমেরিকা দল যে খেলাতেই অংশগ্রহণ করিয়াছে তাহাতেই বিজয়ীসুলভ মনোভাব লইয়া অংশগ্রহণ করিয়াছে। সমগ্র আমেরিকা হইতে বাছিয়া অস্বাভাবিক দীর্ঘদেহী খেলোয়াড়দের একত্র সমাবেশে প্রত্যেকটি দলেরই আমেরিকানদের সম্বন্ধে ভীতি ও বিজিতসুলভ মনোভাবের সৃষ্টি হয় এবং তাঁহাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া খেলার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। অস্বাভাবিক দীর্ঘদেহী হইলেও রবার্ট কুরল্যান্ডই ছিলেন আমেরিকা দলের একজন শ্রেষ্ঠতম খেলোয়াড়। উরুগুয়ের সঙ্গে খেলায় আমেরিকার ৫৭ পয়েন্টের মধ্যে রবার্ট কুরল্যান্ড ২১টি পয়েন্ট অর্জন করেন।

ক্রীড়াসূচীভুক্ত না হইলেও এই অলিম্পিকে প্রদর্শনী হিসাবে হ্যান্ডবল খেলা হয় ও সুইডেন ও ডেনমার্ক ইহাতে অংশ গ্রহণ করে। আমেরিকান বেস-বলের ফিনিশ রূপ "পেসা পাল্লোর" ও আমেরিকা দল কর্তৃক বেসবল প্রদর্শনীও অলিম্পিকে সমবেত রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের প্রদর্শন করা হয়। বিভিন্ন স্ক্যান্ডি-নেভিয়ান রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক আয়োজিত দলগত জিমন্যাস্টিক প্রদর্শনী ও ফিন-ল্যান্ডের শারীরচর্চা বিভাগের মহিলা শাখা কর্তৃক আয়োজিত ৪০০ মহিলা জিমন্যাস্টের একটি অপরূপ প্রদর্শনীও সমবেত রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের মনোরঞ্জন করে।

* Bob Kurland—a 7′-1″, who had also been on the 1948 team—scored 21 points and the United States won 57-44. —John V. Grombach : *Olympic Cavalcade of Sport*, p. 605.

ষোড়শ অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

মেলবোর্ন, ১৯৫৬

অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পুরাকালের হেল্লাসভূমির ন্যায় সমগ্র বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে মিলিত হউক। শান্তি মৈত্রী ও সৌভ্রাত্রের বাণী মূর্ত হইয়া উঠুক সমগ্র বিশ্বে।

—এরিখ ফন ফ্রাঙ্কেল

ফিনল্যাণ্ড

ষোড়শ অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

[মেলবোর্ন—১৯৫৬]

যোগদানকারী দেশের সংখ্যা	৬১
ব্যক্তিগত বিষয়ে প্রতিযোগী/প্রতিযোগিনীর সংখ্যা (২৭৩ জন মহিলা সহ)	৯৬১
দলগত বিষয়ে যোগদানকারী দলের সংখ্যা (৯টি মহিলা দল সহ)	২৮

এ্যাথলেটিক্স (পুরুষদের)

	প্রথম স্থান	দ্বিতীয় স্থান	তৃতীয় স্থান	চতুর্থ স্থান	পঞ্চম স্থান	ষষ্ঠ স্থান	পয়েন্ট
আমেরিকা	১৫	১	৪	৬	১	১	২৩২
সোভিয়েট রাশিয়া	৩	৪	৫½	৩	৪	৩	৯২
গ্রেট ব্রিটেন	১	২	২	১	৫	১	৪২
অস্ট্রেলিয়া		২	৪		২	২	৩২
জার্মানী		২	১	৪	২	১	৩১
হাঙ্গেরী		২		২	২	১	২১
নরওয়ে	১		২				১৮
আয়ারল্যান্ড	১	১					১৫
সুইডেন			১	২	১	১	১৩
ফ্রান্স	১						১০

সমসাময়িক পদ্ধতি অনুযায়ী—প্রথম—১০ পয়েন্ট, দ্বিতীয়—৫ পয়েন্ট, তৃতীয় ৪ পয়েন্ট চতুর্থ—৩ পয়েন্ট পঞ্চম—২ পয়েন্ট, ষষ্ঠ—১ পয়েন্ট।

এ্যাথলেটিক্স (মহিলাদের)

	প্রথম স্থান	দ্বিতীয় স্থান	তৃতীয় স্থান	চতুর্থ স্থান	পঞ্চম স্থান	ষষ্ঠ স্থান	পয়েন্ট
সোভিয়েট রাশিয়া	২	২½	৩	৩	২	১	৫৮½
অস্ট্রেলিয়া	৪		৩	১		২	৫৭
আমেরিকা	১	১	১	২		১	২৬
জার্মানী		৩	১	১		২	২৪
চেকোশ্লোভাকিয়া	১			১			১৩
পোল্যান্ড	২					১	১১
গ্রেট ব্রিটেন		১½			১	১	১০½

ষোড়শ অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের অর্জিত স্বর্ণ পদকের সংখ্যা

	অ্যাথলেটিক্স (পুরুষ)	অ্যাথলেটিক্স (মহিলা)	মুষ্টিযুদ্ধ	সাইক্লিং	অশ্বারোহণ	কলাকৌশল প্রতিযোগিতা	অসি-সঞ্চালন প্রতিযোগিতা	আধুনিক পেন্টাথ্লন	জিমন্যাস্টিক (পুরুষ)	জিমন্যাস্টিক (মহিলা)	শুটিং	সকার ফুটবল	ফিল্ড হকি	বাস্কেটবল	সন্তরণ (পুরুষ)	সন্তরণ (মহিলা)	ওয়াটার পোলো	ভারোত্তোলন	কুস্তি (ফ্রিস্টাইল)	কুস্তি (গ্রেকো-রোমান)	রোয়িং	ইয়টিং	ক্যানোয়িং	মোট স্বর্ণপদক
সোভিয়েট রাশিয়া	৩	২	৩					১	৬	৪	৩	১						৩	১	৫	২		২	৩৬
আমেরিকা	১৫	১	২											১	২	৩		৪			৩	১		৩২
অস্ট্রেলিয়া		৪		১											৫	৩								১৩
হাঙ্গেরী			১				২			৪							১						১	৯
সুইডেন					৩			১														২	২	৮
ইটালী				৩			৩				১										১			৮
জার্মানী			১		২				১							১							১	৬
গ্রেট ব্রিটেন	১		২		১		১									১								৬
রুমানিয়া			১								১												৩	৫
জাপান									১						১				২					৪
ফ্রান্স	১			২			১																	৪
ফিনল্যান্ড											১									২				৩
তুরস্ক																			২		১			৩
ক্যানাডা											১									১				২
ইরান																			২					২
নিউজিল্যান্ড	১																				১			২
ভারতবর্ষ													১											১

যোগদানকারী রাষ্ট্রের সংখ্যা

মেলবোর্নে প্রতিযোগী/প্রতিযোগিনীর সংখ্যা (৩৭১ জন মহিলা সহ)

স্টকহলমে ইকুইস্টারিয়ান অলিম্পিকের প্রতিযোগী/প্রতিযোগিনীর সংখ্যা (১৩ জন মহিলা সহ)

মেলবোর্ন ও স্টকহলমে ক্রীড়াসূচীতে অন্তর্ভুক্ত ক্রীড়ার সংখ্যা

বিভিন্ন বিষয়ে হিট ইত্যাদি লইয়া মোট প্রতিযোগিতার সংখ্যা (ইকুইস্টারিয়ান অলিম্পিকের ৬টি বিষয় সহ)

ইহা ব্যতীত পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, আয়ারল্যান্ড, ডেনমার্ক, মেক্সিকো, ব্রাজিল, নরওয়েও একটি করিয়া স্বর্ণপদক পায়।

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

ষোড়শ অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

ষোড়শ অলিম্পিকের অনুষ্ঠান ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ২২শে নভেম্বর হইতে আরম্ভ হইয়া ৮ই ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ গোলার্ধে অলিম্পিকের অনুষ্ঠান এই প্রথম।

অলিম্পিক অনুষ্ঠানের কিছুদিন পূর্ব হইতেই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। হাঙ্গেরী ও সুয়েজ সমস্যা লইয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মনান্তর ক্রমশঃ ঘোরালো হইতে থাকে। হাঙ্গেরীতে ফ্যাসিস্ট ষড়যন্ত্র ও আক্রমণ প্রতিরোধে সোভিয়েট বাহিনী খোলাখুলিভাবেই হাঙ্গেরী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দমনে অংশ গ্রহণ করে। ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহে সোভিয়েট-বিদ্বেষ তীব্রতরভাবে দেখা দেয়। অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে ইহার প্রতিক্রিয়া ষোড়শ অলিম্পিকের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

কিন্তু সমস্যা ক্রমশঃই ঘনীভূত হইতেছিল। অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আরম্ভের অল্প কিছুদিন পূর্বে ইস্রায়েল, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স সমবেতভাবে মিশরের উপর আক্রমণ চালায়। সমবেত বাহিনীর বোমারু বিমানের বোমায় হাজার হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতে থাকে। ফলে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মিশব, সিরিয়া, লেবানন প্রভৃতি মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রসমূহ যোগদানে সক্ষম হয় না।

কিন্তু হল্যাণ্ড, স্পেন ও গণতান্ত্রিক চীন ব্যতীত অন্য কোন রাষ্ট্র রাজনৈতিক কারণে যোগদানে বিরত হয় নাই হল্যাণ্ডের অলিম্পিক কমিটির ডাঃ জে. লিনহার্স্ট অলিম্পিকে যোগদান না করার কারণ হিসাবে বলেন যে, এমন কি অস্ট্রেলিয়াতেও সোভিয়েট*রাশিয়ার সহিত মিলিত হইতে হল্যাণ্ডের আপত্তি আছে। অন্যান্য রাষ্ট্রেরও মানবতার কথা স্মরণ করিয়া সোভিয়েট রাশিযার প্রতিনিধির সহিত মিলিত হওযা অনুচিত। কিন্তু একমাত্র স্পেন ব্যতীত অন্য কোন রাষ্ট্র এই সদুপদেশে (?) কর্ণপাত করেন নাই। তাঁহারা মেলবোর্নে যাতায়াতের জন্য যে ২৬,০০০ ডলার সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা হাঙ্গেরীর সংগ্রাম কমিটিকে দান করেন। কিন্তু ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইস্রায়েলের সমবেত পাশব অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন নাই। গণতান্ত্রিক চীন অবশ্য ফরমোজার যোগদানের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাইবার জন্য অলিম্পিক অনুষ্ঠান ত্যাগ করে।

কিন্তু অলিম্পিক গ্রামে এই দুর্যোগের ঘনঘটা বিন্দুমাত্রও বেখাপাত করে নাই। অন্য পক্ষে অলিম্পিকের শান্তির আদর্শ যে চিরন্তন তাহা প্রমাণ করে বিভিন্ন আদর্শ-সংঘাত-বিক্ষুব্ধ জাতির অলিম্পিকের শান্তির আদর্শ প্রতিষ্ঠার সমবেত প্রচেষ্টায়। দ্বিধাবিভক্ত জার্মানী একত্র হইযা এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শ ও নেতার ক্রমাগত প্রচেষ্টায় যাহা সম্ভব হয় নাই, অলিম্পিকের ক্রীড়া প্রাঙ্গণে তাহাই সম্ভব করিয়া অলিম্পিক তাহার আদর্শের মহিমা প্রচার করিল।

কিন্তু হাঙ্গেরীর এ্যাথলেটগণের সমস্যা সমগ্র অলিম্পিকের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করিয়াছিল। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন অথবা বিভিন্ন

দেশে শরণার্থী হিসাবে আশ্রয় গ্রহণ এই সমস্যা লইয়া প্রতিযোগীদের মধ্যে মত-বিরোধ ছিল। ফলে এই অনিশ্চিত অবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় অনুশীলনের অভাব ও মানসিক চিন্তার জন্য হাঙ্গেরীর ফলাফল এই প্রতিযোগিতায় মোটেই আশানুরূপ হয় নাই।

মোট ৭৫টি রাষ্ট্র এই প্রতিযোগিতায় নাম প্রেরণ করিলেও জটিল আন্ত-র্জাতিক পরিস্থিতির জন্য গণতান্ত্রিক চীন, ইজিপ্ট, ইরাক, লেবানন, নেদার-ল্যান্ড, স্পেন ও সুইজারল্যান্ড শেষ মুহূর্তে নাম প্রত্যাহার করে। ফলে প্রকৃত-পক্ষে মোট ৬৮টি রাষ্ট্র হইতে ৬,৫০০ ক্রীড়াবিদ এই অলিম্পিকে অংশ গ্রহণ করে। (হেলসিঙ্কিতে পঞ্চদশ অলিম্পিকে মোট ৬৯টি রাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।)

এই অলিম্পিকে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় রাষ্ট্র হিসাবে সোভিয়েট রাশিয়ার বিজয়। মাত্র দ্বিতীয় বার অলিম্পিকে যোগদান করিলেও রাশিয়া অলিম্পিকে আমেরিকার আধিপত্য ক্ষুণ্ণ করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। অবশ্য এ্যাথলেটিক্‌সে আমেরিকা তাহার পূর্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখে।

সাঁতারে ও মহিলাদের ক্রীড়ায় অস্ট্রেলিয়ার একাধিপত্য এই অলিম্পিকের আর একটি স্মরণীয় ঘটনা। অস্ট্রেলিয়ার পুরুষ ও মহিলা সাঁতারুরা সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব দেখান ফ্রি স্টাইল সাঁতারে। ফ্রি স্টাইলের সাতটি বিষয়েই অস্ট্রেলিয়ান সাঁতারুগণ বিজয় লাভ করেন। অস্ট্রেলিয়ার ১৭ বৎসর বয়স্ক স্কুলের ছাত্র মারে রোজ একাই তিনটি স্বর্ণপদক লাভ করিয়া এক স্মরণীয় কীর্তি স্থাপন করেন। রাষ্ট্র হিসাবেও অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য হইবার সম্মান অর্জন করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। নিম্নে এই তিনটি রাষ্ট্রের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান দেওয়া হইল :

সমগ্র অলিম্পিক

	স্বর্ণ পদক	রৌপ্য পদক	ব্রোঞ্জ পদক	মোট পদক সংখ্যা	পয়েন্ট
সোভিয়েট রাশিয়া	৩৭	২৯	৩২	৯৮	৬২২½
আমেরিকা	৩২	২৫	১৭	৭৪	৪৯৭
অস্ট্রেলিয়া	১৩	৮	১৪	৩৫	২৩৯½
এই অলিম্পিকে প্রদত্ত পদক সংখ্যা	১৫২	১৫৪	১৬৩		

এ্যাথলেটিক্‌স্ (পুরুষদের)

	পদক	রৌপ্য পদক	ব্রোঞ্জ পদক	মোট পদক সংখ্যা
আমেরিকা	১৫	৯	৭	৩১
সোভিয়েট রাশিয়া	৩	৪	৪	১১
অস্ট্রেলিয়া	০	২	৩	৫

এ্যাথলেটিক্স্ (মহিলাদের)

	স্বর্ণ পদক	রৌপ্য পদক	ব্রোঞ্জ পদক	মোট পদক সংখ্যা
অস্ট্রেলিয়া	৪	০	৩	৭
সোভিয়েট রাশিয়া	২	২	৪	৮
আমেরিকা	১	১	১	৩

সাঁতার ও ডাইভিং

	স্বর্ণ পদক	বৌপ্য পদক	ব্রোঞ্জ পদক	মোট পদক সংখ্যা
অস্ট্রেলিয়া	৮	৪	২	১৪
আমেরিকা	৫	৮	৭	২০
সোভিয়েট রাশিয়া	০	০	২	২

ষোড়শ অলিম্পিকে সমগ্র ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মোট ৫৮টি নূতন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়--এর মধ্যে ১৬টি আবার বিশ্ব রেকর্ড অপেক্ষাও উত্তম হওয়ায় বিশ্ব রেকর্ড বলিযা পরিগণিত হয। এ্যাথলেটিক্সে পুরুষ বিভাগে মোট ২৬টি বিষযের মধ্যে একটি বিশ্ব বেকর্ডসহ ১৭টি নূতন অলিম্পিক রেকর্ড ও মহিলা বিভাগে ৯টি বিষয়েব মধ্যে ৫টি বিশ্ব রেকর্ডসহ ৮টি নূতন অলিম্পিক বেকর্ড স্থাপিত হয। অনেক বিষযে একাধিক এবং কোন কোন বিষয়ে এমনকি ছয়জন পর্যন্ত পূর্বের অলিম্পিক বেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছেন। সাঁতারে পুরুষ বিভাগে মোট সাতটি বিষয়েব মধ্যে (ইহার মধ্যে একটি নূতন বিষয়) ৩টি বিষয়ে বিশ্ব বেকর্ডসহ ৫টি নূতন অলিম্পিক রেকর্ড ও মহিলা বিভাগে (একটি নূতন বিষয় কিন্তু তাহাতেও নূতন বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে) ৬টি বিষয়ের মধ্যে ৩টি বিশ্ব রেকর্ডসহ ৪টি অলিম্পিক রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমেবিকার মিল্টন ক্যাম্বেল ডেকাথ্লনে বিজয লাভ করিয়া বিশ্বের "সর্ববিশারদ এ্যাথলেট"-এব শ্রেষ্ঠ সম্মান এবং সুইডেনের লার্স হল পর পর দুইটি অলিম্পিকে পেন্টাথ্লনে বিজয়ী হইয়া বিশ্বের "শ্রেষ্ঠ সর্ববিশারদ স্পোর্টস্‌ম্যান"-এর সম্মান অর্জন করেন। ইহা ব্যতীত পব পর দুইটি অলিম্পিকে বিজয় লাভ করিয়া ব্রাজিলের "ব্ল্যাক প্যান্থার" নামে খ্যাত ডাঃ সিলভা (হপ স্টেপ এন্ড জাম্প), অস্ট্রেলিয়ার মিসেস শার্লি স্ট্রিকল্যান্ড ডি. লা হান্টি (৮০ মিটার হার্ডল্‌স) আমেরিকার প্যারী ও'ব্রায়েন (লৌহগোলক নিক্ষেপ), বব বিচার্ডস্ (পোল ভল্ট) বিশেষ কৃতিত্বের পবিচয দেন। এই অলিম্পিকে আমেরিকার ববি মরো (১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়), অস্ট্রেলিয়ার মিস বেটি কাথবার্ট (১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়) স্প্রিন্টের দুইটি করিয়া স্বর্ণপদক অর্জনের গৌরব লাভ করেন। রাশিয়ার উদীয়মান এ্যাথলেট ভ্ল্যাদিমির কুটস্ ৫,০০০ ও ১০,০০০ মিটার দৌড়ে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে কীর্তিমান দৌড়বিদ এমিল জেটোপেকের বেকর্ড ভঙ্গ করিযা এবং নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করিয়া অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দেন। কিন্তু এই সমস্ত এ্যাথলেটের কীর্তিকেও ম্লান করিয়া দেন দুইটি সন্তানের জননী আমেরিকার ডাইভিং কলানৈপুণ্যে পারদর্শিনী প্যাট্রিসিয়া ম্যাককর্মিক। পর পর হেলসিংকি ও মেলবোর্ন অলিম্পিকে হাই বোর্ড ও স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং-এর উভয় বিষয়েই তিনি বিজয়িনী হন। পর পর

দুইটি অলিম্পিকে ৮০ মিটার হার্ডলে বিজয়িনী শার্লি স্ট্রিকল্যাণ্ড ডি লা হান্টির কথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি পর পর তিনটি অলিম্পিকে যোগদান করেন। দীর্ঘ আট বৎসর পরেও একটি অলিম্পিকেই দুইটি স্বর্ণপদক লাভ কেবলমাত্র শার্লি স্ট্রিকল্যাণ্ড ব্যতীত অন্য কোন মহিলা এ্যাথলেটের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। দুই সন্তানের জননী এই সুদর্শনা এ্যাথলেট ১০০ মিটার দৌড়ে বিশ্বরেকর্ড ও ৮০ মিটার হার্ডলে অলিম্পিক রেকর্ডের অধিকারিণী।

রাশিয়ার অপূর্ব কুশলী জিমন্যাস্ট ভিক্টর চুখারিনও তাঁহার অপূর্ব কৃতিত্বের স্বাক্ষরে ক্রীড়া জগতকে বিস্মিত করেন। পঞ্চদশ অলিম্পিকে তিনি সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও কুশলী জিমন্যাস্টের ব্যক্তিগত ও দলগত প্রতিযোগিতায় দুইটি, পোমেল্ড হর্স ও লংহর্সে দুইটি, মোট চারিটি স্বর্ণপদক অর্জন করেন। ইহা ব্যতীত তিনি দুইটি রৌপ্য পদকও অর্জন করিয়াছিলেন। এই অলিম্পিকে তিনি আরও তিনটি স্বর্ণপদক ও দুইটি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করিয়া পদক-প্রাপ্তির এক নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করেন।

লড়ায়ে ধরনের প্রতিযোগিতা* শুটিং, জিমন্যাস্টিক প্রভৃতিতে সোভিয়েট রাশিয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। নিম্নে এই বিষয়ের পরিসংখ্যান দেওয়া হইল :

বিষয়	বিভিন্ন বিভাগে মোট প্রতি-যোগিতার সংখ্যা	স্বর্ণ পদক	রৌপ্য পদক	ব্রোঞ্জ পদক	মোট
মুষ্টিযুদ্ধ	৮	৩	১	২	৬
কুস্তি (ফ্রী-স্টাইল)	৮	১	১	৪	৬
গ্রীসো-রোমান পদ্ধতিতে	৮	৫	১	১	৭
শুটিং	৭	৩	৪	১	৮
জিমন্যাষ্টিক (পুরুষ)	৭	৫	৩	৪	১২
,, (মহিলা)	৬	৩	২	৪	৯
ভারোত্তোলন	৭	৩	৪	০	৭
ক্যানোয়িং	৯	২	৩	২	৭

ইহা ব্যতীত দল হিসাবে প্রতিযোগিতার প্রত্যেকটি বিষয়েই সোভিয়েট রাশিয়ার বিজয় এই অলিম্পিকের এক স্মরণীয় ঘটনা। সোভিয়েট রাশিয়া ১৩,৬৯০·৫ লাভ করিয়া মর্ডান পেন্টাথ্‌লনে প্রথম এবং ৫৬৮·২৫ ও ৪৪৪·৮০ লাভ করিয়া জিমন্যাষ্টিকের পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগেই প্রথম স্থান লাভ করে। দলগত প্রতিযোগিতায় ক্রমপর্যায় অনুযায়ী সোভিয়েট রাশিয়া ফুটবলে প্রথম ও বাস্কেটবলে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। একমাত্র হকিতে সোভিয়েট রাশিয়া কোন দল প্রেরণ করে নাই।

অলিম্পিকের খুটিনাটি

ষোড়শ অলিম্পিকে দুই একটি ভুল দর্শকদের মধ্যে হাস্য-কৌতুকের সঞ্চার করে। বব রিচার্ডসের পোল ভল্টের বিজয়ের পর ঘোষক ঘোষণা করেন জেভেলিন নিক্ষেপে "বিজয়ী বব রিচার্ডস"। উচ্চ লম্ফনের ধারা বিবরণীর সময় ঘোষণা

* *Combatic Sports*—মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি, শুটিং ইত্যাদি।

করা হয় "বার" এখন ৭ফুঃ ৯ইঃ তোলা হইল। স্কোরবোর্ডে উচ্চলম্ফনের বিশ্ব-রেকর্ড ৫২·১৫ মিটার (১৭১ ফুট) বলিয়া লিখিত হয়। ক্যাঙারুর দেশে বিশ্ব-রেকর্ডের এই রকম দীর্ঘলম্ফনে সকলেই কৌতুক অনুভব করে।

ভারতীয় সুদর্শনা মহিলা এ্যাথলেট কুমারী লীলা রাও-এর নীল শাড়ী হাইফেলবার্গের অলিম্পিক গ্রামে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি করে। দলে দলে বিভিন্ন দেশের পুরুষ ও মহিলা এ্যাথলেটবৃন্দ তাঁহাকে নানা প্রশ্নবাণে বিব্রত করিয়া তোলেন। অলিম্পিক উদ্বোধন উৎসবের পূর্বে বেশ কিছুদিন কুমারী লীলা রাও-এর তন্বী দেহের নীল শাড়ী সংবাদপত্রের হেডলাইনের বিষয়বস্তু হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে। সেই সঙ্গে ভারতীয় শিবিরের পাচক মেলারামের রন্ধনের বিষয়েও বেশ কিছুদিন মুখরোচক সংবাদ পরিবেশিত হইয়াছিল।

সপ্তম অলিম্পিক উইণ্টার গেমস্

[কোর্টিনা দ্য আমপেজ্জো—১৯৫৬]

সপ্তম অলিম্পিক উইণ্টার গেমস ২৬শে জানুয়ারী হইতে ৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ইটালীর 'কোর্টিনা দ্য আমপেজ্জো'তে অনুষ্ঠিত হয়। সপ্তদশ অলিম্পিয়াডের স্থান হিসাবে রোম নগরীর নির্বাচন হওয়ায় ইটালিয়ান অলিম্পিক কমিটি সপ্তম অলিম্পিকের উইণ্টার গেমসের সাফল্যের জন্য সর্বতো-ভাবে প্রচেষ্টা আরম্ভ করে। এই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ কোর্টিনা দ্য আমপেজ্জোর সপ্তম অলিম্পিক উইণ্টার গেমস অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে ও ১৯৬০ সালে রোমের সপ্তদশ অলিম্পিয়াডের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিরাট ও ব্যাপক প্রস্তুতির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করে। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য যে বিরাট "আইস স্টেডিয়ামটি' নির্মিত হয়, এক কথায় তাহাকে বলা যায় অপূর্ব। সমগ্র ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এই স্টেডিয়াম কখনও পূর্ণ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে কোনও দিন পূর্ণ হইবার আশাও করা যায় না। এত বড় স্টেডিয়ামটির ভবিষ্যত রক্ষণাবেক্ষণের কথা চিন্তা করিয়া কোর্টিনার মেয়র দান হিসাবে ইহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য ভারতীয় মুদ্রামান অনুযায়ী প্রায় ৩৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। প্রতিযোগিতার সাফল্যের জন্য ইটালিয়ান অলিম্পিক কমিটি মুক্তহস্তে কিরূপ ব্যয় করিয়াছিল ইহা হইতেই তাহা বুঝা যায়। এই অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়।

অস্ট্রিয়ান স্কিইং চ্যাম্পিয়ন টনি সেলর তিনটি বিষয়ের স্বর্ণ পদক লাভ করিয়া এমিল জেটোপেকের ন্যায় উইণ্টার গেমসে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। টনি সেলর বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নশিপেও চারিটি স্বর্ণ পদক অর্জন করেন এবং কোর্টিনা হইতে সাতটি স্বর্ণ পদক প্রাপ্তির বিশেষ সম্মান লাভ করেন।

সোভিয়েট রাশিয়া এই অলিম্পিকেই প্রথম যোগদান করে ও ৭টি স্বর্ণ, ৩টি রৌপ্য ও ৬টি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করিয়া প্রথম স্থান লাভ করে। অস্ট্রিয়া ও ফিনল্যাণ্ড পদক প্রাপ্তির তালিকায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে।

ষোড়শ অলিম্পিকের উদ্বোধন অনুষ্ঠান

২২শে নভেম্বর অপরাহ্নে মেলবোর্নের বিরাট ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম অপেশাদার ক্রীড়া উৎসব অলিম্পিক প্রতিযোগিতার

ষোড়শ অনুষ্ঠান কল্পনাতীত উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে সম্পন্ন হয়। এই সময় স্টেডিয়ামে উপস্থিত ছিলেন এক লক্ষ দশ হাজার দর্শক, বিশ্বের ৬৯টি দেশের চারি সহস্রাধিক ক্রীড়া প্রতিযোগী, বহু বিশিষ্ট ক্রীড়া পরিচালক, কয়েকশত সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফার। পত্র-পুষ্পাদি ও বিভিন্ন বর্ণের পতাকার সুষমায় স্টেডিয়াম এক মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি করে।

এডিনবরার ডিউক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। সরকারী ভাবে রাজকীয় জাঁকজমকের সহিত তিনি স্টেডিয়ামের প্রবেশ পথে আগমন করেন এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিঃ আর. জি. মেন্ডিস এবং আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি মিঃ আভেরী ব্রাণ্ডেজ এডিনবরার ডিউককে স্টেডিয়ামের প্রবেশ পথে স্বাগত অভ্যর্থনা জানান ও পথ প্রদর্শন করিয়া রাজকীয় উপবেশনাগারে লইয়া যান। স্টেডিয়ামে উপস্থিত সামরিক বাহিনী ও সামরিক বাদক দল সামরিক কায়দায় তাঁহাকে অভিবাদন জ্ঞাপন করেন।

ধীরে ধীরে প্রথমে গ্রীস এবং অস্ট্রেলিয়া ব্যতীত অন্যান্য যোগদানকারী রাষ্ট্রসমূহের এ্যাথলেটগণ ইংরাজী বর্ণমালা অনুযায়ী সামরিক বাদ্যের সুমধুর ধ্বনির সহিত কুচকাওয়াজ করিয়া স্টেডিয়ামের মধ্যস্থলে স্থান গ্রহণ করিতে থাকেন। এই অলিম্পিক প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা হিসাবে অস্ট্রেলিয়া সর্ব পশ্চাতে স্থান গ্রহণ করেন।

অতঃপর প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি মিঃ উইলফ্রেড কেন্ট হিউজেস্ যোগদানকারী দেশের ক্রীড়া প্রতিযোগিবৃন্দকে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ হইতে স্বাগত সম্ভাষণ জানান। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি আশা করেন যে, ১৯৫৬ সাল মানব-সমাজের শান্তির প্রচেষ্টাকে আরও শক্তিশালী করিবে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ গড়িয়া তুলিতে সহায়তা করিবে।

তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে ঠিক তাঁহার সম্মুখে অলিম্পিক পতাকা লইয়া দণ্ডায়-মান অস্ট্রেলিয়ার সামরিক বাহিনীর অফিসার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায়। কিন্তু তাহাতে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি বলিতে থাকেন, অলিম্পিকের শান্তির প্রতীক অলিম্পিক মশাল যে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মনে কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা বিশ্বের বর্তমান অশান্তিপূর্ণ পরিবেশেও বিভিন্ন জাতির এ্যাথলেটবৃন্দের অপূর্ব সমাবেশে তাহা ভালভাবেই প্রমাণ করে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বর্তমান ঘোরালো অবস্থা সত্ত্বেও এই মহামিলন অলিম্পিকের শান্তির আদর্শে জনসাধারণেব আস্থার কথাই বারে বারে স্মরণ করাইয়া দেয়। অলিম্পিকের আদর্শ অমর, এই আদর্শ কখনও ধ্বংস হইতে পারে না।

অস্ট্রেলিয়ান সময় ৪-৩৭ মিনিটে (ভারতীয় সময় ১২·০৭) এডিনবরার ডিউক কয়েক শত লাউড-স্পীকারের মধ্য দিয়া গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করেন "আমি বর্তমান যুগের বিশ্ব-অলিম্পিকের ষোড়শ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করিতেছি।" অতঃপর সমবেত তুর্যনিনাদের মধ্যে অলিম্পিকের পঞ্চচক্র-শোভিত পতাকা ধীরে ধীরে স্টেডিয়ামের শীর্ষে উত্তোলিত হয়।

১৫০০ মিটার দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী অস্ট্রেলিয়ান দৌড়বীর জন ল্যাণ্ডি সমবেত এ্যাথলেটদের পক্ষে অলিম্পিকের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। রাজকীয় উপবেশনাগারের সম্মুখেই যোগদানকারী বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের রাষ্ট্রীয় পতাকাবাহী প্রতিনিধিবৃন্দ কর্তৃক তিন দিকে পরিবেষ্টিত হইয়া একটি বিশেষ-ভাবে নির্মিত বেদীর উপর ডান হাতে নিজ রাষ্ট্রীয় পতাকা ধারণ করিয়া ধীর-গম্ভীর স্বরে তিনি এই প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করেন—আমরা এই শপথ

৮০০ মিটার দৌড়ের ৩৮ জন প্রতিযোগীকে পাঁচটি হিটে বিভক্ত করা হইয়াছিল। পঞ্চম হিটে গ্রেট ব্রিটেনের ডি. জনসন ১ : ৫০·৮ মিনিটে দৌড়াইয়া সর্বাপেক্ষা কম সময়ে শেষ সীমান্ত অতিক্রমের সৌভাগ্য লাভ করেন। প্রত্যেকটি হিটের প্রথম তিনজন সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হন। ভারতীয় প্রতিযোগী সোহন সিং তৃতীয় হিটে ১:৫২·৪ মিনিটে দৌড়াইয়া চতুর্থ স্থান লাভ করায় অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

অপরাহ্নে উচ্চ লম্ফনের ফাইন্যালে ২২ জন প্রতিযোগী ছিলেন। ১·৮৬ মিটার (৬ ফুঃ ১ ইঃ) উচ্চতা হইতে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করা হয়। দ্বিতীয় উচ্চতা ১·৯২ মিটার (৬ ফুঃ ৩½ ইঃ) বার উঠাইলে তিনজন প্রতিযোগী অবসর গ্রহণ করেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন হইলেন পঞ্চদশ অলিম্পিকের তৃতীয় স্থানাধিকারী জে. টেলস দ্য কনকেকাও। ১·৯৬ মিটারে (৬ফুঃ ৫ইঃ) আরও তিনজন অবসর গ্রহণ করেন।

বার ২·০০ মিটারে (৬ ফুঃ ৬¾ ইঃ) উঠাইলে ছয়জন আবার এই দূরত্ব অতিক্রমে অসমর্থ হন ও প্রতিযোগিতা ১১ জনের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে। ভারতীয় প্রতিযোগী অজিত সিংও ২·০০ মিটার অতিক্রমে অসমর্থ হওয়ায় অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

পরবর্তী উচ্চতা ছিল ২ ০৩ মিটার (৬ফুঃ ৭¾ ইঃ)। প্রতিযোগিতা এইবার চার্লস ডুমাস (আমেরিকা) চার্লস পোর্টার (অস্ট্রেলিয়া), ইগর কাসকারোভ (সোভিয়েট রাশিয়া), এস. পিটাবসন (সুইডেন) ও কে. মনির (ক্যানাডা) মধ্যে নিবদ্ধ থাকে। ২·১৫ মিটার (৭ ফুঃ ০½ইঃ) লাফাইয়া চার্লস ডুমাস বিশ্ব-রেকর্ড স্থাপন করিলেও প্রথম চেষ্টায় অসমর্থ হন। অবশ্য দ্বিতীয় বার তিনি অনায়াসেই এই উচ্চতা অতিক্রম করেন। কাসকারোভ, পোর্টার ও পিটারসন একবারেই অতিক্রম করিতে সক্ষম হন। কে. মনির কিন্তু তিনটি প্রচেষ্টাই বিফল হয়।

২·০৬ মিটার (৬ ফুঃ ৯ ইঃ) ডুমাস, পোর্টার ও কাসকারোভ প্রথম প্রচেষ্টাতেই সফল হন, কিন্তু পিটারসন তৃতীয় প্রচেষ্টায় অতিক্রম করেন। ২·০৮ মিটারে (৬ ফুঃ ৯ ইঃ) পিটারসন অসমর্থ হইয়া বিদায় গ্রহণ করেন; ২·১০ মিটারে কাসকারোভ বিদায় গ্রহণ করেন; ডুমাস তাঁহার দ্বিতীয় ও পোর্টার তাঁহার তৃতীয় প্রচেষ্টায় সফল হন। ২·১২ মিটার (৬ ফুঃ ১১½ ইঃ) উচ্চতায় ডুমাস তাঁহার তৃতীয় প্রচেষ্টায় সফল হন কিন্তু পোর্টারের তিনটি প্রচেষ্টাই বিফল হওয়ায় অবসর গ্রহণ করেন। বার ইহার পর ২·১৪ মিটার উত্তোলিত হয় ও ডুমাস অসমর্থ হওয়ায় প্রতিযোগিতা শেষ হইয়া যায়। চার্লস এভরেট ডুমাস ২·১২ মিটার, পোর্টার ২·১০ মিটার, ইগর কাসকারোভ ২·০৮ মিটার লাফাইয়া স্বর্ণ- রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। এস. পিটারসন, কে. মনি ও ভি. সিটকিন চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন।

১৯ বৎসর বয়স্ক চার্লস ডুমাসই প্রথম এ্যাথলেট যিনি জুন মাসে সর্বপ্রথম সাত ফুট লাফাইয়া এ্যাথলেটিক জগতে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অন্যান্য শ্বেতকায় এ্যাথলেটের ন্যায় এই এ্যাথলেটের নাম যথোচিত ভাবে প্রচারিত হয় নাই। ষোড়শ অলিম্পিকে বিজয়ের পূর্বে তাঁহার নাম ক্রীড়া জগতে একরূপ অজ্ঞাতই ছিল।

প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিবস ২৪শে নভেম্বর প্রাতে ১০টায় পোলভল্ট, হাতুড়ি নিক্ষেপ, দীর্ঘ লম্ফনের প্রাথমিক প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। পোলভল্টে

আটটি রাষ্ট্রের ১৫ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন এবং যোগ্যতা নির্ধারক উচ্চ[illegible] অতিক্রম করিয়া ১৫ জনই ফাইন্যালে উন্নীত হন। দীর্ঘ লম্ফনে ২০ জন প্রতিযোগী ছিলেন এবং তাহার মধ্যে ফাইন্যালে যোগদানের যোগ্যতা নির্ধারক দূরত্ব ৭·১৫ মিটার (২৩ফুঃ ৫½ইঃ) অতিক্রম করিয়া ১২ জন ফাইন্যালে উন্নীত হন। আই. ওভানেসিয়ানের তিনটি লম্ফনই দুর্ভাগ্যক্রমে "নো জাম্প" বলিয়া ঘোষিত হওয়ায় তিনিও একান্ত দুর্ভাগ্যক্রমেই প্রাথমিক প্রতিযোগিতাতেই অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। পঞ্চদশ অলিম্পিকে তৃতীয় ও. ফোলডেসি (হাঙ্গেরী) ও চতুর্থ স্থানাধিকারী এ. এফ. দ্য সা এবং ভারতীয় প্রতিযোগী এন. মহিন্দর সিং, রাম মেহেরাও অবসর গ্রহণকারীদের দলে ছিলেন।

হাতুড়ি নিক্ষেপের প্রতিযোগিতা দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দান করে। ২১ জন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। যোগ্যতা নির্ধারক দূরত্ব ৫৪ মিটার (১৭৭ ফুঃ ২ ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া ১৪ জন ফাইন্যালে উন্নীত হন। সুইডেনের কে. আসপ্লুন্ডের তিনটি নিক্ষেপই "নো থ্রো" বলিয়া ঘোষিত হয় এবং তিনি প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

প্রাথমিক প্রতিযোগিতা হইতেই পরিষ্কার বুঝা গিয়াছিল যে প্রতিযোগিতা প্রধানতঃ আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিবে। সোভিয়েট প্রতিযোগী আনাতোলিয়ার সামোটসভেটব তাঁহার প্রথম নিক্ষেপেই ৬২·১০ মিটাব (২০৩ ফুঃ ৯ ইঃ) অতিক্রম করিযা পূর্বের অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন।

অপরাহ্নে স্টেডিয়ামে ২১ জন প্রতিযোগী স্টার্টারের সংকেতের সঙ্গে সঙ্গে ৫০,০০০ মিটার ভ্রমণ আরম্ভ করেন। স্টেডিয়াম হইতে বাহির হইয়া বিভিন্ন এলাকা ঘুরিয়া আবার স্টেডিযামে আসিয়াই প্রতিযোগিতা শেষ হইবে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। চেকোশ্লোভাকিয়ার এম. স্ক্রোন্ট সর্বপ্রথম স্টেডিয়াম ত্যাগ করেন ও ২ কিলোমিটার পর্যন্ত তাঁহার এই শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকে। কিন্তু তাঁহার পর নিউজিল্যান্ডের নর্মান রীড স্ক্রোন্টকে অতিক্রম করিয়া অগ্রগামী হন। ৫ কিলোমিটারে সোভিয়েট রাশিয়ার ম্যাস্কিনস্কভ রীডকে অতিক্রম করিযা অগ্রসর হন। তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া জোশেপ ডোলেজাল (চেকো.) ও সুইডেনের জুনগ্রেনও রীডকে অতিক্রম করিযা অগ্রসর হন।

১০ কিলোমিটারে বে-আইনীভাবে ভ্রমণের অভিযোগে অস্ট্রেলিয়াব আল্‌সপকে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয় কিন্তু তখনও ম্যাস্কিনস্কভ অন্যান্য প্রতিযোগিগণ অপেক্ষা অনেক অগ্রগামী ছিলেন। ১৫ কিলোমিটারে লাভোরভ (সোভিয়েট রাশিয়া) ও রীড দ্রুতবেগে ভ্রমণ করিয়া ঠিক ম্যাস্কিনস্কভের পশ্চাতে আসিয়া উপস্থিত হন। ৩৫ কিলোমিটারে লাভোরভকে অবসর গ্রহণে বাধ্য করা হয় ও প্রতিযোগিতা ম্যাস্কিনস্কভ ও রীডের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে। এ সময় অবশ্য প্রত্যেকেই ম্যাস্কিনস্কভই বিজয়ী হইবেন বলিয়া আশা করিতেছিলেন।

৪০ কিলোমিটার হইতে নর্মান রীডের অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দেয়। তিনি তাঁহার গতিবেগের তীব্রতা বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করেন এবং ৪৫ কিলোমিটারে ম্যাস্কিনস্কভকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হন। পঞ্চদশ অলিম্পিকে নবম স্থানাধিকারী জুনগ্রেনও এ সময় অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন এবং এই তিনজনের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছিল অত্যধিক গরমে ইউরোপীয় প্রতিযোগী দুইজনের বেশ অসুবিধা হইতেছে।

নর্মান রীডের প্রতিযোগিতার রাস্তা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান ছিল এবং

অস্ট্রেলিয়ার আবহাওয়াতেই পুষ্ট হওয়ায় তিনি স্বচ্ছন্দভাবেই অগ্রসর হইতেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনিই ৪ ঘণ্টা ৩০ মিনিট ৪২·৮ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিজয় লাভ করেন। ৪ ঘঃ ৩২ মিঃ ৫৭·০ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ম্যাস্কিনস্কভ দ্বিতীয় ও তাঁহার ২:০৫ মিনিট পর শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া জুনগ্রেন তৃতীয় স্থান লাভ করেন। এ. পামিচ (ইটালী), এ. রোকা (হাঙ্গেরী), আর. স্মিথ (অস্ট্রেলিয়া) পর্যায়ক্রমে চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন।

নর্মান রীড প্রকৃতপক্ষে গ্রেট ব্রিটেনের অধিবাসী ছিলেন এবং গ্রেট ব্রিটেনের ভ্রমণ প্রতিযোগিতার জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করিয়াছিলেন। ২০ বৎসর পূর্বে তিনি অস্ট্রেলিয়ায় যাইয়া বসবাস আরম্ভ করেন।

বেলা ২-৩০ মিনিটে ৪০০ মিটার হার্ডলের সেমি-ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগীদের দুইটি হিটে বিভক্ত করা হয় ও আমেরিকার সাইলাস সাদার্ন ও জোসিয়া কালব্রেথ হিট দুইটিতে বিজয় লাভ করেন। কালব্রেথ এই হিটেও ৫০·১ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন। দুইটি হিটেরই প্রথম তিনজন ফাইন্যালে উন্নীত হন এবং এই ছয় জনের মধ্যে তিন জনই ছিলেন আমেরিকান।

অপরাহ্ণ ৪টায় ৮০০ মিটার দৌড়ের সেমি-ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগীদের দুইটি হিটে বিভক্ত করা হয় এবং আমেরিকার টমাস কোর্টনে ও এ. সোয়েল হিট দুইটিতে বিজয় লাভ করেন। দুইটি হিটেরই প্রথম তিনজন ফাইন্যালে উঠেন। ৪০০ মিটার হার্ডলের সঙ্গে সঙ্গেই মাঠের এক পাশে হাতুড়ি নিক্ষেপের ফাইন্যাল চলিতেছিল। দ্বিতীয় রাউণ্ডে সোভিয়েট রাশিয়ার এ্যাথলেট এবং বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী মিখাইল ক্রিভোনোসভ ৬৩·০ মিটার ও তৃতীয় নিক্ষেপে ৬৩·০৩ মিটার (২০৬ ফুঃ ৯½ ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া অগ্রগামী হন। ক্রিভোনোসভ পঞ্চদশ অলিম্পিকে ২৫ জনের মধ্যে শেষ স্থান লাভ করিয়াছিলেন। আমেরিকার হ্যারল্ড কনোলীর তৃতীয় নিক্ষেপ ক্রিভোনোসভ অপেক্ষা ৩৮ সেন্টিমিটার (১৫ইঃ) কম হয়।

চতুর্থ নিক্ষেপে ক্রিভোনোসভ ও কনোলী উভয়েই ভারসাম্য হারাইয়া ফেলেন এবং উভয়েরই নিক্ষেপ "নো থ্রো" বলিয়া ঘোষিত হয়। ক্রিভোনোসভের পঞ্চম নিক্ষেপও "নো থ্রো" বলিয়া গণ্য হয় কিন্তু কনোলী পঞ্চম নিক্ষেপে ৬৩·১৯ মিটার (২০৭ফুঃ ৩½ইঃ) দূরত্বে হাতুড়ি নিক্ষেপ করেন। দুঃখের বিষয় ক্রিভোনোসভের ষষ্ঠ নিক্ষেপটিও বাতিল হইয়া যাওয়ায় হ্যারল্ড ভিনসেন্ট কনোলীর ৬৩·১৯ মিটার নিক্ষেপই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয় ও তিনিই স্বর্ণ পদক লাভ করেন। মিখাইল ক্রিভোনোসভের তৃতীয় নিক্ষেপের ৬৩·০৩ মিটার দূরত্ব তাঁহাকে রৌপ্য পদকে ভূষিত করে। আনাতোলিয়ার সামোটসভেটভ তৃতীয়, আমেরিকার এ হল চতুর্থ, পঞ্চদশ অলিম্পিকে বিজয়ী হাঙ্গেরীর জে চারমার্ক পঞ্চম ও যুগোশ্লাভিয়ার কে. বাকিক ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন।

হ্যারল্ড কনোলী যখন লোহার জালে ঘেরা "থ্রোয়িং কেজে" হাতুড়ি নিক্ষেপ করিতেছিলেন তখন অলিম্পিক প্রতিযোগিনীদের নির্দিষ্ট এলাকায় বসিয়া একজন মহিলা আগ্রহের সহিত তাহার সুন্দর সুঠাম দেহের মাংসপেশীর প্রত্যেকটি ভঙ্গিমা লক্ষ্য করিতেছিলেন আর নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই বালিকার মত হাত তালি দিয়া উঠিতেছিলেন। হ্যারল্ড কনোলী বিজয়ী বলিয়া ঘোষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আনন্দে হাত তালি দিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করেন। অন্যান্য প্রতিযোগিনীর চক্ষে ইহা দৃষ্টিকটু এবং যেন একটু অশোভন ঠেকে।

ইহা ব্যতীত তাঁহাদেরও দেখিবার অসুবিধা হইতেছিল সুতরাং তাঁহারা বারবার মহিলাটিকে বসিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছিলেন।

কিন্তু তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই এই মহিলাটি 'মদনের পঞ্চশরে' বিদ্ধ হইয়াছেন। মেলবোর্ন অলিম্পিক অঙ্গনে চারি চক্ষের মিলনের সঙ্গে সঙ্গেই উভয়ে উভয়ের প্রেমে পড়িয়াছেন। মেলবোর্ন অলিম্পিকের বিজয়ী হ্যারল্ড কনোলী প্রতিযোগিতা-শেষে ঘরে ফিরিয়া গেলেন বটে কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার ঘর আলো করিল অলিম্পিক বিজয়িনী চেকোশ্লোভাকিয়ার কুমারী ওলগা ফিকোটোভা আমেরিকার বধূ হিসাবে। সে আর এক কাহিনী।

অপরাহ্ণে মহিলাদের ১০০ মিটার দৌড়ের হিট অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৩৪ জন প্রতিযোগিনী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে ও তাহাদের ৬টি হিটে বিভক্ত করা হয়। দ্বিতীয় হিটে আমেরিকার মার্লিন ম্যাথুজ ১১·৫ সেকেণ্ডে অলিম্পিক রেকর্ডের সমান করেন কিন্তু তৃতীয় হিটে অস্ট্রেলিয়ার অপর প্রতি-যোগিনী বেটি কাথবার্ট ১১·৪ সেকেণ্ডে দৌড়াইয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারিণী শার্লি স্ট্রিকল্যাণ্ড ১১·৯ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করায় ফাইন্যালে উন্নীত হইতে সক্ষম হন না। প্রত্যেকটি হিটের প্রথম দুইজন সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হন।

একমাত্র ভারতীয় প্রতিযোগিনী কুমারী মেরী লীলা রাও প্রথম হিটে স্টার্টিং-এর পর ১৫ মিটার অতিক্রম করার পূর্বেই পায়ের মাংসপেশীর সঙ্কোচনের জন্য ট্রাকের উপর পড়িয়া যান ও তাঁহাকে এম্বুলেন্সে করিয়া অপসারণ করিতে হয়।

১০০ মিটার দৌড়ের প্রথম সেমি-ফাইন্যালে ইরা মুর্চিসন ও ত্রিনিদাদের মাইকেল অগাস্টিনির মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। উভয়েই ১০·৫ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন। মুর্চিসন প্রথম ও অগাস্টিনি দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। জার্মানীর ম্যানফ্রেড জার্মার ১০·৬ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন ও ফাইন্যালে যোগদানের যোগ্যতা অর্জন করেন। পাকিস্তানের আবদুল খালেক চতুর্থ স্থান লাভ করায় ফাইন্যালে যোগদানের অধিকার হইতে বঞ্চিত হন। দ্বিতীয় সেমি-ফাইন্যালে ববি মরো ১০·৩ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন ও এই অলিম্পিকে পর পর দুইদিন অলিম্পিক রেকর্ডের সমান করেন। থানে বেকার দ্বিতীয় ও অস্ট্রেলিয়ার হেক্টর হোগান তৃতীয় স্থান লাভ করেন। রাশিয়ান প্রতিযোগীদ্বয় উরি কোনোভালভ ও বরিস টোকারেভ ফাইন্যালে যোগদানের অধিকার হইতে বঞ্চিত হন।

অপরাহ্ণে প্রতিকূল বায়ুর মধ্যে দীর্ঘ লম্ফনের ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম রাউণ্ডের শেষে আমেরিকার বেনেট ৭·৬৮ মিটার (২৫ ফুঃ ২¾ ইঃ) লাফাইয়া অগ্রগামী হন। গ্রেগরী বেল বিজয়ী হইবেন তাহা সকলেই আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রবল প্রতিকূল বায়ুর বিরুদ্ধে লম্ফনের জন্য তিনি প্রথমে ৭ মিটারও অতিক্রম করিতে সক্ষম হন না। দ্বিতীয় লম্ফনে বেল ৭·৮৩ মিটার (২৫ ফুঃ ৮¼ ইঃ) অতিক্রম করেন। অন্য কোন প্রতিযোগী এই দূরত্ব অতিক্রম করিতে সক্ষম না হওয়ায় বেলই বিজয়ী বলিয়া ঘোষিত হন। অপর আমেরিকান প্রতিযোগী জন বেনেটের প্রথম রাউণ্ডের ৭·৬৮ মিটার দূরত্বও একমাত্র বেল ব্যতীত অন্য কোন প্রতিযোগী অতিক্রমে সমর্থ না হওয়ায় তিনিই রৌপ্য পদক প্রাপ্ত হন। ফিনল্যাণ্ডের জোরকা ভলকামা, সোভিয়েট রাশিয়ার

ডিমিট্রি বণ্ডারেঙ্কো, নাইজিরিয়ার কে. ওলোয়্ এবং পোল্যাণ্ডের কে. ক্লপ-দ্রোলস্কি পর্যায়ক্রমে তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য, একমাত্র দীর্ঘ লম্ফন ব্যতীত ফিল্ড বিষয়ে অন্যান্য সমস্ত প্রতিযোগিতাতেই নূতন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু বার্লিন অলিম্পিকে জেসি ওয়েন্স যে রেকর্ড স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা সপ্তদশ অলিম্পিকের পূর্বে অন্য কোন এ্যাথলেটের ভাঙ্গিবার সৌভাগ্য হয় নাই।

৪০০ মিটার হার্ডলে প্রথম তিনটি স্থান আমেরিকান এ্যাথলেটগণই অধিকার করেন। বাইশ বৎসর বয়স্ক তরুণ এ্যাথলেট বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী গ্ল্যান ডেভিস ৫০·১ সেকেণ্ডে দূরত্ব অতিক্রম করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করেন ও প্রতিযোগিতায় বিজয় লাভ করেন। হিটে সাইলাস সাদার্ন ৫০·১ সেকেণ্ডে দৌড়াইয়া অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করিলেও এই প্রতি-যোগিতায় ৫০·৮ সেকেণ্ডে দূরত্ব অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। তৃতীয় আমেরিকান এ্যাথলেট জে. কালব্রেথ ৫১·৬ সেকেণ্ডে দূরত্ব অতিক্রম করিয়া তৃতীয় স্থান লাভ করেন। চতুর্থ স্থানের অধিকারী সোভিয়েট রাশিয়ার ইউরি লিট্যুয়েভ পঞ্চদশ অলিম্পিকে (হেলসিঙ্কি) দ্বিতীয় স্থান লাভ করিলেও এই প্রতিযোগিতায় চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে আজ পর্যন্ত যতগুলি ১০০ মিটারের দৌড় অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটিতেই একমাত্র আমেরিকান এ্যাথলেটগণই সফলতা লাভ করিয়াছেন। দ্বিতীয় রাউণ্ডের হিটেও আমেরিকান এ্যাথলেট মরো ও মুর্চি-সন প্রতিকূল বাতাসের বিরুদ্ধে দৌড়াইয়া অলিম্পিক রেকর্ডের সমান করাতে এবং মুর্চিসন ইহার পূর্বে ১০·২ সেকেণ্ডে বিশ্ব রেকর্ড করাতে প্রত্যেকেই ১০০ মিটার দৌড়ে নূতন অলিম্পিক ও বিশ্ব রেকর্ডের আশা করিয়াছিলেন। কিন্ত ফাইন্যালেও প্রবল বাতাসের বিরুদ্ধে উভয় এ্যাথলেটেরই ফলাফল নৈরাশ্যজনক হয়। ১০·৫ সেকেণ্ডে দৌড়াইয়া ববি মরো ও থানে বেকার উভয়েই শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার হেক্টর হোগান, যিনি প্রথম হিটে ১০·৫ সেকেণ্ডে দৌড়াইয়াছিলেন, দর্শকবৃন্দের বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে ১০·৬ সেকেণ্ডে দৌড়াইয়া শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন ও ইরা মুর্চিসনকে পরাজিত করিয়া তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ইরা মুর্চিসন ১০·৮ সেকেণ্ডে দৌড়াইয়া চতুর্থ, জার্মানীর এম. জার্মার ও ত্রিনিদাদের এম. অগাস্টিন যথাক্রমে পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন।

২৬শে নভেম্বর প্রতিযোগিতার তৃতীয় দিবসে বেলা দশটায় জেভেলিন নিক্ষেপের প্রাথমিক প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। ২১ জন প্রতিযোগী প্রতি-যোগিতায় অংশ গ্রহণ করে এবং ফাইন্যালে যোগদানের যোগ্যতা নির্ধারক দূরত্ব ৬৬ মিটার (২১৬ফুঃ ৬¾ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া ১৪ জন ফাইন্যালে উন্নীত হন। আমেরিকান প্রতিযোগী বি. গার্সিয়ার প্রত্যেকটি নিক্ষেপই বাতিল হওয়ায় তিনি প্রাথমিক প্রতিযোগিতার পরই অবসর গ্রহণে বাধ্য হন। অবসর গ্রহণকারীদের মধ্যে পাকিস্তানের কে. জালালও ছিলেন।

অপরাহ্ণ ১-৩০ মিনিটে পোলভল্টের ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য অলিম্পিকের ন্যায় এই অলিম্পিকেও আমেরিকান এ্যাথলেটগণ প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করেন। পোলভল্টই একমাত্র বিষয় যার স্বর্ণপদক আমেরিকা ব্যতীত অন্য কোন দেশ লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। কেবল মাত্র প্রতি-

যোগিতার স্বর্ণপদকই নহে ১২টি অলিম্পিকের ১২টি স্বর্ণপদক, ৮টি রৌপ্য ও ৭টি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন আমেরিকান এ্যাথলেটগণ।

বার সর্বপ্রথম ৪·২৫ মিটারে উঠান হইলে মাত্র ৮ জন ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রতিযোগী অবসর গ্রহণ করেন। ৪·৩৫ মিটারে (১৩ ফুঃ ১১⅛ ইঃ) ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ান ই. ল্যান্ডস্টর্ম ব্যতীত ইউরোপের আরও তিনজন শ্রেষ্ঠ পোলভল্টের প্রতিযোগী এম. প্রুয়েস্‌গার (জার্মানী), আর. লুন্ডবার্গ (সুইডেন) এবং জেড্‌. ওয়ার্জনি (পোল্যান্ড) অবসর গ্রহণ করেন। পরবর্তী উচ্চতা অতিক্রমে অসমর্থ হইয়া চতুর্থ প্রতিযোগী জর্জ ম্যাটোস (আমেরিকা) অবসর গ্রহণ করায় প্রতিযোগিতা রবার্ট রিচার্ডস, রবার্ট গটওয়াস্কি (আমেরিকা) এবং গ্রীসের জর্জেস রোবানিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়।

৪·৫০ মিটারে (১৪ফুঃ ৯ইঃ) রোবানিসের তিনটি প্রচেষ্টাই বিফল হয় কিন্তু অপর দুইজন আমেরিকান প্রতিযোগী প্রথম প্রচেষ্টাতেই উচ্চতা অতিক্রম করেন। ৪·৫৩ মিটারে গটওয়াস্কিও তিনটি লম্ফনে উচ্চতা অতিক্রমে অসমর্থ হইয়া অবসর গ্রহণে বাধ্য হন। শেষ পর্যন্ত আমেরিকান ধর্মযাজক রেঃ রবার্ট ইউজিন রিচার্ডস (বব রিচার্ডস নামেই সমধিক পরিচিত) ৪·৫৬ মিটার (১৪ ফুঃ ১১½ ইঃ) লাফাইয়া অলিম্পিক রেকর্ডকে আরও উন্নত করেন ও প্রতিযোগিতার স্বর্ণপদক লাভ করেন। গটওয়াস্কি রৌপ্য পদক লাভ করেন। জর্জেস রোবানিস তৃতীয় এবং জর্জ ম্যাটোস চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

রবার্ট গটওয়াস্কি আমেরিকায় যে অলিম্পিক প্রতিযোগিতার জন্য বাছাই করার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে চতুর্থ স্থান লাভ করায় আমেরিকান দলে স্থান পান নাই। কিন্তু অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তাঁহাকে ইউরোপ ভ্রমণরত আমেরিকা দলে গ্রহণ করা হয়। রুমানিয়াতে পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহের সহিত দলের একটি সৌহার্দ্যমূলক প্রতিযোগিতায় তিনি ৪·৫৬ মিটার (১৪ফুঃ ১১½ইঃ) লাফান ও সকলকে বিস্মিত করেন। শেষ পর্যন্ত অনেক বিবেচনার পর তাঁহাকে আমেরিকার দলভুক্ত করা হয় ও তিনি প্রথম আবির্ভাবেই রৌপ্য পদক লাভ করেন।*

বেলা আড়াইটায় ২০০ মিটার দৌড়ের হিট অনুষ্ঠিত হয়। ৮১ জন প্রতিযোগীর নাম প্রেরণ করা হইলেও প্রকৃতপক্ষে ৬৮ জন অংশ গ্রহণ করে ও তাঁহাদের ১২টি হিটে বিভক্ত করা হয়। হিটে বিভক্ত করার মধ্যে ব্যবস্থাপকদের অব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ ষষ্ঠ হিটে মাত্র দুইজন প্রতিযোগী থাকায় দুইজনই দ্বিতীয় রাউন্ডে উন্নীত হন। এদিকে আবার দুইটি হিটে সাতজন করিয়াও প্রতিযোগী ছিল।

প্রথম রাউন্ডে প্রাচ্য ভূখন্ডের শ্রেষ্ঠ স্প্রিন্টার পাকিস্তানের আব্দুল খালেক এই রাউন্ডের সর্বাপেক্ষা কম সময় ২১·১ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। বিখ্যাত আমেরিকান স্প্রিন্টারত্রয় ববি মরো ও থানে বেকার উভয়েই ২১·৮ সেকেন্ডে ও এন্ডি ষ্ট্যানফিল্ড ২১·৫ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন। প্রত্যেক হিটের প্রথম দুইজন দ্বিতীয় রাউন্ডে উন্নীত হন। ভারতের মিলখা সিং দ্বিতীয় হিটে ২২·৩ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া চতুর্থ স্থান লাভ করায় অবসর গ্রহণে বাধ্য হন।

* *Sports Illustrated* : June 24, 1957, p. 51.

জেভেলিন নিক্ষেপের ফাইন্যালে সোভিয়েট রাশিয়ার এ্যাথলেট ও পঞ্চদশ অলিম্পিকে জেভেলিন নিক্ষেপের চতুর্থ স্থানাধিকারী ভিক্টর সিবুলেঙ্কো প্রথম বারেই জেভেলিন ৭৪·৯৬ মিটার (২৪৫ফুঃ ১১ইঃ) দূরে নিক্ষেপ করিয়া অলিম্পিক রেকর্ড ভংগ করেন। পরের বারও তিনি ৭৫·৮৪ মিটার দূরে নিক্ষেপ করেন এবং তৃতীয় রাউন্ড পর্যন্ত তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকে। তৃতীয় রাউণ্ডের শেষে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী পোলিশ এ্যাথলেট জানুজ সিডলো ভিক্টর সিবুলেঙ্কোর নিক্ষিপ্ত দূরত্ব অতিক্রম করিয়া ৭৯·৯৮ মিটার (২৬২ ফুঃ ৪½ ইঃ) দূরে নিক্ষেপ করেন ও প্রতিযোগিতায় অগ্রগামী হন।

নরওয়েজিয়ান এ্যাথলেট এজিল ড্যানিয়েলসনের প্রথম তিন রাউণ্ডের শ্রেষ্ঠতম নিক্ষেপ ছিল ৭২·৬০ মিটার (২৩৮ফুঃ ২½ইঃ)। কিন্তু চতুর্থ রাউণ্ডে তাঁহার প্রথম নিক্ষেপের সংগে সংগেই অদ্ভুত হর্ষধ্বনি ও অভিনন্দন আরম্ভ হয়। কারণ উপস্থিত সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন ড্যানিয়েলসনের এই নিক্ষেপ বিশ্ব রেকর্ডও অতিক্রম করিয়া যাইবে। বাস্তবিক পক্ষে ড্যানিয়েলসনের জেভেলিন ৮৫·৭১ মিটার (২৮১ফুঃ ২¼ইঃ) দূরে যাইয়া মাটিতে বিদ্ধ হয়। তাঁহার এই নিক্ষেপ বিজয় ব্যতীতও অলিম্পিক ও বিশ্ব রেকর্ডের সুমহান জয়মাল্য অর্জন করে। জানুজ সিডলো ৭৯·৯৮ মিটার (২৬২ ফুট ৪½ ইঞ্চি) ও ভিক্টর সিবুলেঙ্কো ৭৯·৫০ মিটার (২৬০ ফুট ৯½ইঞ্চি), জার্মানীর হার্বার্ট কোশেলও ৭৪·৬৮ মিটার (২৪৫ ফুট) দূরে জেভেলিন নিক্ষেপ করিয়া পূর্বের অলিম্পিক রেকড ভংগ করেন ও প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করেন। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, অলিম্পিকের ফিল্ড ইভেন্টে কেবলমাত্র জেভেলিনেই বিশ্ব রেকর্ড অনুষ্ঠিত হয়।

এজিল ড্যানিয়েলসনের ২৬শে অক্টোবর অসলোতে জেভেলিন নিক্ষেপ ৩০৭ফুঃ ১ইঃ হইয়াছিল কিন্তু "স্পেনিশ ডিসকাস থ্রো স্টাইলে" নিক্ষিপ্ত হওয়ায় এই ক্ষেপণকে বিশ্ব রেকর্ডের মর্যাদা দেওয়া হয় না।*

অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটায় ৮০০ মিটার দৌড়ের ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী বেলজিয়ামের দৌড়বিদ রজার মোয়েন্স, এবং মোয়েন্সের পূর্বের বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী দীর্ঘদেহী (৬ফুঃ ৪ইঃ লম্বা) আমেরিকান এ্যাথলেট টমাস কোর্টনে, ইংলণ্ডের খ্যাতনামা দৌড়বিদ ডেরেক জনসন ও এম. ফ্যারেল, নরওয়ের বয়সেন, আমেরিকার আর্নল্ড সোয়েল প্রমুখ আটজন চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় প্রত্যেকেই কোর্টনে, মোয়েন্স ও জনসনের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার আশা করিয়াছিলেন।

দুইটি ফল্‌স্‌ স্টার্ট-এর পর তৃতীয় বার স্টার্টারের পিস্তলের আওয়াজের সংগে সংগে টমাস কোর্টনে অগ্রবর্তী হন এবং তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া সোয়েল এবং বয়সেন দৌড়াইতে থাকেন। প্রতিযোগিতার অগ্রগতির সংগে সংগে সোয়েল, বয়সেন ইত্যাদি পিছাইয়া পড়িতে থাকেন এবং প্রতিযোগিতা ক্রমশঃ কোর্টনে ও জনসনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত এক গজেরও কম ব্যবধানে জনসনকে পরাজিত করিয়া কোর্টনে ১ মিনিট ৪৭·৭ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম

* আন্তর্জাতিক অপেশাদার এ্যাথলেটিক ফেডারেশনের আইন অনুযায়ী "স্পেনিশ ডিসকাস থ্রো স্টাইলে" জেভেলিন নিক্ষেপ করা বিধিসম্মত নয়।

করেন ও নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন ও স্বর্ণপদক লাভ করেন। তাঁহার মাত্র ·১ সেকেন্ড পর শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ডেরেক জনসন রৌপ্য পদক লাভ করেন। এ. বয়সেন, আর্নল্ড সোয়েল, এম. ফ্যারেল যথাক্রমে ১মিঃ ৪৮·১সেঃ. ১মিঃ ৪৮·৩সেঃ ও ১মিঃ ৪৯·২ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া প্রতি-যোগিতায় তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান লাভ করেন। টমাস কোর্টনে ব্যতীতও অন্য তিনজন এ্যাথলেট পুরাতন অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন ও ফ্যারেল পুরাতন অলিম্পিক রেকর্ডের সমান করেন।

৫,০০০ মিটার দৌড়ের প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় ২৩ জন প্রতিযোগীকে তিনটি হিটে বিভক্ত করা হয। গর্ডন পিরি (গ্রেট ব্রিটেন) প্রথম হিটে ১৪:২৫·৬ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিজয় লাভ করেন। অপর দুইটি হিটে অস্ট্রেলিয়ার এ. লরেন্স ১৪:১৪·৬ মিনিটে ও এ. টমাস ১৪:১৪·২ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিজয় লাভ করেন। দ্বিতীয় হিটে লরেন্সের নিকট ১০,০০০ মিটার দৌড়ের বিজয়ী ভ্যাদিমির কুটসের পরাজয় দর্শকদের বিস্মিত করে; অবশ্য বিশেষজ্ঞগণ ধারণা করিয়াছিলেন যে ফাইন্যালে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য কুটস্ প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া দৌড়ান নাই। প্রত্যেকটি হিটের প্রথম পাঁচজন ফাইন্যালে উন্নীত হন। দ্বিতীয় হিটে ফিনল্যাণ্ডের কে. তাইপালে অন্যান্য হিটের ফাইন্যালে যোগদানকারী প্রতি-যোগিগণ অপেক্ষা অনেক কম সময়ে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করা সত্ত্বেও হিটে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করায় একান্ত দুর্ভাগ্যক্রমেই ফাইন্যালে যোগদানের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হন।

এইদিন শেষ প্রতিযোগিতা দুইটি ছিল মহিলাদের ১০০ মিটার দৌড়ের ফাইন্যাল ও ২০০ মিটার দৌড়ের দ্বিতীয় রাউন্ড হিটের অনুষ্ঠান। ২০০ মিটারের দ্বিতীয় রাউণ্ডে ২৪ জন প্রতিযোগীকে ৪টি হিটে বিভক্ত করা হয় ও প্রত্যেক হিটের প্রথম তিনজন সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হন। আবদুল খালেক এবারও প্রথম হিটে ২১·১ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিযা প্রথম স্থান অধিকার করেন ও সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হন। অপর তিনটি হিটে জয় লাভ করেন তিনজন আমেরিকান স্প্রিন্টার ববি মরো, থানে বেকার ও এণ্ডি স্ট্যান-ফিল্ড যথাক্রমে ২১·৯, ২১·২ ও ২১·১ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া। প্রত্যেকটি হিটের প্রথম তিনজন সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হন।

হেলসিঙ্কিতে মহিলাদের ১০০ মিটার দৌড়ের ফাইন্যালে প্রথম চারজনের মধ্যে তিনজনই ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার এ্যাথলেট। ষোড়শ অলিম্পিকেও প্রথম ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন অস্ট্রেলিযার বেটি কাথবার্ট ও মার্লিন ম্যাথুজ। হিটে অলিম্পিক রেকর্ড করিলেও বেটি কাথবার্ট ফাইন্যালে ১১·৫ সেকেণ্ডে দূরত্ব অতিক্রম করায় অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করিতে সক্ষম হন নাই। মার্লিন ম্যাথুজ ১০০ মিটারে বিজয়ী হইবেন বিশেষজ্ঞদের এই ধারণাই ছিল কিন্তু জার্মানীর ক্রিস্টা স্টাবনিকও তাঁহাকে পরাজিত করিয়া রৌপ্য পদক লাভ করেন। ম্যাথুজ তৃতীয় স্থান লাভ কবেন। স্টাবনিক ও ম্যাথুজ উভয়েরই সময় ১১·৭ সেকেন্ড হয়। হিটে ১১·৪ সেকেণ্ডে অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করিলেও ম্যাথুজের এই অসাফল্য সকলের বিস্ময় সঞ্চার করে। আমেরিকার ইজাবেলি ড্যানিয়েল, ইটালীর জি. লিয়ন ও ব্রিটেনের এইচ. আর্মিটেজ যথাক্রমে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, বেটি কাথবার্টের অর্জিত স্বর্ণপদকই ষোড়শ অলিম্পিকে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম স্বর্ণপদক।

তৃতীয় দিনের শেষে প্রথম ছয়টি দেশের পদক লাভের খতিয়ান নিম্নরূপ (স্টকহলমে অনুষ্ঠিত অশ্বারোহণ কলাকৌশল প্রতিযোগিতার পদকও ইহার মধ্যে ধরা হইয়াছে) ছিল :

দেশ	স্বর্ণ পদক	রৌপ্য পদক	ব্রোঞ্জ পদক
আমেরিকা	৭	৪	১
সোভিয়েট রাশিয়া	৩	৬	৩
সুইডেন	৩	১	—
জার্মানী	২	৩	১
ইটালী	১	২	২
ব্রিটেন	১	২	—

২৭শে নভেম্বর প্রতিযোগিতার চতুর্থ দিবসে বেলা ১০টায় হপ স্টেপ এন্ড জাম্প, ডিসকাস নিক্ষেপ ও মহিলাদের দীর্ঘলম্ফনের প্রাথমিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। হপ স্টেপ এন্ড জাম্পে ৩২ জন প্রতিযোগীর মধ্যে মূল প্রতিযোগিতায় যোগদানের যোগ্যতানির্ধারক দূরত্ব ১৪·৮০ মিটার (৪৮ফুঃ ৬২/৩ইঃ) অতিক্রম করিয়া ২১ জন মূল প্রতিযোগিতায় উন্নীত হন।

মূল প্রতিযোগিতায় আমেরিকার ডব্লু শার্পের ১৫·৮৮ মিটার (৫২ ফুট ১ ইঞ্চি) দূরত্বই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয়। দ্বিতীয় রাউণ্ডে ব্রাজিলের ডা সিলভা ১৬·০৪ মিটার লাফাইয়া অগ্রগামী হন। পরমুহূর্তেই আইসল্যাণ্ডের ভিলজালমার ইর্নারসন এই দূরত্ব অতিক্রম করিয়া ১৬·২৬ মিটার (৫৩ ফুট ৪ ইঞ্চি) লাফান ও ডা সিলভার অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন। শেষ পর্যন্ত এ. ফেরেরা, ডা সিলভা, ভি. ইর্নারসন, ভিটোল্ড ক্রীর (সোভিয়েট রাশিয়া), ডব্লু. শার্প (আমেরিকা), এম. বিহাক (চেকোশ্লোভাকিয়া) ও লিওনিড শার্বাখভ (সোভিয়েট রাশিয়া) ফাইন্যালে উন্নীত হন।

ডিসকাস নিক্ষেপে ২০ জন প্রতিযোগী ছিলেন এবং তাহার মধ্যে ১৬ জনই মূল প্রতিযোগিতায় উন্নীত হন। চতুর্দশ অলিম্পিকে বিজয়ী এবং পঞ্চদশ অলিম্পিকে দ্বিতীয় এডলফো কনসোলিনি তাঁহার প্রথম নিক্ষেপেই ৫১·৯২ মিটার নিক্ষেপ করেন এবং তাহার পরই আমেরিকার ফরচুন গর্ডিয়েন ৫৪·৭৫ মিটার নিক্ষেপ করিয়া অগ্রগামী হন বটে কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যেই অপর আমেরিকান প্রতিযোগী আলফ্রেড ওর্টার ৫৬·৩৬ মিটার নিক্ষেপ করিয়া গর্ডিয়েনের সীমারেখাও ছাড়াইয়া যান। শেষ পর্যন্ত ওর্টার গর্ডিয়েন, ডি. কোচ (আমেরিকা), এম. ফ্যারাও (গ্রেট ব্রিটেন), ও. গ্রিগলকা (সোভিয়েট রাশিয়া) ও এডলফো কনসোলিনি এই ছয়জন ফাইন্যালে উন্নীত হন।

মহিলাদের দীর্ঘলম্ফনে ১৯ জন যোগদান করেন ও তাঁহাদের মধ্যে ৫·৭০ মিটার (১৮ফুঃ ৮১/৩ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া ১২ জন মূল প্রতিযোগিতায় উন্নীত হন। সোভিয়েট রাশিয়ার গ্যালিনা পোপোভা প্রতিযোগিতার পূর্বে লম্ফনের সময় দুর্ভাগ্যক্রমে আহত হওয়ায় প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণে সমর্থ হন না।

বেলা ২-৩০টায় মহিলাদের ৮০ মিটার হার্ডলের প্রাথমিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ২২ জন প্রতিযোগিনী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন ও প্রতিযোগিনীদের ৪টি হিটে বিভক্ত করা হয়। অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিখ্যাত হার্ডলার শার্লি স্ট্রিকল্যান্ড ডি. লা হান্টি ও নর্মা থ্রোয়ার উভয়েই হিটের

সর্বাপেক্ষা কম সময় ১০·৮ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন। প্রতিযোগিতা শেষে প্রত্যেক হিটের প্রথম তিনজন সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হন।

একই সংগে মাঠের অপর প্রান্তে হপ স্টেপ এণ্ড জাম্পের ফাইন্যাল চলিতেছিল। চতুর্থ লম্ফনে ব্রাজিলের কীর্তিমান এ্যাথলেট এডিমির ফ্যারেরা ডা সিলভা ১৬·৩৫ মিটার (৫৩ফুঃ ৭½ইঃ) লাফাইয়া ইর্নারসনের লাফানো দূরত্ব অতিক্রম করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী দুইটি রাউণ্ডে অপর কোন প্রতিযোগী আর কোন উন্নতি করিতে সমর্থ হন না এবং এডিমির ফ্যারেরা ডা সিলভাই ১৬·৩৫ মিটার লাফাইয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। ভিলজালমার ইর্নারসন ১৬·২৬ মিটার লাফাইয়া দ্বিতীয়, সোভিয়েট রাশিয়ার ভিটোল্ড ক্রীর ১৬·০২ মিটার লাফাইয়া তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ডব্লু. শার্প ও এম. রিহাক চতুর্থ ও পঞ্চম এবং পঞ্চদশ অলিম্পিকে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী সোভিয়েট এ্যাথলেট শারবাকভ ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন। ডা সিলভা প্রথমে ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। ১৯৪৭ সালে তিনি ফুটবল ছাড়িয়া হপস্টেপ এণ্ড জাম্প আরম্ভ করেন। প্রথম লম্ফনেই তিনি ৫২ফুঃ ৯½ইঃ অতিক্রম করায় তাঁহার কোচ ভবিষ্যৎ বাণী করেন "তিনি একদিন বিশ্ববিজয়ী হইবেন"। পর বৎসরই তিনি লণ্ডন অলিম্পিকে যোগদান করেন।

১৯৫২ সালে পঞ্চদশ অলিম্পিকেও তিনি অলিম্পিক রেকর্ডসহ হপস্টেপ এণ্ড জাম্পের স্বর্ণপদক লাভ করেন। এই প্রতিযোগিতার শেষে তিনি তাঁহার অদ্ভুত লম্ফন-নৈপুণ্যের জন্য "ব্ল্যাক প্যান্থার" নামে পরিচিত হন।

ভারতীয় প্রতিযোগী এন. মহিন্দর সিং ১৫·২০ মিটার (৪৯ফুঃ ১০½ইঃ) লাফাইয়া পঞ্চদশ স্থান লাভ করেন।

বেলা ৩টার পর ১১০ মিটার হার্ডলের প্রাথমিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৫টি রাষ্ট্র হইতে ২৪ জন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন ও তাঁহাদের ৪টি হিটে বিভক্ত করা হয়। দ্বিতীয় হিটে আমেরিকার লী কালহাউন ১৪·১ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া হিটের সর্বাপেক্ষা কম সময়ে শেষ সীমান্ত অতিক্রমের সৌভাগ্য লাভ করেন। প্রত্যেকটি হিটের প্রথম তিনজন সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হন। ভারতীয় প্রতিযোগী শ্রীচাঁদরাম চতুর্থ হিটে ১৬·১ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া সর্বশেষ স্থান লাভ করায় প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

ডিসকাস নিক্ষেপের ফাইন্যাল এই সময় মাঠের এক প্রান্তে আরম্ভ হইয়াছিল। প্রত্যেকেই আশা করিয়াছিলেন ফরচুন গর্ডিয়েন তাঁহার নিক্ষেপকে আরও উন্নত করিতে সমর্থ হইবেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পরবর্তী তিনটি নিক্ষেপে তিনি ওর্টারের নিক্ষিপ্ত সীমারেখা অতিক্রম করিতে সক্ষম হন না; ফলে ওর্টারের নিকট তাঁহার পরাজয় বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। চতুর্থ রাউণ্ডে আমেরিকার ডেসমণ্ড কোচ ৫৩·৬৪ মিটার নিক্ষেপ করেন বটে কিন্তু পঞ্চম রাউণ্ডে এম. ফ্যারাও ৫৪·২৭ মিটার (১৭৮ফুঃ ০½ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ষষ্ঠ রাউণ্ডে কোচ আবার তাঁহার নিক্ষেপকে অতিক্রম করিয়া ৫৪·৪০ মিটার (১৭৮ফুঃ ৫½ইঃ) নিক্ষেপ করায় তৃতীয় ও ফ্যারাও চতুর্থ স্থান লাভ করেন। অপর চারজন প্রতিযোগীর পরবর্তী তিনটি নিক্ষেপে আর কোন পরিবর্তন হয় না।

প্রতিযোগিতা শেষে আলফ্রেড ওর্টার ৫৬·৩৬ মিটার নিক্ষেপ করিয়া অলিম্পিক রেকর্ডসহ স্বর্ণপদক অর্জন করেন ও বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ফরচুন-

গার্ডিয়েনকে পরাজিত করিবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। ৫৪·৮১ মিটার নিক্ষেপ করিয়া ফরচুন গার্ডিয়েন দ্বিতীয় এবং ডেসমণ্ড কোচ, এম. ফ্যারাও, ও. গ্রিগলকা এবং এডলফো কনসোলিনি পর্যায়ক্রমে তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন।

এডলফো কনসোলিনি সর্বপ্রথম বার্লিন অলিম্পিকে আত্মপ্রকাশ করেন এবং দীর্ঘ ২০ বৎসর ধরিয়া অদম্য উৎসাহে চারিটি অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশে ইটালিয়ান অলিম্পিক কমিটি সপ্তদশ অলিম্পিকে যোগদানকারী প্রতিযোগীদের পক্ষে "অলিম্পিক প্রতিজ্ঞা" গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে মনোনীত করেন।

৩,০০০ মিটার স্টিপলচেজে ২১ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন ও প্রতিযোগীদের দুইটি হিটে বিভক্ত করা হয়। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক এই প্রতিযোগিতার প্রথম হিটে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী হাঙ্গেরীর স্যাণ্ডোর রোজস্নোই ও গ্রেট ব্রিটেনের জে. ডিসলে উভয়েই ৮:৪৬·৬ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া পর্যায়ক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। মাত্র ·০২ সেকেণ্ডের ব্যবধানে নরওয়ের ই লার্সেন তৃতীয় স্থান লাভ করেন। দ্বিতীয় হিটে ই. শার্লি (গ্রেট ব্রিটেন) ভূতপূর্ব বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী সোভিয়েট রাশিয়ার এস. রিজিশ্চনকে পরাজিত করিয়া ফাইন্যালে উন্নীত হন। প্রত্যেকটি হিটের প্রথম পাচজন ফাইন্যালে উন্নীত হন। পঞ্চদশ অলিম্পিক বিজয়ী হোরেশ এ্যাসেনফেল্টার প্রথম হিটে ষষ্ঠ স্থান লাভ করায় ফাইন্যালে যোগদানের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হন।

২০০ মিটার দৌড়ের ফাইন্যালে ববি মরো* ব্যতীত গতবারের বিজয়ী এণ্ডি স্ট্যানফিল্ড ওয়াল্টার বেকার, ত্রিনিদাদের মাইকেল অগাস্টিনি, সোভিয়েট রাশিয়ার টোকারেভ এবং ব্রাজিলের জে. টেল্লাস দ্য কনকিকাও ছিলেন। প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠতম "স্প্রিন্টার" নামে খ্যাত পাকিস্তানের আবদুল খালেক প্রাথমিক প্রতি-যোগিতায় বেশ ভাল ফল দেখাইলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ সেমি-ফাইন্যালে ২১·৫ সেকেণ্ডে দৌড়াইয়া চতুর্থ স্থান লাভ করায় ফাইন্যালে যোগদানের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হন।

পিস্তলের আওয়াজের সংকেতধ্বনির সংগে সংগেই মরো অগ্রবর্তী হন। তাঁহার পরই স্ট্যানফিল্ড, বেকার ও অগাস্টিনি স্টার্ট নেন। কিন্তু বেকার ও অগাস্টিনি ক্রমশই পিছাইয়া পড়িতে থাকেন। প্রথম ল্যাপের পর মরো ও স্ট্যানফিল্ডের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। স্ট্যানফিল্ড তাঁহার পূর্বের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন কিন্তু মরো তাঁহাকে পরাজিত করিয়া ২০·৬ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন ও নূতন অলিম্পিক রেকর্ডসহ স্বর্ণপদক লাভ করেন। তাঁহার ·১ সেকেণ্ড পরে** স্ট্যানফিল্ড শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া রৌপ্য পদক ও ২০·৯ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ১০০ মিটার দৌড়ের রৌপ্য পদকের অধিকারী ওয়াল্টার (থানে) বেকার ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। এইরূপে স্প্রিন্টে প্রদত্ত ছয়টি পদকের মধ্যে পাঁচটি পদক লাভ করিয়া আমেরিকা অশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। অগাস্টিনি, টোকা-

* সরকারী পুস্তিকায় রবার্ট মরোর নাম 'ববি মরো' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

** এণ্ডি স্ট্যানফিল্ড পঞ্চদশ অলিম্পিকেও এই সময় ২০·৭ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিজয় লাভ করিয়াছিলেন।

রায়েভ ও টেলিস দ্য কনকিকাও যথাক্রমে ২১·১, ২১·২ ও ২১·৩ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন।

প্রবল প্রতিকূল বাতাসের জন্য ববি মরো ১০০ মিটার দৌড়ে নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করিতে সক্ষম না হইলেও ২০০ মিটার দৌড়ে ১৯৩৬ সালে বার্লিনে অনুষ্ঠিত পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্প্রিন্টার জেসি ওয়েন্সের রেকর্ড ভঙ্গ করেন। ইহা ব্যতীতও ১০০ ও ২০০ মিটার স্প্রিন্টের এই উভয় বিষয়েই বিজয়ী হইয়া অশেষ খ্যাতি লাভ করেন। জেসি ওয়েন্সের একাদশ অলিম্পিকের ১০০ ও ২০০ মিটারের স্বর্ণপদক প্রাপ্তির পর বিগত ২০ বৎসর অন্য কোন এ্যাথলেটের এ সৌভাগ্য হয় নাই। ওয়াল্টার বেকার পঞ্চদশ অলিম্পিকেও দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়াছিলেন।

মহিলাদের দীর্ঘলম্ফনের ফাইন্যালে বিশ্বরেকর্ডের অধিকারিণী পোলিশ এ্যাথলেট এলিজাবেথ ডুমস্কা ক্রেজিসিনস্কা, ভূতপূর্ব বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারিণী ব্রিটেনের থেলমা হপকিন্স, শীলা হসকিন, আমেরিকার উইলি হোয়াইট, সোভিয়েট রাশিয়ার নাদের দাভালিচভিলি, ভি. চাপরোনোভা, ফ্রান্সের এম. ল্যাম্বার্ট, জার্মানীর এরিকা ফিস্‌ক্‌ ইত্যাদি ছিলেন। ইহার মধ্যে প্রথম চারজন প্রতিযোগিনী ইতিপূর্বে ২০ ফুট পর্যন্ত লম্ফনে সমর্থ হইলেও এই প্রতিযোগিতাতে তাঁহারা কোন স্থানই লাভ করিতে পারেন নাই।

ডুমস্কা ক্রেজিসিনস্কা পঞ্চদশ অলিম্পিকে দ্বাদশ স্থান লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বৎসর তিনি ৬·৩৫ মিটার (২০ফুঃ ১০ইঃ) লাফাইয়া গ্যালিনা পাপোভার (ভিনোগ্রাদোভা) বিশ্ব বেকর্ড ভঙ্গ করিয়া নূতন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন। সতরাং তাঁহার বিজয় সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না। সহজেই তিনি এবারও ৬·৩৫ মিটার (২০ফুঃ ১০ইঃ) লাফাইয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ড ও তাঁহার বিশ্ব রেকর্ডের সমান করেন এবং পোল্যাণ্ডের পক্ষে প্রথম ও একমাত্র স্বর্ণপদকটি অর্জন করেন। ৬·০৯ মিটার (১৯ফুঃ ১১¾ইঃ), ৬·০৭ মিটার (১৯ফুঃ ১১ইঃ), ৫·৮৯ মিটার (১৯ফুঃ ৩¾ইঃ) লাফাইয়া যথাক্রমে উইলি হোয়াইট, নাদের দাভালিচভিলি, এরিকা ফিস্‌ক্‌ (জার্মানী) দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করেন। ভূতপূর্ব বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারিণী গ্যালিনা ভিনোগ্রাদোভা (প্রাক্‌-বৈবাহিক জীবনে গ্যালিনা পাপোভা) আহত হইয়া প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ না করিলে প্রথম তিনজনের মধ্যেই স্থান লাভ করিতেন সন্দেহ নাই। চতুর্দশ অলিম্পিকে এ বিষয়ে বিজয়িনী ওলগা গ্যারম্যাটি একাদশ স্থান লাভ করেন।

মহিলাদের ৮০ মিটার হার্ডলের সেমি-ফাইন্যালে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিখ্যাত মহিলা এ্যাথলেট শার্লি স্ট্রিকল্যাণ্ড ও জার্মানীর গিজেলা কলার উভয়েই ১০·৮ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন! এই দুইজন এ্যাথলেট ব্যতীত অস্ট্রেলিয়ার এন. থ্রোয়ার. ও জি. কুক ও সোভিয়েট রাশিযার জি. বাইস্ট্রভা ও এম. গলুব্‌নিচা ফাইন্যালে উঠেন।

প্রতিযোগিতার পঞ্চম দিন ২৮শে নভেম্বর সকাল ১০টায় লৌহগোলক নিক্ষেপ ও মহিলাদের জেভেলিন নিক্ষেপের প্রাথমিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। লৌহগোলক নিক্ষেপে ১৪ জন প্রতিযোগীকেই ফাইন্যালে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়। মহিলাদের জেভেলিন নিক্ষেপে ১৯ জন প্রতিযোগিনী ছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে ফাইন্যালে যোগদানের যোগ্যতানির্ধারক দূরত্ব ৪৩ মিটার (১৪১ফুঃ ১ইঃ) অতিক্রম করিয়া ১৪ জন মূল প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ

বেলা ১১টায় পুনরায় ডেকাথ্‌লন আরম্ভ হয়। এবার দীর্ঘ লম্ফন। দীর্ঘ লম্ফনে রেফার জনসন ৭·৩৪ মিটার (২৪ ফুঃ ১ ইঃ) লাফাইয়া প্রথম ও মিল্টন ক্যাম্পবেল ৭·৩৩ মিটার (২৪ ফুঃ ½ ইঃ) লাফাইযা দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। কুজনেটসভ ও লোএর এবারও লাভ করেন তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান।

ক্যাম্পবেলকে পরাজিত করিলেও দীর্ঘ লম্ফনে রেফার জনসনের আঘাত-প্রাপ্ত পায়ে পুনরায় আঘাত লাগে, খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া তিনি ক্রীড়াক্ষেত্র ত্যাগ করেন। চোখেমুখে ভাসিয়া উঠে হতাশার ছাপ। নিয়তির বিরূপ ভ্রূকুটিতে তাঁহার বিজযের সম্পূর্ণ আশাই বুঝি নির্মূল হইয়া যায়। তবুও তিনি দমিলেন না। রৌপ্য পদকের লডাইয়ের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ডেকাথ্‌লনের লৌহগোলক নিক্ষেপে ১৪·৭৬ মিটার (৪৮ফুঃ ৫ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া মিল্টন ক্যাম্পবেল প্রথম, ১৪·৪৯ মিটাব (৪৭ ফুঃ ৬½ ইঃ) নিক্ষেপ করিযা ভি. কুজনেটসভ (সোভিয়েট রাশিয়া) দ্বিতীয় এবং বেফাব জনসন তৃতীয স্থান লাভ করেন। এই বিজয়ের ফলে ক্যাম্পবেল, জনসন ও কুজনেটসভ যথাক্রমে ২,৭৩৮, ২,৬৬৯ ও ২৪৫২ পয়েন্ট পাইযা প্রথম তিনটি স্থান অধিকাব করিয়া থাকেন।

৪০০ মিটারের সেমি-ফাইন্যালে প্রতিযোগীদের দুইটি হিটে বিভক্ত করা হয়। প্রথম হিটে আর্দালিয়োঁ ইগনাটিযেভ (সোভিয়েট রাশিয়া) ও দ্বিতীয় হিটে চালর্স জেঙ্কিন্স বিজয় লাভ করিযা ফাইন্যালে উন্নীত হন। বিশ্ব-রেকর্ডের অধিকারী আমেরিকার লাউ জোন্সও প্রথম হিটে তৃতীয স্থান লাভ করিয়া ফাইন্যালে উঠেন। দ্বিতীয হিটে কে গসপাব ৪৬·২ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিযাও দুর্ভাগ্যবশতঃ ফাইন্যালে উন্নীত হইতে সমর্থ হন না। অথচ প্রথম হিটে বিজয়ী ইউরোপের চ্যাম্পিয়ন আর্দালিযোঁ ইগনাটিয়েভ ৪৬·৮ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া হিটে বিজয় লাভ করিয়াছিলেন। দুইটি হিটেরই প্রথম তিনজন ফাইন্যালে উন্নীত হন।

মহিলাদের ২০০ মিটার দৌড়েব প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় ২৭ জন প্রতি-যোগিনী অংশ গ্রহণ করেন ও তাঁহাদেব ছযটি হিটে বিভক্ত করা হয। প্রথম হিটে বেটি ক্যাথবার্ট প্রথম রাউন্ডেব সর্বাপেক্ষা কম সময ২৩·৫ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন। প্রত্যেকটি হিটের প্রথম দুইজন সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হন।

বেলা ৪টায় ডেকাথ্‌লনেব উচ্চলম্ফন আরম্ভ হয়। একই সঙ্গে ট্র্যাকে ৩,০০০ মিটার স্টিপলচেজেরও ফাইন্যাল আরম্ভ হয়।

ডেকাথ্‌লনেব উচ্চলম্ফনে কিন্তু প্রথম তিনজনের কেহই বিজয লাভ করিতে সক্ষম হন নাই। ১·৯৫ মিটার (৬ ফুঃ ৪¾ ইঃ) লাফাইয়া এ বিষযে প্রথম স্থান লাভ করেন চীনের* (ফরমোসা) সি. ইয়াঙ। ক্যাম্পবেল ও ইউ. পালু যুগ্মভাবে দ্বিতীয় এবং লোএর এবং জনসন যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

হার্ডল ও জলপূর্ণ পরিখার বাধা সমন্বিত ৩,০০০ মিটার স্টিপলচেজের ফাইন্যালে ভূতপূর্ব বিশ্ব-রেকর্ডের অধিকারী হাঙ্গেরী স্যান্ডোর রোজস্নোই, জার্মানীর এইচ. লাউফার, সোভিয়েট রাশিযার এস রিজিশ্চিন, গ্রেট ব্রিটেনের ক্রীস্টোফার (ক্রীশ) ব্রাশার, ও জন ডিসলে, নরওয়ের ই. লার্সেন ইত্যাদি ছিলেন।

* এই নামেই ফরমোসার এ্যাথলেটবৃন্দকে অলিম্পিকে অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া হইয়াছিল।

স্টার্টিং-এর সংকেতের সঙ্গে সঙ্গে ডিসলে দৌড় আরম্ভ করিলেও প্রথম ল্যাপের শেষে লার্সেন ডিসলেকে অনুসরণ করিয়া দৌড়াইতে থাকেন। তৃতীয় ল্যাপে লার্সেন সকলকে অতিক্রম করিয়া অগ্রগামী হন। শেষের দুই ল্যাপ বাকি থাকিতে প্রথমে লার্সেন ও তাঁহার পশ্চাতে পর্যায়ক্রমে রিজিশ্চিন. ব্রাশার, রেজস্নোই এবং ডিসলে দৌড়াইতেছিলেন।

শেষ ল্যাপে রিজিশ্চিন অগ্রগামী হন ও ব্রাশার ও লার্সেন তাঁহাকে অনুসরণ করিতে থাকেন। শেষ সীমান্তের ২৭৪ মিটার বাকি থাকিতে ব্রাশার তাঁহার গতিবেগের তীব্রতা অসম্ভবভাবে বৃদ্ধি করেন ও সকলকে অতিক্রম করিয়া শেষ সীমান্তের দিকে দৌড়াইতে থাকেন। রেজস্নোইও তাঁহার গতিবেগ বৃদ্ধি করেন ও শেষ সীমান্তের ২৫ গজের মধ্যে উভয়ের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। ব্রাশার রেজস্নোইকে দশ গজ ব্যবধানে পরাজিত করেন ও ৮ মিঃ ৪১·২ সেকেণ্ডে নূতন অলিম্পিক রেকর্ডসহ প্রতিযোগিতায় বিজয় লাভ করেন। কিন্তু ব্রাশারের শেষ সীমান্ত অতিক্রমের পূর্বে হইতেই প্রতিবাদের প্রতীক লাল পতাকা দেখান হইতেছিল। অনতিবিলম্বে বিচারকমণ্ডলীর একটি পরামর্শ সভা আরম্ভ হইয়া যায়। দশ মিনিট পর বিচারকমণ্ডলীর মতামত প্রচার করা হয়। শেষ ল্যাপে লার্সেনকে বাধা দেওয়ার অভিযোগে ব্রাশার শাস্তিমূলক ব্যবস্থাতে বিজয় লাভের অযোগ্য বিবেচিত হইলেন ও স্যাণ্ডোর বেজস্নোই বিজয়ী বলিয়া ঘোষিত হন। ব্রাশার "জুরী অফ এ্যাপিলের" নিকট শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আবেদন জানাইলেন। জুরী অফ এ্যাপিল সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া ব্রাশারকেই বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের "ব্লু" ব্রাশাবেব এই বিজয় গ্রেট ব্রিটেনের ক্রীড়াজগতের পক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ক্রীশ ব্রাশার ২৪ বৎসর পর ইংলণ্ডের পক্ষে এ্যাথলেটিকসেব প্রথম স্বর্ণ পদক অর্জনের গৌবব লাভ করেন। ৮ মিঃ ৪৩·৬ সেকেণ্ডে স্যাণ্ডোর রোজস্নোই*, ৮মিঃ ৪৪ সেকেণ্ডে লার্সেন, ৮মিঃ ৪৪·৪ সেকেণ্ডে হাইঞ্জ লোফার শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ কবেন।

বেলা ৪টার সময় ১,৫০০ মিটার দৌড়েব প্রাথমিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ৩৭ জন প্রতিযোগীকে তিনটি হিটে বিভক্ত করা হয় ও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক প্রতিযোগিতার পর প্রত্যেকটি হিটের প্রথম চারজনকে ফাইন্যালে গ্রহণ করা হয়। অবসরগ্রহণকারীদের মধ্যে বিশ্ব-রেকর্ডের অধিকারী হাঙ্গেরীর আই. রোজভল্গি অন্যতম। অস্ট্রেলিয়ার এম লিংকন দ্বিতীয় হিটে ৩ : ৪৫·৪ মিনিটে দৌড়াইয়া প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় সর্বাপেক্ষা কম সময়ে শেষ সীমান্ত অতিক্রমের সৌভাগ্য লাভ করেন। পঞ্চদশ অলিম্পিক বিজয়ী জে. বার্থেলও ফাইন্যালে যোগদানের সুযোগ পান নাই।

এইদিনেব শেষ ফাইন্যাল ছিল ৪০০ মিটার দৌড়। একবার ফলস্ স্টার্টের পর লাউ জোন্স সর্বপ্রথম স্টার্ট নেন ও তীব্রগতিতে দৌড়াইতে থাকেন। ২০০ মিটারে কেবলমাত্র ইগনাটিয়েভ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলেন ও তাঁহাকে অনু-

* British Olympic Association : *Official Report of the Olympic Games,* XVIth Olympiad, p. 31, *Rezsnyoi* ও *Rozsnyoi* উভয়ই উল্লেখ করিয়াছেন।

সরণ করিয়া দৌড়াইতে থাকেন। অপর চারজন প্রতিযোগী অনেক পিছাইয়া পড়িয়াছিলেন।

অর্ধদূরত্ব পর্যন্ত লাউ জোন্সের দৌড় দেখিয়া প্রত্যেকেরই ধারণা হইয়াছিল লাউ জোন্স প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিলেও ফাইন্যালে নিশ্চয়ই অলিম্পিক রেকর্ডসহ বিজয় লাভ করিবেন।

কিছুদিন পূর্বে লাউ জোন্স তাঁহার রেকর্ডের উন্নতি করাতে এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়। কিন্তু শেষ ল্যাপ হইতেই জোন্সের ক্লান্তির সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। তিনি ক্রমশঃই পিছাইয়া পড়িতে থাকেন। শেষ সীমান্তের কিছু পূর্বে প্রথমে জার্মানীব কার্ল হ্যাস, সোভিয়েট রাশিয়ার ইগনাটিয়েভ ও ফিনল্যাণ্ডের হ্যালণ্টেন তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া দৌড়াইতেছিলেন। কিন্তু প্রতিযোগিতা শেষ হইবার পূর্ব মুহূর্তে আমেরিকার অখ্যাত তরুণ এ্যাথলেট চার্লস জেঙ্কিন্স তীব্রগতিতে দৌড়াইয়া ইউরোপের শ্রেষ্ঠতম এই তিনজন দৌড়বীরকেই অতিক্রম করেন ও ৪৬·৭ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিজয় লাভ করেন। ৪৬·৮ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া কার্ল হ্যাস দ্বিতীয় ও ৪৭ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া আর্দো-লিয়োঁ ইগনাটিয়েভ ও ভইতো হ্যালণ্টেন যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। এমন কি ফটো ফিনিশের সাহায্যেও এই দুইজন এ্যাথলেটের মধ্যে কে প্রথমে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। মাত্র কিছুদিন পূর্বে ৪৫·২ সেকেণ্ডে বিশ্ব-রেকর্ড স্থাপন করিলেও লাউ জোন্স ৪৮·১ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন ও পঞ্চম স্থান লাভ করেন।

ইহার পর অনুষ্ঠিত হয় মহিলাদের ২০০ মিটার দৌড়ের সেমি-ফাইন্যাল ও ডেকাথ্লনের ৪০০ মিটার দৌড়। মহিলাদের ২০০ মিটারের সেমি-ফাইন্যালে প্রতিযোগিনীদের দুইটি হিটে বিভক্ত করা হয় ও বেথি কাথবার্ট এবং গ্রেট ব্রিটেনের জে. পল হিট দুইটিতে বিজয় লাভ করেন। প্রত্যেক হিটের প্রথম তিনজন ফাইন্যালে উন্নীত হন।

ডেকাথ্লনের ৪০০ মিটার দৌড়ে জার্মানীর এম. লোএর ৪৮·২ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া জয়লাভ করেন। ক্যাম্পবেল দ্বিতীয় এবং জার্মানীর ডব্লু. মায়ার ও রেফার জনসন যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

দিনের শেষে পাঁচটি বিষয়ের পয়েণ্টের হিসাবে মিল্টন ক্যাম্পবেল ৪,৫৬৪ পয়েণ্ট অর্জন করিয়া অগ্রগামী থাকেন। প্রথম পাঁচজনের মধ্যে অন্য চারজনের ফলাফল নিম্নরূপ ছিল :

রেফার জনসন—৪,৩৭৫ পয়েণ্ট, দ্বিতীয়; এম. লোএর—৪,০৬৯ পয়েণ্ট, তৃতীয়; ভি. কুজনেটসভ—৩,৯৯১ পয়েণ্ট, চতুর্থ ও ইউ. পালু—৩,৭৯৯ পয়েণ্ট পঞ্চম।

৩০শে নবেম্বর সপ্তম দিনে বেলা নয়টায় আরম্ভ হয় ডেকাথ্লনের ১১০ মিটার হার্ডল রেস। ক্যাম্পবেল প্রকৃতপক্ষে সে সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ হার্ডলার ছিলেন এবং অনায়াসেই ১৪·০ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিজয় লাভ করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য ১১০ মিটার হার্ডলের মূল প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থানাধিকারী জোয়েল শেঙ্কেল অপেক্ষাও কম সময়ে ক্যাম্পবেল শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছিলেন। ১৪·৭ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া

এম. লোএর দ্বিতীয় ও ভি. কুজনেটসভ তৃতীয় স্থান লাভ করেন। হার্ডলে বিজয়ের ফলে ক্যাম্পবেল জনসন অপেক্ষা ৫২৫ পয়েন্টে অগ্রগামী থাকেন।

ডেকাথ্‌লনের ডিসকাস নিক্ষেপের প্রতিযোগিতায় সোভিয়েট রাশিয়ার ওয়াই. কুটিয়েঙ্কো ৪৭·৫৭ মিটার (১৫৬ ফুঃ ০৪ ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া বিজয় লাভ করেন। ক্যাম্পবেল ও কুজনেটসভ লাভ করেন দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান।

একই সঙ্গে মাঠের অপর প্রান্তে মহিলাদের লৌহ-গোলক নিক্ষেপের প্রাথমিক প্রতিযোগিতা চলিতেছিল। ১৮ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ১৫ জনই যোগ্যতা নির্ধারক দূরত্ব ১৩ মিটার (৪২ফুঃ ৭৪ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া মূল প্রতিযোগিতায় যোগদানের সুযোগ পান। মূল প্রতিযোগিতায় প্রথম রাউণ্ডে ভূতপূর্ব অলিম্পিক ও বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারিণী গ্যালিনা জিবিনার ১৬·৩৫ মিটার (৫৩ ফুঃ ৭২ ইঃ) নিক্ষেপই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয়।

মহিলাদের লৌহ-গোলক নিক্ষেপে গ্যালিনা জিবিনা, তামারা টিস্কেভিচ প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করিবেন ইহাই সকলের ধারণা হইয়াছিল। জার্মানীর মারিয়েন ওয়ার্নার প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় প্রায় ১৬ মিটার নিক্ষেপ করায় তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াও অনেক জল্পনা-কল্পনা দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল। দ্বিতীয় নিক্ষেপে গ্যালিনা জিবিনা ১৬·৫৩ মিটার (৫৪ ফুঃ ২৪ ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার পূর্ব নিক্ষেপকে আরও উন্নত করেন। কিন্তু তামারা টিস্কেভিচের শেষ নিক্ষেপে জিবিনার সমস্ত আশা নির্মূল হইয়া যায়। বিশাল দেহী তামারা টিস্কেভিচ ১৬·৫৯ মিটার (৫৪ফুঃ ৫ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া জিবিনার নিক্ষিপ্ত সীমারেখাকে অতিক্রম করিয়া যান ও নূতন অলিম্পিক রেকর্ডসহ স্বর্ণ পদক লাভ করেন। মাত্র ০·০৬ মিটারের (২৪ ইঃ) ব্যবধানে পরাজিত হইয়া জিবিনা রৌপ্য পদক লাভ করেন। ১৫·৬১ মিটার নিক্ষেপ করিয়া মারিয়েন ওয়ার্নার তৃতীয় স্থান লাভ করেন ও রাশিয়ার জে. ডয়নিকোভার একটি নিশ্চিত পদক ছিনাইয়া লন।

গ্যালিনা জিবিনার আকস্মিক পরাজয় মেলবোর্ন অলিম্পিকের অন্যতম বিস্ময় বলিয়া পরিগণিত হয়। অনুশীলনের সময় কয়েকবারই জিবিনা তাঁহার নিজস্ব বিশ্ব রেকর্ড ১৬·৭৬ মিটার (৫৫ ফুঃ ০ ইঃ) অতিক্রম করিয়াছিলেন। সুতরাং, তাঁহার এই পরাজয় বিশেষজ্ঞদের একেবারে হতবাক করিয়া দেয়।

বেলা ১টায় ডেকাথ্‌লনের পোল ভল্ট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পর পর দুইটি অলিম্পিকের মূল প্রতিযোগিতার পোল ভল্টে বিজয়ী রেঃ রবার্ট রিচার্ডস অনায়াস ভঙ্গিমায় ৪·৪৫ মিটার (১৪ ফুঃ ৭২ ইঃ) লাফাইয়া এ বিষয়ে বিজয় লাভ করেন। সোভিয়েট রাশিয়ার ওয়াই. কুটিয়েঙ্কো ও কুজনেটসভ যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

৪×১০০ মিটার রিলের প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় ১৮টি রাষ্ট্রের জাতীয় দল অংশ গ্রহণ করেন ও তাঁহাদের চারটি হিটে বিভক্ত করা হয়। আমেরিকা এ বিষয়ে এবারও বিজয় লাভ করিবে, এ বিষয়ে প্রত্যেকেই নিঃসন্দেহ ছিলেন। হিট ৪টিতে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, সোভিয়েট রাশিয়া ও পোল্যাণ্ড বিজয় লাভ করে। প্রত্যেক হিটের প্রথম তিনজন সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হন।

৪০০ মিটার রিলের পর আরম্ভ হয় ডেকাথ্‌লনের জেভেলিন নিক্ষেপ। এ বিষয়ে কুজনেটসভের সাফল্য স্থির নিশ্চিত ছিল এবং তিনি ৬৫·১৩ মিটার (২১৩ ফুঃ ৮ ইঃ) নিক্ষেপ করিয়া এ বিষয়ে বিজয় লাভ করেন। ইউ. পালু দ্বিতীয় ও রেফার জনসন তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

জেভেলিন নিক্ষেপের সংগে সংগে ট্র্যাকে চলিতেছিল ৪×৪০০ মিটার রিলের প্রাথমিক প্রতিযোগিতা। ১৫টি রাষ্ট্রের জাতীয় দল ইহাতে অংশ গ্রহণ করে ও তিনটি হিটে তাহাদের বিভক্ত করা হয়। ক্যানাডা, জার্মানী ও গ্রেট ব্রিটেন হিট তিনটিতে বিজয় লাভ করে। প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় আমেরিকা ক্যানাডার সংগে একই সময় ৩ : ১০·৫ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। প্রত্যেকটি হিটের প্রথম দুইটি দল ফাইন্যালে উন্নীত হয়।

ট্র্যাকে ইহার পর মহিলাদের ২০০ মিটার দৌড়ের ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হয়। ফাইন্যালে তিনজন অস্ট্রেলিয়ান, দুইজন জার্মান ও একজন বৃটিশ প্রতিযোগিনী অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটারে বিজয়িনী বেটি কাথবার্ট অনায়াসেই ২৩·৪ সেকেন্ড দৌড়াইয়া ২০০ মিটারেও অলিম্পিক রেকর্ডের সমান সময়ে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন ও স্প্রিণ্টিং-এর উভয় বিষয়েরই স্বর্ণ পদক লাভ করেন। জার্মানীর ক্রীস্টা স্টাবনিকও অদ্ভুত উন্নতি প্রদর্শন করেন ও দুইজন অস্ট্রেলিয়ান প্রতিযোগিনীকে পরাজিত করিয়া এ বিষয়ে অস্ট্রেলিয়ার একাধিপত্যের পথে বাধা সৃষ্টি করেন। ক্রীস্টা স্টাবনিক ২৩·৭ সেকেন্ডে ও মার্লিন ম্যাথুজ ২৩·৮ সেকেন্ডে দৌড়াইয়া রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

পদক প্রাপ্তির পর অস্ট্রেলিয়ান মার্লিন ম্যাথুজ আর চোখের জল সংবরণ করিতে পারেন নাই। স্বর্ণ পদকের জন্য তাঁহার দীর্ঘকালের আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাঁহার দীর্ঘকালের একাগ্র অনুশীলন সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল। করুণ দৃশ্যে দর্শকগণ কিছুক্ষণের জন্য বিচলিত হইলেও বেটি কাথবার্টের সাফল্যে তাঁহার সতীর্থগণ যে আনন্দের জোয়ার বহাইয়া দেন তাহাতেই অংশ গ্রহণে অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করেন।

ডেকাথ্লনের শেষ বিষয় ১,৫০০ মিটার দৌড়ের সংগে সংগে এইদিনেরও ক্রীড়াসূচীর সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। ১,৫০০ মিটার দৌড়ে জার্মানীর ডব্লু. মায়ার ৪ : ২০·৬ মিনিটে দৌড়াইয়া বিজয় লাভ করেন। ইরানের আর. ফারাবি ও ইউ. পালু দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। প্রতিযোগিতা শেষে মিল্টন ক্যাম্পবেল ৭,৯৩৭ পয়েন্ট অর্জন করিয়া অদম্য শক্তি, অধ্যবসায় ও শারীরিক কুশলতার প্রতীক এই প্রতিযোগিতার স্বর্ণ পদক লাভ করেন। পরপৃষ্ঠায় প্রথম ছয়জন প্রতিযোগীর বিস্তারিত ফলাফল দেওয়া হইল :—

প্রতিযোগিতার শেষ দিন ১লা ডিসেম্বর সকাল দশটায় মহিলাদের উচ্চ-লম্ফনের প্রাথমিক প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। মূল প্রতিযোগিতায় যোগদানের যোগ্যতানির্ধারক উচ্চতা ছিল ১·৫৮ মিটার (৫ফুঃ ২$\frac{1}{4}$ইঃ)। মাত্র একজন প্রতি-যোগিনী অসমর্থ হন এবং এই প্রাথমিক প্রতিযোগিতাকে "অনর্থক সময় নষ্ট ও প্রতিযোগিনীদের হয়রান করা" বলিয়া অনেক বিশেষজ্ঞ অভিযোগ করেন।

বেলা ৩-১৫ মিনিটে আরম্ভ হয় ম্যারাথন দৌড়। প্রতিযোগিতায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ৪৬ জন দূর পাল্লার দৌড়বাজ অংশ গ্রহণ করেন। স্টার্টারের প্রথম সংকেতের পূর্বেই কয়েকজন প্রতিযোগী "ফলস স্টার্ট" নেওয়ায় প্রতিযোগিতা পুনরায় আরম্ভ করিতে হয়। ম্যারাথনে ফলস স্টার্ট বিরল।

দীর্ঘ দৌড়ের বিশ্বের দুইজন শ্রেষ্ঠতম প্রতিযোগী এমিল জেটোপেক ও আল্যে' মিমো এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করায় স্বভাবতই প্রতিযোগিতার আকর্ষণ বাড়িয়া যায়। আল্যে' মিমো ১৯৫৬ সালেই আন্তর্জাতিক ক্রস-কাণ্ট্রি প্রতিযোগিতায় বিজয় লাভ করিয়াছিলেন। পর পর তিনটি অলিম্পিকে তিনি

প্রতিযোগীর নাম	রাষ্ট্র	১০০ মিটার দৌড়	দীর্ঘ লম্ফন	লৌহগোলক নিক্ষেপ	উচ্চ লম্ফন	৪০০ মিঃ দৌড়	১১০ মিটার হার্ডল	ডিসকাস নিক্ষেপ	পোল ভল্ট	জেভেলিন নিক্ষেপ	১,৫০০ মিটার দৌড়	মোট পয়েন্ট সংখ্যা
এম. ক্যাম্পবেল	আমেরিকা	১০·৮সেঃ	২৪′ ০½″	৪৮′ ৫″	৬′ ২½″	৪৮·৮সেঃ	১৪·০সেঃ	১৪৭′ ৭″	১১′ ১¾″	১৮৭′ ৩¾″	৪ঃ ৫০·৬মিঃ	
		৯৯০পঃ	৮৯৮পঃ	৮৫০পঃ	৮৮৬পঃ	৯৭০পঃ	১,১২৫পঃ	৭৭৫পঃ	৭৬০ঃ	৬৬৮পঃ	৩৩০পঃ	৭,৯৩৭
আর. জনসন	আমেরিকা	১০·৯সেঃ	২৪′ ১″	৪৭′ ৬″	৬′ ০″	৪৯·৩সেঃ	১৫·১সেঃ	১৩৮′ ৪¼″	১২′ ৯½″	১৯৭′ ৮¾″	৪ঃ ৪৫·২মিঃ	
		৯৪৮পঃ	৯০২পঃ	৮১৯পঃ	৮০৬পঃ	৯০০পঃ	৭৮৮পঃ	৬৮৮পঃ	৬৯৫পঃ	৭৩৮পঃ	৩০৩পঃ	৭,৫৮৭
ভি. কুজনেটসভ	সোভিয়েট রাশিয়া	১১·২সেঃ	২৩′ ১″	৪৭′ ৬½″	৫′ ৯″	৫০·২সেঃ	১৪·৯সেঃ	১৪৫′ ৫¼″	১২′ ১১½″	২১৩′ ৮¼″	৪ঃ ৫৩·৮মিঃ	
		৮৩৪পঃ	৭৯৮পঃ	৮২০পঃ	৭১১পঃ	৮২৮পঃ	৮৪০পঃ	৭৫৪পঃ	৭২০পঃ	৮৫৫পঃ	৩০৫পঃ	৭,৪৬৫
ইউ. পালু	„	১১·৫সেঃ	২১′ ৯¾″	৪৩′ ১১″	৬′ ২½″	৫০·৮সেঃ	১৫·৪সেঃ	১৩২′ ৫¾″	১১′ ৯¾″	২০২′ ০¾″	৪ঃ ৩৫·৬মিঃ	
		৭৩৭পঃ	৬৮১পঃ	৭০৯পঃ	৮৮৬পঃ	৭৮৬পঃ	৭১৬পঃ	৬৩৭পঃ	৫৫৬পঃ	৭৬৮পঃ	৪৫৪পঃ	৬,৯৩০
এম. লোএর	জার্মানী	১১·১সেঃ	২২′ ৫″	৪২′ ২¼″	৬′ ০″	৪৮·২সেঃ	১৪·৭সেঃ	১২৯′ ২¼″	১০′ ২″	১৬৬′ ২″	৪ঃ ৪৩·৮মিঃ	
		৮৭০পাঃ	৭৩৪পঃ	৬৫৯পঃ	৮০৬পঃ	৯৯৫পঃ	৮৯৭পঃ	৬০৯পঃ	৩৬৪পঃ	৫৪০পঃ	৩৮২পঃ	৬,৮৫৩
ডব্লু. মেয়ার	„	১১·৩সেঃ	২২′ ৩¾″	৪২′ ৭½″	৬′ ১¼	৪৯·৩সেঃ	১৬·১সেঃ	১২৩′ ৪″	১২′ ১½″	১৫৭′ ৪½″	৪ঃ ২০·৬মিঃ	
		৮০০পঃ	৭২৫পঃ	৬৭১পঃ	৮৪৫পঃ	৯০০পঃ	৫৭৫পঃ	৫৬২পঃ	৫৯৬পঃ	৪৯২পঃ	৬০৭পঃ	৬,৭৭৩

দ্রষ্টব্য ঃ উচ্চতা ও দূরত্ব মিটার হইতে পরিবর্তন করিয়া ফুট ও ইঞ্চিতে দেওয়া হইয়াছে।

অলিম্পিক কমিটির সভায় শেষ পর্যন্ত ষোড়শ অলিম্পিকের অশ্বারোহণ কলা-কৌশল প্রতিযোগিতা ১১ই হইতে ১৭ই জুন স্টকহলমে হইবে বলিয়া স্থির করা হয়।

পঞ্চম অলিম্পিকের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য নির্মিত স্টেডিয়ামে ষোড়শ অলিম্পিকের অশ্বারোহণ কলাকৌশল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মূলে অলিম্পিক প্রতিযোগিতার ন্যায় রিলে প্রথায় পবিত্র মশাল স্টেডিয়ামে আনয়ন, শপথ গ্রহণ, প্রতিযোগীদের মার্চপাস্ট ইত্যাদি উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সমস্ত নিয়ম-কানুনই যথাযথভাবে পালন করা হয়।

"গ্র্যান্ড প্রিক্স দ্য ড্রেসেজে" ৩৬ জন অশ্বারোহী অংশ গ্রহণ করে। প্রতি-যোগিতায় বিচার বিভ্রাট দেখা দেয় এবং পাঁচজন বিচারকের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের মতের অমিল হয়। শেষ পর্যন্ত "জুরী দ্য এ্যাপিলের" হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হইয়া পড়ে এবং "জুরী দ্য এ্যাপিলের" মধ্যস্থতায় বিচার ফল স্থির হয়। প্রতিযোগিতায় পঞ্চদশ অলিম্পিকে স্বর্ণ ও রৌপ্য পদকপ্রাপ্ত কর্নেল হেনরী সেণ্ট ক্যার এবং "অলিম্পিকের বিস্ময়" বলিয়া অভিহিত পঙ্গু মহিলা প্রতি-যোগী মিসেস লিজ হার্টেল এই অলিম্পিকেও ৮৬০ ও ৮৫০ পয়েণ্ট অর্জন করিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তৃতীয় স্থান অধিকার করেন জার্মানীর লিজলত্তে লিনসেনহফ। পঞ্চদশ অলিম্পিকে তৃতীয় আন্দ্রে জুস্সোম এবার পঞ্চম স্থান লাভ করেন। দলগত গ্র্যান্ড প্রিক্স দ্য ড্রেসেজে গেহনাল পার্সন, হেনরী সেণ্ট ক্যার, গুস্তাভ এডলফ্ বোল্টারস্টার্ন লইয়া গঠিত সুইডিশ দল পঞ্চদশ অলিম্পিকের ন্যায় এই অলিম্পিকেও ২,৪৭৫ পয়েণ্ট অর্জন করিয়া পর পর দুইটি অলিম্পিকে স্বর্ণ পদক লাভের গৌরব লাভ করেন। জার্মানী ও সুইজারল্যান্ড দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে।

"গ্র্যান্ড প্রিক্স জাম্পিং"-এ ৬৬ জন অশ্বারোহী অংশ গ্রহণ করেন। একটি বৃহৎ এলাকায় ১·৬০ মিটার (৫ ফুঃ ৩ইঃ) উচ্চ অনেকগুলি প্রতিবন্ধক স্থাপন করা হইয়াছিল এবং প্রত্যেক অশ্বারোহীকে দুইবার এলাকাটিতে স্থাপিত প্রত্যেকটি প্রতিবন্ধক লাফাইয়া অতিক্রম করিতে হইত। এই প্রতিযোগিতায় অশ্ব ও অশ্বারোহীর শারীরিক পটুত্ব ও অসম্ভব সাহসের প্রয়োজন হয় এবং ১৮ জন অশ্বারোহী প্রতিযোগিতা শেষ করিবার পূর্বেই অতিক্রমণে অসমর্থ অথবা অশ্ব হইতে ছিটকাইয়া পড়িয়া আহত হওয়ায় অবসর গ্রহণে বাধ্য হন। প্রথম রাউন্ডের শেষে জার্মানী. গ্রেট ব্রিটেন ও ইটালী যথাক্রমে ২৮, ৩২ ও ৩৯টি ফল্টে* প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করিয়াছিল।

প্রথম রাউন্ডের ফলাফলে জার্মানী ও ইটালীর সাফল্য সম্বন্ধে প্রত্যেকেই আশান্বিত ছিলেন। দ্বিতীয় রাউন্ডের শেষে জার্মানীরই হ্যানস্ গান্থার ভিঙ্কলার চার পয়েন্ট (৪টি ফল্ট) অর্জন করিয়া এ বিষয়ের স্বর্ণপদক লাভ করেন। ইটালীর রেমোণ্ডো দ্য' ইনজেও ও পিয়ারে দা' ইনজেও ৮ ও ১১ পয়েণ্ট অর্জন করিয়া রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক এবং জার্মানীর এফ. থেড্ম্যান চতুর্থ স্থান লাভ করেন। দলগত প্রতিযোগিতাতেও হ্যানস্ ভিঙ্কলার এফ.

* প্রত্যেক বাধা অতিক্রমণ নির্দিষ্ট নিয়মের ব্যতিক্রম। একেবারে নির্ভুলভাবে কোন অশ্বারোহীরই আজ পর্যন্ত বাধা অতিক্রমণের সৌভাগ্য হয় নাই কিন্তু কম "ফল্টে"র সংখ্যা আরোহীদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর।

থেড্ম্যান এবং আলফ'স ল্টকে-ভেস্থাস লইয়া গঠিত জার্মান দল ৪০ পয়েন্ট পাইয়া প্রথম স্থান অধিকার করে। ইটালী ও গ্রেট ব্রিটেন দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে।

তিনদিনব্যাপী প্রতিযোগিতায় ৪৪ জন অশ্বারোহী অংশ গ্রহণ করেন। প্রথম দুইদিন ড্রেসেজের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কোন অশ্বারোহীরই —১০০ পয়েন্টের কম পাইবার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু তবুও জার্মানীর ও. রথ —৯৮·৪০ পয়েন্ট পাইয়া অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। —১০১·৬০ ও —১০২·৪০ পয়েন্ট অর্জন করিয়া গ্রেট ব্রিটেনের আর্থার রুক ও জার্মানীর কে. ওয়াগনার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

তৃতীয় দিনে সহনশক্তির প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বৃষ্টি হওয়ায় এইদিন প্রতিযোগিতার নির্দিষ্ট পথটি পিচ্ছিল হইয়া যায় এবং ফলে অনেক অশ্ব প্রতিবন্ধক অতিক্রমণে অনিচ্ছা প্রকাশ করে বা অতিক্রমণের সময় পড়িয়া আহত হয়। একটি নালার উপর কাঠের গুঁড়ি স্থাপন করিয়া প্রতিবন্ধক নির্মাণ করা হইয়াছিল। "২২ নম্বর" নামে অভিহিত এই প্রতিবন্ধক অতিক্রমণে অধিকাংশ অশ্বই অনিচ্ছা প্রকাশ করে বা আহত হয়; মাত্র কয়েকজন প্রতিযোগী এই প্রতিবন্ধক অতিক্রমে সক্ষম হয়। ক্রস কান্ট্রি প্রতিযোগিতার পর ডব্লু. টমসন (অস্ট্রেলিয়া) +৯·৩৪ পয়েন্ট অর্জন করিয়া সহনশক্তির প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে। মাত্র ১০ জন প্রতিযোগীর প্লাস (+) অর্জনের সৌভাগ্য হয়। দলগত প্রতিযোগিতায় ড্রেসেজ ও সহনশক্তির প্রতিযোগিতার পয়েন্ট একত্র করিয়া গ্রেট ব্রিটেন ও জার্মানী —৩১১·৪৮ ও —৪৪৫·৯১ পয়েন্টে প্রথম দুইটি স্থান অধিকাব করে। গ্রেট ব্রিটেন ও জার্মানীর ভিতর ১০০ পয়েন্টের অধিক ব্যবধান থাকায় দলগত প্রতিযোগিতায় গ্রেট ব্রিটেনের বিজয় একরূপ নিশ্চিতই ছিল।

চতুর্থ দিনে "শো জাম্পিং" প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সুইডেনের পেত্রাস ক্যাশেনম্যান এইদিন —২০ পয়েন্ট অর্জন করায় তিনদিনব্যাপী প্রতিযোগিতায় মোট —৬৬·৫৩ পয়েন্ট অর্জন করিয়া এই কষ্টসহ প্রতিযোগিতার স্বর্ণপদক লাভ করেন। অগাস্ট লুটকে ভেস্থাস —৮৪·৮৭ এবং ফ্যান্সিস ওয়েল্ডন (গ্রেট ব্রিটেন) —৮৫·৪৮ পয়েন্ট পাইয়া রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। অগাস্ট ভেস্থাস এবং দলগত গ্র্যান্ড প্রিক্স জাম্পিং-এর সভ্য আলফ'স ভেস্থাস উভয়ে হইলেন সহোদর ভ্রাতা। দলগত প্রতিযোগিতায় এফ. ওয়েল্ডন, এ. রুক ও এ. হিল লইয়া গঠিত গ্রেট ব্রিটেন দল —৩৫৫·৪৮ পয়েন্ট অর্জন করিয়া প্রথম, অগাস্ট লুটকে ভেস্থাস, ওটো রথ ও ক্রস ভাগনার লইয়া গঠিত জার্মান দল —৪৭৫·৯১ পয়েন্ট অর্জন করিয়া দ্বিতীয় এবং ক্যানাডা তৃতীয় স্থান লাভ করে।

অন্যান্য ক্রীড়া

মুষ্টিযুদ্ধ

২৩শে নবেম্বর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত "ওয়েস্ট মেলবোর্ন স্টেডিয়ামে" অনুষ্ঠিত ষোড়শ অলিম্পিকের মুষ্টিযুদ্ধের ব্যবস্থাপনা ও বিচারকদের ত্রুটিহীন বিচার এই অলিম্পিকের মুষ্টিযুদ্ধকে যথেষ্ট আকর্ষণীয় করিয়া তোলে।

ফ্লাই ওয়েটে ১৯ জন মুষ্টিযোদ্ধা অংশ গ্রহণ করে। প্রথম সিরিজে মাত্র তিনটি লড়াই হয় এবং পঞ্চদশ অলিম্পিকে রৌপ্য পদক প্রাপ্ত জার্মান মুষ্টি-যোদ্ধা এডগার বাসেল সোভিয়েট রাশিয়ার ভি. ষ্টোলনিকভের নিকট পরাজিত হইয়া অবসর গ্রহণে বাধ্য হন। দ্বিতীয় সিরিজের লড়াইয়ে ৮ বার লড়াই অনুষ্ঠিত হয়। জন ক্যাল্ডওয়েল (আয়ারল্যান্ড) ও ওয়াইসুয়ে (বার্মা)-র লড়াই তৃতীয় রাউন্ডে ওয়াইসুয়ের শোচনীয় অবস্থার জন্য বাধ্য হইয়া বন্ধ করিয়া দিতে হয়। আটজন বিজয়ী কোয়ার্টার ফাইন্যালে উন্নীত হন এবং তাঁহাদের মধ্যে পঞ্চদশ অলিম্পিকের প্রতিযোগী আর. পেরেজ (আমেরিকা), মিরকিয়া* দবরেস্কু (রুমানিয়া) ও গ্রেট ব্রিটেনের একজন নবীন প্রতিযোগী টেরেন্স স্পিংক্সও ছিলেন।

দবরেস্কু ও স্পিংক্স সেমি-ফাইন্যালেও বিজয় লাভ করায় ফাইন্যালে স্বর্ণ পদকের লড়াইয়ে পরস্পরের সম্মুখীন হন। টেরেন্স স্পিংক্স দবরেস্কু অপেক্ষা অনেক ক্ষিপ্রগতি ছিলেন এবং ফাইন্যালে ধীরে ধীরে দবরেস্কু অপেক্ষা অধিক পয়েণ্ট অর্জন করিয়া বিজয়ী হন। দীর্ঘ ৩২ বৎসর পর টেরেন্স স্পিংক্সের গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষে অর্জিত এই স্বর্ণ পদক ব্রিটিশ প্রতিযোগী ও দর্শকদের এতই আনন্দিত করে যে, তাঁহারা টেরেন্স স্পিংক্সকে কাঁধে তুলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। মিরকিয়া দবরেস্কু রৌপ্য ও জন ক্যাল্ডওয়েল (আয়ারল্যান্ড) এবং রেঁনে লিবার (ফ্রান্স) যুগ্মভাবে ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। অনেকেই রেঁনে লিবারের বিজয়ের আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু চপেটাঘাত করার অভিযোগে পয়েণ্ট কম হওয়ায় সেমি-ফাইন্যালে তিনি স্পিংক্সের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন।

ব্যাণ্টাম ওয়েটের প্রতিযোগী সংখ্যা ছিল ১৮ জন। প্রথম হইতেই বিশেষজ্ঞদের ধারণা ছিল জার্মানীর উলফগং বেরেন্ত জয়লাভ করিবে। অবশ্য আয়ারল্যান্ডের ফ্রেডরিখ গিলবয় এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সুন চুং সংগের সহিত তাঁহার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। কিন্তু দুইজনকেই পরাজিত করিয়া বেরেন্ত স্বর্ণ পদক লাভ করেন।

প্রথম রাউন্ডে মাত্র দুইটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সুন সংগ ও অস্ট্রেলিয়ার আর. বাথ, ফিলিপাইনের এ. এদেলা ও সিংহলের এইচ. জয়সূর্যকে অনায়াসেই পরাজিত করিয়া দ্বিতীয় সিরিজে লড়াই-এর যোগ্যতা অর্জন করেন। বাকি ১৪ জন মুষ্টিযোদ্ধাও 'বাই' পাইয়া দ্বিতীয় সিরিজে উন্নীত হন।

দ্বিতীয় সিরিজের লড়াইয়ে ফ্রেডরিখ গিলবয় সোভিয়েট রাশিয়ার বি. ষ্টিফানভকে "নক আউট" করায় সকলের দৃষ্টি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। বেরেন্তের প্রতিপক্ষও দ্বিতীয় রাউন্ডে অবসর গ্রহণ করেন। আটটি লড়াইয়ের পর আটজন কোয়ার্টার ফাইন্যালে উন্নীত হন।

সেমি-ফাইন্যালে বেরেন্ত গিলবয়কে পরাজিত করায় তাঁহার জয়ের আশা বৃদ্ধি পায়। সুন সংগও প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিয়া ফাইন্যালে উন্নীত হন।

* Dr. Ferenc Mezo : *XVI Olympic Games,* p. 12; British Olympic Association : *Official Report of the Olympic Games,* XVIth Olympiad, Melbourne (published by World Sports), p. 50 অনুযায়ী Micrea.

স্বর্ণ পদকের লড়াইতে সুন সংগকে পরাজিত করিতে বেরেন্তকে বেশ বেগ পাইতে হয়। ফ্রেডরিখ গিলরয় ও চিলির ক্লুউডিয়ো ব্যারিয়েণ্টোস যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

ফেদার ওয়েটে ১৮ জন মুষ্টিযোদ্ধাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রতিযোগিবৃন্দের মধ্যে পঞ্চদশ অলিম্পিকের ব্যান্টাম ওয়েটে বিজয়ী পেণ্টি হ্যামালেইনেন, ফেদারে বিজয়ী জ্যান জাকারা, ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন টমাস নিকল্স (গ্রেট ব্রিটেন) ইত্যাদি অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় অভিজ্ঞ মুষ্টিযোদ্ধাগণ থাকাতে প্রতিযোগিতা বেশ আকর্ষণীয় হয়। প্রথম সিরিজে মাত্র দুইটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ও বাকী ১৬ জন মুষ্টিযোদ্ধা দ্বিতীয় সিরিজে উন্নীত হন। দ্বিতীয় সিরিজের বিজয়ী আটজন মুষ্টিযোদ্ধা কোয়ার্টার ফাইন্যালে উন্নীত হন।

কোয়ার্টার ফাইন্যালে ভ্ল্যাদিমির সাফ্রোনোভের লড়াই মুষ্টিযুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নের মুষ্টিযোদ্ধারা বিশ্বের অন্যান্য স্থানের মুষ্টিযোদ্ধা অপেক্ষা মোটেই নিকৃষ্ট নয় তাহা নিঃসংশয়াতীতভাবে প্রমাণ করে। পঞ্চদশ অলিম্পিকের অভিজ্ঞ মুষ্টিযোদ্ধারা বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই এবং শেষ পর্যন্ত ভ্ল্যাদিমির সাফ্রোনোভ টমাস নিকল্সকে (গ্রেট ব্রিটেন) ফাইন্যালে পরাজিত করিয়া স্বর্ণ পদক লাভ করেন। পোল্যাণ্ডের হেনরিক নিয়েজউইর্জাক ও পঞ্চদশ অলিম্পিকে ব্যাণ্টমে বিজয়ী ফিনল্যাণ্ডের পেণ্টি হ্যামালেইনেন যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

লাইট ওয়েটেও ১৮ জন প্রতিযোগী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। প্রথম সিরিজে লাইটেও মাত্র দুইটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ও ১৪ জন 'বাই' পান। গ্রেট ব্রিটেনের রিচার্ড ম্যাক্টেগার্ট দ্বিতীয় সিরিজে সিংহলের সি. জয়সূর্যকে, কোয়ার্টার ফাইন্যালে ফ্রান্সের এ. ভৈরোঁলাত্তোকে এবং সেমি-ফাইন্যালে রাশিয়ার আনাতোলি লাগুয়েৎকোকে পরাজিত করিয়া ফাইন্যালে উঠেন ও জার্মানীর হ্যারী কুরশাতকে পরাজিত করিয়া গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষে তৃতীয় স্বর্ণ পদক অর্জন করেন। এণ্টনি বাইরেন (আয়ারল্যাণ্ড) ও আনাতোলি লাগুয়েৎকো যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

লাইট ওয়েল্টার ওয়েটে ২২ জন প্রতিযোগী ছিলেন। দ্বিতীয় সিরিজের লড়াইয়ে সোভিয়েট রাশিয়ার ভ্ল্যাদিমির জেঙ্গিবোরিয়ানের নিকট ইউরোপ চ্যাম্পিয়ন পোল্যাণ্ডের লেজেক ড্রোগোজের পরাজয় বিশেষজ্ঞদের বিস্মিত করে। শেষ পর্যন্ত জেঙ্গিবেরিয়ানই কোয়ার্টার ফাইন্যালে সি. সালুদে (ফ্রান্স), সেমি-ফাইন্যালে হেনরী লবশার (দক্ষিণ আফ্রিকা) এবং ফাইন্যালে ইটালীর ফাংকো নেন্সীকে পরাজিত করিয়া সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষে দ্বিতীয় স্বর্ণ পদক অর্জন করেন। লবশার ও রুমানিয়ার কনস্টানণ্টিন দুমিত্রেস্কু যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

ওয়েল্টার ওয়েটে ১৬ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। প্রথম সিরিজের লড়াইয়ের পরেই রুমানিয়ার নিকোলাই লিংকার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকে না। লিংকা এইচ. হ্যাচ (ফিজি), এন. আন্দ্রে (দক্ষিণ আফ্রিকা) এবং নিকোলাস গারগানোকে পরাজিত করিয়া ফাইন্যালে আয়ারল্যাণ্ডের ফ্রেডরিক টিয়েডের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ও অনায়াসেই টিয়েডকে পরাজিত করিয়া স্বর্ণ পদক লাভ করেন। সেমি-ফাইন্যালের পরাজিত দুইজন প্রতিযোগী কেভিন হগার্থ (অস্ট্রেলিয়া) ও নিকোলাস গারগানো তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

লাইট মিড্লে ১৪ জন প্রতিযোগীর মধ্যে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ অলিম্পিকে

বিজয়ী হাঙ্গেরীর ল্যাজলো প্যাপও ছিলেন। সুতরাং প্যাপ বিজয় লাভ করিয়া অলিম্পিকের মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন কিনা তাহা দেখিতে প্রত্যেকেই আগ্রহান্বিত ছিলেন।

প্রথম সিরিজের লড়াইয়ে বাই পাইয়া প্যাপ কোয়ার্টার ফাইন্যালে এ. সায়েঞ্জের সঙ্গে মিলিত হন। এই লড়াইতে প্রথম রাউণ্ডেই বুঝা যায় প্যাপ আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। প্যাপের প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে জর্জরিত সায়েঞ্জের এমন কি আর দাঁড়াইবারও ক্ষমতা ছিল না এবং বাধ্য হইয়াই লড়াই তৃতীয় রাউণ্ডে বন্ধ করিয়া দিতে হয়।

সেমি-ফাইন্যালেও অনায়াসে বিজয়ী হইয়া প্যাপ ফাইন্যালে আমেরিকার জোস টোরেসের সঙ্গে মিলিত হন এবং জোস টোরেসকেও অনায়াসেই পরাজিত করেন। আধুনিক যুগের অলিম্পিকে মুষ্টিযুদ্ধ ক্রীড়াসূচীভুক্ত হইবার পর ল্যাজলো প্যাপের ন্যায় পর পর তিনটি অলিম্পিকে স্বর্ণ পদক লাভের অপূর্ব গৌরব অর্জনের সৌভাগ্য অন্য কোন মুষ্টিযোদ্ধার হয় নাই।*

আমেরিকার জোস টোরেস দ্বিতীয় এবং জন ম্যাক্‌কর্মিক (গ্রেট ব্রিটেন) ও জিগনিউ পিয়েত্রজিকেউস্কি তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

মিডল ওয়েটে ১৪ জন মুষ্টিযোদ্ধার মধ্যে চতুর্দশ অলিম্পিকে ওয়েল্টারে বিজয়ী চেকোশ্লোভাকিয়ার জে. টরমা প্রভৃতি অনেক অভিজ্ঞ প্রতিযোগী ছিলেন। কিন্তু প্রথম সিরিজের লড়াইতেই ইহা পরিষ্কার বুঝা গিয়াছিল পূর্বতন অভিজ্ঞ প্রতিযোগীদের মধ্যে কাহারও বিজয়ের আশা নাই। আর. হোসাক্‌কে পরাজিত করিয়া এবং দ্বিতীয় সিরিজে ওয়াক ওভার পাইয়া সোভিয়েট মুষ্টিযোদ্ধা গেন্নাদি শাটকভ সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হন এবং ভি. জালাজারকে (আর্জেন্টিনা) পরাজিত করিযা ফাইন্যালে উন্নীত হন। ভি. জালাজারের সঙ্গে তাঁহার লড়াই দেখিয়া প্রত্যেকেই তাঁহাকে ভাবী বিজয়ী বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে জালাজার দ্বিতীয় রাউণ্ডেই অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

ফাইন্যালের অপর প্রতিযোগী র‍্যামন টাপিয়া কোয়ার্টার ফাইন্যালে জি. টরমাকে পরাজিত করিয়া বিশেষ সুনাম অর্জন করিলেও ফাইন্যালে শাটকভের সহিত মোটেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সক্ষম হন নাই। শাটকভ প্রথম রাউণ্ডেই তাপিয়াকে নক আউটে পরাজিত করিয়া স্বর্ণ পদক লাভ করেন। জি. শাপ্রোঁ (ফ্রান্স) ও ভিক্টর জালাজার যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

লাইট হেভীতে প্রতিযোগী ছিল ১১ জন। আমেরিকার নিগ্রো প্রতিযোগী জেমস্‌ বয়েড প্রথম সিরিজে বাই পাইয়া সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হন এবং সোভিয়েট রাশিয়ার রমুলদাস মুরাউসকাসকে পরাজিত করিয়া তাঁহার বিজয়ের সম্ভাবনার ইঙ্গিত প্রকাশ করেন। ফাইন্যালে তিনি রুমানিয়ান প্রতিযোগী জি. নেগ্রিয়াকে অনায়াসে পরাজিত করিয়া মুষ্টিযুদ্ধে এই অলিম্পিকে আমেরিকার পক্ষে প্রথম স্বর্ণ পদক অর্জন করেন। চিলির ক্যারলোস লুকাস ও রমুলদাস মুরাউকাস যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

* সমগ্র অলিম্পিকের ইতিহাসে ল্যাজলো প্যাপের চেয়েও উন্নততর আর একটিমাত্র রেকর্ড পাওয়া যায়। আড়াই হাজার বছর পূর্বে নেক্সোসের (সিসিলি) টিসামেনস ৫৪০ খৃষ্টপূর্বাব্দ হইতে ৪২৮ খৃষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে চারবার অলিম্পিয়ায় ক্যালিস্টোফানোস মাল্য লাভ করিয়াছিলেন।

হেভী ওয়েটে ১১ জন প্রতিযোগীর মধ্যে প্রথম সিরিজের লড়াইয়ের পর প্রত্যেকেই সোভিয়েট রাশিয়ার লিও মুখিনের বিজয়ের আশা করিয়াছিলেন। প্রথম সিরিজে বুলগেরিয়া বি. লোজানভ লড়াই আরম্ভ হইতেই কোনও মতে আত্মরক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং তৃতীয় রাউণ্ডে মুখিনের একটি প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে ছিটকাইয়া পড়েন ও অবসর গ্রহণে বাধ্য হন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সিরিজে তিনি প্রতিপক্ষকে নক আউটে পরাজিত করিয়া ফাইন্যালে আমেরিকার পিটার রেডমেকারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং প্রত্যেককে বিস্মিত করিয়া প্রথম রাউণ্ডেই বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। রেডমেকার প্রথম সিরিজে বাই পাইয়া মাত্র তিনটি লড়াই-এ অংশ গ্রহণ করেন এবং প্রত্যেকটিতেই তিন রাউণ্ডের পূর্বেই বিজয় লাভ করেন। ড্যানিয়েল বেকার (দক্ষিণ আফ্রিকা) ও জি. বোজ্জানো (ইটালী) যুগ্মভাবে ব্রোঞ্জ পদকের অধিকারী হন।

সন্তরণ

ষোড়শ অলিম্পিকের সন্তরণে প্রতিযোগী সংখ্যা যথেষ্ট হ্রাস পায়। পঞ্চদশ অলিম্পিকে পুরুষ বিভাগে ২৩৯ ও মহিলা বিভাগে ১৪৩ জন সাঁতারু অংশ গ্রহণ করিলেও এবার ছিল যথাক্রমে ১৭৩ ও ১২৭। ২০০ মিটার ব্রেস্ট ষ্ট্রোককে এইবার দুইভাগে ভাগ করা হয় এবং ২০০ মিটার ব্রেস্ট ষ্ট্রোকের সঙ্গে পুরুষ ও মহিলা উভয় বিষয়েই নবতম সংযুক্তি ২০০ মিটার বাটার ফ্লাই ষ্ট্রোক যোগ করা হয়।

এই অলিম্পিকে সন্তরণের জন্য নির্মিত নূতন স্টেডিয়ামটি আদর্শ গঠন-বৈশিষ্ট্যের জন্য সহজেই দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাঁচ লক্ষ স্টার্লিং ব্যয়ে স্টেডিয়াম এবং দুইটি আদর্শ পুল নির্মিত হয়। পুল দুইটিতে জল পরিশোধন ও তাপ নিয়ন্ত্রণের আধুনিকতম ব্যবস্থা ব্যতীতও প্রতিযোগীদের পোশাক পরিবর্তনাগার, স্নানাগার ইত্যাদির ব্যবস্থা ইহাকে অলিম্পিক প্রতি-যোগিতা পরিচালনা নিখুঁত করিতে সহায়তা করে। সন্তরণে অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকদের অদ্ভুত উৎসাহ অলিম্পিকের ইতিহাসে এক নবযুগের প্রবর্তন করে। স্টেডিয়ামের প্রত্যেকটি বসিবার স্থান প্রতিযোগিতা আরম্ভের মাসাধিককাল পূর্বেই পূর্ণ হইয়া যায়। অলিম্পিক প্রতিযোগীদের অনুশীলন দেখিবার জন্যও দর্শনী ধার্য করা হয় এবং হাজার হাজার অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক কেবলমাত্র প্রতিযোগীদের অনুশীলন দর্শনের জন্যই সারি দিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করিত।

অস্ট্রেলিয়ার অভূতপূর্ব সাফল্য এই অলিম্পিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অস্ট্রেলিয়ার সাঁতারুগণ মোট ১৪টি স্বর্ণপদক অর্জন করেন। কেবল তাহাই নহে, স্প্রিন্টের (১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল) পুরুষ ও মহিলা বিভাগের প্রথম তিনটি স্থানই দখল করেন অস্ট্রেলিয়ার সাঁতারুগণ।

১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে ৩৪ জন সাঁতারু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রতি-যোগীদের পাঁচটি হিটে বিভক্ত করা হয় এবং চতুর্থ হিটে আমেরিকার আর. প্যাটারসন প্রথম রাউণ্ডে সর্বাপেক্ষা কম সময় ৫৬·৮ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রমের সৌভাগ্য লাভ করেন। প্রতিযোগীদের সময় বিবেচনা করিয়া ১৬ জনকে সেমি-ফাইন্যালে যোগদানের সুযোগ দেওয়া হয়। ভারতীয় সাঁতারু শ্রীচাঁদ বাজাজ তৃতীয় হিটে ৬১·৬ সেকেণ্ডে অতিক্রম করিয়া সর্বশেষ স্থান অধিকার করায় প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণে বাধ্য হন।

সেমি-ফাইন্যালের প্রতিযোগীদের দুইটি হিটে বিভক্ত করা হয়। প্রথম হিটে ২১ বৎসর বয়স্ক সিডনির সাঁতারু জন হেনরিকস্ ৫৫·৭ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন ও নূতন অলিম্পিক রেকর্ড সহ হিটে বিজয় লাভ করিয়া সকলকে বিস্মিত করেন। হেনরিকস্ ব্যতীত দ্বিতীয় হিটে বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার জন ডেভিট এবং উভয় হিটেই দ্বিতীয় স্থানাধিকারী আর. হ্যানলে (আমেরিকা) এবং জি. চ্যাপম্যানও (অস্ট্রেলিয়া) পূর্ববর্তী অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন। প্রতিযোগীদের গুণাগুণ অনুযায়ী ৮ জন ফাইন্যালে উঠেন।

ফাইন্যালে জন হেনরিকস্ ও জন ডেভিট উভয়েই ভাল ভাবেই স্টার্ট নিতে সক্ষম না হইলেও অর্ধ পথেই অন্যান্য প্রতিযোগীকে ধরিয়া ফেলেন। ৫০ মিটার বাকী থাকিতে মনে হইতেছিল জন ডেভিটই বিজয়ী হইবেন কিন্তু জন হেনরিকস্ অদ্ভুত নৈপুণ্যের সহিত সাঁতার কাটিয়া ডেভিটকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হন এবং ৫৫·৪ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত স্পর্শ করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ড সহ বিজয় লাভ করেন। ৫৫·৮ সেকেন্ড ও ৫৬·৭ সেকেন্ডে জন ডেভিট ও গ্যারি চ্যাপম্যান শেষ সীমান্ত স্পর্শ করেন ও স্প্রিন্টিং-এর স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ তিনটি পদকই অস্ট্রেলিয়া কর্তৃক অধিকৃত হয়। আমেরিকান সাঁতারুত্রয়—আর. প্যাটারসন, আর. হ্যানলে এবং ডব্লু. উলসে লাভ করেন চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান।

৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে ৩২ জন প্রতিযোগীকে ৫টি হিটে বিভক্ত করা হয়। পঞ্চম হিটে অস্ট্রেলিয়ার ১৭ বৎসর বয়স্ক স্কুলের ছাত্র মারে রোজ ৪:৩১·৭ মিনিটে প্রথম রাউন্ডের সর্বাপেক্ষা কম সময়ে শেষ সীমান্ত স্পর্শ করায় বিশেষজ্ঞরা তাহাকেই ভাবী বিজয়ী বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহাদের সে আশা ব্যর্থ হয় নাই।

সন্তরণের মান ক্রমশঃ কি রকম উন্নত হইতেছিল তাহা প্রথম রাউন্ডে প্রতিযোগীদের সময় হইতে বুঝা যায়। ৩২ জনের মধ্যে মাত্র একজন প্রতিযোগীর শেষ সীমান্ত স্পর্শ করিতে ৫ মিনিটের বেশী লাগে।*

প্রতিযোগী সংখ্যা অধিক না থাকায় প্রথম রাউন্ডের ফলাফল বিচার করিয়া আটজনকে ফাইন্যালে উন্নীত করে। ফলে দ্বিতীয় হিটের কোনই প্রতিযোগী ফাইন্যালে উন্নীত হইতে সক্ষম হন নাই। পঞ্চদশ অলিম্পিকে এ বিষয়ে বিজয়ী জাঁ বোয়াতো এবং তৃতীয় স্থানাধিকারী পি. ওস্ট্রান্ড কেহই ফাইন্যালে উন্নীত হইতে সক্ষম হন নাই।

ফাইন্যালে প্রত্যেকেই মারে রোজের সঙ্গে আমেরিকার জর্জ ব্রীনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিযোগিতায় মারে রোজের অপূর্ব কৌশলের সন্তরণ এক নবযুগের সৃষ্টি করে। অনায়াসেই ৪:২৭·৩ মিনিটে শেষ সীমান্ত স্পর্শ করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ডসহ তিনি তাঁহার অলিম্পিকের

* কোন কোন ভারতীয় সংবাদপত্রে শ্রীচাঁদ বাজাজ হিটে পরাজিত হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। কিন্তু *The Olympic Games,* Melbourne, published by Harold and Weekly Times Ltd., Melbourne অথবা British Olympic Assosiation : *Official Report of the Olympic Games,* XVIth Olympiad-এ কোথাও শ্রীচাঁদ বাজাজের নাম পাওয়া যায় না।

প্রথম স্বর্ণপদক অর্জন করেন। ৪:৩০·৪ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া জাপানের সুয়োশি ইয়ামানাকা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। জর্জ ব্রীনকে ব্রোঞ্জ পদক লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়।

১,৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইলের ২০ জন সাঁতারু অংশ গ্রহণ করে। প্রতিযোগীদের ৪টি হিটে বিভক্ত করা হয়। প্রথম হিটে মারে রোজ ও সুয়োশি* ইয়ামানাকার মধ্যে প্রতিযোগিতা ১,৫০০ মিটারে প্রবল প্রতিযোগিতার ইঙ্গিত প্রদান করে। ১৮:০৪·১ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া মারে রোজ এই হিটে বিজয় লাভ করেন ও তাঁহার মাত্র ০০·২ সেকেণ্ড পর শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ইয়ামানাকা দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। দ্বিতীয় হিটে জি. উইনরাম (অস্ট্রেলিয়া) ও ওয়াই. আয়োকির মধ্যে ও চতুর্থ হিটে অস্ট্রেলিয়ার এম. গ্যারেটি ও জাঁ বোয়াত্যে-র মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যায়। প্রাথমিক রাউণ্ডেই রোজ. ইয়ামানাকা ও গ্যারেটি পূর্বতন অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন। প্রথম রাউণ্ডের ফলাফলের গুণাগুণ বিচার করিয়া আটজনকে ফাইন্যালে প্রতিযোগিতার সুযোগ দেওয়া হয়। জর্জ ব্রীন ১৭:৫২·৯ মিনিটে নূতন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করাতে তিনিই ১,৫০০ মিটারের স্বর্ণপদক পাইবেন বলিয়া সকলে আশা করেন।

ফাইন্যালে ব্রীন, রোজ ও ইয়ামানাকা স্টার্টিং-এর সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য প্রতিযোগীকে অতিক্রম করিয়া অগ্রবর্তী হন। ব্রীন প্রথম হইতেই গতিবেগ বৃদ্ধি করেন এবং প্রায় ৮০০ মিটার পর্যন্ত অনায়াস ভঙ্গিমায় সাঁতার কাটিয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখেন। রোজ ও ইয়ামানাকা ব্রীনকে অনুসরণ করিয়া সাঁতার কাটিতেছিলেন। হিটে সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া সন্তরণে ব্রীন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করিয়াছিলেন বটে কিন্তু এই প্রচেষ্টা তাঁহাকে যে যথেষ্ট পরিশ্রান্ত করিয়াছিল তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায় ৮৫০ মিটার সন্তরণের পর। একে একে রোজ ও ইয়ামানাকা তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হন এবং প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও ব্রীন আর তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিতে সক্ষম হন না। শেষ ১০০ মিটারে রোজের বিজয় সম্বন্ধে আর কাহারও সন্দেহ থাকে না। ১৭:৫৮·৯ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া রোজ তাঁহার দ্বিতীয় স্বর্ণপদক অর্জন করেন। প্রথম তিনজনের ফলাফল ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইলের অনুরূপ হয়। ০১·৪ সেকেণ্ড এবং ০৯·৩ সেকেণ্ড পর পর্যায়ক্রমে শেষ সীমান্ত স্পর্শ করিয়া ইয়ামানাকা ও ব্রীন দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। এম. গ্যারেটি, ডব্লু. স্ল্যাটার ও জাঁ বোয়াত্যে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন।

জর্জ ব্রীনের পরাজয় এই অলিম্পিকের অন্যতম বিস্ময়। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে হিটে সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া সন্তরণেই ব্রীনের ফাইন্যালে

* British Olympic Association : *Official Report of the Olympic Games*, XVIth Olympiad, Melbourne, (p. 64) "টাকাসি" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু Dr. Ferenc Mezo : *XVI Olympic Games* (p. 22) এবং *The Olympic Games*, Melbourne, Colovgravure Publications রৌপ্যপদক অধিকারীদের তালিকায় "সুয়োশি" বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।

পরাজয়ের কারণ। হিট অপেক্ষা ফাইন্যালেই তাঁহার সর্বশক্তি প্রয়োগ করা উচিত ছিল।*

সমগ্র অলিম্পিকের ইতিহাসে আর তিনজন সাঁতার‍ুর মারে রোজের ন্যায় একই অলিম্পিকে ৪০০ ও ১,৫০০ মিটার ফ্রিস্টাইলের স্বর্ণপদক অর্জনের সৌভাগ্য হইয়াছিল। তাঁহারা হইলেন হেনরী টেলর (গ্রেট ব্রিটেন—চতুর্থ অলিম্পিক), জর্জ হডসন (ক্যানাডা—পঞ্চম অলিম্পিক) ও নর্মান রস (আমেরিকা—সপ্তম অলিম্পিক)।

২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে এবার বাটার ফ্লাই স্ট্রোক নিষিদ্ধ করিয়া নূতন আইনপ্রণয়ন করা হইয়াছিল। রেকর্ড সম্বন্ধেও "ফিনা"** কর্তৃক বিশেষভাবে বিবেচনার পর একাদশ অলিম্পিকে টেটস্ হামুরের রেকর্ডই ব্রেস্ট স্ট্রোকের রেকর্ড হিসাবে গৃহীত হয়।†

ষোড়শ অলিম্পিকের ব্রেস্ট স্ট্রোকে দুইটি বিষয় বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রতিযোগীদের অধিকাংশ ডুব-সাঁতারের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং হিটে পাঁচ জনকে অবৈধ উপায়ে সাঁতারের অভিযোগে অবসর গ্রহণে বাধ্য করা হয়। ২১ জন সাঁতারু এ বিষয়ে অংশ গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের তিনটি হিটে বিভক্ত করা হয়।

প্রথম হিটে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী জাপানের "হিউম্যান ফিশ" মাসুরা ফুরুকাওয়া এবং ডেনমার্কের কে. গ্লেইর মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত ফুরুকাওয়া অলিম্পিক অপেক্ষা উন্নততর সময় ২:৩৬·১ মিনিটে শেষ সীমান্ত স্পর্শ করিযা হিটে বিজয় লাভ করেন। প্রথম ল্যাপের তিন-চতুর্থাংশ ডুব-সাঁতার কাটিয়া "হিউম্যান ফিশ" ফুরুকাওয়া দর্শকদের চমৎকৃত করেন। এই হিটেই ভারতীয় প্রতিযোগী শামসের খাঁ ৩:১৭·০ মিনিটে শেষ সীমান্ত স্পর্শ করিয়া প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণে বাধ্য হন।

দ্বিতীয় হিটে বিজয়ী এবং হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে তৃতীয় স্থানাধিকারী এইচ. ক্লেইনকে প্রতিযোগিতায় সাইড স্ট্রোক ব্যবহারের অভিযোগে‡ অবসর

* "Another opinion was that he had taken too much out of himself and that he should have saved his effort for the final." —British Olympic Association : *Official Report of the Olympic Games,* XVIth Olympiad, Melbourne, p. 64.

** FINA (*Federation Internationale de Natation Amateur*) : Laws Governing, Swimming, Diving and Water Polo.

† পঞ্চদশ অলিম্পিকে জন ডেভিস ব্রেস্ট স্ট্রোকে রেকর্ড করেন। কিন্তু তিনি বাটারফ্লাই স্ট্রোকে সাঁতার কাটায় তাঁহার রেকর্ডকে বাটারফ্লাই স্ট্রোকের রেকর্ডের মর্যাদা দেওয়া হয়।

‡ ক্লেইনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করায় তীব্র বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। সেজন্য এ সম্পর্কে FINA-র Rules and Laws Governing Swimming, Diving and Water Polo, 1957-1960 হইতে 66(e) ধারাটি উদ্ধৃত করা হইল : "Any competitor introducing a sidestroke movement will be disqualified." (p. 35)

গ্রহণে বাধ্য করায় দর্শকদের মধ্যে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়। তিনটি হিটের পর প্রতিযোগীদের গুণাগুণ বিচার করিয়া আটজনকে ফাইন্যালে প্রেরণ করা হয়।

ফাইন্যালে মাসুরা ফুরুকাওয়ার বিজয় সম্বন্ধে সকলে নিশ্চিত ছিলেন। অধিকাংশ সময়েই দর্শকগণের তাঁহাকে দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই। প্রথম ল্যাপে মোড় ঘুরিবার নির্দিষ্ট স্থানের ৩ মিটার পূর্বে একবার এবং দ্বিতীয় ল্যাপে দুইবার তাঁহাকে জলের উপর দেখা যায়। তৃতীয় ল্যাপে মোড় ঘুরিবার সময় "দর্শন" দান করিয়া তিনি যে ডুব সাঁতার আরম্ভ করেন তাহা শেষ হয় একেবারে শেষ সীমান্তে। ২:৩৪·৭ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত স্পর্শ করিয়া তিনি নূতন অলিম্পিক রেকর্ডসহ বিজয় লাভ করেন। তাঁহার ·০২ সেকেন্ড পর শেষ সীমান্ত স্পর্শ করিয়া তাঁহারই স্বদেশবাসী মাসাহিরো যোশিমুরা রৌপ্য এবং সোভিয়েট রাশিয়ার খারিশ যুনিটশেভ ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

২০০ মিটার বাটারফ্লাই এই অলিম্পিকের সন্তরণে নবসংযোজিত বিষয়। পঞ্চদশ অলিম্পিক পর্যন্ত ২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকের অধিকাংশ প্রতিযোগীই বাটারফ্লাই স্ট্রোকে সাঁতার কাটিয়াছেন। এই অলিম্পিকের দুইটি স্ট্রোকের প্রতিযোগীদের সুবিধার জন্য ব্রেস্ট স্ট্রোককে বিভক্ত করিয়া দুইটি বিষয় করা হয়। প্রতিযোগিতায় ১৮ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন ও তাঁহাদের তিনটি হিটে বিভক্ত করা হয়।

প্রথম রাউন্ডেই দশজন প্রতিযোগী হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে প্রতিষ্ঠিত জন ডেভিসের রেকর্ড ভঙ্গ করেন। প্রথম হিটেই এ বিষয়ে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী উইলিয়ম ওরজিক ২:১৮·৬ মিনিটে শেষ সীমান্ত স্পর্শ করায় তাঁহার বিজয় সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ ছিল না। তবে প্রত্যেকেই এ বিষয়ে অপর দুইজন শ্রেষ্ঠ সাঁতারু টাকাসি ইসিমোটো (জাপান) ও জর্জি তুমপেকের (হাঙ্গেরী) সহিত প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার আশা করিয়াছিলেন। ভারতীয় সাঁতারু শামসের খাঁ এ বিষয়েও হিট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। তাঁহার ৩:০৬·৩ মিনিট "সময়" প্রাথমিক রাউন্ডের দীর্ঘতম সময় বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।

ফাইন্যালে ওরজিক অনায়াস ভঙ্গিমায় ২:১৯·৩ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ডসহ বিজয় লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় স্থান লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয় ইসিমোটো এবং তুমপেকের সহিত এবং ইমিমোটো এক চুলের ব্যবধানে বিজয় লাভ করেন।* আমেরিকার জে. নেলসন এবং অস্ট্রেলিয়ার ফ্রি স্টাইল সাঁতারু জন মার্শাল চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। ফাইন্যালের ৮ জন সাঁতারুর পূর্ববর্তী অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন।

১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকের ১৯ জন প্রতিযোগীকে ৪টি হিটে বিভক্ত করা হয়। প্রতিযোগিতায় পঞ্চদশ অলিম্পিকে রেকর্ডের অধিকারী আমেরিকার ওয়াই. ওয়াকাওয়া, বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী এ. উইগিনস্, বিখ্যাত ফরাসী সাঁতারু আর. ক্রিস্টফ ইত্যাদি ছিলেন। প্রাথমিক প্রতিযোগিতা ও সেমি-ফাইন্যালে রেকর্ডের ছড়াছড়ি পড়িয়া যায়।

চতুর্থ হিটে জন মঙ্কটন (অস্ট্রেলিয়া) ১:০৩·৪ মিনিটে সীমান্ত স্পর্শ করিয়া প্রথম রাউন্ডের সর্বাপেক্ষা কম সময়ে শেষ সীমান্ত স্পর্শের সৌভাগ্য

* Dr. Ferenc Mezo : *XVI Olympic Games* (p. 23) নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন :

"Some thoughts they had seen Tumapek come in second."

লাভ করেন। পর্যায়ক্রমে সর্বশ্রেষ্ঠ সময় বিচার করিয়া ১৬ জনকে সেমি-ফাইন্যালে ও সেমি-ফাইন্যালের সময় বিবেচনা করিয়া আটজনকে ফাইন্যালে যোগদানের সুযোগ দেওয়া হয়।

ফাইন্যালে প্রকৃতপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয় অস্ট্রেলিয়ারই দুইজন সাঁতারু ডেভিড থিলে ও জন মঙ্কটনের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত ব্রিসবেনের ১৮ বৎসর বয়স্ক ডেভিড থিলে ১:০২·২ মিনিটে শেষ সীমান্ত স্পর্শ করেন ও মাত্র ০১·০ সেকেন্ডের ব্যবধানে মঙ্কটনকে পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। আমেরিকার ফ্রাংক ম্যার্ককিনি তৃতীয় ও ফ্রান্সের আর. ক্রিস্টফ চতুর্থ স্থান লাভ করেন। এ. উইগিনস এবং ওয়াকাওয়াকে কিন্তু সপ্তম ও অষ্টম স্থান লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। প্রথম পাঁচজন সাঁতারুই পূর্ববর্তী অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন। ডেভিড থিলে সপ্তদশ অলিম্পিকেও ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকের স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছেন।

৪×২০০ মিটার রিলেতে ১১টি রাষ্ট্রের জাতীয় দল অংশগ্রহণ করে। কেবলমাত্র দুইটি দলকে বাদ দিবার প্রয়োজনে দুইটি হিটের ব্যবস্থা করিতে হয়। প্রথম হিটে জাপান, আমেরিকা ও জার্মানী ও দ্বিতীয় হিটে গ্রেট ব্রিটেন, সোভিয়েট রাশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া পর্যায়ক্রমে প্রথম তিনটি স্থান লাভ করে।

ফাইন্যালে প্রত্যেকেই অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, সোভিয়েট রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার আশা করিয়াছিলেন। সোভিয়েট রাশিয়া এই অলিম্পিকের কিছুদিন পূর্বে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করায় রিলেতে পদক প্রাপ্তির আশা আরও বাড়াইয়া দিয়াছিল।

স্টার্টিং-এর সঙ্গে সঙ্গেই অস্ট্রেলিয়ান দল অগ্রগামী হয়। অস্ট্রেলিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্যন্তই অগ্রগামী থাকে এবং কেভিন ও'হল্লোরন, জন ডেভিড, মারে রোজ ও জন হেনরিকস্ লইয়া গঠিত অস্ট্রেলিয়ান দল ৮:২৩·৬ মিনিটে শেষ সীমান্ত স্পর্শ করিয়া নূতন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করিয়া জয়লাভ করেন। এই বিজয়ের ফলে মারে রোজ তিনটি ও জন হেনরিকস্ দুইটি স্বর্ণ পদক লাভের গৌরব লাভ করেন। রিচার্ড হ্যানলে, জর্জ ব্রীন, উইলিয়ম উলসে ও ফোর্ড কোনো লইয়া গঠিত আমেরিকা দল ৮:৩১·৫ মিনিটে শেষ সীমান্ত স্পর্শ করিয়া দ্বিতীয় এবং ভি. সুরকিন, বি. নিকিটিন, ভি. স্ট্রজহানোভ এবং জি. নিকোলায়েভ লইয়া গঠিত সোভিয়েট দল তৃতীয় স্থান লাভ করে। সোভিয়েট দল মোটেই সুনাম অনুযায়ী সন্তরণে সমর্থ হন নাই।

মহিলা বিভাগেও অস্ট্রেলিয়ার সাঁতারুগণের সাফল্য উল্লেখযোগ্য। ফ্রি-স্টাইলের উভয় বিভাগ ও রিলের স্বর্ণ পদক অস্ট্রেলিয়ান সাঁতারুগণ কর্তৃকই অর্জিত হয়।

১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে ৩৫ জন প্রতিযোগিনীকে পাঁচটি হিটে বিভক্ত করা হয়। পঞ্চম হিটে অস্ট্রেলিয়ার ডন ফ্রেজার অস্ট্রেলিয়ারই অপর সাঁতারু লোরেন ক্র্যাপের বিশ্ব রেকর্ডের সমান সময় ১:০২·৪ মিনিটে শেষ সীমান্ত স্পর্শ করায় বিশেষজ্ঞরা তাঁহার বিজয় সম্বন্ধে আশান্বিত হন। লোরেন ক্র্যাপ প্রথম হিটে ১:০৩·৪ মিনিটে শেষ সীমান্ত স্পর্শ করেন। মোট ১৬ জন প্রতিযোগিনী সেমি-ফাইন্যালে উঠেন। সেমি-ফাইন্যালে প্রতিযোগিনীদের দুইটি হিটে বিভক্ত করা হইয়াছিল। ডন ফ্রেজার এবং লোরেন ক্র্যাপ হিট দুইটিতে বিজয় লাভ করেন। হাঙ্গেরীর রাজনৈতিক সংঘর্ষ হাঙ্গেরীর প্রতি-

যোগিনীদের মানসিক অবস্থা কিরূপ শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছিল তাহা এই প্রতিযোগিতা হইতেই প্রকট হইয়া উঠে। কোনও হাঙ্গেরীয় প্রতিযোগিনীই ফাইন্যালে উন্নীত হইতে সমর্থ হন নাই। পঞ্চদশ অলিম্পিকে ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে বিজয়ী কাটালিন জোকে প্রথম রাউন্ডে এবং ৪০০ মিটারে বিজয়ী ভি. গ্যায়েঞ্জি সেমি-ফাইন্যাল হইতেই অবসর গ্রহণ করেন।

ফাইন্যালে অস্ট্রেলিয়ান প্রতিযোগিনীদের শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষভাবেই অনুভূত হয়। ১:০২·০ মিনিটে শেষ সীমান্ত স্পর্শ করিয়া ডন ফ্রেজার নূতন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ডসহ বিজয় লাভ করেন। অস্ট্রেলিয়ারই অপর দুইজন সাঁতারু লোরেন ক্র্যাপ ও ফেইথ লীচ ডন ফ্রেজারের ০০·৩ সেকেন্ডে ও ০৩·১ সেকেন্ড পর শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ফেইথ লীচ এ সময় ১৫ বৎসরের বালিকা।

৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইলের ২৬ জন প্রতিযোগিনীকে চারটি হিটে বিভক্ত করা হয়। লোরেন ক্র্যাপ এ বিষয়ে মহিলাদের মধ্যে প্রথম পাঁচ সেকেন্ডের কম সময়ে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করায় এ বিষয়ে প্রত্যেকেই তাঁহার বিজয়ের আশা করিয়াছিলেন। প্রথম রাউন্ডের ফলাফল অনুযায়ী আটজন ফাইন্যালে উন্নীত হন এবং লোরেন ক্র্যাপ অনায়াসেই ৪:৫৪·৬ মিনিটে শেষ সীমান্ত স্পর্শ করিয়া এ বিষয়ে স্বর্ণ পদক লাভ করেন। ৫:০২·৫ মিনিটে শেষ সীমান্ত স্পর্শ করিয়া ডন ফ্রেজার দ্বিতীয় ও আমেরিকার ১৪ বৎসর বয়স্কা বালিকা সিলভিয়া রুসকা তৃতীয় স্থান লাভ করেন। পঞ্চদশ অলিম্পিকে এ বিষয়ে বিজয়িনী ভি. গ্যায়েঞ্জি লাভ করেন সর্ব-শেষ স্থান। প্রথম তিনজনই পূর্ববর্তী অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন।

১০০ মিটার ব্যাক-স্ট্রোকের ২৫ জন প্রতিযোগিনীকে তিনটি হিটে বিভক্ত করা হয়। প্রথম ও তৃতীয় হিটে বিজয়িনী গ্রেট ব্রিটেনের জুডি গ্রীনহ্যাম ও মার্গারেট এডওয়ার্ডস পূর্ববর্তী অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন।

ফাইন্যালে জুডি গ্রীনহ্যাম ও ক্যারিন কোনোর (আমেরিকা) মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত দুইজন সাঁতারুই ১:১২·৯ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিলেও গ্রীনহ্যাম এক চুলের ব্যবধানে জয়লাভ করেন। কোনো ও এডওয়ার্ডস রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

মহিলা বিভাগেও ব্রেস্ট স্ট্রোককে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। ১০০ মিটার বাটারফ্লাই স্ট্রোকের ১২ জন প্রতিযোগিনীকে দুইটি হিটে বিভক্ত করা হয় এবং শেলী ম্যান (আমেরিকা) প্রথম হিটে ১:১১·২ মিনিটে শেষ সীমান্ত স্পর্শ করিয়া এ বিষয়ে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। ফাইন্যালে অনায়াস ভঙ্গিমায় সাঁতার কাটিযা তিনি ১:১১·০ মিনিটে শেষ সীমান্ত স্পর্শ করেন ও অলিম্পিক রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করিয়া বাটার ফ্লাই স্ট্রোকের প্রথম স্বর্ণ পদক অর্জন করেন। আমেরিকার অপর দুইজন প্রতিযোগিনী ন্যান্সি র‍্যামে ও মেরী সিয়ার্স রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকের ১৪ জন প্রতিযোগিনীকে দুইটি হিটে বিভক্ত করা হয় ও জার্মানীর উরশুলা হ্যাপ ও পঞ্চদশ অলিম্পিকে এ বিষয়ে বিজয়িনী ইভা জেকেলি হিট দুইটিতে জয়লাভ করেন। ইভা জেকেলি পঞ্চদশ অলিম্পিকে বাটারফ্লাই স্ট্রোক ব্যবহার করায় আন্তর্জাতিক সুইমিং ফেডারেশন ইভা নোভাকের পঞ্চদশ অলিম্পিকের সময়কেই রেকর্ড হিসাবে গ্রহণ করেন।

ফাইন্যালে প্রথম হইতেই উরশুলা হ্যাপ অগ্রগামী হন এবং তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া ইভা জেকেলি সাঁতার কাটিতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত ২:৫৩ মিনিটে শেষ সীমান্ত স্পর্শ করিয়া হ্যাপ নূতন অলিম্পিক রেকর্ডসহ বিজয় লাভ করেন। হ্যাপের ০১·৭ সেকেন্ড পরে শেষ সীমান্ত স্পর্শ করিয়া ইভা জেকেলি দ্বিতীয় এবং অপর জার্মান সাঁতারু ইভা টেন এলসেন তৃতীয় স্থান লাভ করেন। পঞ্চদশ অলিম্পিকে দ্বিতীয় এবং অলিম্পিক রেকর্ডের অধিকারী ইভা নোভাক একজন বেলজিয়ান নাগরিককে বিবাহ করিয়া বেলজিয়ান নাগরিকত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অলিম্পিকে তিনি ই. জেরাল্ড নোভাক নামে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন কিন্তু ফাইন্যালে উন্নীত হইতে পারেন নাই। পঞ্চদশ অলিম্পিকে তৃতীয় হেলেন গর্ডন ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন।

৪×১০০ মিটার রিলেতে দশটি জাতীয় দলকে দুইটি হিটের সম্মুখীন হইতে হয় এবং প্রত্যেকটি হিট হইতে চারটি করিয়া দল ফাইন্যালে উঠে। মেলবোর্ন অলিম্পিকে সাঁতারের সর্বাপেক্ষা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা মহিলাদের এই রিলে রেসে বিশ্বের দুইটি শ্রেষ্ঠ মহিলা দল অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার মধ্যে দেখা যায়। অস্ট্রেলিয়া দলে ছিলেন ডন ফ্রেজার, ফেইথ লীচ, সান্দ্রা মর্গান ও লোরেন ক্র্যাপ আর আমেরিকা দল গঠিত হইয়াছিল সিলভিয়া রুসকা, শেলী ম্যান, ন্যান্সি সিমনস্ ও জোয়ান রোসাজ্জাকে লইয়া। প্রথম ২০০ মিটার পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকান দল প্রায় একই সঙ্গে সাঁতার কাটিতে থাকে, কিন্তু তৃতীয় "লেগে" আমেরিকার সিমনস্ অস্ট্রেলিয়ার মর্গান অপেক্ষা অগ্রগামী হইয়া যান এবং মনে হইতে থাকে আমেরিকার বিজয়ের আশা বেশী। চতুর্থ লেগে ক্র্যাপ ও রোসাজ্জার মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ক্র্যাপই প্রথম শেষ সীমান্ত স্পর্শ করেন। ৪ : ১৭·১ মিনিটে শেষ সীমান্ত স্পর্শ করিয়া অস্ট্রেলিয়া দল নূতন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করিয়া স্ব[illegible] পদক লাভ করে। আমেরিকা দল ০২·১ সেকেন্ড পরে শেষ সীমান্ত স্পর্শ করে এবং রৌপ্য পদক লাভ করে। দক্ষিণ আফ্রিকা, জার্মানী ও পঞ্চদশ অলিম্পি[illegible] বিজয়ী হাঙ্গেরী দল যথাক্রমে তৃতীয়, চতুর্থ ও সপ্তম স্থান লাভ করে। আমেরিকা দলও পূর্বতন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করে।

পুরুষ বিভাগে স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং-এ ২৪ জন ডাইভার অংশ গ্রহণ করেন। ছয়টি ডাইভের পর্যায়ক্রমে প্রথম ১২ জন ফাইন্যালে উন্নীত হন এবং তাঁহাদের আরও চারটি ডাইভ দিতে দেওয়া হয়। ছয়টি ডাইভের পর চতুর্দশ অলিম্পিক হইতে অংশ গ্রহণক[illegible] মেক্সিকোর বিখ্যাত ডাইভার পেরেজ জোয়াকুইন ক্যাপিল্লা প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এ সময় মনে হইতেছিল হয়তো পেরেজই স্বর্ণ পদক লাভ করিয়া আমেরিকান ডাইভারদের ৩৬ বৎসরের একাধিপত্য খর্ব করিয়া দিবেন। কিন্তু ফাইন্যালের প্রথম ডাইভে বোর্ড হইতে পিছলাইয়া পড়িয়া যাওয়ায় তাঁহার স্বর্ণ পদকের আশা নির্মূল হইয়া যায়। শেষ পর্যন্ত পঞ্চদশ অলিম্পিকে তৃতীয় আমেরিকার রবার্ট ক্লটওয়ার্দি ১৫৯·৫৬ পয়েন্ট অর্জন করিয়া এ বিষয়ে আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখেন। অপর আমেরিকান ডাইভার ডোনাল্ড হার্পার ১৫৬·২৩ পয়েন্ট অর্জন করিয়া দ্বিতীয় ও ১৫০·৬৯ পয়েন্ট অর্জন করিয়া জোয়াকুইন ক্যাপিল্লা তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

ক্যাপিল্লার ব্রোঞ্জ পদক অর্জন ডাইভিং-এর ইতিহাসের একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। সপ্তম অলিম্পিক হইতে চতুর্দশ অলিম্পিক পর্যন্ত স্প্রিংবোর্ড ডাইভিং-এর একুশটি পদকের মধ্যে কুড়িটিই আমেরিকার ডাইভারগণ কর্তৃক অর্জিত হইয়াছে; একমাত্র নবম অলিম্পিকের ব্রোঞ্জ পদকটি পাইয়াছিলেন ইজিপ্টের সিমাইকা। সেদিক হইতে বিবেচনা করিলে ক্যাপিল্লা এই কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের বিশেষ গৌরব দাবি করিতে পারে।

হাইবোর্ড ডাইভিং-এর প্রতিযোগী সংখ্যা ছিল বাইশ জন। ছয়টি ডাইভিং-এর পর পর্যায়ক্রমে প্রথম ১২ জন ফাইন্যালে উঠেন এবং তাঁহাদের আর চারটি করিয়া ডাইভ দিতে হয়। জোয়াকুইন ক্যাপিল্লা এ সময় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

স্বর্ণপদকের লড়াই এ সময় আমেরিকার গ্যারী টোবিয়ান ও রিচার্ড কোনর ও জোয়াকুইন ক্যাপিল্লার মধ্যে নিবদ্ধ থাকে। ক্যাপিল্লা তাঁহার দেড় পাকের "সমারসল্ট" অদ্ভুত নৈপুণ্যের সঙ্গে সম্পন্ন করিলে তাঁহার বিজয় নিশ্চিত বলিয়া মনে হয়। শেষ ডাইভের পর ১৫২·৪৪ পয়েন্ট পাইয়া ক্যাপিল্লা স্বর্ণ পদক অর্জন করেন ও ৩৬ বৎসরের আমেরিকান একাধিপত্য খর্ব করেন। মাত্র ·০৩ পয়েন্টের ব্যবধানে পরাজিত হইয়া গ্যারী টোবিয়ান দ্বিতীয় ও রিচার্ড কোনর তৃতীয় স্থান লাভ করেন। তিনটি অলিম্পিকে ক্যাপিল্লা একটি স্বর্ণ, একটি রৌপ্য ও দুইটি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। জোয়াকুইনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এলবার্ট ক্যাপিল্লা পঞ্চদশ অলিম্পিকে পঞ্চম স্থান লাভ করিয়াছিলেন; এই অলিম্পিকে নবম ও অপর মেক্সিকান ডাইভার ১৫ বৎসরের বালক জে. বোটেল্লা দশম স্থান অধিকার করেন।

মহিলাদের স্প্রিংবোর্ড ডাইভিং-এ প্রতিযোগিনী সংখ্যা ছিল ১৭ জন। মোট ১২ জন ফাইন্যালে উঠেন ও হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে দুইটি স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত আমেরিকান ডাইভার প্যাট্রিসিয়া ম্যাককর্মিক অনায়াসেই ১৪২·৩৬ পয়েন্ট অর্জন করিয়া তাঁহার তৃতীয় স্বর্ণ পদক অর্জন করেন। দ্বিতীয় স্থানাধিকারিণী আমেরিকার জন স্টুনিয়োর সহিত তাঁহার পয়েন্টের ব্যবধান ছিল ১৬·৪৭, ইহা হইতেই ম্যাককর্মিকের অপূর্ব কৃতিত্বের প্রমাণ পাওয়া যাইবে। ক্যানাডার ইরনি ম্যাকডোনাল্ড ও আমেরিকার বি. গ্লাইডার্স তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

হাইবোর্ডের স্বর্ণ পদকও প্যাট্রিসিয়া ম্যাককর্মিক কর্তৃক অর্জিত হয়। ১৮ জন প্রতিযোগিনী ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন ও ১২ জন শেষ পর্যন্ত ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এ বিষয়ের প্রথম তিনটি স্থানই আমেরিকার ম্যাককর্মিক (৮৪·৮৫ পয়েন্ট), জুনো ইরউইন (৮১·৬৪ পয়েন্ট) এবং পোলা মায়ার্স (৮১·৫৮) কর্তৃক অধিকৃত হয়। ম্যাককর্মিক এ সময় দুইটি এবং জুনো ইরউইন তিনটি সন্তানের মাতা। এ বিষয়ের বিচার লইয়া বিচারকদের বিরুদ্ধে দর্শকদের কোনও কোনও সময়ে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়।

দুইটি অলিম্পিকে যোগদান করিয়া চারিটি ডাইভিং-এর স্বর্ণ পদকই অর্জন করিয়া ম্যাককর্মিক এক নূতন ইতিহাসের সৃষ্টি করেন। তাঁহার স্বামী গ্লেন ম্যাককর্মিক আমেরিকান ডাইভিং দলের প্রধান শিক্ষক এবং তিনিই প্রকৃতপক্ষে ম্যাককর্মিকের শিক্ষাগুরু।

ওয়াটার পোলোতে দশটি দল অংশ গ্রহণ করে এবং প্রতিযোগী দলসমূহকে 'এ' 'বি' 'সি' তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করা হয়। প্রথম লীগ প্রথায় খেলা হয় ও

সর্বশ্রেষ্ঠ ৬টি দল ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। নিম্নে এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইল :—

গ্রুপ—এ

যুগোশ্লাভিয়া	৩	সোভিয়েট রাশিয়া	২
যুগোশ্লাভিয়া	৩	রুমানিয়া	২
যুগোশ্লাভিয়া	৯	অস্ট্রেলিয়া	১
সোভিয়েট রাশিয়া	৪	রুমানিয়া	৩
সোভিয়েট রাশিয়া	৩	অস্ট্রেলিয়া	০
রুমানিয়া	২	অস্ট্রেলিয়া	১

গ্রুপ—বি

হাঙ্গেরী	৬	আমেরিকা	২
হাঙ্গেরী	৬	গ্রেট ব্রিটেন	১
আমেরিকা	৫	গ্রেট ব্রিটেন	৩

গ্রুপ—সি

ইটালী	৪	জার্মানী	২
ইটালী	৭	সিঙ্গাপুর	১
জার্মানী	৫	সিঙ্গাপুর	১

ফাইন্যাল গ্রুপের খেলা

		গোল			
	খেলা	স্বপক্ষে	বিপক্ষে	পয়েন্ট	স্থান
হাঙ্গেরী	৫	২০	৩	১০	প্রথম
যুগোশ্লাভিয়া	৫	১৩	৮	৭	দ্বিতীয়
সোভিয়েট রাশিয়া	৫	১৪	১৪	৬	তৃতীয়
ইটালী	৫	১০	১৩	৪	চতুর্থ
আমেরিকা	৫	১০	২০	২	—
জার্মানী	৫	১১	২০	১	—

ওয়াটার পোলোতে হাঙ্গেরীর কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। সমস্ত খেলাতে একমাত্র হাঙ্গেরী ব্যতীত অন্য কোনও দলের অপরাজিত থাকিবার সৌভাগ্য হয় নাই। ক্রীড়াচাতুর্য, সাঁতার, দৈহিক পটুতা সমস্ত বিষয়েই হাঙ্গেরীর খেলোয়াড়রা ছিল সত্যই অতুলনীয়। একমাত্র ফাইন্যাল গ্রুপে যুগোশ্লাভিয়ার সহিত খেলায় হাঙ্গেরীকে প্রকৃত পক্ষে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইতে হয়। সোভিয়েট রাশিয়া অহেতুক দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করায় হাঙ্গেরীর খেলোয়াড় জাদর তাঁহার চোখের উপর আঘাত পান এবং অবিরল ধারায় রক্তক্ষরণ হইতে থাকায় দর্শক ও খেলোয়াড়দের মধ্যে ক্রোধের ভাব পরিলক্ষিত হয়।

এই প্রসঙ্গে গ্যারম্যাটি দম্পতির কথা আবার আসিয়া পড়ে। ডেসজো গ্যারম্যাটি ওয়াটার পোলো দলের সভ্য হিসাবে একটি স্বর্ণ পদক ও তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্মিণী ইভা গ্যারম্যাটি (জেকেলি) ২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকের

রৌপ্য পদক লাভ করেন। এইরূপে গ্যারম্যাটি দম্পতি পর পর দুইটি অলিম্পিকে পদক প্রাপ্তির নূতন রেকর্ড স্থাপন করেন।

অসি-সঞ্চালন কৌশল

মেলবোর্নের সেন্ট হলে অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ অলিম্পিকের অসি-সঞ্চালন প্রতিযোগিতায় ২২টি রাষ্ট্রের ১৭০ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সমস্ত প্রতিযোগীই এই অলিম্পিকের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করায় প্রতিযোগিতার মানও খুব উন্নত হয়। ব্যক্তিগত ফয়েলে ৩২ জন অসি-সঞ্চালক অংশ গ্রহণ করেন। "ইলেকট্রিক ফয়েলে" প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়ায় মাঝে মাঝে কিছু বিশৃংখলা দেখা দিলেও মোটের উপর প্রতিযোগিতার বিচার ব্যবস্থা প্রশংসনীয় হয। প্রতিযোগীদের চারিটি পুলে বিভক্ত করিয়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রত্যেকটি পুলের চারজন সেমি-ফাইন্যালে এবং সেমি-ফাইন্যাল হইতে শ্রেষ্ঠ আটজন ফাইন্যালে উন্নীত হন। সেমি-ফাইন্যালে পঞ্চদশ অলিম্পিকে এ বিষয়ে বিজযী ক্রীশ্চান দোরিযেলা সাতটির মধ্যে ছয়টিতেই বিজয় লাভ করেন।

দোবিয়েলা ফাইন্যালেও ছয়টি প্রতিযোগিতায় বিজয় লাভ করেন এবং পর পর দুইটি অলিম্পিকে স্বর্ণপদক লাভের অপূর্ব গৌরব লাভ করেন। ইটালীর দুইজন প্রতিযোগী গিয়ানকার্লো বার্গামিনি এবং এন্টোনিও স্পালিনো ৫টি বিজয় লাভ করিয়া রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। গ্রেট ব্রিটেনের এ. জয় চতুর্থ স্থান লাভ করে। বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন হাঙ্গেরীব জে. গুরিজা কিন্তু পঞ্চম স্থান অধিকার করেন।

মহিলাদের ফয়েল প্রতিযোগিতায় ২৩ জন মহিলা অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগীদের তিনটি পুলে বিভক্ত করা হয় এবং তৃতীয় পুলে গ্রেট ব্রিটেনের গিলিয়ান শীন ছয়টি প্রতিযোগিতায় বিজয় লাভ করিয়া এমন কি বিশেষজ্ঞ-দেরও বিস্মিত করেন। সেমি-ফাইন্যালে তিনি উৎসাহব্যঞ্জক কোনও ফল প্রদর্শন না করিলেও ফাইন্যালে তাঁহার প্রভূত উন্নতি পরিলক্ষিত হয় এবং রুমানিযার ওলগা ওরবান ও শীন উভয়েই ছয়টি করিয়া লড়াইয়ে বিজয় লাভ করায় প্রথম স্থান লইয়া টাই হয়। স্বর্ণ পদকের জন্য লড়াইতে তিনি ওরবানকে ৪-২ লড়াইয়ে পরাজিত করেন এবং গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষে প্রথম অসি-সঞ্চালনের স্বর্ণ পদক অর্জন করেন। দশম অলিম্পিকে এ বিষয়ে স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত এলেন মুলার-প্রেইস দীর্ঘ ২৪ বৎসর পরও সপ্তম স্থান লাভ করিয়া অশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

দলগত প্রতিযোগিতায় নয়টি দল অংশ গ্রহণ করে এবং পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী ইটালী ও ফ্রান্স দলই ফাইন্যালে স্বর্ণ পদকের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। শেষ পর্যন্ত এডোয়ার্ডো ম্যাঙ্গিয়ারত্তি, গিয়ানকার্লো বার্গামিনি, এন্টোনিও স্পালিনো এবং সি. কার্পানেদা লইয়া গঠিত ইটালী দল হাঙ্গেরী, আমেরিকা ও ফ্রান্সকে পরাজিত করে এবং তিনটি লড়াইয়ে বিজয় লাভ করিয়া স্বর্ণ পদক অর্জন করে। দুইটি ও একটি লড়াইয়ে বিজয় লাভ করিয়া ফ্রান্স ও হাঙ্গেরী যথাক্রমে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।

ব্যক্তিগত ইপিতে ৪০ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। দুইটি রাউণ্ডে প্রতিযোগীদের আটটি পুলে লড়িতে হয় এবং সেমি-ফাইন্যালে ১৬ জন অংশ

গ্রহণ করে। সেমি-ফাইন্যালের দ্বিতীয় পুলে আর. পিউ (আমেরিকা) ছয়টি লড়াইয়ে বিজয়ী হইলেও ফাইন্যালে বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই।

ফাইন্যালে ইটালীয়ান অসি-সঞ্চালকগণই প্রাধান্য বিস্তার করেন। তিনজন ইটালীয়ান প্রতিযোগী কার্লো প্যাভেসী, গুইসিপ্পে, ডেলফিনো এবং পঞ্চদশ অলিম্পিকে বিজয়ী এডোয়ার্ডো ম্যাঙ্গিয়ারাত্তি প্রত্যেকে পাঁচটি করিয়া বিজয় লাভ করিলে স্বর্ণ পদকের জন্য পুনরায় লড়াই শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত কার্লো প্যাভেসী দুইজনকেই পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক এবং ডেলফিনো ম্যাঙ্গিয়ারাত্তিকে পরাজিত করিয়া রৌপ্য পদক লাভ করেন।

দলগত ইপিতে ১১টি দল অংশ গ্রহণ করে। এ বিষয়ে ইটালীর স্বর্ণপদক অর্জন স্থিরনিশ্চিত ছিল। প্রত্যেকটি দলকে পরাজিত করিয়া ইটালী অনায়াসেই ফাইন্যালে উন্নীত হয় এবং গ্রেট ব্রিটেনকে ১০-৬, ফ্রান্সকে ১৫-১ এবং হাঙ্গেরীকে ৯-৩-এ পরাজিত করে এবং তিনটি বিজয় লাভ করিয়া স্বর্ণ-পদক লাভ করে। বিজয়ী ইটালী দলে ছিলেন ম্যাঙ্গিয়ারাত্তি, ডেলফিনো, প্যাভেসী ও এ. পেল্লেগ্রিনো। ফ্রান্সকে ৯-৭ ও গ্রেট ব্রিটেনকে ১০-৬ লড়াইতে পরাজিত করিয়া হাঙ্গেরী রৌপ্য পদক এবং ফ্রান্স ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।

ব্যক্তিগত সেবারে ৩৪ জন অসি-সঞ্চালক অংশ গ্রহণ করে। ২৮ বৎসর পূর্বে নবম অলিম্পিক হইতে এ বিষয়ে হাঙ্গেরীর বিজয়াভিযান আরম্ভ হয় এবং এই অলিম্পিকেও তাঁহার ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই। হাঙ্গেরী ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলি এ বিষয়ে অদ্ভুত উন্নতি করিলেও ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি রাষ্ট্রের অসি-সঞ্চালকদের মানও যথেষ্ট উন্নত হয়।

প্রতিযোগিতায় হাঙ্গেরীর রুডলফ কারপাটি প্রথম হইতেই প্রাধান্য বিস্তার করেন। ধীর স্থির ও অদ্ভুত কুশলী এই অসি-সঞ্চালক তাঁহার অপূর্ব কৌশলে বিশেষজ্ঞদের বিস্মিত করেন। সেমি-ফাইন্যালে অপরাজিত থাকিয়া এবং ফাইন্যালে ৬টি লড়াইতে বিজয় লাভ করিয়া তিনি অনায়াসেই স্বর্ণপদক লাভ করেন। পোল্যাণ্ডের জর্জি পাভোলোভস্কি ৫টিতে বিজয় লাভ করিয়া ও সোভিয়েট রাশিয়ার লেভ কুজনেটসভ ৪টিতে বিজয় লাভ করিয়া যথাক্রমে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। ভূতপূর্ব বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন ও অলিম্পিক বিজয়ী আলদার গ্যারেভিচ পঞ্চম ও পি. কোভাকস্ অষ্টম স্থান লাভ করেন।

একমাত্র হাঙ্গেরী ও পোল্যাণ্ড ব্যতীত অন্যান্য রাষ্ট্রের যে সেবারের মানের ক্রমাবনতি হইয়াছিল তাহা দলগত সেবারের প্রতিযোগিতা হইতে স্পষ্টই বুঝা গিয়াছিল। মাত্র ৮টি দল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে এবং সেমি-ফাইন্যালে ইটালীর বিদায় গ্রহণ সকলকে বিস্মিত করে। শেষ পর্যন্ত কারপাটি, গ্যারেভিচ, কোভাকস্ এবং ড্যানিয়েল ম্যাগে* লইয়া গঠিত হাঙ্গেরীয় দল ফ্রান্সকে ১২-৪, সোভিয়েট রাশিয়াকে ৯-৭, এবং পোল্যাণ্ডকে ৯-৪ লড়াইতে পরাজিত করে এবং তিনটিতে বিজয় লাভ করিয়া পর পর ৬টি অলিম্পিকে স্বর্ণপদক অর্জনের গৌরব লাভ করে। মোট দুইটি লড়াইতে বিজয় লাভ করিয়া পোল্যাণ্ড রৌপ্য ও সোভিয়েট রাশিয়া ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।

* এ. কেরেজস্টেস ও জে. হামুরিও বিজয়ী হাঙ্গেরী দলের পক্ষে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্যুটিং

ষোড়শ অলিম্পিকের শ্যুটিং প্রতিযোগিতা ৩০শে নবেম্বর হইতে ৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত উইলিয়ামস্‌টাউন সামরিক রেঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। কেবল মাত্র ক্লে পিজিয়ন শ্যুটিং-এর জন্য লেভারটনের বিমান বাহিনীর রেঞ্জে ব্যবস্থা করা হয়। অলিম্পিক প্রতিযোগিতার মত একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার কথা চিন্তা করিলে দুইটি রেঞ্জই এইরূপ প্রতিযোগিতার অনুপযুক্ত বলা যায়। উইলিয়ামস্‌টাউনের রেঞ্জে দক্ষিণের হাওয়া কখনও মন্দ বেগে কখনও বা তীব্র বেগে বহিতে থাকায় প্রতিযোগীদের যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কিন্তু বিগত চার বৎসরে শ্যুটিং-এর কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল তাহা প্রতিযোগিতার ফলাফল হইতে স্পষ্ট হইয়া উঠে। এক কথায় এই অলিম্পিকের শ্যুটিংকে "রেকর্ড ভাঙার অভিযান" বলিয়া অভিহিত করা যায়।

সোভিয়েট রাশিয়ার অদ্ভুত সাফল্য এই অলিম্পিকের আর একটি বৈশিষ্ট্য। সোভিয়েট প্রতিযোগীরা ৩টি স্বর্ণ, ৪টি রৌপ্য ও ১টি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে। প্রত্যেক রাষ্ট্র হইতে মাত্র দুইজন প্রতিযোগীকে এই অলিম্পিকে অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া হয় কিন্তু তাহার মধ্যেও এই অদ্ভুত সাফল্য রাশিয়াকে শ্যুটিং-এ বিশ্বের পুরোধা রাষ্ট্র করিয়া তোলে। অবশ্য ইটালীও ক্লে পিজিয়ন শ্যুটিং-এ প্রথম তিনটি স্থানই দখল করিয়া অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দেয়।

ক্লে পিজিয়ন শ্যুটিং-এ ৩৭ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। তীব্র বাতাস সত্ত্বেও প্রতিযোগিতার মানের যথেষ্ট উন্নতি দেখা যায়। ইটালিয়ান প্রতিযোগিগণ এ বিষয়ে অদ্ভুত সাফল্যের পরিচয় দেন।

সম্ভাব্য ২০০ পয়েন্টের মধ্যে ১৯৫ পয়েন্ট অর্জন করিয়া ইটালীর গ্যাল্লিয়ানো রসিন্নি স্বর্ণ ও ১৯০ পয়েন্ট অর্জন করিয়া পোল্যাণ্ডের আদম স্পেলজিনিস্কি রৌপ্য পদক অর্জন করেন। ইটালীর এ. সিকেরি, এবং সোভিয়েট রাশিয়ার এম. মোগুয়েলেভস্কি ও টি. নিকান্দ্রভ তিনজনেই ১৮৮ পয়েন্ট অর্জন করায় তৃতীয় স্থান লইয়া টাই হয়। ব্রোঞ্জ পদকের লড়াইতে ২২৫ পয়েন্টের মধ্যে সিকেরি, মোগুয়েলেভস্কি ও নিকান্দ্রভ যথাক্রমে ২১২, ২১১ ও ২১০ পয়েন্ট অর্জন করায় তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বলিয়া ঘোষিত হন।

ফ্রি পিস্তল শ্যুটিং-এ ৩৩ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। কেবল মাত্র এই একটি বিষয়ে এই অলিম্পিকে রেকর্ড ভঙ্গ হয় নাই।* প্রতিযোগীদের ৬টি টার্গেটে গুলি নিক্ষেপ করিতে হয় এবং ফিনল্যাণ্ডের পেন্‌টি লিন্নোসভুয়ো এবং সোভিয়েট রাশিয়ার মকমুদ উমারভ উভয়েই মোট ৫৫৬ পয়েন্ট পাওয়ায় প্রথম স্থান লইয়া টাই হয়। শেষ পর্যন্ত টার্গেট পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া লিন্নোসভুয়োকে প্রথম ও উমারভকে দ্বিতীয় বলিয়া ঘোষণা করা হয়। আমেরিকার ও. পিনিয়ন তৃতীয় এবং পঞ্চদশ অলিম্পিকে তৃতীয় ও একাদশ অলিম্পিক হইতে এ বিষয়ে অলিম্পিক রেকর্ডের অধিকারী থর্স্টেন উলম্যান ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন।

* British Olympic Association : *Official Report of the Olympic Games*, XVIth Olympiad, pp. 75, 76; কিন্তু Dr. Ferenc Mezo : *XVI Olympic Games*, p. 16-এ লিন্নোসভুয়ো ও উমারভ উভয়েই অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

রানিং ডিয়ার শ্যুটিং প্রতিযোগীদের প্রথম দিন ৫০টি সিঙ্গল শট এবং দ্বিতীয় দিনে ২৫টি ডবল্ শট "ফায়ার" করিতে হয়। মোট ১১ জন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন।

প্রথম দিন পঞ্চদশ অলিম্পিকে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী পার ওলাফ স্কোল্ডবার্গ ২২৩, সোভিয়েট রাশিয়ার ভাইটাল রোমানেঙ্কো ২২০ এবং হাঙ্গেরীর এম. কর্কসিস্ ২১৫ পয়েন্ট অর্জন করিয়া প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করেন।

দ্বিতীয় দিনে রোমানেঙ্কো ২২১ পয়েন্ট ও স্কোল্ডবার্গ ২০৯ পয়েন্ট পাওয়ায় রোমানেঙ্কো ৪৪১ ও স্কোল্ডবার্গ ৪৩২ পয়েন্ট অর্জন করিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক প্রাপ্ত হন। রোমানেঙ্কো পূর্ববর্তী অলিম্পিক রেকর্ড ২২ পয়েন্টের ব্যবধানে ভঙ্গ করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপনের অপূর্ব গৌরব লাভ করেন। অপর সোভিয়েট প্রতিযোগী ভ্ল্যাদিমির সেভ্রূগিন উভয় দিনে ২১৩ ও ২১৬ এবং মোট ৪২৯ পয়েন্ট অর্জন করিযা তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। হাঙ্গেরীর এম. কোভাকস্ ও এম. কর্কসিস্ চতুর্থ ও পঞ্চম এবং পঞ্চদশ অলিম্পক-বিজয়ী জে লার্সেন অষ্টম স্থান অধিকার করেন।

৩০০ মিটার হইতে ফ্রি রাইফেল শ্যুটিং-এ ২০ জন প্রতিযোগী ছিলেন কিন্তু তাহার মধ্যে পাকিস্তানের এস. চৌধুরী প্রতিযোগিতা শেষ করেন নাই। হেলসিঙ্কি অলিম্পিকের ন্যায় এই অলিম্পিকেও প্রতিযোগীদের দুই দিন "প্রোণ. নিলিং ও স্ট্যাণ্ডিং" তিনটি "পজিশনে" গুলি নিক্ষেপ করিতে হয ও প্রত্যেকটি 'পজিশনে' প্রত্যেক দিন ২০০ করিয়া পয়েন্ট ছিল।

সোভিযেট রাশিয়ার ভ্যাসিলি বরিশভ ৩৯৬+৩৮৩+৩৫৯* মোট ১১৩৮ পয়েন্ট অর্জন করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ড সহ স্বর্ণপদক লাভ করেন। ৩৯২+৩৮৫+৩৬০ মোট ১১৩৭ পয়েন্ট পাইয়া সোভিয়েট রাশিয়ার এলান আর্ডম্যান রৌপ্য ও ফিনল্যাণ্ডের ভিলহো ইলোনেন ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

"স্মল বোর রাইফেলের ৫০ মিটার দূরত্ব হইতে প্রোণ পজিশনে শ্যুটিং'-এ ৪৪ জন প্রতিযোগী ছিলেন প্রতিযোগীদের প্রোণ পজিশনে ৬টি টার্গেটে গুলি নিক্ষেপ করিতে হয় এবং মোট পয়েন্টের সংখ্যা ছিল ৬০০। এই অলিম্পিকের শ্যুটিং-এর ইহাই ছিল তীব্রতম প্রতিযোগিতা—প্রথম ৬ জনের ব্যবধান ছিল মাত্র ২ পযেন্ট এবং প্রথম ২৫ জনের পয়েন্টের ব্যবধান ছিল মাত্র ৬।

প্রতিযোগিতায় ক্যানাডার জেরাল্ড কুইলেট এবং সোভিয়েট রাশিয়ার ভ্যাসিলি বরিসভের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। প্রথম পাঁচটি টার্গেটে উভয়েই সম্ভাব্য ১০০ পয়েন্টের মধ্যে ১০০ পয়েন্ট অর্জন করেন কিন্তু শেষ টার্গেটে দুর্ভাগ্যক্রমে বরিশভের সাময়িক উত্তেজনায় "ট্রিগার প্রেসিং"-এর সামান্য গণ্ডগোলের ফলে গুলি "বুল" হইতে সরিয়া '৯ পয়েন্টের রিং-এ" বিদ্ধ হয়। কুইলেট শেষ টার্গেটে গুলি নিক্ষেপেও ১০০ পয়েন্ট লাভ করায় সম্ভাব্য ৬০০ পয়েন্টের মধ্যে ৬০০ পয়েন্টই অর্জন করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। কুইলেটের দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার ৬০০ পয়েন্টকে রেকর্ডের মর্যাদা দেওয়ার সময় মাপিয়া দেখা যায় "ফায়ারিং পয়েন্ট" হইতে রেঞ্জের দূরত্ব ৫০

* পর্যায়ক্রমে প্রোণ, নিলিং ও স্ট্যাণ্ডিং-এর পয়েন্ট।

মিটারের কম। ফলে পরিচালকদের অব্যবস্থার জন্য কুইলেট রেকর্ড স্থাপন করিতে সক্ষম হন না।* কুইলেট অপেক্ষা ১ পয়েন্ট কম পাওয়ায় বরিশভ রৌপ্য ও চারজন ৫৯৮ পয়েন্ট পাইলেও সমস্ত বিষয় বিবেচনার পর ক্যানাডার প্রতি-যোগী গিলমোর বোয়া ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

৫০ মিটার হইতে "প্রোণ, নীলিং ও স্ট্যাণ্ডিং" তিনটি "পজিশনে" "স্মল বোর রাইফেল শুটিং"-এ প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ৪৪। ফ্রি রাইফেল প্রতিযোগিতার মত এই প্রতিযোগিতাতেও দুইদিনই "প্রোণ, নিলিং ও স্ট্যাণ্ডিং" পজিশনে গুলি নিক্ষেপ করিতে হয়। বিশ্বের দুইজন শ্রেষ্ঠতম প্রতিযোগী পঞ্চদশ অলিম্পিকে শুটিং-এর স্বর্ণপদক প্রাপ্ত আনাতোলি বোগদানোভ ও চেকোশ্লোভাকিয়ার অটো হরিনেক উভয়েই ১২০০ পয়েন্টের মধ্যে ১১৭২ পয়েন্ট অর্জন করায় প্রথম স্থান লইয়া টাই হয়। শেষ পর্যন্ত প্রোণে বোগদানোভের পয়েন্ট বেশী হওয়ায় বোগদানোভ এই অলিম্পিকে তাঁহার দ্বিতীয় স্বর্ণপদক লাভ করেন। ভারতীয় প্রতিযোগী হরিহর সাউ মোট ১১০২ পয়েন্ট অর্জন করিয়া ৩৮তম স্থান অধিকার করেন। বোগদানোভ ও হরিনেক উভয়ের মোট পয়েন্টকেই অলিম্পিক রেকর্ডে মর্যাদা দেওয়া হয়। নিম্নে প্রথম ছয়জনের ও হরিহর সাউর পয়েন্টের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইল।

প্রতিযোগীর নাম	রাষ্ট্র	প্রোণ	নীলিং	ষ্ট্যাণ্ডিং	মোট পয়েন্ট
আনোতোল					
বোগদানোভ	সোভিয়েট রাশিয়া	৩৯৬	৩৯২	৩৮৪	১১৭২
অটো হরিনেক	চেকোশ্লোভাকিয়া	৩৯৩	৩৯৫	৩৮৪	১১৭২
জন স্যাণ্ডবার্গ	সুইডেন	৩৯৭	৩৯৬	৩৭৪	১১৬৭
ভ্যাসিলি বরিশভ	সোভিয়েট রাশিয়া	৩৯৫	৩৯১	৩৭৭	১১৬৩
ভি. ইলোনেন	ফিনল্যাণ্ড	৩৯৪	৩৮৬	৩৮১	১১৬১
গিলমোর বোয়া	ক্যানাডা	৪০০	৩৯১	৩৬৮	১১৫৯
হরিহর সাউ	ভারতবর্ষ	৩৯২	৩৭২	৩৩৮	১১০২

সিল্যুট শুটিং-এ ৩৫ প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। ব্যবস্থাপকদের অব্যবস্থার দরুন টার্গেট ঠিকভাবে প্রদর্শন না করাতে প্রতিযোগীদের বেশ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ছয়টি টার্গেটে প্রতিবার পাঁচটি করিয়া দুইদিনে ৬০টি গুলি নিক্ষেপ করিতে হয় ও প্রথম দিনে রুমানিয়ার দুইজন প্রতিযোগী স্টিফান পেট্রেস্কু ও ঘিয়োরঘে লিচিয়ার্ডোপোল ২৯৪ পয়েন্ট পাইয়া অগ্রগামী থাকেন।

দ্বিতীয় দিনে পেট্রেস্কু ২৯৩ পয়েন্ট পান ও সম্ভাব্য ৬০০ পয়েন্টের মধ্যে ৫৮৭ পয়েন্ট পান ও পঞ্চদশ অলিম্পিকে ক্যারোলি ট্যাকাস্ প্রতিষ্ঠিত রেকর্ড ভঙ্গ করিয়া নূতন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত করেন। সোভিয়েট প্রতিযোগী ইয়েভজেনী চেরকাসভও এইদিন ২৯৩ পয়েন্ট অর্জন করেন ও পূর্বদিনে ২৯২ পয়েন্ট

* পরিচালকদের অব্যবস্থার জন্য দশম অলিম্পিকের এ্যাথলেটিকসে ফিনল্যাণ্ডের আইসো হোল্লা অলিম্পিক রেকর্ড অপেক্ষা উন্নততর সময়ে দৌড়াইয়াও রেকর্ড স্থাপনের গৌরব হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। ৩১৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

পাওয়ায় উভয় দিনে মোট ৫৮৫ পয়েন্ট একত্র করিয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। লিচিয়ার্ডোপোল দ্বিতীয় দিনে ২৮৭ পয়েন্ট পাওয়ায় মোট ৫৮২ পয়েন্ট অর্জন করিয়া তৃতীয় স্থান লাভ করেন। পঞ্চদশ অলিম্পিকে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ক্যারোলি ট্যাকাস্ ও সিলজার্ড কুন এই অলিম্পিকে অষ্টম ও ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন।

সাইক্লিং

ষোড়শ অলিম্পিকের সাইক্লিং প্রতিযোগিতার একমাত্র রোড রেস ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত প্রতিযোগিতা অলিম্পিক পার্ক ভেলোড্রোমে ৩রা ডিসেম্বর হইতে ৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। অলিম্পিক পার্ক ভেলোড্রোমের বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাকে একরূপে নিখুঁতই বলা যায়।

১,০০০ মিটার টাইম ট্রায়ালে ২২ জন সাইক্লিস্ট অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় ১৯৫৪ সালের বিশ্ব "পারস্যুট" রেসের চ্যাম্পিয়ন এবং ১,০০০ মিটার স্ট্যান্ডিং স্টার্ট টাইম ট্রায়ালে বিশ্ব-রেকর্ডের অধিকারী ইটালীর লিনার্ডো ফ্যাগিন ১ মিঃ ০৯·৮ সেকেন্ডে শেষ সীমন্ত অতিক্রম করেন ও নূতন অলিম্পিক রেকর্ডসহ বিজয় লাভ করেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার লাদিশ্লাভ ফোচেক ১মিঃ ১১·৪ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় এবং দক্ষিণ আফ্রিকার আলফ্রেড সুইফ্‌ট্ তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

১,০০০ মিটার স্প্রিন্টে ১৭ জন সাইক্লিস্ট ছিলেন। প্রতিযোগীদের প্রথম রাউন্ডে ছয়টি হিটে বিভক্ত করা হয় এবং ছয়টি হিটের ছয়জন বিজয়ী সরাসরি কোয়ার্টার ফাইন্যালে উন্নীত হন। পরাজিত প্রতিযোগীদের দুইটি প্রতিযোগিতায় আরও দুইজন কোয়ার্টার ফাইন্যালে উন্নীত হয়।

কোয়ার্টার ফাইন্যালের পর মিশেল রসেয়োঁ (ফ্রান্স), গুগলিয়েলমো পেজেন্টি (ইটালী), রিচার্ড প্লুগ (অস্ট্রেলিয়া) এবং ডব্লু. জনস্টন (নিউজিল্যান্ড) সেমি-ফাইন্যালে উঠেন। প্রথম হিটে মিশেল রসেয়োঁ দুইটি প্রতিযোগিতাতেই পরাজিত করিয়া ফাইন্যালে উঠেন এবং পেজেন্টি ও প্লুগ প্রত্যেককে একটি করিয়া প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিতে হয়।* শেষ পর্যন্ত মিশেল রসেয়োঁ ও পেজেন্টি প্রথম স্থান নির্ধারণের ফাইন্যালে এবং প্লুগ ও জনষ্টন তৃতীয় স্থান নির্ধারণের ফাইন্যালে উন্নীত হন। প্রথম স্থান নির্ধারণের ফাইন্যালে মিশেল রসেয়োঁ ও তৃতীয় স্থান নির্ধারণের ফাইন্যালে প্লুগ দুইটি প্রতিযোগিতাতেই বিজয় লাভ করিয়া প্রথম ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। পেজেন্টি ও জনসন দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

২০০০ মিটার ট্যান্ডেমে আটটি রাষ্ট্রের জাতীয় দল অংশ গ্রহণ করে। প্রথম রাউন্ডে চারটি হিটে বিজয় লাভ করিয়া ফ্রান্স, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইটালী ও নিউ-জিল্যান্ড কোয়ার্টার ফাইন্যালে উঠে। পরাজিত দলসমূহের দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায় গ্রেট ব্রিটেন ও চেকোশ্লোভাকিয়া বিজয় লাভ করিয়া কোয়ার্টার ফাইন্যালে উন্নীত হয়, কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে প্রতিযোগিতায় একটি সংঘর্ষে উভয় দলের সাইক্লিষ্টদ্বয়ের আঘাত গুরুতর হওয়ার দরুন

* পরাজিত প্লুগ পেজেন্টির বিরুদ্ধে ফাউলের অভিযোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা "জুরী অফ এ্যাপীল" কর্তৃক অগ্রাহ্য হয়।

তাঁহাদের হাসপাতালে প্রেরণ করিতে হয়। শূন্য স্থান পূরণ করে অস্ট্রেলিয়া। কোয়ার্টার ফাইন্যালে চারিটি হিটে জয়লাভ করিয়া যথাক্রমে অস্ট্রেলিয়া, গ্রেট ব্রিটেন, চেকোশ্লোভাকিয়া ও ইটালী সেমিফাইন্যালে উঠে। চেকোশ্লোভাকিয়া ও অস্ট্রেলিয়া যথাক্রমে গ্রেট ব্রিটেন ও ইটালীকে পরাজিত করায় ফাইন্যালে উন্নীত হয় এবং গ্রেট ব্রিটেন ও ইটালী তৃতীয় স্থানের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

ফাইন্যালে জ্যান ব্রাউন ও এন্টনি মার্চেন্ট লইয়া গঠিত অস্ট্রেলিয়ার ট্যান্ডেম দলের নিকট লাদিশ্লাভ ফোচেক ও ভাক্লাভ মাচেকের পরাজয় বিশেষজ্ঞদের বিস্মিত করে। অস্ট্রেলিয়া দল প্রথম রাউন্ডের মূল ও "পরাজিতদের প্রতিযোগিতা" উভয় প্রতিযোগিতাতেই পরাজিত হয় এবং জার্মান ও সোভিয়েট ট্যান্ডেম দল আহত হওয়ায় একান্ত সৌভাগ্যক্রমে কোয়ার্টার ফাইন্যালে উন্নীত হয়। তৃতীয় স্থান নির্ধারণের প্রতিযোগিতায় ইটালী গ্রেট ব্রিটেনকে পরাজিত করে।

৪,০০০ মিটার টিম পারস্যুটে ১৬টি দল অংশ গ্রহণ করে। এক সঙ্গে ট্র্যাকে দুইটি করিয়া দলকে অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া হয় এবং সর্বাপেক্ষা কম সময়ে প্রথম যে আটটি দল শেষ সীমান্তে উপনীত হয় তাঁহাদের কোয়ার্টার ফাইন্যালে যোগদানের সুযোগ দেওয়া হয়। কোয়ার্টার ফাইন্যালে গ্রেট ব্রিটেন, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফ্রান্স ও ইটালী তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে পরাজিত করিয়া সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হয়। সেমি-ফাইন্যালে বিজয়ী ইটালী ও ফ্রান্স ফাইন্যালে এবং গ্রেট ব্রিটেন ও দক্ষিণ আফ্রিকা তৃতীয় স্থান নির্ধারণের ফাইন্যালে উন্নীত হয়।

ফাইন্যালে লিনার্ডো ফ্যাগিন, ভ্যালেন্টিনো পিজ্জালি, এন্টোনিয়ো ডোমিনিক্যালী ও ফ্রাঙ্কো গ্যানর্দিনি লইয়া গঠিত ইটালী দল ৪ মিঃ ৩৭·৪ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করে ও নূতন অলিম্পিক রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করিয়া বিজয়ী হয়। ফ্রান্স দ্বিতীয় স্থান এবং তৃতীয় স্থান নির্ধারণের প্রতিযোগিতায় গ্রেট ব্রিটেন দক্ষিণ আফ্রিকাকে পরাজিত করিয়া তৃতীয় স্থান লাভ করে।

এই অলিম্পিকে রোড রেসের দূরত্ব কমাইয়া ১৮৭·৭৩ কিলোমিটার (১১৬·৬৫ মাইল) করা হয়। উঁচু নিচু পর্বতসঙ্কুল পথ রোড রেসের জন্য মোটেই সুনির্বাচিত হয় নাই এবং যোগদানকারী ৮৮ জনের মধ্যে ৪৪ জনই প্রতিযোগিতা শেষ করিবার পূর্বেই অবসর গ্রহণে বাধ্য হন। নবম ল্যাপের পূর্বে পথের স্বল্প পরিসরতার জন্য কোন প্রতিযোগীর পক্ষে প্রকৃতপক্ষে অগ্রগামী হওয়া সম্ভব হয় নাই। নবম ল্যাপে ইটালীর এরকোল বলদিনী অগ্রগামী হন এবং সমস্ত পথে একমাত্র ফ্রান্সের এ. গ্যায়ের ও গ্রেট ব্রিটেনের এ্যালান জ্যাকসন ব্যতীত অন্যান্য কোন প্রতিযোগীর পক্ষে তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভব হয় নাই। শেষ পর্যন্ত বলদিনীই ৫ ঘঃ ২১ মিঃ ১৭ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া কষ্টসাধ্য এই "ম্যারাথন সাইক্লিং রেসের" স্বর্ণ পদক লাভ করেন। ৫ ঘঃ ২৩ মিঃ ১৬* সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ফ্রান্সের এ. গ্যায়ের রৌপ্য পদক ও গ্রেট ব্রিটেনের এ্যালান জ্যাকসন ব্রোঞ্জ

* British Olympic Association : *Official Report of the Olympic Games,* XVIth Olympiad (p. 73)-তে এ. গ্যায়ের ও

পদক লাভ করেন। জার্মানীর এইচ. তুলার ও জি. শার চতুর্থ ও পঞ্চম এবং গ্রেট ব্রিটেনের আর্থার ব্রিটেইন ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন।

দলগত প্রতিযোগিতায় এ. গ্যায়ের (দ্বিতীয়), এম. ম্যুশার (অষ্টম) এবং এম. ভারম্যুল্যাঁ (দ্বাদশ) লইয়া গঠিত ফ্রান্স দল ২২ পয়েন্ট অর্জন করিয়া প্রথম, এ্যালান জ্যাকসন (তৃতীয়), আর্থার ব্রিটেইন (ষষ্ঠ) ও উইলিয়ামস হোম (চতুর্দশ) লইয়া গঠিত গ্রেট ব্রিটেন দল ২৩ পয়েন্ট পাইয়া দ্বিতীয় ও জার্মানী তৃতীয় স্থান লাভ করে।

জিমন্যাস্টিক

ষোড়শ অলিম্পিকের জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতা পূর্বাপর অলিম্পিক-সমূহ হইতে অধিকতর তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়। স্বর্ণ পদকের লড়াই প্রধানতঃ সোভিয়েট ও জাপানী জিমন্যাস্টদের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে।

হোরাইজেন্টাল বারে জাপানের টাকাসি ওনোর ১৯·৬০ পয়েন্ট অর্জন করিয়া স্বর্ণ পদক লাভ এই অলিম্পিকের এক স্মরণীয় ঘটনা। এমন কি অন্যান্য বিষয়ে বিজয়ী কুশলী জিমন্যাস্টদের পক্ষেও সম্ভাব্য ২০ পয়েন্টের মধ্যে ১৯·৬০ পয়েন্ট অর্জন করা সম্ভব হয় নাই। সোভিয়েট কুশলী জিমন্যাস্টদের সহিত জাপানী জিমন্যাস্টদের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিশেষজ্ঞদেরও বিস্মিত করে। সুতরাং ইহার দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে বিগত অলিম্পিকের পরবর্তী চারিটি বৎসর জাপানীরা নীরব অধ্যবসায়ের সঙ্গে যে অনুশীলন করেন, ইহা তাহারই ফলশ্রুতি। সোভিয়েটের ইউরি টিটভ ১৯·৪০ পয়েন্ট অর্জন করিয়া দ্বিতীয় ও অপর জাপানী জিমন্যাস্ট মাসাও টাকেমোটো তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ভিক্টর চুখারিন ও পি. স্টোলভব (সোভিয়েট রাশিয়া) যুগ্মভাবে চতুর্থ স্থান লাভ করেন। জাপানীদের প্রাধান্য পরিস্ফুট হইলেও প্রথম আট জনের মধ্যে চারজনই ছিলেন সোভিয়েট জিমন্যাস্ট। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য ওনোই জাপানে পক্ষে জিমন্যাস্টিকের প্রথম স্বর্ণপদক অর্জন করেন।

প্যারালাল বারে পঞ্চদশ অলিম্পিকে দ্বিতীয় ভিক্টর চুখারিন এবার ১৯·২০ পয়েন্ট অর্জন করিয়া সহজেই বিজয় লাভ করেন। জাপানের মাসামি কুবোটা দ্বিতীয় ও টাকাসি ওনো এবং মাসাও টাকেমোটো যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। এলবার্ট আজারিয়ান পঞ্চম স্থান লাভ করেন।

১৯·৩৫ পয়েন্ট অর্জন করিয়া এলবার্ট আজারিয়ান এবং ১৯·১৫ পয়েন্ট অর্জন করিয়া ভ্যালেন্টাইন মুরাটোভ (সোভিয়েট রাশিয়া) রিং-এ প্রথম ও দ্বিতীয় স্থন অর্জন করিলেও এ বিষয়ে জাপানী প্রতিযোগীদেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। জাপানী জিমন্যাস্ট মাসামি কোবুটা ও টাকেমোটো ১৯·১০ পয়েন্ট পাইয়া যুগ্মভাবে তৃতীয়, ওনো ও এন. আহিহারা ১৯·৫ পয়েন্ট পাইয়া যুগ্মভাবে পঞ্চম এবং ১৯·০০ পয়েন্ট পাইয়া চুখারিনের সঙ্গে যুগ্মভাবে সপ্তম স্থান অধিকার করেন এস. সুকাওয়াকি।

বরিশ শাখালিন, টাকাসি ওনো ও ভিক্টর চুখারিন যথাক্রমে ১৯·২৫,

এ্যালান জ্যাকসনের সময় যথাক্রমে ৫ ঘণ্টা ২৩ মিনিট ১৬ সেকেণ্ড ও ৫ ঘণ্টা ২৩ মিনিট ১৭ সেকেণ্ড বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু Dr. Fernc Mezo : *XVI Olympic Games* (p. 19) এবং *The Olympic Games*, Melbourne, 1956, (Colorgravure Publication) উভয় পুস্তকেই উভয়ের সময়ই ৫ ঘণ্টা ২৩ মিনিট ১৬ সেকেণ্ড বলিয়া উল্লেখ আছে।

১৯·২০ ও ১৯·১০ পয়েন্ট পাইয়া পোমেল্ড হর্সে'র প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, এ বিষয়ে প্রথম সাতটি স্থানের মধ্যে চারটিই সোভিয়েট জিমন্যাস্টগণ অধিকার করেন।

ফ্রি-স্ট্যান্ডিং (ফ্লোর) এক্সারসাইজেও সোভিয়েট জিমন্যাস্ট ভ্যালেণ্টাইন মুরাটোভ ১৯·২০ পয়েন্ট অর্জন করিয়া স্বর্ণ পদক লাভ করেন। ১৯·১০ পয়েন্ট অর্জন করিয়া নবুয়ুকি আইহারা (জাপান), ভিক্টর চুখারিন এবং উইলিয়াম থোসেন (সুইডেন) এ বিষয়ে যুক্তভাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। আই. টিটভ লাভ করেন পঞ্চম স্থান।

লং হর্স ভল্টেও মুরাটোভ জার্মানীর হেলমুট বানজের সহিত যুগ্মভাবে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এ বিষয়ে উভয়েই ১৮·৮৫ পয়েন্ট অর্জন করেন। আই. টিটভ তৃতীয় এবং জার্মানীর টি. ওয়েডের সঙ্গে যুগ্মভাবে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন সোভিয়েট রাশিয়ার শাখালিন। চুখারিন সপ্তম স্থান লাভ করেন। প্রথম দশজনের মধ্যে চারজনই ছিলেন জার্মান জিমন্যাস্ট।

সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও কুশলী জিমন্যাস্ট (ব্যক্তিগত) নিরূপণের জন্য ১২টি বিষয়ের একত্র প্রতিযোগিতায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুভূত হয়। ভিক্টর চুখারিন ১২০ পয়েন্টের মধ্যে ১১৪·২৫ পয়েন্ট অর্জন করেন ও জাপানী জিমন্যাস্ট টাকাসি ওনোকে মাত্র ·০৫ পয়েন্টের ব্যবধানে পরাজিত করিয়া স্বর্ণ পদক লাভ করেন। ইউরি টিটভ, মাসাও টাকেমোটো ও ভ্যালেন্টাইন মুরাটোভের মধ্যে ব্রোঞ্জ পদকের জন্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয় ও শেষ পর্যন্ত টিটভ, টাকেমোটো ও মুরাটোভ যথাক্রমে ১১৩·৮০, ১১৩·৫৫ ও ১১৩·৩০ পয়েন্ট অর্জন করিয়া তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। বানজ ও আজারিয়ান লাভ করেন ষষ্ঠ ও সপ্তম স্থান।

পুরুষ বিভাগের দলগত চ্যাম্পিয়নশিপে সোভিয়েট, জাপান, ফিনল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, জার্মানী ও আমেরিকা পর্যায়ক্রমে প্রথম ছয়টি স্থান লাভ করেন। ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় বিশেষ ভাল ফল প্রদর্শন না করিলেও দলগত বিষয়ে ফিনিশ জিমন্যাস্টদের তৃতীয় স্থান অধিকার সকলকে বিস্মিত করে। পরবর্তী পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে প্রথম চারিটি দলের বিস্তারিত ফলাফল দেওয়া হইল।

মহিলা বিভাগে সোভিয়েট মহিলা জিমন্যাস্ট ও পূর্ব ইউরোপীয়, প্রধানতঃ হাঙ্গেরীর জিমন্যাস্টদের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। চারিটি ব্যক্তিগত বিষয়ের মধ্যে তিনটিতে বিজয়ী হাঙ্গেরিয়ান জিমন্যাস্ট এ্যাগনেস ক্যালেটি আটটি বিষয়ের একত্র প্রতিযোগিতায় ভল্টিং-এর বাধ্যতামূলক একটি "ফিগারে" দুর্ভাগ্যবশতঃ সফল না হওয়ায় অল্পের জন্য "সর্বশ্রেষ্ঠ জিমন্যাস্ট" আখ্যা হইতে বঞ্চিত হন।

বিম ব্যালেন্সে (ব্যালেন্স বোর্ড) এ্যাগনেস ক্যালেটি ১৮·৮০ পয়েন্ট অর্জন করিয়া এই অলিম্পিকে তাঁহার প্রথম স্বর্ণ পদক অর্জন করেন। ইভা বোসাকোভা (চেকোশ্লোভাকিয়া) ও তামারা ম্যানিনা (সোভিয়েট রাশিয়া) যুগ্মভাবে দ্বিতীয় ও এ. ম্যারেজকোভা (চেকোশ্লোভাকিয়া) ও ল্যারিসা ল্যাটিনিনা (সোভিয়েট রাশিয়া) যুগ্মভাবে চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

"মহিলাদের প্যারালাল বারে" এ্যাগনেস ক্যালেটি ১৮·৯৬ পয়েন্ট অর্জন করিয়া স্বর্ণ পদক লাভ করেন। ১৮·৮৩, ও ১৮·৮০ পয়েন্ট অর্জন করিয়া ল্যারিসা ল্যাটিনিনা ও সোফিয়া মুরাটোভা (সোভিয়েট রাশিয়া) রৌপ্য ও

রাষ্ট্র	হোরাইজেন্টল বার	প্যা'রালাল বার	পোমেল্ড হর্স	রিং	লং হর্স ভল্ট	ফ্রি স্ট্যান্ডিং এক্সারসাইজ	মোট পয়েন্ট
সোভিয়েট রাশিয়া	৯৫·৮৫	৯৪·৬০	৯৫·২০	৯৫·১৫	৯৩·৪৫	৯৪·০০	৫৬৮·২৫
জাপান	৯৫·১০	৯৫·১৫	৯৪·৩০	৯৫·৩০	৯২·৪০	৯৪·১৫	৫৬৬·৪০
ফিনল্যান্ড	৯২·৪৫	৯৪·০৫	৯৩·৩৫	৯১·৬৫	৯১·৯০	৯২·৫৫	৫৫৫·৯৫
চেকোশ্লোভাকিয়া	৯৩·৩০	৯২·৬০	৯২·৬০	৯২·০০	৯২·০০	৯১·৬০	৫৫৪·১০

ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। বোসাকোভা চতুর্থ ও পঞ্চদশ অলিম্পিকে এ বিষয়ে বিজয়ী মার্গিট কোরোন্ডি দ্বাদশ স্থান লাভ করেন।

ব্রড হর্স ভল্টিং-এ ল্যারিসা ল্যাটিনিনা ও তামারা ম্যানিনা ১৮·৮৩ ও ১৮·৮০ পয়েন্ট অর্জন করিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক অর্জন করেন। এ্যান সোফি কলিং (সুইডেন) এবং ওলগা টাস (হাঙ্গেরী) ১৮·৭৩ পয়েন্ট পাইয়া যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। মুরাটোভা চতুর্থ স্থান অধিকার করেন।

"ফ্লোর এক্সারসাইজে" ল্যারিসা ল্যাটিনিনা ও এ্যাগনেস ক্যালেটি ১৮·৭৩ পয়েন্ট পাইয়া যুগ্মভাবে প্রথম স্থান অধিকার করেন। রুমানিয়ার এলেনা লিউশিয়ান ১৮·৭০ পয়েন্ট অর্জন করিয়া তৃতীয় এবং বোসাকোভা, মুরাটোভা এবং কে. তানাকা (জাপান) যুক্তভাবে চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

আটটি বিষয় লইয়া সর্বশ্রেষ্ঠ জিমন্যাস্টের প্রতিযোগিতায় ল্যারিসা ল্যাটিনিনা ৭৪ ৯৩ পয়েন্ট অর্জন করেন ও এ্যাগনেস ক্যালেটিকে ·৩০ পয়েন্টের ব্যবধানে পরাজিত করিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ জিমন্যাস্টের সম্মান লাভ করেন। ক্যালেটি, মুরাটোভা দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং লিউশিয়ান ও টাস যুগ্মভাবে চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

"হ্যান্ড এ্যাপারেটাসের দলগত প্রতিযোগিতায়" (টিম ড্রিলে) হাঙ্গেরিয়ান জিমন্যাস্টগণের ক্রীড়া-কৌশল দর্শকদের প্রচুর আনন্দের খোরাক যোগায়। প্রতিযোগিতায় হাঙ্গেরী ও সুইডেন ৭৫·২ ও ৭৪ ২ পয়েন্ট অর্জন করিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। পোল্যান্ড ও সোভিয়েট রাশিয়া ৭৪ পয়েন্ট পাইয়া যুগ্মভাবে তৃতীয় ও রুমানিয়া পঞ্চম স্থান লাভ করে।

দলগত চ্যাম্পিয়নশিপে ৪৪৪ ৮০, ৪৪৩ ৫০ ও ৪৩৮·২০ পয়েন্ট পাইয়া সোভিয়েট রাশিয়া, হাঙ্গেরী ও রুমানিয়া যথাক্রমে প্রথম তিনটি স্থান লাভ করে। নিম্নে এ বিষয়ের বিস্তারিত ফলাফল দেওয়া হইল :

রাষ্ট্র	ফ্রি এক্সারসাইজ	বিম ব্যালান্স	প্যারালাল বার	ব্রড হর্স ভল্ট	টিম ড্রিল	মোট পয়েন্ট
রাশিয়া	৯২·৯০	৯২·২৩	৯২·৮৭	৯২·৮০	৭৪·০০	৪৪৪·৮০
হাঙ্গেরী	৯১·৭০	৯২·২০	৯৩·১৩	৯১·২৭	৭৫·২০	৪৪৩·৫০
রুমানিয়া	৯১·৭৭	৯০·৫৪	৯১·০৪	৯১·৪৫	৭৩·৪০	৪৩৮·২০

এই অলিম্পিকের চার জন্য শ্রেষ্ঠ জিমন্যাস্ট জিমন্যাস্টিকসের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সংযোজন করেন। এই চারজন হইলেন সোভিয়েট রাশিয়ার ভিক্টর চুখারিন. ও. মুরাটোভ দম্পতি—ভ্যালেন্টাইন মুরাটোভ, সোফিয়া মুরাটোভা এবং হাঙ্গেরীর এ্যাগনেস ক্যালেটি। চুখারিন পঞ্চদশ ও ষোড়শ অলিম্পিকে মোট সাতটি স্বর্ণ পদক, তিনটি রৌপ্য পদক ও একটি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেন। এ্যাগনেস ক্যালেটিও উভয় অলিম্পিকে মিলিতভাবে পাঁচটি স্বর্ণ, তিনটি রৌপ্য ও দুইটি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। মুরাটোভ দুইটি অলিম্পিকে চারিটি স্বর্ণ ও একটি রৌপ্য এবং মুরাটোভা ষোড়শ অলিম্পিকে একটি স্বর্ণ ও তিনটি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেন। এইরূপে মুরাটোভ দম্পতি পাঁচটি স্বর্ণ. একটি রৌপ্য ও তিনটি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করিয়া অলিম্পিকের ইতিহাসে এক অভিনব ইতিহাসের সৃষ্টি করেন।

ভারোত্তোলন

ষোড়শ অলিম্পিকের ভারোত্তোলন মেলবোর্নের "এক্সজিবিশন বিল্ডিং"-এ ২৩, ২৪ ও ২৬শে নবেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। ৩৬টি রাষ্ট্র হইতে ১২২ জন ভারোত্তোলক এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে।

প্রতিযোগিতার জন্য মাত্র তিনটি দিন নির্দিষ্ট হওয়ায় প্রতিযোগিতা পরিচালনে প্রচুর অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কোন কোন দিন প্রতিযোগিতা সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ হইয়া এমন কি ভোর রাত্রি পর্যন্ত পরিচালনা করিতে হইয়াছে। প্রধানতঃ আমেরিকা ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যেই প্রতিযোগিতা নিবদ্ধ থাকে এবং ৭টি স্বর্ণ পদকের মধ্যে আমেরিকা ৪টি ও সোভিয়েট ৩টি স্বর্ণপদক দখল করে। এশিয়ার ইরান, কোরিয়া ও জাপানের ভারোত্তোলকদের অদ্ভুত নৈপুণ্য এই অলিম্পিকের ভারোত্তোলনের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা।

ব্যান্টাম ওয়েটে ১৬ জন ভারোত্তোলক অংশ গ্রহণ করিলেও প্রতিযোগিতা প্রধানতঃ সোভিয়েট প্রতিযোগী বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভ্লাদিমির স্টোগোভ ও আমেরিকার "পকেট হারকিউলিশ" নামধারী চার্লস ভিন্সির মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে। প্রেস ও স্ন্যাচে উভয়ই ১০৫ কিলোগ্রাম উত্তোলন করায় জার্কের ফলাফলেব উপর বিজয়ীর ভাগ্য নির্ভর করে এবং স্টোগোভ প্রতিযোগিতায় বিজযের জন্য দৈহিক ওজন কম করিয়া ফেলায় তাঁহার পক্ষে দৈহিক ওজনের স্বল্পতা অন্তরায় হইয়া দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত দুইবারের প্রচেষ্টাতেও তিনি ১২৭·৫ কিলোগ্রামের অধিক উত্তোলনে সক্ষম হন না কিন্তু ভিন্সি ১৩২·৫ কিলোগ্রাম উত্তোলন করায স্বর্ণ পদক লাভ করেন। ভিন্সির জার্কের ১৩২·৫ কিলোগ্রাম ও মোট উত্তোলন ৩৪২·৫ কিলোগ্রাম (৭৫৫ পাঃ) নূতন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড হিসাবে গণ্য করা হয। স্টোগোভ ১০৫+১০৫+১২৭·৫ মোট ৩৩৭·৫* কিলোগ্রাম (৭৪৪ পাঃ) এবং পঞ্চদশ অলিম্পিকে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী এশিয়ান চ্যাম্পিয়ান খ্যাতনামা ইরানিযান ভারোত্তোলক মামুদ নামদুজো ১০০+১০২·৫ +১৩০ মোট ৩৩২·৫ কিলোগ্রাম উত্তোলন করিযা দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। কোরিয়ার আই. এইচ. ইয়ু ও এইচ. কিম এবং জাপানের ওয়াই. নাম্বু যথাক্রমে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন।

ফেদার ওয়েটে ২১ জন প্রতিযোগী থাকিলেও প্রতিযোগিতা ভারোত্তোলনেব আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় নবাগত আমেরিকার ইসাক বার্জার ও সোভিয়েটের ইয়েভজেনি মিনায়েভের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে। মিনায়েভ প্রেসে ১১৫ কিঃ গ্রাঃ উত্তোলন করিয়া বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন ও বার্জার ১০৭·৫ কিঃ গ্রাঃ উত্তোলন করেন। বার্জার কিন্তু অবিচলিত থাকেন ও পরবর্তী স্ন্যাচে ১০৭·৫ কিঃ গ্রাঃ উত্তোলন করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করিলে মিনায়েভেব মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। ফলে মিনায়েভের পববর্তী দুইটি ওজন উত্তোলনেই আত্মবিশ্বাসের অভাব পরিলক্ষিত হয় ও তিনি প্রথম দিকে অগ্রগামী হইয়াও পরাজিত হন। ১০৭·৫+১০৭·৫+১৩৭·৫ মোট ৩৫২·৫ কিলোগ্রাম (৭৭৭ পাউন্ড) উত্তোলন করিয়া বার্জার স্ন্যাচ ও জার্কে অলিম্পিক এবং মোট উত্তোলনে বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করিয়া ভারোত্তোলনে আমেরিকার

* যথাক্রমে "প্রেস, স্ন্যাচ ও ক্লিন এন্ড জার্কে" উত্তোলিত ওজন।

দ্বিতীয় স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১১৫+১০০+১২৭·৫ মোট ৩৪২·৫ কিলো-গ্রাম (৭৫৫ পাউন্ড) উত্তোলন করিয়া মিনায়েভ রৌপ্য ও মোট ৩৩৫ কিলোগ্রাম উত্তোলন করিয়া পোল্যান্ডের মারিয়ান জিয়েলেনেস্কি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। পঞ্চম অলিম্পিকে তৃতীয় ত্রিনিদাদের রডেন উইল্কস্ চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

লাইট ওয়েটে ১৮ জন ভারোত্তোলক অংশ গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে সোভিয়েটের বিজয় নিশ্চিত জানিয়া আমেরিকা এ বিভাগে কোন উত্তোলকই প্রেরণ করে নাই। প্রতিযোগিতায় দুইজন সোভিয়েট প্রতিযোগী ইগর রাইবাক ১১০+১২০+১৫০ মোট ৩৮০ কিলোগ্রাম (৮৩৭¾ পাঃ) এবং রেভিল খবুদ্দিনভ ১২৫+১১০+১৩৭·৫ মোট ৩৭২·৫ কিলোগ্রাম (৮২১ পাঃ) উত্তোলন করিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক লাভ করেন। কিন্তু এ বিষয় বিশ্ববিখ্যাত সোভিয়েটের প্রতিযোগীদের উত্তোলনে সকলে বিস্ময় প্রকাশ করেন। স্ন্যাচ, জার্ক ও মোট উত্তোলনে অলিম্পিক রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হইলেও কোন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপিত হয় না। ৩৭০, ৩৬৭·৫ ও ৩৬৫ কিলোগ্রাম মোট ওজন উত্তোলন করিয়া এশিয়ার তিনজন শ্রেষ্ঠ ভারোত্তোলক সি. এইচ. কিম (কোরিয়া), কে. অনুমা (জাপান) ও এইচ. তামরাজ (ইরান) যথাক্রমে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান লাভ করেন।

মিডল ওয়েটে ১৬ জন প্রতিযোগী ছিলেন এবং এই বিভাগেই ভারোত্তোলনের সর্বাপেক্ষা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুভূত হয়। সর্বপ্রথম পঞ্চদশ অলিম্পিকে এ বিষয়ে বিজয়ী আমেরিকার পিটার জর্জ প্রেসে ১২২·৫ কিঃ গ্রাঃ উত্তোলন করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করেন কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার ফিয়োডোর বোগদানভস্কি ১৩২·৫ কিঃ গ্রাঃ উত্তোলন করিয়া পিটারকে অতিক্রম করিয়া যান। বোগদানভস্কি স্ন্যাচে ১২২·৫ কিঃ গ্রাঃ উত্তোলন করিলে জর্জ ১২৭·৫ কিলোগ্রাম উত্তোলন করিয়া দুইজনের উত্তোলনের ব্যবধান কমাইয়া আনেন। জার্কে বোগদানভস্কি ১৬৫ কিঃ গ্রাঃ উত্তোলন করিলে জর্জ ১৬৭·৫ কিঃ গ্রাঃ উত্তোলনে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সমস্ত হল একেবারে নিস্তব্ধ। সর্বশক্তিমানের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া জর্জ ওজন উত্তোলনে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু বোগদানভস্কির ভাগ্য এইদিন সুপ্রসন্ন ছিল। প্রাণপণ চেষ্টাতেও জর্জ উক্ত ওজন উত্তোলনে সক্ষম না হওয়ায় তাঁহার জার্কের শেষ উত্তোলন ১৬২·৫ কিঃ গ্রাঃ গৃহীত হইল এবং তিনি যোগ্যের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। বোগদানভস্কির মোট উত্তোলন ৪২০ কিঃ গ্রাঃ (৯২৬ পাঃ) বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড হিসাবে গণ্য করা হইল। ৪১২·৫ কিঃ গ্রাঃ মোট উত্তোলন করিয়া জর্জ দ্বিতীয় ও ৩৮২·৫ কিঃ গ্রাঃ মোট উত্তোলন করিয়া ইটালীর ই. পিগনাত্তি তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। একই ওজন উত্তোলন করিলেও পোল্যান্ডের জে. বোশেনেক চতুর্থ স্থান লাভ করেন। পঞ্চদশ অলিম্পিকে এ বিষয়ে তৃতীয় এস. জে. কিম (কোরিয়া) পঞ্চম স্থান অধিকার করেন।

লাইট হেভীতে* ১০ জন প্রতিযোগী ছিলেন। পঞ্চদশ অলিম্পিকে এ বিষয়ে বিজয়ী সোভিয়েট ভারোত্তোলক ত্রোফিম লোমাকিন আহত হওয়ায়

* Dr. Ferenc Mezo: *XVI Olympic Games*, p. 10, বোগ-দানভস্কিকে ওয়েল্টার ওয়েটে, টমি কোনোকে মিডল ওয়েটে, ভোরোবায়েভকে লাইট হেভী ওয়েটের বিজয়ী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ভ্যাসিলি স্টিফানোভ তাঁহার শূন্য স্থান পূর্ণ করেন। ফলে আমেরিকার প্রতিযোগী টমাস কোনোকে প্রকৃতপক্ষে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইতে হয় নাই এবং তিনি ১৪০+১৩২·৫+১৭৫ মোট ৪৪৭·৫ কিলোগ্রাম (৯৮৬½ পাঃ) উত্তোলন করেন এবং প্রত্যেকটি বিষয়ে অলিম্পিক এবং জার্ক ও মোট উত্তোলনে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করিয়া এ বিষয়ে স্বর্ণপদক অর্জন করেন। ১৩৫+১৩০+১৬২·৫ মোট ৪২৭·৫ কিলোগ্রাম (৯৪২½ পাঃ) উত্তোলন করিয়া স্টিফানোভ রৌপ্য ও আমেরিকার জেমস জর্জ মোট ৪১৭·৫ কিঃ গ্রাঃ উত্তোলন করিয়া ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

মিডল হেভী ওয়েটে ১৫ জন প্রতিযোগী ছিলেন। এ বিষয়ে সোভিয়েট প্রতিযোগী আরকাদি ভোরোবায়েভ তাঁহার প্রেসের প্রথম উত্তোলনেই ১৪৭·৫ কিলোগ্রাম উত্তোলন করিয়া বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন। আমেরিকান প্রতিযোগী ডেভ শেফার্ড ভোরোবায়েভের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মোটেই সমর্থ হন না এবং ভোরোবায়েভ ১৪৭·৫+১৩৭·৫+১৭৭·৫ মোট ৪৬২·৫ কিলোগ্রাম (১০১৯½ পাউন্ড) উত্তোলন করেন ও প্রেসে মোট উত্তোলনে বিশ্ব ও অলিম্পিক এবং জার্কে অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৪০+১৩৭·৫+১৬৫ এবং মোট ৪৪২·৫ কিলোগ্রাম (৯৭৫½ পাঃ) উত্তোলন করিয়া শেফার্ড রৌপ্য ও মোট ৪২৫ কিঃ গ্রাঃ উত্তোলন করিয়া জাঁ ডিবাঁ (ফ্রান্স) ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। ভারতীয় প্রতিযোগী কে. ঈশ্বর রাও ১২২·৫+১১০+১৪৭ ৫ মোট ৩৮০ কিলোগ্রাম উত্তোলন করিয়া দশম স্থান লাভ করেন।

হেভী ওয়েটে মাত্র ১০ জন ভারোত্তোলক অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় আমেরিকার পল এন্ডারসন ও পঞ্চদশ অলিম্পিকে তৃতীয় আর্জেন্টিনার প্রতিযোগী হুমাবার্টো সেলভেত্তির মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। এন্ডারসন প্রেস ও স্ন্যাচে ১৭৫+১৪৫ কিলোগ্রাম উত্তোলন করায় এন্ডারসন হইতে অগ্রগামী হন। সেলভেত্তি জার্কে ১৮০ কিঃ গ্রাঃ উত্তোলন করেন। মোট ৫০০ কিলোগ্রাম (১১০২½ পাঃ) উত্তোলন করায় তাঁহার বিজয় নিশ্চিত বলিয়া মনে হয়। পল এন্ডারসনের সে সময় পরাজয়ের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে অন্ততঃ পক্ষে ১৮৭·৫ কিলোগ্রাম উত্তোলন প্রয়োজন। এন্ডারসন ১৮৭·৫ কিলোগ্রামই উত্তোলনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। দুইবার পর পর প্রচেষ্টায় বিফল হইলেও তৃতীয় বার প্রচেষ্টায় সফল হইলেন এবং তাঁহারও মোট উত্তোলন ৫০০ কিলোগ্রাম হইল। ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকায় দৈহিক ওজন মাপার প্রয়োজন হয় ও ওজনের সময় দেখা যায় সেলভেত্তির ওজন এন্ডারসন অপেক্ষা কয়েক পাউন্ড বেশী; সুতরাং এন্ডারসনই বিজয়ী বলিয়া ঘোষিত হইলেন। ইটালীর আলবার্টো পিগাইয়ানি ও ইরানের এফ. পোঝান ৪৫২·৫ ও ৪৫০ কিলোগ্রাম উত্তোলন করিয়া যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করেন। ভারতীয় প্রতিযোগী ডি. আর. গোপাল ১২২·৫+১০৫+১৩২·৫ মোট ৩৬০ কিলোগ্রাম উত্তোলন করায় সর্বশেষ স্থান অধিকার করেন।

মডার্ন পেন্টাথ্লন

মডার্ন পেন্টাথ্লনে ৪০ জন প্রতিযোগী এবং ১২টি দল অংশ গ্রহণ করে। প্রতিযোগীদের মধ্যে দুইবার বিশ্ব এবং পঞ্চদশ অলিম্পিকে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত লার্স হল, ভূতপূর্ব বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বজর্ন থোফেল্ট এবং বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইগর নভিকভও ছিলেন।

মেলবোর্ন হইতে ১৫ মাইল দূরে ওকল্যান্ডস কান্ট্রি ক্লাবে ২৬টি প্রতিবন্ধক সমন্বিত স্টিপলচেজ কোর্স অশ্বারোহণ কলাকৌশল প্রতিযোগিতার জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল। প্রতিযোগিতার মান মোটেই সন্তোষজনক হয় নাই এবং কেবলমাত্র ৪ জন ১,০০০ পয়েন্টের অধিক অর্জন করে। বর্জন থোফেল্ট সহ ৪ জন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় আহত হওয়ায় হাসপাতালে প্রেরিত হন। তাঁহারা আর প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণে সক্ষম হন নাই। ৯:৩২, ৯:৩৫ ও ৯:৩৯ মিনিটে পর্যায়ক্রমে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া জে. ল্যাম্বার্ট ও জে. ড্যানিয়েলস (আমেরিকা) এবং এল. রিরা (আর্জেন্টিনা) প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করেন।

"এক্সিজিবিশন বিল্ডিং"-এ অসি-সঞ্চালন প্রতিযোগিতা সকাল ৭-৩৯ মিনিটে আরম্ভ করা হয়। দীর্ঘ দশঘণ্টাব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় সি. ভেনা (রুমানিয়া) ২৮টি লড়াইয়ে বিজয় লাভ করিয়া এ বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ফিনল্যাণ্ডের ভেইনো কোরহোনেন দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন।

উইলিয়ামসটাউন রেঞ্জে পিস্তল শুটিং-এর ব্যবস্থাপনায় ব্যবস্থাপকদের অব্যবস্থার জন্য প্রতিযোগীদের যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি করে। বাতাসের তীব্রতা ব্যতীতও দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী প্রতিযোগিতা প্রতিযোগীদের পক্ষে প্রকৃতপক্ষে ক্লেশকর হইয়া দাঁড়ায়। মেক্সিকান সামরিক বিভাগের আলমাদা ফেলিক্স ১৯৩ পয়েন্ট অর্জন করিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯১ পয়েন্ট পাইয়া জে. বেনডেক (হাঙ্গেরী) ও আই. নোভিকভ (রাশিয়া) যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার কবেন।

সন্তরণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় "মেলবোর্ন অলিম্পিক পুলে"। ৩:৪৬ ও ৩:৫৪ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ইভর ডেরিউগিন (রাশিয়া) ও লার্স হল প্রথম ও দ্বিতীয় এবং অস্ট্রেলিয়ার এস. কুমার তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। লার্স হল এই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করায় ১০৩০ পয়েন্ট অর্জন করিয়া চারিটি বিষয়ের পয়েন্টের যোগফলে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

শেষ দিন "ওকল্যান্ড হান্ট ক্লাবে" ৪,০০০ মিটার ক্রস কান্ট্রি রেস অনুষ্ঠিত হয়। গ্রেট ব্রিটেনের ডি. কবলি ১৩মিঃ ৩৫·৫ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিজয় লাভ করেন। সুইডেনের বি. হ্যাস এবং ইভর ডেরিউগিন দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

৫টি বিষয়ের পয়েন্ট একত্র করিয়া লার্স হল এবারও এই কষ্টসহ প্রতিযোগিতার স্বর্ণপদক লাভ করেন। ফিনল্যাণ্ডের ওলভি ম্যান্নোনেন এবং ভেইনো কারহোনেন দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং ইভর নোভিকভ চতুর্থ স্থান লাভ করেন। পঞ্চম অলিম্পিকে দ্বিতীয় গেবর বেনডেক কিন্তু এবার ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। পরবর্তী পৃষ্ঠায় পর্যায়ক্রমে প্রথম ছয়জন প্রতিযোগীর বিস্তারিত ফলাফল দেওয়া হইল :

প্রতিযোগীর নাম	অশ্বারোহণ কলা-কৌশল প্রতিযোগিতা			অসি-সঞ্চালন কৌশল			শ্যুটিং			সন্তরণ			ক্রস কান্ট্রি রেস			সর্বসাকুল্যে পয়েন্ট
	সময়	স্থান	পয়েন্ট	বিজয়	স্থান	পয়েন্ট	পয়েন্ট	স্থান	পয়েন্ট	সময়	স্থান	পয়েন্ট	সময়	স্থান	পয়েন্ট	
লার্স হল	৯:৪৬ মিঃ	৪	১০৩৫	২৩	৪	৮৮৯	১৮১	২৪	৭২০	৩·৫৪ মিঃ	২	১০৩০	১৪:০৭·৪ মিঃ	৮	১১৫৯	৪৮৩৩
ওলাভি ম্যানোনেন	১০:০১ মিঃ	৫	৯৯৭·৫	২১	৮	৮১৫	১৮৯	৫	৮৮৩	৪:১৬ মিঃ	১৫	৯২০	১৪:০৬·৯ মিঃ	৭	১১৬২	৪৭৭৪·৫
ভেইনো কোরহোনেন	৯:৫৮ মিঃ	৯	৮৮৫	২৫	২	৯৬৩	১৮৯	৫	৮৮০	৪·১৯ মিঃ	৩৬	৯০৫	১৪:২১ মিঃ	১২	১১১৭	৪৭৫০
ইগর নোভিকভ	১০:৫৫ মিঃ	১৪	৮০২·৫	২১	৮	৮১৫	১৯১	২	৯২৩	৪·০৩ মিঃ	৬	৯৮৫	১৩:৫৬·৩ মিঃ	৪	১১৯২	৪৭১৪·৫
জি. ল্যাম্বার্ট (আমেরিকা)	৯:৩২ মিঃ	১	১০৭০	১৭	১৭	৬৬৭	১৯১	৪	৯২০	৪ ০৫ মিঃ	৭	৯৭৫	১৪:৩৩·২ মিঃ	১৫	১০৮১	৪৬৯৩
গেবর বেনডেক	১০:৫৬	১১	৮৬০	২৩	৪	৮৮৯	১৯০	২	৯০০	৪:২৯ মিঃ	১৮	৮৫৫	১৪:১৮·৪ মিঃ	১০	১১২৬	৪৬৫০

দলগত প্রতিযোগিতায় ইভর ডেরিউগিন, ইগর নোভিকভ, আলেকজান্দার তারাসোভ লইয়া গঠিত সোভিয়েট দল ১৩,৬৯০·৫ পয়েন্ট, জর্জ ল্যাম্বার্ট, উইলিয়াম আন্দ্রে এবং জে. ড্যানিয়েলস লইয়া গঠিত আমেরিকা দল ১৩,৪৮২ পয়েন্ট অর্জন করিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক অর্জন করে। ফিনল্যান্ড ও পঞ্চদশ অলিম্পিকে বিজয়ী হাঙ্গেরী দল তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করে। নিম্নে এই চারিটি দলের বিভিন্ন বিষয়ের বিস্তারিত ফলাফল দেওয়া হইল :

দলের নাম	অশ্বারোহণ কলা-কৌশল প্রতিযোগিতা		অসি-সঞ্চালন কৌশল		শ্যুটিং		সন্তরণ		ক্রস কান্ট্রি রেস		
	পয়েন্ট	স্থান	পয়েন্ট	স্থান	পয়েন্ট	স্থান	পয়েন্ট	স্থা	পয়েন্ট	স্থান	মোট পয়েন্ট
সোভিয়েট রাশিয়া	২৪৫৭·৫	৩	২১৯৪	২	২৫৮০	১	২৮৮০	১	৩৫৭৯	১	১৩,৬৯০·৫
আমেরিকা	৩০২০	১	২০০৮	৭	২৫৬০	২	২৭৮০	২	৩১১৪	৫	১৩,৪৮২
ফিনল্যান্ড	২৫১২·৫	২	২০০৮	৩	২৫২০	৪	২৭৫৫	৩	৩৩৯০	৩	১৩,১৮৫·৫
হাঙ্গেরী	১৭২৭·৫	৪	২৫৬৬	১	২৪৬০	৫	২৬৬০	৪	৩১৪১	৪	১২,৫৫৪·৫

মল্লযুদ্ধ

গ্রীসো-রোমান

মেলবোর্ন "এক্সজিবিশন বিল্ডিং"-এ ২৮শে নভেম্বর হইতে ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত মল্লযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় ৩০টি রাষ্ট্র হইতে ১৯৫ জন মল্লযোদ্ধা অংশ গ্রহণ করেন। মোট ৩১২টি মল্লযুদ্ধের জন্য ৫ দিনই প্রাতে ও অপরাহ্নে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিতে হয় এবং কোন কোন দিন সন্ধ্যায় মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং শেষ হইতে প্রায় ভোর হইয়া যায়।

গ্রীসো-রোমানে ৮৫ জন প্রতিযোগী ছিলেন। সোভিয়েট মল্লযোদ্ধাগণ গ্রীসো-রোমানের আটটি বিভাগের মধ্যে পাঁচটি স্বর্ণ, একটি রৌপ্য ও একটি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করিয়া মল্লযুদ্ধের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেন।

ফ্লাই ওয়েটে প্রতিযোগী সংখ্যা ছিল ১১ জন। সোভিয়েট প্রতিযোগী নিকোলাই সোলোভায়েব অনায়াসেই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করিয়া পঞ্চম রাউণ্ডে উন্নীত হন ও ইটালীর ইগনাজিয়ো ফেব্বাকে ১১ মিনিটের মধ্যে পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। "ব্যাড মার্ক" গণনার পর চতুর্থ রাউণ্ডের অপর দুইজন প্রতিযোগীর মধ্যে ইগনাজিয়ো ফেব্বা ও দুরসন এগরিবাসকে (তুরস্ক) রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক অর্পণ করা হয়।

ব্যান্টাম ওয়েটের ১৩ জন মল্লযোদ্ধার মধ্যেও প্রথম রাউণ্ড হইতেই সোভিয়েট মল্লযোদ্ধা কনস্টানটিন ভিরুপায়েভের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। চতুর্থ রাউণ্ডে পঞ্চদশ অলিম্পিকে এ বিষয়ে বিজয়ী হাঙ্গেরীর ইমরে হোডাসকে পরাজিত করায় তাঁহার বিজয় সম্বন্ধে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। পঞ্চম রাউণ্ডে আর একটি মল্লযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইলেও সর্বাপেক্ষা কম "ব্যাড মার্ক" অর্জন করায় ভিরুপায়েভই বিজয়ী বলিয়া ঘোষিত হন। এডভিন ভেস্টারবি

(সুইডেন), ফ্রাঙ্কিস্ক হোরভাট (রুমানিয়া) দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং ইমরে হোডাস ও জার্মানীর এফ. কামেরার যুগ্মভাবে চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

ফেদার ওয়েটে সোভিয়েট মল্লযোদ্ধা রোমান দুজেনলেদ বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। প্রথম রাউণ্ডেই রউনো ম্যাকিনেন (ফিনল্যাণ্ড) তাঁহার প্রতিপক্ষকে 'ফলে' পরাজিত করিয়া এ বিষয়ে তাঁহার প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। শেষ পর্যন্ত প্রথম রাউণ্ডে হাঙ্গেরীর ইমরে পোলায়েক্‌কে পরাজিত করিয়া তিনিই ফেদারের স্বর্ণপদক লাভ করেন। পোলায়েক রৌপ্য পদক ও ম্যাকিনেনকে চতুর্থ রাউণ্ডে পরাজিত করায় "ব্যাড মার্ক" কম হওয়ায় দুজেন-লেদ ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

রউনো ম্যাকিনেনের পিতা কার্লো ম্যাকিনেন নবম অলিম্পিকে ফ্রিস্টাইলে ব্যান্টাম ওয়েটের স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছিলেন। পুত্রকে তিনি ফ্রিস্টাইলই শিক্ষা দিয়াছিলেন কিন্তু রউনোর ফ্রিস্টাইলে বিশেষ আগ্রহ না থাকায় গ্রীসো-রোমান মল্লযুদ্ধ অনুশীলন আরম্ভ করেন ও তারই ফল হিসাবে এই অলিম্পিকে বিশেষ কৃতিত্বসহকারে ফেদারের স্বর্ণপদক লাভ করেন।

লাইট ওযেটেও ১০ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ফিনিশ মল্লযোদ্ধা কোয়েস্তি লেটোনেন প্রথম রাউণ্ডেই তাঁহার প্রতিপক্ষকে 'ফলে' পরাজিত করিয়া স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। দ্বিতীয় বাউণ্ডে তিনি ওয়াকওভার পান ও তৃতীয় রাউণ্ডে তাঁহার প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিযা পঞ্চম রাউণ্ডে উন্নীত হন ও তুরস্কের রিজা ডোগানকে পরাজিত করিতে সক্ষম হওয়ায় স্বর্ণপদক তিনিই প্রাপ্ত হন। রিজা ডোগান ও হাঙ্গেরীর গুলা টঠ্ বৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক পান। গ্রীসো-রোমানের কেবল এই একটিমাত্র বিভাগে সোভিয়েট প্রতিযোগীরা কোন পদক লাভে সক্ষম হন নাই।

ওয়েল্টার ওয়েটে প্রতিযোগী সংখ্যা ছিল ১১ জন। প্রথম রাউণ্ডেই তুরস্কের মিহাট নাইরাক পঞ্চদশ অলিম্পিকে বিজয়ী হাঙ্গেরিয়ান মল্লযোদ্ধা মিকোলাস জিলভাসিকে পরাজিত করিয়া সকলকে বিস্মিত করেন। দ্বিতীয় রাউণ্ডে তিনি তাঁহার প্রতিপক্ষকে 'ফলে' পরাজিত করায প্রত্যেকেই তাঁহার বিজয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন। তৃতীয় ও চতুর্থ রাউণ্ডেও তিনি তাঁহার প্রতি-পক্ষকে পরাজিত কবেন ও এই বিভাগের স্বর্ণপদক লাভ করেন। সোভিয়েট প্রতিযোগী ভ্যাদিমির মানিভ ও সুইডেনের পারগানার বার্লিন লাভ করেন যথা-ক্রমে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক। জিলভাসি কোন স্থান লাভে সক্ষম হন নাই।

মিডল ওযেটে ১০ জন মল্লযোদ্ধা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রথম রাউণ্ডে কার্ল জ্যানসনের (সুইডেন) কাছে সোভিয়েট প্রতিযোগী গিভি কারটোজিয়ার পরাজয় সকলের বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। অবশ্য দ্বিতীয় রাউণ্ডে কারটোজিয়া তাঁহার প্রতিপক্ষকে 'ফলে' পরাজিত করিয়া অবস্থার উন্নতি করেন। তৃতীয় ও চতুর্থ রাউণ্ডে আবার তিনি বিজয় লাভ করেন। পঞ্চম রাউণ্ডে জ্যানসন বুল-গেরিয়ার ডোভরেভের নিকট পরাজিত হওয়ায় জিভি কারটোজিয়াই বিজয়ী বলিয়া ঘোষিত হন। ডোভরেভ ও জ্যানসন দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

লাইট হেভীর ১০ জন প্রতিযোগীর মধ্যে সোভিয়েট প্রতিযোগী ভেলেন্টিন নিকোলাযেভ প্রথম হইতেই তাঁহার অপূর্ব কৌশলে সকলকে মোহিত করেন ও অনায়াস-ভঙ্গিমায় লড়িয়া প্রত্যেকটি রাউণ্ডে বিজয় লাভ করেন ও লাইট হেভীর

স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। বুলগেরিয়ার পেটকো সিরাকোভ ও সুইডেনের কার্ল এরিখ নিলসন যথাক্রমে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক প্রাপ্ত হন।

হেভী ওয়েটে সোভিয়েট মল্লযোদ্ধা আনাটোলি পারফেনভ প্রথম রাউণ্ডেই জার্মান প্রতিযোগী উইলফ্রেড ডিয়েটেরিখকে পরাজিত করিয়া স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। দ্বিতীয় রাউণ্ডে তিনি সুইডিশ প্রতিযোগী এইচ. এ্যান্টন-সনের নিকট পরাজিত হন। কিন্তু এ্যান্টনসন তৃতীয় রাউণ্ডে ডিয়েটেরিখ ও চতুর্থ রাউণ্ডে ইটালীর আদেলমো বুলগারেলির নিকট পরাজিত হওয়ায় তাঁহার বিজয়ের আশা নির্মূল হইয়া যায়। পারফেনভ পঞ্চম রাউণ্ডে বুলগারেলিকে পরাজিত করায় তাঁহার "ব্যাড মার্ক" কম হইয়া যায় এবং তিনিই হেভী ওয়েটের স্বর্ণপদক লাভ করেন। ডিয়েটেরিখ ও বুলগারেলি যথাক্রমে লাভ করেন রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক। ডিয়েটেরিখ ফলাফলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইলে পুনর্বিবেচনার পর বিচারকগণ ডিয়েটেরিখকেই বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু জুরী অফ এ্যাপীল পারফেনভের বিজয় আইনসম্মত হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন।

ফ্রি স্টাইল

ফ্রি স্টাইলে ১১০ জন মল্লযোদ্ধা অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতার অধিকাংশতেই নবীন প্রতিযোগীরা সাফল্য লাভ করেন এবং স্বর্ণপদক বিভিন্ন রাষ্ট্রে ছড়াইয়া পড়ে। প্রতিযোগিতার মানও পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হয়।

ফ্লাই ওয়েটে ১১ জন মল্লযোদ্ধা অংশ গ্রহণ করেন। প্রথম রাউণ্ডে ৫টি প্রতিযোগিতার মধ্যে ৩টির নিষ্পত্তি হয় "ফলে" এবং পরাজিতদের মধ্যে ভারতের বি দাভারে এবং পাকিস্তানের এ. আজিজও ছিলেন।

সোভিয়েট প্রতিযোগী মিরিয়ান জালকালামানিজ প্রথম হইতেই তাঁহার মল্ল-যুদ্ধের অপূর্ব কৌশলে বিচারকদের মনে রেখাপাত করিতে সক্ষম হন। প্রথম ও দ্বিতীয় রাউণ্ডে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিয়া তিনি তৃতীয় রাউণ্ডে উন্নীত হন। ভারতীয় প্রতিযোগী দাভারে প্রথম রাউণ্ডে জাপানের টি আসাইর* নিকট পরাজিত হইলেও দ্বিতীয় রাউণ্ডে কোরিয়ার কে. লীকে পরাজিত করিয়া তৃতীয় রাউণ্ডে জালকালামানিজের সম্মুখীন হন। বিশ্ববিখ্যাত এই সোভিয়েট প্রতিযোগীর সংগে দাভারের কোনমতেই তুলনা চলে না এবং দাভারে "ফলে" পরাজিত হওয়ায় প্রতিযোগিতা হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। জাল-কালামানিজ পঞ্চম রাউণ্ডে তুরস্কের হুসেন আকবাসের নিকট পরাজিত হইলেও ষষ্ঠ রাউণ্ডে ইরানের মহম্মদ খোজাস্তেপরকে পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক অর্জন করিতে সক্ষম হন। খোজাস্তেপর রৌপ্য ও আকবাস ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

ব্যান্টাম ওয়েটে তুরস্কের মুস্তাফা ডাগিস্তানলি প্রথম রাউণ্ডেই জাপানের বিখ্যাত মল্লযোদ্ধা লিজুকাকে পরাজিত করিয়া সকলকে বিস্মিত করেন। দ্বিতীয় রাউণ্ডে তিনি তাঁহার প্রতিপক্ষকে 'ফলে' পরাজিত করায় তাঁহার বিজয়ের আশা বৃদ্ধি পায়। তৃতীয় রাউণ্ডেও তাঁহার বিজয় অভিযান অব্যাহতগতিতে চলে এবং

* British Olympic Association : *Official Report of the Olympic Games,* XVIth Olympiad (p. 92) T. Asai এবং T. Asaiz উভয় নামই ব্যবহার করিয়াছেন।

চতুর্থ ও পঞ্চম রাউণ্ডে সে যুগের দুইজন বিশ্ববিখ্যাত মল্লযোদ্ধা মহম্মদ ইয়াঘোবি (ইরান) ও মিখাইল শাখবকে (রাশিয়া) পরাজিত করিয়া তিনি স্বর্ণ পদক লাভ করেন। ইয়াঘোবি ও শাখব রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। ভারতীয় প্রতিযোগী তারকেশ্বর পাণ্ডে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তিন রাউণ্ডেই পরাজিত হওয়ায় অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

ফেদার ওয়েটে ১৩ জন প্রতিযোগীর মধ্যে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে বিজয়ী জাপানের সোজো শাশাহারার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল না। প্রথম রাউণ্ড হইতেই তাঁহার বিজয়াভিযান আরম্ভ হয় এবং পঞ্চম রাউণ্ডে ওয়াকওভার পাইয়া এবং ষষ্ঠ রাউণ্ডে জোসেপ মিউইসকে পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। মিউইস এবং এরকি পেন্তিলা (ফিনল্যাণ্ড) রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। পঞ্চদশ অলিম্পিকে এ বিষয়ে বিজয়ী বি সিট চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। ভারতের আর. স্বরূপ প্রথম রাউণ্ডে মিউইসের (বেলজিয়াম) নিকট পরাজিত হইলেও দ্বিতীয় রাউণ্ডে বাই পাইয়া তৃতীয় রাউণ্ডে উন্নীত হন। কিন্তু তৃতীয় রাউণ্ডেও এল. সালিমউলিনের (সোভিয়েট রাশিয়া) নিকট পরাজিত হইয়া অবসর গ্রহণে বাধ্য হন।

লাইট ওয়েটে ১৯ জন মল্লযোদ্ধা অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় ইরানের ইমামলি হাবিবি প্রথম রাউণ্ডে পঞ্চদশ অলিম্পিকে বিজয়ী সুইডেনের ওল আন্দেরবার্গকে পরাজিত করায় তাঁহার বিজয় সম্বন্ধে প্রত্যেকেই নিঃসন্দেহ হন। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রাউণ্ডেও তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের অনায়াসে পরাজিত করেন এবং পঞ্চম রাউণ্ডেও জাপানের এস কাশাহারাকে পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। কাশাহারা রৌপ্য ও সোভিয়েট রাশিয়ার আলিম-বেগ বেস্তায়েভ ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

ভারতীয় প্রতিযোগী এল. পাণ্ডে প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় রাউণ্ডেই পরাজিত হওয়ায় অবসর গ্রহণে করিতে বাধ্য হন।

ওয়েল্টার ওয়েটে ১৫ জন প্রতিযোগীর মধ্যে জাপানের মিটসুয়ো ইকেদার শ্রেষ্ঠত্ব প্রথম রাউণ্ডেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথম ও দ্বিতীয় রাউণ্ডে তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয়কে 'ফলে' পরাজিত করায় ও তৃতীয় রাউণ্ডে সোভিয়েট রাশিয়ার ভি বালাভাজে তাঁহার নিকট পরাজিত হওয়ায় তাঁহার বিজয় সম্বন্ধে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। চতুর্থ রাউণ্ডে তুরস্কের ইব্রাহিম জেউগ্লিনকে পরাজিত করিয়া তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেন। জেউগ্লিন ও বালাভাজে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। ভারতীয় প্রতিযোগী ডি. সিং প্রথম রাউণ্ডে পরাজিত হইলেও দ্বিতীয় রাউণ্ডে উন্নীত হইয়াছিলেন কিন্তু দ্বিতীয় রাউণ্ডেও মিটসুয়ো ইকেদার নিকট পরাজিত হওয়ায় অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

মিডল ওয়েটে ১৫ জন প্রতিযোগীর মধ্যে বুলগেরিয়ার নিকোলা নিকোলভের মল্লযুদ্ধের অপূর্ব কৌশল সকলকে বিস্মিত করে। প্রথম রাউণ্ডেই সোভিয়েট রাশিয়ার জি. স্কিরট্লাজকে পরাজিত করিয়া তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দেন। একজন ব্যতীত অন্যান্য প্রতিযোগীদের পরাজিত করিয়া তিনি পঞ্চম রাউণ্ডে উন্নীত হন ও বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধা আমেরিকার ড্যানিয়েল হজকেও পরাজিত করিতে সক্ষম হওয়ায় স্বর্ণপদক লাভ করেন। হজ ও স্কিরট্লাজ রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। ভারতীয় প্রতিযোগী বি. সিং প্রথম রাউণ্ডে অস্ট্রেলিয়ার ডব্লু. ডেভিসকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাউণ্ডে পরাজিত হওয়ায় অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, নিকোলা নিকোলভ বুলগেরিয়ার পক্ষে প্রথম স্বর্ণপদক অর্জন করেন।

লাইট হেভী ওয়েটে পঞ্চদশ অলিম্পিকে মিডল ওয়েটে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ইরানের গোলাম রেজা তখ্‌তি নিঃসন্দেহে ১২ জন প্রতিযোগীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধা ছিলেন। একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়ার বরিশ কুলায়েভ ও আমেরিকার পিটার ব্লেয়ার তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সক্ষম হন ও পয়েন্টে পরাজিত হন, কিন্তু অন্যান্য প্রত্যেক প্রতিযোগীই পরাজিত হন 'ফলে'। গোলাম রেজা তখ্‌তি, বরিশ কুলায়েভ ও পিটার ব্লেয়ার যথাক্রমে এই বিভাগের স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

হেভী ওয়েটে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন তুরস্কের হামিদ কাপলান হেভী ওয়েটে সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধা ছিলেন এবং তিনি তাঁহার পাঁচজন প্রতিযোগীকেই অনায়াসে পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। বুলগেরিয়ার উসেন আলিচেভ এবং ফিনল্যান্ডের তাইস্টো কাংগাসনেইমি লাভ করেন দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান। ভারতীয় প্রতিযোগী লীলারাম প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় রাউন্ডেই পরাজিত হওয়ায় অবসর গ্রহণে বাধ্য হন। অবশ্য দ্বিতীয় রাউন্ডে তাঁহাকে হামিদ কাপলিনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইয়াছিল।

নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা

ক্যানোয়িং

পঞ্চদশ অলিম্পিকের ক্যানোয়িং প্রতিযোগিতা মেলবোর্ন হইতে ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত উইন্ডোরি হ্রদে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় ১৭টি রাষ্ট্র হইতে ১১২ জন নাবিক অংশ গ্রহণ করেন।

সোভিয়েট ও রুমানিয়ান নাবিকদের অদ্ভুত কুশলতা বিশেষজ্ঞদের বিস্মিত করে। অস্ট্রেলিয়ার নাবিকগণও প্রথম বারই অংশ গ্রহণ করিয়া অদ্ভুত নৈপুণ্য প্রদর্শন করে।

দুইদিনব্যাপী প্রতিযোগিতার প্রথম দিন ১০,০০০ মিটারের সমস্ত বিষয় ও দ্বিতীয় দিনে অন্যান্য বিষয়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১০,০০০ মিটারের জন্য সুনির্বাচিত "কোর্সে" ৩ ল্যাপ ঘুরিতে হইত। ১,০০০ মিটার প্রতিযোগিতার জন্য "রঙিন বয়া"র সাহায্যে চিহ্নিত একেবারে সোজা নয়টি লেনে ক্যানো বা কায়াক চালনা করিতে হয়।

১,০০০ মিটার কায়াক সিংগলসে ১৩ জন প্রতিযোগীকে তিনটি হিটে বিভক্ত করা হয় ও প্রত্যেকটি হিটের প্রথম তিনজন ফাইন্যালে উন্নীত হন। পঞ্চদশ অলিম্পিকে এ বিষয়ে বিজয়ী গার্ট ফ্রেডরিকসন অনায়াসেই ৪ মিঃ ১২·৮ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া এই অলিম্পিকেও তাঁহার প্রাধান্য বজায় রাখেন। সোভিয়েট প্রতিযোগী ইগর পিসারেভ ও হাঙ্গেরীর ল্যাজোস কিস্ যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

১,০০০ মিটার কায়াক ডাবলসে ১৫টি রাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করে ও তিনটি হিটের পর প্রত্যেক হিটের প্রথম তিনটি দলকে ফাইন্যালে উন্নীত করা হয়। জার্মান নাবিকদ্বয় এম. শিয়ার ও এম. মিল্টেনবার্জার অদ্ভুত নৈপুণ্যের সহিত কায়াক বাহিত করিয়া ৩ মিঃ ৪৯·৬ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন ও নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করিয়া বিজয় লাভ করেন। মিখাইল ক্যালেস্টে

ও আনাটোলি ডিমিটকভ বাহিত সোভিয়েট কায়াক দ্বিতীয় ও অস্ট্রিয়া তৃতীয় স্থান লাভ করে।

১০,০০০ মিটার কায়াক সিঙ্গলসে ১১ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন ও গার্ট ফ্রেডারিকসন এ বিষয়েও ৪৭ মিঃ ৪৩·৪ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিজয় লাভ করেন। হাঙ্গেরীর ফেরেঙ্ক হাটলাজাকি দ্বিতীয় ও জার্মানীর এম. শিউয়ার তৃতীয় স্থান লাভ করেন। পঞ্চদশ অলিম্পিকে এ বিষয়ে বিজয়ী ফিনল্যাণ্ডের আর. স্ট্রমবার্গ চতুর্থ ও ১,০০০ মিটার কায়াক সিঙ্গলসে দ্বিতীয় আই. পিসারেভ পঞ্চম স্থান লাভ করেন। গার্ট ফ্রেডারিকসন চতুর্দশ অলিম্পিকে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেন ও তিনটি অলিম্পিকে পাঁচটি স্বর্ণ ও একটি রৌপ্য পদক লাভ করেন।

১০,০০০ মিটার কায়াক পেয়ারে ১২টি রাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করে। জেনোস উরনি ও ল্যাজালো ফ্যাবিয়ান পরিচালিত হাঙ্গেরিয়ান "কায়াক ডাব্‌ল" অনায়াসেই ৪৩ মিঃ ৩৭·০ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া এ বিষয়ের স্বর্ণ পদক লাভ করে। জার্মানীর এফ. ব্রায়েল ও টি. ক্লেইন পরিচালিত কায়াক দ্বিতীয় ও অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় স্থান লাভ করে। অস্ট্রেলিয়ার নিকট সুইডেনের পরাজয় এই অলিম্পিকের নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার অন্যতম বিস্ময়।

মহিলাদের কায়াক সিঙ্গলসে ১৮ জন প্রতিযোগিনী অংশ গ্রহণ করেন ও তাঁহাদের তিনটি হিটে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেকটি হিটের প্রথম তিনজন প্রতিযোগিনী ফাইন্যালে উন্নীত হয়। অস্ট্রিয়া ও ফিনিশ প্রতিযোগিনীদ্বয়ের অপ্রত্যাশিত পরাজয় সকলের বিস্ময়ের সঞ্চার করে।

ফাইন্যালে ১৯৫৪ সালের বিশ্ব-চাম্পিয়ন জার্মানীর থেরেসা জেনসেরই বিজয়ের সম্ভাবনা বেশী থাকায় অনুমিত হইয়াছিল। কিন্তু ফাইন্যালে তিনি তাঁহার সুনাম অনুযায়ী নৌবাহনে সক্ষম না হওয়ায় সোভিয়েটের এলিজাবেথা ডেমেণ্টেভার নিকট পরাজয় বরণ করেন। ২ মিঃ ১৮·৯ সেকেণ্ডে তাঁহার কায়াক পরিচালনা করিয়া ডেমেন্টেভা স্বর্ণপদক লাভ করেন। জার্মানীর জেন্‌জ রৌপ্য ও টি. সবি (ডেনমার্ক) ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

১,০০০ মিটার ক্যানাডিয়ান সিঙ্গলসে রুমানিয়ার লিও রটম্যান ৫ : ০৫·৩ মিনিটে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া স্বর্ণ পদক লাভ করেন। ইসথ্‌ভান হার্নেক (হাঙ্গেরী) ও জি. বুখারিন (সোভিয়েট রাশিয়া) দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

১,০০০ মিটার ক্যানাডিয়ান পেয়ারে দশটি রাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করে ও দুইটি হিটের পর আটটি দল ফাইন্যালে উন্নীত হয়। রুমানিয়া প্রথম হইতেই এ বিষয়ে আধিপত্য বিস্তার করে আলেক্স ডুমিত্রু ও সিমিয়ো ইসমাইলকিউইক বাহিত ক্যানো ৪ মিঃ ৪৭·৪ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া এ বিষয়েও বিজয় লাভ করে। প্যাভেল কারিন ও গ্রাকসান বোটেভ বাহিত সোভিয়েট রাশিয়ার ক্যানো দ্বিতীয় ও হাঙ্গেরী তৃতীয় স্থান লাভ করে।

১০,০০০ মিটার ক্যানাডিয়ান সিঙ্গলসেও রুমানিয়ার লিও রটম্যান ৫৬ মিঃ ৪১·০ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নূতন অলিম্পিক রেকর্ডসহ বিজয় লাভ করেন। হাঙ্গেরীর জোনোস পারটি ও সোভিয়েট রাশিয়ার জি. বুখারিন দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

১০,০০০ মিটার ক্যানাডিয়ান পেয়ারে দশটি দল অংশ গ্রহণ করে ও এ বিষয়ে সোভিয়েট রাশিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব প্রথম হইতেই পরিলক্ষিত হয়। শেষ পর্যন্ত

প্যাভেল ক্যারিন ও গ্রাকসান বোটেভ বাহিত সোভিয়েট ক্যানো ৫৪ মিঃ ০২·৪ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করে ও নূতন অলিম্পিক রেকর্ডসহ বিজয় লাভ করে। পঞ্চদশ অলিম্পিকে বিজয়ী ফ্রান্স দল দ্বিতীয় ও হাঙ্গেরী তৃতীয় স্থান লাভ করে।

ইয়টিং

মেলবোর্নের সন্নিকটস্থ "পোর্ট ফিলিপ বে"তে অনুষ্ঠিত ইয়টিং প্রতিযোগিতায় ২৮টি রাষ্ট্রের ১৭৮ জন "ইয়টসম্যান" অংশ গ্রহণ করে। "ডিঙি" ধরনের ইয়ট উদ্যোক্তা রাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়াই সরবরাহ করে। অন্যান্য ধরনের ইয়ট যোগদানকারী রাষ্ট্রসমূহ সঙ্গে লইয়া আসে। বিভিন্ন ধরনের ইয়টের প্রতিযোগিতার জন্য ভিন্ন ভিন্ন "কোর্স" স্থির করিয়া দেওয়ায় একই সঙ্গে সমস্ত প্রতিযোগিতা পরিচালনে কোন অসুবিধা হয় নাই।

ইন্টারন্যাশনাল ৫·৫ মিটার ক্লাসে ১০টি রাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করে। সাত দিনের মধ্যে তিন দিনই সুইডেনের "রাস—৫" জয়লাভ করে ও ৫,৫২৭ পয়েন্ট অর্জন করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করে। গ্রেট ব্রিটেনের "ভিসন" ও অস্ট্রেলিয়ার "বুরাভো" দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে।

ইন্টারন্যাশনাল "স্টার" ক্লাসে ১২টি রাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় পঞ্চদশ অলিম্পিক বিজয়ী ইটালীর নবনামধারী ইয়ট "মেরোপ—৩" তৃতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম এই তিনদিন জয়লাভ করিলেও আমেরিকার ইয়ট "ক্যার্থলিন—৩" ৫,৮৭৬ পয়েন্ট অর্জন করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করে। "মেরোপ—৩" রৌপ্য ও বাহামার "জেম—৪" ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।

ইন্টারন্যাশন্যাল "শার্পি" ক্লাসে ১৩টি রাষ্ট্রের ইয়ট অংশ গ্রহণ করে। অলিম্পিকে নবসংযোজিত এই ধরনের ইয়ট প্রতিযোগিতায় নিউজিল্যাণ্ডের "জেস্ট" দ্বিতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিনে বিজয় লাভ করে ও ৭ দিনে মোট ৬০৮৬ পয়েন্ট অর্জন করে। অস্ট্রেলিয়ার "ফ্যালকন—৪"ও ৬০৮৬ পয়েন্ট অর্জন করায় প্রথম স্থান লইয়া টাই হয এবং বিচারকরা সাত দিনের ফলাফল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া "জেস্ট"কেই বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা করেন। গ্রেট ব্রিটেনের ইয়ট "চাক্‌লস্‌" তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

ইন্টারন্যাশনাল "ড্রাগন" ক্লাসে ১৬টি রাষ্ট্রের ইয়টের মধ্যে পঞ্চদশ অলিম্পিকে দ্বিতীয় সুইডেনের ইয়ট "স্ল্যাগহোকেন—২" ও ডেনমার্কের "টিপ" উভয়েই সমান নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। "স্ল্যাগহোকেন—২" সাত দিনের মধ্যে তিন দিনই বিজয়লাভ করে কিন্তু "টিপ" একদিন বিজয়লাভ করিলেও "স্ল্যাগহোকেন—২"-এর সমান পয়েণ্টে ৫,৭২৩ অর্জন করে। এবিষয়েও প্রথম স্থান লইয়া টাই হওয়ায় বিচারকগণ সাত দিনের ফলাফল বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া "স্ল্যাগহোকেন—২"কেই বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা করেন।

একজন পরিচালিত "ইন্টারন্যাশনাল ডিঙি ক্লাসে" ২০টি রাষ্ট্রের নাবিকগণ অংশ গ্রহণ করেন। বিভিন্ন অলিম্পিকে ইহা "ফিন ক্লাস", "ডিঙি ক্লাস" ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রতিযোগিতায় চতুর্দশ ও পঞ্চদশ অলিম্পিকে বিজয়ী পল এলভস্টর্ম ৭ দিনের মধ্যে ৫ দিনই জয়লাভ করিয়া এই অলিম্পিকেও তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রাখেন। পর পর তিনটি অলিম্পিকে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত পল এলভস্টর্ম এ সময় একজন পরিচালিত ইয়টে বিশ্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। এই অলিম্পিকে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী বেলজিয়ামের আন্দ্রে নেলিস এলভস্টর্মের নিকট

শোচনীয়ভাবে ১,২৫৫ পয়েন্টের ব্যবধানে পরাজিত হন। আমেরিকার জন মার্ভিন এ বিষয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

রোয়িং

পঞ্চদশ অলিম্পিকের রোয়িং প্রতিযোগিতাও "লেক উইণ্ডোরীতে" অনুষ্ঠিত হয়। ৫ দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় ২৪টি রাষ্ট্রের ২৪৯ জন "ওরসমেন" অংশ গ্রহণ করেন।

প্রথম তিন দিন তীব্রবেগে বাতাসের জন্য প্রতিযোগীদের যথেষ্ট অসুবিধা হয়। ফাইন্যালের দিন আবহাওয়া সুন্দর ছিল এবং বাতাসের তীব্রতাও কমিয়া গিয়াছিল। হ্রদের চার পাশে ৩৫,০০০ দর্শক আগ্রহাকুল চিত্তে এই প্রতিযোগিতা দর্শন করে।

সিংগল স্কালে ১২ জন নাবিক অংশ গ্রহণ করেন ও তাঁহাদের তিনটি হিটে বিভক্ত করা হয। প্রথম হিটে সোভিযেট রাশিয়ার অল্পবয়স্ক প্রতিযোগী ভিযাচেস্লাভ ইভানভ ৭ মিঃ ২৬·১ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া সকলকে বিস্মিত করেন। তৃতীয় হিটে জন (জুনিয়ার) কেলী হিটের সর্বাপেক্ষা কম সময় ৭ মিঃ ২৪·৮ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন। তিনটি হিটের প্রথম দুইজন এবং পরাজিত প্রতিযোগীদের দ্বিতীয়বার প্রতিযোগিতায় আরও দুইজন সেমি ফাইন্যালে উন্নীত হন।

সেমি ফাইন্যালে প্রতিযোগীদের দুইটি হিটে বিভক্ত করা হয। প্রথম হিটে ইভানভ ৯ মিঃ ০২·৭ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন ও পোলিশ চ্যাম্পিযন পঞ্চদশ অলিম্পিকে তৃতীয় স্থানাধিকারী থিয়োডোর কোসেরকা এবং দুইবার হেনলীর ডাযমণ্ড স্কালে বিজযী জার্মান চ্যাম্পিযন কে. ফন ফার্সেনকে পরাজিত করেন। দ্বিতীয় হিটে জন কেলী অস্ট্রেলিয়ার তরুণ প্রতিযোগী স্টুয়ার্ট ম্যাকেঞ্জিকে পরাজিত করিয়া বিজয়লাভ করেন। প্রত্যেক হিটের প্রথম দুইজন ফাইন্যালে উন্নীত হয।

ফাইন্যালে ভিযাচেস্লাভ ইভানভ প্রথম দিকে পিছাইয়া পড়িলেও শেষ সীমান্তের ৫০০ মিটার পূর্বে তিনি দ্রুতবেগে তাঁহার "স্কাল" চালনা আরম্ভ করেন এবং গতিবেগের তীব্রতা অসম্ভব বৃদ্ধি করিযা ৮ মিঃ ০২·৫ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন ও তিনজন প্রতিযোগীকেই পরাজিত করিযা স্বর্ণপদক পান। স্টুয়ার্ট ম্যাকেঞ্জি ও জন (জুনিযার) কেলী পান রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক।

ডাবল স্কালে ৮টি রাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করে ও তাহাদের দুইটি হিটে বিভক্ত করা হয়। প্রথম হিটে আমেরিকা ও দ্বিতীয হিটে সোভিযেট রাশিযা বিজযলাভ করিযা ফাইন্যালে উন্নীত হয। এই দুইটি রাষ্ট্র ব্যতীত পরাজিত প্রতিযোগীদের দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলি ও জার্মানীও ফাইন্যালে উঠে।

ফাইন্যালে সিংগল স্কালের ন্যায ডাবল স্কালেও সোভিযেট প্রতিযোগিদ্বয—পঞ্চদশ অলিম্পিকে সিংগল স্কালে বিজযী ইউরি টুকালভ এবং আলেকজান্দার বেরকুটভ প্রথম হইতেই প্রাধান্য প্রকাশ করেন ও ৭ মিঃ ২৪ সেকেণ্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। সোভিযেট স্কালের ০৮ ২ সেকেণ্ড পরে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিযা আমেরিকা দ্বিতীয় ও অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় স্থান লাভ করে।

দুই দাঁড়বাহিত শেল ধরনের নৌকা (হালসহ) প্রতিযোগিতায় আটটি রাষ্ট্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ও তাহাদের তিনটি হিটে বিভক্ত করা হয। আটটি দলই পুনরায় সেমিফাইন্যালের দুইটি হিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ও শেষ পর্যন্ত আমেরিকা,

জার্মানী, সোভিয়েট রাশিয়া ও পোল্যান্ড ফাইন্যালে উঠে। জার্মান দল একটি ন্তন ধরনের "কক্সড পেয়ার" ব্যবহার করে।

ফাইন্যালে আমেরিকা, জার্মানী ও সোভিয়েট প্রতিযোগীদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত আর্থার আয়রান্ট, কন ফিন্ডলে, কুর্ট শিয়েফার্ট পরিচালিত আমেরিকান "সেল" ৮মিঃ ২৬·১ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিজয় লাভ করে। জার্মানী ও সোভিয়েট রাশিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে।

দুই দাঁড়বাহিত শেল ধরনের নৌকা (হাল ব্যতীত) প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী নয়টি দলকে তিনটি হিটে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক হিটের প্রথম দুইটি দল ও পরাজিত প্রতিযোগীদের দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায় দুইটি দল মোট আটটি দল সেমি ফাইন্যালে উন্নীত হয়। শেষ পর্যন্ত সেমি ফাইন্যালের দুইটি হিটের প্রথম দুইটি দল সোভিয়েট রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া এবং আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া ফাইন্যালে উন্নীত হয়।

প্রথম রাউন্ডেই ৭ মিঃ ১৯·৫ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করায় আমেরিকান সেলের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ ছিল না। ফাইন্যালে পূর্ব-খ্যাতি অনুযায়ী বাহনে সক্ষম না হইলেও জেমস ফাইফার ও ডুভাল হেক্ট পরিচালিত আমেরিকান শেলই ৭ মিঃ ৫৫·৪ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া জয়লাভ করে। সোভিয়েট রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া এবিষয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে।

চার দাঁড়বিশিষ্ট শেল ধবনের নৌকা (হালসহ) প্রতিযোগিতায় ১০টি রাষ্ট্র অংশ গ্রহণ কবে। প্রত্যেকটি হিটেব বিজযী দুইটি দল ও পবাজিত প্রতিযোগীদের দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায দুইটি মোট আটটি দল সেমি-ফাইন্যালে অংশ গ্রহণ করে। শেষ পর্যন্ত সেমি-ফাইন্যালের দুইটি হিটের প্রথম ও দ্বিতীয় ইটালী ও অস্ট্রেলিয়া এবং সুইডেন ও ফিনল্যান্ড ফাইন্যালে উন্নীত হয়। রোয়িং-এ নবাগত সুইডেনের নিকট সোভিযেট প্রতিযোগীদের পবাজয় সকলের বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

ফাইন্যালে ইটালী অদ্ভুত নৈপুণ্যের সহিত তাহাদের শেল পরিচালনা করিয়া ৭ মিঃ ১৯·৪ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম কবে ও অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করে। সুইডেন ও ফিনল্যান্ড এ বিষয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে।

চার-দাঁড়বিশিষ্ট শেল ধরনের নৌকা (হাল ব্যতীত) প্রতিযোগিতায় ১২টি রাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করে ও তাহাদেব ৪টি হিটে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক হিটের বিজয়ী ও পরাজিত প্রতিযোগীদের দ্বিতীয প্রতিযোগিতায় আরও চারজন সেমি ফাইন্যালে অংশ গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করে। সেমি ফাইন্যালে দুইটি হিটে বিজয়ী ক্যানাডা, ফ্রান্স, আমেরিকা ও ইটালী শেষ পর্যন্ত ফাইন্যালে উন্নীত হয়।

ফাইন্যালে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবাহিত ক্যানাডার শেল ৭ মিঃ ০৮·৮ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করে এবং আমেরিকা ফ্রান্স এবং ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ান ইটালীর প্রতিযোগীবৃন্দকে পবাজিত করিয়া স্বর্ণ পদক লাভ করে। অনভিজ্ঞ এই ছাত্রদের নিকট বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম দলসমূহের পরাজয়ে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়। আমেরিকা ও ফ্রান্স দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে।

আট দাঁড়বাহিত শেল ধরনের নৌকা প্রতিযোগিতায় ১০টি রাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করে। প্রতিযোগীদের তিনটি হিটে বিভক্ত করা হয়। প্রথম হিটে পর পর সাতটি অলিম্পিকে এবিষয়ে বিজয়ী আমেরিকান দলের অস্ট্রেলিয়া ও ক্যানাডার নিকট

পরাজয় সকলকে বিস্ময়ে হতবাক করিয়া দেয়। আমেরিকা দল পরাজিতদের দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিয়া সেমি ফাইন্যালে উন্নীত হয় বটে, কিন্তু এ বিষয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আমেরিকান দলের পরাজিতদের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করা মোটেই গৌরবের বিষয় নয়। তৃতীয় হিটে বিজয়ী সুইডিশ দলের চারজন সভ্য এই প্রতিযোগিতার পূর্বে চার দাঁড়বাহিত শেল ধরনের নৌকা (হালসহ) প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া পরিশ্রান্ত হইলেও হিটে বিজয়লাভ করিয়া দর্শকদের অদ্ভুত অভিনন্দন লাভ করেন।

তিনটি হিটে প্রথম দুইটি দল ও পরাজিতদের প্রতিযোগিতায় বিজয়ী আমেরিকা ও ইটালী সেমি ফাইন্যালে অংশ গ্রহণ করে। আমেরিকা কিন্তু সেমি ফাইন্যালের প্রথম হিটে বিজয়লাভ করিয়া ফাইন্যালে উন্নীত হয়। এই হিটে দ্বিতীয় অস্ট্রেলিয়া ও দ্বিতীয় হিটের প্রথম দুইটি দল ক্যানাডা ও সুইডেনও ফাইন্যালে উন্নীত হয়।

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র লইয়া গঠিত আমেরিকান আট দাঁড়বাহিত শেল কিন্তু হিটের পরাজয় হইতেই শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল। ফাইন্যালে প্রতিযোগিতা আরম্ভের সংকেত হইতেই তাঁহারা তীব্র বেগে নৌকা বাহন আরম্ভ করেন ও শেষ পর্যন্ত ৬ মিঃ ৩৫·২ সেকেন্ডে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া অষ্টমবার আট দাঁড় বাহিত শেলের স্বর্ণপদক লাভ করেন। ফাইন্যালে কিন্তু তাঁহারা ক্যানাডা ও অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করিয়া হিটে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। ক্যানাডা ও অস্ট্রেলিযা দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং নবাগত সুইডেন চতুর্থ স্থান লাভ করে।

বাস্কেট বল

ষোড়শ অলিম্পিকের বাস্কেট বল ২২শে নবেম্বর হইতে ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত মেলবোর্নের "একজিবিশন বিল্ডিং"-এ অনুষ্ঠিত হয়। ১৫টি রাষ্ট্রের জাতীয় দল প্রতিযোগিতায অংশ গ্রহণ করে। এই ১৫টি রাষ্ট্রের মধ্যে ইউরোপের মাত্র তিনটি রাষ্ট্র থা'লেও এশিয়ার ছয়টি রাষ্ট্র প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে।

বাস্কেট বলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র আমেরিকা এই অলিম্পিকেও বিজয় লাভ করে। দীর্ঘদেহী সুস্বাস্থ্যে অধিকারী নিপুণ আমেরিকান দলের পক্ষে অন্যান্য রাষ্ট্রকে পরাজিত করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই।

বিগত দুইটি অলিম্পিকে যোগদানকারী আমেরিকান খেলোয়াড় উইলিয়াম রাশেল এই অলিম্পিকেও অংশ গ্রহণ করেন। সাত ফুট এক ইঞ্চি লম্বা হইলেও অসম্ভব ক্ষিপ্রগতি রাশেল আক্রমণ ও আত্মরক্ষা উভয় বিষয়েই আমেরিকা দলের নেতৃত্ব করেন। কে. জোন্সের খেলাও আমেরিকার বিজয় অভিযানের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়।

সোভিয়েট রাশিয়াও এই অলিম্পিকে কয়েকজন দীর্ঘদেহী খেলোয়াড় আমদানী করে। তাঁহাদের সাত ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা "হিউম্যান এভারেস্ট" নামধারী আয়ান ক্রুমিন্‌স অন্যতম। দর্শকবৃন্দ রাশেল ও ক্রুমিন্‌স উভয়কেই প্রচুর অভিনন্দন জানায় এবং প্রধানত ক্রুমিন্‌স বল লইয়া বিপক্ষের সীমানায় হানা দিলেই দর্শকদের হর্ষধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত হইয়া উঠিত। অবশ্য ক্রুমিন্‌স রাশেলের ন্যায় ক্ষিপ্রগতি ছিলেন না এবং রাশেলের ন্যায় নৈপুণ্যও প্রদর্শন করিতে সক্ষম হন নাই।

যোগ্যতা নির্ধারক প্রতিযোগিতা (কোয়ালিফাইং রাউন্ড) ও সেমি ফাইন্যালে প্রতিযোগীদের "এ", "বি", "সি" ও "ডি" চারিটি গ্রুপে বিভক্ত করা হয় ও শেষ

পর্যন্ত ফাইন্যালের প্রথম গ্রুপে আটটি ও দ্বিতীয় গ্রুপে ছয়টি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। প্রথম গ্রুপের ফলাফল নির্ধারিত হওয়ার পর আমেরিকা, সোভিয়েট রাশিয়া, উরুগুয়ে ও ফ্রান্স পর্যায়ক্রমে প্রথম চারিটি স্থান অধিকার করে।

নিম্নে বাস্কেটবলের বিস্তারিত ফলাফল দেওয়া হইল :

বাস্কেটবলের ফলাফল

যোগ্যতা নির্ধারক প্রতিযোগিতা

গ্রুপ—'এ'

আমেরিকা	৯৮	জাপান	৪০
ফিলিপাইন	৯৪	থাইল্যাণ্ড	৫৫
জাপান	৭০	থাইল্যাণ্ড	৫০
আমেরিকা	১২১	ফিলিপাইন	৫৩
ফিলিপাইন	৭৭	জাপান	৬১
আমেরিকা	১০১	থাইল্যাণ্ড	২৯

গ্রুপ—'বি'

সোভিয়েট রাশিয়া	৯১	সিঙ্গাপুর	৪২
সোভিয়েট রাশিয়া	৯৭	ক্যানাডা	৫৯
ফ্রান্স	৮১	সিঙ্গাপুর	৫৪
ফ্রান্স	৭৬	সোভিয়েট রাশিয়া	৬৭
ক্যানাডা	৮৫	সিঙ্গাপুর	৫৮
ফ্রান্স	৭৯	ক্যানাডা	৬২

গ্রুপ—'সি'

ফরমোজা চীন	৮৩	কোরিয়া	৭৬
উরুগুয়ে	৮৫	ফবমোজা চীন	৬২
বুলগেরিয়া	৮৯	কোরিয়া	৫৮
উরুগুয়ে	৭০	বুলগেরিয়া	৬৫
বুলগেরিয়া	৮৮	ফরমোজা চীন	৭১
উরুগুয়ে	৮৩	কোরিয়া	৬০

গ্রুপ—'ডি'

ব্রাজিল	৭৮	চিলি	৫৯
চিলি	৭৮	অস্ট্রেলিয়া	৫৬
ব্রাজিল	৮৯	অস্ট্রেলিয়া	৬৬

সেমি-ফাইন্যাল

গ্রুপ—'এ'

ফ্রান্স	৭১	চিলি	৬০
চিলি	৮৮	ফিলিপাইন	৬৯
ফ্রান্স	৬৬	উরুগুয়ে	৬২
উরুগুয়ে	৭৯	ফিলিপাইন	৭০
উরুগুয়ে	৮০	চিলি	৭৩
ফিলিপাইন	৬৫	ফ্রান্স	৫৮

গ্রুপ—'বি'

আমেরিকা	৮৫	সোভিয়েট রাশিয়া	৫১
বুলগেরিয়া	৮২	ব্রাজিল	৭৩
আমেরিকা	৮৫	বুলগেরিয়া	৪৪
সোভিয়েট রাশিয়া	৮৭	ব্রাজিল	৬৮
আমেরিকা	১১৩	ব্রাজিল	৫১
সোভিয়েট রাশিয়া	৬৬	বুলগেরিয়া	৫৬

গ্রুপ—'সি'

অস্ট্রেলিয়া	৮৭	থাইল্যাণ্ড	৪৮
ফরমোজা চীন	৬৭	সিঙ্গাপুর	৬৪
সিঙ্গাপুর	৬২	থাইল্যাণ্ড	৫০
ফরমোজা চীন	৮৬	অস্ট্রেলিয়া	৭৩
অস্ট্রেলিয়া	৯৮	সিঙ্গাপুর	৭৪
ফরমোজা চীন	৬৫	থাইল্যাণ্ড	৫২

গ্রুপ—'ডি'

ক্যানাডা	৭৪	কোরিয়া	৬৩
জাপান	৮৩	কোরিয়া	৬৭
ক্যানাডা	৭৩	জাপান	৬০

ফাইন্যাল

প্রথম গ্রুপ

বুলগেরিয়া	৮০	ফিলিপাইন	৭০
ব্রাজিল	৮৯	চিলি	৬৪
আমেরিকা	১০১	উরুগুয়ে	৩৮
সোভিয়েট রাশিয়া	৫৬	ফ্রান্স	৪৯

দ্বিতীয় গ্রুপ

কোরিয়া	৬১	থাইল্যাণ্ড	৪৭
জাপান	৮২	ফরমোজা চীন	৬১
ক্যানাডা	৮৩	অস্ট্রেলিয়া	৩৮

১ম ও ২য় স্থান নির্ধারণের প্রতিযোগিতা

আমেরিকা	৮৯	সোভিয়েট রাশিয়া	৫৫

৩য় ও ৪র্থ স্থান নির্ধারণের প্রতিযোগিতা

উরুগুয়ে	৭১	ফ্রান্স	৬২

* চিয়াং কাই-শেক শাসিত ফরমোজা চীন

ষোড়শ অলিম্পিকের ফুটবলে যোগদানকারী রাষ্ট্রসমূহকে প্রথমে একটি প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে হয়। আঞ্চলিক লীগের ভিত্তিতে ফলাফল নির্ধারিত হয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ১৫টি দল মূল প্রতিযোগিতায় যোগদানের যোগ্যতা অর্জন করে। অলিম্পিক আহ্বানকারী রাষ্ট্র হিসাবে অস্ট্রেলিয়া অবশ্য সরাসরি মূল প্রতিযোগিতায় যোগদানের সৌভাগ্য লাভ করে। মূল প্রতিযোগিতায় ১৬টি দল যোগদানের সৌভাগ্য অর্জন করিলেও ১১টি দল প্রকৃত পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। উরুগুয়ে, ব্রাজিল, হাঙ্গেরী প্রভৃতি বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম কয়েকটি দল মূল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে নাই।

এশিয়ান দলসমূহের শ্রেষ্ঠত্ব এই অলিম্পিকের অন্যতম বিশেষত্ব। ইন্দোনেশিয়া ও ভারতবর্ষের খেলা প্রকৃত পক্ষে ইউরোপের বিশেষজ্ঞদের বিস্মিত করে।* পরাক্রান্ত সোভিয়েট দলের সংগে ৯০ মিনিট সমানভাবে খেলিয়া শেষ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়া অতিরিক্ত সময়ে পরাজিত হয়।

বুলগেরিয়াকে নিঃসন্দেহে এই অলিম্পিকের সর্বশ্রেষ্ঠ দল বলিয়া অভিহিত করা যায়। একমাত্র গোলের সম্মুখে লক্ষ্যহীনভাবে শট ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে তাহাদের খেলাকে নিখুঁত বলা যায়।

সেমি ফাইন্যালে যুগোশ্লাভিয়া ভারতবর্ষকে ৪—১ গোলে পরাজিত করিয়া তৃতীয়বার স্বর্ণপদকের লড়াইতে অংশ গ্রহণ করে। সোভিয়েট রাশিয়া ও বুলগেরিয়ার খেলাটি পূর্ণ সময় পর্যন্ত ড্র থাকে এবং রাশিয়া অতিরিক্ত সময় খেলিয়া বুলগেরিয়াকে ৪—১ গোলে পরাজিত করিযা ফাইন্যালে যুগোশ্লাভিয়ার সহিত মিলিত হয়।

প্রথমার্ধে যুগোশ্লাভিয়াই প্রাধান্য বিস্তার করে এবং সোভিয়েট রাশিয়া এসময় একটি পেনাল্টি হইতেও গোল করিতে সক্ষম হয় না। দ্বিতীয়ার্ধের ৫০ মিনিটের সময় রাশিয়ার সেলিনকভের একটি সুন্দর পাস হইতে ইলিন দর্শনীয়ভাবে বিজয়-সূচক গোলটি করেন। যুগোশ্লাভিয়াও ইহার পর একটি গোল করে কিন্তু লাইনসম্যানের সংকেতে রেফারী এই গোলটি অফসাইডের অজুহাতে অগ্রাহ্য করেন। খেলার শেষে লক্ষাধিক দর্শকপরিপূর্ণ স্টেডিয়ামে সোভিয়েট রাশিয়া ও যুগোশ্লাভিয়াকে স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক অর্পণ করা হয়। তৃতীয় স্থান নির্ধারণের প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ বুলগেরিয়ার নিকট ৩—০ গোলে পরাজিত হওয়ায় বুলগেরিয়া ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।

* British Olympic Association : *Official Report of the Olympic Games,* XVIth Olympiad নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন :
"The surprise of the Tournament, however, was India."

নিম্নে এই অলিম্পিয়াডের ফুটবল খেলার বিস্তারিত ফলাফল দেওয়া হইল :

ফুটবল প্রতিযোগিতার বিস্তারিত ফলাফল

প্রথম রাউণ্ড		দ্বিতীয় রাউণ্ড		সেমি-ফাইন্যাল		ফাইন্যাল
সোভিয়েট বাশিযা	২	সোভিয়েট রাশিয়া*	৩	সোভিয়েট রাশিয়া*	২	সোভিয়েট রাশিয়া ১ (বিজয়ী)
জার্মানী	১	ইন্দোনেশিযা				
গ্রেট ব্রিটেন	৯	গ্রেট ব্রিটেন	১	বুলগেবিযা	১	
থাইল্যাণ্ড	০	বুলগেবিযা	৬			
জাপান	০	অস্ট্রেলিযা	২	ভাবতবর্ষ	১	যুগোশ্লাভিয়া ০ (রানার্স আপ)
অস্ট্রেলিযা	২	ভাবতবর্ষ	৪			
		যুগোশ্লাভিযা	৯	যুগোশ্লাভিযা	৪	
		আমেবিকা	১			

তৃতীয় স্থানেব জন্য প্রতিযোগিতা— বুলগেবিযা ৩
ভারতবর্ষ ০

* পূর্ণ সময় পর্যন্ত খেলাব ফলাফল সোভিয়েট রাশিযা ১
বুলগেবিযা ১

ভারতবর্ষের কৃতিত্ব

ষোড়শ অলিম্পিকেব পূর্বে ফুটবলে ভাবতেব নাম প্রায় অজ্ঞাতই ছিল। কিন্তু এই অলিম্পিকে চতুর্থ স্থান লাভ করায ভারতের সুনাম চতুর্দিকে ছডাইযা পড়ে।

অলিম্পিক ফুটবলের মূল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের যোগ্যতা অর্জনের জন্য ভারতবর্ষকে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয় নাই। মূল প্রতিযোগিতাতে ৫টি দল কম থাকায় ভাবতবর্ষ প্রথম রাউণ্ডে বাই পাইযা দ্বিতীয রাউণ্ডে উন্নীত হয়। দ্বিতীয় রাউণ্ডে ভাবত অস্ট্রেলিযার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ও অস্ট্রেলিয়াকে ৪—০ গোলে পরাজিত করে। ভারতীয দলের সেণ্টার ফরোয়ার্ড এন. ডিসুজা একাই ভারতের পক্ষে তিনটি গোল করিয়া হ্যাটট্রিকের সৌভাগ্য লাভ করেন। সেমি ফাইন্যালে ভারত অলিম্পিক প্রতিযোগিতার তিনবার রানার্স আপ যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং ৪—১ গোলে পরাজিত হয়। পঞ্চদশ অলিম্পিকেও ভারত যুগোশ্লাভিয়ার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ১০—১ গোলে পরাজিত হইয়াছিল। ডিসুজা ভারতের পক্ষে এই গোলটি করেন এবং এটি এই অলিম্পিকের একটি শ্রেষ্ঠ একক প্রচেষ্টা বলিয়া গণ্য হয়।

তৃতীয় স্থান নির্ধারণের প্রতিযোগিতায় ভারত বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম দল বুলগেরিয়ার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। বুলগেরিয়া যথেষ্ট শক্তিশালী দল। এমনকি সোভিয়েট রাশিয়াও বুলগেরিয়াকে একটির বেশী গোলে পরাজিত করিতে সক্ষম হয় নাই।

ফিল্ড হকি

ষোড়শ অলিম্পিকের হকি প্রতিযোগিতা অলিম্পিক পার্ক এবং মুলে স্টেডিয়ামে ২৩শে নবেম্বর হইতে ৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। ১২টি রাষ্ট্র এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। প্রতিযোগী দলসমূহকে তিনটি পুলে বিভক্ত করা হয় এবং লীগ প্রথায় খেলা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পুলের বিজয়ী দল এবং তৃতীয় পুলের প্রথম ও দ্বিতীয় দল সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হয়। সেমি-ফাইন্যালে বিজয়ী দুইটি দল স্বর্ণপদকের ও বিজিত দুইটি দল ব্রোঞ্জ পদকের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। বাকী আটটি দল ইহার পর "ক্লাসিফিকেসন টুর্নামেন্টে" প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

প্রথম পুলে ভারতবর্ষ অনায়াসেই তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী দলসমূহকে পরাজিত করিয়া বিজয়লাভ করে। ভারতীয় দল ৩৬টি গোল করে, কিন্তু অন্য কোন দলের পক্ষে ভারতীয় দলের বিপক্ষে কোন গোল করা সম্ভব হয় নাই।

দ্বিতীয় পুলে গ্রেট ব্রিটেন ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। গ্রেট ব্রিটেন দুইটি খেলায় ড্র করায় দুইটি পয়েন্ট হারায় এবং অস্ট্রেলিয়াও গ্রেট ব্রিটেনের নিকট পরাজিত হওয়ায় গ্রেট ব্রিটেন ও অস্ট্রেলিয়া ৪ পয়েন্ট অর্জন করিয়া যুগ্ম-ভাবে প্রথম স্থান অধিকার করে। অস্ট্রেলিয়া ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে পুনরায় একটি যোগ্যতা-নির্ধারক খেলা হয় এবং গ্রেট ব্রিটেন এই খেলায় বিজয় লাভ করিয়া সেমি ফাইন্যালে উন্নীত হয়।

তৃতীয় পুলে পাকিস্তান ৫ পয়েন্ট ও জার্মানী ৪ পয়েন্ট অর্জন করিয়া সেমি ফাইন্যালে উন্নীত হয়।

সেমি ফাইন্যালে ভারত জার্মানীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। জার্মান দল দৈহিক বলপ্রয়োগ করায় খেলায় কয়েকজন ভারতীয় খেলোয়াড় আহত হয়। শেষ পর্যন্ত ভারত জার্মানীকে ১—০ গোলে পরাজিত করিয়া ফাইন্যালে উন্নীত হয়। অপর সেমি ফাইন্যালে পাকিস্তান গ্রেট ব্রিটেনকে ৩—২ গোলে পরাজিত করিয়া ফাইন্যালে ভারতের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। গ্রেট ব্রিটেনের একজন শ্রেষ্ঠ ফরোয়ার্ড কাটারের প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় গোড়ালির হাড় ভাঙিয়া যাওয়ায় গ্রেট ব্রিটেনকে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়।

ফাইন্যালে ভারত ও পাকিস্তানের খেলার মান আশানুরূপ হয় নাই। দুইটি দলই আক্রমণ অপেক্ষা আত্মরক্ষার উপর অধিক জোর দেয়। ভারতবর্ষ একটি পেনাল্টি কর্নার হইতে গোল করিয়া উপর্যুপরি ষষ্ঠবার স্বর্ণপদক অর্জনের গৌরব লাভ করে। পাকিস্তানও একটি পেনাল্টি কর্নার হইতে গোল করে কিন্তু গোলের পূর্বেই "স্টিক" হইবার জন্য গোলটি অগ্রাহ্য হয়। দ্বিতীয়ার্ধে পাকিস্তান একটি পেনাল্টি বুলি পাইয়াও গোলের সুযোগ নষ্ট করে।

নিম্নে ষোড়শ অলিম্পিকের হকির বিস্তারিত ফলাফল দেওয়া হইল :

হকি প্রতিযোগিতার ফলাফল

রাষ্ট্র	খেলা	জয়	পরাজয়	ড্র	স্ব	বিঃ	পয়েন্ট
১নং পুল							
ভারতবর্ষ	৩	৩	—		৩৬	০	৬
সিঙ্গাপুর	৩	২	১		১১	৭	৪
আফগানিস্তান	৩	১	২		৫	২০	২
আমেরিকা	৩		৩		২	২৭	০

২নং পুল

গ্রেট ব্রিটেন	৩	১	—	২	৫	৪	৪
অস্ট্রেলিয়া	৩	২	১	—	৬	৪	৪
মালয়	৩	—	১	২	৫	৬	২
কেনিয়া	৩	—	১	২	২	৪	২

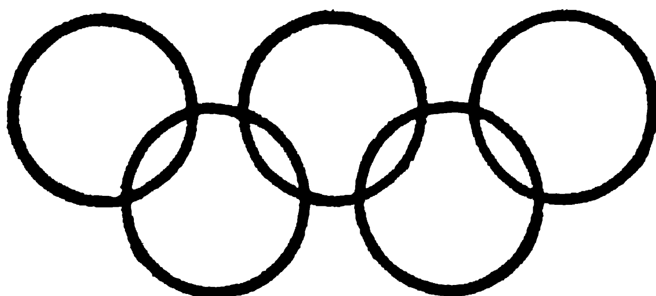
৩নং পুল

পাকিস্তান	৩	২	—	১	৭	১	৫
জার্মানী	৩	১	—	২	৫	৪	৪
নিউজিল্যান্ড	৩	১	২	—	৮	১০	২
বেলজিয়াম	৩	—	২	১	—	৫	১

সেমি-ফাইন্যাল		ফাইন্যাল	
ভারতবর্ষ	১	ভারতবর্ষ	১
জার্মানী	০	(বিজয়ী	
পাকিস্তান	৩	পাকিস্তান	০
গ্রেট ব্রিটেন	২	(রানার্স আপ)	

তৃতীয় স্থান নির্ধারণের খেলা—

জার্মানী ৩
গ্রেট ব্রিটেন ১



অলিম্পিকে হকি ও ভারত

॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥

অলিম্পিকে হকি ও ভারতবর্ষ

সপ্তদশ অলিম্পিকে যোগদানকারী ভারতীয় দলের ম্যানেজার সোরাব ভুতের রিপোর্টের ভিত্তিতে ভাবতীয় হকি ফেডারেশনের সভাপতি মেজর আই. বার্ন-মর্ডফ ভারত সবকারের নিকট আমস্টার্ডামের নবম অলিম্পিকে একটি ভারতীয় দল প্রেরণের প্রস্তাব করেন। তাঁহার আন্তরিক উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় ভারত সরকাব আমস্টার্ডামে একটি ভারতীয় হকি দল প্রেরণের প্রস্তাবে সম্মতি দান করেন ও ভারতবর্ষ সর্বপ্রথম আমস্টার্ডামের নবম অলিম্পিকে অংশ গ্রহণের সুযোগ লাভ করে।

নবম অলিম্পিক—আমস্টার্ডাম

স্পেন, জার্মানী, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া ও ভারতবর্ষ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। দুইটি পুলে লীগ প্রথায় খেলা হয় ও প্রথম পুলে ভারতবর্ষ অস্ট্রিয়াকে ৬-০ গোলে, বেলজিয়ামকে ৯-০ গোলে, ডেনমার্ককে ৫-০ গোলে ও সুইজারল্যান্ডকে ৬-০ গোলে পরাজিত করিয়া প্রথম পুলে বিজয় লাভ করে ও ফাইন্যালে উন্নীত হয়। ফাইন্যালে ভারতবর্ষ হল্যান্ডকে ৩-০ গোলে পরাজিত করে ও সর্বপ্রথম অলিম্পিকের স্বর্ণপদক লাভ করে। ফাইন্যালে ভারতীয় দলের পক্ষে নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ অংশ গ্রহণ করেন :

আর. অ্যালেন; এম. রক ও এল. হ্যামন্ড; আর. নরিশ, বি. পিনিজার ও এস. ইউসুফ; এম. গালেন, এম. গ্যাটলে, জি. মার্থিনস, ধ্যানচাঁদ, এফ. সিম্যান। এই এগারজন ব্যতীত দলে কেহ'র সিং, সৌকত আলি, ফিরোজ খান ও পতৌদির নবাবও ছিলেন। দলের অধি৹য়কত্ব করেন জয়পাল সিং। আর. কারবারি-ও দলে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বোধ হয় আমস্টার্ডামে যান নাই। এ. বি. রসার ম্যানেজার হিসাবে দলের সঙ্গে যান।

দশম অলিম্পিক—লস এঞ্জেলস

লস এঞ্জেলসে ভারতীয় হকি দল প্রেরিত হইলেও একমাত্র জাপান ব্যতীত অন্যান্য কোন রাষ্ট্র অংশ গ্রহণ না করায় এই অলিম্পিকে হকি বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হয়। শেষ পর্যন্ত আমেরিকা অংশ গ্রহণ করায় সমস্যার সমাধান হইয়া যায় ও জাপান, আমেরিকা ও ভারতবর্ষের মধ্যে লীগ প্রথায় খেলা হয়। ভারতীয় দল জাপানকে ১১-১ ও আমেরিকাকে ২৪-১ গোলে পরাজিত করিয়া দ্বিতীয়বার স্বর্ণপদক অর্জন করে। এই ৩৫টি গোলের মধ্যে রূপ সিং ১৩, ধ্যানচাঁদ ১২, গুরমিৎ সিং ৮, এবং আর. কার ও পিনিজার একটি করিয়া গোল করিবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। দলগত প্রতিযোগিতায় আজ পর্যন্তও অলিম্পিকে অন্য দলের পক্ষে মাত্র দুইটি খেলায় ৩৫টি গোল করিবার সৌভাগ্য হয় নাই। নিম্নলিখিত খেলোয়াড়দের লইয়া ভারতীয় দল গঠিত হয় :

আর. জে. অ্যালেন, এ. সি. হিন্ড, সি. টমপসেল, এল. হ্যামন্ড, এস. আসলাম,

এফ. ব্রিউইন, লাল শা বুখারি (ক্যাপ্টেন), মাসুদ মিনাস, আর কার, গুরমিৎ সিং কুল্লার, ধ্যানচাঁদ, রূপ সিং, এম. জাফর, ডব্লু. সুলিভান।

এই ১১ জন ব্যতীত এ. হিন্দ, ই. পিনিজার ভারতীয় দলে ছিলেন। শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত নন-প্লেয়িং ক্যাপ্টেন ও জি. ডি. সোন্ধী ম্যানেজার হিসাবে কাজ করেন।

একাদশ অলিম্পিক—বার্লিন

দশম ও একাদশ অলিম্পিকের মধ্যে ইউরোপের হকির প্রসার যথেষ্ট বাড়িয়া যাওয়ায় ভারতীয় দলও যথেষ্ট শক্তিশালী করিয়া গঠিত হয়। কিন্তু অনুশীলনের সময় দেখা যায় জার্মানীও যথেষ্ট শক্তিশালী। ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের মনও দৃঢ় আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ ছিল—তৃতীয় স্বর্ণপদক অর্জন করিতেই হইবে।

১১টি রাষ্ট্র প্রতিযোগিতায অংশ গ্রহণ করে ও তাহাদের তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করা হয়। প্রথম গ্রুপে ভারত জাপানকে ৯-০ গোলে, হাঙ্গেরীকে ৪-০ গোলে ও আমেরিকাকে ৭-০ গোলে পরাজিত করিয়া এ গ্রুপে বিজয় লাভ করে ও সেমি-ফাইন্যালে ফ্রান্সকে ১০-০ গোলে পরাজিত করিয়া ফাইন্যালে উন্নীত হয়। ফাইন্যালে ভারতবর্ষ জার্মানীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ও জার্মানীকেও শোচনীয়ভাবে ৮-১ গোলে পরাজিত করিয়া তৃতীয় বার হকির স্বর্ণ পদক লাভ করে।

এই অলিম্পিকে ভাবতীয় দলেব ক্যাপ্টেন ধ্যানচাঁদ সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ হকি খেলোয়াড়রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ধ্যানচাঁদের খেলা ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশে এমন বিস্ময়ের সৃষ্টি করে যে, তাঁহাকে "হকির যাদুকর" উপাধি দেওয়া হয। ১৯২৮ সাল হইতে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত ধ্যানচাঁদের গতি রোধ করা কোন বিপক্ষীয় দলের পক্ষেই সম্ভব হয় নাই। চক্ষের তীব্র দৃষ্টি ও আত্মনির্ভরতায় দুর্জয় কুশলী এই খেলোয়াড় এমন নির্ভুলভাবে বল মারিতে পারিতেন যে, বিপক্ষদলের গোলকীপার এমন কি স্থান গ্রহণ করিবার পূর্বেই সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিত বল গোলে প্রবেশ করিয়াছে এবং তাঁহার হতাশভাবে দাঁড়াইয়া থাকা ছাড়া আব কিছু করিবার নাই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ধ্যানচাঁদ, তাঁহার ভ্রাতা রূপ সিং ও আলি ইয়াতাফার শা'র (দারা) অপূর্ব বোঝাপড়ার ফলে এমন তীব্র গতিবেগের সৃষ্টি করিতে পারিতেন যে তাঁহাদের গতিরোধ অসাধ্য মনে করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মনোবল সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যাইত।

নিম্নে বার্লিন অলিম্পিকে ফাইন্যালে যোগদানকারী ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের নাম দেওয়া হইল :

রিচার্ড অ্যালেন, কার্লাইল ট্যাপসেল ও মহম্মদ হুসেন, বাবু নিমল, গুডসার কালেন, যোশেপ গ্যালিবার্ডি, এস. সাহাবুদ্দিন, ইয়াতাফার শা (দারা), ধ্যানচাঁদ (ক্যাপ্টেন), রূপ সিং, বৈস, সৈয়দ মহম্মদ জাফর।

এই এগার জন ব্যতীতও ভারতীয় দলে ছিলেন জে. ফিলিপ, এম. মাসুদ, আহছান মহম্মদ খান, পিটার ফার্নান্ডেস, গুরুচরণ সিং, আহমদ শের খান, ইমেত ও মিচি। প্রোঃ জগন্ নাথ ম্যানেজার ও শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত সহকারী ম্যানেজার হিসাবে দলের সঙ্গে ছিলেন।

চতুর্দশ অলিম্পিক—লণ্ডন

আমস্টার্ডাম হইতে বার্লিন পর্যন্ত তিনবারের অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলের অগ্রগতির সহায়ক ছিলেন ধ্যানচাঁদ ভ্রাতৃদ্বয়, কিন্তু লণ্ডন ও হেলসিঙ্কিতে ভারতীয় দলের অগ্রগতিতে সহায়তা করেন সম্পূর্ণ নূতন খেলোয়াড়গণ। ইঁহাদের মধ্যে জ্যানসেন, বলবীর, ক্লডিয়াস এবং কে. ডি. সিং (বাবুর) নাম উল্লেখযোগ্য। লণ্ডন অলিম্পিকে জ্যানসেন অপূর্ব কৃতিত্ব দেখান। বলবীরের খেলাও যথেষ্ট কার্যকরী হয়। লণ্ডন অলিম্পিকের অধিকাংশ গোলের কৃতিত্বই এই দুইজন খেলোয়াড়ের।

লণ্ডন অলিম্পিকে ১৩টি দল অংশ গ্রহণ করে ও তাহাদের তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করা হয়। প্রথম গ্রুপে ভারতীয় দল প্রথম খেলায় ৮-০ গোলে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করে। বলবীর ও জ্যানসেনের জন্যই এত অধিকসংখ্যক গোল হয়।

দ্বিতীয় খেলায় ভারতীয় দল ৯-১ গোলে আর্জেণ্টিনাকে পরাজিত করে। বলবীর ৪টি, জ্যানসেন ৩টি ও কিশেনলাল ২টি গোল করেন। তৃতীয় খেলাতেও ভারত ভিজা মাঠে স্পেন দলকে ২-০ গোলে পরাজিত করে। গোল দুইটি করেন টি. সিং ও গ্রহনন্দন সিং। তিনটি খেলাতেই বিজয়ী হওয়ায় ভারত সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হয় ও নেদারল্যাণ্ডের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এই খেলাতেও ভারত ২-১ গোলে বিজয় লাভ করে ও ফাইন্যালে গ্রেট ব্রিটেনের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

২৫ হাজার দর্শকের সম্মুখে ওয়েম্বলী স্টেডিয়ামে ফাইন্যাল খেলা হয়। ভিজা মাঠ সত্বেও ভারতীয় দলের বিজয়াভিযান ব্যাহত হয় না। গ্রেট ব্রিটেনকে ৪-০ গোলে পরাজিত করিয়া ভারত তাহার চতুর্থ স্বর্ণ পদক লাভ করে। গ্রহ-নন্দন সিং দুইটি এবং জ্যানসেন ও টি. সিং একটি করিয়া গোল করেন।

ইতিপূর্বে ভারতীয় দল অলিম্পিকে বিজয় লাভে যে সম্মান অর্জন করে ভারতীয় খেলোয়াড় ও ভারতবাসী তাহাতে প্রকৃত আনন্দ অনুভব করিতে পারেন নাই। ভারতীয় দলকে সে সময় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া নামে অভিহিত করা হইত। কিন্তু এই অলিম্পিকে তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন ভারতীয় দল হিসাবে বিজয় লাভ করায় কেবলমাত্র খেলোয়াড়গণই নহে, দলমত নির্বিশেষে সমস্ত ভারত-বাসীও গর্ব অনুভব করে। নিম্নে ফাইন্যালে অংশগ্রহণকারী ১১ জন খেলোয়াড়ের নাম দেওয়া হইল :

এল. পিন্টো; ত্রিলোচন সিং ও রণধীর জেন্টল, কেশব দত্ত, আমির কুমার, ম্যাক্সি ভাজ, কিশেনলাল (অধিনায়ক), কুনোয়ার সিং, আর. ফ্রান্সিস, বলবীর সিং, প্যাট জ্যানসেন ও এল. ফার্নাণ্ডেজ।

এই এগার জন ব্যতীতও দলের সংগে ছিলেন আখতার হোসেন, ডব্লু. ডিসুজা, যশোবন্ত সিং, লেজলী ক্লডিয়াস, লতিফুর রহমান, রডরীগস্, জি. গ্ল্যাকেন এবং গ্রহনন্দন সিং খেলোয়াড় হিসাবে এবং ডাঃ এ. সি. চ্যাটার্জি ও শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত যুগ্ম-ম্যানেজার হিসাবে দলের সংগে গিয়াছিলেন।

পঞ্চদশ অলিম্পিক—হেলসিঙ্কি

হেলসিঙ্কিতে ভারতীয় দলকে কোন প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিতে হয় নাই, সরাসরি প্রথম রাউণ্ডে খেলিবার যোগ্যতা অর্জন করে। ১৭ই জুলাই ভারত প্রথম অস্ট্রিয়ার সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া অনায়াসেই অস্ট্রিয়াকে ৪-০ গোলে পরাজিত করে। সকাল হইতে গুঁড়ি গুঁড়ি

বৃষ্টি পড়ায় মাঠের অবস্থা পিচ্ছিল হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপ সিক্ত ও পিচ্ছিল মাঠে খেলিতে অভ্যস্থ না থাকায় প্রথম দিকে ভারতীয় দলকে বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। ভারতীয় দল উপর্যুপরি বিপক্ষগোলে হানা দেয়, তিনটি সর্ট-কর্ণারও পায়, কিন্তু ভারতীয় দল কোন গোল করিতে পারে না। ২৩ মিনিটের সময় বাবুর সুন্দর একটি পাস হইতে বল পাইলেও বলবীর একটি নিশ্চিত গোলের সুযোগ নষ্ট করেন। ভারতীয় দল চাপিয়া ধরে ও অস্ট্রিয়া দল সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া কোন মতে গোলরক্ষা করিতে থাকে। খেলার পরিধি ছোট হইয়া আসায় অস্ট্রিয়া দলের গোলের সম্মুখে জটলার সৃষ্টি হয়। এই সময় একটি সুযোগ পাইয়া ভারতীয় দলের রাইট-ইন রঘুবীর লাল দলের প্রথম গোল করেন। বিশ্রাম পর্যন্ত আর কোন গোল হয় না।

বিশ্রামের পর মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হয়। ভারতীয় দল এ সময় দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া বিপক্ষ গোলে হানা দেয় এবং চতুর্থ মিনিটের সময় জেন্টল একটি উঁচু তীব্র সটে দলের দ্বিতীয় গোল করেন। ভারতীয় দল অতঃপর একতরফা আক্রমণ চালাইয়া যায়। ২০ মিনিটের সময় বাবু দর্শনীয় একটি সটে দলের তৃতীয় গোল করেন। ২৪ মিনিটের সময় বলবীর দলের শেষ গোলটি করেন।

প্রথম রাউণ্ডে বিজয় লাভ করিয়া ভারতীয় দল সেমি-ফাইন্যালে গ্রেট ব্রিটেনের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ভারতীয় দল এই খেলায় গ্রেট ব্রিটেনকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে। বুলি শেষ হইবার সংগে সংগে ভারতীয় দল বিপক্ষ গোলে হানা দেয়। প্রথম সুযোগেই বলবীর সিং দর্শনীয় একটি কোনা-কুনি শটে দলের প্রথম গোলটি করেন। ইহার পর ভারত একটানা আক্রমণ চালাইয়া যায়; কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনের গোলকীপার ডের অদ্ভূত নৈপুণ্যের জন্য কোন গোল করিতে পারে না। ১৫ মিনিটের সময় বলবীর দলের দ্বিতীয় গোলটি করেন।

দুইটি গোল হইবার পর গ্রেট ব্রিটেন সর্বপ্রযত্নে গোল শোধ দিবার প্রচেষ্টা আরম্ভ করে ও কয়েকবার ভারতীয় গোলে হানা দেয়। ২৩ মিনিটের সময় একটি গোল শোধ করে বটে, কিন্তু দুই মিনিট যাইতে না যাইতে বলবীর দলের তৃতীয় বা শেষ গোলটি করেন। বিশ্রামের পর আর কোন গোল হয় না।

ফাইন্যালে ভারতীয় দল হল্যাণ্ডের সহিত স্বর্ণ পদকের লড়াইয়ে মিলিত হয়। বুলি শেষ হইবার সংগে সংগেই হল্যাণ্ড আক্রমণ আরম্ভ করে। ভারতীয় দল এ আক্রমণ ব্যর্থ কবিযা দেয় ও অপূর্ব কুশলতার সংগে বলের আদান-প্রদান করিয়া বিপক্ষ দলের রক্ষণভাগে হানা দেয়। হল্যাণ্ড দল দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া খেলিতে আরম্ভ করে, কিন্তু ভারতীয় দলের বিজ্ঞানসম্মত বলের আদান-প্রদান ও অপূর্ব "স্টিক ওয়ার্কে"র জন্য বাধ্য হইয়া এগার জন খেলোয়াড়ই আত্মরক্ষায় ব্যস্ত থাকে। এই সময় রাজগোপাল একটি অব্যর্থ গোলের সুযোগ নষ্ট করেন। পরমুহূর্তে বাবু বিপক্ষ দলের চার-পাঁচজন খেলোয়াড়কে কাটাইয়া বলবীরকে পাস দেন ও বলবীর কোনাকুনি শটে দলের প্রথম গোল করেন। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা আরম্ভের কিছুক্ষণের মধ্যে উধম সিং-এর নিকট হইতে বল পাইয়া বাবু বলবীরকে পাস করেন ও বলবীর তীব্র শটে সুন্দর একটি গোল করেন। ২৫ মিনিটের সময় বাবু বিপক্ষ দলের ছয়জন খেলোয়াড়কে কাটাইয়া একটি অপূর্ব দর্শনীয় শটে দলের তৃতীয় গোল করেন।

ইহার পর বিপক্ষ গোলে একতরফা আক্রমণ চলিতে থাকে। হল্যাণ্ড দলের

এগার জন খেলোয়াড়ই গোলের সম্মুখে জড় হয় ও আত্মরক্ষা করিতে থাকে। ৩৩ মিনিটের সময় বলবীর দলের চতুর্থ গোলটি করেন।

বিশ্রামের পর হল্যান্ড একটি গোল শোধ করিয়া দেয়। ইহার পর হল্যান্ড বারবার ভারতীয় গোলে হানা দিতে থাকে ও পাঁচটি শর্ট-কর্ণার হয়। ফ্রান্সিস দুইটি অবর্থ গোলেরও সুযোগ নষ্ট করিয়া দেন। সমাপ্তির পাঁচ মিনিট পূর্বে পুনরায় ভারতীয় দল হল্যান্ডের গোলে হানা দেয় ও বলবীর পর পর দুইটি অর্থাৎ পঞ্চম ও ষষ্ঠ গোল করেন।

ভারতীয় দল বিজয়-গৌরবে বিজয়স্তম্ভে আরোহণ করে ও সামরিক বাদ্যে ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীত বাজিয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গেই ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলিত হয়। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির ভারতীয় সভ্য প্রোঃ জি. ডি. সোন্ধী প্রথম তিনটি দলকে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক অর্পণ করেন।

ফাইন্যালে ভারতীয় দলে খেলেন আর. ফ্রান্সিস; ধরম সিং, আর. এস. জেন্টল, এল ক্লডিয়াস, কেশব দত্ত, জে. পেরুমল; রঘুবীর লাল, কে. ডি. সিং (বাবু—ক্যাপ্টেন), বলবীর সিং, উধম সিং ও এম. রাজগোপাল।

এই এগার জন ব্যতীতও ভারতীয় দলে ছিলেন সি. দেশমুখ, স্বরূপ সিং, যশোবন্ত সিং. সি. এস. দুবে, গ্রহনন্দন সিং, এম. ডালুজ, সি. এস. গুরুং। দলের ম্যানেজার ছিলেন শ্রী এম. এল. মিত্র।

ষোড়শ অলিম্পিক—মেলবোর্ন

মেলবোর্নেই ভারতীয় দল সর্বপ্রথম তীব্র বাধাব সম্মুখীন হয়। অবশ্য প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দল তিনটি খেলায় ৩৬টি গোল করে ও অনায়াসেই 'এ' গ্রুপে প্রথম স্থান লাভ করিয়া সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হয়। নিম্নে প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় কোন্ খেলোয়াড় কয়টি গোল করিয়াছেন তাহার বিবরণ দেওয়া হইল :

আমেরিকার বিরুদ্ধে—উধম সিং ৭, হরদয়াল সিং ৪, গুরুদেব সিং ৩, ক্লডিয়াস ও চার্লস একটি করিয়া গোল করেন। (১৬—০)

আফগানিস্থানের বিরুদ্ধে—বলবীর সিং ৫, উধম সিং ৪, জেন্টল ৩, গুরুদেব সিং ২। (১৪—০)

সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে—উধম সিং ও জেন্কিন্স দুইটি করিয়া এবং জেন্টল ও হরদয়াল সিং একটি করিয়া। (৬—০)

"এ" গ্রুপে বিজয়ী ভারত সেমি-ফাইন্যালে জার্মানীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্বীয় সুনাম অনুযায়ী খেলিতে সক্ষম হয় নাই। পূর্বদিন রাত্রিতে বৃষ্টি হওয়ায় মাঠের অবস্থা অবশ্য অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। জার্মান দল এইদিন "যেন তেন প্রকারেণ" গোল রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হওয়াতে সর্ব সময়েই জার্মান গোল-সীমানার মধ্যেই খেলা চালিতে থাকে কিন্তু জার্মান খেলোয়াড়রা মারামারি করিয়া খেলায় গোল দেওয়া একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। প্রথমার্ধে কোন গোল হয় নাই।

দ্বিতীয়ার্ধে ৭ মিনিটের সময় ভোলা গোলের সম্মুখে একটি বল পাইয়া বলবীরকে ব্যাক পাস করে। দুইজন জার্মান খেলোয়াড় এ সময় বলবীরকে গার্ড দিতেছিলেন। বলবীর বলটি ঠেলিয়া উধম সিং-কে দেন ও উধম সিং একটি দর্শনীয় শটে দলের একমাত্র গোলটি করেন। এই সময় ভারতীয় দল পুনরায় গোল করিবার উপক্রম করিলে একজন জার্মান খেলোয়াড় চার্লস জেন্কিন্সকে আঘাত করেন ও আহত চার্লস জেন্কিন্সকে আহত অবস্থায় মাঠ

ত্যাগ করিতে হয়। ভারতীয় দল আর কোন বিপদের ঝুঁকি না নেওয়া শ্রেয়ঃ মনে করায় আর কোন গোল হয় নাই।

ফাইন্যালে ভারতবর্ষ পাকিস্তানকে ১-০ গোলে পরাজিত করিয়া উপর্যুপরি ছয়বার স্বর্ণপদক লাভের গৌরব লাভ করেন। ভারতীয় দল ৬টি অলিম্পিকে মোট ২৫টি খেলায় অংশ গ্রহণ করে ও মোট ১৭৬টি গোল করে। ভারতীয় দলের বিপক্ষে এই ২৫টি খেলায় মাত্র ৭টি গোল হয়।

ফাইন্যালে ভারতীয় দলে ছিলেন শংকর লক্ষ্মণ, বকশীস্ সিং সাধু, রণধীর জেন্টল, লেসলী ক্লডিয়াস, আমীর কুমার, গোবিন্দ পেরুমল; রঘুবীর লাল; গুরুদেব সিং, বলবীর সিং (ক্যাপ্টেন), উধম সিং, রঘুবীর সিং, ভোলা। এই এগার জন ব্যতীত ভারতীয় দলে আর. ফ্রান্সিস, হরদয়াল সিং, বালকিষণ সিং, এ. বক্সি, ও. মলহোত্র, হরিপাল ও চার্লস স্টিফেন্সও ছিলেন। গ্রুপ ক্যাপ্টেন ও. মেহেরা ও হরবৈল সিং কোচ হিসাবে দলের সঙ্গে যান।

সপ্তদশ অলিম্পিক—রোম

সপ্তদশ অলিম্পিকে ভারতীয় দল সপ্তম বার অংশ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু গত চার বৎসরের মধ্যে পাকিস্তান দুর্জয় প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এবং এশিয়ান গেমসের সঙ্গে অনুষ্ঠিত এশিয়ান হকি চ্যাম্পিয়নশিপের স্বর্ণ পদকও লাভ করিয়াছে। গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত এই প্রথম সফলতা লাভে অক্ষম হইয়াছে।

ভারতের চল্লিশ কোটি নরনারীর আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক ভারতীয় হকিদল সপ্তম বারও স্বর্ণ পদক লাভ করিয়া খেলাধুলার ক্ষেত্রে ভারতের সুনাম রক্ষা করিবে এ দৃঢ় আশা পোষণ করিতেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতীয় দল এশিয়ান গেমসের ন্যায় সপ্তদশ অলিম্পিকেও ভারতীয় উপ-মহাদেশেরই অপর সরিক পাকিস্তানের নিকট ১-০ গোলে পরাজিত হইয়া দীর্ঘ ৩২ বৎসর পর বিশ্ববিজয়ী আখ্যা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

ভারতীয় দলের এই পরাজয় অপ্রত্যাশিত নহে। কেবলমাত্র ভারতবর্ষ নহে, বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের ক্রীড়া সাংবাদিকরাও রোম অলিম্পিকে ভারতবর্ষ তাহার অপরাজেয় আখ্যা অক্ষুন্ন রাখিতে পারিবে না বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। অনেক ক্রীড়া সাংবাদিক পাকিস্তানকে ভবিষ্যৎ বিজয়ী বলিয়াই চিত্রিতও করিয়াছিলেন। সুতরাং এই পরাজয় অপ্রত্যাশিত ছিল না। কিন্তু তবুও ভারতীয় হকির ভাগ্যবিধাতাগণ এ সম্বন্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই বলিয়াই অনেকে মনে করেন। খেলোয়াড় নির্বাচন লইয়া দলের অধিনায়ক ও নির্বাচকমণ্ডলীর মনোমালিন্যও এই ধারণা সমর্থন করে।

টোকিও অলিম্পিকের আরও চার বৎসর বাকি আছে। আমাদের আশা ভারতীয় হকির কর্মকর্তাগণ এখন হইতেই তরুণ খেলোয়াড়দের লইয়া দল গঠনে প্রবৃত্ত হইবেন ও চার বৎসর খেলোয়াড়দের বৈজ্ঞানিকভাবে শিক্ষাদান ও প্রয়োজনীয় অনুশীলনের মধ্য দিয়া এমন একটি দল গঠন করিবেন যাহারা পুনরায় ক্রীড়া জগতের ইতিহাসে ভারতের গৌরব পুনরুদ্ধারে সমর্থ হইবেন।

এই অলিম্পিকে ভারতীয় দলে খেলেন : এস. লক্ষ্মণ, সি. দেশমুখ; পৃথ্বীপাল সিং, শান্তারাম, জে. শর্মা, বালকিষণ সিং; জে. এন্টিক, মহেন্দ্রলাল, চরঞ্জিৎ সিং, জি. সাযন্ত, এল. ক্লডিয়াস (অধিনায়ক)' উধম সিং, কে. অরোরা, ভি. পিটার, হরিপাল, জগিন্দর সিং, আর. এম. ভোলা, আর্মান ব্যাপ্টিস্ট, বি. পাতিল, জে. ম্যাস্কারিনাস ও যশোবন্ত সিং।

ডিসকাস নিক্ষেপ

বিশ্ব রেকর্ড — ই পিয়াটোভস্কি (পোল্যাণ্ড)— ১৯৬ ফুট ৬½ ইঞ্চি
অলিম্পিক রেকর্ড—এ ওর্টার (আমেঃ) —১৯৪ ফুট ১¾ইঞ্চি
ভারতীয় রেকর্ড—পর্দ্দমন সিং (সার্ভি-সেস)—১৫৭ ফুট ৭ ইঞ্চি

			ফুট	ইঞ্চি
১৮৯৬	আর গ্যারেট	আমেঃ	৯৫	৭½
১৯০০	আর বেউয়ের	হাঙ্গেরী	১১৮	২
১৯০৪	এম শেরিডন	আমেঃ	১২৮	১০½
১৯০৮	এম শেরিডন	,,	১৩৪	২
১৯১২	এ তাইপেল	ফিনঃ	১৪৮	৩·৯
১৯২০	ই নিকল্যাণ্ডার	,,	১৪৬	৭¼
১৯২৪	কে হাউজার	আমেঃ	১৫১	৫¼
১৯২৮	কে হাউজার	,,	১৫৫	২ ৪/৫
১৯৩২	জে এণ্ডারসন	,,	১৬২	৪⅞
১৯৩৬	কে কারপেণ্টার	,,	১৬৫	২৯/৬৪
১৯৪৮	এ কনোসিলিনী	ইটাঃ	১৭৩	২
১৯৫২	এস ইনেস	আমেঃ	১৮০	৬½
১৯৫৬	এ ওর্টার	,,	১৮৪	১০½
১৯৬০	এ ওর্টার	,,	১৯৪	১¾

পোলভল্ট

বিশ্ব রেকর্ড—ডন ব্রাগ (আমেরিকা) —১৫ফুঃ ৯¾ইঃ
অলিম্পিক রেকর্ড—ডন ব্রাগ (আমে-রিকা)—১৫ফুঃ ৫ইঃ
ভারতীয় রেকর্ড—রামচন্দ্রন (মাদ্রাজ)— ১৩ ফুট ১ ইঞ্চি

			ফুট	ইঞ্চি
১৮৯৬	ডব্লু হোয়েট	আমেঃ	১০	৯¾
১৯০০	আই বক্সটার	আমেঃ	১০	৯ ৯/১০
১৯০৪	সি দভে'র'ক	আমেঃ	১১	৬
১৯০৮	এ সি গিলবার্ট	,,	১২	২
	ই টি কুক	,,	১২	২
১৯১২	এইচ ব্যাবকক	,,	১২	১১½
১৯২০	এফ ফস্	,,	১৩	৫
১৯২৪	লি বার্ণেস	,,	১২	১১½
১৯২৮	সি কার	,,	১৩	৯⅜
১৯৩২	ডব্লিউ মিলার	,,	১৪	১⅞
১৯৩৬	এ মিডোজ	,,	১৪	৩¼
১৯৪৮	জি স্মিথ	,,	১৪	১¼
১৯৫২	আর রিচার্ডস	,,	১৪	১১¼
১৯৫৬	আর রিচার্ডস	,,	১৪	১১½
১৯৬০	ডন ব্রাগ	আমেরিকা	১৫	৫

জেভেলিন নিক্ষেপ

বিশ্ব রেকর্ড—এ ক্যাণ্টেলো (আমেঃ)— ২৮২ ফুট ৩½ ইঞ্চি
অলিম্পিক রেকর্ড — ই ডেনিয়েলসন (নরওয়ে)—২৮১ ফুট ২¼ ইঞ্চি
ভারতীয় রেকর্ড—অবতার সিং (পাঞ্জাব) —২০১ ফুট ৪ ইঞ্চি

			ফুট	ইঞ্চি
১৯০৮	ই লেমিং	সুইডেন	১৭৯	১০½
১৯১২	ই লেমিং	,,	১৯৮	১১¼
১৯২০	জি ম্যায়ারা	ফিনল্যাণ্ড	২১৫	৯¼
১৯২৪	জি ম্যায়ারা	,,	২০৬	৬¾
১৯২৮	ই ল্যাণ্ডকুইস্ট	সুইডেন	২১৮	৬⅛
১৯৩২	এম জারাভিনেন	ফিনঃ	২৩৮	৭
১৯৩৬	জি স্টোয়েক	জার্মানী	২৩৫	৮ ১৩/৩২
১৯৪৮	কে রাউটাভারা	ফিনঃ	২২৮	১০½
১৯৫২	সি ইয়ং	আমেরিকা	২৪২	০¾
১৯৫৬	এ ড্যানিয়েলসন	নরওয়ে	২৮১	২¼
১৯৬০	ভি সিবুলেঙ্কো	(রাশিয়া)	২৭৭ ফুঃ	৮⅜ইঃ

লৌহগোলক নিক্ষেপ

বিশ্ব রেকর্ড—ডব্লু নাইডার (আমে-রিকা) ৬৫ ফুট ৭ ইঞ্চি।
অলিম্পিক রেকর্ড—ডব্লু নাইডার (আমেরিকা) ৬৪ ফুট ৬¾ ইঞ্চি।
ভারতীয় রেকর্ড—পর্দ্দমন সিং (সার্ভি-সেস)—৪৮ ফুট ১০½ ইঞ্চি

			ফুট	৩
১৮৯৬	আর গ্যারেট	আমেঃ	৩৬	৯¾
১৯০০	আর শেল্ডন	,,	৪৬	৩¼
১৯০৪	আর রোজ	,,	৪৮	৭
১৯০৮	আর রোজ	,,	৪৬	৭½
১৯১২	পি ম্যাকডোনাল্ড	,,	৫০	৪
১৯২০	ডব্লু পরহোলা	ফিনঃ	৪৮	৭¼
১৯২৪	সি হাউজার	আমেঃ	৪৯	২¼
১৯২৮	জে কক্	,,	৫২	·০ ১১/১৬
১৯৩২	এল সেক্সটন	,,	৫২	৬ ৩/১৬
১৯৩৬	এইচ ওয়েল্কে	জার্মানী	৫৩	১ ১৩/১৬
১৯৪৮	ডব্লু টমসন	আমেঃ	৫৬	২
১৯৫২	পি ও'ব্রায়েন	,,	৫৭	১·৪৩
১৯৫৬	পি ও'ব্রায়েন	,,	৬০	১১
১৯৬০	ডব্লু নাইডার	,,	৬৪	৬¾

হাতুড়ি নিক্ষেপ

বিশ্ব রেকর্ড—হ্যারোল্ড কনোলী (আমেঃ) —২২৫ ফুট ৪ ইঞ্চি

অলিম্পিক রেকর্ড—ভি রুডেনকভ (রাশিয়া)—২২০ ফুট ১½ইঃ

ভারতীয় রেকর্ড—দেবীদয়াল (সার্ভিসেস)—১৬৬ ফুট ১০ ইঞ্চি

			ফুট	ইঞ্চি
১৯০০	জে ফ্লানাগান	আমেঃ	১৬৩	১½
১৯০৪	জে ফ্লানাগান	„	১৬৮	১
১৯০৮	জে ফ্লানাগান	„	১৭০	৪¼
১৯১২	এম ম্যাকগ্রাথ	„	১৭৯	৭
১৯২০	পি রাযান	„	১৭৩	৫⅝
১৯২৪	এফ টৌটেল	„	১৭৪	১০¼
১৯২৮	পি ও'ক্যালাঘ্যান	আয়ার	১৬৮	৭½
১৯৩২	পি ও'ক্যালাঘ্যান	„	১৭৬	১১⅛
১৯৩৬	কার্ল হ্যান	জার্মানী	১৮৫	৪⅙
১৯৪৮	ই নেমেথ	হাঙ্গেরী	১৮৩	১১½
১৯৫২	জি চাবমাক	„	১৯৭	১১·৬৭
১৯৫৬	এইচ কনোলী	আমেঃ	২০৭	৩½
১৯৬০	ভি রুডেনকভ	রাশিয়া	২২০	১½

ডেকাথলন

বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড—রেফার জনসন (আমেরিকা)—৮,৬৮৩ পঃ

ভারতীয় রেকর্ড—গুরবচন সিং (দিল্লি)—৫,৯৭৩ পয়েন্ট

১৯১২	এইচ ওয়াইজলেণ্ডার	সুইডেন	৭,৭২৪·৪৯৫
১৯২০	এইচ লবল্যাণ্ড	নরওয়ে	৬,৮০৪·৩৫
১৯২৪	এইচ ওসবর্ন	আমেঃ	৭,৭১০·৭৭৫
১৯২৮	পি ইরজোলা	ফিনঃ	৮,০৫৩·২৯
১৯৩২	জেমস বউচ	আমেঃ	৮,৪৬২·২৩৫
১৯৩৬	গ্লেন মরিস	„	৭,৯০০
১৯৪৮	বব ম্যাথিয়াস	„	৭,১৩৯
১৯৫২	বব ম্যাথিয়াস	„	৭,৮৮৭
১৯৬০	রেফার জনসন	„	৮,৬৮৩
১৯৫৬	মিল্টন ক্যাম্পবেল	„	৭,৯৩৭

এ্যাথলেটিক্স (মহিলা)

১০০ মিটার দৌড়

বিশ্ব রেকর্ড—শার্লি ডিলাহান্টি (অস্ট্রেলিয়া) ও ভি ক্রেপফিনা (রাশিয়া)—১১·৩ সেঃ

অলিম্পিক রেকর্ড—উইলেমা রুডলফ্ (আমেরিকা)—১১ সেঃ*

ভারতীয় রেকর্ড — মেরী ডি'সুজা ও স্টিফি ডি'সুজা (বোম্বাই)- ১২·৩ সেঃ

১৯২৮	ই রবিনসন	আমেরিকা	১২·২
১৯৩২	এস ওয়ালাসিউইজ (ষ্টেলা ওয়ালশ)	পোল্যাণ্ড	১১·৯
১৯৩৬	এইচ ষ্টিফেনস	আমেরিকা	১১·৫
১৯৪৮	ফ্যানি ব্ল্যাঙ্কার্স-কোয়েন	হল্যাণ্ড	১১·৯
১৯৫২	এম জ্যাকসন	অস্ট্রেলিয়া	১১·৫
১৯৫৬	বেটি কাথবার্ট	„	১১·৫
১৯৬০	উইলেমা রুডলফ্	আমেঃ	১১ সেঃ

*অনুকূল বাতাসের সহায়তা পাওয়ায় উইলেমা রুডলফের সময়কে বিশ্ব রেকর্ডের মর্যাদা দেওয়া হয় নাই।

২০০ মিটার দৌড়

বিশ্ব রেকর্ড—বেটি কাথবার্ট (অস্ট্রেলিয়া)—২৩·২ সেঃ

অলিম্পিক রেকর্ড — বেটি কাথবার্ট (অস্ট্রেলিয়া)—২৩·৪ সেঃ

ভারতীয় রেকর্ড — স্টিফি ডি'সুজা (বোম্বাই)—২৫·৫ সেঃ

১৯৪৮	ফ্যানি ব্ল্যাঙ্কার্স-কোয়েন	হল্যাণ্ড	২৪·৪ সেঃ
১৯৫২	এম জ্যাকসন	অস্ট্রেলিয়া	২৩·৭ সেঃ
১৯৫৬	বেটি কাথবার্ট	„	২৩·৪ সেঃ
১৯৬০	উইলেমা রুডলফ	আমেঃ	২৪ সেঃ



৮০ মিটার হার্ডল

বিশ্ব রেকর্ড—জেড গ্যাস্টল (জার্মানী), জি বিস্রোভা ও ক্রাসনোডার (রাশিয়া)—১০·৬ সেঃ

অলিম্পিক রেকর্ড—শার্লি স্ট্রিকল্যাণ্ড (অস্ট্রেলিয়া)—১০·৭ সেঃ

ভারতীয় রেকর্ড — মেরী লীলা রাও (বোম্বাই)—১১·৫ সেঃ

১৯৩২	এম ডিডরিকসন	আমেরিকা	১১·৭
১৯৩৬	টি ভিল্লা	ইটালী	১১·৭
১৯৪৮	ফ্যানি ব্ল্যাঙ্কার্স-কোয়েন	হল্যাণ্ড	১১·২
১৯৫২	শার্লি ষ্ট্রিকল্যাণ্ড	অস্ট্রেলিয়া	১০·৯
১৯৫৬	শার্লি ষ্ট্রিকল্যাণ্ড	„	১০·৭
১৯৬০	ইরিনা প্রেস	রাশিয়া	১০·৮ সেঃ

৪ × ১০০ মিটার রিলে

বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড—আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া—৪৪·৫ সেকেণ্ড

ভারতীয় রেকর্ড—বোম্বাই—৪৯·৯ সেঃ

১৯২৮	ক্যানাডা	৪৮ ৪ সেঃ
১৯৩২	আমেরিকা	৪৭ সেঃ

১৯৩৬	আমেরিকা	৪৬·৯ সেঃ
১৯৪৮	হল্যাণ্ড	৪৭·৫ সেঃ
১৯৫২	আমেরিকা	৪৫·৯ সেঃ
১৯৫৬	অস্ট্রেলিয়া	৪৪·৫ সেঃ
১৯৬০	আমেরিকা	৪৪·৫ সেঃ

৮০০ মিটার দৌড়*

বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড—লুডমিলা সিভোকোভা (রাশিয়া)—২মিঃ ৪·৩ সেকেণ্ড

অলিম্পিক রেকর্ড — লিনা রাদকে (জার্মানী)—২ মিঃ ১৬·৮ সেঃ

		মিঃ সেঃ
১৯২৮	লিনা রাদকে জার্মানী	২ ১৬·৮
১৯৬০	লুডমিলা সিভোকোভা রাশিয়া	২মিঃ ৪·৩ সেঃ

*১৯২৮ সালে আমস্টার্ডামের নবম অলিম্পিকের পর পাঁচটি অলিম্পিয়াডের ক্রীড়াসূচী হইতে ইহা পরিত্যক্ত হয়। সপ্তদশ অলিম্পিকে পুনরায় ক্রীড়াসূচীভুক্ত করা হইয়াছে।

উচ্চলম্ফন

বিশ্ব রেকর্ড—আয়োলেণ্ডা ব্যালাস (রুমানিয়া)—৬ ফুট ১½ ইঞ্চি।

অলিম্পিক রেকর্ড—আয়োলেণ্ডা ব্যালাস ৫ফুঃ ০¾ ইঞ্চি।

ভারতীয় রেকর্ড—বসন্তকুমারী (কেরালা) —৫ ফুট ১ ইঞ্চি

			ফুট	ইঃ
১৯২৮	ই ক্যাথারউড	কানাডা	৫	২½
১৯৩২	জে শিলে	আমেরিকা	৫	৫¼
১৯৩৬	ই শাস্ক	হাঙ্গেরী	৫	৩
১৯৪৮	ই কোচম্যান	আমেরিকা	৫	৬⅛
১৯৫২	ই ব্রাণ্ড	দক্ষিণ আফ্রিকা	৫	
১৯৫৬	ডব্লু ম্যাকডানিয়েল্স	আমেঃ	৫	
১৯৬০	আইয়োলেণ্ডা ব্যালাস	রুমানিয়া	৬	০¾

বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড—ভেরা ক্রেপকিনা (রাশিয়া)—২০ফুঃ ১০¾ইঃ

ভারতীয় রেকর্ড—সি ব্রাউন (বোম্বাই) —১৭ ফুট ১০½ ইঞ্চি

			ফুট	ইঞ্চি
১৯৪৮	ও গ্যারমাটি	হাঙ্গেরী	১৮	৮¼
১৯৫২	ই উইলিয়ামস	নিউজিঃ	২০	৫·৬
১৯৫৬	ই ক্রিজিসিনস্কা	পোল্যাণ্ড	২০	১০
১৯৬০	ভেরা ক্রেপকিনা	(রাশিয়া)	২০	১০¾

লৌহগোলক নিক্ষেপ

বিশ্ব রেকর্ড—তামারা প্রেস (রাশিয়া)—৫৮ ফুট ৪ ইঞ্চি

অলিম্পিক রেকর্ড—তামারা প্রেস (রাশিয়া)—৫৬ ফুট ৯½ ইঞ্চি

ভারতীয় রেকর্ড — ই ডেভেনপোর্ট (বিহার)—৩৫ ফুট ৭½ ইঞ্চি

			ফুট	ইঞ্চি
১৯৪৮	এম অস্টারমেয়ার	ফ্রান্স	৪৫	১½
১৯৫২	জি জিবিনা	রাশিয়া	৫০	২·৫৮
১৯৫৬	তামারা টিসকোভিচ	রাশিয়া	৫৪	৫
১৯৬০	তামারা প্রেস	(রাশিয়া)	৫৬	৯½

ডিসকাস নিক্ষেপ

বিশ্ব রেকর্ড—নীনা ডাম্বাজে (রাশিয়া) —১৮৭ ফুট ১½ ইঞ্চি

অলিম্পিক রেকর্ড—নিনা পোনোমারোভা (রাশিয়া)—১৮০ফুঃ ৯½ইঃ

ভারতীয় রেকর্ড—সি ও'কনেল (মাদ্রাজ) —১১৪ ফুট

			ফুট	ইঞ্চি
১৯২৮	এইচ কোনোপ্যাকো	পোল্যাণ্ড	১২৯	১১⅞
১৯৩২	এল কোপল্যাণ্ড	আমেঃ	১৩৩	২
১৯৩৬	জি ম্যায়ারমোয়ার	জার্মানী	১৫৬	৩⅛
১৯৪৮	এম অস্টারমেয়ার	ফ্রান্স	১৩৭	৬½
১৯৫২	এন রোমাস্কোভা	রাশিয়া	১৬৮	৮½
১৯৫৬	ও ফিকোটেভা	চেক্	১৭৬	১½
১৯৬০	নিনা পোনোমারোভা (রোমাস্কোভা)		১৮০	৯½

জেভেলিন নিক্ষেপ

বিশ্ব রেকর্ড—এলভিরা ওজোলিনা (রাশিয়া)—১৯৫ফুঃ ৪½ ইঞ্চি

অলিম্পিক রেকর্ড—এলভিরা ওজোলিনা (রাশিয়া)—১৮৩ফুঃ ৭¼ইঃ

ভারতীয় রেকর্ড—ই ডেভেনপোর্ট (রাজস্থান)—১৩৭ ফুট ৩ ইঞ্চি

			ফুট	ইঞ্চি
১৯৩২	এম ডেডরিকসন	আমেরিকা	১৪৩	৪
১৯৩৬	তিলি ফ্লাইকের	জার্মানী	১৪৮	২½
১৯৪৮	এইচ, বউম	অস্ট্রিয়া	১৪৯	৬
১৯৫২	ডানা জেটোপেকোভা	চেক	১৬৫	৭
১৯৫৬	ই, জুনজেম	রাশিয়া	১৭৬	৮½
১৯৬০	এ. ওজোলিনা	রাশিয়া	১৮৩	৭¼

ট্রাক এবং ফিল্ড বিষয়ের যে সকল প্রতিযোগিতা অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচী হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে

(পুরুষ এবং মহিলা)

৬০ মিটার দৌড়

১৯০০ এ ক্রায়েঞ্জেলিন আমেরিকা ৭ সেঃ
১৯০৪ আর্চি হ্যান আমেরিকা ৭ সেঃ

৫ মাইল দৌড়

			মিঃ	সেঃ
১৯০৬	এ ই হয়্রে	ইংলণ্ড	২৬	২৬·২
১৯০৮	ই আর ভয়েট	ইংলণ্ড	২৫	১১·২

২০০ মিটার হার্ডল রেস

			সেঃ
১৯০০	এ ক্রায়েঞ্জেলিন	আমেরিকা	২৪·৪
	এইচ হিলম্যান	আমেরিকা	২৪·৬

২৫০০ মিটার স্টিপলচেজ

			মিঃ	সেঃ
১৯০০	জি ওরটন	আমেরিকা	৭	৩৪
১৯০৪	জে লাইটবার্ড	আমেরিকা	৭	৩৯·৬

৩২০০ মিটার স্টিপলচেজ

			মিঃ	সেঃ
১৯০৮	এ রাসেল	ইংলণ্ড	১০	৪৭·৮

৪০০০ মিটার স্টিপলচেজ

			মিঃ	সেঃ
১৯০০	সি রিমার	ইংলণ্ড	১২	৫৮·৪

৩০০০ মিটার টিম রেস

১৯১২ আমেরিকা ৯ পয়েণ্ট
১৯২০ আমেরিকা ১০ পয়েণ্ট
১৯২৪ ফিনল্যাণ্ড ৮ পয়েণ্ট

৩ মাইল টিম রেস

১৯০৮ ইংলণ্ড ৬ পয়েণ্ট

৪ মাইল ক্রস কাণ্ট্রি রেস

১৯০৪ নিউ ইয়র্ক ক্লাব

৫০০০ মিটার টিম রেস

১৯০০ গ্রেট ব্রিটেন

জেভেলিন নিক্ষেপ (ফ্রি স্টাইল)

			ফিঃ	ইঃ
১৯০৮	ই লেমিং	সুইডেন	১৭৮	১½

জেভেলিন নিক্ষেপ (উভয় হস্তে)

দূরত্ব

			ফিঃ	ইঃ
১৯১২	জে শ্যারিস্টো	ফিনঃ	৩৫৮	১১½

৫৬ পাউণ্ড গোলা ছোড়া

দূরত্ব

			ফিঃ	ইঃ
১৯০৪	ই দেশমার্তে	ক্যানাডা	৩৪	৪
১৯২০	প্যাট ম্যাকডোনাল্ড	আমেরিকা	৩৬	১১½

অল রাউণ্ড চ্যাম্পিয়নশিপ

			পয়েণ্ট
১৯০৪	টি পি কিলে	ইংলণ্ড	৬,০৩৬

পেণ্টাথলন

১৯১২ এফ আর বি নরওয়ে ১৬ পয়েণ্ট
১৯২০ ই লেটোনেন ফিনঃ ১৪ পয়েণ্ট
১৯২৪ ই লেটোনেন ফিনঃ ১৬ পয়েণ্ট

৮,০০০ মিটার ক্রস কানট্রি রেস

			মিঃ	সেঃ
১৯১২	হ্যানস কোলেম্যানেন	ফিনল্যাণ্ড	৪৫	১১·৬

৮,০০০ মিটার ক্রস কানট্রি রেস

১৯১২ সুইডেন ১০ পয়েণ্ট

১০,০০০ মিটার ক্রস কানট্রি রেস

			মিঃ	সেঃ
১৮২০	পি নুরমি	ফিনল্যাণ্ড	২৭	১৫
১৯২৪	পি নুরমি	ফিনল্যাণ্ড	৩২	৫৪·৮

১০,০০০ মিটার ক্রস কানট্রি রেস

১৯২০ ফিনল্যাণ্ড ১০ পয়েণ্ট
১৯২৪ ফিনল্যাণ্ড ১১ পয়েণ্ট

১,৫০০ মিটার ভ্রমণ

			মিঃ	সেঃ
১৯০৬	জি বোনহ্যাগ	আমেরিকা	৭	১২·৬

৩০০০ মিটার ভ্রমণ

			মিঃ	সেঃ
১৯২০	উগো ফ্রিজিরিয়ো	ইটালী	১৩	১৪·২

৩৫০০ মিটার ভ্রমণ

		মিঃ	সেঃ
১৯০৮	জি ই লার্নার ইংলণ্ড	১৪	৫৫

১০,০০০ মিটার ভ্রমণ

		মিঃ	সেঃ
১৯১২	জে গোল্ডিং ক্যানাডা	৪৬	২৮·৪
১৯২০	উগো ফ্রিজিরিয়ো ইটালী	৪৮	০৬·২
১৯২৪	উগো ফ্রিজিরিয়ো ইটালী	৪৭	৪৯·০
১৯৪৮	জন মিকায়েলসন সুইডেন	৪৫	১৩·২
১৯৫২	জন মিকায়েলসন সুইডেন	৪৫	০২·৮

১০ মাইল ভ্রমণ

		ঘঃ	মিঃ	সেঃ
১৯০৮	জি ই লার্নার ইংলণ্ড	১	১৫	৫৭·৪

স্ট্যাণ্ডিং হাই জাম্প

উচ্চতা

			ফিঃ	ইঃ
১৯০০	রে. ইউরি	আমেরিকা	৫	৫
১৯০৪	রে. ইউরি	আমেরিকা	৪	১১
১৯০৬	রে. ইউরি	,,	৫	১⅝
১৯০৮	রে. ইউরি	,,	৫	২
১৯১২	প্ল্যাট এডামস্	,,	৫	৪⅛

স্ট্যাণ্ডিং লং জাম্প

দূরত্ব

			ফিঃ	ইঃ
১৯০০	রে. ইউরি	আমেরিকা	১০	৬⅜
১৯০৪	রে. ইউরি	আমেরিকা	১১	৪⅞
১৯০৬	রে. ইউরি	,,	১০	১০
১৯০৮	রে. ইউরি	,,	১০	১১¼
১৯১২	সি টিসিকিলিটাইরাস	গ্রীস	১১	¾

স্ট্যাণ্ডিং হপ স্টেপ অ্যাণ্ড জাম্প

			ফিঃ	ইঃ
১৯০০	রে. ইউরি	আমেরিকা	৩৪	৮½
১৯০৪	রে. ইউরি	,,	৩৪	৭¼

গোলা ছোড়া (উভয় হস্তে)

দূরত্ব

			ফিঃ	ইঃ
১৯১২	র‍্যালফ রোজ	আমেরিকা	৯০	৯½

ডিসকাস ছোড়া (উভয় হস্তে)

দূরত্ব

			ফিঃ	ইঃ
১৯১২	এ আর তাইপালে	ফিনল্যাণ্ড	২৭১	১¼

ডিসক্যাস ছোড়া

পৌরাণিক অলিম্পিকের গ্রীকদের অনুকরণে

দূরত্ব

			ফিঃ	ইঃ
১৯০৬	ডব্লু জার্ভিনেন	ফিনল্যাণ্ড	১১৫	৪
১৯০৮	মার্টিন শেরিডন	আমেরিকা	১২৪	৮

সন্তরণ (পুরুষ)

১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল

বিশ্ব রেকর্ড—জন ডেভিট (অস্ট্রেলিয়া)—৫৪·৬ সেকেণ্ড

অলিম্পিক রেকর্ড—জন ডেভিট (অস্ট্রেলিয়া)—৫৫·২ সেকেণ্ড

ভারতীয় রেকর্ড—এল বাজাজ (বোম্বাই)—৬০·৩ সেকেণ্ড

			মিঃ	সেঃ
১৮৯৬	এ হ্যাজোস	হাঙ্গেরী	১	২২·২
১৯০০	জে জার্ভিস	ইংলণ্ড	১	১৬·৪
১৯০৪	জে দ্য হ্যালেম	হাঙ্গেরী	১	০২·৮
১৯০৮	সি ড্যানিয়েলস	আমেরিকা	১	০৫·৮
১৯১২	ডিউক পি কাহানামাকু	আমেরিকা	১	০৩·৪
১৯২০	ডিউক পি কাহানামাকু	আমেরিকা	১	০১·৪
১৯২৪	জে ওয়েসমুলার	আমেরিকা		৫৯
১৯২৮	জনি ওয়েসমুলার	আমেরিকা		৫৮·৬
১৯৩২	ওয়াই মিয়াজাকি	জাপান		৫৮·২
১৯৩৬	ফেরেঙ্ক জিক	হাঙ্গেরী		৫৭·৬
১৯৪৮	রিস্	আমেরিকা		৫৭·৩

			মিঃ	সেঃ
১৯৫২	ক্লার্ক স্কোলস	আমেঃ		৫৭·৪
১৯৫৬	জন হেনরিকস	অস্ট্রেঃ		৫৪·৪
১৯৬০	জন ডেভিট	অস্ট্রেঃ		৫৫·২

৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল

বিশ্ব রেকর্ড—জন কনরাডস (অস্ট্রেলিয়া)—৪মিঃ ১৫·৯সেঃ

অলিম্পিক রেকর্ড—মারে রোজ (অস্ট্রেলিয়া)—৪মিঃ ১৮·৩সেঃ

ভারতীয় রেকর্ডস—রাম সিং (সার্ভিসেস)—৫মিঃ ৯·১সেঃ

			মিঃ	সেঃ
১৯০৪	সি ড্যানিয়েলস	আমেঃ	৬	১৬·২
১৯০৮	এইচ টেলর	ইংলণ্ড	৫	৩৬·৮
১৯১২	জি হজসন	ক্যানাডা	৫	২৪·৪
১৯২০	নর্মান রস	আমেরিকা	৫	২৬·৮
১৯২৪	জনি ওয়েসমুলার	আমেরিকা	৫	০৪·২
১৯২৮	এ জোরিলা	আর্জেঃ	৫	১·৬
১৯৩২	সি ক্র্যাব	আমেরিকা	৪	৪৮·৪
১৯৩৬	জ্যাক মেডিকা	আমেঃ	৪	৪৪·৫
১৯৪৮	ডব্লু স্মিথ	আমেরিকা	৪	৪১
১৯৫২	জাঁ বোয়াতো	ফ্রান্স	৪	৩০·৭
১৯৫৬	মারে রোজ	অস্ট্রেলিয়া	৪	২৭·৩
১৯৬০	মারে রোজ	অস্ট্রেলিয়া	৪	১৮·৩

১৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইল

বিশ্ব রেকর্ড—জন কনরাডস (অস্ট্রেলিয়া)—১৭মিঃ ১১সেঃ

অলিম্পিক রেকর্ড—জন কনরাডস (অস্ট্রেলিয়া)—১৭মিঃ ১৯·৬সেঃ

ভারতীয় রেকর্ড—রাম সিং (সার্ভিসেস)—২০মিঃ ২২·৫সেঃ

			মিঃ	সেঃ
১৯০৮	এইচ টেলর	ইংলণ্ড	২২	৪৮·৪
১৯১২	জি হজসন	ক্যানাডা	২২	০০
১৯২০	নর্মান রস	আমেরিকা	২২	২৩·২
১৯২৪	এ চার্লটন	অস্ট্রেলিয়া	২০	০৬·৬
১৯২৮	আনে বর্গ	সুইডেন	১৯	৫১·৮
১৯৩২	কে কিটামুরা	জাপান	১৯	১২·৪
১৯৩৬	এন টেরাডা	জাপান	১৯	১৩·৭
১৯৪৮	জে ম্যাকলেন	আমেঃ	১৯	১৮·৫
১৯৫২	ফোর্ড কোনো	আমেঃ	১৮	৩০·৩
১৯৫৬	মারে রোজ	অস্ট্রেঃ	১৭	১৮·৯
১৯৬০	জন কনরাডস	অস্ট্রেঃ	১৭	১৯·৬

১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক

বিশ্ব রেকর্ড—জে মঙ্কটন (অস্ট্রেলিয়া)—১মিঃ ১·৫সেঃ

অলিম্পিক রেকর্ড—ডি থিলে (অস্ট্রেলিয়া)—১মিঃ ১·৯সেঃ

ভারতীয় রেকর্ড—এল বাজাজ (বোম্বাই)—১মিঃ ১১·৮সেঃ

			মিঃ	সেঃ
১৯০৪	ওয়াল্টার ব্রক	জার্মানী	১	১৬·৮
১৯০৮	এ বিবারস্টেন	জার্মানী	১	২৪·৬
১৯১২	হ্যারি হ্যাবনার	আমেঃ	১	২১·২
১৯২০	ডব্লু কেয়ালোহা	আমেঃ	১	১৫·২
১৯২৪	কেয়ালোহা	আমেরিকা	১	১৩·২
১৯২৮	জর্জ কোজাক	আমেঃ	১	০৮·২
১৯৩২	এম কিয়োকাওয়া	জাপান	১	০৮·৬
১৯৩৬	এ কাইফার	আমেঃ	১	০৫·৯
১৯৪৮	এলেন স্ট্যাক	আমেঃ	১	০৬·৪
১৯৫২	ওয়াই ওয়াকাওয়া	আমেরিকা	১	০৫·৪
১৯৫৬	ডি থিলে	অস্ট্রেলিয়া	১	২·২
১৯৬০	ডি থিলে	অস্ট্রেলিয়া	১	১·৯

২০০ মিটার বাটারফ্লাই স্ট্রোক

বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড—মাইক ট্রয় (আমেরিকা)—২মিঃ ১৮·৮সেঃ

ভারতীয় রেকর্ড—এস জি লাঠি (বোম্বাই)—২মিঃ ৫১সেঃ

			মিঃ	সেঃ
১৯৫৬	ডব্লু ওরজিক	আমেঃ	২	১৯·৩
১৯৬০	মাইক ট্রয়	আমেরিকা	২	১৮·৮

২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক (বুক সাঁতার)

বিশ্ব রেকর্ড—টি গ্যাথারকোল (অস্ট্রেলিয়া)—২মিঃ ৩৬·৫সেঃ

অলিম্পিক রেকর্ড—এম ফুরুকাওয়া (জাপান)—২মিঃ ৩৪·৭সেঃ

ভারতীয় রেকর্ড—রামদেও সিং (সার্ভিসেস)—২মিঃ ৪৫·৬সেঃ

			মিঃ	সেঃ
১৯০৮	এফ হোলম্যান	ইংলণ্ড	৩	০৯·২
১৯১২	ডব্লু বাথে	জার্মানী	৩	০১·৮
১৯২০	এইচ ম্যালম্রোথ	সুইঃ	৩	০৪·৪
১৯২৪	আর ডি স্কেলটন	আমেরিকা	২	৫৬·৬
১৯২৮	ওয়াই ৎসুরুটা	জাপান	২	৪৮·৮
১৯৩২	ওয়াই ৎসুরুটা	জাপান	২	৪৫·৪
১৯৩৬	টি হামুরো	জাপান	২	৪২·৫

		মিঃ	সেঃ
১৯৪৮	জো ভান্দেয়্‌র্‌ আমেঃ	২	৩৯·৩
১৯৫২	জন ডেভিস অস্ট্রেলিয়া	২	৩৪·৪
১৯৫৬	এম কুর্‌কাওয়া জাপান	২	৩৪·৭
১৯৬০	ডব্ল্‌. ম্‌লিকেন আমেঃ	২	৩৭·৪

৪×২০০ মিটার রিলে

বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড—আমেরিকা—৮মিঃ ১০·২সেঃ

ভারতীয় রেকর্ড—সার্ভিসেস ১০ মিঃ ৫·৩সেঃ

		মিঃ	সেঃ
১৯০৮	ইংলণ্ড	১০	৫৫·৬
১৯১২	অস্ট্রেলিয়া	১০	১১·৬
১৯২০	আমেরিকা	১০	০৪·৪
১৯২৪	আমেরিকা	৯	৫৩·৪
১৯২৮	আমেরিকা	৯	৩৬·২
১৯৩২	জাপান	৮	৫৮·৪
১৯৩৬	জাপান	৮	৫১·৫
১৯৪৮	আমেরিকা	৮	৪৬
১৯৫২	আমেরিকা	৮	৩১·১
১৯৫৬	অস্ট্রেলিয়া	৮	২৩·৬
১৯৬০	আমেরিকা	৮	১০·২

৪×১০০ মিটার মিডলে রিলে

[সপ্তদশ অলিম্পিকের ন্‌তন অন্তর্ভুক্তি। রিলে দলের চারজন সাঁতার্‌ অলিম্পিকে অন্তর্ভুক্ত চারিটি প্রথায় অর্থাৎ ব্রেস্ট স্ট্রোক, ব্যাক স্ট্রোক, বাটারফ্লাই স্ট্রোক ও ফ্রি স্টাইলে সন্তরণ করেন।]

বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড—আমেরিকা—৪মিঃ ৫·৪সেঃ

ভারতীয় রেকর্ড—সার্ভিসেস ৪ মিনিট ৫২·৩সেঃ

১৯৬০ আমেরিকা ৪মিঃ ৫·৪সেঃ

ডাইভিং

স্প্রিং বোর্ড ডাইভ

		পয়েণ্ট
১৯০৪	ডাঃ জি শেল্ডন আমেঃ	১২৳
১৯০৬	জি ওয়ালজ জার্মানী	১৫৬
১৯০৮	এ ৎস্‌রর্নের জার্মানী	৮৫½
১৯১২	পল গাম্থার জার্মানী	৬
১৯২০	এল ই কুহেন আমেঃ	৬
১৯২৪	এ সি হোয়াইট আমেঃ	৭
১৯২৮	পি ডেসজার্ডিনস আমেরিকা	১৮৫·০৪
১৯৩২	এম গ্যালিটজেন আমেরিকা	১৬১·৩৮
১৯৩৬	ডিক ডেগনার আমেঃ	১৬৩·৫৭
১৯৪৮	ব্র্‌স হার্লন আমেরিকা	১৬৩·৬৪
১৯৫২	ডি ব্রাউনিং আমেঃ	২০৫·২৯
১৯৫৬	আর ক্লটওয়ার্দি আমেরিকা	১৫৯·৫৭
১৯৬০	জি টৌরিয়ান আমেঃ	১৭০·০০

প্লাটফরম ডাইভ

		পয়েণ্ট
১৯২৮	পি ডেসজার্ডিনস আমেরিকা	৯৮·৭৪
১৯৩২	হ্যারল্ড স্মিথ আমেঃ	১২৪·৮০
১৯৩৬	মার্শাল ওয়েন আমেঃ	১১৩·৫৮
১৯৪৮	ডাঃ এস লী আমেঃ	১৩০·০৫
১৯৫২	ডাঃ এস লী আমেঃ	১৫৬·২৮
১৯৫৬	জে ক্যাপিলা মেক্সিকো	১৫২·৪৪
১৯৬০	আর ওয়েবস্টার আমেরিকা	১৬৫·৫৬

ওয়াটার পোলো

১৯০৪	আমেরিকা
১৯০৮	ইংলণ্ড
১৯১২	ইংলণ্ড
১৯২০	ইংলণ্ড
১৯২৪	ফ্রান্স
১৯২৮	জার্মানী
১৯৩২	হাঙ্গেরী
১৯৩৬	হাঙ্গেরী
১৯৪৮	ইটালী
১৯৫২	হাঙ্গেরী
১৯৫৬	হাঙ্গেরী
১৯৬০	ইটালী

সন্তরণ (মহিলা)

১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল

বিশ্ব রেকর্ড—ডন ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া)—১মিঃ ০২সেঃ

অলিম্পিক রেকর্ড—ডন ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া)—১মিঃ ০১·২সেঃ

ভারতীয় রেকর্ড—পি ব্যালেন্টাইন (বোম্বাই)—১মিঃ ১৮·৬সেঃ

		মিঃ	সেঃ
১৯১২	এফ ডুরাক অস্ট্রেলিয়া	১	২২·২
১৯২০	এ রেবব্রে আমেরিকা	১	১৩·৬
১৯২৪	এ ল্যাকি আমেরিকা	১	১২·৪

			মিঃ	সেঃ
১৯২৮	এ ওসিপোউইচ	আমেঃ	১	১১
১৯৩২	এইচ ম্যাডিসন	আমেঃ	১	০৬·৮
১৯৩৬	রিকা ম্যাস্টেনব্রোয়েক	নেদারল্যাণ্ড	১	০৫·৯
১৯৪৮	জি এণ্ডারসন	ডেনমার্ক	১	০৬·৩
১৯৫২	কে জোকে	হাঙ্গেরী	১	০৬·৮
১৯৫৬	ডন ফ্রেজার	অস্ট্রেলিয়া	১	০২
১৯৬০	ডন ফ্রেজার	অস্ট্রেলিয়া	১	০১·২

৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল

বিশ্ব রেকর্ড—ক্রিস ফন সালজা (আমেরিকা)—৪মিঃ ৪৪·৫সেঃ

অলিম্পিক রেকর্ড—ক্রিস ফন সালজা (আমেরিকা)—৪মিঃ ৫০·৬সেঃ

ভারতীয় রেকর্ড—ডলী নাজির (বোম্বাই)—৬মিঃ ৩০·৬সেঃ

			মিঃ	সেঃ
১৯২৪	এম নরেলিয়াস	আমেঃ	৬	০২·২
১৯২৮	এম নরেলিয়াস	আমেঃ	৫	৪২·৮
১৯৩২	এইচ ম্যাডিসন	আমেঃ	৫	২৮·৫
১৯৩৬	রিকা ম্যাস্টেনব্রোয়েক	নেদারল্যাণ্ডস	৫	২৬·৪
১৯৪৮	এন কার্টিস	আমেরিকা	৫	১৭·৮
১৯৫২	ভি গ্যায়েঞ্জে	হাঙ্গেরী	৫	১২·১
১৯৫৬	এল ক্র্যাপ	অস্ট্রেলিয়া	৪	৫৪·৬
১৯৬০	ক্রিস ফন সালজা	আমেরিকা	৪	৫০·৬

১০০ মিটার বাটারফ্লাই স্ট্রোক

বিশ্ব রেকর্ড—এন র‍্যামে (আমেরিকা)—১মিঃ ৯·১সেঃ

অলিম্পিক রেকর্ড—সি স্কুলার (আমেরিকা)—১মিঃ ৯·৫সেঃ

ভারতীয় রেকর্ড—ডলী নাজির (বোম্বাই)—১মিঃ ৩৮সেঃ

			মিঃ	সেঃ
১৯৫৬	শেলী ম্যান	আমেরিকা	১	১১
১৯৬০	সি স্কুলার	আমেরিকা	১	৯·৫

১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোক (পিঠ সাঁতার)

বিশ্ব রেকর্ড—এল বার্ক (আমেরিকা)—১মিঃ ৯·২সেঃ

অলিম্পিক রেকর্ড—এল বার্ক (আমেরিকা)—১মিঃ ৯·৩সেঃ

ভারতীয় রেকর্ড—সন্ধ্যা চন্দ্র (বাংলা)—১মিঃ ২৯·৫সেঃ

			মিঃ	সেঃ
১৯২৪	এস বোয়ের	আমেরিকা	১	২৩·২
১৯২৮	ম্যারী ব্রাউন	হল্যাণ্ড	১	২২
১৯৩২	এ হোম	আমেরিকা	১	১৯·৪
১৯৩৬	দিনা স্নেফ	নেদারঃ	১	১৮·৯
১৯৪৮	সি হারূপ	ডেনমার্ক	১	১৪·৪
১৯৫২	জে হ্যারিসন	দঃ আঃ	১	১৪·৩
১৯৫৬	জে গ্রীনহ্যাম	গ্রেঃ বৃঃ	১	১২·৯
১৯৬০	এল বার্ক	আমেরিকা	১	৯·৩

২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক

বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড—এ লন্সব্রাউ (গ্রেট ব্রিটেন)—২মিঃ ৪৯·৫সেঃ

			মিঃ	সেঃ
১৯২৪	লুসি মর্টন	ইংলণ্ড	৩	৩৩·২
১৯২৮	এইচ স্রাদর	জার্মানী	৩	১২·৩
১৯৩২	ক্লারা ডেনিস	অস্ট্রেঃ	৩	০৬·৩
১৯৩৬	হিদেকা মায়েহাতা	জাপান	৩	০৩·৬
১৯৪৮	নেল ফন ভ্লায়েং	নেদারল্যাণ্ডস	২	৫৭·২
১৯৫২	ইভা জেকেলী	হাঙ্গেরী	২	৫১·৭
১৯৫৬	উরশুলা হেপ	জার্মানী	২	৫৩·১
১৯৬০	এ লন্সব্রাউ	গ্রেট ব্রিটেন	২	৪৯·৫

৪×১০০ মিটার রিলে

বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড—(আমেরিকা)—৪মিঃ ৮·৯সেঃ

ভারতীয় রেকর্ড—বাঙ্‌লা ৫মিঃ ৫৫·২ সেকেণ্ড

		মিঃ	সেঃ
১৯১২	ইংলণ্ড	৫	৫২·৮
১৯২০	আমেরিকা	৫	১১·৬
১৯২৪	আমেরিকা	৪	৫৮·৮
১৯২৮	আমেরিকা	৪	৪৭·৩
১৯৩২	আমেরিকা	৪	৩৮
১৯৩৬	নেদারল্যাণ্ডস	৪	৩৬
১৯৪৮	আমেরিকা	৪	২৯·২
১৯৫২	হাঙ্গেরী	৪	২৪·৪
১৯৫৬	অস্ট্রেলিয়া	৪	১৭·১
১৯৬০	আমেরিকা	৪	৮·৯

৪×১০০ মিটার মিডলে রিলে

[সপ্তদশ অলিম্পিকের নবসংযোজিত বিষয়]

বিশ্ব রেকর্ড ও অলিম্পিক রেকর্ড—(আমেরিকা)—৪মিঃ ৪১·১সেঃ

ভারতীয় রেকর্ড—বাঙ্‌লা ৬মিঃ ১৭·৭ সেকেণ্ড

১৯৬০	আমেরিকা	৪	৪১·১

ডাইভিং (মহিলা)

ফ্যান্সি স্প্রিং বোর্ড ডাইভ

			পয়েন্ট
১৯২০	আই রীগিন	আমেঃ	৯
১৯২৪	এ বেকার	আমেরিকা	৮
১৯২৮	হেলেন মেনে	আমেঃ	৭৬·৬২
১৯৩২	জে কোলেম্যান	আমেঃ	৮৭·৫২
১৯৩৬	এম গ্যাসট্রিং	আমেঃ	৮৯·২৭
১৯৪৮	ভিকি ড্রেভস	আমেঃ	১০৮·৭৪
১৯৫২	পি কে ম্যাককর্মিক	আমেবিকা	১৪০·৩০
১৯৫৬	পি কে ম্যাককর্মিক	আমেরিকা	১৪২·৩৬
১৯৬০	ইনগ্রিড ক্র্যামার	জার্মানী	১৫৬·৮১ পয়েন্ট

প্লাটফর্ম ডাইভ
(হাই বোর্ড ডাইভিং)

			পয়েন্ট
১৯২৮	বি পিংকসটন	আমেঃ	৩১·৬০
১৯৩২	ডি পয়েন্টন	আমেরিকা	৪০·২৬
১৯৩৬	ডি পয়েন্টন	আমেরিকা	৩৩·৯৩
১৯৪৮	ভি ড্রেভস	আমেবিকা	৬৭·৮৭
১৯৫২	পি ম্যাককর্মিক	আমেঃ	৭৯·৩৭
১৯৫৬	পি ম্যাককর্মিক	আমেঃ	৮৪·৮৫
১৯৬০	ইনগ্রিড ক্র্যামাব	জার্মানী	৯১·২৮

সন্তরণের যে সমস্ত বিষয় অলিম্পিকের ক্রীড়াসূচী হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে

পুরুষ—৫০ গজ

১৯০৪	জেড হ্যালমে	হাঙ্গেরী	২৮ সেঃ

২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল

			মিঃ	সেঃ
১৯০০	এফ সি লেন	অস্ট্রেঃ	২	২৫·২
১৯০৪	সি ড্যানিয়েলস	আমেঃ	২	৪৪·২

৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইল

১৮৯৬	পল নিউম্যান	অস্ট্রিয়া	৮	১২·৬

৮৮০ গজ ফ্রি স্টাইল

১৯০৪	এ রাউস	জার্মানী	১৩	১১·৪

১২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল

১৮৯৬	গুটম্যান	হাঙ্গেরী	১৮	২২·২

১৬০০ মিটার

			মিঃ	সেঃ
১৯০৬	এইচ টেলর	ইংলণ্ড	২৮	২৮

১ মাইল

১৯০৪	এ রাউস	জার্মানী	২৭	১৮·২

৪০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক

১৯০৪	জর্জ জ্যাকেরিয়াস	জার্মানী	৭	২৩·৬
১৯১২	ডব্লু ব্রক	জার্মানী	৬	২৯·৬
১৯২০	এইচ ম্যামরথ	সুইডেন	৬	৩১·৮

১০০০ মিটার টিম রেস

১৯০৬	হাঙ্গেরী	১৭	১৬·২

ডুব সাঁতার (প্লাঞ্জ ফর ডিস্টেন্স)

			ফিঃ	ইঃ
১৯০৪	ডব্লু ই ডিকে	আমেরিকা	৬২	৬

আণ্ডার ওয়াটার

১৯০০	ডেভেনের্ডাভিল্লি	ফ্রান্স	৬০ মিটার

ফ্যান্সি হাই ডাইভ

			পয়েন্ট
১৯১২	এ এডলার্জ	সুইডেন	৭
১৯২০	সি ই পিংকস্টন	আমেঃ	৭
১৯২৪	এ সি হোয়াইট	আমেঃ	৯

প্লেন হাই ডাইভ

			পয়েন্ট
১৯০৮	এইচ জোহানসেন	সুইডেন	৮৩·৭০
১৯১২	ই এডলার্জ	সুইডেন	৭
১৯২০	এ ওয়ালম্যান	সুইডেন	৭
১৯২৪	রিচার্ড ইভ	অস্ট্রেলিয়া	১৩½

মহিলাদের

৩০০ মিটার

			মিঃ	সেঃ
১৯২০	এথেল্ডা ব্লেবট্রে	আমেরিকা	৪	৩৪

প্লেন হাই ডাইভ

			পয়েন্ট
১৯১২	গ্রেটা জোহানসন	সুইডেন	৩৯·৯
১৯২০	মিস ফ্রাইল্যাণ্ড	ডেনমার্ক	৬
১৯২৪	কে স্মিথ	আমেরিকা	৯

জিমন্যাষ্টিক (পুরুষ)

সমস্ত বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও কুশলী জিমন্যাস্ট

(ব্যক্তিগত)

পয়েন্ট

১৯০০ সাদ্রাঁ ফ্রান্স ৩২০
১৯০৪ এ হায়েদা আমেঃ
১৯০৮ এ ব্রাগলিয়া ইটালী ৩১৭
১৯১২ এ ব্রাগলিয়া ইটালী ১৩৫
১৯২০ জি জাম্পোরী
ইটালী ৮৮·৩৫
১৯২৪ এল স্টুকলি যুগোঃ ১১০·৩৪
১৯২৮ জি মেইজ সুইজার ২৪৭·৬০
১৯৩২ আর নেরী ইটালী ১৪০·৬২৫
১৯৩৬ কার্ল শহুৎসমান
জার্মানী ১১৩·১
১৯৪৮ ভি হুটানেন ফিনঃ ২২৯·৭
১৯৫২ ভি চুখারিন
সোভিয়েট রাশিয়া ১১৫·৭০
১৯৫৬ ভি চুখারিন
সোভিয়েট রাশিয়া ১১৪·২৫
১৯৬০ বি শাখালিন
সোভিয়েট রাশিয়া ১১৫·৯৫

সর্ববিষয়ে কুশলী জিমন্যাস্টের প্রতিযোগিতা (দলগত)

পয়েন্ট

১৮৯৬ জার্মানী
১৯০৪ আমেরিকা
১৯০৮ সুইডেন ৪৩৮
১৯১২ ইটালী ২৬৫·৭৫
১৯২০ ইটালী ৩৫৯·৮৫
১৯২৪ ইটালী ৮৩৯·০৫৬
১৯২৮ সুইজারল্যান্ড ১৭১৮·৬২৫
১৯৩২ ইটালী ৫৪১·৮৫
১৯৩৬ জার্মানী ৬৫৭·৪৩
১৯৪৮ ফিনল্যান্ড ১৩৫৮·৩
১৯৫২ সোভিয়েট রাশিয়া ৫৭৪·৪০
১৯৫৬ সোভিয়েট রাশিয়া ৫৬৮·২৫
১৯৬০ জাপান ৫৭৫·২০

লং হর্স (ভল্ট)

পয়েন্ট

১৮৯৬ কার্ল শুম্যান জার্মানী
১৯০৪ এ হায়েদা আমেরিকা
জর্জ এসার (টাই)
আমেরিকা
১৯২৪ ফ্রান্ক ক্রিজ আমেরিকা ৯·৯৮

পয়েন্ট

১৯২৮ ই ম্যাক সুইজারল্যান্ড ৯·৫৮
১৯৩২ এস গুগলিয়েলমেত্তি
ইটালী ১৮·০৩
১৯৩৬ কার্ল শহুৎসমান
জার্মানী ১৯·২০
১৯৪৮ পি জে আলটোনেন
ফিনল্যান্ড ৩৯·১
১৯৫২ ভিক্টর চুখারিন
ফিনল্যান্ড ৩৯·২০
১৯৫৬ এইচ বানজ জার্মানী
ভি মুরাটোভা
সোভিয়েট রাশিয়া ১৮·৮৫
১৯৬০ টি ওনো জাপান ১৯·৩৫০
বরিশ শাখালিন

পোমেল্ড হর্স

পয়েন্ট

১৮৯৬ জাষ্ট্রার সুইজারল্যান্ড
১৯০৪ এ হাইদা আমেরিকা ৪২
১৯২৪ জে উইলহেলম সুইজার ২১·২৩
১৯২৮ এইচ হ্যানিগ সুইজার ১৯·৭৫
১৯৩২ এস পেল্লি হাঙ্গেরী ১৯·০৭
১৯৩৬ কনরাদ ফ্রাই জার্মানী ১৯·৩৩
১৯৪৮ পি আলটোনেন ফিনঃ ৩৮·৭
১৯৫২ ভিক্টর চুখারিন
সোভিয়েট রাশিয়া ১৯·৫০
১৯৫৬ বি শাখালিন
সোভিয়েট রাশিয়া ১৯·২৫
১৯৬০ ই একম্যান ফিনঃ ১৯·৩৭৫
বরিশ শাখালিন

হোরাইজেন্টাল বার

পয়েন্ট

১৮৯৬ এইচ উইনগার্টনার
জার্মানী ৪০
১৯০৪ এন্টন হাইদা }
ই এ হ্যানিগ }
(টাই) আমেরিকা ৪০
১৯২৪ এল স্টুকলি যুগোঃ ১৯·৭৩
১৯২৮ জি মেইজ সুইজার ১৯·১৭
১৯৩২ ডি বিক্সলার আমেঃ ১৮·৩৩
১৯৩৬ এ সারভালা ফিনল্যান্ড ৬৯·১৬৩
১৯৪৮ জে স্ট্যাডলার সুইজার ৩৯·৭
১৯৫২ জে গান্ধার সুইজার ১৯·৫৫
১৯৫৬ টি ওনো জাপান ১৯·৬০
১৯৬০ টি ওনো জাপান ১৯·৬০০

প্যারালাল বার

পয়েন্ট

১৮৯৬ এ ফ্লাটো জার্মানী
১৯০৪ জর্জ এসার আমেরিকা ৪৪
১৯২৪ এ গ্যুট্রিঙ্গার সুইজার ২১·৬৩
১৯২৮ এল ভাচা চেকোঃ ১৮·৮৩
১৯৩২ রোমিও নেরী ইটালী ১৮·৯৭
১৯৩৬ কনরাদ ফ্রাই জার্মানী ১৯·০৬
১৯৪৮ এস রেউচ সুইজারল্যান্ড ৩৯·৫
১৯৫২ এইচ ইউগস্টার
সুইজারল্যান্ড ১৯·৬৫
১৯৫৬ ভি চুখারিন সোঃ রাশিয়া ১৯·২০
১৯৬০ বি শাখালিন
সোভিয়েট রাশিয়া ১৯·৪০০

ফ্লাইং রিং

পয়েন্ট

১৮৯৬ মিট্রোপোলেস গ্রীস
১৯০৪ এইচ টি গ্লাস আমেঃ ৪৫
১৯২৪ এফ মার্টিনো ইটালী ২১·৫৫
১৯২৮ এল স্টুকলি যুগোঃ ১৯·২৫
১৯৩২ জর্জ গুলাক আমেরিকা ১৮·৯৭

পয়েন্ট

১৯৩৬ এলোস হুডেক চেকোঃ ১৯·৪৩
১৯৪৮ কে ফ্রাই সুইজারল্যান্ড ৩৯·৬
১৯৫২ গ্রান্ট চাগুইনিয়ান
সোভিয়েট রাশিয়া ১৯·৭৫
১৯৫৬ এ আজারিয়ান
সোভিয়েট রাশিয়া ১৯·১০
১৯৬০ এ আজারিয়ান
সোভিয়েট রাশিয়া ১৯·৭২৫

ফ্রি স্ট্যান্ডিং এক্সারসাইজেস
(গ্রাউন্ড)

পয়েন্ট

১৯৩২ এস পেল্লি হাঙ্গেরী
১৯৩৬ জর্জ মেইজ সুইজার
১৯৪৮ ফেরেঙ্ক পার্টাকি
হাঙ্গেরী ৩৮·৭
১৯৫২ কে থোরেসেন সুইডেন ১৯·২৫
১৯৫৬ ভি মুরাটোভ
সোভিয়েট রাশিয়া ১৯·২০
১৯৬০ এন আইহারা জাপান ১৯·৪৫০

জিমন্যাষ্টিক (মহিলা)

সর্ববিষয়ে কুশল জিমন্যাস্টদের প্রতিযোগিতা
(দলগত)

পয়েন্ট

১৯২৮ হল্যান্ড ৩১৬·৭৫
১৯৩৬ জার্মানী ৫০৬·৫০
১৯৪৮ চেকোশ্লোভাকিয়া ৪৪৫·৪৫
১৯৫২ সোভিয়েট রাশিয়া ৫২৭·০৩
১৯৫৬ সোভিয়েট রাশিয়া ৪৪৪·৮০
১৯৬০ সোভিয়েট রাশিয়া ২·০৩০

সমস্ত বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও কুশলী মহিলা জিমন্যাস্ট

পয়েন্ট

১৯৫২ এম গোরোখোভস্কায়া
সোভিয়েট রাশিয়া ৭৬·৭৮
১৯৫৬ এল ল্যাটিনিনা
সোভিয়েট রাশিয়া ৭৪·৯৩
১৯৬০ এল ল্যাটিনিনা
সোভিয়েট রাশিয়া ৭৭·০৩১

বিম ব্যালান্সিং

পয়েন্ট

১৯৫২ নিনা বোটচারোভা
সোভিয়েট রাশিয়া ১৯·২২
১৯৫৬ এ ক্যালোটি হাঙ্গেরী ১৮·৮০
১৯৬০ ই বোসাকোভা
চেকোশ্লোভাকিয়া ১৯·২৮৩

ফ্লোর এক্সারসাইজেস
(ফ্রি স্ট্যান্ডিং)

১৯৫২ এ কেলেটি হাঙ্গেরী ১৯·৩৬
১৯৫৬ এল ল্যাটিনিনা
সোভিয়েট রাশিয়া } ১৮·৭৩
এ কেলেটি হাঙ্গেরী
১৯৬০ এল ল্যাটিনিনা
সোভিয়েট রাশিয়া ১৯·৫৮৩

সাইড হর্স ভল্ট

পয়েন্ট

১৯৫২ ক্যাটারিনা ক্যালিনোথোক
সোভিয়েট রাশিয়া ১৯·২০

		পয়েন্ট
১৯৫৬	এল ল্যাটিনিনা সোভিয়েট রাশিয়া	১৮·৮৩
১৯৬০	এম নিকোলেভা সোভিয়েট রাশিয়া	১৯·৩১৬

অসমতল (প্যারালালবার)

			পয়েন্ট
১৯৫২	এম কোরোণ্ডি	হাঙ্গেরী	১৯·৪০
১৯৫৬	এ ক্যালেটি	হাঙ্গেরী	১৮·৯৬
১৯৬০	পি আস্তাকোভা	সোভিয়েট রাশিয়া	১৯·৬১৬

টিম ড্রিল

		পয়েন্ট
১৯৫২	সুইডেন	৭৪·২০
১৯৫৬	হাঙ্গেরী	৭৫·২

অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় জিমন্যাস্টিকের যে সমস্ত বিষয় পরিত্যক্ত হইয়াছে

পুরুষদের — দলগত

সুইডিশ প্রথায়

		পয়েন্ট
১৯১২	সুইডেন	৯৩৭·৪৬
১৯২০	সুইডেন	১৩৬৪

দলগত

ফ্রি সিস্টেম

		পয়েন্ট
১৯১২	নরওয়ে	১১৪·২৫

দলগত

স্পেশাল কণ্ডিসন

১৯১২	ইটালী
১৯২০	ডেনমার্ক

দলগত

হোরাইজেণ্টাল বার

১৮৯৬	জার্মানী

দলগত

প্যারালাল বার

১৮৯৬	জার্মানী

রজ্জু আরোহণ

			সেঃ
১৮৯৬	আন্দ্রিয়া কোপোলস	গ্রীস	২৩·৪
১৯০৪	জর্জ এসার	আমেরিকা	৭
১৯০৬	জি আলিপ্রাণ্টিস	গ্রীস	১১·৪
১৯২৪	বি সুপসিক	চেকোশ্লোঃ	৭·২
১৯৩২	রেমণ্ড বাস	আমেরিকা	৬·৭

সাইড হর্স

(ভল্ট)

			পয়েন্ট
১৯২৪	এ সেগুইন	ফ্রান্স	১০
	ই ম্যাক	সুইজারল্যাণ্ড	২৮·৭৫

টাম্বলিং

			পয়েন্ট
১৯৩২	আর উলফ্	আমেরিকা	১৮·৯

মুগুর ভাঁজা

(ইণ্ডিয়ান ক্লাব)

			পয়েন্ট
১৯০৪	ই এ হ্যানিগ	আমেরিকা	১৩
১৯৩২	জর্জ রথ	আমেরিকা	২৬·৯

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

Aegean Civilization by G. Glotz.
Athletics by the Achilles Club.
Athletics by Percy Gardner.
Athletics by D. G. A. Lowe & A. E. Porrit.
Athletics for Boys and Girls
by J. Edmundson and C. R. E. Burnup.
Athletics of the Ancient World by E. N. Gardiner.
Athletes in Action by F.A.M. Webster.
Ancient Society by Henry Lewis Morgan.
Ancient India by Ramesh Ch. Mazumdar.
Ancient Races and Myths by Chandra Chakraborty.
Alexander of Macedon by Harold Lamb.
An Approved History of Olympic Games by Bill Henry.
A History of Europe by H. A. L. Fischer.
A History of Greece by J. B. Bury.
A History of India by J. C. Powett Price.
A Survey of Indian History by K. M. Panikkar.
An Outline History of Art. by Joseph Pijoan.
Australia Your Host: Australian News and Information Bureau Publication.

Bulletin du Comite Olympiques Suisse, Lausanne, 1954
Bulletin Officiel Giochi Della XVII Olympiade Roma.
Bulletin de Comite International Olympique, 1948—1960.
Bulletin d' Informations—Comite Olympique Egyption.
Bulletin des XVes Olympiades d' Helsinki (Programme du jour 28 Juil—2 aout).

Comite International Olympique, Session de 1925.
Czechoslovak Sports by Arthur Milney.
Czechoslovak Sport Goes Ahead by Marie Zemanova.
Chambers Encyclopedia

Die Olympischen Spiele, Paris, 1924 by Dr. Willy Meisl
Dictionary of Folklore Mythology and Legend
Ed. by Maria Leach.
Decline and Fall of Roman Empire by Edward Gibbon.
Doubleday Encyclopedia by Doubleday Doran & Co.
De XIV Olympiske Sommerlaker London
by Norges Olympiske Komite.
De Olympiske Vinterlaker St. Moritz
by Norges Olympiske Komite.
De Olympiske Vinterlaker Oslo 1952
by Norges Olympiske Komite.
Die Olympischen Spiele in Amsterdam by Walter Richter

Encyclopedia of Modern Knowledge
Ed. by Sir John Hammerton.
Encyclopedia Britanica
L'Encyclopedie Suedoise

Fouth Olympic Games 1908
First Western Asiatic Games and VI Indian Olympic Games 1934.
FIFA Official Bulletin
No. 7, 1954
No. 6, 1954
No. 13, 1956
No. 17, 1957
No. 22, 1958
Finland and Sports published by State Sports Board.
Fanny the Story of 4 Gold Medals by Jan Blankers.
Festschrift by Dr. Carl Diem.
110 Greatest Sports Heroes by Mac Davis.
Golden Book of Hungarian Olympic Champions
by Dr. Ferenc Mezo.
Girl Athlets in Action by F. A. M. Webster.

Histories by Herodotus tr. G. Rawlenson.
Histories by Herodotus tr. Aubrey De Selincourt.
History of Persia by Brig. General Sir Percy Skyes.
History of Afghanistan by Brig. General Sir Percy Skyes.
Handbook of Amateur Swimming Association, Great Britain.
Handbook of FINA (Federation Internationale de Nation Amateur).
Handbook of FIFA (Federation Internationale de Footbal Association).
Hindu Civilization by Dr. Radhakumud Mookherji.
History of the Peloponnesian War by Thucydides.

Indian Athletics by Jal D. Pardivala.
Indian Era by Cunningham.
Iliad by Homer tr. W. C. Bryant.
Internationaler Sport by Theod. Andrea Cook.
Indian Olympic Athletics Team and the Amsterdam Olympiad by Indian Olympic Committee.
Internationaler Sport Jahrbench 1927.
Indian Olympic Games Souvenir 1952
60 Jahre Olympische Spiele
by Osterreichisches Olympisches Komite

Kessings Contemporary Archieves, 1934—1956.
Kuts Sets the Pace by Y. Vanyat.

L'Album Olympique by Walter Reichter.
L'Album Olympique
L'Italia Alla XV Olympiade, Rome 1953.
Les Juex Olympiques Modernes by **Dr. Ferenc Mezo.**

Life of Greece *by* Will Durrant.
Lives and Opinions of Eminent Philosophers *by* Diogeness Leartius.
Livre d'or des Champions Olympiques Hongaris *by* Ferenc Mezo.
Lawn Tennis Masters Unveiled *by* B. H. Liddell Hart.
Le XVes Olympiades
Le Rapport Official Balgique, 1920.
Le Rapport Olympique Austriechen
La Vie Sportive en Finlande Paris *by* T. Okkola
Monsieur de Coubertin *by* Andre Senay et Robert Hervet.
Major Sports Technique Illustrated *by* Tyber Micolean.
Modern Track and Field *by* J. Kenneth Doherty.
Muveszi es Versenytorna *by* Zoltan Duckstein.
মহাভারত · মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত।
[শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ কর্তৃক অনূদিত]
New Chapters in Greece History *by* Percy Gardner.
The New Magic of Swimming *by* Gilbert Collins.
Official Handbook of IAAF (International Amateur Athletic Federation 1959-60).
Official Handbook of FILA (Federation Internationale de Lutee Amateur).
Olympiade Helsinki *by* Ferenc Mezo.
Olympic Cavalcade of Sports *by* John V. Grombach.
Old Greek Civilisation *by* J. P. Mahaffy.
Old Greek Life *by* J. P. Mahaffy.
Odes *by* Pindar.
Olympia Lexikon *by* Fritz Wasner.
Olympic Kalauz *by* Ferenc Mezo.
Olympiaboken *by* P. Chr. Anderson.
Official Report of the 1908 Games.
Official Report of the United States Olympic Committee 1960.
Official Report of the Belgiam Olympic Committee 1920 (English Edition)
Official Report of the V Olympiske Vinter laker.
Olympiske Spiele *by* Julius Eichenberger A. Wagner.
Olympiad, 1960 Edited by Italian State Tourist Department, Rome.
Official Souvenir of the Olympic Games, London 1948
Olympic Games, 1956, Melbourne, Argus Publication: Sponsored by the Organising Committee.
Olympic Games of Stockholm, 1912, by Erik Bergvall.
VIII Olympiaden, 1924, *by* Erik Bergvall.
Olympische Speleen I, Stockholm.
Official Handbook of the Amateur Athletic Federation 1959/60.

Olympia *by* *Fick.*
Olympia Oslo 1952,
Olympia Helsinki 1952 Verlag M. Damont Schauberg; Koln.
Olympic Winter Games, Oslo, by P. Chr. Anderson.
Official Souvenir XX National Athletic Championship Calcutta.
Official Report of the VI Olympic Winter Games Oslo, published by the Organising Committee.
Official Programme of the Xth Olympide.
Official Report of the XIV Olympic Games.
Official Report of the XV Olympic Games.
Official Report of the XVI Olympic Games.
} British Olympic Association published by World Sports.
Official Report of the British Olympic Association published *by* World Sports.
Report of the Indian Olympic Tour, 1948— *by* Indian Olympic Committee.

Seul Programme Official, Paris.
Sports Quiz *by* Lyle Brown.
Spalding Athletic Almanac 1912
Spalding Athletic Almanac 1914
Spalding Athletic Almanac 1920
Spalding Athletic Almanac 1923
Spatlese Am Rhein *by* Dr. Carl Diem.
Sports in the Antiquity *by* Shroder.
Story of the Olympic Games *by* John Kieran and Arthur Daley.
Swimming the American Crawl *by* Johny Weissmuller.
Soumen Voimistelaja Wheilulitto by Federation Finlandaise de Gymnastique et des Sport, 1955.
Souvenir of Golden Jubilee of the British Olympic Association.
Soviet Olympic Champions published by Foreign Language Publishing House, Moscow.

The Palace of Minos *by* Sir Arthur Evans.
The Negro in Sports *by* Edwin B. Anderson.
The New Magic of Swimming *by* Gilbert Collins.
The Olympic Games *by* Charles J. P. Lucas.
The Olympic and British Empire Games
The World's Great Events *by* P. F. Coller Son Co.
The Young Athlete *by* R. M. N. Tisdall.
The Outline of History *by* H. G. Wells.
The Olympic Games by International Olympic Committee 1958 Edition.
The Olympic Pageant *by* Alexander M. Wayand.

The Olympic Games Book by Harold Abrahams.
The Olympics 1960 by John V. Grombach.
Twenty-five Hungarian Sportsman Relate by Gorgy Szepesi & Laszlo Lukacs
Track and Field Olympic Records: Compiled by *Harold M. Abrahams.*
Training Olympic Champions in Track and Field by Jack Waber.
The Deiponsophists by Athesnaeus.
The Encyclopedia of Sports by F. G. Menke.
The Early History of India by Vincent A. Smith.
The Place of Sport in Britain, published by Organising Committee of the XVth Olympiad.
The Popular Encyclopedia by Gresham Publishing Company.
Universal History of the World *Ed. by* J. A. Hammerton.
United States Olympians.
Urheiln Pikku Jattilainen by Martti Jukola.
U.S.A. Olympians.
Urheilun Maaimanhist by Klaus Soumela.
VIII Olympiaden by Erik Bergvall.
V. Olympiaden Stockholm, by Eric Peterson.
XI Olympiade Berlin by Dr. Ferenc Mezo.
Yesterday in Sports by John Durant.

NEWSPAPERS AND NEWS AGENCY

Berliner Tageblatt.
Frankfurter Zeitung.
Du Mussager d' Athenes.
New York Herald Tribune.
Ananda Bazar Patrika.
Hindudsthan Standard.
The Statesman.
Amrita Bazar Patrika.
Times of India.
Hindusthan Times.
Jugantar.
Domei Agency (News Agency of Japan).
Times, London.
Svenska Dagblatt.
Manchester Guardian.
Daily Mail

MAGAZINES AND PERIODICALS

Akropolis, Athens.
Czechoslovak Sport, Praha Ed. by C. Rybar.
Coronet, 4th April 1933.
Fortune
Life

Leichathletic, Berlin.
Sports Illustrated—Time Inc. Chicago.
Sphere (Monthly) August 8, 1936.
Sports and Past Time
World Review of Reviews—1936.
World Sports, London.
The London News
The Chineese Sports
Time
Acron
দেশ